বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিল পত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র :দ্বিতীয় খন্ড

পটভূমি
(১৯০৫-১৯৭১)

সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণায়ল-এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ি # ৭, রোড # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্রাক্স : (৮৮০২)৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabd.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	নভেম্বর, ১৯৮২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মোঃ আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-2

Published by : Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Raod # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel : 9661141, 9662282, Fax : (8802) 9662844
E-mail : info@paramabd.com

On behalf of Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Copyright: Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Raod # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A , Sec # 11, Mirpur, Dhaka-1216

First Published: November, 1982
Reprint: December, 2003
Reprint: June, 2009

ISBN : 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র :দ্বিতীয় খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের আক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালা সর্ব মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালযে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় ’’বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘হাক্কানী পাবলিশার্স'কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)’’ পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবার্চিত অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতোবেক।

আপনার বিশ্বস্ত,

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের **১৯৭১** সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য **১৯৭৭** সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় **১৯৮২** সনে **১৫** খন্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুল রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচন কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পাণ্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামার্ণকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের পর গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্ধকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রকল্পের প্রধান বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে নিরলস ও অকাতর কর্মপ্রচেষ্টার জন্য জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমূদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলো মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

১৪ সেপ্টেম্বর,
১৯৮২।

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্তও প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথাম খন্ডঃ	পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ডঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ডঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ডঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ডঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ডঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ডঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ডঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ডঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খন্ডঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ডঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ডঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ডঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ন না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নিদিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডেএকইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা য়ায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ার আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশাঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।

ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।

ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।

ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভুল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদক

দলিল প্রসঙ্গ : পটভূমি-২

এই খন্ডে সংগৃহীত দলিলপত্রের কালসীমা ১৯৫৮ সনের ৭ অক্টোবর থেকে ১৯৭১ সানের ২৬ মার্চ পর্যন্ত।

সামরিক আইন জারির পর থেকে ১৯৬২ সালের ৮ই জুন সামরিক আইনের অবসান পর্যন্ত সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে এই সময়ের দলিলপত্রে মুখ্যত সামরিক সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকান্ডই প্রতিফলিত হয়, বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারি, যথা-এবডো (১৬ পৃষ্ঠা), লেজিসলেটিভ পাওয়ার অর্ডার (২৮ পৃষ্ঠা), মৌলিক গণতন্ত্র আইন (৩০ পৃষ্ঠা), তার অধীন নির্বাচন সংক্রান্ত রিপোর্ট (৪৮-৬১ পৃষ্ঠা), শাসনতন্ত্র কমিশন রিপোর্ট (৭৭-১২৬ পৃষ্ঠা) এবং ১৯৬২ সনের শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত সরকারী প্রতিবেদন (১৫৮-১৭২ পৃষ্ঠা)। এর সংগে রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন রাজনৈতিক নেতার গ্রফতারের সংবাদ (২, ৩ পৃষ্ঠা), শহীদ দিবস পালনের প্রতি সরকারী মনাভাব (৬৩-৭০ পৃষ্ঠা), এবং ছাত্ররাজনীতির তৎকালীন পরিস্থিতি (১২৮ পৃষ্ঠা)।

সরকারী কাগজপত্র থেকে সংগৃহীত একটি দলিল পূর্ব পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত পরিকল্পনার একটি দলিল এই অংশে গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এবং জেনারেল আজম খানের ব্যক্তিগত পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসকদের অন্তর্দ্বন্ডের পরিচয় ফুটে উঠেছে (১৪৭-১৫৬ পৃষ্ঠা)।

১৯৬২ সনে সামরিক আইন অবসানের পরপরই তৎকালীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদশের নতৃবৃন্দের প্রতিবাদ (১৭৩ পৃষ্ঠা) এবং বিভিন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় গণতান্ত্রীক ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার দলিল সন্নিবেশিত হয়েছে ১৮৯ পৃষ্ঠায়। ১৯৬২ সনের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রদেশব্যাপী হরতাল ও প্রতিবাদের দলিল সনিবেশিত হয়েছে ১৮৩-১৮৮ পৃষ্ঠায়।

১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত যেসব দলিল অন্তর্ভূক্ত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ফ্রান্সাইজ কমিশন রিপোর্ট (১৯৬-২১৫ পৃষ্ঠা), সরকার কর্তৃক সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ (২২০-২২২ পৃষ্ঠা), বাংলাদেশের জনসাধারণ কর্তৃক দাংগা প্রতিরোধ (২২৫ পৃষ্ঠা), সর্বদলীয় ভিত্তিতে ভোট ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন দাবী (২৬২ পৃষ্ঠা) এবং ১৯৬৫ সনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। এ নির্বাচন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরোধী প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহ কে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকারকামী রাজনৈতিক দলই সমর্থন জানায়। এর দলিল পাওয়া যাবে ২২৮ থেকে ২৫৫ পৃষ্ঠায়।

নির্বাচনের ফলাফলের পর বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি দেশের মানুষের সামনে নতুন কর্মসূচী প্রদান করে। ১৯৬৫ সনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ১৪-দফা কর্মসূচী প্রদান করে (২৫৭-২৬৬ পৃষ্ঠা) এবং ১৯৬৬ সনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬ দফা কর্মসূচী দেয় (২৬৭-২৭৬ পৃষ্ঠা); ৬ দফার সমর্থনে ৭ই জুনে অনুষ্ঠিত হরতাল, পুলিশের গুলিবর্ষণ (২৭৭ পৃষ্ঠা) এবং সর্বব্যাপী প্রতিবাদের চিত্র (২৭৭-২৮৩ পৃষ্ঠা) দলিলসমূহে পাওয়া যাবে।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর পাকিস্তানী শাসকবর্গের আক্রমণাত্মক নীতির বিরাধিতার দলিল সংযোজিত হয়েছে ২৮৮-২৯০ পৃষ্ঠায়। পরবর্তীকালে বাংলা বর্নমালার ওপর হস্তক্ষেপ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলনের চিত্র পাওয়া যাবে ৩৭২-৩৭৯ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত দলিলসমূহে।

১৯৬৮ সনের ৬ জানুয়ারী কিছুসংখ্যক বেসামরিক বাঙালী নাগরিক এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় (৩০৪-৩০৬ পৃষ্ঠা)। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বলে কথিত এই মামলায় প্রধান আসামী হন জেলে আটক অবস্থায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান। এই মামলা সংক্রান্ত দলিল রয়েছে ৩০৪-৩৬৮ পৃষ্ঠায়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, বর্ণমালা সংস্কার প্রচেষ্টা, অর্থনৈতিক অসন্তোষ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্যের প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক আবহাওয়া পাকিস্তান বিরোধী হয়ে ওঠ। এই সময় পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন (পরবর্তীকাল সর্বহারা পার্টি) প্রণীত স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আহ্বানের দলিল সংযোজিত হয়েছে ৩৮২-৩৯৬ পৃষ্ঠায়।

গণ-অসন্তোষের এই পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৬৮ সনের ৬ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী ঘেরাও ও হরতালের ডাক দেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং ছাত্র সংগঠন কর্তৃক এই আন্দোলনকে দেশব্যাপী বিস্তৃত করার দলিল পাওয়া যাবে ৩৯৮-৪৩৮ পৃষ্ঠায়। "সংগ্রামী ছাত্র সমাজের" ১১-দফা আন্দোলন এবং গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত দলিল সংযোজিত হয়েছে ৪০৮-৪১২ পৃষ্ঠায়।

আগরতলা মামলা প্রত্যাহার, গোলটেবিল বৈঠক এবং জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ক্ষমতা হস্তান্তরের দলিল পাওয়া যাবে ৪৩৮-৪৫০ পৃষ্ঠায়। ১৯৬৯ সনের ২৬ মার্চ ক্ষমতা দখলের পরবর্তী সময় থেকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন, বিভিন রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক ও নির্বাচনী প্রচারণা, আইনগত কাঠামো আদেশ এবং তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিবাদ এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রকাশ্যে স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য রাখার দলিল দেয়া হয়েছে ৪৫১-৫৯২ পৃষ্ঠায়।

১৯৭০ সনের নির্বাচনে পাকিস্তানের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সত্ত্বেও পাকিস্তানী শাসকবর্গ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা সম্পর্কে সংশয়ের এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতার দলিল রয়েছে ৫৫২-৬৬১ পৃষ্ঠায়। এ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক দল যারা গণপরিষদে যোগদান করতে চেয়েছিলেন, পাকিস্তানী শাসকবর্গ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতি অন্তরায় সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিভিন রাজনৈতিক দল স্বাধীন বাংলাদশ প্রতিষ্ঠার পক্ষে বক্তব্য পেশ করন সেসব বিষয়ের উপর দলিলও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই অংশ।

১৯৭১ সনের ১ লা মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদে অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা সংযোজিত হয়েছে ৬৬৪ পৃষ্ঠায়।

এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র বাংলাদেশে যে অনস্তোষ পরিলক্ষিত হয় তার দলিলও রয়েছে ৬৯২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হরতাল ও সর্বব্যাপী প্রতিবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অস্ত্র ব্যবহার করে (৬৯১ পৃষ্ঠা) এবং ১৯৭১ -এর ৬ ই মার্চ ইয়াহিয়া খান গণ-অসন্তোসকে পাকিস্তানের সংহতিবিরোধী বলে আখ্যায়িত করেন (৬৯৩ পৃষ্ঠা)।

১৯৭১ সনর ৭ ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের দলিল সন্নিবেশিত হয়েছে ৭০৩-৭৪৫ পৃষ্ঠায়। অসহযোগ আন্দোনের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সংগে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং অন্যান্য পাকিস্তানী নেতার ঢাকা আগমন একং ১৬ ই মার্চ থেকে এই আলোচনা সংক্রান্ত দলিলাদিও রয়েছে। আলোচনার সমাপ্তির পূর্বেই ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সামরিক বাহিনী জনগণের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়।

এ খন্ড ৩ টি সংযাজনী দেয়া হয়েছে। প্রথমটিতে (৭৯৩-৮০৮ পৃষ্ঠা) ৬ দফার নিরিখ আওয়ামী লীগের সংবিধান কমিটি-প্রণীত পাকিস্তানের ফেডারেল শাসনতন্ত্রের খসড়ার অংশবিশেষ, দ্বিতীয়টিতে বাংলাদেশের একটি দৈনিকের ১৯৬৪-৬৫ সনের দুটি উপসম্পাদকীয় সহ ১৯৭১ সনের ১ লা মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বিভিন দৈনিকের সংবাদ শিরোনাম মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণার আনুপূর্বিক বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিচয় জ্ঞাপক কয়েকটি দলিল(৮০৯-৮৩৩ পৃষ্ঠা) সনিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় সংযোজনীটি হচ্ছে ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকের ওপর একটি বিশেষ প্রতিবেদন (৮৩৪-৮৪৩ পৃষ্ঠা)।

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদক

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1, 1971, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting

***　　　　***　　　　***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-
আবদুস সোবহান
উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/231 Dated : 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2.	Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3.	Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
4.	Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5.	Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6.	Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
7.	Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University
8.	Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project

The following shall be the terms of reference of the Committee:

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of document are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated : 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh war of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University	Chairman
2.	Professor Salahuddin Ahmed Chairman, Department of History, Jahangirnagar University	Member
3	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University	Member
4.	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6.	Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University	Member
8.	Dr. K. M. Karim Director, National Library and Archives, Dacca	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project	Member-Secratary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

To determine validity and price of document are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Officer

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক আইন ঘোষণা	১
২।	আটকের কারণ জানিয়ে মওলানা ভাসানীকে পাকিস্তান সরকারের চিঠি।	২
৩।	রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার	৩
৪।	বোর্ড অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন নিযুক্ত স্টাডি গ্রুপ কর্তৃক পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি	৪
৫।	পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরকে লেখা চিঠি	১৩
৬।	নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্যতা সম্পর্কিত আদেশ ঘোষিত	১৬
৭।	এবডো অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত সরকারী চিঠি	২২
৮।	প্রেসিডেন্ট কর্তৃক 'লেজিসলেটিভ পাওয়ারস অর্ডার' ঘোষণা	২৮
৯।	'মৌলিক গণতন্ত্র আইন' ঘোষিত	৩০
১০।	পূর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট সংক্রান্ত তথ্য এবং প্রদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর সরকারী গোপন প্রতিবেদন	৩৩
১১।	মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রথম অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিবেদন	৪৮
১২।	শহীদ দিবস উদ্‌ যাপন সম্পর্কে সরকারী প্রতিবেদন	৬২
১৩।	বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে সরকারী গোপন প্রতিবেদন	৭২
১৪।	শাসনতান্ত্রিক কমিশন- এর রির্পোট	৭৭
১৫।	পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে প্রতিবেদন	১২৮
১৬।	অধ্যাপক রহমান সোবহান কর্তৃক দুই প্রদেশের জন্যে দুই অর্থনীতির সুপারিশ	১৩০
১৭।	নিরাপত্তা আইনে সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার	১৩২
১৮।	সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারে ছাত্র সমাজের প্রতিবাদঃ ঘটনা সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোট	১৩৪
১৯।	১৯৬২ সনের শাসনতন্ত্র ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানে সম্ভাব্য ছাত্র রাজনীতি ও আন্দোলন মোকাবেলার পরামর্শঃ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবেদন	১৩৫
২০।	সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতারের আগে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন	১৩৮
২১।	শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট আইউব কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান থেকে ত্রিশটি নাম চেয়ে পাঠানোর প্রেক্ষিতে একটি চিঠি ।	১৪২
২২।	কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির অভিযোগ জানিয়ে লিখিত চিঠির মাধ্যমে আইউব কর্তৃক গর্ভনর আজম খানের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ	১৪৭
২৩।	আইউবের অভিযোগের জবাবে আজম খানের চিঠি।	১৫০
২৪।	সামরিক শাসনের অবসান	১৫৭
২৫।	১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে প্রকাশিত সরকারী পুস্তিকা	১৫৮
২৬।	নয় নেতার বিবৃতিঃ শাসনতন্ত্র অকেজো, নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী	১৭৩
২৭।	১৯৬২ সনের রাজনৈতিক দলবিধি	১৭৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৮।	শিক্ষা কমিশন রির্পোট বাতিলের দাবীতে সারা প্রদেশে হরতাল পালিতঃ ঢাকায় গুলি, লাঠির্চাজ ও কাদুঁনে গ্যাস নিক্ষেপঃ একজনের মৃত্যু, শতাধিক আহতঃ অসংখ্য গ্রেফতার	১৮৩
২৯।	গুলি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীতে দশজন রাজনৈতিক নেতার বিবৃতি।	১৮৭
৩০।	গুলি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্র সমাজের আহবানে তিন দিন ব্যাপী সারা প্রদেশে শোক দিবস।	
৩১।	জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রতি সমর্থন	১৮৯
৩২।	সবার আগে গণতন্ত্র- সোহারাওয়ার্দীর ঘোষণা	১৯০
৩৩।	দুাই প্রদেশের বৈষম্য সম্পর্কে ডঃ এম.এস.হুদার অভিমত	১৯২
৩৪।	ফ্রান্সাইজ কমিশন রিপোর্ট	১৯৬
৩৫।	সামরিক শাসনোত্তর প্রথম শহীদ দিবসে ছাত্র সমাজের বক্তব্য	২১৭
৩৬।	প্রেস এন্ড পাবলিকশন অর্ডিন্যান্স	২২০
৩৭।	সাংবাদিকদের হরতাল	২২১
৩৮।	১৭ই সেপ্টেম্বর ‘শিক্ষা দিবস’ পালন করুন	২২৪
৩৯।	ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাংগা ও দাংগা প্রতিরোধ কমিটি	২২৫
৪০।	সার্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের জন্য জনগণের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নেতৃবৃন্দের আবেদন	২২৬
৪১।	প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে আইয়ুবের বিরুদ্ধে বিরোধী দলসমূহ কর্তৃক মিস ফাতেমা জিন্নাহ্ মনোনীত	২২৮
৪২।	জনাব আইয়ুব খাঁর জবাবে হাজী মোহাম্মদ দানেশ	২৩০
৪৩।	অপপ্রচারের জবাবে নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যদের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমান	২৪২
৪৪।	মিস ফাতেমা জিন্নাহকে ভোটদানের জন্য কৃষক-জনতার প্রতি মওলানা ভাসানীর আবেদন	২৪৩
৪৫।	গনতন্ত্রের প্রতীক মিস ফাতেমা জিন্নাহকে নির্বাচিত করুন	২৪৬
৪৬।	‘রাষ্ট্রপ্রধানের পদে মহিলা নির্বাচন জায়েজ- দশজন আলেমের বিবৃতি’	২৪৯
৪৭।	নির্বাচনোপলক্ষে সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের সরকারী ব্যবস্থা সর্ম্পকে ঘোষণা	২৫৫
৪৮।	ন্যাপের ১৪ দফা	২৫৭
৪৯।	৬- দফা কর্মসূচী	২৬৭
৫০।	৭ই জুনের হরতালঃ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহতঃ সরকারী প্রেসনোট	২৭৭
৫১।	গণহত্যার প্রতিবাদে ও স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান	২৭৮
৫২।	পুলিশের গুলি বর্ষণ সংক্রান্ত মূলতবি প্রস্তাব বাতিলের বিরোধী দলের জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয়ই পরিষদ কক্ষ বর্জন	২৮৩
৫৩।	দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা বাতিল	২৮৪
৫৪।	পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন দেশে বির্পযয় সৃষ্টি করবে বলে আইয়ুব খানের বিবৃতি	২৮৬

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৫।	রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের বিরোধিতা	২৮৮
৫৬।	রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মওলানা ভাসানীর বিবৃতি	২৮৯
৫৭।	হামুদুর রহমান কর্তৃক আরবী হরফে বাংলা ও উর্দু লেখার সুপারিশ	২৯০
৫৮।	৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের আহবান	২৯১
৫৯।	ন্যাপের বিশেষ অধিবেশনে মওলানা ভাসানী কর্তৃক আন্দোলনের কর্মসূচী পেশ	৩০০
৬০।	রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী গ্রেফতার	৩০৪
৬১।	সরকারী তথ্য বিবরণীর অভিযোগঃ শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম হোতা	৩০৭
৬২।	সার্জেন্ট জহুরুল হকের বিরুদ্ধে ফর্মাল চার্জশীট	৩০৮
৬৩।	আগর তলা ষড়যন্ত্র মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখ মুজিবের জবানবন্দি	৩৬৪
৬৪।	পাকিস্তান লেখক সংঘের উদ্যোগে পাঁচদিন ব্যাপী মহাকবি স্মরণোৎসব	৩৬৯
৬৫।	বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার প্রসংগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বক্তব্য	৩৭২
৬৬।	বর্ণমালা সংস্কারের প্রতিবাদে ৪২ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি	৩৭৫
৬৭।	বাংলা ভাষা বর্জনের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র জমায়েত	৩৭৭
৬৮।	বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল সমীপে হাসান হাফিজুর রহমানের খোলা চিঠি	৩৭৮
৬৯।	আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্যে ঐক্য প্রচেষ্টা	৩৮০
৭০।	স্বাধীনতার আহবান সম্বলিত শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস	৩৮২
৭১।	সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রতিবাদে সাংবাদিকদের মিছিল ও সভা	৩৯৭
৭২।	মওলানা ভাসানী কর্তৃক গণ-আন্দোলনের ডাক	৩৯৮
৭৩।	গণ-আন্দোলনের প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানঃ বিক্ষোভ করে সরকারকে টলানো যাবে না।	৩৯৯
৭৪।	বিরোধী দলসমূহের আহবানে ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট	৪০১
৭৫।	আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানিয়ে সাত জন ছাত্রনেতার যুক্ত বিবৃতি	৪০৩
৭৬।	আটটি বিরোধী দলের উদ্যোগে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ড্যাক) গঠিত- আন্দোলনের আহবান	৪০৪
৭৭।	চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং আন্দোলনের সমর্থনে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়	৪০৬
৭৮।	আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীঃ ‘প্রয়োজনে খাজনা বন্ধ করা হবে’	৪০৮
৭৯।	১১ দফার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান	৪০৯
৮০।	বিক্ষোভকালে ছাত্রদের উপর লাটিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ	৪১৩
৮১।	ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষঃ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ	৪১৫
৮২।	বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভায় ছাত্রদের ওপর হামলায় নিন্দা জ্ঞাপন	৪১৮
৮৩।	আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে ছাত্রদের শোভসভা ও মিছিল	৪১৯
৮৪।	প্রদেশের সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল	৪২১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৮৫।	১১-দফার ভিত্তিতে ছাত্র গণ-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ	৪২২
৮৬।	ঢাকায় কৃষ্ণ দিবস	৪২৪
৮৭।	২৫ জানুয়ারী থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার	৪২৬
৮৮।	মওলানা ভাসানী কর্তৃক আইয়ুব খান প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকের বিরোধিতা এবং ১১-দফা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহবান	৪২৯
৮৯।	পল্টনের জনসুদ্রে গৃহীত ছাত্রসমাজের প্রস্তাবাবলী	৪৩০
৯০।	আগরতলা মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু	৪৩৩
৯১।	পল্টনের জনসভায় মওলানা ভাসানীর চরমপত্র	৪৩৪
৯২।	জনগণের দাবীতে ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবসকে সরকারী ছুটি হিসেবে ঘোষণা	৪৩৫
৯৩।	রাজশাহীতে গুলি ও সান্ধ্য আইনঃ ডাঃ শামসুজ্জোহাসহ ৬ জন হতাহত	৪৩৬
৯৪।	তথাকথিত আগরতলা মামলা প্রত্যাহৃতঃ মুজিবসহ সকল অভিযুক্তদের মুক্তিলাভ	৪৩৮
৯৫।	রেসকোর্সর সম্বর্ধনা সভার মুজিব কর্তৃক জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবী	৪৩৯
৯৬।	রেসকোর্সের সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি প্রদান এবং ১১-দফা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রাহণের জন্য মুজিবের প্রতি আহবান	৪৪২
৯৭।	গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা	৪৪৩
৯৮।	প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকারঃ বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী শাসন পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত	৪৪৯
৯৯।	পদত্যাগ করে আইয়ুব কর্তৃক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ লিখিত চিঠি।	৪৫০
১০০।	কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির স্বাধীন পূর্ব বাংলার কর্মসূচী	৪৫১
১০১।	জনসংখ্যার ভিত্তিতে সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকর ও সার্বভৌম পালামেন্টের আহবান	৪৬৫
১০২।	ইয়াহিয়া সরকারের শিক্ষানীতি এবং বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনের সমালোচনা করে ছাত্রসমাজের বক্তব্য	৪৬৮
১০৩।	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ : নীতি ও কর্মসূচী	৪৭০
১০৪।	বৈষম্য সম্পর্কে পিয়ার্সন কমিশন রির্পোট	৪৭৮
১০৫।	গনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন ও অধিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতা	৪৮৩
১০৬।	ইয়াহিয়া খানের ভাষণ সম্পর্কে ছাত্রসমাজের বক্তব্য	৪৮৮
১০৭।	পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ নামকরণের পক্ষে বক্তব্য	৪৯২
১০৮।	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক স্বাধীন পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ১১-দফা কর্মসূচী	৪৯৩
১০৯।	প্রেস অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে লেখক স্বাধীকার সংরক্ষণ কমিটির বক্তব্য	৪৯৬
১১০।	ছাত্র ও শ্রমিক নেতাদের হয়রানি	৪৯৭
১১১।	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা	৪৯৮
১১২।	লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি গঠন	৫০৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১১৩।	আইনগত কাঠামো আদেশ	৫০৫
১১৪।	আইনগত কাঠামো সংশোধনের আহবানঃ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিবৃতি	৫২৪
১১৫।	আইনগত কাঠামো আদেশের প্রতিবাদ এবং ৬ ও ১১-দফা প্রতিষ্ঠার দাবী দিবস	৫২৫
১১৬।	আইনগত কাঠামো আদেশের প্রতিবাদ ও সার্বভৌম পার্লামেন্টের দাবী	৫২৭
১১৭।	বন্দী মুক্তি ও দাবী দিবস	৫৩০
১১৮।	‘ আসন্ন নির্বাচন হবে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট’	৫৩০
১১৯।	ছাত্রলীগ আহূত জরুরী সভার প্রস্তাবাবলী	৫৩৫
১২০।	‘ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহবান জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া’	৫৩৭
১২১।	‘পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি’ বই বাতিলের দাবীতে ছাত্র জমায়েত	৫৪৩
১২২।	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন	৫৪৪
১২৩।	১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালন করার আহবান	৫৪৬
১২৪।	শিক্ষা দিবসে ছাত্রলীগের সভার প্রস্তাবাবলী	৫৪৮
১২৫।	পূর্ব -পাকিস্তানের দাবীর সমর্থনে সম্পাদকীয়	৫৫১
১২৬।	জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	৫৫৩
১২৭।	নির্বাচনের মাধ্যমে দাবী আদায় না হলে আবার আন্দোলন শুরু হবে	৫৫৬
১২৮।	শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী ভাষণ	৫৫৮
১২৯।	মওলানা ভাসানীর নির্বাচনী ভাষণ	৫৬২
১৩০।	আন্তঃপ্রাদেশিক বৈষম্যের ওপর অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বক্তব্য	৫৬৭
১৩১।	আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর ডঃ মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী	৫৭২
১৩২।	জলোচ্ছ্বাস কবলিতদের প্রতি উদাসীনতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট-এর কাছে ১১ জন নেতার তারবার্তা	৫৭৭
১৩৩।	‘‘নির্বাচন নস্যাৎ হলে প্রয়োজনে আন্দোলন হবে’’- সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব	৫৭৯
১৩৪।	নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান	৫৮১
১৩৫।	জলোচ্ছ্বাসের পর কেন্দ্রের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট মওলানা ভাসানীর আহবান	৫৮৪
১৩৬।	শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী আবেদন	৫৮৭
১৩৭।	মওলানা ভাসানী কর্তৃক স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ঘোষণা	৫৯০
১৩৮।	পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেষিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল	৫৯২
১৩৯।	‘জনগণের সুস্পষ্ট রায় সত্ত্বেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট প্রকৃত শাসন ক্ষমতা হস্তানতরিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই’	৫৯৩
১৪০।	‘পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের আসনে বসেন না’ বলে ভুট্টোর ঘোষণা	৫৯৫
১৪১।	ভুট্টোর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের বক্তব্য	৫৯৭
১৪২।	জাতীয় মুজাহিদ সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত ‘‘স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের রূপরেখা’’	৫৯৮
১৪৩।	রেসকোর্স ময়দানে গণপ্রতিনিধিদের শপথ	৬১২
১৪৪।	৬-দফা ও ১১-দফার প্রশ্নে কোন আপোস হবে না কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা চাওয়া হবেঃ শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা	৬১৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪৫।	স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের আহবান জানিয়ে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন	৬১৮
১৪৬।	শহীদ আসাদ দিবস পালনোপলক্ষে স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের আহবান	৬২২
১৪৭।	আওয়ামী লীগের সাথে তিন দিনের আলোচনা শেষে ভুট্টোর বিবৃতি	৬২৪
১৪৮।	হাইজ্যাককৃত বিমান ধ্বংসের প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা	৬২৭
১৪৯।	জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানের বিলম্বের সমালোচনায় শেখ মুজিবুর রহমান	৬২৯
১৫০।	৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশনঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণা	৬৩১
১৫১।	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের রাজনৈতিক ঘোষণা	৬৩৩
১৫২।	পাকিস্তান পিপলস পার্টির পরিষদে না যোগদানের আহবান	৬৩৫
১৫৩।	ভুট্টোর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের বক্তব্য	৬৪০
১৫৪।	জাতীয় পরিষদে যোগদানের আহবান জানিয়ে নূরুল আমিনসহ উভয় অংশের নেতৃবৃন্দ	৬৪১
১৫৫।	৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের অনুমোদনের বিপক্ষে জনাব ভুট্টোর মন্তব্য	৬৪৩
১৫৬।	বাংলাদেশের মানুষের আন্দোলনকে কোন শক্তিই থামাতে পারবেন না বলে শেখ মুজিবের ঘোষণা	৬৪৫
১৫৭।	স্বাধীন পূর্ববাংলা প্রতিষ্ঠার আহবানে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	৬৪৬
১৫৮।	স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আহবানে বাংলা ছাত্রলীগ	৬৪৯
১৫৯।	শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের ১৪-দফা দাবী	৬৫২
১৬০।	প্রাদেশিক গভর্নর ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষ বৈঠক	৬৫৫
১৬১।	তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার উপর পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব	৬৫৬
১৬২।	৬-দফা চাপিয়ে দেওয়া হবে নাঃ শেখ মুজিব	৬৫৮
১৬৩।	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত	৬৬২
১৬৪।	জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহবানসহ শেখ মুজিবুর রহমনের ঘোষণা	৬৬৪
১৬৫।	শেখ মুজিবুর রহমানকে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন	৬৬৬
১৬৬।	স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	৬৬৮
১৬৭।	ঢাকায় গুলি চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৬৭১
১৬৮।	ঢাকায় জসভায় ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানিয়ে শেখ মুজিব	৬৭৪
১৬৯।	ভূট্টোর ভূমিকার নিন্দায় পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ	৬৭৮
১৭০।	ব্যাংক ও সরকারী অফিসের প্রতি শেখ মুজিবের নির্দেশাবলী	৬৮৫
১৭১।	সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফেরৎঃ দেশব্যাপী আন্দোলন	৬৮৭
১৭২।	প্রদেশব্যাপী আন্দোলনের ওপর প্রতিবেদন	৬৯১
১৭৩।	সংহতিবিরোধী তৎপরতার উপর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানে বক্তৃতা	৬৯৩
১৭৪।	‘আপোষের বাণী আগুনে জ্বালীয়ে দাও’- লেখক শিল্পীদের আহবান	৬৯৬
১৭৫।	টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগ	৬৯৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭৬।	কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে গেরিলা যুদ্ধের আহবান	৬৯৯
১৭৭।	পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের জন্য ১৭ দফা প্রস্তাব	৭০০
১৭৮।	রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত শেখ মুজিবুর রহমানেন ভাষণ	৭০৩
১৭৯।	মুজিব কর্তৃক দশ-দফার ঘোষনা	৭০৬
১৮০।	স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আহবানে ফরওয়ার্ড ষ্টুডেন্টস ব্লক	৭০৮
১৮১।	গেরিলা যুদ্ধ করার নিয়ম সংক্রান্ত একটি বেনামী লিফলেট	৭১০
১৮২।	স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম গঠনের আহবান	৭১১
১৮৩।	স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহবান	৭১২
১৮৪।	মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহবানে মওলানা ভাসানী	৭১৫
১৮৫।	নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরই সংকট মুক্তির একমাত্র পথ- একটি সম্পাদকীয় অভিমত	৭১৭
১৮৬।	অসহযোগ আন্দোল ত্যাগ করে গেরিলা লড়াইয়ে আহবান জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)	৭১৮
১৮৭।	পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসাবে লেঃ জেঃ টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত খবর	৭২০
১৮৮।	‘শেখ মুজবের সঙ্গে এক হয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম করবোঃ পল্টনের জনসভায় মওলানা ভাসানী	৭২১
১৮৯।	মওলানা ভাসানীর ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা	৭২৪
১৯০।	সরকারী ও আধা-সরাকরী সংস্থাসমূহের প্রতি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাজউদ্দিনের নির্দেশাবলী	৭২৬
১৯১।	অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানিয়ে একটি সম্পাদকীয়	৭২৮
১৯২।	ভুট্টোর ভূমিকার সমালোচনায় ঢাকার সংবাদপত্র	৭২৯
১৯৩।	অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে সচল রাখার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী	৭৩১
১৯৪।	স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের সংগ্রামের আহবান	৭৩৪
১৯৫।	আওয়ামী লীগের প্রতি জাতীয় পরিষদের সংখ্যালঘিষ্ট দলগুলির সমর্থন	৭৩৬
১৯৬।	দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেবার আহবান জানিয়ে ভূট্টো	৭৩৮
১৯৭।	শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক আন্দোলনের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা	৭৩৯
১৯৮।	সংখ্যাগরিষ্ঠ ভিত্তিক সরকার, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভূট্টোর ঘোষণা	৭৪৭
১৯৯।	সংখ্যালঘিষ্ঠ দলসমূহ কর্তৃক ভূট্টোর ভূমিকার সমালোচনা	৭৪৯
২০০।	মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের ওপর ঢাকার সংবাদ পত্রের প্রতিবেদন	৭৫৪
২০১।	ইয়াহিয়া-মুজিবের আপোষের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না বলে মওলানা ভাষানীর ঘোষণা	৭৫৬
২০২।	অসহযোগ আন্দোলনের ১৬ দিন	৭৫৮
২০৩।	আন্দোলন চলবেঃ ইয়াহিয়ার সাথে প্রথম দিনের আলোচনার পর শেখ মুজিবের ঘোষণা	৭৬০
২০৪।	শেখ মুজিব কর্তৃক সেনাবহিনীর হত্যাকা- সম্পর্কে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখান	৭৬৩

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২০৫।	মুজিব ইয়হিয়া আলোচনার ওপর সংবাদপত্রের প্রতিবেদন	৭৬৫
২০৬।	জয়দেবপুরে ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার প্রতিরোধের সংবাদ	৭৬৭
২০৭।	মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক সংকট নিরসনের পথে এগুচ্ছে	৭৬৯
২০৮।	‘‘সব ঠিক হয়ে যাবে’’-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনার পর ভুট্টোর মন্তব্য	৭৭১
২০৯।	প্রতিরোধ দিবস পালন	৭৭২
২১০।	২৫শে মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবার স্থগিতঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণা	৭৭৪
২১১।	মুজিব ও ভুট্টোর সাথে ইয়াহিয়ার বৈঠক	৭৭৫
২১২।	ক্ষমতা হস্তান্তরে কোন আইনগত বাধা নাই বলে এ, কে, ব্রোহীর অভিমত	৭৭৭
২১৩।	লেখক সংগ্রাম শিবিরের কবিতা পাঠের আসর	৭৭৮
২১৪।	স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা সব জায়গায় উড়তে দেখার উপর সংবাদপত্রের রিপোর্ট	৭৭৯
২১৫।	‘‘বাংলার পতাকা জনতা সবখানেই উড়িয়ে দিয়েছে’’	৭৮০
২১৬।	আলোচনায় অগতি হচ্ছে বলে ভূট্টোর ঘোষণা	৭৮১
২১৭।	সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারী	৭৮২
২১৮।	সারাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর উস্কানিমূলক আচরণের উপর সংবাদপত্রের রিপোর্ট	৭৮৪
২১৯।	ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাবার জন্য শেখ মুজিবের আহবান	৭৮৬
২২০।	শেখ মুজিব কর্তৃক ২৭ তারিখে বাংলাদেশের হরতালের আহবান	৭৮৬
২২১।	ঢাকার গণহত্যার উপর সায়মন ড্রিং-এর প্রতিবেদন	৭৮৮
	সংযোজন	
২২২।	আওয়ামী লীগ সংবিধান কমিটি কর্তৃক ৬ দফার ভিত্তিতে প্রণীত পাকিস্তানের খসড়া সাশনতন্ত্র (অংশ)	৭৯৩
২২৩।	ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন কর্তৃক মোসাফির ছদ্মনামে লিখিত রাজনৈতিক মঞ্চ শীর্ষক একটি উপ-সম্পাদকীয়	৮০৯
২২৪।	ইত্তেফাক পত্রিকার ‘মিঠো-কড়া’ শীর্ষক আরও একটি উপ-সম্পাদকীয়	৮১৩
২২৫।	অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান সম্বলিত ঢাকার বিভিন্ন দৈনিক ‘আর সময় নাই’ শিরোনামে প্রকাশিত যৌথ সম্পাদকীয়	৮১৫
২২৬।	ঢাকায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের অসহযোগ আন্দোলনের চিত্র	৮১৭
২২৭।	ঢাকায় বিভিন্ন দল ও সংগঠনের অসহযোগ আন্দোলনকালীন কর্মসূচী	৮২৩
২২৮।	মার্চ ‘৭১-এর অনুষ্ঠিত ইয়াহিয়া মুজিব বৈঠক সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন	৮৩৪
২২৯।	নির্ঘন্ট	৮৪৫

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক আইন ঘোষণা	সরকারী	৭ অক্টোবর, ১৯৫৮

সামরিক আইন ঘোষণা

[পাকিস্তান সরকারের বিজ্ঞপ্তি নং ৯৭৭/৫৮, তারিখ ৭ই অক্টোবর, ১৯৫৮-সাল। গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যা, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৫৮]

১। যেহেতু আমি জাতীয় প্রয়োজনের তাগিদে পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমানার অভ্যন্তরে এক্তিয়ার প্রয়োগ করা অপরিহার্য বিবেচনা করছি, সেহেতু আমি, পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক, এতদ্বারা নিম্নোক্ত নোটিশ প্রদান করছি।

২। সম্ভাব্য সুবিধাজনক পন্থায় সামরিক আইনের রেগুলেশন ও হুকুমনামা প্রকাশ করা হবে। উল্লিখিত রেগুলেশন ও হুকুমনামা লংঘন করলে যে কোনও ব্যক্তি সামরিক আইন অনুসারে এসব রেগুলেশনে বর্ণিত দন্ড ভোগের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩। সাধারণ আইন অনুসারে নির্ধারিত অপরাধের জন্য উল্লেখিত রেগুলেশনসমূহ বিশেষ দন্ডের বিধান প্রদান করা যেতে পারে।

৪। উল্লিখিত রেগুলেশন ও হুকুমনামা লংঘনের অপরাধ এবং সাধারণ আইন অনুসারে নির্ধারিত অপরাধের বিচার করার ও শাস্তি প্রদান করার জন্য উল্লিখিত রেগুলেশনের মাধ্যমে বিশেষ আদালত নিয়োগ করা যেতে পারে।

মুহম্মদ আইয়ুব খান, এইচ.পি., এইচ.জে.
জেনারেল,
সর্বাধিনায়ক ও পাকিস্তানের সর্বোচ্চ
সামরিক আইন প্রশাসক।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আটকের কারণ জানিয়ে মওলানা ভাসানীকে পাকিস্তান সরকারের চিঠি।	সরকারী	১০ অক্টোবর, ১৯৫৮

967/57-DS (P)
Karachi, the 10th October, 1958.

To

Abdul Hamid Khan Bhashani,
son of Haji Sharafat Ali Khan.

REASONS OF DETENTION

The Government of Pakistan has reliable information that you have been engaged in activities which are prejudicial to the security of Pakistan and its external affairs. In pursuance of certain disruptive and subversive purposes you have in speeches and through other actions tried to make certain countries outside Pakistan to believe that Pakistan was inimical to them knowing full well that this was untrue and that the foreign policy of Pakistanis one of friendship towards all countries of the world. You have also been engaged in activities aimed at creating hatred between different sections of the people of Pakistan and thereby affected its solidarity and national unity. You have in furtherance of these designs received assistance and guidance from certain powers and parties unfriendly to Pakistan. The Government of Pakistan, being satisfied that your activities have been and are prejudicial to the security of Pakistan and its external affairs, has, therefore, made an order directing that you be detained under the Security of Pakistan Act, 1952. In pursuance of section 6 of that Act you are hereby informed of the abovementioned reasons for your detention to enable you to make, if you so wish, a representation in writing against the order of detention. You are also hereby informed that you have a right to make such a representation.

Sd./- HAMEEDUDDIN AHMED
Joint Secretary to the Government of
Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার	পাকিস্তান অবজারভার	১৩ অক্টোবর, ১৯৫৮

PAKISTAN OBSERVER
OCTOBER 13, 1958

4 Ex-Ministers, 3 Ex-M.P.A.s, 3 Officers arrested.

Charge of Corruption
BHASHANI DETAINED -UNDER SAFETY ACT

East Pakistan Bureau of Anti-Corruption arrested Sunday Morning ex-Ministers Mr. Abul Mansoor Ahmed, Mr. Mohammad Abdul Khaleque, Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Hamidul Huq Chowdhury, Reports A.P.P.

They are alleged to have acquired vast properties disproportionate to their known sources of income.

Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani was arrested yesterday morning al Mirzapur in the district of Mymensingh under Pakistan Safety Act. He was then brought to Dacca and was lodged in the Dacca Central Jail.

Mr. Nuruddin Ahmed, ex-MPA and Managing Director of Green and White Limited. Mr. Asghar Ati Shah, C.S.P., Industrial Development Commissioner and ex-officio Secretary, Commerce, Labour and Industries Department, Government of East Pakistan, Mr. Aminul Islam Choudhury, C.S.P., Under Secretary, Commerce, Labor and Industries Department and Mr. M. A. Jabber, Chief Engineer, Communications and Buildings were also arrested under the East Pakistan Anticorruption Act, 1957 and Ordinance LXXII of 1958.

Abdul Hamid Chowdhury, ex-M.P.A. was also arrested in the course of Bureau of Anti-Corruption drive.

The persons arrested under Anti-Corruption Act were produced before Mr. E. Kabir. Subdivisional Officer, Sadar (South), Dacca, who rejected their bail petitions.

Later in the evening, Mr. Qurban Ali, ex-M.P.A. was also arrested on charges of corruption. He will be produced before a Court today pending further enquiry. -A.P.P.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বোর্ড অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন নিযুক্ত স্টাডী গ্রুপ কর্তৃক পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি	সরকারী	৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৮

SECRET

REPORT OF THE STUDY GROUP APPOINTED BY THE BOARD OF NATIONAL RECONSTRUCTION

* * * * *

3. The Study Group considered the general situation in the count 17 in the light of a comprehensive note prepared by D.I.B. It came early to the conclusion that mete publicity was not enough, and that there were major problems affecting the welfare of the people which had to be recognized and tackled before a satisfactory climate of opinion could be obtained. Publicity could only be a means for keeping the people informed of Government's activities and intentions, and could not take the place of "performance". The Group was also of opinion, that if the Revolution was to mean anything it was desirable that apart from the determination of main "objectives" of National Guidance major "tasks" of National Reconstruction should also be formulated, along with the "means" to secure them, so that these goals are kept in view and sustained efforts are made to attain them.

The Study Group devoted its first three sittings to the determination of these objectives, tasks and means, and after discussion with the Board of National Reconstruction formulated the following proposals:

PRINCIPAL OBJECTIVES OF NATIONAL GUIDANCE

4. The following should be the principal objectives of National Guidance:

(i) To build Pakistan into a well-knit nation, and develop a national outlook.

(ii) Inculcation of ethical and civic values and development of an enlighten and realistic attitude amongst the people of Pakistan.

(iii) To interpret the conception of the Revolution to out people, to explain its ideals and achievements, and to inspire the nation to a major constructive effort.

(iv) To prepare public opinion to expect and accept what they can get within our limited resources, instead of entertaining unreal and exaggerated hopes.

(v) To divert public mind into healthy and constructive channels through measures, including promotion of cultural and sports activities, displays tatoos.

(vi) To effectively counter hostile activities, adverse propaganda and negative influences emanating from abroad and within.

MAJOR TASKS AND MEANS OF NATIONAL RECONSTRUCTION

5. The following are the major tasks of National Reconstruction:

(1) To overhaul the government machinery so as to obtain an honest and efficient administration;

(2) To ensure clean, rational and honest business methods;

(3) To stabilize and strengthen the national economy and to control inflation;

(4) To inculcate simplicity and austerity in living standards;

(5) To arrange for consultation with enlightened public opinion, pending evolution of suitable machinery for giving direct effect to the wishes of the people;

(6) To make an all-out effort to solve special problem of East Pakistan and to promote amity between "the two wings";

(7) To raise the cultural and intellectual level of Pakistan, promote cultural activities connected with various parts of the country and to assist in the growth of a national culture;

(8) To enable women of Pakistan to overcome the handicaps, at present confronting them, and play their proper role in the life of the nation;

(9) To deal with the problems connected with various minorities in Pakistan;

(10) To evolve a suitable policy and initiate action regarding subversive activities emanating from foreign sources, especially India, Afghanistan, U.S.S.R,U.A.R.;

(11) To develop healthy national spirit and loyalty to Pakistan amongst the citizens of Pakistan, and to eradicate sectarianism, regionalism and provincialism;

(12) To make an early, equitable and final settlement of the refugee problem;

(13) To formulate and implement a suitable labor policy;

(14) To strive for a just settlement of Kashmir and Canal Waters Disputes:

(15) To emphasize the role of foreign policy, in ensuring security, consolidation and progress of Pakistan, and to obtain public support for it.

6. The following are the important means for accomplishing some of the Tasks set out above:

(1) Land reform.

(2) Rehabilitation of rural life and economy.

(3) Provision of the basic requirements of common man as a producer and consumer, such as implements, and other requirements on the one hand, and food, shelter and medical facilities on the other.

(4) Reform of the educational system, so as to make it really suited to the needs of the country.

(5) Reform of the judicial system.

(6) Strengthening and re-organization of publicity resources in the country.

(7) Rationalization and nationalization of transport and public utility economy.

(8) State trading in selected items.

(9) Planning and rationalization of agricultural production with a view to achieving self-sufficiency in food.

(10) Appointment of Commissions for re-organization and streamlining of Services with a view to meet the changed conditions and to effect economy.

(11) Shifting of the capital from Karachi to a suitable place.

(12) Introduction of Family Planning with a view to stoppage of reckless growth of population.

(13) Establishment of an organization for co-ordination of work, and Implementation of the Objectives of National Guidance and Reconstruction.

Most of the items listed above are self-explanatory and it is not proposed to deal at length with them. Only a few items, connected mainly with National Guidance and calling for immediate action will be dealt with here.

NATIONAL INTEGRATION

The most urgent Objective of National Guidance is "to build Pakistan into a well-knit nation". This is, in fact, the biggest problem before the country. The Study Group devoted considerable time to the examination of the question and came to the following conclusions:

(a) The problem of national integration is not peculiar to Pakistan. Most countries have had to face it at various stages of their normal history, and some seemingly well-knit countries (e.g. Canada) have even now got it in some form. Pakistan has some very special difficulties in this connection, due to the geographical situation of East and West Pakistan and existence of strong linguistic groups in West Pakistan, but it has also certain strong counteracting positive forces, and during the last 11 years some progress has been made in several directions.

The position, however, is far from happy even now, and reopening of constitutional and other controversial questions, unless these are handled with the greatest care, will have an unsettling effect, and major efforts are needed to make Pakistan a well-knit nation. The issues are partly political, but the "Group" is of opinion that the limited success achieved so far has also been due to the absence of well coordinated and comprehensive arrangements to deal with the problem. There has been plenty of empty slogan-mongering without a well-planned and sustained effort to face and solve the problem on a methodical basis. The "Group", for example, is not aware of any organization, within the Government of Pakistan which gives the question detailed attention, and studies the steps which have been taken in other countries, e.g. U.S.A... U.S.S.R. and bilingual or tri-lingual states like Switzerland and Belgium to weld heterogeneous elements into a harmonious whole.

(b) The Group believes that the building of Pakistan into a well-knit nation will need an all-out effort on the part of the entire Government organization, but it should be made one of the principal responsibilities of three Ministries of the Central Government Interior, Education and Information and Broadcasting, and they should take well- coordinated and effective steps to achieve the same.

(c) The Group further recommends the immediate setting up of an organization on the lines of the Canadian Citizenship Department, which is entrusted with a similar task in regard to "assimilation of different ethnic, linguistic, and cultural groups of the people in Canada into an integrated Canadian nation". This organization should carry on research in psychological, cultural, linguistic and other problems, which have a bearing on national integration in Pakistan. It should study regional cultures and group habits in different parts of the country, and the causes of inter-group and inter-regional tensions, and should suggest measures to resolve them. It should have carefully selected psychological and other experts' in charge of its researches, and their conclusions should provide a basis for suitable action by the different departments of Government. The "Group" recommends that the newly organized Bureau of Reconstruction should be entrusted with this work, and should utilize existing agencies for implementation of its findings.

(d) The national integration is partly psychological and emotional in character but it will be promoted by developing a sense of inter-dependence and complementing economies. Suitable steps for the same may be taken by appropriate organizations.

CULTURAL AFFAIRS

An important aspect of national integration relates to cultural questions. This is a delicate and complex matter, and should be approached with caution, broad-mindedness and understanding. For one thing, in our society, there is no shortage of those bigots and fanatics who would like to throttle all cultural activity, under one excuse or another. Again, in the name of the evolution of national culture, it is possible to discourage regional cultures and deny people's self-expression through modes to which they are accustomed. Both these temptations should be scrupulously avoided. Achievement of freedom should mean fulfillment of spirit and not frustration. Besides, Pakistan consists of areas, which at the time of Partition were not only "have-nots" in the material sense, but were also comparatively unknown, and their history, culture, and group habits were largely unstudied. If, therefore, full play is not given to the cultural activities of different areas and the study of their history and group habits is not encouraged, the human element in these areas will remain unknown. No harmonized national life is possible, without a study and understanding of the component groups. It is, therefore, imperative that full play should be given to traditional cultural activities associated with different areas, and these variations should be approached in a spirit of broad-mindedness, respect and understanding.

On the other hand, the Central Government of Pakistan cannot escape its responsibilities for assisting the growth of a national culture, as a basis for harmonization of different groups in the country. This responsibility is increased very considerably, as previous studies of our regional cultures have very often been made by non-Muslims, who even when they approached the question with an open mind were not very well- equipped to discern and appreciate the Islamic and other common elements in various regional cultures, which provide the common thread running in these cultures. This difficulty is very greatly increased by the fact that in some areas, foreign governments and institutions- e.g. Afghanistan in Pushto-speaking areas of West Pakistan and the institutions at Calcutta, etc., in case of East Pakistan-are constantly trying, in many ways, to influence cultural activity within Pakistan on lines which must create problems for the nation.

In these circumstances, it will be a major failure of duty on the part of Government of Pakistan to take the line of least resistance, and to enable disruptive elements, with or without inspiration and assistance from across the border, to damage Pakistan's solidarity. The line on which Government should face the problem has been indicated above. The Ministries of Education and Information and Broadcasting should clearly realize their responsibilities and take suitable steps, after very careful consideration, to achieve them. They should assist cultural activity in all parts of Pakistan and give full play to cultural expression through traditional and local modes. They should, however, be held responsible for making a careful study of the cultural trends and history of the country in various regions, and discovering and fostering those trends which make for a harmonized

national culture. For this it will be necessary-

(1) to re-write history from the national angle,

(2) collect indigenous literature and folk songs,

(3) encourage local arts and crafts,

(4) to promote music, dancing and drama, on proper national lines.

The Group took note of the fact that dancing, as practiced in some parts of the country, is under strong Hindu and Indian influences, and many cultural institutions are frequented and assisted by personnel of Indian diplomatic missions or by persons in touch with these missions. The activities of the foreign missions are altogether a separate question, but so far as the cultural pattern is concerned, the proper solution lies in evolution of a Pakistani school of dancing. The late Bulbul Chaudhuri was working on this, but even the Academy bearing his name has not maintained these efforts. Early and adequate efforts should lie made to encourage experiments in the evolution of Pakistani dancing.

*　　*　　*　　*　　*

EAST PAKISTAN

The Group cannot too strongly impress upon Government the need for the consideration and solution of the special problems of East Pakistan. Unless this is done in a business-like manner and an answer is found, the very integrity of Pakistan will be in danger. The Group devoted much time to the study of these problems and paid a visit to Dacca where a large number of senior representative officers were interviewed. An impression unfortunately seems to exist in the minds of the people of East Pakistan, including the intelligentsia and even some officials, that East Pakistan has not had a fair deal from the Central Government. Misapprehensions also exist about the people of West Pakistan and their intentions. While it is true that certain mistakes, were made in the past, and a lot remains to be done, the Group could not help feeling that certain interested parties (mainly from amongst politicians, civil servants and businessmen) have aggravated the situation. It has become fashionable to blame the Central Government for all and sundry failures. The politicians, including those in power, contributed to this state of affairs. Much grass has since grown and while the problems are not impossible of solution, provided a well-planned and sustained effort is made, further procrastination will make the situation worse and an effective solution will then be much more difficult to find.

2. There are many aspects of the problem in East Pakistan-psychological, economic, administrative and Political but in the opinion of the "Group" the two most important facets are psychological and economic. The area has been so badly neglected for at least two centuries, and its general development is so poor in comparison with the growth of population that living standards are very low and continue to be further threatened, with the increase in population. Unemployment particularly amongst the educated is very high

and with the provision of cheap college education by private institutions, without a corresponding increase in industrial development and opportunities for employment, the position is steadily worsening. The "Group" strongly recommends that action to deal with the economic problem in a big way should be undertaken. All the genuine grievances of East Pakistan in the economic field should be assuaged. All schemes which will help to improve the lot of the common man and to dispel the sense of frustration from which he, at present, suffers, should be examined with a view to their implementation with utmost speed. Special priority should be given to this task so that the people can see, within the next few months the spirit and intentions of the new Government. It is not for this "Group" to recommend specific schemes. All it can suggest is that such schemes should be given priority as promise to confer benefit on the largest section of the people and can be implemented quickly and will not require much technical know-how. We were told of many fancy schemes involving crores which had been sponsored in the past and which, according to experts, promise to bring in very little. On the other hand, the immediate needs of the common man in the shape of adequate credit facilities to provide him with his working capital, measures for improvement of agriculture and cottage industries so necessary to improve his lot, and for which there is ample scope, have not received the attention they deserve. Schemes suited to the area should receive highest priority.

While the 'Group' urges very special attention to the economic problems it cannot help recording that the problem in East Pakistan is, to a great measure, psychological also. While, therefore, every effort should be made to deal with the economic side of the problem, the psychological aspect should also receive adequate attention. The publicity effort should be stepped up and while the good policies and the good work done by the Government and the handicaps which militate against their achievement should be made known, those who may be creating hatred and confusion for ulterior motives should be debunked and firmly dealt with

On the administrative side, much leeway will have to be made and the administration toned up. Government servants, imbued with a sense of patriotism and duty, could achieve a great deal. Mutual recriminations, far from helping the situation, make it more difficult. Among the matters concerning the development of the Province, which were listed before us, were many which the Provincial Government, aided by a good Civil Service, could have adopted on its own initiative without the support of the Central Government.

The old Constitution made a provision for at least two sessions of the National Assembly being held in East Pakistan. It will go a long way in inspiring confidence and neutralizing the efforts of subversionists if the Presidential Cabinet met in East Pakistan, say at least once a quarter. There is also a feeling that Ministers, with their homes in West Pakistan, confine their tours mainly to the province of their origin. The same applies to senior Central Government officials. Both wings must receive equal attention.

The Chief Secretary was of the opinion that the Police Service of Pakistan should be centralized in the same way as the C.S.P. This measure will certainly lead to standardization of administrative traditions and will also promote better understanding.

There are practical difficulties but the proposal should be examined and the extent, to which it can be implemented, carefully worked out. Its adoption on suitable lines will promote national cohesion, and the "Group" attaches great importance to an early implementation of this proposal on proper lines.

Inter-wing transfers of C.S.P. officers have not been worked in the spirit of the manner which the authors of the scheme originally envisaged. If the tenure rules could be more rigidly applied and reasonable facilities were given in the form of accommodation, furniture etc., the resistance would be considerably broken down. Perhaps the Army arrangements could be followed as an example.

The "Group" had a very useful discussion with the Education Secretary and the Director of Public Instruction East Pakistan. In the course of these discussions, the "Group" was struck by the fact that, although a lot of attention has been given in East Pakistan to the primary education, very little has been done for the secondary education. Out of nearly 14(X) High Schools, Government runs only 37 and spends very little on the assistance of the others. To us the emphasis seems to be completely wrong. The problem of primary education is so big that it is not possible to be effective without huge financial outlay which the province or the Central Government cannot afford, and the obvious need is for concentration on more important and fruitful sectors. The "Group" feels that the general standard of education, administration and business in the province will rise if first consideration is given to the task of building up leadership in business, industry, professions, Government service-by giving special attention to the secondary schools and to the colleges. The "Group" would recommend the opening of an adequate number of public schools. At the same lime the proposal to shift the Dacca University to a suitable place, away from the busy city life and the provincial headquarters at Dacca, should be revived, and implemented as early as possible.

The "Group" was informed that the influence of Indian nationals or others, who. although technically Pakistani nationals, have their families and all interests in West Bengal, is no longer decisive in a vast majority of private schools, but even now it is considerable and is a source of subversion. The D. P.I. indicated that the proposals for screening of staff were under consideration. While there should be no witch hunt, it is a fair proposition that in institutions which mould the youth, influence public opinion and which receive assistance in one form or another from Government, nobody whose loyalty to Pakistan is suspect should be allowed to hold an important position. This would apply not only to educational institutions but also to publicity organizations and cultural bodies.

One of the causes of the frustration of the intellectuals and writers is the fact that there are no facilities for publishing their works and they receive no assistance from the State. Actually, the publishing arrangements in East Pakistan have been so inadequate that even at present books from West Bengal dominant the market. It is necessary that the State should promote cultural activity and lake up publication of books etc., on a large scale.

Publicity arrangements in East Pakistan should be strengthened and the Unity Fund should be administered by the Ministry of Information and Broadcasting.

MEANS FOR NATIONAL GUIDANCE AND RECONSTRUCTION

A number of media are available for National Guidance and Reconstruction, but the principal agency for influencing public opinion will be Ministries of Education and Information and Broadcasting.

In the last analysis the policy guidance has to come from the President, but subject to his overall direction, the Board of National Reconstruction is in charge of the policies and mechanics of National Guidance and Reconstruction. The newly set up Bureau of Reconstruction will be a useful agency not only with regard to certain special items, but also for reviewing the overall picture and submitting proposals before the Board.

These arrangements for overall guidance and research seem adequate, but the machinery available for implementing the policies of the Board of National Reconstruction will also have to be strengthened. The lines on which the Ministry of Education should be strengthened have been indicated in the body of this report. The Ministry of Information and Broadcasting has also prepared detailed proposals for strengthening publicity in the country, and is taking them up with the Ministry of finance.

This report was approved by the Group at its meeting held on the 3rd December. 1958.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরকে লেখা চিঠি	সরকারী	২১ মে, ১৯৫৯

SECRET

D. O. No. 325-S9(1)/59

Minister for the Interior,
Government of Pakistan,
Karachi, (he 2 1st May, 1959.

My dear Mr. Zakir Hussain,

You might be interested to see the attached report regarding the situation in East Pakistan.

2. It seems to bring out the need to boost up the morale of the people generally and to counter hostile propaganda which, partially at least, is responsible for it. It also seems to bring out the immediate need for the Administration to establish effective contact with the people so that spontaneous enthusiasm is generated for the Armed Forces Day on the 7th of October.

3. While, 1 am sure, the above situation will receive your personal attention in dealing with it, may I suggest, you also consider the various small and easily remediable matters that affect the daily life of the common man and bring about immediate improvements in them. For instance, it should be possible to effect immediate improvements in municipal services, in the speedier disposal of the complaints of the public, and in the early redress of the grievances of the common man. Suitable publicity can then be given to the achievements in the above fields as also in the field of Village Aid and what is being achieved in the Province by the people through mutual cooperation and self-help.

4. I hope to see you in the near future

With kind regards,

Yours sincerely,
Sd./-K.M. SHEIKH
Lt.-Gen

Zakir Hussain, Esqr.,
Governor, East Pakistan
DACCA.

The morale of Government servants in East Pakistan is apparently pretty low. Senior officers, particularly those who have received notices have been, heard to express the view that the Martial Law has been interfering in civil administration and that the Martial Law should be withdrawn leaving the Civil services free. They resent particularly "interference" or suggestions by military officers on civil matters.

2. There is no sign of steady improvement in matters that affect the lives of the people daily. Municipal services have deteriorated. Contact between the administration and the people are ineffective. These may be due to lack of any organization to take note of the small and easily remediable factors that affect the morale of the people.

3. High officials express the view that without the assistance of political parties it was difficult to maintain the morale of people in a place like East Pakistan. Apparently politicians have been able to get this point of view across. Apart from this the argument is being put across that while in West Pakistan the Army can take over the civil administration and run it successfully it would not be able to do so in East Pakistan and that civil administration should, therefore, have greater freedom in East Pakistan. It is essential that the regime and the armed forces are brought closer to the people in East Pakistan and the people made to feel that the regime is doing all that is possible for them, particularly in view of the reported decision to observe 7th October as Armed Forces Day. If on that day sufficient enthusiasm is not spontaneously expressed by the people, it is bound to be interpreted as a silent vote of no confidence on the regime which will be fully exploited by subversive elements and by hostile foreign press.

4. In creating the present mood and temper in East Pakistan, hostile forces are certainly at work. The political parties have been banned but their working has not stopped in practice. Political leaders talk in private meetings and discuss political problems. The subversive forces are spreading hostile views and propaganda in their usual way. Incidentally, the article that was written by Marshall in the "Foreign Affairs" was, it is said, circulated from hand to hand to foster opinion against the new retiree. All this is happening because there is little activity to foster opinion in favor of the regime and to counter hostile propaganda. Countering hostile propaganda cannot be effective unless they are based on concrete evidence of day-to-day improvements, however small, in the affairs of the people.

5. In the town of Barisal there is a Hall (a tin-shed) called Aswini Kumar Hall. Aswini Kumar was a great social worker of this district and exercised great influence in moral regeneration of the society about 60 or 70 years ago. He was held in esteem not as a Hindu but as a great social leader. The present District Magistrate thought it fit to rename the Hall as Ayub Hall. One local Hindu is reported to have told the District Magistrate that it was a wrong thing to do and suggested to the D M. to do something else than rename an old institution if he was really keen to have the President s name associated with any public institution and offered to work and raise funds for such a new institution. It is stated that the District Magistrate got angry with the gentleman and with the support of allegedly concocted police reports of subversive activities arrested him under the Safety Act. Complaints were allegedly made right up to the Provincial

Government but the gentleman is still languishing in security detention. If what is alleged is true the D.M. has not the necessary outlook to hold charge of a district. It is indeed a pity that when matters like this were reportedly brought to the notice of the Provincial Government the administration failed to take the necessary remedial steps.

6. Complaints were heard about the keenness of V.I.P.s for personal publicity. Personal publicity unless strictly controlled can have very damaging effect on the reputation of the regime as such. Our Ministers were alleged to be paying frequent visits to their home towns, which was furnishing materials for hostile propaganda.

7. As against this rather distressing background there is considerable enthusiasm amongst the younger elements (not of the pro-communist groups but definitely pro-Pakistan and rightist group) to be able to do something for building up of the nation. No effort has been made to harness this enthusiasm. Unless this is done quickly, these elements will feel discouraged and the enthusiasm itself may die down in the absence of a suitable outlet.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতার অযোগ্যতা সম্পর্কিত আদেশ ঘোষিত	সরকারী	৬ আগষ্ট, ১৯৫৮

THE GAZETTE OF PAKISTAN.
EXTRA ORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

Karachi, Friday, August 7,1959
GOVERNMENT OF PAKISTAN
MINISTRY OF LAW
President's Order No. 13 of 1959.

THE ELECTIVE BODIES (DISQUALIFICATION) ORDER, 1959.

In pursuance of the Proclamation of the seventh day of October 1958 and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the following Order:

1. Short title, extent and commencement.-(1) This Order may be called the Elective Bodies (Disqualification) Order. 1959.

(2) It extends to the whole of Pakistan, and applied to all citizen of Pakistan, not being citizens in the service of Government wherever they may be.

(3) It shall come into force at once and shall remain in force until the thirty-first day of December, 1960, whereupon it shall stand repealed.

2. Definitions.—In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context, -

(a) "Appropriate Government" means, in relation to a Tribunal appointed by the President or named by him under clause (4) of Article 4. the President, and in other cases the Governor concerned;

(b) "elective body" means any assembly, board, committee or similar other body, by whatever name called, established or to be established by or under any law, of which the constituent members are wholly or partly chosen by means of election, and includes a legislature, a municipal corporation, a municipal committee, a cantonment board, a district board, a notified area committee, a town area committee, a sanitary committee or any other local body or electoral college formed for election to a legislature;

(c)"misconduct" refers to conduct after the fourteenth day of August, 1947, and includes any subversive activity, the preaching of any doctrine or the doing of any act which contributes to political instability, bribery, corruption or having a general and persistent reputation for being corrupt, jobbery, favouritism, nepotism, willful maladministration, willful misapplication or diversion of public moneys or moneys collected whether by public subscription or otherwise and any other abuse of whatsoever kind of power or position, and any attempt at, or abetment of, such misconduct;

(d)"respondent" means the person in respect of whom a reference is made under clause (1) of Article 6; and

(e)"Tribunal" means a Tribunal appointed under Article 3.

3. **Appointment of Tribunals-** (1) The President, the Governor of West Pakistan and the Governor of East Pakistan may each appoint, by notification in the official Gazette, one or more Tribunals for the purposes of this Order.

(2) Each such Tribunal shall consist of three members, one of whom shall be notified to be the Presiding Member:

Provided that the Presiding Member shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court, the Federal Court, or a High Court, or a District and Sessions Judge who is or was qualified to be appointed as a Judge of a High Court.

(3) The Tribunals appointed as aforesaid shall respectively be known as the Central (Elective Bodies Disqualification) Tribunal, the West Pakistan (Elective Bodies Disqualification) Tribunal and the East Pakistan (Elective Bodies Disqualification) Tribunal.

4. **Functions of Tribunals.** - (1) Save as provided in clause (4), the Central (Elective Bodies Disqualification) Tribunal shall enquire into and report upon cases relating to the misconduct of—

(a) person who have held any office, post or position, including the membership of any elective body under, or in connection with the affairs of, the Federation; and

(b)persons ordinarily resident in the Federal Capital at the time of committing the misconduct, or at any time thereafter.

(2) Save as provided in clause (4), the West Pakistan (Elective Bodies Disqualification) Tribunal shall enquire into and report upon cases relating to the misconduct of-

(a) persons who have, on or after the fourteenth day of October, 1955, held any office, post or position, including the membership of any elective body, in or in connection with the affairs of the Province of West Pakistan, or, before that day, in or in connection with the affairs of any of the Provinces, Acceding States or other areas, incorporated on that day into the said Province; and

(b) persons ordinarily resident in or in the territories now comprising the Province of West Pakistan at the time of committing the misconduct, or at any time thereafter.

(3) Save as provided in clause (4), the East Pakistan (Elective Bodies Disqualification) Tribunal shall enquire into and report upon cases relating to the misconduct of-

(a) Persons who have held any office, post or position including the membership of any elective body, in or in connection with the affairs of the Province of East Pakistan or East Bengal; and

(b) Persons ordinarily resident in the aforesaid Province at the time of committing the misconduct, or at any time thereafter.

(4) Where, in pursuance of the provisions of clauses (1), (2) and (3), enquiry and report, as respects any person may be made by more than one Tribunal, by reason of his residence, or on account of the charges being related to more than one office, post or position, then, notwithstanding anything in this Order, the President may, on a reference by any of the Tribunals, or otherwise, name the Tribunal by which the enquiry and report shall be made on all the charges against such person.

5. **Disqualification of certain persons.** - (1) Notwithstanding anything contained in this Order, or in any other law, a person shall stand disqualified until the thirty first day of December 1966, for being a member or a candidate for the membership of any elective body. -

(a) If he is dismissed, removed or made to retire from the service of Government or of a public statutory corporation, on a charge other than that of inefficiency; or

(b) If an order under section 3 of the Security of Pakistan Act, 1952 (XXXV of 1952), or a similar order under any other law relating to the prevention of acts prejudicial to the defense, or the external affairs, or the security of Pakistan or any part thereof, or to the maintenance of supplies and ervices essential to the community or the maintenance of public order, has ever been made against him; or

(c) If he was found guilty by the Federal Court, a High Court or a Tribunal under the Public and Representative Offices (Disqualification) Act, 1949; or

(d) If he has been convicted of any offence and sentenced to a term of imprisonment for more than two years or to transportation for any term.

6. **Reference to Tribunal.** - (1) A Tribunal shall not proceed to enquire into any charge of misconduct except on a reference in writing made to it by such officer, committee or authority as the appropriate Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

(2) On receiving a reference under clause (1), the Tribunal shall scrutinize the necessary records relating to the charge mentioned in the reference, and

(a) If, as a result of such scrutiny, it is of the opinion that no charge can be established, forward the reference to the appropriate Government together with its opinion thereon; and

(b) In other cases, issue notice to the respondent requiring him to show cause why a recommendation should not be made against him under this Order.

(3) Nothing in sub-clause (a) of clause (2) shall bar any subsequent reference to the Tribunal.

7. **Offer to retire from public life, etc.** - (1) A notice under sub-clause (b) of clause (2) of Article 6 shall, among other things, contain an offer that the respondent may, if he so chooses, retire from public life until the thirty first day of December, 1966.

(2) If the respondent accepts the offer made under clause (1) further enquiry in respect of the charge against him shall be stopped forthwith, and he shall stand disqualified until the thirty first day of December 1966, for being a member or a candidate for the membership of any elective body.

8.**Enquiry by Tribunal, etc.-** (1) If the respondent does not accept the offer made to him under clause (1) of Article 7, the Tribunal shall, after such further scrutiny of records and such enquiry as it thinks fit, and after giving the respondent an opportunity of being heard, record its findings and report them to the appropriate Government, and in case the respondent is found guilty, the Tribunal shall also make its recommendation to the appropriate Government as regards the sum to be paid, or the action to be taken, by the respondent, for making good any loss which might have been caused by the misconduct of which he is found guilty.

(2) In case the respondent is found guilty, the appropriate Government shall pass an order disqualifying the respondent until the thirty first day of December, 1966, for being a member or a candidate for the membership of any elective body and may pass such further order or orders as regards the sum to be paid or the action to be taken by the respondent for making good any loss which might have been caused by the misconduct of which he is found guilty.

9. **Powers of Tribunals.-**A Tribunal shall have the power of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908), in respect of the following matters, namely, -

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any documents;

(c) receiving evidence on affidavits; and

(c) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

10. **Further Powers of Tribunals-**(l) Tribunal shall have power to require any person, subject to any privileges which may be claimed by that person under any law for the time being in force, to furnish such information as in the opinion of the Tribunal, may be of assistance to it in the carrying out of its scrutiny.

(2) A Tribunal may, by an order in writing, direct any gazetted police officer to enter any building or place where it has reason to believe that any books of account or other documents (whether they have to do with accounts or not) relating to any matter before it may be found, and may in the said order direct him to seize such books or documents or to take copies thereof or of any part thereof, and the provisions of sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), shall, so far as may be, apply to the proceedings of such officer.

(3) A Tribunal shall have the powers of a High Court to punish its own contempt.

(4) The proceedings before a Tribunal shall be deemed to be judicial proceedings for the purposes of provisions contained in Chapter XI of the Pakistan Penal Code (Act XLV of 1860), in so far as they may be applicable.

(5) A Tribunal shall have the powers of a civil court trying a suit under the Code of Civil Procedure. 1908 (Act V of 1908), in respect of requisitioning any public record or copy thereof from any court or office.

11.**Procedure to be followed by Tribunals.** -(I) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force except the provisions of this Order and the rules made there under, a Tribunal shall have power to conduct its proceedings and regulate its procedure in all respects as it deems fit.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing clause, the Tribunal may refuse to examine any witness or summon any document in its discretion.

(3) The proceedings before the Tribunal shall be open to the public unless otherwise adjudged by the Tribunal.

(4) Whenever any respondent appears before a Tribunal he shall appeal personally and by himself and no friend or adviser or legal practitioner shall assist him during the proceedings.

12. **Power to make rules.** -The Central Government may, by notification in the official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Order.

13. **Bar of jurisdiction.** -No provision of any rules made under this Order, and no order, proceeding, finding, report or recommendation of a Tribunal, and no order of the President or Governor made or purporting to have been made under this Order shall be questioned in any court.

14. **Sums not paid recoverable as arrears of land revenue.** -Any sum payable under Article 8 and not duly paid shall be recoverable as arrears of land revenue.

15. **Provisions of this Order to be in addition to and not in derogation of other laws.** - The provisions of this Order shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force and nothing in this Order shall prevent or prejudice the trial and punishment of any person under any other such law.

MOHAMMAD AYUB KIIAN, HP. HJ.
GENERAL,
President.

Karachi..
The 6th August. 1959.

MUJIBUR RAHMAN KHAN.
Joint Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
এবডো অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত সরকারী চিঠি	সরকারী	৩-৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

TOPSECRET

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN

OFFICE OF THE DIRECTOR-GENERAL, BUREAU OF ANTI-CORRUPTION EAST PAKISTAN, DACCA.

FROM

S.A. Chaudhuri, Esqr., P.S.P.,
Director-General, Bureau of Anti-Corruption, E.P., Dacca.

To

A. Q. Ansari, Esqr.,
Additional Secretary to the Government of East Pakistan.
Anti-Corruption Department, Dacca.

Date the 3rd/4th September, 1959.

SUBJECT:—

List of persons for action under the E.B.D.O.

In a recent conference held in Karachi under the Chairmanship of the Minister of the Interior, the following persons of East Pakistan have been vetted for action under the E.B.D.O.

Out of 19 persons submitted in my list, except those who stand disqualified, 18 were vetted as noted below:

SI . No. (1)	Name . (2)	Office held. (3)	Grounds of Disqualification (4)	Ref. to IBs list (5)
1	Mr. Ataur Rahman Khan	Ex-Chief Minister	Wilful maladministration & Corruption.	SI.4
2	Mr. Abu Hussain Sarker	Ex-Chief Minister	Wilful maladministration & corruption.	SI.6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Mr. Yusuf Ali Chowdhury	Ex-Minister	Caused political instability & corruption.	SI.7
4	Mr. Md. Mansoor Ali	Ex-Minister	Corruption	SI 1 of 'B' List
5	Mr. Masihur Rahman	Ex-Minister	Maladministration and Diversion of public money	
6	Mr. Kafiluddin Choudhury	Ex-Minister	Corruption & Jobbery	SI. 1 of' C List
7	Mr. Abdul Latif Biswas	Ex-Minister	Corruption	SI 2 of 'B' list
8	Mr. Mohammadan-Nabi Chowdhury.	Ex-Minister (Businessman)	Corruption	SI. 10
9	Mr. Abdul Hakim	Ex-Speaker E.P.Assembly.	Nipotism & Jobbery	SI. 5
10	Mr. A. Hamid Chowdhury	Ex-M.P.A.	Corruption	
11	Mr. Moslem Ali Molla	Ex-M.P.A.	Corruptions	
12	Mr. M. Korban Ali	Ex-M.P.A	Corruptions.	
13	Mr. Nooruddin Ahmed	Ex-Minister (Businessman)	Corruption	
14	Mr. Abdul Matin	Ex-M.P.A.	Corruptions	
15	Mr. Fazlul Karim	Ex-M.P.A.	Corruption	SI. No. 12 of "B" List
16	Mr. Abdus Salam Muktear	Ex-M.P.A.	Corruptions	
17	Mr. Wahiduzzaman	Ex-M.P. (Businessman)	Wilful misapplication of public money	
18	Mr.Devvan Mohiuddin	Ex-M.P. (Businessman)	Corruptions	
	The Following person of	the I.B. list	('B') were also vetted:-	
19	Mr. Syed Azizul Haque	Ex-Minister		Serial. No.3
20	Mr. Bhupendra -Kumar Dutta.	Ex-M.P.A., Jessore		,, 14
21	Mr. Proyas Chandra Lahiri	Ex-Minister		,, 15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	Mr. Suresh Chandra Das Gupta	Ex-M.P'A,. Bogra		" 16
23	Mr. Dhirendra Nath Dutta	Ex-Minister		" 17
24	Mr. Bijoy Chandra roy	Ex-M-:P.A.,		" 18
25	Mr. Basanta Kumar Das	Ex-Minister		SI.No.19 and Also the list Of SPE
26	Mr. Trailakhya Chakraborty	Ex-Minister		SI. No 20
27	Mr. Proffessor Muzaffer Ahmed	Ex-M.P.A Tippera		SI. No.27 And 18 of 'c'

The Following M.Ps. and M.Ps. have Changed the Parties after the Provincial Election in1954. They were also vetted for action Under the E .B.D.O. vide 'c' list of I.B.:-

28	Mrs. Begum Anwara Khatun	Ex-M.P.A., Dacca		SI. No. 4-'C' List
29	Mr. Yar Mohammad Khan	Ex-M.P.A., Dacca		" 6
30	Mr. Almas ali	Ex-M.P.A., Dacca		" 7
31	Mrs. Rezia Banu	Ex-M.P.A., Bakargang		" 9
32	Mr. Moulana Altaf	Ex-M.P.A.,Mymensingha Hossain		" 14
33	Mr. Mohammad Toha	Ex-M.P.A.,Noakhali		" 17
34	Mr. Shamsul Haque	Ex-M.P.A., Rajshahi		" 21
35	Mr. Latif Hussain	Ex-M.P.A., Rajshahi		" 22
36	Mr.Ataur Rahman Muktear.	Ex-M.P.A., Rajshahi		" 24
37	Mr. Abul Hussain Mia, Son of late Maniruddin.	Ex-M.P.A., Rangpur		" 25
38	Mr. Azizur Rahman Khondker	Ex-M.P.A., Rangpur		" 28
39	Mr. Akbar Hossain Khan Chowdhury.	Ex-M.P.A., Bogra		" 31
40	Mr.Akbar Hossain Akhand.	Ex-M.P., Bogra		" 32

The following persons are to be checked up if they stand disqualified as Security Prisoners otherwise they will be dealt with under the E.B.D.O.:-

41	Mrs. Selina Banu	Ex-M.P.A.,Pabna	SI. No. 21 of'B' list.
42	Mr. Dabiraddin Ahmed	Ex-M.P.A., Rangpur.	SI. No. 22 of'B' list.
43	Mr. Syed Altaf Hossain	Ex-M.P.A., Kutiash	SI. No. 23 of'B' list.

Sd/ Director-General,
Bureau of Anti-corruption. E.P..
Dacca.

TOP SECRET.

Office of the Director-General,
Bureau of Anti-corruption,
East Pakistan, Dacca, the 4th
September, 1959.

Memo. No………A.B………..

Copy forwarded to:

(1)K.A. Haque, Esqr., P.S.P., Director,
Bureau of National Reconstruction, E.P.,

(2)A.K.M. Hafizuddin, Esqr., P.S.P., J.P., SQA,
Inspector-General of Police, E. Pakistan,

(3)A.M.A. Kabir, Esqr., P.S.P.,
Dy. Inspector-General of Police, Intelligence Branch, E. Pakistan,
Dacca for information

Sd/ *Director-General.*
Bureau of Anti-Corruption, E.P.,
Dacca.

TOP SECRET

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN
OFFICE OF THE DIRECTOR-GENERAL
BUREAU OF ANTI-CORRUPTION
EAST PAKISTAN

D. O. No.4. A. B.(E) *Dacca, the 5th September. 1959.*

My dear Kabir,

The list of persons vetted for action under the E.B.D.O. in the recent conference at Karachi under the Chairmanship of the Minister of the Interior has been forwarded to you under my Top Secret No.3 A.B. (E)/(3), dated 4-9-59. Some of these persons on the list may stand automatically disqualified under Article 5 of the E.B.D.O. I would request you kindly to have their records carefully scrutinized if any of them stand disqualified.

2. It was decided that action under the E.B.D.O. will proceed against the "big fries" having substantial materials of misconduct against them, and who are likely to be "big enough nuisance" in the political life of the province. Our delegation to the conference has pointed out that the list submitted by us was not exhaustive; it contained the names of those persons against whom materials were readily available. We shall, therefore, have to prepare a list of other important persons against whom there are good instances of misconduct. This may be taken up after materials against the vetted persons have been processed and submitted to the referring authority.

3.1 shall be grateful if full materials as available in your office be carefully processed in the form of Memo of Evidence, for the purpose of prosecution against the vetted persons and passed on to me for submission to the Referring Authority constituted under Article No.6 of the E.B.D.O. which consists of the G.O.C., Chief Secretary and the Home Secretary.

4. Two Tribunals headed by High Court Judges are going to be set up for hearing and disposal of cases of this province. Advantages are likely to be taken of the High Court vacation. As such, we are to get ready with materials of some cases at least, for submission to the Referring Authority immediately.

5. The following persons of East Pakistan will be dealt with by the Tribunal to be established by the Central Government. Materials against them will be processed and submitted by the S.P.E. If you have got any materials against them, kindly pass them on to the Inspector-General of Police, S.P.E., and Karachi:

(1) Abdul Aleem,
(2) Abdul Wahab Khan,
(3) Deldar Ahmed,
(4) Fozlur Rahman, and
(5) H.S. Suhrawardy.

6. (a) Regarding automatic disqualification under Article 5 a note for West Pakistan has been prepared in the office of the I.G.P., S.P.E. A copy of this note has been obtained from the S.P., S.P.E., Dacca. It is enclosed for your perusal.

(b) Mr. K.A. Haque pointed out in the Conference at Karachi that in East Pakistan police have powers of arrest under the East Pakistan Public Safety Act and Government orders for detention are passed within 30 days of arrest. During 92 'A' regime in 1954, when arrests were made on a large scale, in a number of instances police could not finish investigation and submit materials to furnish grounds of detention to arrested persons concerned within 30 days of arrest. For completion of investigation Government orders were passed for detention of these persons for 2/3 months, after which a bulk of them was released. He, therefore, suggested that only those persons who were supplied with grounds of detention should stand disqualified under Article 5(b) of the E.B.D.O. Mr. Haque is to submit a note on the subject for decision of the Government.

(c) Regarding disqualification under Article 5(d) of the E.B.D.O., the opinion of the Karachi Conference in general was that it may not refer to cases disposed of prior to the Partition, as it may affect some of the 'fighters for freedom'. Decision will issue from the Ministry of the Interior.

(d) I suggested in the Conference that if a candidate to an Elective Body gives a certificate in his application/nomination form that he does not stand disqualified under Article 5 of the E.B.D.O., the problem will be materially solved. It was accepted.

I hope, the foregoing will be helpful to you for preparation of cases under the E.B.D.O.

Yours sincerely.
S.A. CHAUDHURI

A.M.A. Kabir, Esqr., P.S.P.,
D.I.G. of Police,
Intelligence Branch, Dacca.

<u>TOP SECRET</u>

Office of the Director-General.
Bureau of Anti-corruption,
E. Pakistan.

Memo. No.4 A.B. (E)/3

Dacca, the 5th September. 1959.

Copy forwarded for information to:—

(1) A Q. Ansari, Esqr., Add. Secretary to the Govt. of E. Pakistan. A.C. Department, Dacca,
(2) K.A. Haque, Esqr., P.S.P., Director, Bureau of National Reconstruction, East Pakistan, Dacca, and
(3) A.K.M. Hafizuddin, Esqr, P.S.P., J.P., S.Q.A., Inspector-General of Police, East Pakistan, Dacca.

Sd-/ Director-General,
Bureau of Anti-Corruption. E.P.,
Dacca.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট কর্তৃক 'লেজিসলেটিভ পাওয়ারস অর্ডার' ঘোষণা	পাকিস্তান অবজারভার	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

LEGISLATIVE POWERS ORDER (1959). AMENDED:
CONCURRENT LIST COVERS SUBJECTS OTHER
THAN THOSE RESERVED TO CENTRE.

Karachi, September 23. - The President has today promulgated an Order amending the Legislative Powers Order, 1959, which will have the effect of giving the Centre and the Provinces Concurrent Powers of legislation in all fields outside those specifically reserved to the centre under the Constitution of 1956.

The Order has been devised in such a way that no existing laws of a Province will be affected by the mere coming into force of the Order unless they conflict in any way with a law made by the President since the Proclamation of the 7th October, 1958. and then only to the extent of the conflict.

A further consequence of the Order is that if need be the conflict can be resolved by resort to the usual procedure for resolving conflict in the concurrent sphere.

Following is the President's Order No. 17 of 1959:

President's Order No. 17 of 1959 Karachi, the 23rd September, 1959.

The Legislative Powers (Amendment) Order, 1959 in pursuance of the proclamation. ----------Seventh day of October, 1958, and in exercise of all powers enabling him in that behalf the President is pleased to make and promulgate the following Order: -

1. This Order may be called the Legislative Powers (Amendment) Order 1959.
2. It shall come into force at once.

In the Legislative Powers Order, 1958, the following new article shall be deemed always to have formed Part of that Order, namely:—

"4. (1) In applying the provisions of clause (I) of Article 2, clause (1) of Article 4 and clause (1) of Article 5 of the laws (Continuance in Force) Order. 1958.

(A) The matters enumerated in the Provincial list in the fifth schedule, including any situation shall be deemed to have been included in the concurrent list of that schedule; and

(B) The power to make laws with respect to any matter not enumerated in any list in the fifth schedule, including any law imposing a tax not mentioned in any such list shall be deemed to be a power to make laws with respect to a matter enumerated in the concurrent list;

And the power of the Federation and of a Province to make laws shall be deemed to be regulated and the executive authority of the Federation and of a Province shall be deemed to be extended accordingly."

3. (1) Subject to the provisions of the next succeeding clause nothing in this Order shall effect the validity of the Provincial law or part thereof in force immediately before the day on which this Order comes into force.

(2) If any Provincial law or part thereof in force at the time of this Order comes into force, is by reason of this Order rendered repugnant to the provisions of any law made by the President since the seventh day of October, 1958. It shall lo the extent of the repugnancy be void. -A.P.P.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘মৌলিক গণতন্ত্র আইন’ ঘোষিত	পাকিস্তান অবজারভার	২৭ অক্টোবর, ১৯৫৯

BASIC DEMOCRACIES ORDER PROMULGATED
Adult Franchise for Council Polls
Fundamentals of Five Tiers Explained.

Karachi, Oct. 26.—"The basic democracies Order. 1959" was promulgated today by the President "To provide for the constitution of basic democratic institutions throughout Pakistan and to consolidate and amend certain laws relating to local Government."

The first article (short title, extent and commencement) and article III (Definitions) come into force at once and the remaining provisions of the Order come into force "In such areas on such dates as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf."

The Order extends to the whole of Pakistan but "should be circumstances of any local areas be such that any of the provisions of the Order are unsuited thereto Government may accept the local areas or any part thereof, from the operations of those provisions." While such exception remains in force, Government may make rules for the regulation of the matters so excepted....

The Order provides for the Constitution of basic democratic institutions ranging from Union Councils to the Provincial Development Advisory Councils. It lays down that elections to Union Councils (In Rural Areas); Town Committees (For Town) and Union Committees for urban areas shall be held on the basis of adult Franchise.

The total number of appointed members of a Union Council (rural areas) "shall not be more than one-half of the total number of its elected members" and no official shall be a member of a Union Council, Union Committee or Town Committee.

Except within the jurisdiction of the municipal bodies or Cantonment Boards at Karachi, Dacca and Lahore the number of elected and appointed members in Union or Town Committee as the case may be, determined by the commissioner of the division concerned. In Karachi, Dacca and Lahore the number of elected and appointed members will be determined by the Government.

Village Police Force.

Government may establish a village police force in such rural areas as may be notified from time to time for discharge of duties specified in the third schedule with the village Kotwal as its head with powers going up to arresting "without an order from a Magistrate and without a warrant" any person concerned in any cognizable offence.

Where the head of the district administration is convinced that special measures are required to secure village defense of public security, he may by order require that all or any of the able bodied adult male inhabitants of the union shall be liable to patrol duty for such period as may be specified in the order.

Second Tier.

The second tier in the basic democracies is the Thana Council for East Pakistan and the Tehsil Council for West Pakistan. These will coordinate the activities of all Union Councils and Town and Union Committees in their jurisdiction. In the discharge of their functions the Thana Councils shall be responsible to the District Council concerned.

The Thana Council shall consist of representative members with such number of official and nominated non-official (appointed) members as may be fixed by the Commissioner. The chairman of the union councils and union and town committees shall be *ex-officio* (representative) members of Thana Councils. The total number of official and appointed members of the council will not be more than one half of the total number of its representative members. The Subdivisional Officer, an *ex-officio* member, will be its chairman.

Third Tier.

The third tier will be the District Council. The chairman of the Thana or Tehsil councils and of the Municipal Bodies and the Vice-Presidents of the Cantonment Boards within the district and such representatives of departments as may be specified by the Government and appointed by the Commissioner of the Division shall be *ex-officio* (official) members of the District Council. The total number of appointed non-official members of a District Council shall not be less than the total number of its official members and at least one half shall be chosen from amongst the chairmen of the union councils and of the town and union committees in the district. The Collector of the district shall be an *ex-officio* member and chairman.

Fourth Tier.

The fourth tier Divisional Council will consist of chairmen of the District Councils (Collectors in their new capacity in the basic democracies) and such representatives of Government Departments and Cantonment Boards and of Municipal Bodies as may be appointed by the Government who will be *ex-officio* official members of the Divisional Council. The total number of appointed non-official members of a Divisional Council shall not be less than total number of its official members and at least one half of the appointed members shall be chosen from amongst the chairmen of union councils, union committees and town committees in the Division. The Commissioner of Division shall *ex-officio* be one of the official members of the council and its Chairman.

ADVISORY COUNCILS

Then there will be two Provincial Development Advisory Councils. Each of them will consist of such number of official and appointed members as may be fixed by the

President. The total number of appointed non-official members shall not be less than total number of official members.

The terms of office of all these councils and committees will be five years commencing from the day on which the concerned committee or council assumes office.

For the purpose of election to a union council or to a town or union committee, the union or town will be divided into wards. The number of members to be elected from each ward will be determined by the commissioner or Government as the case may be. Candidates must not be less than 25 years of age on the first day of January preceding the election. Persons disqualified from membership of an elective body under the EI3DO or similar laws shall be disqualified from being candidates at these elections though they may still exercise their vote.

Members who have ability to render service to the people may be appointed to union councils and union and town committees.

Special consideration will be given to minorities and women and organizations concerned with agricultural, industrial or community development in such appointments to Union Councils and Union and Town Committees.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট সংক্রান্ত তথ্য এবং প্রদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর সরকারী গোপন প্রতিবেদন	সরকারী	১৯৫৯

১

[একটি নাম আলী আছাদ। সে আজ আমাদের ধ্রুবতারা। তার দিকে চেয়ে আমাদের পথ চলতে হবে। চলবো আমরা কাফেলাকে পথ দেখিয়ে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে হবে যেকোন মূল্যে। আলী আছাদ (ওরফে কালো খোকা) ছিল সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক। ১৯৪৮ সন থেকে সে ছাত্রলীগে যোগদান করে এবং বাংলাভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে জামালপুর মহকুমায় ঘুরে ঘুরে বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করায় প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকার তাকে ১৯৫২ সনে গ্রেফতার করে এবং বিনা বিচারে ময়মনসিংহ কারাগারে আটকে রাখে। এর পর যতগুলি আন্দোলন হয় প্রত্যেকটিতে সে পুরোধারে ছিল। জামালপুর প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে সেই ১৯৫৬ সনে কাগমারী সম্মেলনে মরহুম প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহারাওয়ার্দী বাংলাদেশ প্যারিটি মানার কথা বললে প্রথম সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করে সে। আলী আছাদ জামালুপর আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক ছিল। যখন আওয়ামী লীগ করতে সবাই ভয় পেতো তখন সে বলিষ্ঠ কণ্ঠে সারা মহকুমা তথা দেশময় আওয়ামী লীগের বাণী ছড়িয়েছে।

পূর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট, ১৯৫৮*

আঃ জামান

১৯৫৮ সনে জেনারেল আইয়ুব খান গণতন্ত্রকে হত্যা করে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ভেঙ্গে ডিক্টেটর হন। ডিক্টেটর হয়েই উনি সারাদেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং দেশপ্রেমিকদের কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তন্মধ্যে মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখযোগ্য। দেশে তখন নীরব নিশ্চুপ অবস্থা। কারো টু শব্দ করার উপায় নেই। এই সময়ে বিপ্লবী বীর আলী আছাদ ঢাকা গিয়ে তরুণদের সঙ্গে পরামর্শ করে চলে এলো জামালপুরে। এই অসীম সাহসী তরুণের দল একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন, তার নামই হলো ‘পূর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট’। আলী আছাদ তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ঐতিহাসিক জামালপুরেই দলের গোপন সেল স্থাপন করা হয়। ধীরে ধীরে দলের সদস্য সংখ্যা বাড়তে লাগলো। তখন আলী আছাদ একদল তরুণকে সঙ্গে নিয়ে চলে যান প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে উচ্চতর ট্রেনিং নিতে। প্রথমে পশ্চিম বাংলা সরকার তাদেরকে প্রবেশ করতে দিয়েছিল। পরে যখন তারা কাজ শুরু করে তখন হঠাৎ করে সরকার গুপ্তচর আখ্যা দিয়ে কারাগার আবদ্ধ করে। পরে এখান হতে আইয়ুব সরকার যে তাদের উপরে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া জারি করেছিল তা পাঠান হয়। এই সকল কাগজপত্র দেখে পশ্চিম বাংলা সরকার তাদের জেল হতে ছেড়ে দেয়। সেখানে বসে তরুণ বিপ্লবীরা অন্যান্য দশের কূটনৈতিক মিশনগুলোকে পূর্ব বাংলায় যে কি উৎপীড়ন শুরু হয়েছে তা জানায় এবং তাদের সপক্ষে সহানুভূতি কামনা করে।

অতঃপর তারা গারো পাহাড়ের সীমান্ত দিয়ে প্রথমে শ্রীবর্দ্দী থানার পাখীমারা গ্রামে এসে পৌছায়। সেখানে এক সদস্যের বাড়ীতে তারা আস্তানা গাড়ে। হঠাৎ করে সামরিক জান্তার গুপ্তচর বাহিনী তাদেরকে অবরোধ

* পূর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট সম্পর্কিত এই নিবন্ধটি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর জামালপুরের একটি সংকলনে প্রকাশিত হয়।পরবর্তীকালে আর কোন সংখ্যা বের হয়নি।

করতে চেষ্টা করে কিন্তু পলকে তারা চলে যেতে সমর্থ হয়। বাড়ীওয়ালা সদস্য মিঃ আশরাফ হুসেনকে পুলিশ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ময়মনসিংহ নিয়ে গেলো। পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

অনেকদিন পর পুলিশ ময়মনসিংহের আবদুর রহমান সিদ্দিক ও আর,এম,সাইদকে গ্রেপ্তার করলো কিন্তু কোন তথ্য না পাওয়ার দরুন শেষে নিরাপত্তা আইনে তাদের আটকিয়ে রাখে।

আলী আছাদ তখন সম্পূর্ণভাবে ক্ষেতমজুরের বেশ ধরে সারা পূর্ব বাংলা ঘুরে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিলি করে ও বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছিল। তখন সে দিবারাত্রি কাজ করতো। দাড়ি-গোঁফ এরূপভাবে রাখলো যে, কেউ আর তাকে আলী আছাদ বলে চিনতে পারে নাই। আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক আইন উঠিয়ে রাজনৈতিক দল আবার পুনরুজ্জীবিত করা হলে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব পার্টির কাজে ময়মনসিংহ সদরে আসেন। আমরা তখন আলী আছাদের কথা তাকে জানালাম। মুজিব ভাই আলী আছাদকে প্রকাশ্যে বের হয়ে কাজ করার কথা বলে দিয়েছিল। আমরা এ সংবাদ বন্ধু আলী আছাদকে জানালাম কিন্তু সে প্রকাশ্যে বের হলো না। সে বললো যে রক্তস্বাক্ষরে শপথ নিয়েছি দেশকে মুক্ত করবো কিন্তু বেঈমানী করতে পারবো না। সে তখন ছদ্মবেশে সহানুভুতিশীল সারা ভারতে ঘুরে ঘুরে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সাহায্য কুড়াচ্ছিল। একদিন আসাম হতে তার লেখা পত্র পেলাম। তার খোঁজে আসামে লোক পাঠালাম কিন্তু সেখানে তাকে পাওয়া গেল না। লোক এসে বললো যে, সে তখন দিল্লীর পথে পাড়ি জমিয়েছে। এর পর হ'তে সে নিরুদ্দেশ। কথা ছিল যে ভারতে সুবিধে না করতে পারলে সে চলে যাবে সমাজতান্ত্রিক দেশ চীন অথবা রাশিয়াতে সাহায্যের জন্য। আমরা আশা করেছিলাম সে ফিরে আসবে কিন্তু সে আর ফিরে এলো না। কোনদিন হয়তো আর আসবে না। সে হারিয়ে গেছে। তার বীরত্ব ত্যাগ, তিতিক্ষাই আমাদের পাথেয়। ধ্রুবতারার মত সে আমাদের চোখের সামনে জ্বলছে।- তাকে অনুভব করা যায় কিন্তু ধরাছোঁয়া যায় না। দেশ স্বাধীন হয়েছে। সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে কিন্তু হারিয়ে গেছে একটি সৈনিক। আমরা অশ্রু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাকে স্মরণ করবো- সে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে স্বাধীনতার জন্য। (অসমাপ্ত)

২

To be kept in personal custody and return to Sir. Munir Hosain, Deputy Secretary to cabinet immediately after the Conference is over.

SECRET
GOVERNMENT OF PAKISTAN
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTE FOR GOVERNORS' CONFERENCE

SUBJECT: *The poster campaign in East Pakistan.*

The discovery, from time to time, of posters, leaflets and other material in East Pakistan advocating overthrow of the Martial Law regime, the assassination of its leaders, the establishment of an independent and an autonomous state of East Pakistan with its own army, air force and navy, the breaking of connection with West Pakistan, the announcement of the deadline after which violence must be resorted to and other war cries, has naturally, given rise to serious misgivings and fears. What reinforces these fears is that there is no cessation of this activity and new leaflets with new slogans couched in even stronger language continue to be discovered. Bitter and strong language is the keynote of these posters and if they truly represent the state of mind of the people or even a part of it, their appearance is ominous and full of evil forebodings. The purpose of this study is to assess their real strength and to analyze the danger which they present.

Posters ominous

Before we proceed with the study, it is pertinent to point out that even in normal and healthy societies and countries, there is criticism of the Government and the ruling class and misgivings expressed against it, laws are broken and gloomy pundits make disquieting sermons about the future. They are of little significance if with all its faults and differences the social order is generally accepted as a going concern and not one which is vicious and must, therefore, be destroyed and replaced by some other system. Posters against the regime and its leaders have been found in West Pakistan and two conspiracies to overthrow the regime by causing violent commotion unearthed and action taken under the Martial Law. Nevertheless, they made little impact upon the mind of the general public and were not taken serious notice of; on the other hand, they were dismissed as the individual pranks of megalomaniacs and fools. In West Pakistan, the attack was against this or that individual or this or that policy of the Government. In no poster or conspiracy was the idea of Pakistan attacked. In East Pakistan, the posters reflect a more uncompromising and fundamentally different note: they cut across the very concept of Pakistan. They make a plea for an independent East Pakistan completely separated from West Pakistan. To one who believes in the ideology of Pakistan and fears that the Muslim peoples will find it difficult to survive otherwise, the idea is abhorrent. An independent East Pakistan will be as vulnerable to Hindu attack as West Pakistan and

neither may find it easy to survive. This is why cries of independence and absolute autonomy in East Pakistan raise fears and cannot be brushed aside as acts of misguided individual charlatans. Whether the pamphlets reflect the minds of their authors only or a larger number of people, one thing is very clear and that is that the people who write them want to destroy Pakistan. Demands by East Pakistanis of autonomy with powers to decide most matters at the provincial level, provincialization of Services and freedom to regulate industry and commerce are not new. Before each Provincial election, such demands were made vigorously and among programmes of each political party, these demands figured prominently. In fact, success depended upon the length to which a party offered to go. The concept of provincial autonomy was progressively enlarged but however tenuous the connection with the Centre as conceived by an individual or a party. East Pakistan was to continue to be an integral and vital part of Pakistan. For the first time now, since 1947 demands for an independent East Pakistan with no connexion with West Pakistan have begun to be made openly. There was a small group of East Pakistanis which favored an independent, undivided Bengal even in 1947. Mr. Suhrawardy was an ardent supporter of this idea and this ultimately led to his expulsion by the Quaid-i-Azam from the first Constituent Assembly of Pakistan. Pro-Pakistan opinion was so strong at that time that Mr. Suhrawardy had to take refuge in Calcutta. Mr. Fazlul Huq's loyalty to Pakistan, at that time, was also questionable (his close relations for long lived on both sides of the border) and. perhaps, left to himself, he would have voted for an independent undivided Bengal. Such persons were, however, few and far between and they did not dare make their views public. Today, posters advocating complete independence are being broadcast in large numbers with impunity and the reactions which they rouse are surprisingly mild. In West Pakistan, on the other hand, any talk of undoing Pakistan even today would arouse violent feelings and emotions. Is one right in guessing that in East Pakistan the thought of undoing Pakistan does not raise the same pitch of feelings which it did at one time? In face of this apathy, would not the cessationalists' forces become desperately confident and aggressive and decide to deliver a harder blow?

III-will growing in West Bengal against Delhi

The true implications of the posters should be assessed in relation to two important developments. Today both in East Pakistan and in West Bengal, a feeling is growing that the Central Governments in Rawalpindi and Delhi are unsympathetic, step-motherly and even hostile and that the hopes and aspirations of the people in the two Provinces are suffering as a result of that connexion. This feeling is fairly widespread and is much more pronounced in West Bengal, where there is greater ill-will against Mr. Nehru, the Congress high command and the Government of India. The mood of the people in West Bengal is .one of sullen resentment and despair with the Central Government. The disturbances in Assam caused a further invasion of Calcutta by destitute refugees and aggravated the uneasiness. The West Bengalees demonstrated their anger against the Central Government by refusing to take part in the independence celebrations in August last and they blamed Nehru and the Congress high command for not acting firmly against the Assamese who had wrought such havoc to their Bengali compatriots. West Bengal and particularly Culcutta is explosive. The administration is weak and ineffective and the Congress high command has even been flirting with the idea of making a Bengalee as the

President or Prime Minister of India and various other sops have been offered but the hostility and suspicion continue unabated. In East Pakistan, the abrogation of the Constitution eliminated the army of East Pakistani Ministers, M.Ps and with them the camp followers and persons who battened on their patronage and the powers of government shifted to Karachi. Martial Law became synonymous with the rule of the Punjabis and the Pathans sitting in Rawalpindi. Although corrupt practices were stopped, political tyranny ended and economic conditions improved, mischief makes and subversive groups, continued to encourage a belief that the East Pakistanis were cheated of their erstwhile position and powers. Thus on both sides of the border, the feeling that the people have been wronged has manifested itself and is being assiduously fostered by pressure groups. In Calcutta not only are the grievances and the complaints of West Bengalis propagated and aired but newspapers devote special space to the alleged grievances of East Pakistan. The Hindustan Standard, Calcutta, runs a special column under the caption 'Pakistan X-Rayed' in which the grievances of East Pakistanis are publicized.

Posters Advocating Reunion in West Bengal

The second development is that posters advocating a reunion of the two Bengals have begun to appear in West Bengal in increasing numbers. There is, of course one difference and that is that while posters in West Bengal generally envisage a United Bengal with large autonomous powers as a part of India, although the extremists have also been advocating an independent re-united Bengal though in much smaller numbers, in East Pakistan, on the other hand the main demand is that East Pakistan should become independent and separated. There are no suggestions except again in the minds of the extremist that an independent East Pakistan should combine with West Bengal. A significant development however, is that differences in approach on the two sides of the border, as reflected by the posters, seem to be progressively narrowing. In West Bengal the movement for re-union is being organized by Sanjib Chaudhury (father-in-law of the notorious Nepal-Nag-East Pakistan communist absconder) who is an advocate of the Supreme Court of India. He works on a platform which is known as the World Congress. The plan originally was to effect a re-union by peaceful means. Lately, however, even the World Congress has begun to advocate an aggressive line and recommends the use of violence. Marches to the borders of East Pakistan arc planned in order to rouse popular interest, and one such inarch to the border of Khulna district was made in November last.

Posters in East Pakistan not by Organized Party

The answer to the question whether the pamphleteering in East Pakistan is the result of inspiration from West Bengal or vice versa must remain a matter of guess work. The earlier posters which appeared in East Pakistan, in fact, seem to have little connation with each other and at least three of the most important ones appear to have been conceived and written purely as a result of local inspiration. One of the persons who is responsible for the pamphlets issued under the name of the East Pakistan Liberation Party was arrested and interrogated. Although he made a trip to Calcutta and met some persons there, his story is that the posters were prepared at the instance of an ex-minister of the

Awami League, a professor and other local persons. The letter making a plea for an independent East Pakistan with its own army, air force and navy, in which the persons who were to occupy the top posts were listed and whose copies were sent to USA. UK and USSR officials, appears to be the handi-work of a disgruntled East Pakistani airman posted at Peshawar. The third lot of posters put up recently outside the Secretariat at Dacca, in which a D-Day was named and a general uprising against the regime advocated, appear to have been written by some Secretariat employee. It is, therefore, probable that while in West Bengal the activity is centralized and organized, in East Pakistan it, at any rate now, is the work of individuals, who have, probably, no contact with each other. As the appearance of the posters has become more widely known, it is not unlikely that in future there will be a tendency on the part of different groups concerned to make contact with each other and to put the activity on a more systematic basis. In fact, it is not unlikely that the groups working on the two sides of the border may before long join hands and draw up a common plan of action. As there are indigenous elements ready to take the queue and as the police have, unfortunately, not been able to establish even in a single case the clear responsibility of any group or individual we must be ready for further intensification of the activity. With feelings of despondency and despair being spread mischievously on both sides of the border, a sense of community in adversity may be created.

Posters Directed Against Vulnerable Groups

The posters which contain slogans and catch-words must poison the public mind and arouse latent feelings of hatred and suspicion. They are aimed at vulnerable groups. The East Pakistan Liberation Party had a striking design of the posters with a red star and addressed the posters to secretaries and members of the Bar Associations, journalists and students in several districts. Their contents ponder to and excite feelings of regional chauvinism. For the common ills a scapegoat is offered. Such posters must, therefore, do a great detail of damage and unless checked, may affect the thinking of a large number of simple and well meaning people. Big movements have small beginnings and unless forces which can counter and neutralize their evil efforts can be generated, the atmosphere will continue to be vitiated and the public mind poisoned against West Pakistan.

The Role of India

There are reasons to believe that while India blesses this activity and would like East Pakistan to secede from Pakistan, it has not done anything concrete lately at the higher official level. India did, at one stage, support and encourages Bhashani, Mujibur Rahman and several others. At the movement, India has numerous troubles of her own and she is fighting a losing battle against the forces of regionalism. Her authority in Bengal is weak, and while she must be tempted to create trouble, she knows that such tactics will ultimately recoil on her and her own headaches will increase. A united Bengal with its enormous resources of foreign exchange and a rich and fertile soil may opt out of the Indian Federation or make demands which may prove too costly. The presence of communists subscribing to the Chinese line in West Bengal, Assam and Tripura and the

physical contiguity of this area to Tibet holds the Indians back, at any rate for the time being. At the lower Government levels, however, the operation may already have been mounted. The discovery of information that in the office of the Indian High Commission at Karachi, a large pile of pamphlets on the subject of differences between East and West Pakistan were seen recently is evidence of this belief. The Indian intelligence and the staff of the Indian High Commission in Karachi and at Dacca do not have clean hands. In the higher levels, the Indians may even be thinking that even without their active participation things are moving satisfactorily and that for the time being there is no need for them to step in openly.

Factors which will provide Resistance

Let us now turn to the forces in East Pakistan which will provide the natural buffer to the separations and other subversive trends. These forces may be described as the administration, the intellectuals, the middle class and the groups which are conservative, most of whom were wedded to the ideology of Pakistan. Economic improvement is an over-rated factor and even if it is achieved to any substantial extent, it cannot hold back a demand for a change. Revolutions or changes do not "occur in societies economically backward, of in societies undergoing widespread economic misery or depression", but on the country, they take place "in societies which are economically progressive". In fact, it is a safe generalization to make that the more prosperous the peasantry, the more discontented it becomes. Violent changes in a political order or system are brought about by other factors.

Revival of ideas which led to Pakistan Demand

The demand for a separate homeland for the Muslims of India was pressed by the last generation which had suffered first-hand from Hindu chicanery, pettiness and tyranny. That generation of men and women remembers the tricks which the Hindus used to practice vividly and knows what a calamity it will be if the Muslims are again exposed to the tender mercies of the Hindus. The younger generation which grew up since the partition is oblivious of these honors and is more magnanimous towards Hindus and is sympathetic to a move for a rapprochement between Muslims and Hindus. The majority of the older generation will stand by Pakistan at all cost. This generation, however, partly through inertia of age and partly through apathy is not so assertive so as to make its voice heard. The Muslim League which gave shape to the demand for Pakistan and brought the Muslim on a common platform is, unfortunately dead, its leaders having taken to bad ways. In East Pakistan the Muslim League, which stood for a united and closely-knit Pakistan, was killed much earlier and its place taken by parties consisting of slogan raising jingoes and Chauvin's and emotion curdles. If resistance is to be put up against the advocates of independent East Pakistan, the ideals and beliefs which the older generation stood for, must be re-generated.

The Ruling Class

"A mixture of military virtues, of respect for established ways of thinking and behavior and of willingness to compromise and, if necessary, to innovate is, probably,

an adequate rough approximation of the qualities of a successful ruling class-qualities clearly possessed by the Romans of Punio war time and the English in the nineteenth and early twentieth century's." Rebellious radical Is who lack faith in themselves and their positions or who hold that they have power unjustly or who begin to feign refinement and the cultural graces, are markedly unsuited to perform the functions of a ruling class. I naturally refrain from offering comments but leave it to the reader to decide the extent to which these conditions are fulfilled. In East Pakistan, political activity is bound to spun out after the lifting of the Martial law, and the capability of the Administration will come in for a severe trial. An examination of the capabilities and behavior of officers in key positions should be made and reshuffling done, if necessary. There are reports of subversive trends on the part of a few officers and suitable action should be taken against them.

Desertion of Intellectuals

In a society which is ready for big changes, the intellectuals begin to desert. There is no evidence that there is so in East Pakistan, at any rate, to any large extent. The Universities, have ever since 1947 exercised a powerful influence upon successive regimes. The Muslim League used the students to support the Pakistan demand and later the students became so powerful that they used the Governments which became pawns in their hands. There is a small group of intellectuals in the Dacca University with a strong parochial and regional bias. The record of preventive action against professors and teachers at Dacca and outside is far from glorious and there is no doubt that student thinking has been adversely influenced by this group. While some intellectuals have deserted, the majority is still with the Government. The effort should, therefore, be aimed at cultivating the sympathetic intellectuals and in converting those who are hostile. The Bureau of National Reconstruction has done considerable work in this behalf. The re- generation of the older group will, as mentioned in earlier paragraphs, make the intellectuals in this class more assertive.

Middle Class

A strong middle class in a society is a guarantee of its stability. In the past, unfortunately, owing to power and wealth having remained concentrated for generations in the hands of the Hindus, a powerful middle class consisting of the Muslims was non- existent. New economic and service opportunities have opened up and a middle class is fast in the process of formation. It is, however, not conservative as in West Pakistan. The next generation of the middle class will tend to be conservative and will, therefore, exert its influence against rash and ill-advised attempts to bring about violent and ill-conceived changes. The middle class which is now in the course of formation must be helped at all costs and strengthened. The emphasis on mass welfare should, if necessary, be reduced to develop this class. In West Pakistan, the much maligned feudal society of the middle class, which economic conditions are tending to break up, were responsible for stability.

More Vitality on the part of Police Needed

The authorities, I am sorry to say, have been somewhat apathetic toward the poster campaign. Every effort should be made to trace the writers and the organizations, if any,

which are at the back of it. If staff and other resources are lacking, a special staff of selected hands should be appointed. The failure to discover and bring to book the offenders is an invitation to them and to others to continue with their activities. The intelligence authorities should find out to what extent the activity is individual, group-inspired or directed from outside. The role of the communists and the extent of support and the strategy of the Indians must also be discovered. What will also need watching is the possibility of disgruntled elements who feel that they are being wronged and that their salvation lies in forgoing a common front with similar elements on the other side of the border. The people must be convinced that their future and well-being is linked with Pakistan and finally, the fears and apprehensions of East Pakistanis must not be dismissed as imaginary and psychological. The geography of Pakistan and the fact that the seal of the Central Government, the headquarters of the army, navy and air force are all in West Pakistan, the shortage of East Pakistanis in the higher ranks of the services although (they cannot blame West Pakistan for it), the distrust which they have for the Presidential form of Government under which power will tend to become concentrated in the Central Government in West Pakistan, are factors which tend to accentuate differences and make the East Pakistanis suspicious. I have no doubt that if the seat of the Government was shifted from Rawalpindi to Dacca or Chittagong, the equanimity of West Pakistanis would not be the same. It must not also be forgotten that in India regional chauvinism is playing havoc with the unity and the solidarity of the country. Provincialism also exists in West Pakistan and seems to have become the order of the day in the Indo-Pakistan Sub- continent. One of the ways of which Indians propose to solve it is that in future the police and the High Courts shall have not more than two-thirds of its personnel from the Province, the rest being imported from outside. Why can't some similar arrangement be made in Pakistan? The rail link will help to break the isolation of Eat Pakistan and then Dacca will be nearer to Lahore than Amritsar is from Madras.

In conclusion, I repeat that the appearance of the posters is ominous and reflects the state of mind of the extremists in East Pakistan whose faith in Pakistan appeal's to have been shaked. The developments in West Bengal which cause the people in that Province to feel nostalgic and bitter against the Government of India do not augur well as attempts may be made .to forge a common front. There is a feeling that when the Martial Law is lifted, the floodgates of anger and hostility will break out. West Pakistan business executives working in East Pakistan have expressed some nervousness. Their fears may be exaggerated but the fact remains that the poster campaign will certainly unnerve the West Pakistanis now in East Pakistan.

Sd/ M. ANWER ALI
Secretary.

SECRET

PART I

SUB ***: Pestering and leafleteering campaign in East Pakistan.***

In East Pakistan, one of the means adopted to ventilate individual and group opinion is through posters and leaflets, which are generally anonymous. This is almost a traditional feature in this province. In 1957 alone about 600 posters and leaflets were issued. This sort of activity was generally indulged in by individual members or workers of NAP and other political parties opposed to Awami League, the party-in-power. A significant feature in these was that the slogans contained were against the country's foreign policy, military pacts, demands for regional autonomy, lower prices of the essential commodities, etc. None of the leaflets and posters ever suggested independent East Pakistan or unification with West Bengal though during the Parliamentary regime the people had greater latitude to express their opinion. This indicates that none of the political parties and their supporters ever desired to undo or undermine Pakistan.

2. Since Martial Law, about 44 leaflets and posters have come to notice. Of these, 33 are internal and 11 external. The 11 leaflets received from outside were sent by post from Calcutta by Sanjib Chaudhuri, General Secretary, World Congress for World Federation. All the leaflets centered round the theme of re-unification of Pakistan and India. The World Congress is an old organization and protest at Government level against its activities was lodged in 1957. This movement may be traced back to the immediate post- independence period (1947-48) when an organization styled as The Council for the Protection of the Rights of Minorities was sponsored by Mr. J.P. Mitra, Bar-at-Law. Of Calcutta with the identical object of the re-unification of Pakistan and India. Influence of the World Congress for World Federation party in East Pakistan is nil. Some people to whom the leaflets were addressed from Calcutta, themselves made over the papers to the local security authority.

3. Of the 33 internal leaflets and posters, 3 were issued by the East Bengal Liberation Party (E.B.L.P.), 12 by Jana Sangha and the rest came from miscellaneous sources. The E.B.L.P. held that the people of East Pakistan was a separate nation and aimed at complete secession of this province. The party could not achieve the status of any organization and only 5 or 6 persons were behind it. As in the case of World Congress for World Federation, the recipients of this party's papers also made over their finds to the local authorities for necessary action against the sponsors. The party was not also backed by the subversive groups like the Communist Parties of Pakistan and India on the grounds that the move would create a rift among the working class which includes people from both wings. Thus the E.B.L.P. could make no impression either upon the public or upon the subversive political parties.

The organizers of E.B.L.P. were traced out within a short-time, two of them made security prisoners and other action taken with the result that since July, 1960 there has been no activity of this party.

4. The Jana Shangha has put forward 16-point demands which include Parliamentary form of Federal Government with autonomous provinces, parity in all matters, release of security prisoners, etc. The Sangha threatens that if their demands are not conceded within six months from 1-9-1960. it would resort to armed revolution from 14-4-1961 for the liberation of East Pakistan from West Pakistan. All the leaflets issued by the Sangha were manuscript and written in the same hand indicating that possibly a few individuals only are associated with this move. The activities of the party have so far remained confined to the clandestine posting of letters to a few people. There has been no reaction amongst the public who do not know about the move. Some who got the letters, made them over voluntarily to the authorities. The Sangha is about six months old and some clues have already been obtained which are being cautiously worked out.

5. Two cases of miscellaneous posters and leaflets, one in Comilla and the other in Noakhali districts, were the outcome of personal enmity. The writers of leaflets, in order to get their enemies involved in a case under the Martial Law Regulation engineered this device and they are being legally prosecuted for this malicious activity. Another pestering was suspected to have been resorted to by some disgruntled Class IV Government Employees who want interim relief, increment of pay. etc. It may be mentioned here that the last interim relief given only to Class IV Government employees of West Pakistan created some resentment and frustration among the same class of employees in this wing.

The language of the posters was not refined indicating that it was not engineered by any educated person. Vigorous enquiries are being made to locate the author..

6. Most of the posters and leaflets originated in Dacca City. In Bogra town, four posters were detected. These were suspected to have been written by a few students against the implementation of the Education Commission's recommendations. Two cases of pestering in which some persons belonging to the defunct NAP were involved have been detected. In one of them which took place at Bhola (district Barisal). the culprits were detected and the case against them is subjudice. The other was at Sylhet and is under investigation.

7. It is found that all cases of postering since Martial Law were the aberrations of individuals and no well organized group worked behind them. To cite a concrete example, that of Hayat Khan of Dacca may be mentioned here. In March, 1960 he alone wrote out some posters and pasted a few of them in Dacca town just at the lime when people were busy in celebrating the Eid-ul-Fitr. He was arrested red-handed. The case has ended in his conviction.

8. Fostering or leafleteering do not pose a serious threat to the security of the State as they did not emanate from any organized body. At best they may be called small pin- pricks coming from some self-seeking and disgruntled elements who hardly represent anyone but themselves. The security forces in the province have not allowed grass to grow under their feet. The leaflets and posters sent through post are quickly intercepted and those pasted at public places are promptly removed and enquiries started to locate the authors. They do not therefore have any chance to influence the mind of the public at large.

SECRET

PART II

From the above factual analysis it will be clear that the Posters do not represent the mind of even a small section of the people of East Pakistan. Some of these represent the continued efforts of extremist Hindus of West Bengal who still find it difficult to reconcile themselves to Pakistan but who have failed over the past decade to build up any support in East Pakistan. The others were the work of individuals who do not represent anyone except themselves. These therefore are neither "ominous" nor "full of forebodings". On the basis of such manifestations as these posters dark prophesies were made of impending trouble in East Pakistan which, even with the lapse of several months and with no repressive measures of any kind to forestall the prophesied doom, have shown no signs of proving true. It is the duty of any administration worthy of its name to keep itself posted with everything that goes around and ensure the safety and integrity of the State. In order to discharge this onerous responsibility it must, however, maintain a breadth of vision, ability to shift the chaff from the grain, possess equanimity which is not complaisancy, so that it does not create problems for itself by being jittered by small and insignificant things that inevitably happen in any State anywhere. Nothing would please the enemies of the present Regime more than to see it get bogged down with petty matters and in panic take false steps which will create genuine irritation to the people so that such irritation could be exploited for their own ends.

As the paper circulated by the Ministry of the Interior have taken an unrealistic view of the significance of these posters, which does not stand the test of objective scrutiny, the opinion expressed and recommendations made in the paper suffer from the fact of having been made on fundamentally wrong premises. The major issues raised in this paper may be enumerated as follows:

(a) Reaction to the advocacy for secession of East Pakistan from Pakistan in the posters has been "surprisingly mild" by which it is implied that the idea is generally acceptable to the people of East Pakistan.

(b)East Pakistanis are dissatisfied with the Central Government and the present regime, West Bengal Hindus are dissatisfied with Delhi, therefore, the two will gradually come together and form an united Bengal whether in or outside the Indian Republic.

(c)When Martial Law is lifted the "flood gates of anger and hostility" will break out.

(d)Loyalty of officers in key positions in East Pakistan should be examined and actions taken.

(e)Emphasis on mass welfare should, if necessary, be reduced to develop the new middle class in both East and West Pakistan.

3. Before considering these issues it may be useful to state some of the fundamentals in the attitude of East Pakistanis and a brief background of their history. Situation in East Pakistan cannot be correctly understood without this background.

(a) East Pakistanis have suffered the most at the hands of the British and the Hindus hut they did not submit to any of them since the battle of Plessey. They were crushed economically but spiritually never. Their devotion to Islam is intense. It is this devotion which made them walk all the way in the early part of the last century to the present northern areas of Pakistan to fight against the Sikhs and later against British to save the honor of fellow Muslims and their religion.

(b) Their opposition to the British and the Hindus were so intense that by refusing to learn the language of the "Kafir" they later found themselves in a very disadvantageous position they never allowed themselves to be identified with a Hindu even in such small matters as that of dress though they spoke the same language but as far as possible they had a distinct vocabulary.

(c) East Pakistanis never once faltered ever since the demand for Pakistan was voiced. So much so that when Mr. Fazlul Huq, who was the political idol of the Muslims of Bengal, left the Muslim language he was despised and ignored by them. Mr. Suhrawardy was the popular chief Minister of Bengal at the time of independence and to him must go the credit of saving Muslim lives in August 1946 riots in Calcutta. Yet when he championed a sovereign Bengal outside Pakistan the people of East Pakistan behaved as if he did not exist. (Both these political leaders were rehabilitated with the people of East Pakistan only when the politicians made a complete mess and sense of values had definitely changed for mere expediency and opponents of Pakistan in other parts of the country were also accepted in the Political life of the country).

4. With this background East Pakistanis will never contemplated joining hands with Hindus against Pakistan. They have demonstrated this when there was need to do so. Maulana Bhashani was the most popular leader in 1954 and his mass meetings were attended by thousands. This was a time when feelings against West Pakistan were at its height. Yet, when at the Kagmari conference the Maulana said that if justice was not done to East Pakistan, East Pakistan may have to say goodbye to Pakistan, the Maulana lost his mass-popularity. Could there have been greater and more convincing demons- traction of the passion that East Pakistanis have for Pakistan?

5. One of the bitterest grievances in East Pakistan is that some of the influential people in West Pakistan suspect the loyalty of East Pakistanis to Pakistan and propagate that suspicion with impunity. They cannot understand it. The only explanation they can think of is that these persons want to prevent the economic development of East Pakistan and deprive them of opportunities to share in the running of the country. They sometimes wonder whether the enemies of Pakistan are not working on two fronts to destroy Pakis- tan by trying to create an unbridgeable gulf between the two wings. In the Eastern wing they exploit the grievances of East Pakistanis and propagate cultural unity with West Bengal. In the Western Wing they create the impression that East Pakistan will one day go out of Pakistan so they should not bother to build up too close economic and other ties with East Pakistan.

6. The point has been made that the reactions to the seditious posters have been "surprisingly mild". As a matter of fact that there was no reaction. It would be surprising

if there was any. These posters were generally picked up before anyone saw them. Reactions happen in such matters only when the people feel that what is propagated is intended to be executed. This was so in the case of Maulana Bhasani's speech at Kagmari. If anything Hast Pakistanis are intelligent-they know what these posters represent and would have ignored them though they would have felt burnt and unhappy. If there is a rape they feel shocked but they do not publicly demonstrate their sense of shock they expect the culprit to be dealt with according to law.

7. From what has been slated in the preceding paragraphs it can be confidently asserted that East Pakistanis will never join the West Bengal Hindus unless they are remorselessly pushed by forces beyond their control to do so. East Pakistani altitude is governed both by emotional and material reasons. They arc clever enough to fully understand that they have really large slakes in Pakistan and that they can never have the position they have in Pakistan, in spite of all their grievances, outside Pakistan. Their grievances, however, are far less acute today than in the past years. They have no grievance against the regime or its leaders they know that they are trying Their best to do justice to East Pakistan. The grievance they have today is against the Central Government machinery as distinct from the regime. They complain of lack of participation in the running of the Central Government machinery. They do not expect that overnight a large number of East Pakistanis will fill the central secretariat and attached departments. They do, however, feel that very little is being done to take in a steadily larger number of people from this wing into the Central Government services so that in as short a time as possible East Pakistan has adequate representation in the Central services.

8. It is slated in the paper that once Martial Law is lifted "anger and hostility" will break out. The question is whose anger and hostility and will it be confined to East Pakistan only? The politicians and their henchmen, the black marketers, the anti-social elements in both the wings and the feudal class in West Pakistan have all suffered under the present regime. They are certainly quiet today because of Martial Law. They will not be quiet when the Martial Law is lifted and they will certainly try and create confusion, most of the newspapers are directly or indirectly controlled by this group of people. The "anger and hostility" that is likely confined to East Pakistan. It is a national problem and ways and means to provide a cushion against it will have to be carefully thought out. This should be a matter of urgent priority.

9. A screening of officers in key position in East Pakistan has been suggested. A comprehensive screening was done and all undesirables have been eliminated. No grounds have been furnished which would justify such a measure again. As with the people in general in East Pakistan the officers in East Pakistan get infuriated when their loyalty to Pakistan is suspected unfortunately they know that this is so in certain quarters of the Central Government. As they value their jobs the only way they can react is to recoil into them, thread the path of least resistance, be afraid of taking any initiative. A Government servant is of little use unless he has confidence acts fearlessly and expresses himself in his official work without restraint. The tremendous national mischief that has resulted from such unthinking suspicion of a fellow countrymen's

loyalty to his country is incalculable. The sooner this is emphatically and effectively stopped the better it will be for to the solidarity and progress of the country.

10. The last point relates to the suggestion that the new middle class should be looked after adequately even by sacrificing mass welfare if necessary. It is of very great importance that the middle-class should be looked after. On account of high prices low income and lack of adequate employment for the educated this class has been hard-hit, particularly the lower income group with fixed income. Enough attention has not been paid to their welfare but to suggest that this should be done even at the cost of the masses is dangerous. Such an approach will lead to the triumph of communism and not of Islamic ideals to which we profess loyalty. In any case it would be hypocritical for any government to rule in the name of the people, to profess democratic and Islamic values and neglect the poor masses just because they cannot create mischief.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রথম অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিবেদন	সরকারী	১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

REPORT ON ELECTION TO BASIC DEMOCRACIES

Election to the Union Councils, Committees Town Committees, the base of the 4-tier basic democracies commenced under Chapter IV of the Basic Democracies Order, 1959 as pledged by the President and the Government on December 26, 1959. While the elections finished earlier in most wards the notification of completion of the first general election was issued on February 1.

Election Rules:

Rules were framed by the Provincial Government for conducting and election in which unprecedented keenness and expectation from the public was anticipated The administration provided through these rules for delimitation of constituencies at the rate of one elected member per 1,050 persons so that the size and the nature of Union Councils and Union and Town Committees remain suitable for efficient administration.

Following were the principal features of the election procedures as shaped by these rules:

(1) electoral rolls prepared under the Election Rolls Act, 1957 was the authorized voters list,

(2) secrecy of ballot was ensured,

(3) single-member wards were constituted wherever administratively possible,

(4) men and women were to cast votes separately,

(5) ballot box were supplied by candidates.

(6) votes were counted daily immediately at the end of the poll and result announced them and there,

(7) Election Rules also provided for Rules for election of chairman within 30 days of the notification of names of elected and appointed members.

(8) Commissioners and Collectors were invested with powers to dispose of election petitions. This was in consonance with past practice under the Bengal Village Self-Government Act, 1919.

Declaration of Unions and Towns:

The rural areas of the province were divided into 4,056 Unions. 28 of the 56 Municipalities were declared as Towns and remaining 28 Municipalities were divided

into 183 Urban Unions. Transforming the number and boundaries of Unions so as to form a local council per every 10,500 persons, specially in a short period and in a manner that the area may be feasible unit, strained administrative resourcefulness of local officers to the fullest extent. Care was, province was 40,000. This included the mouzas which came to Pakistan on 15th January 1959 as a result of implementation of Bagge Award in disputes I and II and it also included in theory areas within Pakistani enclaves in India, though for reasons of administrative difficulty people of such enclaves could not participate in voting, as no electoral rolls for them were prepared in 1957, nor could be prepared in 1959. Generally this was achieved by-

(a) fixation of number of Union in a subdivision by dividing its population by 10,500,

(b)bringing the population of as many unions as possible to 10,500,

(c)disturbing the boundaries of as few unions as possible.

The resultant increase or decrease was, therefore, achieved, by joining small unions, dividing big unions and rearranging others so as to ensure continuity, compactness and administrative feasibility.

Originally there were 3,583 Unions under the Bengal Village Self-Government and a few Panchayati Unions in 15 districts other than Sylhet and Chittagong Hill Tracts, about 1,000 chowkidari circles in Sylhet district and 56 Municipalities in the province. The area of the new units was, therefore, small enough for all candidates to be personally known to each voter. This intimacy was one of the reasons for a record vote.

The delimitation of Unions and Town and Union Committees, as well as the division of the electoral rolls, were effected with commendable speed and finalized before the end of the month of November. Figures of wards are as follows:

Single-member wards	16,689
Two-member wards	5,765
Three-member wards	3,049
Multi-member wards (More than three members)	509

Special mention may be made here of two districts namely. Sylhet and Chittagong Hill Tracts where union boards did not exist. In Sylhet district which had no union hoards unlike other districts of this province, 2,860 elective seats were allotted to rural unions on the same basis of one seat per 1,050 populations. The tea gardens were also included in these set up. In actually delimiting the union boundaries, the existing chowkidari circles were grouped conveniently to conform to the above standard, as far as possible.

In Chittagong Hill Tracts also which is the only district with the majority of the non- Muslim population (Tribal and Buddhist) the seats were allotted on the same basis and a total number of 270 seats were allotted to this district. The entire district with a population of nearly 3 lakhs was divided into 31 unions spread over three subdivisions each of which was declared a thana for the purpose of Basic Democracy.

It was desired of the Government to have single-member wards but the authorized electoral list was prepared for national elections and was not readily adaptable for these primary elections, specially in the short time at our disposal. There was thus in many cases no alternative but to have multiple-member wards.

A schedule giving the unions and wards is attached.

Nomination papers and their scrutiny:

Following figures give the salient features:

(a)No. of nomination papers originally field 87,190

(b)No. of nomination papers withdraw 6,040

(c)No. of nomination papers rejected 2,274

Instructions were issued to Returning Officer not to reject nomination papers on flimsy ground. The grounds of rejection were:

(a) the candidate having any of the disqualifications mentioned in Pan II of the Second Schedule of the Basic Democracies Order.

(b) Nomination papers were not signed by candidate, proposer or seconder.

(c) Signature of candidate proposer or seconder challenged and could not be proved to be genuine.

(d) the age of the candidate was below 25 years.

(e) Names of the candidates not found in the Electoral Roll of the Union.

(0 Declaration on the nomination paper not signed by the candidate.

(g) Candidates were teachers of educational institutions.

The Total number of candidates elected without contest, was 7,083.

In 14 constituencies, no nomination papers were filed ten of which were in Bogra district, three in Rajshahi and one in Khulna.

Publicity Campaign:

Basic Democracies was a radical departure from the old institutions and that too in a fundamental sphere. A massive publicity campaign had to be mounted to satisfy the public need for information. In this province special effort had to be made to ensure that public did not assume the basic democracies to be union and district boards in a new form.

Publicity campaign on Basic Democracies was touched off by the Radio Broadcast of the President from Dacca Radio Station on 2nd September. A number of articles on Basic Democracies were issued to the press by the Reconstruction Bureau which were published both in English and Bengali in all the daily newspapers.

In November 1965, 50,000 posters in Bengali and Urdu on Basic Democracies were issued and distributed through the province. Four special pamphlets containing songs on Basic Democracies were widely distributed. They were written and composed by eminent Bengali writers.

Nine other pamphlets containing talking points on Basic Democracies prepared by eminent writers on political science were written and widely distributed.

Forty-three Radio sets were sent to publicity units in districts to step up publicity campaign on Basic Democracies.

Articles on Basic Democracies were frequently published by newspapers. Besides, hundreds of photographs, news reports describing the public lectures and publicity campaign about Basic Democracies undertaken by Government officials in districts were issued.

In December, 1959, district mobile units of Rangpur, Rajshahi, Bogra, Jessore. Mymensingh, Bakarganj, Kushtia, Chittagong Hill Tracts and Noakhali were supplied with 16 m.m. projection outfit for screening Basic Democracies films. Other districts were equipped with 35 m.m. projectors.

Two Bengali plays, namely, 'Gramer Maya' and 'Shanko' were written and staged in Dacca and Chittagong.

Two booklets containing Basic Democracies Order and Election Rules in Bengali were issued. A poster containing instructions to candidates for Basic Democracies was issued.

Publicity materials issued by Provincial and Central Governments were issued and distributed-number 12, 08,337. Besides majority of the press releases out of 202, related to Basic Democracies campaign.

A number of popular songs were composed on the theme of Basic Democracies and well-known artistes were employed to compose the tune and teach singers who later on toured the districts.

The Reconstruction groups played a dynamic role in organizing and implementing the publicity campaign.

Administrative arrangements:

The circle, generally consisting of two or three thanas, was the unit for conducting the elections. The Circle Officers were gazette. Returning Officer excepting in Sylhet and Chittagong Hill Tracts where none existed and magistrates were appointed. In Dacca and Chittagong magistrates were also appointed.

In many places Sub-Registrars, Food Inspectors. Sub-divisional Inspectors of Schools, Inspectors of Co-operative Societies, and Relief Officers were appointed Assistant Returning Officers.

Non-gazette Government officers, e.g.. Circle Inspectors of State Acquisition, Sub- Inspectors of Schools, Assistant Inspectors of Co-operative Societies, Assistant Adjutant of Ansars, etc., were appointed as Presiding Officers. Tehsilders and Assistant Tehsildars of State Acquisition, Primary School Teachers, Union Agricultural Assistants and in some cases clerks of Collect orate and Sub-divisional Officers were appointed Assistant Presiding Officers and Polling Officers.

Law and order was maintained by two police constables and 3 Ansars posted at each polling station. Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors toured through the union to supervise the former officials.

Administrative arrangements at the polling stating were made through the officers-in- charge of the different Union Boards, mostly Union Agricultural Assistant and Tehsildars. Additional clerical staffs were deputed to the Sub divisional Officers and Second Officers from the district headquarters for the additional work involved. Process Servers and in some cases temporary persons were appointed for serving notices, etc. The rural populace was also utilized for the same purpose.

Every ward was provided with one polling station and separate arrangements were made for female voters. In the urban areas female presiding and polling officers were provided but in the rural areas this specifically could not be given.

The elections for their magnitude and speed were unprecedented. Simultaneous elections were held in over 15,000 polling stations to elect 40,000 members. The following statistics will show the magnitude of the task:

(a)Total No. of polling stating in the province	....	15,821
(b)Total No. of polling booths	....	28,909
(c)Total No. of Returning and Asstt. Returning Officers about		400
(d)Total No. of Presiding Officers	....	16,000
(e)Total No. of Asstt. Presiding Officers and Polling Officers	...	50,000
(f)Total No. of police constables, chowkidars and Ansars employed.		80,000

Every Returning Officer was to return about 300 members of 25-30 Unions and this work was discharged by them without any relief or additional hands.

As no relief was provided officials had to work round the clock causing great strain on them and hampering other but in many cases important work.

Considerable difficulty was experienced with regard to electoral rolls also. These rolls which were prepared for elections to National Parliaments were not up to date and contained large number of mistakes mostly relating to entries of names and age of voters. Adoption of these rolls, prepared alphabetically for every village, mouza or street, for election to Basic Democracies led to stupendous difficulties in a number of places where

the village or mouza population was above manageable size. Splitting up of these rolls into convenient size was not always possible, particularly in view of the short time at our disposal; this task also involved much cost and labor. Thus in spite of Government's desire to have single-member wards, in many places wards had to be created with two, three or even more members; in some cases the number of members in a ward was as high as 16 even.

In some reverie areas some village or parts of village were diluviated and new areas were formed after the Census of 1951 and in some cases seats had to be allotted towards on the basis of figures in the electoral roll but neither the census figures nor the voter's list did reflect the actual position.

Some instructions, particularly about disqualification of candidates were received rather late. This also caused some administrative difficulty. As the list of persons who incurred disqualification under the EBDO was not a available in time, a number of nomination papers had to be rejected at a very late stage.

The requirement of production of ballot box by the candidates at least one hour before the polling created some difficulty to illiterate candidates in some places.

Political effect of Basic Democracies Order and the first election under it :

Initially the Communists and many of the prominent leaders of the defunct NAP and Awami League wanted to boycott the election. They carried on a whispering campaign alleging that the Basic Democracies were merely a camouflage to support the present regime and that the powers vested in it are illusory. Nominations and power of control by the Government were specifically criticized.

In the beginning there was ignorance of the concept and there was general apathy. The absence of political parties and the late finalization of union and ward boundaries reduced the number of those who usually are interested in spotlighting the political and administrative problems at the time of election. A massive publicity campaign was mounted and exceptionally keen election ensured. The interest of the people in the new institutions slightly in the beginning gained in momentum rapidly. When the detractors and the critics of the New System saw this swing in public opinion they also changed their tactics and decided to sponsor candidates or lend support to those who in their opinion could be amenable to their influence or brain washing at a later stage. The prevarication in their attitude, however, placed them in a disadvantageous position because they had little time left to organize them and to mobilize it. 216 persons with know leftist leadings have been elected. This very small number and this failure is due to the leftist parties having divided mind and lack of opportunity of open propaganda.

The extensive participation of the people in the elections and resultant heavy polling was due, among others, to the following reasons:

(a) Smaller constituencies and proximity of polling centers.

(b) Wider powers of the new Union Councils and the consequent desire of a larger number of people to share the power and fruits thereof.

(c) These institutions being the only elective bodies for the present the normal democratic urge of the people was intensified.

(d) Social or family rivalries played a great part in making the contest keen.

(e) That section of the population which used to remain passive and neutral for fear of political reprisals or victimization could also exercise the right of franchise under the present tranquil atmosphere.

(e) The Female voters went to the polls in larger number because of the proximity to polling centers and the elimination of women-teasers.

Role of various groups of in the election:

Minorities.- The Hindu Mahasavha fought the elections in an organized manner and put up their candidates in Hindu majority areas and also in places where Hindu had a balancing vote. The Congress perhaps did not put up candidates as a party but they either lent support to other Hindu candidates or engineered election alignments on the quiet with defunct NAP and other miscellaneous disgruntled elements. In comparison with the past Union Board elections the number of Hindu candidates elected uncontested is larger as also the number of candidates elected after contest. This was due to two main reasons:

(a)in multi-member wards they only put one candidate and they all voted for him. Generally, there was no contest among Hindu candidates and they maintained solidarity of their votes against rival Muslim candidates.

(b)In areas where they had a balancing vote they lent support to candidates other than those who belong to rightist groups. (This has all along been the attitude of the Hindus in the province. They support among Muslims the leftist and the disgruntled elements).

Communist. -- The Communists did not put up marked party members as candidates. In some cases they put up unmarked and unknown party supporters but in most cases they lent support to such candidates who had no affiliations in the past with any rightist group. Such candidates have also the support of Hindus, although for different reasons.

NAP. — The NAP ultimately decided to contest the elections and they join hands both with the Communists and the Hindus as it suited them. They were not however able to put up their own candidates in substantial numbers, but like the communists they lent support to those who from their point of view were less unacceptable to them.

The likely intention of both the communists and the NAP in trying to find a foothold in the Union Council is to have a group of people whom they could utilize in creating disaffection against Government when the Councils start functioning. The line they would probably take will be to pinpoint the inadequacy of funds at the disposal of the Councils and the absence of any real powers in them. They will try to shift the scene of

acrimonious criticism against non-availability of fund for development of the province from the defunct legislature to the Union Councils.

Awami League.— The defunct Awami League has not been able to play any effective role during the elections. They have already been discredited and therefore could not influence the elections to any extent. The leftist group in the Awami League aligned itself with the NAP or the Communist. Some of the prominent supporters of the Awami League, however, contested the elections.

K.S.P. —The K.S.P. was always a loose and shifting party. After the dissolution of political parties it just melted away. As most of the members of the defunct K.S.P. belonged originally to the Muslim League they probably mentally re-identified themselves with the party and supported League-minded candidates during the elections.

Muslim League.— The defunct Muslim League generally supported the concept of Basic Democracies. As they had no well-knit party organization even before the dissolution of political parties they have not been able to exercise much influence during the elections. One the other hand, however, as most of the people in the rural areas until a few years ago subscribed to the ideology of the Muslim League the majority of persons elected are more or less Muslim League-minded.

Nizam-e-Islam. — The ex-Nizam-e-Islam Party also generally supported the concept of Basic Democracies but were not able to get many candidates elected to the Councils.

Types of persons elected:

About 40 per cent of the members elected are of the type that used to be elected in the old Union Boards. Others are of a better type and more educated. Less than 3 per cent of the elected representatives are illiterate. Among the rest, majority arc under-Matriculate and some with higher educational qualifications.

The largest group consists of Agriculturists. The number of people from small business and trade is the highest after the Agriculturists. In the past a much smaller percentage of elected members belonged to this category.

A small number of lawyers and professional men have also been elected particularly in the urban areas.

On the whole, the persons elected in the Union Councils are of a better type than those who used to be elected in the Union Boards. A few persons who have been elected in the Union Councils in Dacca are of high stature and status, viz., one retired Inspector- General of Police, one retired Principal of the Medical College and one retired Judge.

In the Union Committees however the type of persons, with few exceptions is inferior to those who used to be elected in the Municipalities, The reason for this is that the functions and powers of the Union Committees are practically nil, and if any, too vague and nebulous. The only attraction for the Union Committees was that one of the members of the Committees will be elected as Chairman who will be an ex officio

member of the Municipal Board. The prospect of election as Chairman being on the average one in ten, many people did not feel inclined to contest the elections in these Committees.

In Sylhet and Chittagong Hill Tracts where there where were 110 Union Boards previously, there was a general tendency to reject sarpanches and Headmen respectively. Contrary to expectations tribal bonds were not so strong as to transcend local loyalties in certain case. A decline in the influence of Headmen and chiefs was noticeable.

(Confidential)

Answers to the Questionnaire for eliciting information's on the elections to the Basic Democracies in Pakistan-Ref. letter No. 50-19(5)/59-Res., dated the 1st January, 1960 from Bureau of National Reconstruction, Karachi to Bureau of National Reconstruction, Dacca.

1. *Name of District:*	All the 17 districts of East Pakistan
2. Constituencies and nominations:	
(a) Total number of seats:	40,000
(b) Total number of nomination papers filed in the district.	87,190
(c) Total number of nomination papers rejected in the district with reason there of.	2,274 (Mainly on the ground of irregularity and disqualifications.)
(d)Total number of seats contested in the districts.	32,917
3. Contestants:	
(a) Average age	Between 35 and 40
(b) Educational qualifications	Metric and above 4,298 Below Metric 34,814 Illiterate 888
(c) Professional and Financial status	Mostly agriculturists and businessmen with a few retired Government servants. Ex- servicemen and legal medical practitioners. High percent of literate people among the elected members indicate that the agriculturists who were returned belonged mostly to middle class farmer families

Agriculturists	...	32,986
Businessmen	...	5,810
Contractors	...	434
Retired Govt. servants	...	257
Lawyers	...	298
Ex-servicemen	...	215
With political party	...	2,800

(d) Their Previous activities in social and political fields.	It is estimated that about 7.5 percent of the elected members had some association with political parties before the revolution; about 40 percent of the members elected are of the type that used to be elected in Old Union Boards. Majority of them were associated with social activities in the rural areas in some form or other.
(e) The manner in which the candidate carried on their election propaganda.	Personal door to door approach to individual voters stating their social activities and propaganda, mentionable attributes. Although public meeting for electioneering were held by the candidates at some places, by and large, canvassing was confined to door to door approach by the candidates and supporters.
(f) What was thenature of appeal madeby the candidates to their elections?	Personal appeals to the voters based on public service rendered, integrity, and capacity for service, which the candidates claimed for themselves.
(i) Did they put forward any programme?	No. With the banning of parties, election on the basis of programmed was perhaps out of place.
(ii) Did they merely state their personal qualifications to deserve the confidence to their voters?	Yes, Appeal was mostly personal and no programmed was set-forth [See column 3(i)].

4. *Attitude of the voters to the election:*

(a) Did the People come forward Yes. This was due to several factors, namely
to vote in large numbers? If

so. what factors were responsible for this?

(a) Smaller constituencies and proximity of polling centers
(b) Wider powers of the new Union Councils and the consequent desire of a large number of people to share the power and fruits thereof.
(c) These institutions being the only elective bodies for the present, the normal democratic urge of the people was intensified.
(d) Social or family rivalries played a great part in making the contest keen.
(e) That section of the population which used to remain passive and neutral for fear of political reprisals or victimization could also exercise the right of franchise under the present tranquil atmosphere.
(f) The female voters went to the polls in larger number because of the proximity to polling centers and the elimination of women tensors.

(i) Was it due to political consciousness?

Yes.

(ii) If so, what contributed to this political consciousness?

People of this Province are more or less conscious of their political rights to a certain level. Their consciousness was further aroused by planned and sustained publicity campaign launched by the Bureau of National Reconstruction, with the help of officials and leading non-officials on the weight, gravity, importance and consequence of this first unique Basic Democracies Scheme.

(iii) Was it due to sectional or group interest?

Sectional or group interest had very little chance to rear their heads. Some secret under- ground groups tried to push the candidates of their choice here and there, but their success was limited. The extent of their participation and success is under enquiry by appropriate

	agencies. By far, the largest number of seats were contested on individual basis where sectional or group interest had no place.
(iv) If so, what were the reasons for the group or sectional interest?	As mentioned in the last paragraph, the political parties, with secret party organizations were only in a position to operate with group interest as, their objective. In the absence of any rival organization to oppose them as a group or party they assumed that they had a good chance to win. Their group interests were actuated by their desire to propagate their ideology and some immediate objectives, such as obtaining a foothold in the election machinery in case the Union Councils function as electoral colleges for the election of the President and members of Parliament under future constitution. (Para on political effects, and the role of the minorities in the note attached to this report may be seen.)
5. Administrative arrangements for the election:	
a. Average No. of voters in each polling booth was required to cater for?	530 on an average.
b. Were the arrangements adequate for this purpose? If not, omissions and commissions in this respect.	Arrangements were adequate, conducts of election was orderly and complaints and petitions were very few. A spirit of co-operation and good will prevailed all round. (Para on administrative arrangements in the attached note, may be seen.)
c. What effect did these good or faulty arrangements have on the voting?	Greater percentage of votes was recorded within a much shorter space of time in comparison with any election in the past. Besides the result of the election could be declared before sun-set in almost all centers.
d. What was the average size of each constituency for the election?	1.25 sq. miles
e. Was it possible to have smaller constituencies; if so, how on the basis of existing electoral rolls?	It was difficult to reduce further the size of the constituencies. Elections were held on the existing electoral roll everywhere. There were a small number of multi-member

	constituencies but with single vote where splitting up was impracticable. By far the largest numbers were single-member constituencies.
6. *Results of elections* :	(See the enclosure in print of detail)
(a) Type of people elected.	In general, type of people elected to the Union Councils/Committees may be looked upon of acceptable caliber but in such areas people of questionable character with shady antecedent are reported to have returned. (Also please sec the Para under the heading "Type of persons elected", in the attached note for details).
(b) Educational Qualifications.	(See Paragraph 3). About 97; 8 % of those elected are literate people. Members with educational qualifications higher than of Matric standard constitute about 10.8 %. Illiterates constitute only 2.2 % of the members elected.
(c) Professional and financial status.	Majority are middle class agriculturists, a few are retired Government servants. Ex-servicemen, Lawyers, medical practitioners and businessmen. Financial position of almost all the elected persons is of mid and lower-income group with some exception.
(d) Previous activities in social and political field.	Mostly local social workers and a small number with past political career.
(e) Programme which the successful candidate or candidates put forward for his or their elections.	No definite programme, except a general appeal to serve the people.
(f) How many seats remained uncontested and what were the reasons for lack of any contest in seats?	Total number of uncontested seats was 7.083; reasons being rejection, withdrawal and compromise.
(i) Was it due to the over- whelming popularity of the candidates?	Mostly because of popularity and influence of the candidate returned uncontested. In some places rejection of nomination papers left only one man in the field. Dearth of men of means and uncertainties of the future, prevented contests at some places.

(ii) Was it due to lack of interest in contesting elections?	Instances of uncontested return, due to lack of interest were small.
(iii) Was it due to manipulation of any kind before filling nomination paper or after ?	No
(g) The number of seats for which no one came forward to contest at all and reasons thereof.	14-Ten of which were in Bogra district, 3 in Rajshahi and one in Khulna. One Union of Bogra which failed to return 7 members consisted mostly of railway employees and refugees who were not voters. Another Union who were to return 3 members did not do so due to some dispute over the delimitation of constituencies. The causes in the 3 wards of Rajshahi and one in Khulna have not yet been reported.
7. *Average and percentage of voters and votes cast:*	
(a) No of votes in each constituency.	530 on an average
(b) No. of votes cast...	Total-11,790,927 Male-7,658,881 Female-4,132,046.
(b) Comparative figures of votes cast (male and female) during the previous Municipal/Assembly elections.	Mate-50 per cent. Female-20 Percent.
(d) Percentage of vote cast in all the district. (Basic Democracies).	Male-67 per cent. Female-42 per cent. } On average.
8. *Any other special feature which the local authorities like to mention:*	A large number of voters turned up to exercise their rights of franchise. Perfect peace and order prevailed and there were no reports of outward incident; but sometime difficulties were faced due to frequent changes of decision in the upper level as reported by some District Magistrates.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শহীদ দিবস উদ্‌যাপন উদযাপন সম্পর্কে সরকারী প্রতিবেদন	সরকারী	২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

FROM : ZAFAR IQBAL, EsQ., Csp, **Immediate.**
Deputy Director.

GOVERNMENT OF PAKISTAN
BUREAU OF NATIONAL RECONSTRUCTION
PAKSECTT. No.3,
Old Forest Office Building, Jail Road.

NO. 704/61-DPUI, Rawalpindi, dated the 25th February, 1961.

DEAR MR. AHMED.

D.B.R. desires that a report on the celebration of 'Shaheed Day' (21^{st} February), may please be sent immediately to him along with your comments.

With best regards.

Yours sincerely.
ZAFARIQBAL

A.M.S. AHMED, EsQ., Psp.,
Director,
Bureau of National Reconstruction
Government of East Pakistan
DACCA.

<u>Secret/Immediate</u>
Bureau of National Reconstruction.
East Pakistan, Dacca

D.O. No. 125-D.B.N.R. The 1st March, 1961.

MY DEAR ZAFAR IQBAL,

I am enclosing herewith a report on the observance of 'Shaheed Day'. 'Shaheed Day' has assumed a very great sentimental and emotional importance with the students of East Pakistan. The Communist had always exploited this sentiment for their own purpose by introducing ideas which serve their objectives that are apparently acceptable. This year's celebration of the 'Shaheed Day' was intended by them to be used for the purpose of bringing the students into a clash with the authorities. If they had succeeded in doing so they would have further exploited the situation by calling it the beginning of resistance against the present regime. I consider that they have failed in their objective. The observance of the day was peaceful, disciplined and orderly and this in spite of the fact that there was no obtrusive police arrangement on account of the wise decision of the Government let the students celebrate the day as usual without giving them any unnecessary provocation.

2. It will be noticed from the attached report that though the communist wanted regional autonomy for East and West Pakistan and Parliamentary Government to be included in the demands to be made by the students these topics were not raised by them at any stage.

3. The passion that are roused immediately before the celebration of 21st February die down as quickly thereafter. This has been so this year also. There have been no repercussions of the celebrations of the 21st February.

4. These mischievous elements who egged on the students this year are known and the Government are considering suitable measures that might be taken to deal with these mischievous elements who number only about half-a-dozen….

SECRET

Intelligence Branch, East Pakistan
Lalbagh, Dacca.
Dated the 23rd February. 1961.
No. 3582

TO
A.Q. ANSARI, EsQ.,
Secretary to the Govt, of East Pakistan,
Home Department, Dacca.

SUB J .—Observance of' Shaheed Day' on 21st February, 1961.

1. As in previous years, all sections of students jointly observed the 'Shaheed Day' this year in different parts of the province.

The celebration was on a large scale, as usual, in Dacca, where some of their elders also look part in the symposium etc.

2. A Bengali circular, dated 12th January 1961, issued by the Communist Party, East Pakistan contained a directive to the party workers to raise the following demands during the observance of' Shaheed Day' this year :—

(1) Regional Autonomy for East and West Pakistan.
(2) Parliamentary Government.
(3) Bengali as medium of instruction.
(4) 21st February as a holiday.
(5) Completion of' Shaheed Minar'.

It also suggested that if united attempts were made to observe the 'Day' by mobilizing the people in spite of the opposition of the Government, it will be a successful 'Resistance Day'.

The District Organizing Committee. Dacca also issued a circular suggesting the following demands to be raised by the students before the Govt.

(1) To declare 21 st February as a public holiday.
(2) To complete the work or 'Shaheed Minar'.
(3) To introduce Bengali as the medium for Higher education and all official work in East Pakistan.

3. It may be mentioned here that at a secret meeting on 1-1-61 the National Awami Party, Narayanganj town decided to observe the 'Day' in a befitting manner with the active co-operation of youths and public and not to leave it to the students alone.

4. The East Pakistan Youth League workers of Dacca also held a secret meeting on 27-1-61 to discuss the observance of the Day' in a befitting manner and decided *interalia* to approach students for the decoration of 'Shahid Minar' and also to approach the local Bengali and English papers to publish supplements in observance of the 'Day'.

5.The papers were accordingly approached but they declined to issue any supplement. The Daily 'Ittefaq' and Sangbad', however, came out with editorials. The latter also published a picture of the incomplete 'Shaheed Minar'. The Pakistan Observer, the Ittefaq and the Sangbad formally closed their offices for the day but arranged to issue the paper on the following morning.

6. As East Pakistan Students' Union (EPSU) holds a predominant position in the Dacca University Central Students' Union (DUCSU) and different Halls, its supporters look the lead in the matter of preparation for the observance of the 'Day'.

7. The EPSU workers of Dacca University held a secret meeting on 1st February 1961 to chalk out the programme. It was decided to convene a general meeting of the Vice-Presidents and General Secretaries of DUCSU and other Hall Unions and as well as of the representatives of different educational institutions of Dacca to take a final decision on a proposed programme to print pamphlets and posters, take out *Probhat Pheri*, place wreaths on the graves, submit a memorandum to the Chancellor for the completion of 'Shaheed Minar' and making Bengali the medium of instruction and arrange cultural shows in the evening.

8. Accordingly, on 8th February 1961 a meeting of the student representatives was held in the DUCSU office with Jahan Ara Akhtar (EPSU), Vice-President, DUCSU in the chair. The meeting thus also included the few representatives belonging to the rightist groups, viz. NSF, SF and EPSL, though the majority were from EPSU. The meeting decided to observe 'Shahid Day' in a befitting manner, to issue a press statement under the signatures of V.Ps. and G.Ss. of various Halls of Dacca University, urging upon the students to observe the 'Day', to urge upon the Govt. to declare 21st February as a Govt. holiday, to complete the construction of 'Shahid Minar and to introduce Bengali in all spheres of national life and administration.

A detailed programme was also chalked out for the observance of the 'Day' including *Probhat Pheri* in small groups, visit to the graveyard and placing of wreaths on Central Shahid Minar. It was published in the press on the following day (9-2-61).

Publicity was also given by widely distributed printed leaflets. A few anonymous manuscript posters in Bengali urging observance of Shaheed Day in a befitting manner were also found pasted on the Notice Boards of Jagannath College, Curzon Hall, on the University gate and near the auditorium of Dacca Hall. Another poster urging completion of the Shaheed Minar was also found pasted on the wall of National Bank building in Ramna area.

9. In pursuance of the programme, the students had assembled at dawn on 21-2-61 in their respective Halls and institutions to offer prayer for the souls of those who lost their

lives during the language movement and placed wreaths on the Shaheed Minars in their respective institutions.

Black flags were hoisted at the top of Salimullah Muslim Hall, Iqbal Hall,. Abdur Rahman Khan Hall and at the compound of Jagannath College.

Then the students in small groups and batches started streaming into the Azimpur graveyard in bare-foot and wearing black badges. The Badges were cither of paper bearing inscriptions in Bengali "Shaheed Smriti Amar Hauk" and "Ekushe February Zindabad" or of cloth (plain).

On their way, the students sang Probhat Pheri and shouted the following slogans:

1. "২১শে ফেব্রুয়ারী জিন্দাবাদ"
   (Long live 21st February).
2. "শহীদ স্মৃতি অমর হোক"
   (Let martyr's memory be immortal).
3. "রোমান হরফে বাংলা লেখা চলবে না"
   (Writing Bengali in Roman script will not be tolerated).
4. "২১ ফেব্রুয়ারী সরকারী ছুটি ঘোষণা কর"
   (Declare 21st February a Govt. holiday).
5. "শহীদ স্মৃতি অমর হোক"
   (Complete Shaheed Minar).
6. "ছাত্র জনতা এক হও"
   (Students and people be united).

৭."ধোঁকাবাজী চলবে না"
(Bluffing will not do).

10. On arrival at Azimpur graveyard, they placed floral wreaths on the graves of Barkat and Salam, who had lost their lives as a result of the police firing in 1952.

Some of them left a poster mounted on bamboo post bearing the following inscriptions on red paper:

" হে আমার দেশ, বন্যার মত, প্রচন্ড অভিজ্ঞতার পলিমাটিকে সরিয়ে এনে একটি চেতনাকে উর্বর করেছি- এখানে আমাদের মৃত্যু ও জীবন সমাধি।"

(Oh my countrymen, we have like a flood enriched the consciousness by brining together the alluvial deposit of experiences-Here lies our death and end of life.)

Some other students left papers written thereon

" আমার ভাষা বাংলা, আমি বাঙ্গালী এই মহান বার্তা নিয়ে বুলেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল- বঙ্গ জননীর সেই শহীদ প্রিয় সন্তান।"

(My language is Bengali, I am a Bengalee, with these words they faced the bullets- This is in memory of those dear sons of Bengal (mother).

(Remember those who defied death to save their language).

" মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করেছে ভাষা বাঁচার তরে, আজিকে স্মরিও তারে।"

11. From the graveyard, nearly three thousand students including about one hundred girls formed into a long procession in two single files and proceeded towards the Shaheed Minar at about 07-45 hrs. shouting the usual slogans and carrying a few black Hags. A black banner bearing the demands in Bengali viz 'declaration of holiday on 21st February, completion of Shaheed Minar and application of Bengali in all spheres of national life' and another having the inscription "Let martyrs' memory be immortal" were also carried. The former was brought by the students of Jagannath College and the latter by the students of Dacca Hall.

12. The procession moved slowly through Peelkhana Road, Fuller Road, Nilkhet Road, Mymensingh Road, Old Govt. House Road, Abdul Ghani Road, Jinnah Avenue, Rly. Staff Quarter Road, Secretariat Road (before Medical College) and terminated at the Central Shaheed Minar near Medical College Gate at about 10.00 hrs. The processionists placed floral wreaths at the Central Shaheed Minar and assembled at the foot thereof.

They were addressed there by Taheruddin Thakur (EPSU), General Secretary. Dacca Hall Union, who urged the students to observe the Day regularly in future. A.K.M. Zeauddin (EPSU) read out a message purported to have been sent by the parents of Barkat (victim of police firing). Thereafter following resolutions were read out by Jahanara Akhtar, Vice-President, Dacca University Central Students' Union and passed by show of hands:

(i) Completion of Shaheed Minar construction.

(ii) Declaration of 21st February as Govt. Holiday.

(iii) Application of Bengali in all spheres of national life and administration.

(iv) Urging the Bengali Academy to make all efforts in furtherance of the language, etc.

The processionists started dispersing from 10-15 hours.

13. The Central Shaheed Minar was decorated with flowers. A big black flag was hoisted over the Minar and the floor was covered by a long piece of black cloth. A poster on red paper bearing the demand for completion of the construction of the Shaheed Minar was displayed at the central place. At the foot of the Minar a number of manuscript wall papers in Bengali were hung containing articles dwelling on the observance and significance of the Day. The papers were as follows:

(1) Chatushkone by Dacca Hall Union.

(2) Sikha by Fazlul Huq Muslim Hall Union.

(3) Padakhep by Dacca Medical College Union.

(4) Rakta Akthar by Salimullah Muslim Hall Union..

14. The following students were found taking leading pari in organising and in the observance of the Day:

(1) Badrul Huq (EPSU) of Iqbal Hall.
(2) Maudud Ahmad (P.S.F.) of Dacca University.
(3) Taheruddin Thakur (EPSU), General Secretary., Dacca Hall Union.
(4) Dhirendra Nath Haldar (EPSU-supporter), Vice-President of Jagannath Hall Union.
(5) A.K.M. Zeauddin (EPSU), Dacca University.
(6) Amulya Kumar Ray (EPSU-supporter), General Secretary, DUCSU.
(7) Miss Jahanara Akhtar (EPSU-supporter), Vice-President, DUCSU.
(8) A.Z. Enayetullah Khan (EPSU).
(9) Abdul Latif Mallick of Medical College.
(10) Jahangir Khalid (EPSU-supporter), Vice-President, Dacca Mcdical College Union.
(11) Aminul Islam (EPSU), Ex-Vice President. DUCSU.
(12) Ashrafuddin Maqbul (EPSU), Ex.-General Secretary, DUCSU.
(13) A.N.M. Shahid alias Shahid Singh (EPSU), Vice-President. Dacca Hall.

A.R. Yusuff (N.S.F.) was also found participating in the observance of the Day.

15. Besides the students who came to the Central Shaheed Minar in the procession, quite a number of other students and people were found visiting the Minar individually or in small groups to place wreaths thereon. Amongst the outsiders who similarly visited the Minar were (1) Kazi Zahirul Huq (C.P.Ex-security prisoner) with children, (2) K.M. Illias (CP.), (3) Dr. A. Karim (Y.L./N.A.P.), (4) Abdur Rahman (EPSU), (5) Mizanur Rahman (Y.L.), (6) Abdur Rashid (Y.L.), (7) Shamsul Arefin (EPSU), (8) Shah Azizur Rahman (EPSU), (9) Alauddin A1 Azad,. Professor, Jagannath College, Dacca, and (10) Anwar Zahid (Y.L).

16.In the afternoon symposium were held in Bengali Academy, Curzon Hall. Salimullah Muslim Hall, Fazlul Huq Muslim Hall, Jagannath Hall and in a few other educational institutions.

17. The symposium at Bengali Academy was organized by the same institution and held between 15-30 and 17-00 hrs. under the president ship of its Director, Dr. Saiyid Ali Ahsan. It was attended by nearly 60 persons interested in literature and addressed

amongst other by some prominent litterateurs including Dr. Md. Shahidullah, Prof. Munir Chaudhury, Prof. Ashraf Siddiqui. Prof. Hasan Zaman (T.M), Prof. Abul Kasem and Raushan Ara Begum. All the speakers including the president spoke on the improvement and enrichment of Bengali language in fulfillment of the cause for which some lives were lost.

18. In the largely attended symposium held in Curzon Hall at the instance of the Dacca University Central Students' Union. Dr. Kazi Motahar Husain, presided. The Vice- Chancellor was also present. Mr. Ataur Rahman Khan (defunct A.L.), Ex-Chief Minister. East Pakistan and Mr. Mahmud Ali (defunct N.A.P.), Ex-Minister, East Pakistan and a few other erstwhile political leaders were also found among the audience.

Prof. Ajit Guha of J.N. College,. Prof. Mofazzal Haider Chaudhuri. J. Prof. Anisuzzaman, Dr. G.C. Dev and Mr. Nurul Momen, Proctor-all of Dacca University delivered speeches. They all dwelt on the significance of the Day and exhorted the students to work hard to improve the language. In the meeting the following resolutions were passed:

(1) Early completion of the construction of Shaheed Minar.
(2) Declaration of 21st February as Govt. Holiday.
(3) Introduction of Bengali in all spheres of national life and administration.
(4) Activisation of Bengali Academy in promoting the language.
(5) Introduction of Roman script in Bengali or any new language not to be tolerated.
(6) Pucca construction over the graves of the victims of police firing at Govt. cost.

Dr. Kazi Motahar Husain expressed his difference with the DUCSU official in the matter of the language used in the resolutions but the resolutions were passed by the audience by raising of hands.

The symposium was rounded off by a cultural programme featuring some Bengali songs eulogizing the Bengali language and the Day.

19. The symposium in S.M. Hall was presided over by the Provost of the Hall, Dr. M. Huq and those in F.H. Hall and Jagannath Hall by the Vice-Presidents of the respective Hall Unions. Speeches on the same trend were delivered in these symposia and resolutions similar to those adopted in Curzon Hall were passed.

The symposium held by Dacca Medical College Students' Union at the Dacca Medical College Lecture Gallery was said to have been presided over by Ranesh Das Gupta (C.P./Ex.-security prisoner), Asstt. Editor, the Daily Sangbad. This is being verified.

20. In the evening the Central Shaheed Minar was illuminated by candle sticks by some students.

21. It will be seen that the programme chalked out on 8-2-61, as mentioned in paragraph 8 above, did not include hoisting of black flags, taking out of procession, shouting of slogans and holding of meeting at Shaheed Minar.

The slogans shouted this year were almost the same us those of the last year. A procession was also taken out last year. But it was confined between the graveyard and the Central Shaheed Minar. This year it was on a large scale and paraded even through the restricted road in front of the Secretariat.

22. The Public Prosecutor, Dacca was consulted by the Addl. Supdt. of Police, D.I.B., Dacca whether the procession and the meeting at the Central Shaheed Minar constituted a violation of M.L. Orders. A copy of the former's opinion is enclosed. This has not been found to be fully helpful.

23. The Govt, of East Pakistan in Memo. No. 11 l(17)-Poll/S(l), dated 6th February 1961 had laid down the policy to be followed in respect of the Day'. Though no evidence has yet been found of active inspiration from the subversionists or from the politicians. 1 recommend that the names of the students who took a prominent pan in the procession and in the meeting held at the Central Shaheed Minar be brought to the notice of the Vice-Chancellor with a suggestion that he may administer a stern warning to them.

Though, by and large, no outsiders were seen taking a leading part in the procession and at the meeting of the Central Shaheed Minar, we are further examining the reports. If any of them are found having taken an active part, they would be prosecuted according to law.

Sd/ (A.M.A. KABIR)
Deputy Inspector-General of Police, I.B.
East Pakistan, Dacca.

Opinion of the Public Prosecutor

Discussed the matter with one of the officers of the D.I.B. Department and gone through a relevant paper.

Shahid Day of 21 February was sponsored by a section of students under the patronage of some political parties for some ulterior motives. Political parties have already been banned by the present Govt. That the students who led the procession yesterday (21 February) I think had no connection with a political organisation. If the members of the procession had no ulterior motive for any political end and if it was their spontaneous expression of deep sympathy for the departed soul, in that case, it cannot be said that the procession was of political nature. But if they had some political end. in that case it is surely of political nature and fall under the purview of M.L.R. No. 55. A.

From the police report it appears that in the meeting held at the foot of the Shahid Minar there was no President, but actually there was a meeting of the students and the public at the public place and that meeting was an unauthorized one and contravenes the provision of M.L.R. No. 55.A.

As regards printed leaflets, it contains the programmes of the observance of Shahid Day. In it there are some demands for redress of some of their grievances.

Sd/ MD. ABDUL ALIM,
P.P., Dacca.
22-2.61.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে সরকারী গোপন প্রতিবেদন	সরকারী	২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

SECRET

CONFIDENTIAL REPORT FOR THE FORTNIGHT ENDED THE 28TH FEBRUARY, 1961.

PART I

Political

1. The President held informal discussion with two groups of citizens at the Government House during his visit to Dacca.

2. The observance of Shahid Day on 21st February was more vocal this year. The procession in Dacca on Shahid Day was about a mile long. We quote from some of the descriptions:

"A direct reaffirmation of the popular demand for more positive identification of Bengali as State Language of Pakistan and outright rejection of the proposal for adoption of the Roman Script were the main feature."

"Completion of the memorial by the Government was one of the demands, failure to do so being considered a source of disgrace and a symbol of national failure."

"Attempt to evolve a new language for Bengali or the adoption of Roman Script on the plea of national cohesion and unity was described as an attack on our language and culture."

The proposal for adoption of Roman Script has mixed response from the people. On account of the sensitiveness of local feelings on all questions regarding the language, requires examination and may be made the subject of a quarry to the Bengali Academy. The discussions will have to be raised to an academic level. The appointment of a committee to examine the question and for devising a workable scheme, promoting discussion in the press for and against adoption of Roman Script, laying stress on the fact that a large percentage of the literate population is already familiar with the Roman Script are some of the steps which may be taken. The introduction of English at the primary stage, say in the second year, on the grounds of its international importance may perhaps be considered so that those children who do not go beyond the primary stage acquire a working knowledge of the script and do not have to learn it at a later stage in case the Roman Script is adopted.

3. The question of higher prices and effective decentralization of administration are also uppermost in the mind of the public. The general feeling seems to be that both the

questions require greater attention by the Government. Early action for keeping prices in check and ensuring that the recommendations of the administrative commission for decentralizations are implemented both in letter and in spirit is being advocated.

4. The press has criticized the Indian authorities for their inability to prevent communal riots. The emotional tone in many of the news items and editorials produced considerable reaction specially among the refugee population. Following these a number of incidents took place in Jessore, Khulna, Rajshahi and Rangpur. The press did not play up the reports and the situation was quickly brought under control.

The role of papers like Jhong and Dawn which arc published from Karachi needs to be examined in this connection.

5. There is continued speculation regarding the future constitution. It is more or less accepted that the future constitution will be presidential in form. The questions which are still being discussed arc:

(i) whether the union councils will form electoral colleges.

(ii) what kind of general election will be held.

(iii) the future of nominated members.

(iv) the composition of the provincial government and the future of Provincial Advisory bodies.

Following upon the statement of the Education Minister Mr. Habibur Rahman at New Delhi that elections will be held towards the end of the year. Mr. Zakir Hussain. The Minister for Home Affairs, expressed doubts about the possibility of holding general election this year. A report appeared to the effect that when the President was pressed to state whether the time indicated for general election was too short to allow the framing of a constitution he said "if we are ready we shall hold it, otherwise we shall have to wait".

6. The resolution of the Security Council authorizing the U.N. troops to use forces to prevent civil war and to restore parliamentary government in Congo was welcomed. The general opinion seems to be that this action had it been taken earlier would have prevented the deterioration of the situation.

7. The reported refusal of China to recognize Kashmir as part of India was welcomed as giving fresh importance to this unsolved problem. To the Indian press this has come as a great shock.

PART II

Economic

1. The rise in prices following the decision of decontrol continues to be commented upon. The Pakistan Observer wrote "As expected immediately after the lifting of controls the prices began to show a rising tendency. In the circumstances as apprehended.

consumers are going to suffer more. The present rise may not be short-lived as similar assurances were given many times but never honored and turned out to be false. Eid purchases will start shortly and the timing of the lifting of controls and the consequent repercussion on the price level are rather disturbing. Correct estimate of the situation prevailing in the market was not taken and the decision was inopportune." The Morning News wrote, "Prices of meat, fish, vegetables and fruits have shot up and recorded and all-time high— the impression that the market are being manipulated is inescapable." **Ittefaq** questioned the propriety of the recent decontrol measures, which according to it. led to the present rise in prices. **Azadi** considered that the rise of prices in all commodities was as a result of rise in prices of the decontrolled items.

There is considerable criticism in regard to the increase of the price of the imported goods of C.I. sheets and Iron rods. It is argued that the talk of an "economic price" when import of these articles is restricted does not carry much sense. It only helps to increase the profits of those importers who are lucky to get licenses with no benefit either to the Government or to the consumers. It is the general feeling that at this stage of unsatisfactory industrial expansion and unsatisfactory supply the decision to decontrol prices was premature. The sellers of other goods like fish, eggs, chickens, meat, vegetables, etc., have also raised the prices in sympathy with the prices increased in cloth, etc.

2. The replacement of the Agricultural Development Finance Corporation and the Agricultural Bank of Pakistan by the Agricultural Development Bank of Pakistan was welcomed. It is expected that this will promote efficiency and reduce the cost of administration by saving on overheads. There is a general feeling that the existence of joint holdings makes it difficult for needy cultivators to prove clean title and so they cannot get loans from the Bank. It may be possible for the Agricultural Development Bank to conduct an inquiry and to try and find out some means of advancing short-term credit on the basis of current possession of particular plots of land even though the ownership may be recorded as joint.

It is also reported that the present credit facilities have not solved the problem of exorbitant rates of interest prevailing in the rural areas. An inquiry into the practice and the prevailing rates of interest is also long overdue. The extent of rural indebtedness was included in the Agricultural Census enumeration but the rates of interest were not inquired into.

3. The references to Cooperative farming made by the President had been noted by the press. The question needs examination in the two wings with particular attention to local conditions. As nothing detailed has yet come out, no definite views are available.

PART III

Administration

1. The launch disaster at Shaitnal on 15-2-1961 has dominated the press.

The press has pleaded for an enquiry into the matter, payment of compensation to the affected families, drastic action against the launch which ran away after the collision

without coming to the rescue of the sinking one, better and effective control of the reverie traffic in East Pakistan and for prevention of similar accident in future, the feeling is well conveyed in the following quotation "in a highly competitive condition in which it is conducted today. East Pakistan's inland river transport industry has become more and more a daily gamble with human life in which the public pays dearly for the privilege of flirting with death", The IWTA has yet no power to remedy the situation, because the certification of a vessel's fitness, licensing of its crews, determination of its routes, passenger-carrying capacity, etc., lie with the Government. It was proposed that one agency should be made responsible with sufficient legal powers to enforce compliance with time tables and safety requirements. More launches may also be required for which an assessment of the volume of passenger traffic should be undertaken.

PART IV

Work done by the Bureau.

1. A detailed scheme for promotion of fine arts in East Pakistan has been prepared and sent to the Ministry of Education for their approval and part implementation during the current financial year. The scheme has 3 parts, viz., (1) Establishment of an Academy of fine Arts having 4 departments namely, Departments of Dance, Vocal Music, Instrumental Music and Dramatics, (2) Construction of a national theatre and (3) Re- organization of Art Council and improvement of fine arts. In this connection, we are also preparing another scheme on Art Gallery which will be a part of the over-all scheme for the promotion of fine arts in the province.

2. To celebrate the Pakistan Day on 23rd March, 1961 in a befitting manner, all the Deputy Commissioners of the districts have been requested to organize cultural shows in their respective district headquarters with the help of local talents and cultural groups. In the city of Dacca, the Bulbul Academy of Fine Arts and Jago Art Centre have been specifically requested to put up good shows on the occasion.

3. We have addressed as many as 88 different institutions of higher education and cultural and literary organizations in the province to organize seminars on themes relating to national reconstruction and character-pattern with a view to creating "interest among the intelligentsia in the national affairs in the positive manner, so that in stead of being frustrated they develop a sense of belonging and participation in the national effort". We have also sent money to these different institutions to meet the cost involved in holding the seminars.

We are receiving proceedings of the symposia held by them. On 26-2-1961 the Islamic Academy, Dacca held a symposium on the 'Islamic way of life in the modern world' at the Curzon Hall, attended by the University teachers including the Vice-Chancellor. Two important papers were read-one by the Head of the Department of English and the other by a Lecturer of the Department of Arabic of the University of Dacca. The symposium on the "meaning of Islamic culture" was held on 14-2-1961 at Dinajpur under the auspices of the Naoroz Shahitya Mazlis. It was attended by local educationists and intellects. The A.P.W.A., Dacca also organized a seminar on "Role of

Women in National Reconstruction" on 24-2-1961. It was attended by the leading ladies of the city. Similar symposia have been held or are being held in other institutions and organizations.

4.Six journalists from East Pakistan have gone to West Pakistan to attend the seminar-organized by the International Press Institute from February 26 to March 4, 1961 in Lahore.

5. It was decided to prepare a series of articles on Pakistani nationalism to be used in connection with the training of officers in the Pakistan Academy for Village Development, Comilla. We have received a set of articles on the subject from one of our selected writers of the University of Karachi.

6. To get dramas on our national heroes, 4 eminent writers of the province have been commissioned to write on the topics, viz,, "The third battle of Panipath", "Bibi Azizan", "Alauddin Husain Shah" and "Modern changing society keeping in view national reconstruction and character-pattern".

7. With a view to forging better understanding between the people of the two wings of the country, we have undertaken the translation and publication of some noted Bengali books into Urdu. In this connection, the following books have been selected (1) Islamic songs and poems (some 30 poems) by Nazrul Islam; (2) 'Momener Jabanbandi' by Mr. Mahbubul Alam, and (3) Matir Prithibi' by Mr. Abul Fazal.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শাসনতান্ত্রিক কমিশন- এর রির্পোট	সরকারী	২৯ এপ্রিল, ১৯৬১

[Report of the Constitution Commission in Excerpts-29th April, 1961.]

CHAPTER I

CAUSES OF THE FAILURE OF THE PARLIAMENTARY FORM OF GOVERNMENT

Was There a Failure?

8. This chapter relates to the first of the terms of reference which assumes that the parliamentary pattern of government has failed in Pakistan. This means that it could not be successfully worked in this country and not, as misunderstood in some of the opinions, as meaning that the system itself was a failure. Institutions do not work of themselves but become what they are made by those who function under them. A large majority of the opinions, accepting the assumption on which this question is based, formulated various causes of the said failure. In some of the opinions, however, the correctness of the assumption was doubted on the ground that as, till the beginning of 1956, the Government of India Act of 1935 as adapted by Pakistan was in force and when a new Constitution was framed, only its transitional provisions were brought into effect, there was no real parliamentary government in Pakistan and that therefore, the question of its failure did not arise. A very small minority (15 in number) asserted that the parliamentary form of government was a success in this country.

9. Neither of the last mentioned two views, we think, can be accepted. The form of government in force, prior to Independence, was not wholly of the parliamentary pattern as the Governors in the provinces had discretionary powers with regard to certain sections of the services and in certain other matters, and the Governor-General at the Centre was all-powerful and not answerable to the Central Legislature. But when the subcontinent was divided into two self governing dominions, the Government of India Act, 1935 with adaptations (which is referred to hereinafter as the Constitution Act), introduced in Pakistan a type of government which was undoubtedly parliamentary. As for the Quaid-i-Azam as Governor-General being also the President of the Constituent Assembly, it is within the personal knowledge of one of us, who as a judge of the Lahore High Couit, was at the time engaged in the work of adoption of laws, that the Quaid assumed the Presidentship of the Assembly only at the request of the Prime Minister. It is said that he held the portfolio of the States, but we have no reason to think that he did so against the wishes of the ministry. If his Cabinet felt the need for his guidance, it was but natural for him to guide them, especially when the circumstances were so very extraordinary. Keith, in his "British Cabinet System", points out that a sovereign is not, by constitutional practice, expected to play the role of a mere formal head of the stale who accepts all proposals automatically, that he is, 011 the other hand, entitled to be kept informed of the course of all important business and has the right of expressing his

opinion to which ministers arc bound to give careful consideration but what they advise finally is binding on him. That being so. if the ministers themselves accept the sovereign's opinion, the system docs not cause to be parliamentary. The will of the majority party, as represented by the Cabinet, has to prevail and if it is their desire that they should be guided by the Head of the State, we fail to see how such a course is opposed to the parliamentary practice. The dominant position of the Quaid was a tower of strength to the ministry and it was our great misfortune that we could not have his guidance longer than a year after we became independent. After him, power passed entirely into the hands of the Prime Minister. There was no specific provision in the Constitution Act that the advice given by the ministers was binding on the Governor- General and the Governors, but the accepted position was that that advice was binding on them. It was held in 1948, by the tribunal which tried the first Chief Minister of Sind. who had been dismissed for mal-administration, misconduct and corruption, that aid and advise', as used in sections 9 and 15 of the Constitution Act, made the advice of the council of ministers binding on the Governor-General and the Governor in federal and provincial affairs respectively. After examining the position of the Governor in the said Act, it was observed that his position in respect of his ministers was analogous to that of the British sovereign under the British Constitution. The late Constitution, following, in the main, the pattern of the Constitution Act as far as the relations of the President and the Governors with the ministers were concerned, added a specific provision that the advice of ministers was binding on the President and the Governors. The legislatures which were to be elected under this Constitution had not come into existence but that fact by itself did not change the pattern of government. It is, therefore, not correct to say that the system of government in force in Pakistan, during the period under review, was not parliamentary. That this pattern was not worked successfully by us in the past is clear from even a cursory perusal of the political history of the period particularly from 1953 on wards.

Views on Causes of Failure

10. The various views expressed with regard to the nature, and causes, of the failure to work successfully the parliamentary form of government, can broadly be grouped as follows:

(1) Lack of proper elections and defects in the late Constitution.

(2) Undue interference by the Heads of the State with the ministries and political parties, and by the Central Government with the functioning of the governments in the provinces.

(3) Lack of leadership resulting in lack of well-organized and disciplined parties, the general lack of character in the politicians and their undue interference in the administration.

Conclusions and Reasons

11. In our opinion, the real causes of the abovementioned failure are to be found more in the last mentioned group of opinions than in the first two groups. Before

discussing the reasons for this conclusion, we should like to make it clear (hat we are not looking into this matter with a view to holding an inquisition against the former President or his predecessor, or the ministers who held office during the years preceding the Revolution, but that our endeavor, on the other hand, is only to consider those facts which afford us some guidance in making recommendations for providing for Pakistan a form of government which is firm and stable and at the same time democratic. We shall, therefore, refer only to some of the incidents in the political history of this country during the period under review.

12. As for lack of proper elections which is slated by some as one of the causes, if by 'proper is meant 'direct', the first Constituent Assembly was indirectly elected as it was intended mainly for the purpose of framing the constitution. It continued in office till it was dissolved in October 1954, and its successor Assembly was also elected indirectly but that election was after the elections in the provinces, and from the complexion of the new Assembly it was clear that a new element had come in. However, elections held, on universal franchise, in the provinces did not bring in a better type of representative. It cannot be said that all the provincial elections were not properly held. The election of 1954 in East Pakistan was undoubtedly properly conducted but its result was that the position of parties in East Pakistan grew worse, as, instead of one Muslim majority party, there were many smaller groups, and a stage was reached when the Hindu minority block could hold the balance. In West Pakistan also, group rivalry had started in the majority party which was, however, sufficiently strong, till the integration, to form the government. As for the defects in the late constitution, which has also been mentioned as one of the causes of the failure, we do not see any that could have effectively prevented its being worked successfully. What is referred to here is perhaps the fact that the question, whether the electorate should be joint or separate, was left over in the late constitution for decision by the parliament in consultation with the provincial legislature; but this was obviously due to the Assembly being unable to make up its mind, and we do not think that the object was to delay elections. However, as indicated already, even if general elections had been held, we do not think the right type of leadership would have emerged.

13. Regarding interference by the Heads of the State, reference is, obviously to the former President and his predecessor. It cannot be said that they did not interfere, or that they were not responsible for the confusion we have had in the political field, or that they were free from personal, or provincial, considerations. But history shows that power passed effectively from the Head of the State to the people's representatives only when the latter became disciplined and stood together to oppose autocracy. Till that stage was reached, the Head of the State could always interfere with impunity. Our not accepting the interference by the Heads of the State as one of the real causes of the failure of the parliamentary form of government does not amount to their exoneration. As we have already observed, we are not holding an inquisition against them or against the politicians. What we should like to point out is that interference by these Heads of the State would not have been possible if there had been discipline and solidarity in the parties in power. This would be clear from the discussion that follows with regard to some of the instances of interference to which our attention has been drawn.

14. One instance referred to before us was the abrupt dismissal, in April 1953. of a Prime Minister who had just got his budget through without any difficulty and also had, after the Punjab disturbances, in his capacity as the President of the Muslim League party, succeeded in getting his nominee elected as leader of the Muslim League party of the Punjab Assembly. The point of criticism was that the Governor-General acted against the conventions of the parliamentary form of government in dismissing a Prime Minister who had such strong popular support. In the communique issued in this respect, reasons are given for the dismissal, but it is not necessary for our purpose to determine if they are valid or not. The fact which concerns us is that the Governor-General took a grave risk in dismissing a Prime Minister who had the confidence of the House, and we think that he would not have ventured to do so had he not the support of some of the members of the party in power. That he did have such support is clear from the fact that six of the members of the outgoing ministry joined the new ministry, and. what is more significant, he appointed, as Prime Minister, his personal choice, the then Pakistan Ambassador at Washington, who had been out .of the country in the Foreign Service since 1948; and yet the very party which had supported the dismissed Prime Minister in the budget session accepted the new Prime Minister as its leader. Some of the politicians who appeared before the Commission, when questioned in this regard, explained that it was in the larger interests of the country that this Muslim League party acquiesced in what the Governor- General did. It was hinted that there was a threat of military action. This explanation is hardly convincing because when a more serious step was taken in 1954, viz., the dissolution of the Constituent Assembly, its President was free to fight out the matter in the courts and, in fact, the Chief Court of Sind gave a decision in his favor. In our opinion, the Governor-General was able to make the appointment of the new Prime Minister because of the lack of solidarity in the party which was in a majority in the Constituent Assembly. He must have assessed the situation before taking the drastic step, for, had the party declined to accept the new Prime Minister as its leader, the Governor- General would have been in a very awkward position.

15. Another instance indicating the lack of solidarity of the party in power was the manner in which the amendment of the Constitution Act, curtailing the powers of the Governor-General in the matter of appointment and dismissal of ministers, was moved and carried in the Assembly. This step was taken so suddenly, and with such extraordinary haste, that it was characterized in some quarters as a 'constitutional coup'. From the information before us it is clear that in spite of the objection taken in the steering committee by the Leader of the Opposition that sufficient notice of such an important amendment should be given, the President of the Assembly decided to dispense with the usual notice of three days required under the rules. The notices of the amendment appear to have reached the houses of the members very late in the night preceding the session, which was fixed only the previous evening. From the proceedings of the Assembly it appears that the motion went through without any serious debate. Reactions to this amendment were mixed. While some welcomed the change in the law as it could prevent the abrupt dismissal of a Prime Minister, and the appointment to that office of an outsider, others took the view that this measure was aimed at the then

Governor-General personally and was not based on principle, as it was passed only in respect of the Governor-General and not the Governors and at a lime when the draft of the new Constitution was ready. However, the manner in which the amendment was moved and effected clearly shows that those who sponsored it were not sure of the attitude of the rest of their own party.

16. As regards the dissolution of the Constituent Assembly, it was, no doubt, held in a majority decision of the Federal Court that on the facts stated in the reference, made to it by the Governor-General, his action was legal and justified, but that conclusion was based on the assumption that the facts alleged in the reference were correct. However, this decision was given only in April, 1955. The immediate reaction to the dissolution was one of surprise and yet there seems to have been no organized opposition by the parties. On the other hand, some of the members of the Muslim League passed resolutions in Sind and the Punjab approving of the action of the Governor-General which was welcomed by the parties other than the Muslim League.

17. After the new Constituent Assembly was elected in July, 1955, there was a change in the Head of the State and in respect of the new Governor-General, who with the late Constitution coming into force became the first President of the Republic, it was stated before us that he also unduly interfered with the political situation in the country. The criticism leveled against him was that he forced, on the Muslim League party, which was the majority party at the time of the integration of the provinces of West Pakistan into One Unit, a leader who was not prepared to join that party. He was notified by the Central Government to be the Chief Minister of the integrated province before the One Unit Assembly was constituted-a step entirely opposed to the parliamentary practice. In the ordinary course, the party should have elected him as its leader after the Assembly came into existence. It appears that some of the members of the Muslim League party had promised to support the said leader, but, when the Assembly was formed, this support was not forthcoming from the party as a whole. The result was that that leader formed the Republican Party, which consisted mostly of those members of the Muslim League party who left it not on any principle but on personal grounds.

18. As regards the interference by the Central Government, reference may be made to the attitude of the Muslim League party which was in the majority in the Constituent Assembly at the time the Muslim League in East Pakistan suffered a crushing defeat in the election of 1954. The imposition of the Governor's rule, soon after the United Front ministry took office, was an indication of the reluctance on the part of the majority party at the Centre to allow any other party to take office in the province of East Pakistan. Further reference to this interference will be made presently. There were also instances of interference by the Centre in West Pakistan, both before the integration into One Unit and after it, but it does not appear to us necessary to deal with those incidents. Suffice it to point out that such interference shows that the members of the party in power at the Centre were concerned more with maintaining their own position than with working the Constitution.

19. Sir Winston Churchill' is reported to have described the duties of a member of parliament as follows:

"The first duty of a Member of Parliament is to do what he thinks in his faithful and disinterested judgment is right and necessary for the honor and safety of Great Britain. His second duty is to his constituents, of whom he is the representative but not the delegate. Burke's famous declaration on this subject is well known. It is only in the third place that his duty to the party organization or programme takes rank. All these three loyalties should be observed, but there is no doubt of the order in which they stand under any healthy manifestation of democracy."

The members of the legislatures in Pakistan, on an average, with a few honorable exceptions, did not regard anyone of these duties as binding on them. They were, on the other hand, mainly concerned with their individual interests. Even in the first year of Pakistan, when the enthusiasm of the people for building up the new country was at the highest, personal rivalry started amongst the members of the party in power. This was more evident in the former Punjab and Sind provinces, where changes look place within the same ministry even in the early stages. In East Pakistan, the situation was a little better, but even there by the end of 1949, one of the ministers had to resign, and a tribunal, appointed to inquire into the allegations of misconduct, maladministration and corruption, recorded several findings against him. Earlier, in 1948, the Chief Minister of Sind was dismissed on similar charges, nearly half of which were held by a tribunal, appointed to try him, to have been established. Two other ministers of Sind, who were proceeded against under the Public and Representative Offices Disqualification Act, were found guilty of misconduct. The East Bengal Police Committee, in its report of 1953, refers to an instance; it had come across, of undue interference with the police and magistracy, by a minister in a case of rioting and theft. The minister who interfered was not in charge of Law and Order and yet he sent for the police and the District Magistrate to the Secretariat and had a long discussion with them regarding the grant of bail to the ac accused who was ultimately released on bail owing to the interest shown by the minister. Obviously, the person accused in that case had influence with the party in power. In 1948, the Muslim League party, which was in power throughout Pakistan, lost a bye- election in East Pakistan. Since then there were as many as 34 vacancies, but no other bye-election was held though the party remained in power (ill the beginning of 1954. Keeping these seats vacant was clearly due to the apprehension that the party would lose in the bye-elections. This was an example of a party contravening the conventions and principles of representative government in order to keep itself in power.

20. The administration of East Pakistan, in the days of the Muslim League ministry, was, on the whole, not as unsatisfactory as during the period of the other ministries which came into power as a result of the 1954 election. At that election there was a United Front consisting of different parties, the common object of which appears to have been only to drive the Muslim League out of power. In this they succeeded but as the union was not on any solid basis the United Front showed signs of disunity soon after its success. Within a

* Parliamentary Affairs, Vol. 9 (1955-56), p. 238.

few weeks of their taking office, however, the Central Government, which was still a Muslim League government as already pointed out, imposed the Governor's rule. The ground on which this step was taken was that the Chief Minister (the leader of the United Front) had made a speech, in Calcutta, which amounted to treason. Bui curiously enough, when the Governor's rule was lifted, the said gentleman was asked, by the very Prime Minister who had dismissed him earlier branding him a traitor, to nominate a member of his party to form the government in the province, though his was not the largest party in the House. By then, the United Front had broken up and several parties were ranged separately, with the result that no single party could, without aligning itself with some other groups, form a ministry. One would have expected the largest party to be asked to take office but that course was not followed, apparently because it did not suit the Central Government. Subsequently, the party so favored failed to get its budget through, but the Centre, instead of calling upon the leader of the largest party, which with others had formed the opposition, to take office, imposed Governor's rule for certification of the budget. After this was done, the same favorite party was again installed into office but it could not last beyond the period of certification (being three months), and had ultimately to resign. The solution lay in bringing the Muslim parties together so that a stable government could be formed, but the parties would not merge their differences as none was willing to give up its position of vantage. If these representatives of the people had the interests of the country at heart they would have settled their differences and not remained so divided that a section of the minority community could hold the balance As has already been seen, in West Pakistan the creation of the Republican party was again not on any principle but only on personal considerations. There also, in 1957, Governor's rule was imposed to save the Republican party from defeat. It was lifted only when the Republicans could safely be reinstated. These instances clearly establish what we have observed already viz., that members of the legislatures, with a few exceptions, were not imbued with the spirit of service to the country, or even to the constituency, but were concerned only with their own interests. As. in the parliamentary form of government, the Head of the Executive, i.e., the Prime Minister or Chief Minister, as well as the ministers depend solely on the support to the majority party, they had to keep that majority satisfied and for that purpose did interfere in the administration, and in some cases their interference was also for their personal advantage.

21……………………..

22.............................

23. In the Constituent Assembly, which passed the late Constitution there was not a single party which could by itself command a majority, although to every patriotic Pakistani it must have occurred that the time had come for a merger of the various interests in order to work the new constitution successfully. Provincialism and personal advantage had such a strong hold on the politician that he forgot his duty to the country, with the result that, even in spite of the accord which enabled the constitution to be passed, the party groups continued to exist and only coalition ministries could be formed. After the Constitution was passed one would have expected the Prime Minister, who was successful in piloting it, to be able to continue in office for some time, but hardly six

months passed when he resigned. The explanation given by him was that it had become increasingly clear to him that a section of the leadership of his party the Muslim League, was determined to create difficulties for him and he considered it a point of honor that he should vacate office as well as resign the membership of the Muslim League, though, in fact, a majority in the Parliament, consisting of members of other parties, was prepared to support him. The next Prime Minister who took office was dependent on sections of the House other than the one of which he was the leader. Hardly had he remained in office for about year when the members of a party other than his own, on whose support he was a dependent, dropped him. Blame for this state of affairs was laid at the door of the former President, but, as we have already indicated at the outset, it could not have been possible for anyone person to create a split, unless the party in which the split was created was itself vulnerable and did not have the real interests of the country at heart. This instability affected adversely not only the administration but also the prestige of the country in the international sphere.

24. A very small percentage of opinions (2.2 %) blame the Services for the failure of the parliamentary form of government. The allegation, however, was in quite general terms. It is quite possible that this criticism is based on the fact that the former President and his predecessor were both retired members of permanent Services, and in fact, a few of the opinions were to the effect that members of permanent Services should be debarred from standing for election to any office within five years of their retirement. If, on the other hand, it was meant that officers who should have stood firmly against the ministerial acts of mal-administration, misconduct and corruption even to the extent of threatening to resign, did not do so, that by itself hardly justifies the accusation that the Services were responsible for the acts of the ministers. Even in advanced countries, instances of such drastic action on the part of the officers can, in the nature of things, be very few, for, it is not easy for senior officers with families and commitments to change their occupation at a late stage in life. According to the statement about the nature and causes of the failure of the parliamentary form of government presented to us by the official delegation: "Government servants were victimized or favored in the personal interests, or on the recommendation, of the ministry's supporters, leading to complete demoralization of the services." There were, of course, cases of officers playing up to the ministers order to exploit the situation to their own advantage, but it cannot be said that they contributed to the failure of the parliamentary form in particular, as corrupt officers of that type would contribute to the failure of any form of government. The Services, in general, cannot, therefore, be condemned as having contributed to the failure of the parliamentary form of government.

25. We, therefore, conclude, as we began, with the observation that the real causes of the failure of the parliamentary form of government in Pakistan were mainly the lack of leadership resulting in lack of well-organized and disciplined parties, the general lack of character in the politicians and their, undue interference in the administration.

CHAPTER III

FORM OF GOVERNMENT - PARLIAMENTARY OR PRESIDENTIAL

Analysis of Opinions expressed

34. As for the form of government with which we are concerned in this chapter, only 21.3 % of the opinions favor the pure parliamentary pattern while 29.3 % want to have that form modified materially. 47.40% favor the presidential type of government and of the remaining 2 % who suggested dictatorship on the lines of the Khilafat. most of the witnesses added that, if that were not practicable, they would prefer the presidential system. It is remarkable that even those who advocated the pure parliamentary form in their statements before us admitted that, for the successful working of that system, well organized and highly disciplined parties were necessary and that for such parties to emerge in Pakistan it would take time. They also admitted that stability of government could be secured only with such parties; but they were hopeful that if elections were held regularly, the right type of representatives would be returned. According to some of these opinions we are so used to the parliamentary system, and such strangers to the presidential, that the safer course is to revert to the parliamentary type. In some of the statements made before us, fear was expressed that the presidential form would create deadlock, if it did not deteriorate into dictatorship as in the Latin American Slates. Some of the opinions in favor of the parliamentary form seem to us to have been influenced by an impression that India has been able to work that system satisfactorily, and that, therefore, there is no reason to doubt its success here.

35. Those who wished to modify the parliamentary form, while sharing with the pure parliamentarians their apprehension about the presidential type admitted that the right type of parties were not in existence prior to the Revolution and their emergence would take time, but they hoped that the system would work successfully if the changes they proposed were adopted. Their main proposals, which are indicated below, are however, ineffective, as shall be seen when they are discussed in detail. They are restrictions and control to be imposed on the number of parties and freedom of party affiliation incorporating the conventions into the constitution, statutorily prohibiting interference by the ministers with the administration, enactment of stringent laws against the misbehavior of the ministers and, finally, the President taking over the administration in emergencies and a few months prior to elections.

36. Those in favor of the presidential form appeared to be convinced that the parliamentary form, which had once failed, could not succeed unless disciplined parties emerged, which, according to them, would take a long time. Some of them recommended the presidential system only for a decade and suggested that provision should be made in the constitution for a revision thereof every ten years, while others were of the view that the parliamentary form did not suit our genius as the history of the Islamic countries shows that there was always only one person at the head of affairs. In this connection it was stated that the system of having a head of the state as well as a Prime Minister was bound to end in a clash of personalities, In addition to these views, a few opinions were also expressed, mostly in the statements made before us, suggesting blending of the two systems of government but these suggestions can be conveniently considered while dealing with the system of checks and balances.

Suitability of Parliamentary Form: Discussed

3.....7 In our opinion, we shall be running a grave risk in adopting the parliamentary form, either in its purity or with the modifications suggested, and we do not think that we can afford to take such a risk at the present stage.

38.........

39. It is not correct to say that we have been used to the British type of parliamentary form from a long time, for, prior to the coming into force of the Government of India Act, 1935, the government was in effect more of the presidential type. A certain amount of ministerial responsibility have, no doubt, been introduced in 1919, by what was known as Diarchy, in a few subjects of less importance, but even in those fields the Secretaries to Government, who were of the Secretary of State's Services, were given the right of audience with the Governor over the head of the minister whenever there was difference of opinion. When the Act of 1935 came into force in 1937, it brought in ministerial responsibility in the whole of the provincial field, but the Secretary of State's Services were still outside the control of the ministers. Governors in the provinces were given special powers and responsibilities with regard to these Services, while at the Centre the Viceroy remained supreme. Government of the parliamentary pattern was introduced only when independence was gained and how this system has not been worked successfully has already been explained in the first chapter. It is, therefore, in our opinion, idle to say that we have been so much used to the parliamentary type of government that we should continue to work it patiently, regardless of the fact that its immediate results will not be different from the recent ones.

40. As for the impression that this system has been a success in India, and, therefore, it ought to succeed here we can do no better than quote the following from The Approach to Self-Government by Sir Ivor Jennings'*:

"One of the reasons which enabled the British Constitution, suitably adapted, to work in India is that Indian politics are dominated by the Indian National Congress, a body which enjoys great prestige because it was the party of Mahatma Gandhi and is the party of Jawaherlal Nehru. What is more, it was the party which brought independence to India. During the struggles for that independence many Indian leaders obeyed the decisions of the Congress and suffered severely for their political views. It is a universal trait of human nature that one should feel greater loyalty to an institution for which one has had to make sacrifices than to one which has heaped honors on one's head in consequence of these factors, and in spite of all the conflicts of personality and power, which have been numerous since 1947, the Congress still dominate the Union and the great majority of the States. The absence of a strong Opposition is at this stage less relevant, though India may run into difficulties if the Congress either becomes corrupt or breaks up, because there is no Opposition ready to form a Government.

'pp 16-18

"If Pakistan had been able to produce a Constitution as quickly as India it might have followed the same road. Its leaders had. However a much more difficult task. It took over only three complete Provinces, Sind, Baluchistan and the North-West Forntier. It also had the larger slice of the Punjab including the capital city, Lahore, in Last Bengal, which contains more than half the population it did not even have the Provincial capital. Completely new administrations had to be built up in Karachi and Dacca. Even in Peshawar, Lahore, Hyderabad and Quetta, however, large numbers of public employees had been Hindus who migrated to India as soon as partition occurred. The new Central and Provincial administration had to be built up from a miscellaneous collection of local people and refugees from other parts of the subcontinent. What is more, while these organizations were being established extensive rioting broke out in many cities and all along the new frontier with India. The police were disorganized and there was no Pakistan army, for the battalions of the pre-partition Indian army had, as a matter of policy, been mixed racially, so that a battalion stationed at, say, Rawalpindi might contain a company of Muslims and companies of Dogras and Sikhs as well.

"The first year, therefore, had to be occupied in organization, and at the end of it Mohammad Ali Jinnah, whose position in the Muslim League was even more powerful than that of Nehru in the Congress, died. There was nobody of his status left in the League, but Liaquat Ali Khan kept the machine working until he was assassinated in 1951. Theoretically the Muslim League continued to dominate; but its lack of outstanding personalities, and the conflicts which arose among the lesser men, made it a mere shadow of what it might have been in the East Bengal election of March. 1954 it was practically wiped out and it became plain-even before the League failed to obtain a majority in the second Constituent Assembly elected in June, 1955—that Pakistan would follow a different road from India. It would not have two strong parties, as in Britain, nor one strong party with a variety of Opposition groups, as in India, but a handful of competing groups".

41. The dearth of leadership in our country, referred to by Sir Ivor, was due to a chain of adverse circumstances that hampered our progress in the past. After 1857, the Muslims of this sub-continent had to face hardships as it was thought by the government of the day that, unless they were put down ruthlessly, there might be another mutiny. This policy completed the degeneration of the Muslims, which had already started after the break-up of the Mughal rule. As long as Persian was the court language, Muslims had occupied high offices, but with the introduction of English they were at a disadvantage, as they would not learn anything that came from a foreigner who had crushed them, whereas the Hindus forged ahead in education and business and, in course of time, came to occupy almost all the best places in the administration and the professions which were open to Indians. Though the advance in education was confined to the higher castes amongst the Hindus, yet the progress made by that class was phenomenal, and ideas of self- government spread and the Nationalist movement gathered momentum. The Muslims did not join the Hindus in their movement not because they had no desire for independence, but because they feared domination by the Hindus. This apprehension was fully justified

as all attempts to persuade the Hindu majority community to deal fairly with the Muslims had failed. The Quaid-e-Azam, who himself was once an ardent Congress-man. came to the conclusion that the interests of the Muslims would not be safe in the hands of the Congress though that body had professed to be entirely non-communal. The result was that the Muslim community as a whole did not participate in the freedom movement to the same extent as the Congress which, on account of its continuous effort for gaining independence, had to organize itself and consequently acquired experience of leadership and party discipline. It was only from 1937 onwards that the Muslim League came to the forefront under the leadership of the Quaid-e-Azam. This was too short a period for any substantial leadership to emerge. Therefore, at the time Pakistan came into being, we did not have a sufficient number of persons experienced in the political field.

If the Quid-e-Azam had lived for a few more years or at least that Quaid-e Millat, who had been trained by the Quaid-e-Azam, had not been snatched away from us, we might have fared better. A strong opposition, which can form an alternative government, is one of the requisites for successfully working the parliamentary form, and, as Sir Ivor Jennings has pointed out, even in India, owing to the lack of an effective opposition, difficulties might arise the moment the Congress loses its position as did the Muslim League here. That all is not well with the Congress in the Indian States appears from the following extract from a speech of the Speaker of the Lok Sabha reported in the 'Statesman' of January the 2nd, 1961:

"Though we have settled down within a short period comfortably and have been working democratic institutions pretty well in our country since we attained freedom and have given unto ourselves a democratic constitution, the affairs in all the States arc not what they should be or could be desired.

"People may soon become sick of the changes in Governments caused by the manipulations of support for persons or groups to gain or regain power. If there is a constant fight for power, the people will get nothing from the Government of the day. The ruling party, as a whole, may get into disrepute on account of the factions.

"The only remedy seems to be that once .a leader is elected, he ought not to be disturbed so long as that party continues to have a majority in the legislature, except for gross misconduct.

"Otherwise his rival who had been defeated in the elections for leadership of the party would go on trying to gather support for himself and try to overthrow the successful candidate and the vicious circle will continue".

42. The modifications suggested by the second group of parliamentarians, to which reference has already been made, include the suggestions in the opinions expressed with regard to question No.2 in the questionnaire, namely, the steps to be taken to prevent the causes that led to the failure of the parliamentary system, which we, in the second chapter, promised to consider here. The said modifications may be grouped in the main as follows:—

(a) control of parties by restricting their number and requiring their registration;

(b) restriction of the change of party affiliation by imposing the obligation to resign and stand for re-election;

(c) conventions obtaining in the United Kingdom should be incorporated in the constitution;

(d) statutory prohibition of interference by the politicians and the ministers in the day-to-day administration, and stringent laws for punishing them for misconduct;

(e) provision against interference by the President except during an emergency and a few months preceding the elections, when he should have the power to take over.

Some of these changes would materially alter the parliamentary form of government; and none of them, as shall be seen presently, would give us the desired result, namely, the stability of government and firmness of administration.

43. The proposal to restrict the number of parties is apparently based on the desire to secure a two-party system, but the question is: on what principle can this restriction be imposed? How are the two parties, which can be recognized, to be defined? If it is said that there shall not be more than two parties and a number of parties apply for registration, on what ground is the officer, authorized to register them, to prefer two and reject the rest? In England and America, there is no restriction as to the number of parties, but the electorate divides itself mainly between the Conservatives and Labor in England and the Republicans and the Democrats in the United States. As regards the control on parties, it could be only with regard to the number of members, finance and accounts and policy, but that does not secure stability of its support. A party may satisfy the registering officer in the matter of organization and policy, etc., and yet, at the crucial moment, its members may so withdraw support from the leader as to make him fall, not on any principle, but on purely personal considerations.

44. As for the restriction on party affiliation, a person, who is discontented with the leader of his party, if prevented from openly going over to another group can easily circumvent that restriction by absenting himself at the crucial moment. In the past, not only did individuals cross the floor but parties also became divided. For instance, in the old Punjab Province in 1949, some of the members of the Muslim League formed, with the Chief Minister who was dismissed, a separate Party called the Jinnah Muslim League. Similarly in East Pakistan, the Awami League, which was the largest party in the House at the time the Governors rule was lifted in 1955, ran into difficulties because some of its members formed a new party called the National Awami Party. Now, if such divisions in parties are to be prevented by law, then a member of the legislature will lose freedom of party affiliation, which is necessary for the satisfactory discharge of the duties of a member of parliament to which reference has already been made in the first chapter. Some of the members may justly feel that the policy proposed to be followed by the majority party is harmful, and a declaration by them that they would leave the party may have the desired effect of preventing that policy being followed. But if the proposed restriction is imposed, it is most unlikely that an average member of the legislature would

think of giving up his seat, however strongly he may feel against the policy followed by his party.

45. Regarding the proposal of embodying in the constitution, the conventions observed in England, the first thing that has to be pointed out is that conventions are only usages and understandings which, as Lard Bryc observes, "no writer can formulate." Secondly, a convention is not a precedent which is always followed, for, as painted out by Keith* in his "British Cabinet System."

"It may be departed from, because it no longer accords with development of the constitution, when a new usage may be created and itself be followed until circumstances alter."

That being so, adoption, as statutory provisions, of usages which are liable to change with the circumstances, would create difficulties. In 1932, when there was a coalition government in England, it was agreed by the members of the cabinet that they had the right to speak and vote against a proposal of the majority which became the proposal of the government. This "agreement to differ" was a clear departure from the rule of collective responsibility, but Sir Ivor Jennings regards it as an exception capable of application only where conditions are similar. This agreement was not considered un- constitutional in England. In the late Constitution, Article 37(5) adopted the English convention, of the collective responsibility of the cabinet, as a statutory provision, but not long after the coming into force of this constitution, the members of the central cabinet started making speeches in public over the One Unit question which indicated that they were no longer of one opinion on that important issue. The then Prime Minister supported the One Unit while some of the members of his cabinet made speeches clearly indicating that One Unit should be broken up. This disagreement stands on the same footing as the "agreement to differ" referred to above, but, while in England it did not become unconstitutional because the collective responsibility there was only a convention, here the disagreement in the cabinet, on the question of One Unit, was clearly unconstitutional as it was a breach of a provision of the constitution. This instance indicates how unwise it is to incorporate, in the constitution, usage which spring out of peculiar circumstances and are likely to be changed when the circumstances change. Apart from these difficulties, we fail to see how, by adopting certain known conventions as statutory provisions we would secure stability of government when, as we have said above, we do not have the type of leadership as well as membership of the legislature required to successfully work the parliamentary form. Till the average member of the legislature develops a sense of political responsibility and ceases to put political pressure on the ministry for his own ends, even definite provisions of the constitution are likely to be disregarded.

46. Statutory prohibition of ministerial interference with the day-to-day administration would create difficulties, as circumstances may arise requiring the minister's attention, to be given to an administrative detail. In England, there is no such prohibition, but no minister thinks of interfering in the day-to-day administration unless

---

* P-7

questions of principle arise. Normally, the administrative details are left to the permanent Civil Service and the experts. If a doubt arises, the point is referred to the minister who, before taking a decision, is advised by his office and experts as to the likely consequences of different courses of action. It thus depends on the sense of responsibility of the ministers and members of the legislature as to when, and to what extent, there should be interference. In England, an average member of the parliament would not think of asking a minister to interfere where questions of principle do not arise, and, if any member does so, disobliging him would not affect the position of the minister as the other members would be with him. But here, it would be otherwise. Further, when allegations of interference are made against ministers, subtle questions, as to where policy ends and its implementation starts are raised. This was the experience of the Tribunals which tried some of the ministers in the past for maladministration, misconduct and corruption. The tendency of the ministers was to interfere in matters of transfers, promotions and such other details, in order to keep their political supporters satisfied. It would be of little comfort to an average member of the legislature, who approaches a minister to interfere in the matter of a transfer or appointment as a favor, to be told that there is a prohibition against it. He would prefer to support a minister who would not hesitate to disregard such prohibitions and, therefore, there would be instability, if the minister refuses to interfere or undue interference if he yields to such requests.

47. As regards an enactment for punishing ministers for misconduct and corruption, past experience shows that such a statute was used as a political weapon against those ministers whom the party in power wished to remove. Previous sanction of the Governor- General was made necessary, for institution of such proceedings, because to give the right of initiation direct to every citizen was not in the interests of administration. However, enactments of this type would be a deterrent only against a minister being corrupt and not in respect of interference and mal-administration to keep himself in position. Even if he is so deterred, instability cannot be avoided, as the member of the legislature concerned would cease to support him. Further a minister bent on interference can find many ways of exerting his influence without leaving a trace of it on the file.

48. It now remains to consider the suggestions made with regard to the head of the state in a parliamentary form of government. One of the suggestions is that there should be a specific provision in the constitution preventing interference by the President. Such a general prohibition may not be conducive to the welfare of the country, for, the party in power, though in a majority in the House, may have lost completely the confidence of the nation, and, if the head of the state cannot interfere, there would practically be a rule of the few as against the wishes of the electorate according to Dicey, the sovereign in England does possess the right to dismiss a ministry if it has lost the confidence of the people despite its retaining a majority in the Parliament However, no head of the state would flagrantly disregard a constitutional provision; as that would make him liable to impeachment, but, occupying the position he does, it would always be possible for him. If he is so inclined, to interfere behind the scenes. After the late Constitution came into force, it was often alleged that the first President of the Republic was indulging in such activities, and we cannot say that that allegation had no basis. Another suggestion made in this regard was that the President should take over the entire administration three

months prior to the expiry of the term, of the legislature which would end in a general election. This proposal, which came from an ardent parliamentarian, for securing fair and free elections, implies that a Prime Minister who has held office for over four years cannot be trusted to act honestly just preceding the elections. If that be so. how can one rely on him to act honesty in the earlier part of his tenure whenever his position is threatened. If, at the close of his tenure, his desire, to get re-elected and also to facilitate the re- election of his party, is going to lead him away from the path of rectitude, there would be nothing preventing him, even at an earlier stage to act dishonestly whenever danger to his position arises. As regards the period during which the President is to be in charge of the entire administration, it has to be borne in mind that, according to this proposal, there would be no legislature to restrain him during that period. The question, therefore, arises: what is to be done should the President, after taking over the entire administration, feel tempted to continue as the sole ruler for a period longer than three months? It was, no doubt, proposed by the same ardent parliamentarian that, to avoid such a contingency, it should be provided in the constitution that the President can hold office only for one term and, thereafter, he should retire from active life in lieu of an adequate pension. We think that it is very difficult to secure a person to hold office just for a term of four or five years and then to disappear from active life altogether. In this connection, it is convenient to consider the opinion expressed by some of the presidentialists that in our country if there are two persons at the head of affairs, one as the constitutional head and the other as the actual head of the executive, there is bound to be a clash between them. In our opinion, there is considerable force in this view. What is required for the successful working of the parliamentary form of government is an impartial head of the state, who keeps himself above party politics, but an elected head of the state is hardly likely to remain aloof. The well-known Labor leader, Herbert Morrison,' in his. "Government and Parliament", while dealing with the question whether the head of the state in England should be the hereditary sovereign or an elected President, points out:

"Popular election would give the President too much authority at the expense of the Government and Parliament. In any case there would be every possibility of friction and party bargaining of the kind seen in the election of the French President in 1953."

It is remarkable that British parliamentary form has worked well in the monarchical countries in Europe, while, in the republics of Europe where it was adopted, it has undergone a change. A constitutional monarch is trained to play the role of an impartial head of the state and, as far as his position and privileges are concerned, they are above controversy as he is the first citizen and this position continues till he either abdicates or dies. An elected head of the state must naturally be a person who commands the confidence of the people, and if he happens to be a strong person and the Prime Minister, who equally should have the confidence of the people, is also equally strong, clashes between them, particularly in a country like ours, where the sense of political responsibility has yet to be developed fully, are bound to occur. Our past political history, short as it is, bears this out. As long as either the Prime Minister or the Governor-General was not a strong personality, there was only one person, for all practical purposes, at the

---

*p. 88.

head of affairs. But, after the late Constitution came into force, there was friction, as both the President and the Prime Ministers were strong personalities. It is note-worthy in this connection that in India, where the parliamentary system is in force, the present Prime Minister has, from the day of Independence until now, completely eclipsed the head of the state, who, it is significant, has himself raised the question whether he has not. Under the present Indian constitution more powers than the sovereign in England. However, as long as the parties are not disciplined and organized enough to stand together against autocratic acts, an elected head of the state in the parliamentary form of government has much scope to indulge in party politics if he is so inclined.

Suitability of Presidential Form : Discussed

49. It, therefore, appears to us that we should have a form of government where there is only one person at the head of affairs, with an effective restraint exercised on him, by an independent legislature members of which, however, should not be in a position to seriously interfere with the administration by exercising political pressure for their personal ends. Such a system is available in the presidential form of government which has been successful in the United States of America. Under this system, the President, who is directly elected for a fixed tenure, is vested with executive powers which he exercises independently. The legislature, on the other hand, is entirely independent of the President and at liberty to criticize his administration. It can assemble according to its own programme and rules and need not wait for a summons from the President, and the Upper House has to approve of the appointments and treaties made by the President with regard to legislation, it has this power that two-thirds of its members can overrule the veto of the President. This is the barest outline of the system as practiced in America. As to whether this system in its entirely, would suit us, or it is necessary to modify it, will be the subject of another chapter. Suffice it to indicate at this stage that whatever modifications we may adopt, we cannot, if we want to have a democratic form of government, make the legislature ineffective. It should be in a sufficiently strong position to act as a check on the exercise by the executive of its extensive powers, without at the same time affecting the firmness of administration. It is quite a legitimate question to ask as to how this system can work when the ordinary politician is not likely to change his outlook in the immediate future. The answer is that, once the opportunity of exploiting the membership of the legislature for extracting advantages from the executive is removed, persons who would stand for election would be those who are capable of understanding, and desirous of performing, the legislative duties and not those who, as in the past, regard their election as an investment for drawing dividends from the executive. It must, of course, be pointed out that, even in a presidential form, a member of the legislature does have influence with the administration; for example, in the United States of America instances of Senators having wielded influence with the White House are not rare. But the fundamental difference between this system and the parliamentary form is that while, in the latter, the head of the executive is solely dependent on the continued daily support of his majority party, the President, in the presidential who form is also a representative of the people, is not dependent, for this continuance in office, on the legislature. If the legislature goes against him, he may have to yield if he wishes to avoid a deadlock, but a Prime Minister, however, strong his position can easily be shaken out of

office on the very next day without justification, if something untoward happens and the majority of his party withdraws support over-night. It was this compelling necessity of keeping the majority of his party satisfied that made many a minister in the past depart from the straight path. We think that many of the ministers, who held office during the period under review, would have acted on the right lines if they were not so utterly dependent on their supporters. Further, under the presidential form, administrators can be selected from amongst the ablest of men available and not necessarily from amongst the members of the Parliament, while the Prime Minister under the parliamentary form may not be a man of great merit, nor can he, in his turn, select his ministers only on merit. There the criterion would be the support one gets from the party. But it must not be overlooked that the President under the presidential form cannot ignore the members of the legislature. On the other hand, he must have influence in the House sufficient to afford facilities required for the purposes of legislation, especially the passing of the appropriation bill. In the nature of things, he will be the leader of a party and he must also carry the other representatives of the people with him, as he is both the Head of the State and Prime Minister rolled into one. A very heavy responsibility, therefore, rests on him. Franklin D. Roosevelt* is reported to have stated before his first election:

"The presidency is not merely an administrative office. That is the least of it……..It is pre-eminently a place of moral leadership. All our great Presidents were leaders of thought at times when certain historic ideas in the life of the nation had to be clarified………without leadership, alert and sensitive to change, we are all bogged up or lose our way".

It is, therefore, necessary for the President, under the presidential form, not only to lead the people but also to be led by them by responding to public opinion. These heavy responsibilities, we think, can be discharged only when the President is capable of acting with both courage and humility. As far as the administration goes, he is the government and is responsible for the acts of its ministers. It becomes his duty to see that his ministers do not, as did the ministers in the past, lose themselves in administrative detail instead of giving prominence to policy which is their principal domain. Having regard to the extent of responsibility that rests on the shoulders of the President, we feel that it is essential that he should have a Vice-President, with definite duties, to relieve him. We, therefore, consider that there should be a Vice-President to whom the President can delegate some of his functions.

50. The role which the legislature, under the presidential form, has to play is no less in importance as it controls the purse, legislates for the country and can criticize the administration. These duties of the members of the legislature should discharge with a sense of responsibility. Many of the parliamentarians examined before us laid stress on the possibility of deadlocks arising between the President and the legislature under the presidential system. They went to the extent of characterizing this possibility as more disastrous than the instability of government under the parliamentary form. The presidentialists on the other hand, were quite hopeful that, with a system of checks and balances, smooth government would be possible. As shall be seen in the chapter dealing

*"President and Congress: The Conflict of Powers" by Joan Coyne Maclean. P-18.

with checks and balances, it is possible to make suitable provisions in the constitution to avoid deadlocks as far as possible.

51. It was also stated by the parliamentarians that the presidential form has greater propensities for deteriorating into dictatorship. As the President under that form is not removable except by impeachment before his term of office expires, it is said that there are greater chances of his becoming a dictator than under the parliamentary form which affords facilities for a quiet change of government. Under either system, the President can be removed only by impeachment and he has to have control of the armed forces. If, therefore, he wants to play the role a dictator, completely disregarding the will of the legislature as well as the public opinion in the country, he must have the support of the armed forces, and if once he is able to secure that support, he can become a dictator whether the form of government is parliamentary or presidential. As a matter of fact, the civil government was dismissed, and the present regime installed, by the President of a parliamentary form of government; and the acts of interference, alleged against the former President and his predecessor as being dictatorial, were also performed under the parliamentary form.

52. As already stated, the parliamentarians, while opposing the presidential system, referred to the Latin American Republics in support of their contention that the presidential form can easily deteriorate into a dictatorship, but the conditions in those countries are entirely different from ours. Lord Bryce, in his "Modern Democracies", while dealing with these Republics observes as follows:-

"The inhabitants of these Spanish colonies began their career as independent Slates without political training or experience. There had been no national and very few local institutions through which they could have learnt how to manage their own affairs. Spain had not given them, as England had given to her North American colonies, any town meetings, any municipal council any church organizations in which the laity bore a part. Associative bonds to linkmen together did not exist, except the control of the serf by his master. There were regions in which society, hardly advanced from what it had been in mediaeval Europe, did not possess even tribal communities much less any feudal organizations, such as those out of which European kingdoms developed. There was, in fact, no basis whatever for common political action the brand new constitutions which a few of the best-educated colonial leaders had drafted on the model of the United States Constitution did not correspond to anything real in the circumstances of these new so- called republican States.

The long guerilla warfare, in the course of which the insurgent colonists had worn out the resources of Spain till she gave up the contest in despair, had implanted in all these countries military habits, had made the soldier the leader, had accustomed the inhabitants to the rule of force. No one thought of obeying the law, for there was no law except on paper. Force and force only counted. The constitutions had provided elected presidents and elected legislatures, and courts of law, but what were such institutions without the

* Vol. 1, pp. 211-212.

sense of legal right, the means of enforcing it, and the habit of obedience to legally constituted authority?"

It certainly cannot be said that the conditions in Pakistan are the same as those in the Latin American Republics. In this sub-continent, after the government of Great Britain took over from the East India Company, self-governing institutions and the rule of law were introduced. Municipalities and Union Boards come into existence, and the civil administration was kept entirely separate from the military and, therefore, military habits were not implanted in this country. On the other hand, one of the institutions for which the people, including the armed forces, have always had the greatest respect, is the judiciary. That being so, it is not correct to compare our position with that of the above- said Republics, in which the presidential system was introduced at a time when there was no respect for law and order. If the British had not introduced the rule of law and the self- governing institutions when they took over from the East India Company, perhaps, in this sub-continent also military habits might have developed. The armed forces in this country have been, from the beginning, in favor of a democratic form of government. It has been explained by the present President that he, as the head of the army, was, on more than one occasion, asked to take over by the then heads of the state and still he desisted, and when he did take over in 1958. he promised to restore popular government after stabilizing the conditions in the country, and the fact that this Commission was appointed indicates that he is going to carry out that promise. It is heartening to find that the opinion of the armed forces placed before the Commission is in favor of a representative form of government.

Note of Warning

53. We should, however, like to sound a note of warning. Our recommendation that the presidential form of government may be adopted does not mean that we regard it as a fool-proof scheme, which would avoid any constitutional breakdown in future. We recommended that form of government because, on a careful consideration of the possibilities and the probabilities of the situation and the experience we have gained during the past few years since Independence, we consider that it is a safer form to be adopted in our present circumstances. We are certainly not pessimistic about the future but we are convinced that unless we evolve a system of checks and balances, which, while preventing deadlocks between the legislature and the President, provides a healthy restraint on the exercise by the executive of its powers, there will be difficulties in working this form of government also. In order to determine the question of checks and balances it is necessary first to deal with the question whether the system of government should be unitary or federal and whether he legislature should be unicameral or bicameral.......................................

CHAPTER IV

FORM OF GOVERNMENT-UNITARY OR FEDERAL

54..

Analysis of View

55. In the questionnaire, the difference between federal and quasi-federal was not pointed out, but the trend of opinion clearly shows that the federal form was regarded, by those who replied to the questionnaire, as equivalent to the form adopted in the late Constitution, and that was also the standard kept in view by those who made statements before us.

On an analysis of the various opinions, both in the statements recorded by us and the replies to the questionnaire, we find that the preponderance of view is in favor of the federal form with a centre as strong as, if not stronger than, that of the late Constitution. Tabulating the opinions, irrespective of their being in favor of a parliamentary or a presidential pattern, we find that 65.5% were in favor of the federal and 34.5% in favor of the unitary form. Regarding the units of the federation, 88. 4 % were for the two units as they existed at the time of abrogation of the late Constitution-East and West Pakistan- while 8.6% favored the breaking up of the One Unit. 2.3% wanted to break up both East and West Pakistan into several units, while 7% suggested that East Pakistan should be broken up into units but the One Unit of West Pakistan should be preserved. As regards the distribution of powers, which gives an indication as to whether it should be a federation of a strong, or a loose type, the opinions were as follows. Distribution of powers as per the late Constitution was favored by 53.5%; while 8% were for giving the Centre more subjects than as in the late Constitution; 3.2% were for giving the residuary powers also to the Centre, while 1.2% wanted to empower the Centre to withdraw powers from the provinces. Thus 61.5% were in favor of a Centre as strong as, if not stronger than, that of the late Constitution, while 38.5% opined that the provinces should be autonomous; the powers of the Centre being confined to Defense, Foreign Affairs and Currency. Of the witnesses examined before us, however, there were only 23 who were in favor of such a weak Centre-18 from East Pakistan and 5 from West Pakistan. The rest of the opinions of this subject came from the replies-765 out of a total number of 1,357 from East Pakistan and 194 out of 974 from the West.

56. Views expressed in favor of a unitary government may be stated as follows, Pakistan was demanded, and achieved, on the fundamental basis that the Muslims of the sub-continent constituted a nation and were, therefore, entitled to the right of self-determination in areas where they were in a majority. That being so, it is but necessary to have one government though the two wings are separated by over a thousand miles of foreign territory. The differences in language and the regional interests, which have existed and unfortunately been encouraged during the past years, can best be subordinated to the national interest only by having a unitary form of government. The official delegation strongly advocated this type and, is doing so. pointed out that a very disquieting feature of the political development in this country over the past years was the growing power of the provinces in opposition to the authority of the Centre, resulting in

administrative friction. It was also slated that, in the provincial legislatures, the Centre used 10 be attacked by the provincial ministers in order to divert the attention of those who were inconvenienced by the faulty administration of the province.

57. As against the unitary form, the following views were expressed for a federal form. A unitary form of government is practicable if the country is one compact area. The geographical position of the two wings of Pakistan makes the federal form inevitable as, otherwise, administrative difficulties would arise apart from confirming the people of the East wing, in their present feeling of being treated as a Colony, as the Capital is situated in West Pakistan. As regards administration, a high degree of decentralization would be necessary and, if there be no provincial legislature, with powers of criticizing the administration, the officers would become autocratic. One parliament would find it difficult to legislate for the entire country, especially during emergencies. The manner in which the development of East Pakistan was handled in the past has shaken the confidence of that province in the Centre, and to overlook the distrust and suspicion that has crept in would be extremely unwise.

Discussion of the Problem

58. There is no part of the subject of our enquiry which seems to us to present greater difficulties than the question whether the form of government should be unitary or federal as, in the controversy, feelings appear to run high. That was apparently the reason why 959 replies took the extreme view in favor of a very weak Centre while, during our enquiry, when the several aspects of the question were fully discussed with the witnesses, only 23 favored that view. It will be convenient to consider this minority view after dealing with the main question of a unitary form of government versus the federal variety of the late Constitution.

59. It is necessary, at the outset, to refer to certain facts which constitute the background to the main issue. After 1957, when the British Sovereign took over from the East India Company, a unitary form of government was established in British India. As a result of the reforms introduced in 1919, the provinces were given certain powers and, very soon, the demand for more powers for the provinces assumed an important role in the general scheme of agitation till at last provincial autonomy became the objective. Though the majority community, while referring to the future Constitution of India, had expressed itself in favor of a unified strong Central Government, yet its immediate objective was provincial autonomy as the first practical step towards independence. The Muslim community was all along for provincial autonomy in order to avoid domination by the majority community. Thus political activity centered round the provinces getting all the powers to manage their provincial affairs, but this goal was not reached though the Government of India Act, 1935, except in certain matters, gave the provinces extensive powers. When, out of the undivided India, two self-governing dominions emerged, the system of government was still of a federal variety with a very strong Centre. The people of East Pakistan, who had worked wholeheartedly for the achievement of Pakistan, finding themselves free from the domination of the Hindus, were quite prepared to follow the Quaid-e-Azam for strengthening their newly won independence. In spite of the

country being divided into two parts, separated by more than a thousand miles of foreign territory with the capital located in West Pakistan, a feeling of oneness was very much in evidence when the Quaid-e-Azam visited Dacca for the first time after Pakistan was, achieve. During his stay in East Pakistan, people came from remote places in the interior to see the Father of the Nation. Addressing them, the Quaid-e-Azam amongst other things, referred to East Bengal's feeling of isolation from the rest of Pakistan and said:

"I have only come here for a week or ten days this time, but in order to discharge my duty as the Head of the State I may have to come here and stay for days, for weeks and similarly the Pakistan Ministers must establish closer contact."

These were the words of a statesman, and, had he lived longer, he would have not only implemented them but would have brought about such a change of heart that the present feeling, amongst the people of East Pakistan, that their province is regarded as a colony would not have arisen. It is regrettable that, after his death, his proposal of the Head of the State or ministers staying in East Pakistan for longer periods, was not given effect to. The visits of the Heads of the State, and the central ministers" were only for short periods and at no time did any minister of the Centre stay there for even a month continuously. It is a matter for serious consideration whether the President and the Vice- President should not stay in Dacca, by turns, for at least a few weeks at a stretch, and that it should also be arranged amongst the ministers, that one or two of them, by turns, should similarly, stay there at least during that portion of the year when the President, or the Vice-President, does not do so. The object of the suggestion is to have a part of the central administration working in the province so that the people may not feel that they are isolated because the capital is located in West Pakistan. We understand that there is a proposal to set up a subsidiary capital at Dacca but we have not, before us, any definite scheme and we do not know as to what exactly would be the effect of such a capital. We suggest that there should be a section of the Central secretariat, especially of those departments dealing with nation-building activities, stationed at Dacca so that delays in administration may be avoided. We do not propose to draw up a scheme ourselves but we feel that, if the suggestions that we make in this regard are accepted, and, as a result thereof, a machinery is always available to the people of the province, it will have a healthy effect on the public mind and will go a long way to remove the feeling of isolation. As regards the session of the Parliament, we would adopt article 50(1) of the late Constitution, under which at least one session in each year was to be held at Dacca. We understand from one of the members of the Commission that a scheme for establishing a marine academy in Chittagong, which had been previously sanctioned, is now being given up. If this is so, we would suggest that government should reconsider that decision.

60. However the fact of the location of the capital of the country in the Western part, far away from the Eastern province, and the striking disparity between the two wings in the matter of industrialization, was exploited by the politicians of the day, and by certain non-Muslim elements. The latter being unable to reconcile themselves to the idea of Pakistan, created, amongst the people of East Pakistan, the impression that, as a result of

*Speeches by Quaid-e_Azam Mohammed Ali Jinnah, Governor-General of Pakistan, P.63.

neglect by the Central Government their province, in spite of its superiority in numbers as well as its capacity to earn more foreign exchange, was far behind the other part of the country in the field of development. Such propaganda met with success, as the people, having emerged out of a condition of utter dependence, saw and heard that in West Pakistan the progress in the industrial field was greater than in their own province. During the British days, the policy of the undivided Bengal government seems to have been not to industrialize East Bengal. It is remarkable that, although that province is the main jute growing area, ali the jute mills, were, at the time of Independence, in and around Calcutta. In the Punjab, on the other hand, industrial development had gone on and a number of non-Muslims, who had established factories, migrated to India when the division took place and the evacuee property was occupied by the refugees as well as by local persons who started working the existing industries. As a result of there already being industries in existence in West Pakistan, further industrial progress was quicker in that area than in the East where they had to make a start for the first time. Having regard to the fact that the work of industrialization could be handled more rapidly in the West than the East, larger amounts were allocated by the Centre to the Western wing. From information laid before us it is seen that in 1948-49 and 1949-50 though 8 crores and 21 lacs were allotted to East Pakistan as against 13 crores and odd given to the West, nothing was drawn by the East Pakistan government whereas West Pakistan utilized about 11 crores out of the amount allotted to them. In 1950-51,1951-52 -and 1952-53, East Pakistan utilized fully the amount given to them, but in 1953-54, 1954-55 and 1955- 56, the amount that was actually drawn by the government or East Pakistan out of the amount allotted came up to only about 50%. In 1956-57, while 20 crores and 69 lacs was the amount sanctioned, the amount drawn was only 8 crores 47 lacs. In 1957-58, it was a little higher. It is significant that, in the budget speeches for 1949-50 and 1950-51, there was no real complaint against the Centre with regard to these allotments. On the other hand, speaking on the budget estimates of 1951-52 the then Chief Minister acknowledged the help rendered by the Central Government to meet the financial difficulties, but in the speeches of the subsequent years there was a note of discontent.

61. There is a feeling in East Pakistan that the Centre delayed the financial sanction of the schemes in order to prevent the province utilizing the allotments fully. The official point of view, on the other hand, is that there were, no doubt, cases of delay by the Centre, but the main reason for the province not having been able to use the full amount allotted to it was the delay in the preparation of schemes coupled with the fact that the provincial ministers did not consider promptly those schemes in which they, or their party, were not interested. In this connection, it was pointed out that the development of North Bengal was so badly neglected in the past by the party in power that the people of that region went to the extent of demanding that their part of East Pakistan should be made a separate province with a separate Governor. It was explained that schemes submitted to the Centre were defective owing to the dearth of experienced officers and that, on account of those defects, sanction was naturally delayed as the Centre could not allow expenditure without the central co-coordinating authority certifying that the schemes were in accordance with the plan.

62. As the witnesses examined in East Pakistan gave us the impression that they had very strong feelings in this matter and felt very much aggrieved. We, at first, thought of going into the question fully in order to determine which of these versions was true. But, on further consideration, we gave up that idea, as we felt that an inquiry at this stage would do greater harm than good. Prejudice which seems to have taken root, can, we think, be removed more by practical steps taken to dispel doubt and suspicion than by any verdict we can record on the events in the past. As for the work of development here is the second five year plan, in which the respective spheres of development in the East and the West are clearly indicated, and we have been told on behalf of government that a scheme of devolution of funds had already been drawn up which would speed up the sanctioning of expenditure. The idea, which seems to have gained ground in some quarters in West Pakistan that the people of East Pakistan would ultimately secede from the West should be dispelled as, in the nature of things, the average Muslim of East Pakistan cannot be thinking of placing himself in the position in which he was prior to Independence. Similarly, East Pakistanis should be assured that it is no true that West Pakistan does not care for them or their interests: Unfortunately, a few instances of indiscretion, on the part of a few officers in the early years of Pakistan, created this impression amongst the intelligentsia, which seems to have been kept alive by certain parties bent on promoting friction between the two wings. To restore mutual trust and confidence between these wings, a system facilitating frequent visits by the various strata of intelligentsia from one side to the other would be, in our opinion, of great help. Similarly, frequent visits by the students, of either wing to the other, will also help in the removal of misunderstanding.

63. But ail these measures will take time to produce results and, till that stage is reached, the present state of feeling cannot possibly be ignored. Persons who advocated the unitary form of government regard the adoption of the federal form that existed at the time of the Revolution, or even before the late constitution, as an adverse step as far as the relations between the two provinces are concerned, and they think that the unitary form is the solution. According to them, these prejudices will disappear if there is one uniform administration all over the country, whereas, if the old system is revived, the provincial feeling well gain strength. We are unable to agree with this view. There are two points which the framers of a constitution should always keep in view. One is that the scheme devised should be workable and the other that those for whom it is intended should be prepared to make it work. Any constitution lacking in these qualities will not be successful. It is our considered opinion that if we impose a unitary form ignoring the state of feeling in East and West Pakistan we would be driving the average Muslim of East Pakistan into the arms of the extremists and the disruptive elements which are active in that province. A veteran political leader, who is respected in all circles, stated before us-

" .... if the Centre can satisfy the people and remove the distrust then unitary form of government may work, but so long as this lack of trust remains, the federal form is the proper form."

He was in favor of following the late Constitution as regards the distribution of powers. The fact that 65.5% of opinion is in favor of a federal form is an indication of

the inclination of the people and we feel that to ignore this preponderance of view would be an extremely rash step, specially when, even apart from the doubt and suspicion we have dealt with, the unitary form of government is not practicable in Pakistan.

64. Under a unitary form of government, there would be decentralization on an extensive scale without a provincial legislature to act as a check on the officers in order that they may not become autocratic. When this aspect of the matter was put by the Commission to the witnesses who advocated the unitary form, including those who appeared on behalf of government, our attention was drawn to the Governor's Council constituted under the Basic Democracies scheme, and it was said that that body could be utilized by persons having grievances against officers for bringing their facts to the notice of the Governor. But the Governor's Council, even if its members happen to be bold enough to criticize the officers of the province before the Governor, being a nominated body, will not command the confidence of the people, and, consequently, that body would not give satisfaction to the province. As for the parliament, where the representatives of both the regions will be present, it would hardly have time for question to be asked with regard to administration as would be the only legislature in a unitary from and, therefore, busy the whole time with legislation for the whole of Pakistan. In this respect, the case of West Pakistan is more in point. This province consists of four former provinces and the people of these regions complained to us that sufficient decentralization had not yet been made, though, at the time of integration of these provinces into One Unit, it had been decided to decentralize the administration. As stated already the majority opinion is in favor of retaining the One Unit and it is only 8.6% of the opinions that recommend the breaking up of the integrated province. We think that, whatever the defects in the present management and however objectionable the methods of integration were, it would open the flood-gates of provincialism if we break up the integrated province at this stage. Decentralization is the only remedy, and that would satisfy the majority who are only anxious for an arrangement that would avoid the inconvenience of their having to go to the headquarters of the province in matters in which, prior to the integration, they could get relief nearer home. If the administration on this account is de-centralized on a large scale, then a provincial legislature becomes indispensable as a check on the arbitrary exercise by the executive of its extensive powers, but the unitary form does not provide for it.

65. The further proposals put before us on behalf of the government acknowledge the difficulty of the Central Parliament dealing with legislation for the entire country while sitting at the Capital. It was conceded that provincial matters could be better dealt with by the province concerned, and the suggestion was that powers should be given to the provinces, more or less on the lines of the late Constitution, subject to Railways and Industries being excluded from the Provincial List, and that the Centre should be empowered to legislate in respect of all subjects including those of the Provincial List. It was further suggested that, instead of provincial legislatures, each half of the parliament representing a province should act as a provincial committee to deal with provincial affairs at the headquarters of the province, and that the legislation passed by such committees should receive the assent of the President and not of the Governor concerned. It was said that this would save time and. expense while retaining the appearance of a

unitary form of government. In the same strain, it was proposed that there should be ministers appointed for the province but that their appointment should also be made by the President and not by the Governor.

66. Having given our anxious consideration to the above proposal, we find ourselves unable to recommend it. In our opinion, this scheme, besides creating difficulties, is the surest way of making the central legislature provincial minded. What is required for the progress of our country is the inculcation of the habit of considering every question from a national point of view. This would need the members of the central legislature to be trained to look at Questions affecting the country from the point of view of the whole of Pakistan. That being so if, for nearly half of the year, each half of the parliament, instead of continuing to deal throughout with subjects of all-Pakistan importance, has to go back to the respective provinces to deal with provincial matters, what hope can there be of ever developing an All-Pakistan point of view? The result of these persons acting in the regional committees would be that, in course of time, everything they handle would be approached from the provincial angle. Apart from this, in the practical working of the scheme, there will be difficulties. For instance, if these regional committees have already legislated on any of the items of the Concurrent List and nullified even the veto by reiterating the legislation by a two-thirds majority, and it is considered by the President that the Centre should then legislate on that very subject, or in a cognate matter, the said committees, who have already committed themselves to one point of view, are least likely to change their mind and legislate to a different effect. When this aspect of the matter was put to the official delegation, the answer received by the Commission was that the provincial committees would not pass all measures unanimously, and that, if they pass a measure unanimously, the Centre should not venture to legislate again. But even if the local committees are not unanimous, they would at least have been in a majority and. if so, the minorities of the two committees cannot constitute a sufficient majority, when sitting together in the Parliament to pass a different legislation. We are unable to understand the position that, if the provincial legislation has been passed unanimously, the Centre should not venture to legislate. If the Centre wants to legislate contrary to the provincial legislation, it must be because it considers such a course necessary in the interests of the country as a whole. We fail to see why we should adopt a system which could, under such circumstances, render the Centre helpless.

67. The establishment of the provincial committees, it was stated, would save expense and time. Separate provincial legislatures were objected to on the ground that they would give the people of the province an opportunity of criticizing the Central Government, without justification, merely on provincial prejudice. We have considered these aspects very carefully. As far as expense is concerned, a democratic form of government is certainly more expensive than an autocratic one, and on the ground of expenditure alone we cannot refuse to have a legislature. But in this case, there will be no saving of expense or time by the system of local committees, for the members of the Parliament would be wholly occupied, either in the Parliament with central legislation or in the provincial committees with provincial legislation and, wherever they may be they will have to be paid. From this point of view, separate legislatures will not be costlier than the provincial committees. But the more serious objection is what we have already

stated, namely, that we will, by this system, be forcing every member of the central legislature to become thoroughly provincial minded. As regards the tendency to be provincial in criticism we think that, having regard to the feelings that prevail at present, which would take some time to subside, it would be safer to provide for a safety valve in the provincial field. We should like to emphasize that, for the safety, as well as the progress of this country, it is essential to have an Assembly with a broad national perspective. If there be no provincial legislature where provincial matters can be discussed from a provincial angle, the Parliament itself would be converted into a Provincial Assembly and a member, who while sitting in the committee has approached the questions from a provincial point of view and spoken in that connection with a provincial bias, would be inclined to do the same in the Central Parliament, even with regard to a matter which concerns the entire country. If the system of government we were recommending were parliamentary, the objection to having separate provincial legislatures might have been on stronger grounds as, in that case, the majority party in the legislature would be able to interfere with the administration. There were instances of the provincial government discouraging outside capital from coming into the province of East Pakistan during the period under review. But under the system we are recommending, the Governor, not being elected by the province but appointed by the President, would act as his agent and the administration would be run under his direction. Even with these provincial legislatures, the character of government will not be strictly federal as there will be some control by the Centre both in the legislative and the executive fields. It would be a federal government of the Indian pattern. As for the proposal regarding the appointment of provincial ministers, and the giving of assent to provincial legislation, it will be convenient to discuss it in the chapter dealing with checks and balances.

68. We, therefore, recommend that the government should be of the same pattern as that of India and Canada and not unitary as in Great Britain. The next question is whether there should be two units as at the time the late Constitution was passed, or, the One Unit should be broken up into its former provinces. As has been set out in the analysis of opinions, the preponderance of view is in favor of retaining the two units, East and West Pakistan and as already staled, only a small minority advocated the breaking up of the One Unit. As we have already observed, whatever defects the One Unit scheme may have it is safer to continue it. We, therefore, consider that the units should be as they were at the time the late Constitution was abrogated.

Minority View for a Weak Centre

69. It is convenient at this stage to consider the view that the Centre should be given only three subjects-Defense, Foreign Affairs and currency and that the provinces should have the rest of the powers. As explained already, this is the opinion expressed in 41.1% of the replies to the questionnaire but, amongst the witnesses favoring a federal form, with whom the various aspects of this question were discussed by the Commission, only 23 out of 229 questioned on this point were for such a weak Centre. One of the main grounds for this view was that the Lahore Resolution of 1940 speaks of independent states and, that therefore, the provinces should be autonomous. But the East Pakistan

envisaged in the Lahore Resolution was the whole of Bengal and Assam which could have been an autonomous province as it would have had industries and large economic resources. It could not have been anticipated at that stage that the former Bengal and Punjab provinces would be divided and Pakistan would get, as its eastern half, the unindustrialized portion of Bengal. The partition of these provinces was a later development arising from the last minute efforts of the majority community of undivided India to avoid partition of the sub-continent. If, at the time of the Lahore Resolution, it could have been foreseen that ultimately a division would take place and that the present East Pakistan would be the only portion of Pakistan in the East, the Muslim League would not have thought of regarding it as an autonomous province because, without industrial development, it is impossible for East Pakistan to sustain itself as an independent unit. At the time the Lahore Resolution was passed, partition of the sub- continent into two independent countries was not within the pale of practical politics. It seems to us extremely unwise and unrealistic to insist on a literal following of the said Resolution regardless of whether the present units of Pakistan can develop themselves, and manage their own affairs, without a strong Centre.

70. There has been, even in countries which have a strictly federal form, a general tendency towards increasing the powers of the Central Government. This is noticeable in the United States, Australia, Canada and Switzerland. It is so, because, for working successfully a programme of economic development, concentration of power should be in the Centre as that alone can be regarded as a unit in the international field. There are several projects undertaken in Pakistan in both the wings, which are being financed from loans taken from foreign countries. If the Centre had only limited powers confined to the three subjects stated above, these projects could not have been started. The Centre must have the power to control the working out of these projects and then alone it would be a position to deal with the other countries which have come to our help. If each province has to deal with development on its own, it would not be practicable to obtain assistance from outside, because neither East nor West Pakistan by itself would be in a position to enter into agreements with other nations. Wherever economic planning is urgently required as in Pakistan, it is impracticable to have a form of government with autonomous units joined together for a limited purpose. The extreme view, of limiting the powers of the Centre to three subjects, we think, has been largely influenced by the doubt and suspicion entertained against West Pakistan and also by the insidious and unremitting propaganda carried on by the subversive elements which are hostile to Pakistan. That the extreme view is based more on passion than on reason is seen from the fact that one of the witnesses who expressed it in East Pakistan, while admitting, that in the past, the Centre was helping that province in times of need, added that, in his opinion, it could get on without such help and that, after all, it should depend on itself to become self- sufficient. He further stated that he was not despondent about the capacity of East Pakistan to manage its affairs without guidance or support from the Centre. This altitude is surcharged with emotion but we understand the feelings of the witness as we are fully aware of the background of doubt and suspicion, to which we have already referred. We have no reason to doubt his sincerity but we shall be failing in our duty if we do not keep our approach to the question realistic, rational and impartial. Neither East nor West

Pakistan can develop itself without guidance and assistance from the Central Government. Apart from getting help from abroad, a strong Central Government alone can, enable one province to share the resources available in the other on such terms as are advantageous to the country as a whole. There are differences between the various states, in India and, as recent events have shown, those differences are sometimes far more serious than those that exist between the two wings of our. country, yet we see that the states in India arc willingly working the constitution which gives the Centre far greater powers than what the people eager to have provincial autonomy would agree to. It is significant that, when the undivided Constituent Assembly meet in 1946, it was resolved that there should be autonomous units with a weak Centre but. when once it was announced that there would be partition of the sub-continent, the Constituent Assembly of India decided in favour of a strong Centre. The reason for this was, obviously, the urgent need for economic development which can be effected only by the concentrated effort of a Central Government having full control over the resources of the entire country. We cannot, therefore, with any sense of responsibility, agree with the view that the Centre should have only the three subjects mentioned above.

Suggestions of the Official Delegation

71. We are unable to accept the suggestion of the official delegation that the Centre should not have a list of subjects on which it could legislate but that the constitution should provide that it can legislate on every subject including those of the Provincial List, as it would aggravate the suspicion and doubt already existing in East Pakistan which, as we have indicated above, it is extremely unwise, if not hazardous, to ignore. Further, such an omnibus power for the Central Government would be unnecessary as in the nature of things, it would interfere in the provincial affairs only when it is absolutely necessary. If such a necessity, to interfere with the powers of a province, arises with regard to any subject in the Provincial List the parliament (which shall consist of two Houses) can do so provided two-thirds of members of both the Houses present and voting at a joint session pass a resolution to that effect. It should also be provided that the power so conferred can last only for one year and, if it is to be continued thereafter, there should be a fresh resolution by a similar majority. When it is decided to give the provinces certain powers, it is but fair that the Centre should also restrict its own power and resort to the extraordinary provision referred to above only when it is necessary. As stated already ordinarily the Centre would not find it necessary to legislate on any subject of the Provincial List. If the object of the suggestion is that the appearance of a unitary form of government should be maintained, enough has been said to indicate that such a government is not a practical proposition. In these circumstances, it seems to us extremely imprudent to resort to any scheme which will further increase the suspicion of people in East Pakistan that, as far as possible, the Centre does not wish to give it any freedom of action even in provincial matters. We, therefore, consider that there should be a Federal List containing the subjects in which the Centre alone can legislate, another list of subjects in respect of which both the Centre and the provinces have concurrent powers and a third list of subjects on which the provinces alone can legislate subject, however, to the general provision stated already, of the Centre taking to itself power, through a

resolution passed by a two-thirds majority of the members, of both the Houses of Parliament, present and voting at joint session, for a period of one year, to legislate on any of the subjects of the Provincial List. We are also in favor of retaining the provision of the late Constitution that, if a state of emergency is declared by the President, the Parliament shall have the power to legislate on any of the subjects of the Provincial List. A further provision of the late Constitution that, in case of inconsistency between laws made by parliament and laws made by the provincial legislature, the former shall prevail and the latter became void to the extent of repugnancy, should be adapted. We are also in favor of empowering parliament to legislate in respect of any matter not covered by the Concurrent, or Provincial List, as has been done in the Indian Constitution. These general provisions, we think adequately safeguard the position of the Centre and keep it as strong as is necessary for the economic progress of Pakistan.

Distribution of Powers.

72. But with regard to the subjects of the Federal List, we agree with the view of the official delegation that Railways should be included in it. Means of communication are very closely allied with defense. That being so, it was a matter of some surprise when the late Constitution made Railways a provincial subject. That this was not done without hesitation is indicated by the fact, that while mentioning Railways in the Provincial List, it was also Provided that parliament may by law provide for the transfer of the Railways in each province to the government of that province, and, until a transfer is so made. Railways shall remain within the purposes of the government of the Federation and Parliament shall, not withstanding the Article restricting its power to legislate only in subjects of the Federal List, have exclusive power to make laws in respect of Railways. This clearly indicates a compromise in a difficult situation rather that a decision on merits. However, considering the importance of Railways in matters of defense, we are for putting them exclusively in Federal List.

73. As regards Industries, which also the official delegation would like to exclude from the Provincial List, we are not in favor of a total exclusion of this subject from that List. We prefer to follow the Indian Constitution in this respect and adopt entry 52 of the Union List thereof which is as follows:

"Industries the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest".

A similar addition should, we think, be made in the Federal List, leaving the entry of Industries as it is in the Provincial List of the late Constitution. In this connection, we should like to point out that the Federal List of the late Constitution refers to industries connected with Defense and does not give an indication as to what those industries are. We fear that, if this entry is allowed to remain as it is, it might give rise to unnecessary controversy between the Centre and the Provinces. In this respect, the corresponding entry of the Union List of the Indian Constitution is quite clear and we would adopt it. Entry 7, of the Union List of the Indian Constitution, states:

"Industries declared by Parliament by law to be necessary for the purpose of defense or for the prosecution of war".

The subject of Mines, which has been included in the Provincial List of the late Constitution, should we think, be put in the Concurrent List. In respect of Education, which was a provincial subject in the late Constitution, we think it is necessary that the Central Government should have power to legislate within the limits indicated in the Indian Constitution (entries 64 to 66 of the Union List of the Indian Constitution). We would recommend for the Centre also the power to acquire or requisition property in the provinces for the purposes of the Central Government. Local Government has been in the Provincial List, exclusively, even from 1919 onwards and normally we would have given it the same place, but as the Basic Democracies scheme which deals with this subject is in its infancy and so far has been directed by the Centre, we consider it necessary to retain the Centre's power in this regard. We would, therefore, include this subject in the Concurrent List. As regards adulteration of foodstuffs and other goods which is in the Provincial List of the late Constitution, we consider that the Centre also should have power to legislate. We would, therefore, include this subject in the Concurrent List as has been done in the Indian Constitution. Under the late Constitution, the Centre was given the power of preventive detention for reasons connected with defense, foreign affairs or the security of Pakistan; and to the provinces power was given in respect of preventive detention for reasons connected with the maintenance of public order. We are of the opinion, that, as far as, preventive detention is concerned, the Centre should also have control. We would, therefore, prefer to follow the provision made in this regard in the Indian Constitution where preventive detention, for reasons other than those connected with defense, foreign affairs or the security of the country, is mentioned in the Concurrent List. The relevant entry runs as follows:

"Preventive detention for reasons connected with the security of a State, the maintenance of public order, or the maintenance of supplies and services essential to the community; persons subjected to such detention. "

We would, therefore, omit the entry relating to preventive detention from the Provincial List of the late Constitution and include in the Concurrent List a provision to the same effect as the provision of the Indian Constitution quoted above. In this connection, there is another entry in the Concurrent List of the Indian Constitution relating to removal, from one state to another state, of prisoners, accused persons and persons subjected to preventive detention for reasons specified in the entry already quoted. In the late Constitution, there is no entry in any of the Lists about the removal of persons under preventive detention. On the other hand, the Provincial List contains an entry which relates to the removal of prisoners from one province to another. This would include an accused person who is confined in a prison and, from this point of view, 'prisoners' may include accused persons also, but it is doubtful if the same expression can be taken to refer to a person under preventive detention. We, therefore, consider that there should be a provision with regard to the removal from one wing to the other also of persons under preventive detention and, having regard to the fact that it will be an inter- provincial matter, we think that this subject as well as removal of prisoners should be mentioned in the Concurrent List. To mention removal of prisoners from one province to another in the Provincial List does not seem to us appropriate because legislation by one province that its prisoners will be sent to the other province will be practically one-

sided. We would, therefore, remove entry 7, so far as it relates to removal of prisoners, from the Provincial List of the late Constitution and include the same in the Concurrent List. In view of our proposal, which will be discussed in a later chapter with reference to Question 34 of the Questionnaire, we consider it necessary to include in the Concurrent List Zakat, Auqaf and Mosques, which appear as entries 64 and 69 of the Provincial List of the late Constitution.

74. Subject to what has been stated in the above paragraphs of this chapter, the three lists of the late Constitution should, in our opinion, be adopted in the future Constitution. We would, however, like to point out that, for reasons which are not clear to us, in the lists of the late Constitution there are entries where distinct subjects not connected with each other have been lumped together. We suggest that, in the drawing up of the lists in the new Constitution, distinct subjects should be mentioned as separate entries.

CHAPTER V

LEGISLATURE-UNICAMERAL OR BICAMERAL

Necessity of An Upper House and its Composition.

75. In view of our conclusion that this country needs a strong central government in a quasi-federal structure, the question whether the central legislature should be unicameral or bicameral is of considerable importance. 74.1% of the opinions favor a unicameral legislature, while 25.2% support a bicameral legislature and a very small percentage of 7% arc for an advisory council. The opinion in favor of a unicameral legislature has apparently been influenced by the late Constitution, for the reaction of the witnesses, examined before us, with whom the question was discussed in all its aspects, was different. For instance, while 46.29% of the witnesses examined on this point were in favor of a bicameral legislature, 49% favored the unicameral, while 19 witnesses wanted only an advisory council at the Centre. With the last mentioned opinion we do not agree, as we consider that it is necessary to have a legislature with effective powers. As for the other question, it is significant that no great state of the present day, especially of the federal or quasi-federal pattern, is satisfied with a unicameral legislature. Lord Bryce* points out that the two defects frequently charged upon the legislative bodies are:

(1) that they "contain too little of the stores of knowledge, wisdom and experience which each country possesses" and

(2)........... that they are likely to be controlled by one political party "disposed to press through, in a hasty or tyrannical spirit measures conceived in the interests of that party or a particular class in the community often without allowing sufficient time for debate…….. "

He suggests that, where such defects exist with little prospect of curing them by improving the directly elected legislature, a remedy may be found in an Upper Chamber. For reasons, which shall be stated at the appropriate place in the chapter dealing with the electorate, it is not possible to work representative government without political parties. The defects mentioned above do exist in an average legislature of the present day, particularly in countries like ours. As pointed out already, there is lack of public opinion which can serve as a great corrective as far as the legislature and the executive are concerned. In these circumstances, it seems to us necessary to have an Upper Chamber so constituted that it will be able to act as a check on the impetuosity of legislation by the Lower House, and also exercise a healthy influence, by its utterances, both on the members of that House and the public. When the official delegation, at its first interview, pressed for a unicameral legislature, we suggested to them that they might consider the advisability of having a House elected on the basis of functional representation, as at that stage, we thought that such a House would meet our requirements. In their further memorandum, the official delegation suggested an Upper House consisting of persons elected from special constituencies demarcated on the basis of various professions like Legal. Medical, Industry, Commerce, Labor, etc. But, in view of our conclusion in the

" "Modern Democracies". Vol. II, P. 451

second chapter that the lack of discipline and sense of responsibility noticed in the average politician in the past was but a reflection of similar deficiencies in an average member of society, including the educated as well as the politically relevant sections, we re-examined the position. Our considered opinion now is that it is rather risky to have a House elected on the basis of various professions, as it is likely to promote conflict between different interests, with the result that the question which have been discussed in the Lower House by representatives elected on a broader basis, might be considered in the Upper House from a narrow angle, and thus the Upper House, instead of being a healthy check on the Lower, may have just the opposite effect. We also fear that a system of functional representation would make the Assembly a debating society instead of a law-making body, and reduce its efficiency in proportion to the variety of interests it represents. Finally, there is the practical difficulty of apportioning equitably the representation among the various intervals. We have, therefore, abandoned the idea of having functional representation, but we remain convinced that an Upper House is necessary.

76. The main objection put forward to an Upper House in that it would delay legislation, and there would be rivalry between the members of the two Houses to gain popularity. As regards the first point, it has already been shown why a check by an Upper Chamber is required to make up for the deficiencies in the Lower. Regarding the second objection, there may be rivalry if the Upper House is elected on the same basis as the Lower, but our proposal is to have an Upper House of a different composition altogether. It should be based on mature age groups of meritorious personalities. A House, consisting of persons who have reached maturity in age as well as experience, having attained the zenith in their respective walks of life, and who can, therefore, be reasonably expected to remain unmoved by political currents which normally affect the average politician, would be an effective means of creating the required public opinion. Views expressed by persons of this class, who will naturally be regarded by the nation as disinterested, are bound to have a great effect on the public and the Lower House. Herbert Morrison* points out, in his "government and Parliament", that the House of Lords is not devoid of either importance or utility. Referring to its active members, who include men of ability and extensive public experience, he observes.

"Whilst I certainly would not say that debates in the Lords are more important than those in the Commons, debates in the Lords have a character and importance of their own and are not without their influence on public opinion and government policy."

We, of course, cannot hope to bring into existence, immediately or in the near future, a body consisting of very eminent persons like the members of the House of Lords, but we are quite confident that we can have a small House consisting of men of proved merit, undoubted integrity, ripe judgment and rich experience. We, therefore, recommend that there should be an Upper House known as the SENATE, and that is should have 48 members: 40 elected by an electoral college, consisting of the Lower House at the Centre and the two Provincial Houses, on the basis of parity, i.e., 20 from each province, from amongst meritorious personalities, aged 50 years and above, not being members of any of

---

*P. 173.

the said legislatures, the remaining eight to be nominated by the President. There should be no canvassing for election, and anyone found canvassing shall stand disqualified. The Senate shall be elected from amongst the following categories :

(a) Former Presidents, Governors, Prime Ministers, Chief Ministers and Ministers of Central or Provincial Governments;
(b) Retired judges of the Supreme Court and of the High Courts;
(c) Members of recognized professions having a minimum standing of 15 years;
(d) Retired government officers, not below the rank of Secretaries or heads of departments of the Central, or a Provincial Governments;
(e) Person who have made notable contribution to any branch of learning or research; and
(f)Prominent citizens who have contributed to social welfare activities.

None of the persons of the above categories would be eligible for election, if he is disqualified, for the time being, for election to any office under any law or having been a judge, or a government servant, has been removed from office. There shall be at least two representatives from each of the categories and not more than ten from categories (e) and (f) taken together. The Central Lower House will frame the necessary rules for the purpose of this election. As for nominations, the President shall have full discretion, that is to say, he shall not be confined to the categories mentioned above, but he shall be bound by the minimum age qualification of fifty years and also the, disqualifications attacking to the election mentioned above. Having regard to the role this body of experienced men has to play, it seems to us that its term of office should be longer than that of the President and the Lower House at the Centre, which shall be named the HOUSE OF THE PEOPLE. We, therefore, fix a term of six years for the Senate and a term of four years each for the President, Vice-President, the House of the People, and each of the provincial legislatures, which shall be known as the LEGISLATIVE ASSEMBLIES OF EAST AND WEST PAKISTAN. The names of persons proposed for election to the Senate should be submitted within a period fixed for the purpose, to the Speaker of the House of the People, who will constitute a small committee of representatives of that House and the two Assemblies, to scrutinize the nominations in order to see whether the persons proposed for election are eligible.

Powers of the Senate.

77. The next question for consideration is as to what legislative powers should be given to the Senate. Should it be as powerful as the Senate in the United States of America, or should its legislative powers be similar to those of the House of Lords in England? We do not think we should follow the House of Lords in England. We do not think we should follow the pattern of the United States in this regard, as far as legislative powers are concerned, because the Senate there represents the various States equally and, on the basis of that representation, it has been given the same powers as the House of Representatives. We cannot possibly have such a representation, as the units of our quasi- federations are only two. Further, the object of having this House is to have a sobering effect on the Lower House elected from the general constituencies, and the composition

of the House clearly indicates that it is meant more as a guide. From this point of view, we think it appropriate to give the Senate legislative powers more or less on the lines of those of the House of Lords. We propose to give this body other powers also to which we shall refer at a more appropriate place; here, we are concerned only with the legislative powers. As regards these powers, a distinction should be made between money bills and other pieces of legislation. As for a money bill, we are of the opinion that it should be initiated only in the House of the People, and the Senate should have the right to consider its provisions and express its opinion within one month of its receipt. If it fails to do so or agrees with the House of the People, the bill should go to President for assent. In case of amendment, the bill will be returned with suggested changes to the House of the People, to be submitted to the President with those changes if the latter House accepts them or without they if it reject them. As regards other pieces of legislation, the procedure, we think, should be as follows: Bills may be introduced in either House. A bill introduced in the House of the People, if accepted by the Senate, should go up to the President for assent. If it is rejected or amended by the Senate, it will go back to the House of the People for reconsideration. In case of agreement, the House of the People will drop the measure if the Senate has rejected it, or submit it to the President for assent with the amendments proposed, but, if there be disagreement, the House of the People will have to reconsider the measure at its next session and, thereafter, the measure need not go to the Senate again. As for legislation initiated and passed in the Senate, if it is rejected by the House of the People, there should be a joint sitting of the two Houses at which the matter should be reconsidered. If, on the other hand, the House of the People amends such a measure, it should be treated as if it was initiated in its amended form in that House, and the course already indicated for bills initiated in the House of the People should be followed. Bills, which the President has vetoed, would become law only if they are again passed by a two-thirds majority of each of the Houses of Parliament.

78. In the case of impeachment of the President, Vice-President, Governors, Ministers (central and provincial) and Chief Justice and Judges of the Supreme Court, we recommend the following procedure: The resolution for impeachment should be signed by not less than one-fourth of the total number of the House of the People and fourteen days notice thereof should be given before it is moved in the said House and, if the resolution is passed by a majority of the total number of the said House, the trial on the charges alleged in the resolution should be held by the Senate presided over by the Chief Justice of the Supreme Court in the case of the President, the Vice-President, Governors and Ministers (central and provincial), and by the Vice-President in all other cases. The person impeached will have to vacate his office, in case he is found guilty by two-thirds of the total number of the members of the Senate. In addition to these powers, the Senate shall also have the power of approving some of the appointments made by the President, to which detailed reference will be made in the next chapter. It will also participate, in a joint session with the House of the People, in matters of declaration of war and ratification of treaties.

The House of the People

79. With regard to the House of the People. 58.77% of opinions favor its being elected on population basis, while 41.23% advocate parity. They principle of parity was

adopted by both the Constituent Assemblies after considerable debate and, in view of our conclusion that the unitary form of Government is not practicable in the present circumstances, we are unable to accept the majority opinion in this respect. We therefore, recommend that the House of the People should be elected on the principle of parity and. as for its strength, we suggest that it should consist of 200 members. As regards the qualification of the members of this House 42.5% of the opinions are in favor of minimum educational qualification higher than mere literacy, while 33.5% favor the qualifications prescribed in the late Constitution which did not include educational qualification at all. As regards age, 12.5% favor a minimum of 30 years. A mere literacy qualification is suggested by 6%, while 1.9% suggested property qualification and 3. 6 % fear or God. The last mentioned qualification it is impossible to adopt, as there is no means by which we can determine as to whether a candidate has the fear of God or not. With regard to age, we accept the suggestion that it should be a minimum of 30 years, as it is necessary to eliminate the professional politicians as far as possible; we think this minimum qualification would give us a large number of members who have already adopted a profession or settled in life and do not intend to be solely dependent on politics as a means of living. As for the other qualifications, if they are to be adopted, it must be to ensure that the proceedings of the House are understood by all its members. From this point of view, property qualification would be of no help. A minimum educational qualification may appear to be desirable, but generally the principle adopted in most of the constitutions is to make every person possessing the qualification required for an elector, eligible for election as a member of the legislature. We, therefore, do not recommend either a minimum property or a minimum educational qualification for membership of the House of the People or of the provincial legislatures. We should however, prohibit double membership that is to say that the same person should not be allowed to be a member of more than one House, either central or provincial.

PROVINCIAL LEGISLATURES

80. It now remains to consider the composition of the Legislative Assemblies (provincial legislatures), their strength and the qualifications of their members. The preponderance of view is in favor of the provincial legislatures being unicameral and we share this opinion. We do not think it either necessary or feasible to have an Upper House in the province. As regards their strength, we think that each Assembly should have 100 seats, three of which should be reserved for election from amongst women. Six seats of the House of the People should be similarly reserved for women, but we are not for such reservation in the Senate. The reservation of seats for women, in both the central and the provincial legislatures, would not debar their election from the general constituencies, but we think that the chances of their being so elected are rather slender. That is the reason why we have accepted the opinion of the majority that there should be reservation of seats for women. The qualification for membership of the Legislative Assemblies should, in our opinion, be the same as for the House of the People.

81. As regards West Pakistan, it was decided, at the time of integration, that the seats in the House should be so divided as to give adequate representation to the various

regions comprising the integrated province. For instance, out of 310 seats, which was the strength fixed for the provincial legislature, 10 were reserved for women and the remaining 300 were divided as follows:

1.	Former Punjab	...	120 plus 4 women's seats.
2.	Former Sind	...	56
3.	Former N. W.F.P	...	43
4.	Former Baluchistan and States	...	11
5.	Former Bahawalpur State	...	22
6.	Former Khairpur State	...	4
7.	The Federal Capital	...	14
8.	Special Areas (including Swat)	...	30

It was provided that this arrangement should continue for a period of ten years. The idea obviously was that, by the time that period expired; there would be sufficient fusion of interests and. thereafter, it would not be necessary to mark off the seats on the basis of regional representation. We have already indicated in the preceding chapter that the One Unit should continue, and the preponderance at view is to the same effect. If, therefore, the integrated Province is to be continued, it is but reasonable that it should continue on the basis agreed upon at the title it came into existence. They, therefore, do not wish to interfere with the above allocation of seats, and we consider that the arrangement should continue for a period of seven years computed from the date of promulgation of the new Constitution.

82. This scheme also gives the Tribal Areas and the States some seats, though these areas are not liable to taxation. The majority opinion is in favor of these areas, remaining as they are. With regard to the Tribal Areas 83.26% are in favor of keeping them separate, while 15. 6% want them to be merged and 1.14% aims at a gradual merger. As regards the States, 58. 82% want them to remain as they are, while 41.18% want their immediate merger. We have been through the Tribal Areas and we have visited one of the States, Swat. We are in favor of accepting the majority opinion that at present the Tribal Areas and the States should be left as they are. We favor the view that the Tribal Areas should be gradually merged. They desire that, before such merger, they should be materially helped in the matter of education and that their economic conditions should also be improved. From this point of view, their continuance in the Provincial Assembly, irrespective of their not being liable to be taxed, is necessary, as It would give them the necessary training and experience. With regard to the States also, the representation given to them should be continued. As we have recommended only a hundred seats for the province, there should be a proportionate reduction in the number of seats to be given to the various regions, including the Tribal Areas and the States.

General

83. The Senate, the House of the People and the legislative Assemblies will be independent of the executive in the sense that they will have their own programme and rules about the conduct of business; but neither they, nor the Committees appointed by them, shall have power to summon or question any minister or officer. They can call for information and it will be the duty of the executive to supply it. In emergencies, these legislative bodies shall be liable to be summoned to a special session by the President or the Governor as the case may be. All doubts and disputes, arising out of or in connection with the elections to these Houses, will be dealt with under the law relating to elections in force for the time being.

CHAPTER VII

THE ELECTORATE

Various Views

103..........

104. Opinion, expressed mainly with regard to the election of the legislatures, was in favor of universal franchise, apparently influenced by a provision to that effect in the late Constitution. The official delegation, however, took the stand that the country was not ripe for a direct election of the President, the Vice-President and the legislatures, on universal franchise. They advocated election through an electoral college of Basic Democracies, which have in turn been elected on universal franchise. Their argument was that an average adult, owing to the widespread illiteracy, is not capable of discriminating between the candidates living outside his village, town or neighborhood and that, at the time of the election of the Basic Democrats, it was made known that the persons elected might be called upon to elect the President and the Parliament. They, therefore, suggested that the elected members of the Basic Democracies should form the Electoral College for the election of the President and the Parliament. The majority of opinions, as regards the President, was in favor of indirect election through an electoral college, like the Basic Democracies, or any other college, obviously because, in the late Constitution, a similar mode of election had been prescribed for the President (which election was however, to be under a parliamentary form). For reasons, which shall be seated in their appropriate place, our considered opinion is that the President, owing to the extraordinary position he occupies under the presidential system, bearing very heavy responsibilities, should command the confidence of the people, and that such confidence would be forthcoming only by a direct election.

Suffrage: Universal or Qualified

105. We shall first take up the question of universal suffrage. One of the theories, as to the nature of suffrage, is that it is a natural and inherent right of every citizen who is not disqualified by reason of his own reprehensible conduct or unfitness, while the other view is that it is not an inherent right but a public office or function conferred by the State upon only such persons as are believed to be most capable of exercising it for the public good and not a natural right which belongs without distinction to all citizens of the State. The latter views seem to have been adopted by practically all writers on political science and we agree with it. The very fact that, even according to the former view, a voter should be an adult indicates that maturity of judgment is required for a voter as he has to make a selection from amongst the several candidates. From this it follows that the right to vote is not an inherent right like the right to liberty. It is; therefore, correct to say that suffrage is an office or function, conferred, not on all, but only on those who are able to discharge its obligation........................

Supporters of universal franchise, however, contend that some of the liberate people are shrewd enough to judge persons better than the educated. It may be so in some cases, but, on an average, it is safer, in our opinion, to prefer a man with knowledge sufficient to

enable him to learn about the antecedents of the various candidates, as, these days, candidates can reach all the elector far more through the Press than directly at meetings. If the representative form of Government had been in existence here, with two well- defined parties, for as long a time as in England and America, one might have relied on the innate shrewdness of the average adult living in towns and villages, because, in that case, there would have been long established traditions, of families attached to one or the other leading parties, to guide him. For instance, in the United States, there are families known to have belonged for years to the Republican or to the Democratic Party, and the normal tendency for an average elector there is to support the party to which his father belonged, as from his boyhood he would have been hearing about that particular party. This kind of a division of families in every locality, in favor of either of the major parties, does influence the opinions of even those who do not know how to read and write, but, in Pakistan, the representative form or government, on a full scale, can be said to have come into force only since 1947 and even if the earlier stages are taken into consideration, elections on a fairly extensive scale were held only in 1937. This period has been too short for any traditions to grow. In these circumstances, a person who cannot read or write, and has no compelling necessity to acquaint himself with the merits of the various candidates, cannot be trusted to discharge the functions of a voter merely because he is shrewd in local matters.

106……………..

The percentage of literacy in our country, according to the recent census, is only 15, and the means of spreading information, compared to the conditions in England, are very rudimentary indeed. There is a very small percentage of persons who read newspapers, and, as regards the interest taken by the people at the time of elections, the figures furnished by the Government of East Pakistan show that, at the last election held in that Province on universal franchise, only 37.2% polled. Figures about West Pakistan are not readily available, but we have no reason to think that the percentage that polled in that province was larger.

107. It was urged before us that, as the late Constitution conferred universal suffrage on the people of this country, it would be unwise to take away that right, especially when elections in the provinces had once been held on that basis. But we find that what happened at those very elections indicates that this type of franchise is too premature for us. This is amply illustrated by the 1954 election in East Pakistan. We have had occasion to observe in the first chapter, while dealing with the causes of the failure of the parliamentary form of government, that the administration by the Muslim League government in East Pakistan was better than what followed after their crushing defeat. There was stability of government from August 1947 till the beginning of 1954 in that province. If is, no doubt, true that the party in power had not kept itself in touch with he trend of public opinion in the province and, therefore, was hesitant to hold by-elections, though the number of vacancies was going up and ultimately ended at 35, but is did not deserve the crushing defeat which it suffered. From information laid before us, it seems clear that this defeat was inflicted in an upsurge of emotions, strong prejudice against the Muslim League, having been created in the minds of the people by extravagant and fantastic propaganda. One of the witnesses examined before us in East Pakistan, who was

a minister in the Muslim League ministry, stated that one of the points urged against it was that that government had imposed three taxes on a tree: one on the roots, a second on the trunk and a third on the leaves! The statement made before us by the Election Commissioner in charge of those elections is as follows:

"The elections were fair and free as far as the mechanics of elections were concerned, but, with regard to the methods adopted by the candidates and their supporters, it was just the opposite of what an election ought to be. The programme presented was. even at first sight, incapable of implementation and passions were named. There was a campaign of hatred against the party in power. Judging from what was seen in those elections, I cannot advocate universal adult suffrage for the election cither of the President or the Parliament. The unpopularity of the Muslim League Government was due mainly to its having taken an all-Pakistan view in the matter of development. The public was misled. The Muslim League was misrepresented to be not interested in the Province. In an election of adult suffrage, there is the danger of the public being easily misled into electing people, not on a consideration of their programme but merely in an emotional state of mind created by inflaming passions by misrepresentation."

We have no reason to consider this account as inaccurate or exaggerated.

108. One more argument for universal franchise was that, if it was not given, the communists, who are very active in East Pakistan in creating discontent, would exploit this dissatisfaction; but we feel that if universal franchise is given, the communists, or any other group hostile to Pakistan, would find it much easier to exploit the ignorance of the masses to our disadvantage. Therefore, the fact that we had universal franchise in the past, for one election in each of the Provinces, should not deter us from correcting ourselves at the earliest possible opportunity. There is no force in the view expressed by some that restricted franchise would be considered, by the outside world, as a reactionary move. As stated at the outset, we have to devise a scheme to suit our genius and not to the satisfaction of other countries. It. therefore, outside opinion is to be considered, indirect election also would be regarded as reactionary. The present generation, in countries having universal education and universal franchise can hardly realize what it means to have universal franchise with widespread illiteracy. As pointed out already, the view of the government, represented by the official delegation, also is that the country is fit to elect only their local representatives on universal franchise. The low percentage of persons who polled in the past clearly indicates that, if universal franchise is not granted, an average person is not so keenly interested in elections as to feel the disappointment which, according to the supporters of universal franchise, parties hostile to Pakistan are likely to exploit. We, therefore, consider that we would be taking a grave risk if, in the matter of the election of the President, the Vice-President, the House of the People and the provincial Assemblies, we adopt universal franchise in our present state of widespread illiteracy amongst the people, whose passions can easily be inflamed. In our opinion, the extension of franchise should, as in England, go hand in hand with the spread of education and, in our present circumstances, we should restrict the suffrage to those citizens of Pakistan who :

(a) have attained a standard of literacy, which enables them to read and understand what is published about the candidates, so that they may form their own judgment as to their respective merits; or

(b) possess sufficient property, or stake in the country, which would give rise to a keen desire in them to acquaint themselves with the antecedents, and the qualifications, of the various candidates, so that they may select the proper representative.

… … … … … … … … … … … …

Election: Direct or Indirect

109. As regards the second question, the main ground on which an indirect election can be justified is that it eliminates, to some extent, the ignorance of a universal suffrage, by restricting the ultimate choice to a body of select persons possessing a higher average of ability and, consequently, a keener sense of responsibility. The chief objection to this system, however, is that the voter, in the nature of things, will not be satisfied with the right of selecting persons who are to select the representatives instead of himself making the selection. This dissatisfaction, in our opinion, would be keener in the matter of selection, of such an important personage as the head of the state, or his deputy, under the presidential form of government. In the words of Franklin D. Roosevelt* which have already been quoted in Chapter III:

The presidency "is not merely an administrative office", but, "It is pre-eminently a place of moral leadership"…..……

We have in the same chapter pointed out the heavy responsibilities that would rest on a President under the presidential form of government in our country. He is, as Herbert Morrison points out, the Head of the State and Prime Minister and Party Leader, all rolled into one. We have also referred to the relief to be given to him in view of the tremendous responsibility he has to bear. That being the position of head of the state under the system of government we are recommending it seems to us absolutely necessary that the election, as far as he and his deputy are concerned, should be direct. When we are adopting a system under which there is going to be only one person at the head of affairs, and that person is going to be the chief executive inextricably connected with the administration that affects the common man. it is necessary that he should command the confidence of the people, and such confidence would, we think, be forthcoming only in a direct election. As the Vice-President is next only to the President, in rank and prestige, and has on occasions to act for him, he should also, we think, be elected directly, and we hold the same view with regard to the legislatures also. We have, in the third chapter, pointed out the important role which the members of the legislature have to play. Further, to reduce the chances of a conflict, between the head of the state and the legislatures, it is desirable that both be elected at the same time and by the same electorate. Therefore, we consider that the President, the Vice-President, the House of the People and the Provincial Assemblies should all be directly elected.

Basic Democracies

110. As for the proposal that the Basic Democracies should be the electoral college, besides our conclusion that the election should be direct, we feel the following difficulty. The principle, on which the average adult is excluded, under this scheme, from electing, directly, the President and the legislatures, is that he is incapable of discriminating amongst the various candidates, who live outside his neighborhood, which according to the scheme has been circumscribed both in territorial limits as well as the number of inhabitants. The reason given for this view is that an average adult is capable of making a selection only from amongst those in whose neighborhood he lives because he can reasonably be presumed to know them personally, or have the means of acquainting himself with regard to their fitness to represent him. There are. However, no restrictions, by way of any educational or other qualifications imposed on the candidates standing for election for Basic Democracies. Therefore, any adult in these small constituencies, who can command the confidence of the majority to the inhabitants of that constituency, will be elected. In these circumstances, we are unable to sec how a person, who may not be better qualified than the average adult in the area concerned, merely because he commands the confident of the Majority of the people of that area can become capable of judging as between the various candidates who stand for Presidency and Vice-Presidency and for membership of the legislatures. A person, though illiterate, may. as regards the local needs, be effective, but. for the election of the President and the member* of the Parliament, he may be as incapable as his electors. As already stated. the justification for an indirect election is that it eliminates the ignorance of a universal suffrage by restricting the ultimate choice to a body of select persons. This assumes that the electoral college, which is elected on universal franchise, should be of such a caliber that the ignorance of the average adult is successfully eliminated, but this standard cannot be said to be attained by an average Basic Democrat It is not practicable to impose any high educational qualifications on the candidates for Basic Democracies, because, under the scheme, the constituency must necessarily be a very restricted one and, therefore, may be several constituencies where we may not get persons, with the minimum educational qualification, to stand for election, if persons from other constituencies are allowed to stand, the main principle of the scheme, vi:. that the average adult elector can elect only from amongst those with whom he moves and can reasonably be expected to be acquainted, is violated. Then again, an average adult person who is incapable of selecting the President, the Vice-President and the members of the parliament, will, in the nature of things, be mainly concerned with selecting a representative for looking after his local needs. The fact that the representatives so elected have to elect also the President, and the members of the parliament, would normally not be his main consideration The mere fact, (hat the electorate of the Basic Democrats was told that their representatives might also elect the President and the parliament, would not normally create any interest in an average elector, for. he himself is not to nuke that selection and. secondly, he is. both in fact and on the presumption in the scheme, interested primarily only in his local affairs. However, as we have stated above, the prune consideration with us is the necessity for a direct election, having regard to the role which the President plays in the country. As he is the government, and the people would naturally look up to him for redress of

grievances, or the removal of difficulties he should have the confidence of the people, and, as we have already said, confidence can be engendered only by a direct election which for reasons already given, should be by a restricted franchise.

111. The Basic Democracies scheme, however, is of considerable importance and very useful as far as local government is concerned. Those who were against Basic Democrats forming as electoral colleague, apparently to add force to their contention, minimized the importance of the scheme by stating that Basic Democracies were only an elementary step towards local self-government. There was an inclination, on their part, to brush this scheme aside with a causal remark that it was no better than that of the old Union Boards of East Pakistan. We are not in agreement with this view. In our opinion, the Basic Democracies Scheme is a more advanced system of local government than the former Union Boards. The difference between the latter and the Basic Democracies is quite fundamental. For instance, the Union Boards in East Pakistan, though their functions were several, were mainly concerned with the rural police. The members of those Boards were never trained, nor was there many personal contact between them and the organization of government. Their financial resources were very limited. But under the Basic Democracies scheme, there is close association between the non-official members and the officers of government of various grades, both in development and non- development matters. This system, in our opinion, would be of great help in educating the general mass of people in the art of managing their own affairs by coordinated effort. We would have included it in the constitution under the heading 'local government', had it not been for the act that, even for minor changes, which may become necessary as experience of the working of the scheme is gained, amendment of the constitution would be required. We would, therefore, regard it only as an existing law. We should, however. Not be understood to endorse the conferment of judicial powers on the Basic Democracies under the recent Ordinance. It may be mentioned here that the success of this system depends on the amount of cooperation given by the officers. We have interviewed a few of the members of some of the Basic democracies, and also inspected the records of some of them, and our opinion is that the members as well as the Chairman, we have come across, are quite enthusiastic about the duties assigned to them but, unless they receive real cooperation from the officers who are supposed to work with them, the scheme cannot be a success......

Electorate: Joint or Separate

112...

113. As regards opinions on this subject, 55.1 % are in favor of joint electorate without reservation for any section of the minorities, while 1.3% favor reservation for scheduled castes and 1.6% reservation for every minority, while the percentage in favor of separate electorate is 40.2; 4% was for separate electorate with reservation for scheduled castes, and 5% advocated separate electorate for each of the minorities; .2% were for joint electorate in East Pakistan and separate in West Pakistan, while 7% would not give franchise to non-Muslims. As far as the last mentioned opinion is concerned, we have no hesitation in rejecting it because it is based on an entire misconception.

Apparently, those who expressed this view were thinking of the non-Muslims who had been conquered by Musalmans in the past and on whom a special tax was levied in consideration of being exempted from military service. But in the case of Pakistan, there was no conquest and Partition was the result of an agreement, and it is one of the essential principles of Islam that when we enter into an agreement with another person, or persons, whether Muslim or non-Muslim, we should abide by it and Pakistan has all along acted on this principle. The opinion that non-Muslims should not be given the right to vote, though of a very microscopic minority and based on complete misconception, is, nevertheless, sufficient to give the enemies of Islam and to those who are not yet reconciled to the idea of Pakistan, opportunities to carry on malicious propaganda. We, therefore, consider that we should deal with this point in some detail.

114. It cannot be denied that Pakistan is based on Islamic ideology nor can there be any doubt that the main bond between the two wings of Pakistan is this ideology. This state cannot be in the nature of things, secular, as Islam pervades the life of a Muslim in all its aspects and does not allow politics to be kept apart from ethics as is the case in countries with secular constitutions. The moment it is stated that Pakistan is an ideological, and not a secular. State, our critics at once think of Theocracy which, in its widely accepted sense, is rule by priests in the name of God; but there is no priesthood in Islam and we are for a representative form of government. We are. therefore, theocratic only to the extent that we hold that real sovereignty belongs to God, which no non- Muslim of Pakistan disputes. Those who are anxious for establishing a class of society based on social justice should not be scared way by the malicious propaganda made against Islam, and by indiscreet and fanatical statements made by some of the doctrinaire Musalmans, giving the general impression that a non-Muslim is at a disadvantage in a Muslim State; for, the very basis of Islam, the Quran, has given a charter of equal civil liberties to humanity where under merit and not birth counts. A distinction, no doubt, exists between subject loyal to the State and those who are not. But this obtains in a secular form as well. History is replete with instances of non-Muslims having received just and generous treatment in Islamic countries. It cannot be denied that there were some instances of persecutions of non-Muslims in some stages of Muslim history, but they were mostly for political purposes. Muslim rulers have been more tolerant, and just, to non-Muslims than other have been to those who did not belong to their faith……….

The minorities in Pakistan have been quite happy and there has been no interference with their rights or liberty. As Cantwell Smith in his book "Islam in Modern History", points out, the rights and treatment, accorded to any minority or non-powerful group in any state depend on the ideals of those in power. A mere enumeration of the rights in the constitution and a declaration that the state is secular, by itself, is not a practical guarantee of the rights of the minorities. The minorities in Pakistan cannot complain that they have, in any way, been tyrannized over by the majority community. Whether the minorities feel secure, or not, depends on the attitude of the majority towards them and no non-Muslim in Pakistan can, with justification, complain that the attitude of the majority has not been one of friendliness.

115. It thus being our duty to safeguard the rights of the minorities, it is necessary to take into consideration their wishes in declining whether we should have separate, or joint, electorates. One would normally expect the minorities, especially in a country where people are basically religious, to ask for separate electorates and that was what we did when we were a minority in West Pakistan asked for separate electorates and. Though the National Assembly, acting under the late Constitution; once granted their demand at the end of 1956, it ultimately decided in favor or joint electorates for the whole country, mainly because, in East Pakistan, the caste Hindus were for joint electorate and the then Prime Minister apparently did not like to displease them, and it was considered that it would not be proper to have separate electorates in one part of Pakistan and joint in the other. As regards East Pakistan, the speeches delivered in National Assembly at its Dacca session of 1956 give the impression that the entire Hindu population of East Pakistan was desirous of having a joint electorate, but the following account in 'Constitutional Development in Pakistan' by Dr. G. W. Chowdhury* of the Dacca University, clearly points out that, in 1952, the scheduled castes asked for an electorate separate from that of the Caste Hindus:-

"Before the establishment of Pakistan, Quaid-i-Azam on several occasions extended his support to the scheduled-caste Hindus in their demand for separate electorates. The scheduled-caste Hindus who constituted the largest minority group in Pakistan naturally expected that their grievance would be redressed by the Constituent Assembly of Pakistan. The matter came up for discussion in 1952 when the election in East Bengal was due and it was demanded that the original provisions of the Act of 1935 should be changed and a separate electorate should be granted to the scheduled-caste Hindus. The proposal naturally met with vehement opposition from the Hindu members of the Constituent Assembly who could see in it a threat to their hold over the scheduled castes. They began to describe it as an attempt to divide Hindu society. It may he pointed out here that out of sixteen districts of East Bengal in ten districts the scheduled-caste Hindus outnumbered the caste Hindus. Yet they had few real representatives in the Constituent Assembly and in the provincial legislature of East Bengal. This was the effect of the joint electorate system under the Act of 1935. Very few real leaders of the scheduled-caste Hindus could expect to be elected under the system of joint electorates. In India no less a person than Dr. Ambedkar himself was defeated under India's new electoral system. If one confines oneself only to the debate of the Constituent Assembly where the caste Hindu members were very vocal it would appear that separate electorates were opposed by all Hindus in Pakistan. But this is far from true. Various memoranda and representations were submitted by the scheduled-caste Hindus of East Bengal, outside the Constituent Assembly, in favor of a separate electorate for themselves. They demanded a separate political entity."

Considering the observations made by Dr. Ambedkar, the accredited leader of the scheduled castes, time and again, with regard to the place or that section of the Hindu community in the hierarchy of the caste system and the fact that, since 1952, there has been no change in the Hindu social structure in East Pakistan, we have no reason to think that the scheduled castes changed their attitude on this question. We have it from one of

their leaders, Mr. D. N. Barori, who is a member of this Commission, that 90% of his community want separate electorates even today, and that only a small minority of 10% .which seems to be under the influence of Congress, are desirous of joint electorate. That the scheduled castes form a decided majority of the non-Muslim minorities in East Pakistan is clear from the figures of the last census and, considering the social disabilities of this class of Hindus owing to caste restrictions, we think that they, in the nature of things, would like to have separate electorates and not reduce the number of their representatives in the house by advocating the system of joint electorate. The demand, for a joint electorate, by the minorities in East Pakistan, which, as we have indicated, is not natural, was explained by the then Prime Minister as due to a high sense of citizenship and a keen desire to merge themselves in the majority and it was also said that, because in the past, the Hindus of undivided India denied to the Muslims the right of separate electorates demanded by them as a minority community, the Hindu members of the Assembly felt that they should not demand a similar protection, although their offer to merge themselves in the nation would cause them disadvantage by reducing the number of their representatives in the House. This seems to us to amount to expiration for the majority party, in undivided India, denying, before Independence, the protection then asked for by the Muslims. Otherwise, it is difficult to understand the attitude of this section of the minorities. The speeches made in favor of joint electorate by the minority members, we take it, represented mainly the Congress point of view. It is significant that when the Muslim League members pointed out that several members of the minority community were living alone in Pakistan, keeping their families in India and that, consequently, they were not reconciled to the idea of Pakistan, a Caste Hindu member of the Assembly, while asking for joint electorate, gave an explanation which is hardly convincing. He said that they kept their families in India as their sons had not chances of getting employment in Pakistan. To quote his own words*.

"............ brilliant young men who are coming out of the University, have no avenues for careers for themselves in East Bengal. They are not getting any employment here. Should they remain here and roam about in the streets to be clapped in jail as communists? Naturally, they go to other places. The whole of the world is open to them; and every citizen of a country has got the right to go out of his country if that is necessary for procuring employments". One would pause at this stage and ask as to whether it is natural for any person entertaining such feeling, about Pakistan, which imply not only its inability but also its unwillingness to provide employment for his sons, to have at the same time, a burning desire to form a single nation in his country. On the other hand, under the circumstances as stated by him, he should, if he is prudent (we have no reason to doubt that he is), be anxious for separate electorates so that there may be a sufficient number of the representatives of the minorities who could speak in the House for these brilliant young men who are anxious to serve Pakistan and yet do not get employment, but on the other hand, run the risk of being clamped in jail, branded as communists. As a matter of fact, it appears to us that these "brilliant young men" are not anxious to work for Pakistan. There have been, we understand, cases of persons, of the Hindu community, who had been abroad on scholarships earned in Pakistan, going away to India after being

" "Parliamentary Debates", dated 10th October, 1956; P 201 (Speech by Basania Kumar Das).

fully qualified This indicates that these young men are not seen in employment in our country not because they are unable to secure it, but because they are not desirous of serving this country. They apparently do not feel happy here, which indicates that they are not reconciled to the idea of Pakistan. Soon after the abrogation of the late Constitution, when the present regime took effective steps against persons evading income tax and foreign exchange restrictions, a Caste Hindu judge of the Dacca High Court, who had gone to West Bengal for the vacation, failed to return and ultimately resigned. A Hindu CSP officer, who was transferred to West Pakistan, left the country and settled down in India. As long as these members of the minority community have The feeling, that their families will not be happy in Pakistan, it cannot be said that they sincerely want a merger with the majority, in the sense that there should be only one electorate, sharing with us our advantages and disadvantages. In Chapter I, we have stated how the provincial government of East Pakistan was constrained, on account of pressure by the Hindu members of the Assembly, on whose support it mainly depended, to abandon the "closed- door operation" scheme against smuggling, though those operations have been so successful that, in the course of one month, goods worth over a crore of rupees were seized. This is hardly consistent with the high sense of citizenship, in this section of the minorities, to which the then Prime Minister paid a tribute In these circumstances, their demand for joint electorate seems clearly to be for some ulterior purpose other than the welfare of Pakistan. Some of the witnesses, while referring to this aspect of the matter, stated that the Caste Hindus who lived in Pakistan, leaving their families in West Bengal, are under the influence of that part of India, and that their demand was due to a desire to influence the elections against the ideology of Pakistan. Having regard to the course of probable human conduct, we are not prepared to say that this view is not amply justified. As for the fact that in Other Muslim countries there arc joint electorates, which was one of the points urged for a joint electorate, in the Assembly debates, it appear to have been overlooked that, by the time a representative form of government, requiring elections to he held, came into force in those countries. The minorities (here had. for centuries, settled down as the nationals of those countries and had no reason to look for guidance from outside. They have, generation after generation, been living, with their families and their young men have been serving in those countries But in Pakistan, the tendency of the Caste Hindus has been otherwise, and. till we can reasonably be certain that they have reconciled themselves to the continuance of Pakistan, it docs not appear safe to have joint electorate, apart from the fact that the majority of scheduled castes are not in its favor. Another reason given by one of the advocates of separate electorates. ... an experienced politician. ... is that, in case joint electorate is adopted, there is likelihood of the Muslims doing propaganda against Hindus being elected, which might lead to communal friction In our opinion, there is considerable force in this view.

116................................

Conclusion Regarding Electorate

117. We. therefore, recommend that the President, the Vice-President, the House of the People and the Legislative Assemblies of East and West Pakistan should be elected directly on a restricted adult franchise which should be determined by a Franchise

committee. The elections to the House of the People and the Legislative Assemblies should be held on the basis of separate electorates, i.e., one electorate for Muslims, and separate electorates for the scheduled castes, caste Hindus, and other communities provided their numbers come up to what the Franchise Committee may fix as the minimum for constituting a constituency. As regards the distribution of seats in each of these legislatures as between the said communities, the basis should be their respective populations so as to ensure their due representation. The Senate will be elected, as indicated in Chapter V, by the Electoral College consisting of the House of the People and the provincial Assemblies.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে প্রতিবেদন	সরকারী	২৩ জুন, ১৯৬১

D. O. No. 11247 (1/1), Dacca, the 23-6-1961.

MY DEAR

1. I am writing to you on the subject of preventing the students, particularly the clever ones, from getting involved in undesirable activities which later on may affect their career. This subject was discussed at a meeting of the Intelligence Co-ordination Committee at the Govt. House and a decision was taken for considering the counter measures.

2. In examining the verification rolls of candidates who are considered for, commissions in the armed forces, for superior civil services, for international scholarships and the like, we have sometimes to declare some of the brilliant ones as unsuitable in view of their being involved in undesirable political associations. It is for this reason, I have in my, D.O. No. 5241(17)/169-59/G. dated 25th March, 1961 drawn your, personal attention to follow rule 109, of the D.I.B. Manual so that the parents/guardians of students who get involved in such activities are cautioned at the initial stage. This warning to the parents/guardians is given in the hope that they would be able to restrain their wards from persisting in such activities. This rule, therefore, applies after a student has already got involved in an un-healthy group. We should now think of making at least the bright un-committed students beware of the machinations of the undesirable associations who would try to lure them into the fold.

3. It is, therefore, suggested that at least the clever senior students say the best 4/5 by the examination results in each batch, may be called at the beginning of each session by the Deputy Commissioner who, as the appropriate authority, may explain the position to them.

4. This may best be done by inviting the students to tea in a sort of a social gathering where officials concerned such as, the senior educationists, the Supdt. of Police, the Civil Surgeon and a few respected non-officials also may be invited. The function would then be to congratulate the talented students and to encourage them to improve further. There should be no formal discussion but in course of small talks, beginning with appreciation of the successes of the students, the Deputy-Commissioner may mention what the country expects of them for future progress in various fields. This may be followed by explaining to them that whatever may be their individual views, while one should take interest in what is going around in political and other fields, the student should refrain from any action which may connect them with political groups. Even in educational institutions, association with groups affiliated to political parties such as East Pakistan

Students' Union may leave a mark which will adversely affect them in obtaining any Government service. Then, there should be a brief exposition of the nature of the various political groups which try to misguide the students from academic activities and towards wrong channels including sometimes extra territorial loyalty. After this, the talk may veer round to subjects of general interest in order to retain a pleasant atmosphere and the feeling that the authorities are concerned with the best interests of the students and the youths.

5. I would request you kindly to discuss the above suggestion with your Deputy Commissioner, who may be shown this letter and let me know if there is any alternate suggestion to achieve the desired result. If the Deputy Commissioner proposes to try this next month, I would be willing to draft and send the talking points on this subject, if necessary.

6. As we cannot allow to get into the public services people who have adverse political records, it is also our duty to try and place the facts before them at the initial Stages in their students career, once a year, as proposed above.

If even after this they get into any bad political company they have to thank themselves when they are left out of Government services and other important jobs.

7.1 shall appreciate a reply by 8-7-61,

Yours sincerely,
A. M. A. KABIR
23-6-61

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অধ্যাপক রহমান সোবহান কর্তৃক দুই প্রদেশের জন্যে দুই অর্থনীতির সুপারিশ	পাকিস্তান অবজারভার	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১

TWO WINGS SHOULD DEVELOP EQUITABIUTY

Rahman Sobhan's Case for Two Economies

Lahore, Sept. 22; Professor Rahman Sobhan of the Department of Economics, Dacca University, suggested here today that instead of having one economy for East and West Pakistan and "two regions perpetually quarrelling over the share of resources" it would be split up functionally into two separate economies.

Professor Sobhan was reading a paper on invisibility of national economy of Pakistan at a seminar organized by the Bureau of National Reconstruction.

The seminar is being attended by the scholars from all parts of country. Professor Barkat Ali Qureshi of Agriculture College, Layallpur and Dr. S. M. Akhter also took part in proceedings of the seminar.

Professor Sobhan suggested that the policy of separate economies should be implemented within the framework of regional autonomy giving each wing full control over all its resources both domestic and foreign. All incomes from regional and foreign exchange should be under the control of regional administration. Contribution should be made to the centre, under the scheme suggested by Professor Sobhan for maintenance of Foreign Affairs, General Administration and Defense.

He said that given economic backwardness of East Pakistan it should follow that for some years to come she would give a much smaller contribution to the centre than that of the West wing. However, as investments multiply and income expands here share would automatically increase until such time as when she may be able to pay full 50 per cent of the budget.

Explaining his contention Professor Sobhan said that the first part of the statement which questioned oneness of economy of the country involves economic difference arising out of the completely different natural conditions. Whereas East Pakistan had a population density of 140 per square mile East Pakistan and a figure of 930 per square mile. This called for considerable change in techniques of production in both Agriculture and Industry in the two wings of the country. Prima facie evidence he said indicated a case for accelerated industrialization in East Pakistan as an antidote to excessive pressure of population on land.

Professor Sobhan said that various factors contributed to the bringing up of West Pakistan as a region which had attracted new investment and skill and profits made from

trade and investment in East Pakistan were in fact reinvested in West Pakistan due to great attractiveness of the region.

Benefit

He did not agree with the declaration of the Planning Commission that East Pakistan would be ultimately benefited from prosperity in West Wing. He said there was no real evidence to think that East Pakistan will ultimately receive direct benefit from investments being made in West Pakistan.

Monopoly

Giving reasons for West Pakistan's industrialization Professor Sobhan said that policy of giving import licenses to West Pakistani businessmen had created an artificial monopoly and had enabled them to accumulate fortunes within a very short period. These fortunes here invested by them mainly are textile industry and willingness of the Government to sanction mills in West Pakistan played an important part too. He categorically stated that had the government at that stage insisted that 50 percent of all textile mills should be in East Pakistan economic picture today would have been different, similarly, when Government planned its own investments targets it also turned to West Pakistan.

He assented that the second five year plan existence of regional economic imbalance had been acknowledged, but in its investment targets only Rs. 950 crore was allocated to East Pakistan as agreement Rs. 1,350 crore to the West Wing. In addition to this amount of Rs. 500 crore was to be spent in West Pakistan for replacement works and Rs. 517, crore for anti-water logging and salinity campaign.

He said, as the country moved into second plan disparity between two wings will be seriously accentuated.

He also stressed that allocation of foreign aid had also acted as a factor in widening the gap between the two wings as the bulk of the aid allocation had been in West Pakistan and tendency was likely to continue due to need to keep on-going projects.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিরাপত্তা আইনে সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার	পাকিস্তান অবজারভার	৩১ জানুয়ারী, ১৯৬২

Former Prime Minister of Pakistan Mr. Hossain Shahid Suhrawardy, 69 was arrested and detained in the Karachi Central Jail this morning under the Security of Pakistan Act. The order of internment was served by the Karachi D. I. G. of Police Mr. Bashir Ahmed at 7. a. m.

The order said that "with a view to preventing from acting in the manner prejudicial to the security and defense of Pakistan" it was necessary to detain him and order his internment in any jail in West Pakistan.

This is for the first time in his life that Mr. Suhrawardy has been arrested for under Security Act or any other law.

Mr. Suhrawardy recently returned from a one month's tour of East and West Pakistan. He has, according to press reports, met friends and political associates during the tour.

The former Prime Minister was still in his bed when the order was served on him. He was reading a book till 2 a. m. His daughter Begum Sulaiman and his Secretary reached Mr. Suhrawardy's residence a little after the police party. Mr. Suhrawardy was calm and composed and did not ask any questions to the police when the detention order was served.

The police gave him all the time needed for dressing up any having his break-fast before he was removed to the Central Jail in the D. 1. G's car. He carried with him a record player, long playing records and two suitcases. He has been given "A" class in jail and his record player has been properly installed in the jail room.

According to reports here he had one or two meetings with Mian Mumtaz Daulatana. Mr. Suhrawardy had sent out invitations to a number of persons for a farewell party in honor of the retiring American Ambassador, William Rountree on February 3. The party has been cancelled and intimations are being sent out.

He was taken from his house in 7-55 a. m. Before he left he took leave of his daughter Suiaiman, his elder brother Mr. Shahed Suhrawardy, his grand daughter and his Secretary.

One of his several friends who came to visit him this morning on being told he was arrested was heard saying, so there would be no case today. He was apparently referring to some law suit in which Mr. Suhrawardy was appearing as counsel. Mr. Suhrawardy had visited Dacca recently in connection with the case of former colleague Sk. Mujibur Rahman.

He returned here last Sunday and attended a party for Mr. Rountree, the outgoing American Ambassador.

Mr. Suhrawardy who is the founder of the new defunct Awami League was tried under the EBDO by the present government. He has debarred under the EBDO rules from holding any office for a period of six years (Excerpt).

Government explains arrest.

The Government of Pakistan has been compelled to effect the arrest and detention of Mr. H. S- Suhrawardy under the Security of Pakistan Act, in the larger interest of the country says a press note issued by the Government of Pakistan.

It is already well known that Mr. Suhrawardy ever since the inception of Pakistan had been for reasons of personal aggrandizement, indulging in activities which were of a highly prejudicial nature and it would not be unfair to say in a large measure he along with several others was responsible for the predicament in which Pakistan found itself in the later half of 1958.

The role played by Mr. Suhrawardy and the people of his like brought the country to the brink of a major disaster led to the revolution. With the commemoration of the revolution the root that had set in was stemmed. Not only was it stemmed but positive gains were achieved in the last three years and more.

Throughout this period it had been the avowed policy of the government not to victimize or punish anyone for his past misdeeds even though they bordered oh the criminal and it was for this reason that even the politicians whose conduct had been scrutinized by the EBDO Tribunals were treated generously. Mr. Suhrawardy was one of such persons.

But Mr. Suhrawardy misunderstanding this generosity and as his ambitions knew no bounds he continued to indulge in activities prejudicial to the integrity and the safety of Pakistan. It is a sad thought that a man of his intelligence and experience instead of saving the country in the manner of a good patriot has taken it upon himself to play a destructive role even after the revolution. Mr. Suhrawardy has openly associated with anti-Pakistan elements within and outside the country.

It was in these circumstances that the government, has been reluctantly compelled to order the detention of Mr. Suhrawardy whose activities in the recent past has been fraught with such danger to the security and safety of Pakistan that one could fairly describe them as treasonable.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারে ছাত্র সমাজের প্রতিবাদঃ ঘটনা সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোট	পাকিস্তান অবজারভার	৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

Government Press Note on the Incidents

Following press note was issued last night by Government:

"A section of Dacca Students have been acting, over the last few days, in a manner prejudicial to law and order culminating in some unhappy incident on Tuesday.

"The administration, which acted with utmost restraint and patience and refrained from taking any action during the earlier incidents in the hope that saner counsel will prevail, were compelled to intervene today.

"Some students absented themselves from the classes on February- 4, and incited others. On February 3 they staged an unruly demonstration against a Central Minister who was invited to talk to them at Dacca University.

'This morning a number of Students of the Dacca University again abstained from attending their classes and about 500 of them gathered at the University premises. At 11 a. m. they came out in a procession shouting slogans, passing through the Curzon Hall they came out of opposite the High Court and started moving towards tl»e Secretariat.

"They reached near the entrance gate of the High Court where they were stopped by the police. The students tried to force their way through when the police held them back.

"At this the students started pelting brickbats at the police as a result of which several policemen were injured. A mild lathe charge was then made by the police forcing the students back inside the Curzon Hall compound. During the lathicharge two persons who were in the forefront received minor injuries.

"In the melee, two policemen were dragged inside the Curzon Hall compound by the students and badly manhandled necessitating their admission into the hospital".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৬২ সনের শাসনতন্ত্র ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানে সম্ভাব্য ছাত্র রাজনীতি ও আন্দোলন মোকাবেলার পরামর্শঃ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবেদন	সরকারী	১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN

HOME (POLL.) DEPARTMENT

Section 1.

D. O. No. 163-Poll/S(I), dated the 14th February 1962.

My DEAR SULEAIN

The recent demonstrations by students in Dacca have given ample indication of what is likely to be attempted with the announcement of the Constitution. It is essential that the situation as it is likely to develop, is foreseen and adequate steps taken to ensure that law and order is effectively maintained.

2. Adherents of some of the banned political parties particularly the Communists and other extremist elements are apparently bent on creating a serious law and order situation so that they could reap personal benefit and serve the interest of their party out of the confusion that would arise. Even without any idea of its form and contents, the Communists and this section of the Awami leaguers have been giving out that the Constitution is completely unacceptable and should be thrown out. It, appears that their modus operandi would be to work through rousing the passion of the students, instigate the student to take out processions, insult the president by burning or destroying his photographs, provoke the authorities to an extent which would necessitate use of force and then exploit the use of force by the authorities to build up wider support. They are also believed to have decided to carry on a vile campaign against members of the Basic Democracies and force them to resign.

3. So far as the incidents at Dacca are concerned the people in general were completely indifferent. The processions that were taken out in Dacca, were participated in by a section of the students only and by gouda elements who hoped to profit from looting and arson. Actions have already been initiated to ensure that the ring-leaders of the disturbance at Dacca are detained and whenever possible under Martial law.

4. As usually happens such incidents are taken advantage of by subversive elements to circulate fantastic rumours with a view to alienate the sympathy of the people for the administration as well as to create despondency and panic. The commendable patience and cool-headedness displayed by the Police and the Army authorities in dealing with the situation in Dacca have earned widespread praise for them from even amongst the extremist sections. To counteract this, rumours have been set afloat to say that large number of students were killed by the Police and kept in the Medical College Mortuary and later on secretly disposed of Rumours also have been set afloat to foster a feeling that

there are sharp differences of opinion among those in authority as to the line of action to be taken so as to create confusion and encourage others to perpetrate illegal acts.

5. In order to win the support of the people in general and particularly of the student community the point that is being stressed by the agitators is disparity in the economic development of the two wings of Pakistan. It is quite easy to confuse people on this issue as in fact disparity does exist. But the fact that the previous regimes during the period prior to Martial Law had failed not only to do anything to increase the tempo of development in East Pakistan but had no clear-cut policy as to how the disparity with regard to the development of the two wings could in course of time, be overcome, is either ignored or glossed over. A disparity that has arisen over a period of 11 years cannot be overcome overnight. It has to take time. The point that is important is that the economic development in East Pakistan during the last three years compared to the 11 years prior to October Revolution is many times more than what was achieved during the previous 11 years. The present Government have acted as a matter of policy to remove disparity in the economic development of the two wings. Your attention is invited to the broadcast talk of the President on the economic development in East Pakistan. Copies of this broadcast talk have been printed in thousands and are being distributed both in Bengali and in English so that people are aware as to what has been done during the last three years in the field of economic development of the province and of the definite policy that is being pursued by the Government with a view to bringing East Pakistan on the same level of development as West Pakistan in course of time.

6. Factual statements of the happenings in Dacca and elsewhere were published in the Press covering all incidents. I am also enclosing a brief statement showing the genesis of these incidents and its course so that coupled with the factual statements published in the papers you may have the fullest picture of the situation and place you in a position to counteract any false rumours that might be spread.

7. There is one aspect which is of vital importance to East Pakistan and about which all East Pakistanis must be acutely conscious. One of the reasons why East Pakistan lagged behind in development was the fear on the part of investors of riots and disorders in the province organized by extreme parochial or communist elements. The Adamjee riots of 1954 definitely made investment very shy in East Pakistan. Those willing to invest were either too anxious to take away the money invested as quickly as possible or refrain completely from investing in East Pakistan. It was with very great difficulty that during the last three years a climate has been created which is conducive to attracting large scale investors. East Pakistan cannot be developed by East Pakistani entrepreneurs alone. If we want East Pakistan to develop we must make sure that people both from West Pakistan and from foreign countries who have money and technical know-how do come here and invest. The incident in Dacca is bound to have repercussions on them and make them pause. If some more incidents like this take place the economic development in this province will suffer an irreparable set-back. Those who invest money are overcautious and unless they are certain of stable administration and political climate they are not likely to invest their money in an area where troubles are likely to occur.

ANNEXE
SECRET

A section of the Awami League and the NAP had, in the past, good hold on the students and utilized them extensively for political agitation. Some of those ho had worked as leaders amongst students in those days had continued to maintain contact with the students and others have even continued to be student by taking admission in the Law- College and having their names on the rolls for years together without bothering to sit for any examination as it has been their intention to continue to be students for political purposes. In the last elections to the various hall unions in the University, however, these professional students found very little support. They had, however, been carrying on a campaign amongst the students to the effect that East Pakistan has been economically hard hit and that injustice has been done to East Pakistan on this score. They were preparing on the basis of such propaganda to build up an agitation on the 21st of February and then maintain that agitation for carrying on demonstrations against the forthcoming Constitution. The arrest of Mr. Suhrawardy precipitated their plans of action and forced them to show their hands immediately. The vast majority of the students was completely unconcerned about the arrest of Mr. Suhrawardy and as a matter of fact opposed the strike sponsored by these Ex-Awami leaguers. As usually happens in such cases it is the extremist elements, however small they arc in number, that win the day. Even then the strike in the Dacca University was a partial success. The vast majority of the students out of desire to avoid trouble did not attend their classes. They were planning to observe an indefinite strike where a chance opportunity presented itself to them when Mr. Manzoor Qader went to address the students of History Department on an invitation which was extended to him some months back. The rowdy elements made it impossible for Mr. Manzoor Qader to speak and even damaged the car of the Vice-Chancellor who is very high esteem by the students. The University was closed for the Ramzan along with all other educational institutions. The agitators felt that the ground was slipping under their feet and took the desperate step of organizing the students to violate the law by taking out processions in protest against the Ramzan holidays. This brought them into inevitable dash with the Police as they tried to force their way towards the Secretariat in a procession. The number of students participating in this was small (300). They were, however, later joined by a large number of outside elements. The incidents following from this have been fully reported in the press from day to day. The vast of the students felt unhappy at these developments and did not participate in these. It is, however, certain that amongst those who returned home were a number of those who actively participated in rowdyism and might have been instructed to organize strikes etc. by students in their respective areas. The activities of the agitators need careful watch. Preventive measures should be taken as considered appropriate.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতারের আগে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন	সরকারী	১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

Situation on the Eve of Mr. Suhrawardy's Arrest.

The political climate in East Pakistan is dominated by a general and universal desire to return to constitutionalism and withdrawal of martial law. The politicians are more concerned with the form of the Constitution which is the subject of keen speculation. The extremist section has presumed that Constitution will not meet the aspiration of the Province, and as such the announcement would provide a powerful platform for agitation.

The average intelligentsia considers the constitution as the instrument for the implementation of the national policy. They are more concerned with the policy and programme in the economic field and the scope which the Constitution will provide for effective participation, rather than the abstract question of its form. Simultaneous announcement of economic policy consistent with the aspirations of the province may go a long way to allay the apprehensions of the average man who are in a receptive mood because of the general desire for return to constitutionalism. It would be an appropriate occasion to give a comprehensive picture of the economic policy, which has so far been announced piecemeal.

The average man, particularly in the mofussil areas, was satisfied with the speed and extent of economic development that was being done in this province under the present regime. They were confident that the province will continue to progress in the economic field with increasing tempo. The setting up of the Finance Allocation Committee and proposal for decentralization of credit agencies and bifurcation of such institutions as the PIDC had given further strength to this confidence. A general feeling of contentment and confidence was evidenced everywhere particularly in the rural areas. The intellectuals had, however, been debating on the question as to how the disparity in the development between the two wings of Pakistan will be overcome and what precise programme would be undertaken to remove the disparity. Regarding the Constitution, they were expressing views disapproving of the B.Ds as electoral college.

The attitude of the various political parties differed according to their Party requirements. The Muslim Leaguers were generally happy and were anxious to participate in the forthcoming political life in the country.

The Awami Leaguers naturally could not be happy with the progress made since the present regime took over and very often claimed that development work done by the present Government was initiated by them. The ban on political activities had more or less cut off the Awami League from its touch with the people. The party leaders and most of the workers, however, remained loyal to the party and on occasions exchanged notes amongst themselves on political issues. Such contacts were limited to towns and cities

concerned. It was only occasionally that such party workers had an occasion to come to Dacca and meet the leaders here.

The party paper Ittefaq' has been subtly trying to create a feeling of resentment against the present regime on the issue of disparity in the economic developments in the two wings.

After the announcement by the President that the Constitution would be declared shortly, the reaction among the different political groups has been somewhat confused as to whether the Constitution should be opposed or whether they should form an alliance and fight the elections. The attitude of the senior and disqualified leaders of the Awami League under EBDO towards the Constitution is one of hostility and non-cooperation. They were inclined to boycott the coming general elections. On the other hand, the younger group of leaders in the ranks of the Awami League held that by not participating extensively in the elections to the Basic Democracies, they had committed a mistake and that if they boycott the ensuing general elections they would be finished forever. They held that it is only by participating in the ensuing elections that they would be able to survive as a political party.

During the recent stay of Mr. Suhrawardy in Dacca Messrs Ataur Rahman Khan. Abul Mansur Ahmad, Sk. Mujibur Rahman, Abdul Jabbar Khaddar and a few others frequently visited him and held informal discussions. The Constitution and the coming general elections were reported to have been the topics of their discussions. It is reported that Mr. Suhrawardy was more inclined to support the views of the Ebdoed group. He, however, asked the other group to assess their chances in their respective constituencies after which a decision as to whether the Constitution should be opposed or not could be taken. They thus did not even appear to have formulated a clear-cut policy or line of action to be followed after the announcement of the Constitution. In fact, they appeared to have been very much divided amongst themselves.

The Councilors of Basic Democracies have been smarting under the feeling that ex- political workers particularly of the Awami League and National Awami Party, looked down upon them. As a consequence there has been a feeling amongst them that they should think of electing representatives for the future Parliament and Assembly from amongst themselves as far as possible. An analysis of the composition of Basic Democrats shows that out of 40,000 elected Basic Councilors, only 290 have past political records. A rough survey has shown that over 29% are pro-Muslim Leaguers, 22% pro-Awami Leaguers and 26% independent and the rest belong to various other political and communal groups. In view of this it was unlikely that followers of the Awami League would be able to receive a large number of seats in the forthcoming elections.

The Communists in spite of large number of preventive detention had continued to work underground. Their potentialities have considerably declined. Even with their weakened strength they exhibited determination to try to do everything possible to create an agitation against the Constitution on the score of its being undemocratic and

dictatorial. Their latest move was to organize a united front to oppose the proposed Constitution but they had so far failed to draw other political parties to its point of view.

The students of the Dacca University had been the handy weapon for the political parties in the past to embarrass the Government in power. The Communists were unable to secure a stable foothold amongst the office-bearers of the various Unions in the Dacca University in the recent elections. The faction of the Awami League led by Mr. Mujibur Rahman, however, succeeded in securing some influence in the students unions. It was expected that this group of students would be made political use of by them on the issue of Constitution.

Situation anticipated before Mr. Suhrawardy's arrest.

In view of the general feeling of the people and the attitude of the various political parties as outlined in the paragraphs above there were apprehensions that observance of 21st February by the students would be utilized by the Communists and the Awami League to deprecate the Constitution and if the students could be sufficiently roused to try to build up an agitation on the issue of the Constitution. As against this, there was on the whole a keenness to have Constitution so that the Martial Law could be withdrawn and normalcy restored in this country. Even the politicians who had been harping on parliamentary form of government did not take any decision to oppose the Constitution. They thought that the Constitution could be amended by the future Parliament to suit their political aspirations. The people in general were, therefore, anxiously expecting the announcement of the Constitution. The postponement of the announcement of the Constitution caused certain amount of misgivings but did not produce any visible resentment. There was thus a receptive climate for the Constitution which is going to be announced shortly.

In order to meet the probable use of the students for creating an agitation on the issue of the Constitution, it was proposed that the Government should consider announcing a decision to construct the ‘Shaheed Minar' and make arrangements for constructive and befitting observance of the 2Jst February. It was hoped that such a measure would have made it difficult for the students being utilized for subversive purposes. It was proposed not to resort to arrests unless absolutely necessary.

Situation after Mr. Suhrawardy's arrest.

The sudden arrest of Mr. H. S. Suhrawardy has caused surprise to many and shock in the minds of the Awami Leaguers. The students in general and the A. L. in particular have now become suspicious and apprehend that an unacceptable Constitution is going to be thrust on East Pakistan and the arrest of Mr. Suhrawardy is a prelude to the arrest of more political leaders with a view to suppressing opposition to the Constitution in any form. The industrial labor and the general mass of the people are unaffected so far. Participation of very large crowds at various functions in connection with the East Pakistan Week and lack of any protest even by students in the rest of the province (except in Barisal district) will tend to show that the influence of Mr. Suhrawardy in this province had considerably declined.

Though no definite information is available the various groups in the Awami League like that of Mujibur Rahman, Ataur Rahman and Manik Miyan, arc bound to unite. The differences mentioned earlier regarding participation in the elections are likely to disappear resulting in unified approach to the issue which might result in a boycott of the Constitution and the coming elections. The Muslim Leaguers, who were inclined of participate in the elections, are likely to find themselves in an embarrassing position of having to contest in elections with their opponents out of the field and being accused of various political offences inimical to the interests of East Pakistan.

Mr. Suhrawardy had lost his political position in East Pakistan on account of his failures as a prime Minister. This arrest has helped in rehabilitating him, however, partially, in the eyes of the people.

The only visible reaction to Mr. Suhrawardy's arrest has been amongst the students of the Dacca University, Dacca Medical College and Jagannath College in the city of Dacca and by students of two institutions in Barisal and Patuakhali. The students of the Dacca Medical College and of the University abstained from attending their classes as a protest on February 1, 1962. There was a rift between the students of the Dacca University 011 the issue. It generally happens that whenever there is a question of strike, students generally abstain from attending their classes for fear of getting into trouble with those supporting strike. In spite of this general attitude, the strike of the University students was a partial success. Some examination which was being held were not interfered with.

The rift amongst the students was quickly patched up. This was because of the peculiar nature of politics in the Dacca University. Rational and sensible attitude often becomes difficult for fear of losing leadership. It was because of this, when Mr. Manzur Qadir went to address the students on 3rd February rowdism was perpetrated by both the sections of the students. Those' who opposed going on strike played a more important and vehement role to retrieve their leadership position in the eyes of students.

Future course of action.

So far the Awami Leaguers have not taken any overt step either to protest against the arrest of Mr. Suhrawardy nor are they known to be planning any step in this connection, except to go ahead with preparations for demonstrations in a big way on the 21st of February and follow up as soon as the Constitution is announced.

The situation amongst the students is the most serious problem that has arisen as the result of Mr. Suhrawardy's arrest. Efforts were made to persuade the students to be more sensible by the Vice-Chancellor and by some student elements as well. This persuasion has failed. It was decided that the University should be closed on account of the Ramzan. Closing of the University caught the agitators by surprise and finding that the opportunity to utilize the students and whip up agitation was slipping away, they organized a protest meeting this morning and led out a procession. The next step to be taken is to pick up student agitators and other leaders who are behind this agitation to deprive it of its leadership.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট আইউব কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান থেকে ত্রিশটি নাম চেয়ে পাঠানোর প্রেক্ষিতে একটি চিঠি	সরকারী	২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

DEAR MR. HASH IM RAZA,

I received a telephonic message from Rawalpindi requesting for 30 names who might be addressed by the President personally regarding the Constitution. I am enclosing herewith a list of 30 names which has been drawn up in consultation with the Chief Secretary, Commissioners and Deputy Commissioners who happened to be here in a Conference. The Commissioners and Deputy Commissioners were of the view that it would be extremely difficult to find the person who is held in respect throughout the district. They felt that it would serve more useful purpose if at least one prominent citizen per subdivision could be addressed. I am enclosing herewith a list of names from Subdivisions at Appendix B.

I personally am not in favor of this idea for the following reasons.

(a) The Head of State should write personally only to persons who are of national or all-Province importance. 1 cannot think of more than five or six persons in East Pakistan who are of such stature. It may be a good gesture on the part of the President to write to them.

(b) As most of the persons mentioned in the list are not of all-Pakistan or of all-East Pakistan stature and as they may be interested in the future elections the letters from the President, I fear, will be used as indications of President's preference for these gentlemen. This would invariably give rise to hard heart-burning and jealousy.

(c) The gentlemen named in the list are by no means the most outstanding personalities even in the Subdivisions. There will be two/three other such persons in each Subdivision or district. President's writing to these gentlemen would certainly offend those to whom letters will not be sent and unnecessarily make them feel as if they have been ignored.

There is another very serious objection to this idea. The non-official members of the various tiers of Basic Democracies-particularly of the P.A.C. will feel extremely hurt if all of them were not in receipt of letter from the President when somebody else at Subdivision/District level did. The list sent herewith did not include name of all members of the Provincial Advisory Council. The nonofficial members of the Divisional Council and District Council would certainly expect to be included in a list like this. For obvious reasons they cannot be included as their numbers are far larger than thirty.

With kindest regards,

Yours sincerely,
A. M. S. AHMAD
Director.
27-2-1962.

S.H. RAZA, ESQ., C. S. P.
Secretary to the Government of Pakistan,
Ministry of National
Reconstruction and Information
Camp, Dacca

APPENDIX B

Barisal District.

1. Mr. Asadul Haq, B.L., Chairman, Patuakhali Municipality, Barisal.
2. Syed Md. Afzal (M.L), son of late Mvi. Abdur Rahim of Pirojpur, Bakerganj (President, Bakerganj District Muslim League).

Mymensingh District.

3. Khan Bahadur Fazlur Rahman of Jamalpur, Mymensingh.
4. Syed Moazzamuddin Hossain (N.I), ex-Minister, M.L.A., son of late Faizuddin Hossain of Astagram, P. S. Astagram, Mymensingh.
5. Dr. Lutfur Rahman, son of Abdul Hakim of Chaksheora, Mymensingh town.
6. Mr. A.K.M. Fazlul Haque of Netrokona, Mymensingh.

Chittagong.

7. Mr. Farid Ahmad Choudhury, M.A., L.L.B., ex-M.L.A., M.P. (N.I., A.M.L.), son of Nadiruzzaman of Dehlirchar, P.S. Ramu, Cox's Bazar, Chittagong.

Pabna.

8. Mr. Tariqul Alam (M.L.), News Editor, Daily Azad, Dacca, of Sirajganj Subdivision, Pabna.

Khulna.

9. Dr. Mozammel Hossain, Chairman, Town Committee of Bagerhat Subdivision.
10. Mr. M. A. Ghafur, Chairman. Town Committee, Satkhira.
11. Khan Sahib Kamaruddin Ahmad. Chairman, Jaigir Mahal Union Council, Paikgacha.

Rangpur.

12. Mr. Saidur Rahman of Gaibandha, Rangpur.
13. Mr. Paniruddin Ahmad (M.L), ex-M.P.A. of Kurigram, Rangpur.
14. Mr. Matiur Rahman Chaudhury (K.S.P) of Nilphamari town, Rangpur.

Dacca.

15. Mr. Abdul Hakim (ex-M.L.A.) of Bikrampur, Dacca.
16. Mr. Masiuddin Ahmad, alias Raja Miyan, of Manikganj. Dacca.

Kushtia.

17. Mr. Rezwanul Haq, LL.B. (M.L.) of Kushtia Sadar subdivision.
18. Mr.: Asghar Ali Molla, B.L., Member, District Council, Kushtia.
19. Mr. Abdur Rahim Mukhtear, Chairman, Meherpur. Town Committee, Member. Divisional Council.

Faridpur.

20. Mr. Adiluddin Ahmad (A.M.L.) of Faridpur Sadar.
21. Dr. Aszad, M.B. of Rajbari, Faridpur.
22. Mr. Ahmad Ali of Rajbari, Faridpur.
23. Mr. Faikuzzaman, B.L. (M.L) of Gopalganj, Faridpur.
24. Lai Miayn alias Mujibur Rahman of Gopalganj town.
25. Mr. Iskandar Ali, B.L. (ML), son of Jonab Ali Khan of Dhagdi, Madaripur, Faridpur.
26. Dr. G. Maula alias Dr. Ghulam Maula, M.B.B.S., son of Abdul Ghafur Dhali of Pargacha and of Muktarchar, P.S. Nana and of Madaripur town, Faridpur.

Rajshahi.

27. Dr. A. Aziz, Vice-Chairman, Rajshahi Municipality of Sadar.
28. Mr. A. Majid of Natore. District Counsellor, Rajshahi.
29. Mr. Tahur Ahmad Choudhury (A.L) of Nawabganj, Rajshahi.
30. Mr. Muzaffar Ahmad Choudhury (ML), son of Mufizuddin Choudhury of Naogaon, Rajshahi Divisional Council.

Noakhali.

31. Rai Sahib N.K. Sur (Nagendra Kumlar Sur), ex-Congress of Sadar, Noakhali.
32. Mr. Rashid Ahmad Jayagi (ML) of Nayag, P.S. Ramganj. Noakhali.
33. Mr. Mahmudul Haq, B.L.. of Sadar. Noakhali.

Camilla.

34. Mr. Reazur Rahman. B.L. (ML), son of late Siddiqur Rahman of South Charta, Camilla town, Comilla.
35. Mr. Fariduddin Ahmad, B.L. (ML), son of Gyasuddin of Camilla town.

35\. A. Mr. Abdus Salam Muktear (ML), ex-M.P.A., P.S. Matlabganj of Chandpur town.

Jessore.

36. Mr. Matlubur Rahman (ML), Chairman. Jhenaidah Town Committee.

Chittagong Hill Tracts

37. Maung Shoe Prue, Bhomang Chief of Bandarban, C.H.T.
38. Babu Lai Behari Chakma of Ramgarh, C.H.T.

Dinajpur.

39. Dr. Abdul Aziz, Chairman, Panchagarh Union Council, Thakurgaon Subdivision. Dinajpur.

Sylhet.

40. Mr. Ajmal Ali Choudhury (ML) of Sylhet Town.

41. Mr. Md. Abdul Khaleque (ML) B.L., Member District Council, P.O. Sunamganj, Sylhet.

42. Saiyid Sarfaraz Ahmad. Chairman, Town Committee, P.O. Moulvi Bazar. Sylhet.

Saiyid Qamrul Ahsan, ex-M.L.A. (NI) of Habiganj, Sylhet and of 50, Nazimuddin Road, Dacca.

1. Mr. Abdur Rob, B.L. (M.L), son of late Abdul Hamid of Barisal town, Bakerganj (Vice-Chairman, Barisal Municipal Committee and Member, Provincial Advisory Council.

2. Principal Ibrahim Khan (ex-M.C.A), son of late Shahbar Khan of Piramdi, Gopalpur, Mymensingh.

3. Mr. A. A. Rejaul .Karim Chaudhuri, Principal, Night College, Chittagong, son of Ali Ahmad Chaudhuri of Sharupbatta, P.S. Rangunia, Chittagong.

4. Mr. Torab Ali, P.P. (M.L), son of Rafiq Uddin of Pabna town.

5. Mr. S.M.A. Majeed, LL.B. of Khuna.

6. Mr. Mahtabuddln Khan (P.N.C), son of late Naharuddin of kamalkashna Rangpur town (Chairman, Rangpur Municipality).

7. Mr. H.N.S. Doha (ex-I.G.P.) of Tejgaon, Dacca.

8. Khwaja Khairuddin of Ahsan Manzil. Vice Chairman. Dacca Municipality.

9. Khan Bahadur Jasimuddin of Narayanganj, Dacca.

10. Mr. Mahbubur Rahmran. Chaudhuri Aljaj alias Putu, son of late Hafizur Rahman Chaudhury of Bogra town.

11. Mr. Shamsuzzoha (M.L), Advocate, son of late Abdur Rahim of Thanapara, Kushtia town (Member, Divisional Council).

12. Khan Bahadur Ismail of Faridpur Sadar.

13. Mr. A. Samad, District Councillor. Rajshahi.

14. Khan Bahadur Rezzaqul Haider Choudhury (K.S.P.A.L.) of Gopalpur. Noakhali (ex-Minister).

15. Mr. Shahidul Haq, B.L. (M.L.), ex-M.C.A., son of Kana Miyan of Brahmanbaria town, Comilla.

16. Mr. Suhrab Hossain (A.L.), son of Ghulam Taher Chopdar of Maina, Magura. Jessore.

17. Capt. Tridip Kumar Ray, son of late Raja Nalinakhya Ray of Rangamati, Chakma Chief of Rangamati, Chittagong Hill-tracts.

18. Hafizuddin Choudhury of Dinajpur Sadar. Member, Dinajpur District Council.

19. Dewan Taimur Reza Chaudhury (M.L.), son of Eklimur Reza.

20. Khwaja Naziumuddin, 27, Eskaton Road, Ramna, Dacca.

21. Dr. M. Husain, Vice-Chancellor, Dacca University, Dacca.
22. Dr. M. Ahmed, Vice-Chancellor, Rajshahi University
23. Dr. M.A. Rashid, Vice-Chancel lor, Engineering University, Dacca.
24. Dr. M.O. Ghani, Vice-Chancellor, Agricultural University, Dacca.
25. Mr. Nurul Amin, ex-Chief Minister, Eskatan Road, Ramna, Dacca.
26. Mr. Tamizuddin Khan, ex-Speaker, Constituent Assembly, C/o Dr. M.N. Huda. Head of the Department of Economics. Dacca University, Dacca.
27. Mr. Zahiruddin, Advocate, 23, Kailash Ghosh Lane. Dacca.
28. Dr. M. Huq Provost, Salimullah Muslim Hall.
29. Dr. F. Rahman, Provost, Dacca Hall.
30. Dr. Sajjad Husain, Provost, Iqbal Hall. 31. Dr. Saifullah, Provost, Fazlul Huq Hall.
32. Dr. G. C. Dev, Provost, Jagannath Hall.
33. Mrs. Akhtar Imam, Provost, Women's Hall.

জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর (বি-এন-আর) মূল দলিলে এভাবেই সংযোজিত ছিল ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির অভিযোগ জানিয়ে লিখিত চিঠির মাধ্যমে আইউব কর্তৃক গর্ভনর আজম খানের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ	আজম খানের কাগজপত্র	৭ জুন, ১৯৬২

CONFIDENTIAL PERSONAL

PRESIDENT'S HOUSE,
RAWALPINDI
7th June, 1962.

FROM: FIELD MARSHAL MOHAMMAD AYUB KHAN, N. Pk., H. J.

MY DEAR AZAM,

Your letter of the 11th of March needed a detailed reply in order to keep the record straight. But an attempt to put the record right at that stage might possibly have created a situation in which a smooth transition from Martial Law to a constitutional form of government could become more difficult. Since I was determined that individual rule should be replaced by government through institutions as early as possible, I could not take the risk of doing anything which might interfere with or delay that process. Now that by the grace of God, the Constitutional institutions have come into being, I feel free to do what in the national interest, I had to omit doing for nearly three months.

You have great energy, zeal and enthusiasm. You also have initiative and drive. But you have no idea of financial discipline or distribution of resources. When you take a project in hand you desire that the resources of the whole country should be diverted to your project even at the cost of all other activities if need be. I have always appreciated your energy and drive, and have tried to use them in the best interest of the country.

Attaching the great importance I do to the developmental effort in East Pakistan, when the question of appointing someone to succeed Mr. Zakir Husain arose-as you know, he was going away for a prolonged treatment-I picked you as the Governor of East Pakistan. You declined to go because you did not wish to leave the Cabinet. I explained to you the enormous need for a real effort to improve the absorption capacity of East Pakistan. You said that you would prefer to resign rather than go to another post outside the Cabinet. This coming from a soldier and life-long comrade in the time of national emergency was a shock. Had it not been for fact that the country was being run without a Constitution and the necessity for avoiding an impression of disunity among those associated with the task of Government at the top, was consequently much greater and for personal regard for yourself. 1 would have accepted your offer of resignation. As it was, 1 had almost to force you leave for East Pakistan on a special plane.

I gave you detailed instructions emphasizing that I was most anxious that everything possible within our means should be done to place East Pakistan on a sound economic

footing and to prepare it to shoulder its own responsibility. You did put in your full energy with your usual zeal and made a tremendous effort in economic development. You helped the people in their calamities and earned their gratitude. For this you deserve great credit. But you did something else as well. Wittingly or unwittingly you made it a point never to say "no" to (any demand, however, impossible or manifestly unreasonable that demand might be, thus taking credit for whatever was accomplished and passing on the blame to the Centre for whatever had to be denied. You took the least line of resistance.

You were the agent of the Centre. The popularity of the agent should have meant the popularity of the principal. Your conduct, however, brought about the opposite result. It created the impression among the population of East Pakistan that to get anything for them, a continual battle had to be waged against an unwilling and an unsympathetic Centre. Not once did you mention to them my real feelings in regard to the development of East Pakistan, and the urgency and importance I give to it. Not once did you try convincingly to explain to them the limitations of our resources, the struggle we have to put up to get resources from abroad, the restrictions that other countries placed on trying up their grants and loans, to particular projects, or the implications of an integrated economy planned on a national basis. You say that you worked with "utmost loyalty and devotion". May I modify it by saying that you worked with utmost energy and zeal. I am afraid, loyalty and devotion' to the higher cause got sacrificed at the altar of personal property. The results were inevitable. I warned you repeatedly of the dangers inherent in your approach. The anti-Pakistan elements were quick to exploit this situation, and by their activities were making a bid to loosen discipline in East Pakistan to jeopardize the national interest. When this happened you started evading controversial issues connected with law and order.

You have said that "your sincerest advice was ignored in several matters including the Constitution." The only advice you gave with reference to the constitution was that Martial law was the right answer for the country at present and that the question of making a change to a constitutional form of government should remain in abeyance. My own belief being that institutions and not individuals are the proper instruments of governments, I felt that the sooner we make a start in establishing institutions that will work in our conditions, the better. I did not ignore your advice. I carefully considered it but did not accept it.

In the course of the discussion on the recommendations of the Constitution Commission and the Cabinet Committee, in the Governor's Conference when detailed discussions were taken, you expressed certain views as being in accordance with the opinion in certain sections of the intelligentsia in East Pakistan. Those views were already known and were duly considered. You did not attempt to advance any reasons in support of them.

You next say that I took a decision on a most important matter without consulting you as a Governor. I believe you are referring to the arrest of Mr. 'Suhrawardy.

Mr.' Suhrawardy was in West Pakistan at the time. His arrest was based on information given through the Central Intelligence agencies. He was actively engaged in preparing anti-Pakistan elements in East Pakistan to resist the constitution whatever its form. It was your duty to take steps against it, but you did not, as you were more concerned with your personal popularity and were not * concerned with carrying out my policy which was your duty. I however could not evade my responsibility to the country. He was therefore taken into custody in Karachi and you were informed of the situation by a Minister who was sent to Dacca by the first available plane. I don't know what more could I do.

The impression I got during this period was that you found it distasteful to deal with an awkward situation demanding firmness. I found it my duty to express my dissatisfaction on it. So when you resigned and you seemed to be in a hurry to leave, I had no option but to accept it.

I regret having to recount all this, but your letter of resignation containing spurious arguments demanded that a full reply be given.

With best wishes.

Lt-Gen. Mohammad Azam Khan.

Yours sincerely.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আইউবের অভিযোগের জবাবে আজম খানের চিঠি।	আজম খানের কাগজপত্র	১৬ জুন, ১৯৬২

REGD/A.D.

(TRUE COPY)

PERSONAL/ CONFIDENTIAL

Lahore Cantt.
16 June, 62.

No: MAK/X/P.

To

FIELD MARSHAL MOHAMMAD AYUB KHAN. N.Pk., H.J..
President of Pakistan,
Rawalpindi.

SIR,

I am extremely surprised and pained at the contents of your letter No. 374-PAP/62. dated 7th June, 1962. Before dealing with it, may I remind you of your letter, dated 12th April, 1962 wherein you have observed-

"Whilst regretfully accepting your resignation I repeat my appreciation of the excellent work you have done and say that I shall always entertain the highest of regard for you besides wanting to assist you in any legitimate manner I can."

This I took to be a genuine appreciation of my services on your part-not realizing that you were playing politics with me. As I now find from your letter of 7th June, 1962 that you did not mean what you said in your former letter and desisted from expressing your dissatisfaction so that I might not leave the Province at once and thus deprive you of the opportunity of using me to complete your programme of elections. As you have now come out with serious allegations against my work in East Pakistan for the purpose of as you say 'keeping the records straight, I feel, I should in fairness to myself and to the people do some plain speaking and request you to keep this my reply on record, in order to complete it.

I simply fail to understand why, if you really thought I had the defects now imputed to me, you insisted on appointing me as the Governor of East Pakistan, kept me on for two years and when I resigned instead of accepting my resignation, sent General Burki to persuade me to stay on and then you yourself did your utmost to dissuade me from leaving the Governorship. The aspect of the matter by itself is sufficient to show that there is no force in the points now alleged against me and your letter of 7th June. 1962 is clearly an after-thought. However, I shall meet your points individually.

The first point against me is-

"You have no idea of financial discipline or distribution of resources. When you take a project in hand you desire that the resource of the whole country should be diverted to your project even at the cost of all their activities if need be."

"Wittingly or unwittingly you made it a point never to say 'no' to any demand, however, impossible or manifestly unreasonable that demand might be, thus taking credit for whatever was accomplished and passing on the blame to the Centre for whatever had to be denied. You took the least line of resistance."

At no time did the people of East Pakistan push me into accepting impossible and manifestly unreasonable demands for which, according to your statement, I am supposed to have taken credit whilst passing all the blame to the Centre. Nor have I at any stage been devoid of financial discipline and sense of proper distribution of resources, as to have desired that the resources of the whole country should be diverted to any particular project. If anyone is trying to make you believe such stories it must be out of sheer malice and complete disregard for your own sense of reasoning. You yourself are fully aware of the policy and procedures followed with regard to scrutiny, sanction, allocation of funds and implementation of all projects and demands of Provinces. According to the policy decided between the Centre and the Provinces it was my duty to put up the maximum projects, subject to approval, with the object of increasing the absorbing capacity of the Province for allocations made. Once the Centre makes annual allocations there is no scope for further demands by the Provinces and at the same time the Centre should not change allocations once commitments have been made to the Provinces. There is no doubt that we had sometimes to fight tough battles at the Governors' conferences with the Central Economic Council and other Agencies over our sanctions but it was in the normal course and should have been taken in the best of spirit and appreciated and not brought as allegations.

Another point raised against me relates to my resignation when you asked me to go to East Pakistan as Governor. This matter was fully discussed several times and also in my letter or resignation written on that occasion which is a complete answer to your remarks in the third paragraph of your letter under discussion. To refresh your memory, 1 am enclosing herewith a copy of that letter of resignation. Your statement that you had almost to force me to leave for East Pakistan on a special plane surprises me. It was only after you sent General Burki to say that you were coming to apologies to me for having lost your temper and accused me of being afraid to go to East Bengal, that I left for Dacca without waiting to meet you. I did this to save you the embarrassment and also to prove to you that I was not afraid to go to East Pakistan although my work at the Centre and specially that of rehabilitation of refugees in West Pakistan was incomplete and my going away at that time was to the detriment of the people as explained in detail in my letter of resignation dated 14th April '60. No one forced me to leave; in fact, you were not even aware that I had left for Dacca; nor was any special plane arranged by you. In order to be there in time, I had to do over 12 hours of night flying during Nor-Wester period in a small plane, the only thing available. It is extremely unfair that you should now refer to this incident as a point against me when after I took over you made appreciative remarks about my having done so.

Another point raised against me is-

"You were the Agent of the Centre. The popularity of the Agent should have meant the popularity of the principal. Your conduct, however, brought about the opposite result. It created the impression among the population of East Pakistan that to get anything for them, a continual battle had to be waged against an unwilling and an unsympathetic Centre. Not once did you mention to them my real feelings in regard to the development of East Pakistan and the urgency and importance I gave to it. Not once did you try convincingly to explain to (hem the limitations of our resources, the struggle we have to put up to get resources from abroad, the restrictions that other countries placed on tying up their grants and loans, to particular projects, or the implications of an integrated economy planned on a national basis. You say that you worked with 'utmost loyalty and devotion". May I modify it by saying that you worked with 'utmost energy and zeal. I am afraid, that ‘loyaity and devotion' to the higher cause got sacrificed at the altar of personal popularity. The results were inevitable. I warned you repeatedly of the dangers inherent in your approach. The anti-Pakistan elements were quick to exploit this situation, and by their activities were making a bid to loosen discipline in East Pakistan to jeopardize the national interest. When this happened you started evading controversial issues connected with law and order."

All your policies were duly projected and implemented by me, but wherever I honestly disagreed with your views 1 did not hesitate to express them frankly and fully. Throughout my attempt has been to look to the interests of the people and the country and not to those of any particular individual. It is absolutely clear in everyone's mind without any doubt that the credit for the work done by me in both wings of Pakistan has all gone to the credit of the Regime and to you. It was not necessary for me to go out of my way to flatter you as you are personally aware that I am not given to flattery, a fact which I have repeated to you on many occasions. If you feel dissatisfied with this policy, I am not disturbed in mind as I have done what God and the country expected me to do.

I see no justification whatsoever in your remark about my loyalty and devotion. When you managed to get three extensions in the tenure of your Command as C-in-C, although it was against army traditions and considerably prejudiced my chances of promotion, I did not apply for release but continued to serve with the same energy and zeal' sacrificing personal interest at the altar of 'loyalty and devotion to the higher cause'.

I also hope that you have not forgotten when in 1958 I was drawn into the Revolution I had to go to the extent of risking my life and sacrificing my army career for the cause of the country and the nation. Again when you deprived me of my permanent commission in the Armed Forces ordering my premature compulsory retirement in February, 1960, according to army regulations 1 was perfectly fit for a much longer tenure. I did not question your action but made a personal sacrifice, rather than create a situation whereby the nation might have suffered, as we were at the time passing through a very delicate period.

Unfortunately you always seem to lake counsel from your imaginary fears. Although I have resigned, my popularity seems to be haunting you. Judging from the contents of

your letter I am constrained to observe that the Editorial captioned Task before Faruque' appearing in the Pakistan times of Lahore on 14th May, 1962, and the subsequent distorted and controversial letters to the Editor were all inspired.

As an old soldier and a comrade it was the bitterest shock to me to find you so unsporting as to twist the facts leading to my resignations on both the occasions. These facts have been brought out in both my letters of resignations clearly. In both instances you sent General Burki to apologies on your behalf and you made every effort personally to appeal to my sentiments on the basis of old family friendship and professional comradeship and praise for me and my work, persuading me to withdraw my resignations. These false and unjust allegations were not even hinted at in your previous conversations or correspondence throughout my career.

In reply to my complaint that I was not consulted in some of the matters seriously affecting the work I had to do, and my sincerest advice was ignored in several matters including the Constitution-your statement that the only advice I gave on the Constitution was that you should not be in a hurry to bring the Constitution is, I am sorry to say, inaccurate and incorrect. It was in 1959 when you first informed us about your scheme of Basic Democracy with an outline of the type of Constitution you wanted, that I suggested that we should concentrate on completing our programme of refugee resettlement and urgent and vital development schemes and leave the Constitution making to experts and various representatives of the people as we were no authorities on the subject.

In the very next paragraph of the same letter you yourself state that I did express my views with regard to the provisions of the new Constitution when it was being discussed at the Governor's conferences. But here again, the statement that those views were duly considered, or that I did not attempt to advance any reasons in support of the points I raised, I am sorry to say is not correct. In fact on one occasion in the mids of a heated argument on the provisions of the Constitution when I repeatedly argued in favor of Fundamental Rights being made justifiable, supremacy and powers of the Judiciary, and revival of the political parties etc., you went to the extent of shouting at me saying why are you worrying-I have to sign the Constitution not you Azam.' Thereafter, I was taken into full confidence with regard to the provisions of the Constitution. I would, therefore, repeat that I did give you advice with regard to the Constitution and you were not prepared to accept it or even consider it.

Referring to my strong protest on my not being consulted as a Governor when you took a decision on a most important matter, your letter reads as follows

> "I believe you are referring to the arrest of Mr. Suhrawardy. Mr. Suhrawardy was in West Pakistan at the lime. His arrest was based on information given through the Central Intelligence agencies. He was actively engaged in preparing anti-Pakistan elements in East Pakistan to resist the Constitution whatever its form. It was your duty to take steps against it. but you did not as you were more concerned with your personal popularity and were not concerned with carrying out my policy which was your duly. I, however, could not evade my responsibility to the country. He was, therefore, taken into custody in Karachi

and you were informed of the situation by a Minister who was sent to Dacca by the first available plane. I do not know what more could I do."

The elementary principle of Governance is that on the law and order situation the man on the spot should be consulted before any drastic action is taken. If there was information against Mr. Suhrawardy it must have been with the Central government for some time. It could not have been gathered within a few hours before arrest, so as to say that you had no time to consult me. If it was a case of my having failed in my duty in such an important matter, you should have directed me to take action or replaced me. The manner in which this matter has been dealt with by you and your government was decidedly unfair to me as Governor. If I had been consulted or at least been given adequate notice that the arrest would be made, I would have taken in time precautionary measures to prevent situations, like the one which actually arose consequent on the arrest and during your presence in the Province. In this connection I would remind you of my telling you that what you had done was a stab in the back; and I need hardly and that nothing more could have been done to meet the situation than what was actually done by me, to which you were witness. Had I not handled the situation as I did with restraint, the consequences would, as I have already pointed out to you, been disastrous. Hence there is no justification for your statement that—

"The impression I got during this period was that you found it distasteful to deal with an awkward situation demanding firmness. I found it my duty to express dissatisfaction on it. So, when you resigned and seemed to be in a hurry to leave, I had no option but to accept it."

If you thought at the time that I found it distasteful to deal with an awkward situation demanding firmness being on the spot yourself you should have assumed complete control of the situation and issued definite orders to me shouldering the entire responsibility yourself. You did not do so. On the other hand, as long as you were in Dacca, you did not express dissatisfaction at the action that was being taken. It was only after going back to West Pakistan that you gave the impression that you were not satisfied with my way of handling the affairs of East Pakistan.

Your remark that I was in a hurry to leave is hardly fair. I wrote the letter of resignation on the 11^{th} March and ultimately I agreed to stay on till the 10th May. If you really were under the impression that because of my inability to manage the situation, and as you were also dissatisfied with the action I took, I was anxious to leave the Province, you would not have asked me to stay. You should have consistently with your duty to the country relieved me immediately and not persuaded me to stay. Far from your being dissatisfied with my work, your insistence on my continuing as governor clearly showed that you felt at the time that I alone could handle the situation. The arguments in my letter of resignation were not 'spurious'.

It is very well known to all of us that this country has suffered because individual whims and moods, undue interference with the administration and personal ambitions were often catered for at the cost of firm principles and policy. The object of the Revolution would have been defeated if we were to compromise on those very principles.

I had, therefore, on option but to resign when certain fundamental principles were violated, as already pointed out in my letter of resignation dated 11th March 1962. to which you sent me an immediate signal to say that as the matter required personal discussion you proposed discussing it with me during your visit to Hast Pakistan, which you did but I declined to continue as Governor and stuck to my decision to resign, wishing to be relieved at the earliest.

A month later you sent me a letter appreciating my work and whilst regretfully accepting my resignation you made the following suggestion: - "Regulations permit me to give you four months' leave minus 19 days that you have availed of. Will you, therefore, please let me know if you wish to avail of it. This is urgent as I propose to make a formal announcement of these changes soon so as to slop unnecessary speculations. "

My immediate reply may kindly be noted—

"Thanks for your letter of 12th April. I appreciate the kind remarks which you have made about my services to the country during my tenure of office. As 1 have repeatedly emphasized both in correspondence and discussions, my resignation is motivated by my very strong views on matters of principle, which, for me effectively outweigh the attractions of high office, and my anxiety is thus to be relieved with the least possible delay, although if it proves impossible to arrange for my successor to join before the 10th May, I shall in deference to your request stay on until then. As regards your enquiry whether I should like to take leave after handing over charge, I am fully aware of my rights under the regulations, but, since I am resigning on point of principle. I did not intend to avail myself of my leave concessions."

You must not lose sight of the fact that I went to East Pakistan as your representative, and under the extraordinary circumstances prevailing during the Martial Law. I had also to represent and fight for the problems and just demands of the people at the Governors' conferences which were held for this very reason. If I had behaved like the glorified Agent of a bureaucratic Government of the British times, East Pakistan would have been justified in their oft repeated complaint that they were treated like a colony.

I tried my best to bring you close to the people. I very well remember that when you visited East Pakistan after the great cyclone to assess the situation for yourself, I naturally thought that you would be more anxious than myself to see the affected area and say a word of cheer to the men, women and children to raise their morale. So I arranged a tour for you, but in that part of the world the only means of getting to the Islands is by helicopter and I have never regretted anything so much as asking you to visit these places because for months I had to correspond with your Military Secretary and Air Marshal to explain as to why I had taken the risk of putting you on a helicopter.

I did not desire to seek popularity. My anxiety was only to help the afflicted in their hours of distress during the natural calamities that overtook the Province, as well as in the implementation of the development plans. My sincere effort regardless of my personal

safety and comfort especially in coming to the aid of the people in their hours of extreme distress and danger was deeply appreciated by them. To say that I was trying to sacrifice loyalty and devotion at the altar of personal popularity or that I tried to gain popularity through 'financial indiscipline' is not only a grave injustice to me but a hard blow to the sentiments and prestige of the people of East Pakistan. There can be no greater ignominy inflicted on them than to say that they could be bribed into shedding tears for me or that the anti-Pakistan elements were able to exploit their sentiments for the purpose of loosening discipline in East Pakistan to jeopardize national interest.

At no time was that part of Pakistan closer to the Centre than it was during my tenure. In the interest of national unity and prosperity, the sincere and selfless work that I have put in those two years cannot be denied by you or anybody else as the whole nation is witness to it.

I shall conclude by saying let my God and my nation be my judge. Individual opinion can never be regarded as reliable, no matter how highly placed the individual may be.

It is not a pleasure to me to recount these facts but your letter has left me no alternative and in fairness to myself I cannot leave these serious allegations in your letter dated 7th June 1962 unanswered.

(MOHAMMAD A2AM KHAN)
Lieut General.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সামরিক শাসনের অবসান	পাকিস্তান অবজারভার	৮ জুন, ১৯৬২

MARTIAL LAW ENDS TODAY
National Assembly meets this morning.

Rawalpindi, June 7-The 44-month-old Martial law ends tomorrow morning with the inauguration of the 156-member National Assembly, the nation's third "Parliament" since its birth 15 years ago, reports-APP. Technically the Martial Law imposed on the country on October 7th in "a bloodless revolution" will come to an end some minutes past nine in the morning as members from both the wings of Pakistan are administered Oaths by the Chief Election Commissioner.

This will also mark the induction of the National Assembly which had earlier been addressed by President Ayub.

Presidential cabinet Resigns.

Rawalpindi, June 7-Members of the Presidential Cabinet formally tendered their resignation here this evening as a Prelude to the enforcement of the new constitution………..tomorrow morning.

The President has accepted their resignation and was understood to have addressed letters of appreciation to them individually thanking them for their services during 44 months of Martial Law regime.

Two Ministers-Mr. Mohammad Munir and Mr. Abdul Qadir who have also been named for inclusion in President's new Council of Ministers under the constitution will be sworn in probably tomorrow evening.

Earlier, the Ministers present in the city attended their offices for the last day.

The Ministers present in the Capital today are Lt. Gen. W. A. Burki, Mr. Manzur Qadir. Lt. Gen. K. M. Sheikh, Mr. F. M. Khan. Mr. Habibur Rahman. Mr. Zakir Husain and Mr. Z. A. Bhutto.

The head of the State will be sworn in as President under the new constitution some eight hours later in the President's House in a simple ceremony.

The Oath will be administered by the Chief Justice of Pakistan Mr. Cornelius.

Messrs. Mohammad Munir and Abdul Qadir; first to be named as members of the President's Council of Ministers under the new constitution, will be formally sworn in at the President's House tomorrow evening. The ceremonies will mark the beginning of "the new constitutional rule" in the country.

Disposal of Martial Law cases.

Another message adds, President Ayub Khan today promulgated an Ordinance dealing with the technicalities and removing difficulties for the disposal of Martial Law cases after the withdrawal of Martial Law in the country with the commencement of the new constitution on June 18.

The Ordinance provides that all sentences passed during the Martial Law period by a Martial Law authority shall be deemed to have been lawfully passed and shall be carried on execution according to their tender.

Regarding the death sentence passed during the Martial Law period by a Martial Law authority the ordinance provides that it may be executed under the order of the Central Government.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে প্রকাশিত সরকারী পুস্তিকা	সরকারী	মার্চ, ১৯৬২

AN EXPLANATION OF THE SALIENT FEATURES OF THE CONSTITUTION OF 1962 FROM A BOOKLET ENTITLED "A PLEDGE REDEEMED."

Published by the Bureau of National Reconstruction, Government of Pakistan.

INTRODUCTION

Democracy, in the classic phrase of Abraham Lincoln, is government of the people, by the people, and for the people. As a form of government it rests upon the consensus of public opinion, aims to promote the happiness of the citizens and postulates equality of all men before law.

Though it has not always been fully reflected in the political system prevailing in various phases of Muslim history, Islam's concept of the- universal brotherhood of man and equality of all men in the sight of God is at the heart of all democratic processes. In its external expression, Islam places emphasis on the society rather than the individual, which is the first step towards any organisation based on the benefit of the community. An important democratic element to which history bears witness is Islam's general attitude of tolerance towards other faiths. The divine commandment of Shura which places an obligation on the ruler to consult the people is the only explicit attempt by any major religion to underline the basic principle of democratic government. Finally, the principle of Ijma which gives a religious sanctity to the opinions and views held by the community as a whole signifies the democratic essence of the Muslim faith. In the context of today, therefore, the only manner in which societies attempting to be Islamic can express themselves in their political life is through democratic forms and institutions.

In the West, democracy made its first appearance in a somewhat rudimentary form (since it was based upon slavery in the city states of ancient Greece, in which every 'free citizen' was entitled to participate in the government. These so-called direct democracies were in fact egalitarian oligarchies in which the right of slaves had never been equated with the rights of the ruling classes. The identification of the collective and individual interests which finds an expression in the system of political representation and is the essence of a democratic form of government was missing. Democracy as understood today should be considered the contribution of Great Britain. As a form of government, it has only attained universal popularity over the last hundred years or so, but it is now generally accepted as the only form of Government which ultimately liberates and releases the energy of the people towards constructive ends.

The trouble with democratic forms of government, however, is that unless the people working them are trained and experienced in the conventions of democratic rule, it is difficult to make a success of the institutions. Democracy is not something which has

been attained by any people overnight. The British who are considered the pioneers in the creation of durable democratic institutions required almost 700 years from the first point in time when the nobles of England made the monarch commit himself to certain checks on royal power by the Magna Carta in 1215. Until 1928 when woman above the age of 21 for the first time were given the right of vote. Relatively slow processes of political, social and economic evolution and growth led ultimately to the creation of democracy in Britain.

But very often in disregard of this lesson of history, there is a temptation to adopt practices which have succeeded elsewhere but which may not necessarily suit other social environments, or meet the political needs of other climes. Under such an imposition, the borrowed political institutions give way under the strain of inept handling and lead to a situation of instability, political self-seeking and corruption which militates against the larger national interest. In such a situation, unless a strong leadership emerges to stabilize the situation there is inevitably a prolonged period of chaos. But in a relatively politically conscious community it is also necessary that as soon as the position has been stabilized by the new leadership, effective and suitable political institutions must be created without unnecessary loss of time. It was in recognition of this fact that in his very first broadcast to the nation, the President said quite clearly that his intention was to restore Constitutional Government as soon as possible.

The manner in which Martial Law has operated during the last 3½ years is an index of this aim. So much so that it has often been remarked by foreign observers that Pakistan is much nearer real democracy under Martial Law than many countries who ostensibly claim to have democratic forms of government. The reasons for this are not far to seek. It would, far instance, have been expected that the press would be completely gagged, and all expression of opinion forbidden. But few, if any, checks have been put upon the press and expression of opinion have been relatively free and subject to only minimal and, under the circumstances, unavoidable restraints. Arbitrary exercise of authority has been conspicuously missing from the action of the Government and judicial processes have continued to operate in the normal manner. The administration has been conducted by the civil machinery and the Army has not intruded into public affairs beyond an unavoidable minimum.

Nor are the actions of the past 3½ years rooted in any mere superficial concern for democracy. For, in Pakistan, there has existed, since the Government of Great Britain look over from the East India Company, an unbroken regard for the rule of law. People have also had experience with working democratic institutions at the local and also the national level. We have a relatively developed professional and middle class which is daily expanding. Reinforcing the egalitarianism inherent in Islam is the liberal humanism imbibed from the West by the thinking sections of the people, and which can find political expression only through democratic institutions, civil and military administration has been kept entirely separate and one institution for which the people have had and continue to have great respect is the judiciary. This complex of enlightened opinion, respect for the rule of law and a clear cut division between civil and military responsibilities makes ours a society essentially oriented towards a democratic form of

government. But in order to make a success of constitutional government we must learn from our past mistakes. Before selling out on our new Constitutional venture, it is, therefore, imperative that we identify the causes of failure of the previous Constitution and avoid repeating them in the new one.

The growth of Parliamentary Government in Britain

The principal forms of democracy which are in operation today can be classified as the parliamentary form and the presidential form. Of these we have so far been familiar with the parliamentary form which is sometimes also called the cabinet system. In this system the executive is chosen from among the group or groups of representatives who are in majority in the legislature and remains in office only so long as it retains the support of that majority.

The British Constitution, often referred to as the mother of parliament embodies the principles of parliamentary government. A fundamental reason for the gradual evolution of this system there was the hereditary character of the monarchy which left this as the only peaceful way of enforcing the general will. Bit by bit, the entire power was concentrated in the hands of the people's representatives. The system took shape by an extremely gradual process of accretion. The classes which enjoyed the right of consultation with the king altered and expended with economic changes till the idea of people's government quietly crept in. In the 20th century the right of the common people to choose their rulers was fully, firmly and finally established.

The habit of the English people to alter things by evolution and not by revolution expressed itself in the political compromise which transferred effective power to the people and retained ceremonial grandeur for the king. The relationship between the King and the Crown which has thus been established functions so smoothly that the need for any further major change in the structure of government seems to have been obviated.

In Britain, parliamentary government has been a great success, but a brief survey of the working of the system will immediately show that its success depends on certain conditions that do not obtain in many countries including Pakistan. It depends upon number of factors which are intimately interrelated and form a complex of social and political behavior.

Enlightened Electorate

There is, for instance, the presence of an enlightened electorate capable of forming an opinion on the various issues of national policy. Education has been compulsory for 75 years. The average adult, unless he is mentally deficient, if capable of forming an opinion on matters of policy and is likely to do so at least in so far as it affect him personally. Every household buys a paper. Nearly every household has a radio or television set. The population is, therefore, capable of taking an active interest in political questions. That it does take interest is reflected in the fact that seventy-five to eighty-five per cent of the electorate participate in every election and many of those not voting do so because they disagree with the views of all the parties.

Gradual Growth

The system has attained full maturity after centuries of growth. Its delicate and sensitive nature is, therefore, not likely to suffer any set-back by inept handling at the hands of the electorate or the leaders.

The role of information media

There is a vigilant and vocal press which informs and educates all sections of the people. Newspaper reading is a national habit in Britain. The channels of dissemination of news and views arc numerous and widespread. The executive has to be very careful lest it incur public indignation.

Two-party system

The two-party system which is largely an accident of history, forms a part of settled political habit in that country. The parliamentary mechanism would lose much of its' efficiency and vitality if it were to work with more than two parties, as has been witnessed in France. The Constitution of the Third French Republic (1870-1940), drafted in 1870, closely followed the British model, but the existence of a large number of groups in the French Parliament precluded all chances of single-party ministries like those of Britain. The composite cabinets based on heterogeneous majorities crumbled one after another. The parliamentary history of France under the 3rd and the 4th Republic is a panorama of phantom ministries. That is why parliamentary government means different things to the French and the British.

Public opinion

British leadership is very sensitive to public opinion. Clear indications of this sensitivity have been provided many a time in British history. Mr. Mc. Donald with a comfortable majority in the parliament had to yield of the Unemployment Assistance Regulations in 1934. Mr. Baldwin again with a majority had to sacrifice Sir Samuel Hoare in the Abyssinian Crisis of 1935. In 1940 the futile attempt to defend Norway against German invasion and the dangers posed by the German military's infiltration into Western Europe led to the fall of a majority Government by sheer force of public opinion. As recently as 1956 Sir Anthony Eden had to resign after his Suez venture though there was no formal vote of censure, the firm and forceful expression of adverse opinions compelled the Prime Minister to go.

The British temper

The remarkable ability of the British people to adapt and compromise provides a common ground on which politics can operate without social upheavals. As Lord Balfour has said. "Democracy presupposes a people so fundamentally at one that they can safely afford to bicker and so of their own moderation that they are not dangerously disturbed by the never ending din of political conflict. The most remarkable instance of this adaptability in the British people is the Welfare Legislation of the Labor Government in 1945- 50. The programme implied a virtual revolution in property relationships and political

pundits like Laski could easily have held that any attempt to introduce these reforms would wreck the entire system. But the system has survived. Such capacity for adaptation to changed conditions is evidenced in very few societies.

Conventions of the Constitution

Finally, the system presupposes that the holders of power submit themselves to a code of honor. This unwritten code is embodied in precedent and usages, collectively called the conventions of the Constitution. Conventions are not laws and can be discarded when they are no longer in conformity with changed needs. They embody both the do's and the don'ts of political behavior and very often fulfill functions which no code of laws would be able to meet. And although not legally enforceable, their force is nevertheless almost as compelling as that of laws regularly enacted by Parliament. They give substance to the principle of the sovereignty of the people. Politicians are bound to observe them even if it brings them loss of office and authority. Some of the conventions are: members of Parliament do not desert their parties whatever the temptation; no Minister cares to cling to power if he cannot pull on with his colleagues; no Cabinet evades the consequences of an adverse parliamentary vote. The opposition in this system is part of Government. It does not oppose merely for the sake of opposing. It offers a clear alternative in ideology and leadership. It “takes over" as soon as a Government loses its hold over the country.

The failure of British parliamentarism in other countries can be easily understood if we recognize the springs of its success in Britain. The system is so sensitive that it cannot nourish under unhelpful conditions. In Pakistan many pitfalls could have been avoided, had this been realized in time.

FAILURE OF PARLIAMENTARY GOVERNMENT IN PAKISTAN

Before any new pattern of constitutional government can be evolved it is first necessary to examine the causes of failure of Constitutional Government in Pakistan leading to the abrogation of the Constitution of 1956, and to determine how far the nature of this Government contributed to failure.

Some friends of the parliamentary system insist that there was no failure of the parliamentary government as it did not exist and would only have been ushered in when the Constitution of 1956 would have flourished in full bloom after general elections. According to them, it is, therefore, unfair to speak of the failure of a constitutional system which had not been enforced in its entirety and was really buried without trial. This view is based on the dubious assumption that the Constitution of 1956 gave a brand new system to the country. This was not the case.

In August, 1947, when Pakistan came into being as an independent State the Government of India Act, 1935 was adapted to provide an interim Constitution. This 'adapted Act, introduced in Pakistan a type of government which generally resembled the constitutional structure of parliamentary government in the Dominions. The Constitution of 1956 generally followed the pattern of the adapted Act of 1935. It enacted a few curbs

on the powers of the Governor General and gave wider authority of Provincial governments. It contained an elaborate statement on the Directive Principles of State Policy and carried some provisions designed to bring the legal code of the country into conformity with the laws of Islam. But the originality of this Constitution remained confined to matters of secondary importance. It had nothing new to offer in the nature of constitutional fundamentals. Even its language was much the same as that of the 'adapted Act'. It left the existing parliamentary institutions undisturbed.

To give a clear picture of what is meant by the Parliamentary or Cabinet system, its chief characteristics are enumerated below:

(1) The Head of State is largely a ceremonial figure-although he authenticates the actions of the executive-the advice of the Ministers is binding upon him. His discretion, if any, is extremely circumscribed and limited.

(2) The Executive comprises a group of Ministers who act in Cabinet as a unit. (This presupposes two things, First there is collective responsibility and secondly one man in the team plays a predominant role and acts as a captain-this is the Prime Minister).

(3) The Ministers are members of the Legislature.

(4) The Ministers are members of the majority party (in cases of a coalition of the parties combining to form a majority).

(5) Ministers hold office only if they retain the confidence of the Assembly

(6) The Minister is personally responsible for the portfolio under his charge and is constantly answerable to the Assembly for its proper functioning.

It will be clear that the system of government operating in Pakistan until October 1958 followed this pattern. From even a cursory glance at events particularly from 1953 onwards, it would also be quite clear that this pattern was not successfully worked. The Constitution Commission also came to the same conclusion.

Causes of failure

The Constitution Commission examined the question of the failure of Parliamentary Government in considerable detail. It issued a questionnaire and conducted a large number of interviews. The views expressed before the Commission with regard to the nature and causes of failure of the parliamentary form of Government were summed up by them as follows:

"(1) Lack of proper elections and defects in the late Constitution.

"(2) Undue interference by the Head of State with the Ministries and political parties, and by the Central Government with the functioning of the government in the Provinces.

"(3) Lack of leadership resulting in lack of well-organized and disciplined parties, a general lack of character in the politicians and their undue interference in the administration."

In the opinion of the Commission, the real causes of the failure were to be found in the last-mentioned group of opinions, rather than in the first two. A study of event leading to the final break-down of Constitutional Government in October. 1958. Would prove this point.

(1) **Lack of proper election**—It cannot be said that the Assemblies were not elected. The first Constituent Assembly was indirectly elected as it was intended mainly to frame the Constitution. It continued in office till it was dissolved in October 1954, and succeeded by a second Constituent Assembly indirectly elected from the Provincial legislatures. Since this Assembly was formed after elections had taken place in the Provinces, it had many new members, who came to office through direct elections in the Provinces on the basis of universal suffrage. But such elections held on the basis of adult franchise in the Provinces did not bring in worthier or particularly different representatives. After general elections at the national level the same pattern would undoubtedly have been repeated.

(2) **Interference by the Head of the State**—The view of the Constitution Commission in this instance was that although the Head of State interfered, the reason why he could do so with impunity was because of lack of discipline and solidarity in the parties in power. They have also pointed out that parliamentary government has succeeded only in countries with a Constitutional monarchy, where the Head of the State is not a member of a party or is elected but comes to office by inheritance. An elected Head of State first, belongs to some political, party, and secondly comes to office because he commands the confidence of the people. In such cases, if both the Head of State and the Prime Minister are strong personalities, friction between them is inevitable. As the Constitution Commission pointed out that in India, where the parliamentary system is in force, "the present Prime Minister has from the day of Independence been able to completely eclipse the Head of the State, who it is significant, has himself raised the question whether be has not, under the present Indian Constitution, more powers than the sovereign in England". In a parliamentary form of government, an elected Head of the State will always have considerable scope of indulging in party politics if he is so inclined and the political parties accept the interference-this is a defect inherent in the system.

(3) **Lack of party discipline and lack of character in the politician-**A cursory glance at events from 1953 onwards will show that it was lack of leadership and well-organized and disciplined parties in general lack of character in the politicians and the undue interference in the administration which caused the ultimate breakdown of Constitutional Government in Pakistan.

Dismissal of the Prime Minister in 1953

(a) It is a well-known convention that a Prime Minister cannot lose his office without first losing his parliamentary majority. The Prime Minister of Pakistan in April, 1953,

was in undisputed command of his party. He had experienced little difficulty in getting his budget approved by the Parliament and securing removal of the Punjab Chief Minister after the Lahore disturbances. Yet the Head of State ejected him from office abruptly and placed his own nominee at the Head of the Government. The new Prime Minister was an unknown quantity. He had been absent from the country for about 5 years preceding his elevation lo this office. Yet the Muslim League Parliamentary Party which had supposedly stood behind the late Prime Minister till the moment of his "dismissal" endorsed the Governor-Generals choice without even the formality of a discussion. It could have created an awkward situation for the Governor-General by rejecting the new leader of Government. Had the late Prime Minister enjoyed solid party support, it is unlikely that the Governor-General would have contemplated such a course of action. The fact that the majority of the new Cabinet was drawn from the previous administration indicated that the Governor-General had his friends in the Cabinet who were prepared to side with him as against their nominal chief.

Dissolution of the Constituent Assembly (1954)

(b) Divisions within the ranks of the leading party enabled the Governor-General to make another and a more dramatic assertion of his authority. This was the dissolution of the Constituent Assembly which came about in October. 1954. It confounded the parties and took the country by surprise. It ended the long dominance of the Muslim League in our national politics. The Leaguers were naturally bitter about it, but they made no organized move against what they believed to be abuse of power on the part of the Governor-General. It is curious that some members of the aggrieved party in the Punjab and Sind voted thanks to the Governor-General and hailed him as the savior of the country.

Chief Ministership of West Pakistan (1956)

(c) A somewhat different situation developed in West Pakistan on the eve of integration. The Governor-General was known to be keen on securing the Chief Ministership of the integrated province for one of his personal friends. He canvassed in this behalf and obtained promises of support from some prominent leaders of the majority party. This was contrary to parliamentary practice. In a parliamentary system, custom forbids the Head of the State from making known his political preferences and pressing the claims of politicians.

The right of choosing the Chief Minister of the Province was constitutionally vested in the majority party of the Provincial legislature which had not yet been 'called into existence. The Chief Minister designate was not prepared to join the party on whose support his government rested. The leader formed his own party by enticing away disgruntled members of the majority party. The strategy worked because its authors were aware of the discontent brewing within the party that had refused to fall in with their wishes and were confident of their own ability to profit from the situation.

Some other irregularities

(d) Lesser leaders of government bypassed, twisted or contravened elementary principles of representative government whenever they sensed danger to their power. A provincial ministry 'was so frightened by the unfavorable results of a single by-election that it decided not to hold elections in anyone of the 34 constituencies whose representatives had vacated their seats in the Legislature for one reason or another in the course of a few years. In the same province, a Governor defied constitutional usage in showing partiality to one of the minority groups by sending for its leaders to form the government. As a result, the Ministry was powerless in the Legislature. It could not survive the outcome of a single division. It was deprived by a suspension of the Constitution and restored after the Governor had 'certified' the budget. Similarly, President's rule was imposed in the province of West Pakistan when he desired to humiliate the opponents of his favorite party, a party that had violated every item of its creed and gone back on each one of its commitments in a desperate effort to keep control of government.

Facts, therefore, lend on support to the colorfully dressed arguments in favor of the abrogated institutions or anything resembling them. To a man in the street they are synonymous with corruption, jobbery, double-dealing and absence of orderly government. Even if some of us still pin their faith on the revival of the old political system as the only mean of teaching democracy to our millions, their dream can only come true in a leisurely and tolerant world which would permit us to work out our salvation by a process of trial and error spread over decades, if not centuries. After careful consideration of all the evidence produced before them the Constitution Commission were also of the view that.

“............ We shall be running a grave risk in adopting the parliamentary form, either in its purity or with the modifications suggested and we do not think we can afford to take such a risk at the present stage".

THE PRESIDENTIAL SYSTEM

As an alternative to parliamentary government the other well-known and established pattern of democratic government is the presidential system. Just as the most well known example of the Parliamentary system are the institutions developed by Great Britain, the United States of America presents in its political institutions the oldest and most famous example of the Presidential system.

In a Presidential system of government, as exemplified by the American Constitutional pattern, there is a separation of powers, between the Executive, the Legislature and the Judiciary. This separation of powers is based upon the assumption, in the words of Madison, that in a government to be administered by men over men the great difficulty lies in this: you must first enable the government to control the governed; and in the next place oblige it to control itself. It is to oblige the government to control" itself that this separation of powers and corresponding checks and balances are considered necessary. The fundamentals of the Presidential system may be stated as follows:

(1) The President is elected independently of the Legislature and has direct mandate from the electors to perform the executive functions of government.

(2) He holds office for a fixed term and cannot be removed from office by an adverse vote in the Legislature against any of his policies but only by a special process of impeachment.
(3) The Legislature is elected independently and holds office for a fixed term.
(4) The Legislature functions independently of the Executive and cannot be dissolved by the Executive of the Head of State, as is the case in the Parliamentary system.
(5) The Legislature is the supreme law-making body of the country and no proposal can become law unless voted by this body.
(6) The Judiciary is responsible for the interpretation of laws and executive orders in the light of the principles embodied in a written constitution.

In practice, a complete separation of powers between the Executive and the Legislature would make the system impossible to work, and in actual fact, there is no absolute separation of powers in the United States system. There is in practice some merging of powers and the "jurisdictions" of the three branches of government, to some extent, overlap.

From the survey of the cause of failure of Parliamentary Government, given in the previous chapter, it will be recalled that Parliamentary Government failed due to the following reasons:
(1) A conflict between the Head of State and the Chief Executive, the Prime Minister.
(2) Lack of party discipline and irresponsible behavior of politicians in forming and destroying governments.
(3) Interference by members of the Legislature with day to day administration by exercising political pressure on the Executive for their personal ends.

After taking these into account, the Constitution Commission recommended that:

'We should have a form of government where there is only one person at the head of affairs, with an effective restrain exercised on him, by an independent Legislature members of which, however, should not be in a position to seriously interfere with the administration by exercising political pressure for their personal ends. Such a system is available in the Presidential form of government which has been successful in the United States of America.... The fundamental difference between this system and the parliamentary form is that while in the latter, the head of the- executive is solely dependent on the continued daily support of his majority party, the President, in the Presidential form, who is also a representative of the people, is not dependent for his continuance in office, on the Legislature. If the Legislature goes against him, he may have to yield if he wishes to avoid a deadlock, but a Prime Minister, however, strong his position, can easily be shaken out of office on the very next day without justification if

something untoward happens and the majority of his party withdraws support overnight. It was the compelling necessity of keeping the majority of his party satisfied that made many a minister in the past depart from the straight path. We think that many of the ministers, who held office during the period under review, would have acted on the right lines if they were not so utterly dependent on their supporters.

From this it can be seen that the Presidential system is more suited to the conditions prevailing in Pakistan. The case for the Presidential system cannot, however, be confined to its merely being the only alternative to the parliamentary form which has failed in this country. As a nation which has just emerged out of a colonial past, whose major requirement is political unity and which is embarking on an ambitious programme of social reform and economic development, the presidential system has special advantages to offer.

On the political plane, the growth of unity amongst a people thrown together for the first time as a distinct political entity is a problem of considerable magnitude. In our case the geographical separation of the two wings has made it more acute. To carry us over this arduous Period of transition the government must be effective and it must be able to create and foster a concept of national unity. The new system by giving executive authority to one individual with a mandate from the entire nation should make this possible.

Secondly, our political growth is still in its initial stages. The Presidential system with a separate Executive and Legislature, each with fixed terms of office would be better able to stand up to the strains inevitable in times when political institutions are still taking shape. As the executive is not directly dependent upon the immediate support of the Legislature, crossing the floor in search of power would be meaningless. Party alignments will, therefore, not make or unmake governments. Members of the Legislature, instead of being engaged in the pursuit of power, would be able to devote more of their attention to their real task of reflecting the national will.

Thirdly, the challenge of economic growth which faces us can only be met by an effective executive which would be able to work independently of day-to-day pressures and would be in position to implement its economic policies with speed and vigor. It should not have to keep a constant eye on the shifting loyalties of vested interests and pressure groups. In short, the executive should be responsible to the nation, but though retaining sensitivity to public opinion, it should be relatively free from unnecessary harassment by the Legislature.

FRANCHISE

The city stales of ancient Greece functioned as direct democracies, in which, every free citizen gave counsel and contributed to decisions. But this is possible only in small communities living in compact blocks. On account of their relatively large populations and areas, the magnitude and complexity of modern state craft and the ever-increasing responsibilities of government, modern democratic nations have now adopted the method of representative democracy", by which the people authorize citizens possessing particular qualifications of age, literacy, property, etc., lo carry on the task of government

in accordance with the wishes of the people. Elections are the mechanics for the authorization.

Concerning the right to elect there are in the main two theories. One theory is based upon the assumption that it is the natural and inherent right of the citizen unless disqualified by reasons of his own conduct or other manifest unfitness. The other view is that it is not an inherent right but a public office of function conferred by the state upon persons who can be considered capable of exercising it for the public good. According to the Constitution Commission the latter view appears to be generally accepted by political scientists today. In any case, it will be seen that the concept of universal adult franchise is a relative new comer on the political stage. In nearly every country the franchise has extended gradually over a period of time. In England, for instance, it will be seen that the extension of the franchise went hand in hand with education.

Literacy and Adult Franchise

As the Constitution Commission pointed out:

"The percentage of literacy in our country, according to the recent census, is only fifteen, and the means of spreading information compared to the conditions in England, are very rudimentary indeed. There is a very small percentage of persons who read newspapers and, as regards the interest taken by the people at the time of elections, the figures furnished by the Government of East Pakistan show that, at the last election held in that Province on universal franchise, only 37.2 per cent polled. Figures about West Pakistan are not readily available, but we have no reason to think that the percentage that polled in that Province was larger."

Under such conditions, about franchise imposes a choice upon people which in many cases they are not in a position to make. Even if the mechanics of election are free and fair the methods adopted by the candidates and their supporters to win these elections are based upon exploitation of the electorates ignorance, and its susceptibility to the demagogue s appeal. It is obvious that opinions upon national issues cannot be formed by individuals, unaware of what is happening outside their own village.

The Constitution Commission, therefore, suggested that, because of the time required for preparing fresh electoral rolls, the present elections should be held with the Basic Democracies as an electoral college, but for the future they advised that the suffrage should be restricted to those citizens of Pakistan who:

(a) have attained a standard of literacy, which enables them to read and understand what is published about the candidates so that they may form their own judgment as to their respective merits; or

(b) possess sufficient property, or stake in the country which would give rise to a keen desire in them to acquaint themselves with the antecedents, and the qualifications of the various candidates, so that they may select the proper representative.

Literacy and property qualifications

Very often it will be seen that such qualifications do not necessarily enfranchise people who are considered leaders in their own community. Also, the interests of the educated and propertied classes do not always coincide with general mass of the people, whereas our attempt should be to evolve a form of government which should ultimately be rooted in acceptance by the large mass of the people and should be designed to promote their well-being and happiness.

These conditions are also such that they could easily give rise to dispute and manipulation in their application in practice. Literacy tests can become formalities and political groups could man oeuvre to obtain a registration on this basis for as many of their supporters as possible. For property qualification we would need some standardized yard-stick to cover the country. Problems similar to those confronted in the case of literacy tests would be encountered in this also.

Elections through Basic Democracies

In many respects the system of Basic Democracies fulfils these needs much better than the suggestion made by the Constitution Commission. In the first place, it is based upon universal adult suffrage. Secondly, it puts a premium upon the election of people interested in the welfare of and service to their community. The groups are small enough for the candidate to be personally known to the electors and a wise choice can be made by the electorate from amongst competing candidates.

Under such conditions the people returned are likely to be the public spirited and superior individuals in the community. This fact is borne out by the last elections to the Basic Democracies. In a country where the literacy is barely 15 per cent, more than 84 per cent of the people elected are literate the bulk of them are from the lower middle class or higher strata of society. Such a body of people is certainly going to take a much keener interest in the affairs of the nations and will be far severer critics of the government if they feel that its policies are not in the best interests of the country that the average inhabitant of a country with a low percentage of literacy and inadequate means for the dissemination of news and information. This, we must remember, has happened when Basic Democracies were as yet new and untried institutions, and some people did not participate in the elections as they had not fully appreciate their importance: otherwise the results would have been even more appressive. Future elections will no doubt illustrate this.

Effect of indirect elections on Local Government Institutions

Objections have been voiced by people that this method of linking indirect elections with local government, while having all the disadvantages of such a system, would also wreck the local government institutions, by involving them in party politics. This is not only somewhat far-fetched apprehension, it is also erroneous. The issues before such institutions invariably are of a local nature and of local importance, affecting only their own small communities. National policies are not likely to cut across interests at the level

of the Union Councils/Union Committees. The bias of these institutions as far as their own work is concerned will be towards development, social service and improving the lot of the people within that small area.

As a matter of fact, the great strength of the system of Basic Democracies lies in the fact that by creating electoral colleges comprising groups of people whose main object would be to promote the welfare of the communities in which they live, such people would look for similar attitudes and qualities in the representatives at the national level also.

On the other hand, when the electoral college is divorced from the affairs of local government, it becomes purely political forum and there is no means, especially for an unsophisticated electorate, to judge the members of the electoral college on the basis of their concern for the public interest. The elections for such an electoral college do not possess any sense of immediacy or importance for the mass of the people, as the purpose for which the electoral college is formed is relatively remote from their own needs. These elections tend to become a mere formality and such a system invariably becomes a vehicle for political intrigue and corruption.

Small size of Constituencies

The second objection which people have to indirect elections is the limited size of the constituency in terms of voters. As regards the elections of the President, this objection cannot apply as the electoral college, which at present consist of about 80,000 people and would in the future probably increase to 1, 20,000 can by no means be considered small or capable of easy manipulation.

In the case of elections to the legislature, each constituency would comprise about 500 voters at present and about 750 in future, this objection would seem to stand. It must, however, be remembered that in a Presidential form of government the legislature does not have the power to directly influence the executive. The motive for election, to the legislature which operated under the Parliamentary system where the executive was directly dependent upon the legislators, would no longer apply. In the case of Parliamentary Government elections to the Legislature were considered an investment in the power to influence the government to take actions, which would benefit, or omit to take actions which would adversely affect the interests of the legislator, his party men or this supporters. Under the new system, elections to the legislature would bring no such promise of immediate gain and. therefore, such elections will not be regarded as a direct financial investment in a business venture. Also, the type of people likely to be elected to the Basic Democracies will be those anxious to serve, and the whole climate of opinion prevailing in these institutions will be one of service to the community. Under such conditions, by and large, corruption and intrigue within the Electoral College are no likely to be the dominant forces in deciding the outcome of election.

It must also be remembered that each member of the electoral college have been elected by a relatively small group of people, say 500 adults, which the normal ward of 800—1200, would probably have. The elector would, therefore, be under the watchful eyes of his neighbors and if he compromises his integrity by accepting a bribe for

casting his vote, it is likely to get generally known, and he will be running a serious risk of being discredited in his own community, and of losing its trusts and his representation in the next election.

Feeling of exclusion amongst the intelligentsia

However, by confirming the electoral right to Basic Democracies, it is possible that certain sections of the intelligentsia may feel excluded from national and provincial elections. But the present constitutional system is not fixed or rigid and some method can undoubtedly be worked out in due course which would give them a feeling of greater participation. In doing so, too heavy a weight age of the leadership in favor of the towns and cities, which a literacy or property qualification is likely to bring about, should be avoided. The Basic Democracies should continue to play an important part in the selection of leadership at the national and provincial levels as these institutions represent the most effective way of associating the bulk of our people who live in the villages, and for whom an indirect system of elections is the best method of representation.

Need for immediate elections

Our most pressing need today is an immediate restoration of constitutional government. If some other electoral system were to be adopted, it would take at least a couple of years to prepare fresh electoral rolls and hold elections. This delay must be avoided. The electoral college formed by the elected members of Basic Democracies gives us the most convenient and easy method for holding elections immediately. For these reasons, the Constitution Commission also advised that this method should be adopted for the present elections.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নয় নেতার বিবৃতিঃ শাসনতন্ত্র অকেজো, নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী	পাকিস্তান অবজারভার	২৫ জুন, ১৯৬২

Nine National Leaders Say
Present Constitution Unworkable
Special Body be Elected to Draft A New One

(By a Staff Correspondent)

Mr. Hamidul Huq Chowdhury, Mr. Nurul Amin. Mr. Abu Hossain Sarker. Mr. Ataur Rahman Khan. Mr. Mahmud Ali, Sheikh Mujibur Rahman, Mr. Yousuf Ali Choudliury (Mohon Mia), Syed Azizul Huq and Pir Mohsenuddin Ahmed (Dudu Mia) yesterday urged that steps should be taken "lo have a special body elected as soon as possible to give the country a constitution to make its acceptance unquestioned by the People."

Enumerating the essential qualities that go to make a permanent constitution six of the nine leaders of East Pakistan said that "The present Constitution lacked such basic strength as popular consensus enshrined in basic laws framed by Peoples' representatives entrusted with that mandate".

The present constitution, the statement said, was framed on a distrust of popular will, whatever the justification put forward for that. Citing the incapacity of the members of newly setup Assemblies and the restricted suffrage on which the members were elected the statement said that "experience of barely three weeks have already demonstrated that the present Scheme is unworkable unless it is radically changed and remodelled."

For the interim period till such a new constitution could be adopted the leaders suggested that administration should be carried on under the present constitution with some essential changes.

One such suggestion for change was to incorporate the fundamental rights as enumerated in the 1956 Constitution in the present constitution making these rights justifiable. This can be done through a Presidential order or a legislative process.

The statement mentioned at length the necessity for doing away with growing imbalance in the economic progress of the two wings. It also advocated for removal of all obstacles against the growth of political parties, the very breath of representative democracy.

The leaders said that political prisoners detained without trial should be set at liberty to restore an atmosphere of confidence in the country and all penal actions regarding politicians should be done away with.

Following is the text of the joint statement of the nine leaders:

Rule of Martial Law has at least been ended. Gloom that enveloped the country for long 45 months has been partially lifted. Door of progress towards a democratic system

seems to be in the process of opening but democracy has yet to come. The constitution promulgated by Field Marshal Ayub Khan only holds out a hope but does not under it.

The main subject that agitates public mind deeply today is again the constitution of the country. This was the main topic during the recent elections though the election was limited to a small section of the people. Practically every candidate pledged his support for getting a democratic Constitution. During the last six weeks since election the volume of opinions for a workable constitution has increased considerably.

We will go falling in our duty if we do not express ourselves on this vital question through only means available to us; we believe, in this, we share the opinion held by most in the country.

Only evolution can ensure real progress:

The Country can make real and abiding progress through the method of evolution by changes peacefully brought about. This can happen only where free debate and free discussion are fully assured.

A durable and abiding constitution is the precondition for national consolidation and stability.

We are convinced that no durable Constitution can be adopted unless it is framed by the direct representatives of the people. All authority must emanate from people.

We say so because whatever type of constitution is drawn up. it has to be democratic both in form and spirit. In a democracy sovereignty, belongs to the people. All authority must emanate from the people. Anything to be stable and enduring must be in the first place be the expression of the will of the people. That will must be a collective will, an organized will, and such as is freely expressed without any lot or hindrance, direct or indirect.

Constitution to meet all Contingencies:

A constitution is framed with a view that it endures the vicissitudes of time, for as long as human intelligence and foresight can see, capable of feeling all situations, and contingencies as can be predicted. Each and every constitution must have such basic qualities as would make it permanent. Such basic laws cease to be basic if there are stresses and strains within it which in time are bound to below it to pieces.

To have the character and quality of permanence it has to be the expression of the will and Judgment of the entire community. A set of laws possessing such character alone can evoke the emotional loyalty of this generation and generations to come. Such loyalty and emotion are its strongest buttress and its impregnable defense. A document which depends on external forces other than the will of the people will have no chance of popular support, when in Jeopardy.

Present Constitution lacks basic strength:

The present constitution lacks the basic strength stated above viz popular consensus enshrined in basic laws framed by the people's representatives entrusted with that mandate and this without reference to its other merits.

Besides, the present documents are framed on a distrust of popular will, whatever be the justification put forward for that. A body of 80 thousand electors has been provided for as the base of the system in a population of more than 80 million.

Assemblies practically gave no powers:

The assemblies created on the vote of these electors have practically been given no power to decide anything. Nothing can be done by these bodies unless the President agrees. Whereas the President after the initial start can rule without any agreement of the Assembly, both in the legislative and in the executive fields.

Experiences of barely three weeks working have already demonstrated that the present scheme is unworkable unless it is radically remodeled and changed.

It is impossible to expect any genuine co-operation between the Government and the Assemblies on the present basis. The members will be tempted only to demonstrate their usefulness by turning to acute and extreme critic of the Government as they have neither any power of shaping directly the policy of the Government nor its activities. The distrust will spread into the country rendering Government more unpopular. Men of ability and independence will hardly be attracted to join such Government and administration will completely pass into the dead and soulless hands of bureaucracy.

We, therefore, urge that steps be taken to have a special body elected as soon as possible to give the country a constitution to make its acceptance unquestioned by the people.

Suitable constitution possible in six months:

With all the materials on the subject that have accumulated during the last 15 years, a constitution can be hammered out as will be suitable and will meet the peculiar problems of the country, in the course of six months at the longest.

In the circumstances of the above recommendation we purposely do not enter into the question as to whether the constitution to be so framed should be of the presidential type or parliamentary type. We are conscious that by far the largest volume of opinion is for the Parliamentary forms, The reasons are historical, far long association and experiences of the working of this system predisposes us to it.

Similarly we need hardly say much over the question whether it should be Federal or Unitary in character. This question is not so controversial either. More or less it is accepted by all shades of opinion that it has to be Federal with a majority of subjects being with the units particularly in view of our peculiar geography.

Inter-wing imbalance in progress:

The other burning topic to be dealt with is the glowing imbalance in the economic progress in the two wings. We believe that there is no want of good will in the people of West Pakistan and East Pakistan for each other. Public men once entrusted with real responsibility is bounds to rise above all narrowness and we sure to concentrate on developing the economy of the country as a whole giving greater attention to the backward areas wherever they are.

People had little say in policy-making:

All narrow and parochial interests that are responsible for the unequal progress of the two wings had free play as the people had very little say in the policy making of the state so long. Once public opinion can assert itself through their elected representatives all reactionary forces and vested interests will be in the retreat. Much of the disparities between the wings have arisen out of the fact that East Pakistan had rarely shared effective political power in the country's policy making particularly on economic affairs and scarcely has or had a say in the executive organization responsible for carrying out the economic policies into practice. In fact since independence all political powers were concentrated into the hands of a small group of permanent services, there having been not one single election in the country by which the people could have a say in the country and affairs.

The next important matter or consideration is what needs be done during the interim period.

Administration should be close to people:

The good-will generated by the lifting of the Martial law needs to be strengthened by further statesmanlike acts. The distance between the people and the organs of administration should not be allowed to grow. It is a great .responsibility for President Ayub and we have every hope that it is fully appreciated.

Pending the adoption of a permanent constitution by the method proposed by us, the Government of the country has to be carried on.

But even in the interim period some essential changes need be made in the document under which the Government is being carried on.

Fundamental rights an integral part:

It is necessary that Fundamental rights as enumerated in the 1956 Constitution be incorporated as such in the present constitution arid made justifiable, instead of enumerating them as "principles of law making" as in the present document.

These can be easily incorporated in the present document either by Presidential order or through the legislative process as provided for in the constitution.

Assemblies should be trusted:

What is more necessary is that the executive should trust the Assemblies brought under existence under this constitution. All temptation to fill the house with persons holding office of profit should be checked. Otherwise, whatever little freedom the House have will vanish. We should not forget that trust begets trust.

Political prisoners have to be freed:

Political prisoners detained without trial should be set at liberty to restore an atmosphere of confidence in the country and all penal actions regarding politicians should be done away with.

Parties needed for discipline in politics:

Political parties are the very breath of representative democracies. As life without breath is unthinkable so the elective system without the disciplined parties is unworkable. Party means discipline. No representative body can function with a large body of individuals without any kinds of ties binding them and controlling their conduct and behavior within and without. No obligation except that of self-interest will influence members of party less House.

Finally, regular periodic elections are a must in as much as it is the ultimate check on individuals as a parties against irresponsible conducts. So all obstacles against the growth of the party should be done away with. Till the democracy is ushered in.

However, we must think in terms of the national issues now facing the country as a whole people from all walks of life be lie a private citizen, a member of the profession, on the services must make their contributions jointly to its solution.

Harmony essential for national unity:

Finally, we feel found to say that we are passing through very trying and unsettled times. It is not peculiar to us alone. We need all the organs of the state and the nation to act in harmony, in full understanding and co-operation as a united people to be able to face all the unforeseen contingencies.

Those in whose hands destiny had placed the fate of the country shoulder the greatest responsibility to bring about that unity and to lay the foundation of a Nation united on a firm and sound footing. Let us complete the task of constitution making as quickly as possible and free ourselves from this controversy and concentrate on the nation building task as a united people determined to fulfill the destiny which is ours.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৬২ সনের রাজনৈতিক দলবিধি	সরকারী	১৫ জুলাই, ১৯৬২

Political Parties Act, 1962 with Subsequent Amendments
NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN
Rawalpindi, the 15th July, 1962.

The following Act of .the National Assembly received the assent of the President on the 15th July, 1962, and is hereby published for general information.

ACT No. III of 1962.

An Act lo provide for the formation and regulation of political parties.

WHEREAS Article 173 of the Constitution provides that no person shall hold himself out at an election as a member of a political party unless permitted by Act of the Central Legislature;

AND WHEREAS it is expedient to provide for the formation of political parties and to permit persons to hold themselves out at elections as members of political parties;

AND WHEREAS the national interest of Pakistan in relation to the achievement of uniformity within the meaning of clause (2) of Article 131 of the Constitution required Central legislation in the matter:

It is hereby enacted as follows:

1. **Short title and commencement.**-(I) This Act may be called the Political Parties Act, 1962.
(2) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context. -

(a) "Constitution" means the Constitution of the Republic of Pakistan enacted on the first day of March, 1962.
(b) "foreign aid party" means a political party which—

(i) has been formed or organized at the instance of any Government or political party of a foreign country; or

(ii) is affiliated to or associated with any Government or political party of a foreign country; or

(iii)received any aid, financial or otherwise, from any Government or political party of a foreign country, or a substantial portion of its funds from foreign nationals;

2. Amendment of section 2, Act III of 1952. -In the Political Parties Act 1962, hereinafter referred to as the said Act, in section 2, for clause (c) the following shall be substituted, namely:

(c) "Political Party" includes a group or combination of person who are operating for the purpose of propagating any political opinion or indulging in any other political activity.

(Amendment by Ordinance No. 1 of 1963)

3. **Formation of certain political parties prohibited.**— (1) No political party shall be formed with the object of propagating any opinion, or acting in a manner, prejudicial to the Islamic ideology, or the integrity or security of Pakistan.

(2) No person shall form, organize, set up or convene a foreign aided party or in any way be associated with any such party.

4. **Lawful political activities.** -Subject to the provisions of section 3, it shall be lawful

(1) for anybody of individuals or association of persons to form, organize or set up a political party;

(2) for any person to be a member or office bearer of, or be otherwise associated with, a political party; or

(3) for any person, for the purpose of an election to be held under the Constitution, to hold himself out or any other person as a member, or to have the support, of a political party, the formation, organization or setting up of which is not prohibited by this Act.

3. **Amendment of section 5, Act III of 1962.**—In section 5 of the said Act, for sub- section (1) the following shall be substituted, namely:

"(1) No person who is disqualified under sub-section (2) shall be a member or office bearer of, or otherwise associate himself with any political party."

(Amendment by Ordinance No. 1 of 1963)

2. A person shall be disqualified for being a member or office bearer of a political party-

(a) if he has been convicted of any offence and sentenced by an ordinary court of law to transportation or to imprisonment for not less than two years, unless a period of five years has elapsed since his release;

(b) if he has been disqualified from holding public office under Article 121 or Article 122 of the Constitution, unless the period of his disqualification has expired;

(c) if he has been dismissed from the service of Pakistan, unless a period of five years has elapsed from the date of his dismissal; or

---

From Pakistan Gazette, Extraordinary, Monday. July 16. 1962.

1. Substituted by Ord. No. 1 of 1963. Section 1 and 3.
2. Subs., ibid. See. 3.
3. Substituted by Ordinance No.l or 1963. Section 123.

(d) if he is, for the time being, disqualified for membership of an elective body under clause (2) of Article 7 or clause (2) of Article of the Elective Bodies (Disqualification) Order, 1959 (P.O. No. 13 of 1959).

6. **Reference to Supreme Court regarding certain parties.**— (1) Where the Central Government is of the opinion that any political party has been formed or is operating in contravention of section 3, it shall refer the matter to the Supreme Court, and the decision of the Supreme Court on such question, given after hearing the person or persons concerned, shall be final.

(2) Where the Supreme Court, upon a reference under sub-section (1), has given a decision that a political party has been formed or is operating in contravention of section 3, the decision shall be published in the official Gazette, and upon such publication, the political party concerned shall stand dissolved and all its properties and funds shall be forfeited to the Central Government.

7. **Penalty**— If any person who is disqualified under sub-section (2) of section 5 becomes a member or office bearer, or holds himself out as a member or office bearer, of a political party, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(2) Any person who, after the dissolution of a political party, under sub-section (2) of section 6, holds himself out as a member or office bearer of that party, or acts for, or otherwise associates himself with that party, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(2) Any person who, after the dissolution of a political party, under sub-section (2) of section 6, holds himself out as a member or office bearer of that party, or acts for, or otherwise associates himself with that party, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

8. **Certain disqualifications for being a member of the National Assembly or a Provincial Assembly** - (I) A person who has been an office bearer of the Central or a Provincial Committee of a political party dissolved under sub-section (2) of section 6 or who has been convicted under section 7 shall be disqualified from being elected as a member of the National Assembly or a Provincial Assembly for a period of five years from the date of such dissolution or conviction, as the case may be.

(2) If a person, having been elected to the National or a Provincial Assembly as a candidate or nominee of a political party, withdraws himself from it, he shall, from the date of such withdrawal, be disqualified from being a member of the Assembly for the unexpired period of his term as such member unless he has been re-elected at a bye- election caused by his disqualification.

9. **Sanction for prosecution**-No prosecution under this Act shall be instituted against any person without the previous sanction in writing of the Central Government.

10. **Repeal**- The Political Organizations (prohibition of Unregulated Activity) Ordinance, 1962 (XVIII of 1962), is hereby repealed.

W. B. KADRI
Secretary

Published in the Dacca Gazette, Part V, dated the. 31st January, 1963.
Republished from the Gazette of Pakistan, Extraordinary,
dated the 7th January, 1963.

GOVERNMENT OF PAKISTAN
MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS
Law Division.
NOTIFICATION
Rawalpindi the 7th January 1963.

No. F. 32(l)/62-Pub.-The following Ordinance made by the President on the 6th January, 1963, is hereby Published for general information:-

ORDINANCE No. 1 OF 1963.
AN
ORDINANCE

to amend the Political Parties Act, 1962.

Whereas it is expedient to amend the Political Parties Act. 1962 (III of 1962), for the purposes hereinafter appearing;

And whereas the National Assembly is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render immediate legislation necessary;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 29, read with Article 173 of the Constitution, the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance:

1. **Short title and commencement-** (1) This Ordinance may be caned the Political Parties (Amendment) Ordinance, 1963.
(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of section 2, Act III of 1962**-In the Political Parties Act, 1962, hereinafter referred to as the said Act, in section 2, for clause (c) the following shall be substituted, namely:-

"(c) "Political Party" includes a group or combination of persons who are operating for the purpose of propagating any political opinion for indulging in any other political activity."

3. **Amendment of section 5, Act III of 1962**—In section 5 of the said Act, for sub- section (1) the following shall be substituted, namely: -

"(1) No person who is disqualified under sub-section (2) shall be a member or office bearer of, or otherwise associate himself with any political party."

4. **Amendment of section 7, Act Ill of 1962**—In section 7 of the said Act, after sub- section (2), the following new sub-section (3) shall be added, namely:—

"(3) If any person disqualified under section 5 participates in, or otherwise associates himself with, the political activities of a political party or of any other person similarly disqualified, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both."

5. **Insertion of new section 8A, Act III of 1962** — After section 8 of the said Act. the following new section 8A shall be inserted, namely:

"8A. (1) Notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this Act, where the Central Government is of the opinion that a person disqualified under sub- section (2) of section 5 is indulging, or is likely to indulge, in any political activity, it may by order in writing, direct such person to refrain, for any period not-exceeding six months, from

(a) addressing any meeting including a press conference; or (b) is using any statement of a political nature to the press.

(2) An order made under sub-section (1) shall, before the expiry of the period for which it was made, be reviewed by the Central Government, and if the Central Government, after such review, considers it necessary so to do. it may extend the period for a further period not exceeding six months.

(3) Whoever contravenes an order under sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(4) An order under this section shall not in any way affect the liability of the person in respect of whom such order has been made for contravention of any other provisions of this Act"

MOHAMMAD AYUB KHAN, N. Pk.. H.J .
Field Marshal.
President.
ABDUL HAMID.
Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শিক্ষা কমিশন রির্পোট বাতিলের দাবীতে সারা প্রদেশে হরতাল পালিতঃ ঢাকার গুলি, লাঠিচার্জ ও কাদুঁনে গ্যাস নিক্ষেপঃ একজনের মৃত্যু, শতাধিক আহতঃ অসংখ্য গ্রেফতার	পাকিস্তান অবজারভার	১৮ সেপ্টেম্বর,১৯৬২

THE PAKISTAN OBSERVER
Tuesday September 18, 1962.

Firing: Tear Gas and Lathi-Charge:
One Dies: Over Hundred Injured:
Compete Hartal: Army Called In : Sec. 144.

(By a Staff Correspondent.)

One person was killed and over hundred injured after Police firings preceded by tear- gassing and lathi charge on demonstrating crowds in different parts of the city yesterday (Monday).

The demonstrations followed procession by students and members of the public on the city observed complete hartal in support of the Students demand for scrapping of the Education Commission s Report.

Army was called in about mid-day to help the civil authorities "in maintaining peace and order in the city", Section 144 was re-clamped in all areas under five Police Stations of the city and, the suburbs.

Meanwhile, reports of observance of the general strike continued to pour into this office from all over the province till late hours. In Jessore, Police were reported to have opened fire on demonstrators. In Chittagong, the Army was called into and the civil authorities following clashes between the Police and the Public.

The Govt. in a press note issued last evening admitted one death and 73 injuries. The Govt. further admitted that up to 6 p.m. Yesterday 59 persons had been arrested.

In the city, Shops, Bazars and educational institutions and Semi-Govt. Offices remained closed. The response: to the general strike was spontaneous. Attendance in the Govt. Offices was also reportedly thin.

At about 10-30 a.m. some of the picketers had concentrated on the Topkhana Road in front of the Secretariat urging people to join in the strike. They were also stopping passing car. Meanwhile a small contingent of police arrived at the spot and opened lathi- charge. The students replied with brickbats. The police rushed in the Secretariat and closed the gate.

A procession was taken out from within the Arts Building of the D. U. a few minutes before 11 a.m

Meanwhile, reports of a heavy police cordon at Dacca College and Jagannath College and tear-gassing upon Jagannath College students reached the assemblage of Students and public at the University. The different processions that converged at the University Arts Building surfed forward towards the Court, shouting slogans.

The gathering clouds

The first Major Police action was to follow shortly in front of the main entrance of the High Court, The Govt. House Road running between the High Court and the Curzon Hall was already seething with tension. The strikers had earlier intercepted a member of cars and punctured their tyres, while battered and up turned automobiles by all over the street, stray fracas between the Police, armed with lathis, and the strikers marked the preceding hours.

Large groups of excited demonstrators in front of the Curzon Hall main gate had already set fire on a Mercedes Benz of a Provincial Minister, Khawaja Hasan Askari. The Minister's car was coming toward the Secretariat when it was interrupted by the picketers. The Minister was made, to gel down from the car after which it was set a fire. The Minister then walked down to the Secretariat.

The procession then purshed its way without any resistance from the police. Several hundreds of Students from Jagannath College, in the meantime, caught up with the main procession. Police pickets were posted near the main entrance to the High Court Building. Motor cade of the Fire Brigade which had rushed to rescue the ill-fated car failed to reach the spot in the face of the huge procession.

And then the thunder

The procession avoided clash with the Police and turned towards Abdul Ghani Road in front of the Secretariat. Half of the procession took this route without any visible resistance from the Police. After some pelting by the precisionists, the police force jumped out of their trucks and attacked the demonstrators. A stampede followed. Two rounds of shots were fired. I found a man bending over his knees in acute pain. He was forced inside the Commissioner’s office. A young boy, hardly 10, was also injured. The demonstrators at this stage retaliated with brick batting. The Police also charged them with lathis and dispersed the procession.

The percussionists, however, re-assembled and regaining their depleted strength forced their way through Abdul Ghani Road. Although brick batting from both sides were frequent, the procession proceeded unhindered towards the Nawabpur Tailgate through Jinnah Avenue.

A good turn by Students

The procession which been swelling all the time reached Rathkhola peacefully at 12 noon. It was then that a pick-up-load of Traffic Police approached it from the southern direction. The vehicle could not proceed any further because the whole width of the road was covered by the procession. Some of the percussionists pelted it with bricks. But a group of students claimed the car and but a stop to the brick batting.

With Students escorting the car at full speed drove in back gear towards the District Judges Court. There the Students left the car and policemen safe inside the Court premises. By how the precisionists had also reached the Court area. The advance column of the procession crossed the Court Buildings peacefully. It was then that Police rushed out of the Court Compound with lathis and charged the Students- this cut the procession into two.

The processionists also started brick batting the police and the court building. The police made further lathi-charges on the same spot until the whole procession was thrown helter-skelter. Many were injured among them a small boy.

Processionists start retaliating.

The road was littered with stone' and bricks and empty tear-gas shells; it wore the look of a minor battlefield.

Meanwhile, a contingent of the EPR waited at the Victoria Park Camp. A fire brigade van rushed towards the Court House premises. A group of excited processionists heavily pelted it with bricks. The Fire Brigademen, some of them injured, abadoned the Car and took shelter wherever they could find any.

This incident was followed by a fierce lathi-charge and heavy shelling of tear-gas by the police, within minutes the road was empty.

And then came the thing.

It was now 12.45 p.m. when police opened fire by now scattered procession. The firing was preceded by the usual warning. A few rounds were fired. The Govt. Press Note issued letter said that three rounds were fired.

A few demonstrators threw stones at the police picket amid protests from amongst the members of the procession. Police lathi charged all around including on those onlookers on the northern gate of collect orate, so indiscriminate was the lathi-charge at this stage that even minor boys were not spared, neither was a journalist covering the incident. He was hit by a late 011 his hand. At this stage, a Medical College Hospital ambulance rushed back to the spot and took away some persons injured by the lathi charge.

As the dispersed procession reassembled in front of the church and the Mukul Theatre, police tear-gassed them at 12-30 p.m. A few minutes later on armored car of the

E.P.R. patrol arrived on the scene. Another few minutes elapsed and exactly at 12-55 I heard rifles cracking. A stampede followed on the northern side of the northern gate of the collect orate building.

After the stampede had calmed down a bit. I saw a man clad in genji and lungi and with his belly ripped lying on the veranda of the State Acquisition Office opposite the collect orate building. He was however lifted by a Dacca Medical College ambulance at 1-5 p.m. A steady stream of people poured into the Dacca Medical College, Mitford and National Medical Institute Hospitals throughout the afternoon, evening and the whole night.

By 2-30 p.m. Army men had taken their positions along all the roads in and around the University campus. A strong Army contingent was posted near the Dacca Medical College Hospital. A 20-minute shower in the late afternoon drove both the onlookers and soldiers to save shelters.

Jessore.

A.P.P. From Jessore says: Forty-three persons, including 41 police constables and the Superintendent of Police were injured yesterday following a clash between a large number of demonstrating mob and police at Jessore.

Chittagong.

Army was called into help the civil authorities following clashes between demonstrating students and police in which over 100 persons including 50 policemen were injured. About 100 persons including 27 students have been arrested.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গুলি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীতে দশজন রাজনৈতিক নেতার বিবৃতি।	পাকিস্তান অবজারভার	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

THE PAKISTAN OBSERVER
September 18, 1962.

Leaders Want Judicial Inquiry.

(By A Staff Correspondent)

It is with a strong sense of resentment and indignation we condemn the wanton police atrocities that have been perpetuated upon peaceful and unarmed student demonstrators in Dacca yesterday (Monday). We are extremely shocked at the unproved and wreck less acts, Eyewitness account of the incident discloses that the police took the offensive in attacking unarmed students and members of the public and abruptly opening fire on them.

The peaceful intention of the students was amply demonstrated when they did not violate section 144 Order that was earlier imposed on September 10.

'We felt that the Govt. cannot justify why under such peaceful circumstances the military was called in and why before the promulgation and public announcement of section 144, peaceful proccssionists were chased, beaten and brutally assaulted, and fired upon and why in the early morning the various halls, hostels and colleges surrounded by police and members of EPR, and teargas thrown in educational institutions.'

The indiscrete acts of the Government have created widespread resentment in the country. We urge upon the Government to order an immediate judicial inquiry presided over by a High Court judge to enquire into tragic happenings. We further demand immediate release of the detained persons and payment of adequate compensation lo the families of the deceased and injured.

We feel constrained to remind the Government to realize the gravity of the situation and the frightful consequences of such indiscrete acts and urge upon the Government to accept the just demand of the students and their guardians."

The statement was signed by Messrs. H. S. Suhrawardy, (2) Nurul Amin, (3) Ataur Rahman Khan, (4) Abu Hussain Sarkar, (5) Sk. Mujibur Rahman, (6) Yousuf Ali Choudhury (Mohan Mia), (7) Mahmud Ali, (8) Mohsenuddin Ahmed (Dudu Mia), (9) Syed Azizul Huq, and (10) Shah Azizur Rahman.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গুলি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্র সমাজের আহবানে তিনদিনি ব্যাপী সারা প্রদেশে শোক দিবস।	পাকিস্তান অবজারভার	১৮ সেপ্টেম্বর,১৯৬২

THE PAKISTAN OBSERVER
September 18, 1962.

Three Days' Mourning: General Strike Today

The Observance of three days' mourning, starting from today (Tuesday) has been decided upon by the students in view of the tragic consequences of the lathi-charge and firing by the Police yesterday, reports P.P.A.

They have also decided that the province-wide general strike be continued today (Tuesday).

During these three days of mourning, the students will wear black badges. Black (lags will be hoisted on all educational institutions and hostels.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রতি সমর্থন	পাকিস্তান অবজারভার	২৮ সেপ্টেম্বর,১৯৬২

Parties Pledge Support to National Front
(From our Correspondent)

Lahore. September 27 : Mr. H.S. Suhrawardy said here today that as a result of talks he had held with the Political Leaders in West Pakistan the almost all Political Parties had pledged support to the National Front.

In an interview with me Mr. Suhrawardy said that long before he had come to Lahore to hold talks: Chowdhury Mohammad Ali of Nizam-e-Islam Party had assured him of support of his party in democratization of the constitution.

He said that Jamat-e-Islami had also decided to join hands with the National Front.

Awami League which he said was the most important organisation had unflinching loyalty towards the Front and the National Awamy Party was also dedicated to the objective of National Front.

He also said that it might seen surprising, but the fact was that most of the leaders in the non-conventionist Muslim League Circle had also decided to work for the aims and objects of the National Front.

When Mr. Suhrawardy's attention has pointedly drawn to the stand taken up by Mian Mumtaz Mohammad Khan Daultana in respect of the National Front and democratization of constitution, Mr. Suhrawardy said that he could not say except that he was hoping Mian Daulatana and his group to support National Front.*

*১৯৬২ সনের ২৫শে সেপ্টেম্বর, আওয়ামী লীগ,ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামাত-ই-ইসলাম, নেজামে ইসলাম এবং মুসলিম লীগের একটি অংশের সমন্বয়ে লাহোরে ‘ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট’ গঠিত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সবার আগে গণতন্ত্র- সোহ্‌রাওয়ার্দীর ঘোষণা	পাকিস্তান অবজারভার	২৮ সেপ্টেম্বর,১৯৬২

Democracy First: Says Shahid.
National Fronts Main Task Explained.
(From our Correspondent)

Lahore, September 27 : Mr. H. S. Suhrawardy declared here today that opposition or support to one unit was not a part of National Democratic Fronts Programme. He said some leaders from former provinces of Sind, Baluchistan and North-West Frontier had insisted that the one unit issue should be incorporated in the programme of the Front, but a t this stage the main task before the Front was to achieve a democratic constitution reflecting sovereignty of the people in Pakistan.

Mr. Suhrawardy made this statement at a reception held by Pakistan Legal Centre of which he is President and members of High Court and District Court Bar Associations.

Mr. Suhrawardy said that it was a fact that there were many who opposed one unit and there were also its supporters. It was one of many problems confronting the country and its solution like those of others lay in the establishment of a democratic constitution which should enable leaders of popular support to sit down together, exchange views and adjust themselves to each other's demands. That was how problems in a democratic system were settled.

He strongly deprecated the attitude of the ignoring opposition point of view on one unit and said, those who were its supporters should try to understand opposition point of view. In the Punjab, he said, he knew there was preponderance of open on in favor of one unit. But in other areas there had been its opposition as well, "you cannot thrust it (one unit) down their throat, because, by doing so you will disinteratement". "It would be the policy of the front to ensure justice and fair-play to people of all regions," he further said.

PPA adds: The National Democratic Front leader Mr. H.S. Suhrawardy declared here today that the preservation or breaking of the one unit did not from part of the Front's Programme.

He said this was a question which could only be decided through mutual contacts and consultation among the representatives of the people in a democratic atmosphere.

Mr. Suhrawardy, who was distressing the Pakistan Legal Centre at a reception given in his honor at the High Court Bar Association, said that democracy was the fundamental creed of the National Democratic Front and democracy would prove to be the solution of all problems.

Personal Opinion does not matter

Mr. Suhrawardy, who is President of the Pakistan Legal Centre, was asked by a questioner whether he was not harming his own cause by giving 'Confusing' statements about the one unit. The Awami League Chief replied that there was no 'ambiguity' in his statements and that he had made it clear had the one unit-either its breaking or preservation-did not form part of the National Democratic Front's Programme.

"Do we want democracy or we don't-that is the question before us" Mr. Suhrawardy stated.

He added; "I beg to all those who arc in favor of the one unit to try and understand the view point of those who are not. If there is no mutual understand, there would be a great danger of disintegration.

Mr. Suhrawardy said his personal opinion on the one unit did not matter, "I had a view point and I am not going to tell you whether I still have that" said Mr. Suhrawardy.

Earlier, the gathering of distinguished lawyers faced some interruption when a few of those present insisted on asking questions as soon as Mr. Suhrawardy stood up to speak. The questioners were shouted down by the rest of the gathering.

Mr. Suhrawardy himself then asked those who wanted to hear him to raise their hands. And there was a general flourish of raised hands.

Mr. Suhrawardy: "Those who do not want to hear me please raise their hands". There was not a single dissenting hand raised.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দুই প্রদেশের বৈষম্য সম্পর্কে ডঃ এম. এস. হুদার অভিমত	পাকিস্তান অবজারভার	২৮ ডিসেম্বর,১৯৬২

PAKISTAN OBSERVER
28 December. 1962
"DISPARITY NOT A DEAD HORSE"

Disparity in per capita income between East and West Pakistan was not a "dead horse". It was very much alive, big and growing and would never die a natural death.

This was stated in Dacca on Thursday by Professor M. N. Huda, Member. Planning Commission, when contacted by our special correspondent on the controversy raised by the Radio talk of Mr. Saeed Hasan. Deputy Chairman. Planning Commission.

When declining to be dragged into unnecessary public controversy on settled issues Professor Huda. however, agreed to answer any specific question on the issues as such on many of which his views had already been expressed several times.

Questioned first as to the status of the statement of Mr. Saeed Hasan, Professor Huda mentioned that this was his (Mr. Hasan's) own statement and not a policy statement on behalf of the Planning Commission.

Disparity has to be killed deliberately:

Professor Huda who is currently touring East Pakistan to review the progress of development work, said in reply to a question that realizing this disparity would never die a natural death, the Government had decided to kill it deliberately. Since this killing could not be done outright, the decision was to inject a slow process of poisoning over a period of time "shortest possible" according to the constitution.

Elaborating, Professor Huda stated that the essence of this process lay in formulating and implementing our future national development plan in such a way as to ensure a much larger share of expenditure in East then in West Pakistan. This was the cure of the matter; and how soon disparity in income would be removed would depend on (a) how much larger the East Pakistan programme would be both in public and private sectors relatively to West Pakistan and (b) how the so-called non-development expenditure of various types incurred by the Government was distributed between East and West Pakistan.

Parity in per capita income is the goal:

Questioned further, Professor Huda identified three possible parties in this connection-parity in rate of growth, parity in total expenditure and parity in per capita income. "Parity in per capita income is our agreed objective, and it is this parity, and either of the other two which is 'co-terminus' with our perspective plan.

Parity in income will have to be attained by deliberately creating disparities in the rate of growth and total expenditure in favor of East Pakistan relatively to West Pakistan-an exact reversal of what had been done in the past'. How big these induced to remain disparity indeed; disparities in other two factors had to be would again depend on how soon we wanted to remove disparity in income.

Past policy in Pakistan had significantly (may be unconsciously) contributed to creating and aggravating disparity in income) a feature which made our disparity different from such disparity in other countries. Present and future policy must consciously and significantly contribute towards removing this disparity in income by creating and inducing wide disparities in the rate of growth and total expenditure in favor of East Pakistan, he added.

Meaning of total expenditure:

Asked to explain his use of the terms 'total expenditure' as against 'total investment' Professor Huda emphasized that what mattered was total expenditure in the economy and not development expenditure called investment. All expenditure created and generated income development expenditure did it more, non-development expenditure less.

"Therefore if we want to remove inter-wing disparities in income, we have to plan all expenditure with that object in view," he said. It was found that a portion of total expenditure had to be located in a particular wing of the country on grounds other than economic, we should maneuvered the rest of the expenditure in such a way that it not only made its own contributions towards parity, but it is also country-acted any adverse effect on parity of the distribution of non-development expenditure.

"Only when the entire volume of expenditure is kept in view and thus planned, shall we make any progress towards attaining parity.

East wing must have the bigger plan.

Questioned on the efficacy of the maximum feasible development programme for East Pakistan on this task of remaining disparity. Professor Huda re-emphasised that the East Pakistan programme would not only have to be maximum possible in an absolute sense, but what was more important, it would have to be as much larger as possible than the West Pakistan programme. This was the logical consequence of the constitutional obligation and there was no room whatsoever for any debate or opinion on the matter.

Will determine feasibility:

Asked whether such a large development programme as required for East Pakistan was feasible. Professor Huda expressed the view that feasibility* was more a function of human volition and determination than of Natural limitations. "If we are determined to implement a programme because it is necessary in National interests, human ingenuity can surely find ways of doing so.' Pakistan itself would never have come into existence if it were based on feasibility studies and not on people's determination.

The hollowness on the feasibility argument had been more than proved by the experience of East Pakistan in absorbing development funds during the last two years. If

we are a little more determined thus we have been in the past two years' we can Inshah- Allah surely implement programne in East Pakistan. It is needless to say that all Government policies; will have to be geared to this supreme need, Professor Huda said.

Duplications of some industries are vital:

Asked to comment on the alleged trend of economic separatism' Professor Huda regretted the use of this highly surcharged term to mean an attempt to duplicate; in East Pakistan industries which had been set up in West Pakistan. He thought duplication of certain industries was essential for development, pase including iron and steel; cement; fertilizer; etc. Duplication was also necessary in order to avoid wastage of national resources; in such commodities as textiles; which cannot stand the heavy natural cost of transport from one wing to other. Duplication was also unnecessary; in order to avoid wastage of national resources; in such commodities as textiles; which cannot stand the heavy natural cost of transport from one wing to other. Duplication was unnecessary; he added- and therefore should not be tried-only in cases where transport cost was low in relation to the value of the product. "It is bad to condemn all duplications and worse still to call it separatism;" he added,

A project's economic justification:

On the question whether such duplication (or any new Industry) in East Pakistan could be justified on economic grounds; Professor Huda stated that they surely had their economic justification, if only a dynamic view was taken of the costs and benefits; both material; in place of the present tendency to consider only state cost and benefits what should be considered; he added; was not merely today's money cost and money-return; but what would be the real cost and real return of a particular project in future in the context of the whole complex of a developing economy.

Implifications of geographical fact:

Questioned of the usefulness other wise of the two economy concept; Professor Huda mentioned that this concept was never meant to be the "redrag" that has deliberately been seen in it.

The proponents of the concept sought to suggest that development plans in Pakistan should be so formulated as to adjust to the requirements of the peculiar geography of the country; under which men do not move from one wing to the other in search of employment; and materials can move only at a prohibitive natural cost to the nation. Therefore realistic development plans in Pakistan, should, recognize there facts and formulate and implement activities in the two regions more or less separately and yet as integral parts of the total national economy.

This point of view of theirs has at long last been accepted by the policy-makers. Parity in income as an objective to be attained within the shortest possible time is a clear and unequivocal recognition of the fact of the existence of two economics in Pakistan. One only wishes that this was done when the suggestions were first made. The two economy concept was never meant to be a policy decision of directive by itself.

It was instead a pioneer to the peculiar facts of the national economy and an indication of wherein lay wisdom and realism in formulating over all economic policies in Pakistan.

Original sources of now-accepted ideas:

When Professor Huda's attention was drawn to the belief in certain quarters that the proponents of the two economy concept were not practical he merely requested the policy makers lo dig down the original sources of the now accepted ideas of (a) parity in income as an objective (b) a second Federal Capital in Dacca, (c) discriminating tax holiday and import duty on machinery between East and West Pakistan (and within each region); (d) special credit institutions for East Pakistan and for small and medium industries; and so on. If their other suggestion regarding allocation of foreign exchange: making the second capital big and effective; creating in East Pakistan a 'federal area' of development; locating in East Pakistan the headquarters of some of the national institution; etc., were accepted Pakistan would have been a happier nation with much less problems than they face today.

Unbiased theoretical an analysis necessary:

As to the allegation that University, economic indulge only in theories and live in an Ivory tower; Professor Huda asserted that they are meant to be so. That does not; however; mean that their suggestions for practical policies are not workable. In fact they are capable of making better practical suggestions than the average administrator; because they have the advantage of being able 'sanctify' their practical suggestions by their experience of theoretical analysis. Such analysis alone can make policies intrinsically sound and realistic and this is an experience through which the average administrator and policy maker does not pass not is he capable of grasping and understanding theoretical analysis which the ivory tower mean alone can do.

Revilement will not solve problems:

When Professor Huda's attention was drawn to the allegation that the advocates of the two economy concept were "minions of certain foreign power" he said that the statement was entirely unwarranted. It's effect has been seen to be extremely unfortunate. It has given offence to undoubted patriots and coming as it does from so high a quarter; the Government has been placed in an extremely embarrassing position. "It was an irony of fate" he said; that the people who voted to a man for Pakistan and have had an unfair deal all these years are called ante Pakistanis the moment they want to have a fair deal. Such loose talk evades real issues and adds more problems to existing ones what we need to day is to stop abusing East Pakistanis or questioning their patriotism. Instead we should honestly work out the implications of the constitutional obligation and adopt all measures necessary for attaining parity in per capita income within the shortest possible time."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ফ্রান্সাইজ কমিশন রিপোর্ট	সরকারী	১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

[Excerpt from the report of the Franchise Commission]

....

MAIN POINTS INVOLVED IN THE TERMS OF REFERENCE

9. The terms of reference involve mainly three things namely; (i) nature of franchise, (ii) method of election of the President and Assembly members, and (iii) maintenance of parity of voters between the two wings of the country in the case of election of the President. Two kinds of franchise- universal adult franchise and restricted adult franchise- are referred to in the terms of reference. Under the former, every citizen of Pakistan who has attained the age of maturity (21 is the age of maturity under Article 157 of the Constitution) is entitled to vote at an election, if he is not otherwise disqualified from becoming a voter. Under the latter, every such adult citizen who is possessed of certain qualifications based on property, education and the like, if not otherwise disqualified, would be entitled to vote at an election. Method of election, as envisaged in the term" of reference, is also of two kinds- direct and indirect. In the direct method, a candidate at an election is elected directly by the votes of eligible voters. In the indirect method, however, a primary election is held first whereas secondary voters are elected by the votes of eligible voters. The secondary voters elected at the primary election from an electoral college, and they alone are to elect candidates at another election to be held for the purpose. This indirect method is what is provided in the Constitution for the election of the President and members of the National and Provincial Assemblies. The Constitution further provides that the number of members of the Electoral College in each Province shall be the same. The terms of reference require that, in the case of election of the President, parity in the number of electors shall have to be maintained in any case. The points that arise for determination, therefore, are.

(i) Whether there should be universal adult franchise or restricted adult franchise for election of the President and members of the National and provincial Assemblies. In the latter case, what should be the qualifications of electors?

(ii) Whether the President and members of the three Assemblies should be elected direct by the electors or indirectly through an electoral college. In the latter case, what should be the composition of the Electoral College?

(iii) How can parity of voters between the two wings of the country be maintained in the case of election of the President, whatever be the method of his election?

NATURE OF FRANCHISE

10. **Universal or restricted adult franchise;** -Let us deal with the question of franchise first, the same being the common basis of all elections with which we are concerned here. Article 157 of the Constitution provides that every citizen who has attained the age of 21, and is not of unsound mind, shall be entitled to vote at election to

be held indirectly through an electoral college. Thus adult franchise having been conceded by the Constitution itself, the same does not appear to be a matter of serious controversy. As, however, one of the terms referred to the Commission is whether elections should be held on the basis of restricted franchise as recommended by the Constitution commission, it is necessary for us to deal with the question of franchise.

Franchise in the Indo-Pakistan sub-continent all along developed with universal adult franchise as the ultimate objective. The idea of franchise during alien rule had a different connotation from what it implies now. While the then Government was not dependent on the will of the people, a certain amount of political satisfaction, specially of the vocal classes, was aimed at, so that there might be as little friction between the rulers and the ruled as possible Therefore, no serious consideration was given to associate the people in general with the governance of the country, as long as the educated and propertied persons could be kept satisfied by allowing them to participate in election to legislatures. It was this class of people that were first given the right of vote, and the right was gradually extended. Besides, it was stressed that extension of franchise beyond that limit was not administratively practicable. Adult suffrage was not, therefore, allowed to be fully achieved during the pre-Independence days.

Franchise plays a very important role in a democracy which means a regime in which those who govern are chosen by those who are governed by means of free and fair elections. Franchise is thus the very basis of a system of representative government and has, therefore, supreme importance in the political life of this country where there are three representative governments one at the Centre and two in the Provinces.

....

Franchise is a very valuable political right of a citizen, for, it is only by the exercise of this right that he is able to get his views expressed in the Legislature through his elected representative on all matters connected with the government and administration of the country. It is again this right that makes the status of a citizen different from that of a foreigner who has no right to vote, although he usually enjoys other rights under the general law of the country equally with a citizen. Moreover, denial of franchise to a citizen will offend as much against the principle of equality between citizens as against the accepted principle of the people's ultimate authority in a democracy. Besides, such a denial will be repugnant to the very preamble of the constitution which ensures that "the State shall exercise its power and authority through representatives chosen by the people", (Here, 'people' does not exclude the illiterate or the poor). It is only through adult suffrage that the equality of political rights of citizens can be ensured consistent with the principle of the people's ultimate authority in a democracy, the Legislatures are to represent the people as a whole and this can be achieved only by means of universal adult suffrage. Another advantage of universal adult suffrage is that lists of voters numbering crores can be more easily prepared with less expense, for, under this system, it would not be necessary, as in the case of restricted franchise to inquire into and determine the voting qualifications of such a huge number of electors. Furthermore, universal adult franchise will offer opportunities of political education to people and will thereby facilitate development of political parties on the basis of political ideology and on

sound lines.

The main objection against the introduction of adult suffrage is that the common people, on account of their illiteracy and ignorance, cannot appreciate any important issue objectively and are, therefore, incapable of casting votes with understanding and a sense of responsibility. The other objection is that the electorate, under adult suffrage, will be so huge that it will be administratively difficult to manage it. Both the Simon Commission and die Indian Franchise Committee, who successively examined the question of franchise more than 30 years ago. also took these points into consideration and expressed their views in favor of universal adult franchise as the ultimate objective, but could not then recommend it mainly due to practical difficulties, in the part of the then inadequate and inexperienced staff, lo manage a huge electorate and partly on the ground of mass illiteracy and lack of political education. Mass poverty, like mass illiteracy, was not, however, expressly taken, by the said Commission and committee, as one of the grounds against adoption of universal adult franchise in India, although they favored properly qualification as a basis of franchise. Even illiteracy was not considered, by them, to be a serious obstruction ....

It is, therefore, expected that it will now be possible on the part of the adequate and experienced election machinery to cope with a huge electorate resulting from introduction of universal adult suffrage and hold and conduct elections smoothly. As a matter of fact, this has been fully established in the general elections held in West Punjab and East Bengal, on the basis of universal adult franchise.

…………………………………………………………………………………………

The next argument against universal adult suffrage is that at an election on such suffrage, there is the danger of the public being easily misled into electing people, not on a consideration of their programme but merely in an emotional state of mind created by the inflaming of passions by misrepresentation. An instance of the inflaming of passions of illiterate masses cited before us and also before the Constitution Commission is the crushing defeat of the Muslim League in the 1954 general election in East Pakistan. While it may be true that many a voter was carried away by the inflammatory speeches of the opponents of the Muslim League, it is not correct to say that the defeat of the Muslim League was solely, or mainly, due to such speeches. The Muslim League, the then party in power, appeared to have lost its popularity for various reasons. No general election was held in East Pakistan for about seven years preceding 1954. Even a large number of bye-elections, which had fallen due during the said period, was withheld. Moreover, the Muslim League, which was also in power at the Centre, was unable to give the country a constitution for several years. It seems that these facts coupled with the language controversy made the Muslim League unpopular and that its defeat in the general election of 1954 was really attributable to its own unpopularity. However, the danger, if any, well be there even in the case of election on the basis of restricted adult franchise. We have already seen that, with the inauguration of Provincial autonomy in 1937, voting qualifications based on property, education or tax were so liberally lowered that all persons aged 21 or above, whether male or female, literate or illiterate, rich or poor, became entitled to vote, if they possessed any of the prescribed minimum qualifications.

Although franchise was still restricted, the number of electors in every constituency increased enormously.

..... The apprehension that illiterate voters, in the case of adult suffrage are likely to be misled by their passions and sentiments being roused through false propaganda and misrepresentation, will hold in no small measure in the case of election on the basis of restricted adult suffrage inasmuch as the number of illiterate voters under the system of restricted franchise will be enormous, and their number is bound to go up appreciably with further lowering of voting qualifications………………..

Some opponents of adult suffrage contend that the poor and illiterate masses cannot always freely cast their votes as their actions are often controlled by the influence wielded by landlords, industrial magnates, tribal chiefs and heads of Baradari. This, far from being a ground against universal suffrage, is in itself a justification for such suffrage, because the right to vote is the only effective weapon with which the poor and illiterate masses can counteract the influence of those other persons. This will cause inter- dependence of one class on the other hand is, therefore, likely to lead to accord, harmony and good will between the two classes.

……………………………………………………………………………………….

The last argument against adult suffrage is that the right to vote should not be given to those who do not possess sufficient property or have no stake in the country. The reason advanced in support of this contention is that those who have no such stake cannot exercise their right to vote with a sense of responsibility. It is not quite correct to say that a person who has no sufficient means has no stake in the country. He still pays indirect taxes on the necessaries of life at any rate. Moreover, his own freedom as a citizen or his rights under the personal law by which he is governed constitute no less a stake than his ownership of a piece of land. Unless such a citizen has say in the selection of his representative in the legislature, he shall have no scope to get his views expressed even on a matter affecting his liberty, which is so valuable to him. The argument not only runs counter to the preamble of the Constitution which assures franchise to people in general, but is also against the principles of Islam which do not discriminate between .the rich and the poor………………..

It appears from the foregoing discussions that the weight of evidence and the circumstances and conditions obtaining in the country are all in favor of universal adult franchise. We, therefore, recommend that universal adult franchise should be the basis of election of the President and Members of the National and Provincial Assemblies and that every citizen who is not less than twenty-one years of age and is not of unsound mind shall, if not otherwise disqualified by or under law, have a right to vote at such elections.

METHOD OF ELECTION-DIRECT OR INDIRECT

11. Method of election of members of Assemblies.-We shall now deal with next question with regard to the method of election. Universal adult franchise having been conceded in the Constitution itself, the real controversy centers round the method of election. In other words the controversy is whether the election of the President, and of

members of the Assemblies, should be direct or indirect. Opinions differ on this question also, but the views expressed through Press and from the platform and the mass of evidence received by us are, as in the case of universal adult franchise, in favor of direct election of the members of the three Assemblies. A large section of these opinions favors direct election also for the office of President. Let us first deal with the question of the method of election of members of the National and Provincial Assemblies, because that will help us in forming a correct opinion on the other question relating lo the mode of election to the office of President.

As we have already seen, the people of this country had the practical experience of partly direct and partly indirect elections after the Reforms of 1909. But all elections to legislatures, and to various local bodies, held after the introduction of the 1919 Reforms were direct throughout. During the last 40 years, the people have thus become accustomed to the system of direct voting, and they may not willingly accept any reversal of this long-standing electoral system at this stage; rather any reversal of the direct system may arouse their resentment. In no country where there is a truly representative government, members of the legislature, or, in the case of a bicameral legislature of the Lower House, are, so far as is known, chosen indirectly through an electoral college constituted for the purpose. This, is yet another reason why the system of indirect election may not be readily acceptable to our people. In the system of direct election, every voter gets the satisfaction of participation in the election of his representative to the legislature. Such direct participation in the election gives not only satisfaction to the voter but is also a means for his political education, besides an opportunity for him to have his views expressed in the legislature on matters connected with the government and administration of the country.

In the indirect system, the elected representative is twice removed from primary voters and. therefore, remains out of touch with them with the result that neither the representative is aware of the wishes of the primary voters, nor have such voters any means to judge if their wishes are carried out by the representative. This is a great drawback of the indirect method and is likely to retard the spread of political education among the masses which is so essential for the development of representative government on sound lines. Such a system may be characterized as not truly representative in character as it fails to secure the representation of the views of primary voters

Referring to the Report of the Electoral Reforms Commission appointed in

1955, it has been pointed out that the general election in the former Province of West Punjab held in 1950-51 was unfair on account of interference by officials. If this is, at all, true, the fault did not lie in the direct system itself, nor were the voters responsible for it. Official interference in election, whether the method adopted is direct or indirect can always be prevented, and this cannot be a ground for giving preference to the indirect method of election over the direct system.

According to the simple majority-single ballot system obtaining in the country, the contesting candidate who polls the highest number of votes at an election is declared elected. The highest number of votes polled by the returned candidate may, in fact, represent a small minority of the total number of voters. For example, if there are five

candidates at an election and the votes polled by them are respectively 30%, 25%, 20%, 15%, the candidate who has polled only 30% votes is returned although this represents less than one-third of the total number of voters. While this may happen in both the direct and indirect systems of elections, the chances of a person representing the minority of the adult population as a member of an Assembly in the direct system are far less than such chances in an indirect system for the reason that elections in the latter system being held at two stages the returned candidate at each such stage may be representing the minority of the electors.

The main ground on which the system of indirect election is sought to be justified is that the average adult being illiterate and ignorant, his knowledge is limited only to local affairs of his area, and does not possess the capacity to appreciate provincial and national issues so as to be able to cast vote with understanding and a sense of responsibility and is also incapable of judging the suitability or otherwise of candidates hailing from outside his area and, as such, it is desirable that, for a realistic representation of the people, members of the Assemblies should be elected by a select body of persons of higher caliber, ability, and sense of responsibility. This argument, though apparently attractive, is not really sound. No adult is debarred under the Constitution from becoming a candidate at a primary election, or for that matter, at any other election only on the ground of his being illiterate or ignorant. Therefore, illiterate and ignorant adults who can command confidence of primary voters of their areas or secure the voters' support by reason of their wealth and influence may succeed at the primary election and become secondary voters to elect members of the Assemblies..

.................It is argued that, in the case of direct election, the number of voters in each constituency will be so large and the means of approach to them will be so limited that a large number of voters will remain indifferent and abstain from voting. In support of this contention an instance is cited that while as many as 70% of the voters cast their voters at the last election to Basic Democracies, the votes polled in the Provinces at the last general election in the direct method was hardly ever more than 40%. The percentage of votes polled at an election depends on various factors, but not necessarily on the method in which the election is held. The interest created among voters by the programmes of. and persuasions by. the candidates, and the distances between the polling stations and the voters' places of residence are the main factors on which the attendance of voters largely depends. It is a known fact that the voters in general took keen interest in the general election held in 1945-46 because vital issues were involved in it. In spite of restricted franchise obtaining at that time, the number of voters in each constituency was enormous. Besides, the means of communication and transport facilities were hardly adequate. Even then, a large number of voters in each constituency, on account of the interest taken by them, attended the polling stations and cast their votes. This is borne out by the fact that in the 1945-46 general election in the undivided Punjab, as many as 60.32 per cent of voters cast vote, in the contested constituencies, vide the Election Commission's Report on the said election. In undivided Bengal, in the same year, in contested Muslim constituencies the percentage of voting ranged between 28.3 and 80. 6 the average being 54.9 vide the official Report on that election. Even in the case of the general election in the former Province of West Punjab in 1950-51. The percentage of the votes cast ranged

between 53 and 65, the average being 50, *vide* para 64 of the Report on that election. It may be true that the percentage of votes cast at the last election to Basic Democracies was comparatively high, but this was not so at all places inasmuch as in the city of Karachi the percentage of voter cast in the Basic Democracies election, according to reply No. 3902 of the Research Officer of the Bureau of National Reconstruction, was as low as 35 in spite of high percentage of literacy of the voters and adequate communication facilities thus bringing down the all-Pakistan average to 55% : even in East Pakistan the average was 56% only. However, the higher percentage of voting at the election of Basic Democracies was mainly due to the location of polling stations generally within the voters' own areas and within reasonable distances from the voters' actual places of residence. If polling stations, in the case of direct election, are similarly located, and same result is likely to be achieved.

One more argument in favor of the indirect system is that it is less costly and simple to administer whereas, apart from being highly expensive, an election under the direct system is difficult to manage on account of a huge electorate in each constituency. On an examination of the detailed procedures of the two systems, it will appear that these supposed advantages of the indirect system are unreal. In the indirect method, primary election will be held first throughout the country. For holding the primary election, the following items of work, among others, shall have to be done:

(i) Preparation and printing of electoral rolls.

(ii) Preliminary publication of electoral rolls.

(iii) Revision of electoral rolls after hearing objections and suggestions.

(iv) Final publication of electoral rolls is revised.

(v) Invitation of nominations.

(vi) Scrutiny of nomination papers and hearing of appeals against rejection of nominations.

(vii) Publication of names of validly nominated candidates.

(viii) Printing of ballot papers, envelopes and statutory forms, ballot being secret under the Constitution.

(ix) Making of ballot boxes.

(x) Setting up of poling stations and polling booths.

(xi) Other matters incidental to the actual holding of election and publication of election results.

In the direct system as well, it shall be necessary to carry out only the aforesaid items of work and no more. The volume of the important item of work, namely, preparation and printing of electoral rolls will be, more or less, the same in both the systems. In either system, it shall be necessary to include the names of about 4 1/2 crores of adult's of Pakistan in the rolls after preliminary enquiry, and those rolls, after revision thereof, shall have to be printed and published. On an average, there are ten wards in the Union Council, each

ward having one scat in the Union Council. The number of contestants for each such scat may be 4 to 5, with the presence of political parties in the field in future, the number of contestants for an Assembly seat as well is not likely to exceed five on an average. Thus, the number of copies of the rolls required by the contestants in both the systems will be. more or less, the same. Again the agencies to be employed for the preparation and printing of electoral rolls may be the same in both the systems. It is true that the last elections to Basic Democracies were held throughout the country with ease and at less expense. This was mainly due to the fact that the old electoral rolls, prepared and printed in 1957 for Assembly elections, were used in connection with the elections to Basic Democracies after necessary adjustment, and it was not necessary to prepare and print electoral rolls afresh. The other reason was that no ballot box was supplied by the election authorities, and the candidates themselves were required to bring their own ballot boxes. But in a future primary election for the constitution of an electoral college such easy methods can no more be employed without facing public criticism. To hold and conduct election to the office of President and that of members of the Assemblies, including a primary election in the indirect system is the sole responsibility of the Election Commission under Article 153 of the Constitution. The primary election being very important in the indirect system, it shall be necessary for the Commission to carry out every item of work in connection with such election with meticulous care strictly according to laws and rules as in the case of direct election, Besides, secrecy of ballot, as enjoined by the Constitution, shall have to be maintained, Accordingly, printing of electoral rolls and ballot papers and supply of ballot boxes by the election commission shall be necessary in both the systems. It. therefore, seems direct election on the basis of adult suffrage is not likely to be costlier than indirect election on the basis of such suffrage: rather the costs of the secondary election added to those of the primary election may make the indirect system more expensive...........................

The last argument against the direct system is that there are greater chances of false personation and consequently of bogus voting in this system. This, if true, is likely to be present also in the indirect system, the difference being only one of degree. The remedy against possible personation in the direct system does not lie in the rejection of that system on that score. All that is necessary is to take appropriate steps so that it may be very difficult for anyone to personate….

The question of direct election on the basis of universal adult franchise being the most controversial, an endeavor has been made to state precisely the possible arguments for and against it. Having carefully considered the merits and demerits of both the systems of election, the voluminous evidence received by the Commission and the long- standing practice of direct election to which people have become accustomed, it seems to us that the reasons in support of the system of direct election on the basis of universal suffrage are far more weighty in spite of widespread illiteracy and backwardness in the country. We, therefore, recommend that members of the National and Provincial Assemblies should be elected direct on the basis of universal adult franchise.

This recommendation is unanimous, but two of us, while arriving at the same conclusion, approached the question from a different angle which they have explained in a separate note.

12. Method of election to the office of President. -Coming, now, to the method of Presidential election, we find that opinions with regard thereto have been expressed differently. A substantial section is in favor of indirect election of the President through an electoral college. Another section which is no less substantial, favors direct election. It appears that all the arguments in favor of direct election and against the indirect method in the case of election of Assembly members, with the exception of one. apply in the case of President's election with equal force. The exception is that the Presidential electors, on account of their huge number and the fact of their remaining scattered throughout the country, cannot perhaps be corrupted like the secondary electors of Assembly members. Moreover, the Presidential candidates who are expected to be men of high stature and integrity are unlikely to resort to corruption. This, of course a redeeming feature in favor of indirect election of the President. But there are more important reasons in support of direct election for the office of President, besides the other general reasons in favor of direct election and against the indirect system. The President's position under the Constitutions is exalted. As the Head of the State and its Chief Executive, he has very wide powers and has to bear tremendous responsibilities in the governance and administration of the country. He and his Council of Ministers are not responsible to the National Assembly and the Ministers hold office during his pleasure. He has unfettered power to dissolve that Assembly. The dissolution of a Provincial Assembly is subject to his concurrence. The President can refuse to give assent to a Bill even if it is passed by the votes of two-thirds of the total number of members of the National Assembly and refer it to the electorate by way of referendum for a decision whether the Bill so passed should or should not be assented to. The provisions with regard to his removal from office, are so rigid that it may be indeed very difficult to apply them. Such being the unique position and powers of the president, it is necessary that he Should command the confidence of the people, and such confidence is not likely to be forthcoming except through a direct election. In the direct system, all adults shall have the satisfaction of participation in the president's election and are therefore, expected to hold elected President in very high esteem and acknowledge him as their foremost national leader which consciousness in the masses is so essential for the proper functioning of a strong presidential form of government. It cannot be gainsaid that the National Assembly is a comparatively weak representative body. If the members of this week Assembly according to the great mass of evidence received by the Commission, are to be elected direct by the votes of all adults, it is all the more desirable that the President who occupies a unique position and possesses wide powers should be similarly elected. Therefore, in the case of election of the President no less than in that of election of members of Assemblies, direct election on the basis of universal adult suffrage is the more appropriate method. This opinion is not however, shared by two of us who. for reasons recorded in their separate note, favor indirect election.

13. **Parity of Presidential electors.** -It now falls to be considered how parity of voters between the two Wings can be maintained in the case of election to the office of President in the direct method. The terms of reference require that this parity shall have to be maintained. A fairly large number of persons who sent replies and gave evidence- particularly from the West Wing- have rather strongly opposed the idea of parity mainly on the following grounds:

(i) That the idea of parity of voters is based on distrust against the Wing that has majority of population and is, therefore, bad in principle if such distrust is allowed to take roots, there shall grow a vicious circle which, in its wake, will create further distrust and suspicion of the people of one Wing against that of the other with the result that national solidarity is likely to be undermined.

(ii)That the idea of parity of voters is also based on the wrong assumption that the voters from one Wing will vote for a Presidential candidate coming from hat Wing. A Presidential candidate is expected to be a person of very high caliber, towering personality and integrity. Voters will usually vote for a candidate who possesses these high qualities, wherever he comes from.

(iii) If (here are three candidates for the office of President two of them unless all the three belong to the same Wing, will be from one Wing and the third from the other. This will mean a triangular fight, for the office of President which will really render the provision of parity nugatory.

(iv)With the emergence of political parties commanding following in both the Wings, the voters, irrespective of their residence in one Wing or the other, will normally vote for the candidates sponsored by the parties according to their respective party affiliations. In such a case, the idea of parity is meaningless.

There is, no doubt, a good deal of substance in some of these contentions, but it is not open to the Commission to examine the question of parity on merits. The Commission, according to the terms of reference, must accept two things as settled fact. These are: (I) the presidential form of government as envisaged in the Constitution and (2) equal number of Presidential electors in each Province, whatever be the method of election of the President- direct or indirect,

Coming back to the question as to how parity of Presidential electors can be maintained in the system of direct election of the President, it seems to us that it is possible to devise a method by which the principle underlying parity can be maintained even in this system. Excluding the seats for women there are at present 150 general seats in the National Assembly. Of them 75 seats are allotted to the East Wing and 75 to the West Wing. Consequently there are 75 single-member constituencies in each Wing, let us take that each such Constituency has one electoral vote. Thus the number of electoral votes in each Wing shall be equal. Election in each of this150 constituencies shall be direct and on the basis of adult suffrage. Of the Presidential candidates whoever wins election in one of these constituencies shall get one electoral vote. In this way whoever secures the largest number of electoral votes out of the total of 150 shall be deemed to be

elected to the office of President. Thus it is by having recourse to this method that both direct election to the office of President on the basis of adult suffrage and maintenance of the principle of parity are possible at the same time …….

14. **For maintaining parity electoral college on a permanent basis not necessary.** It may possibly be argued that while the method suggested in the preceding paragraph secures parity of electoral votes between the two Wings of the country, each Wing having 75 such votes, parity in the number of electors in case of the Presidential election as required by the terms of reference is not maintained in that method and, therefore, it shall be necessary to constitute an electoral college with equal number of members from each Wing for maintaining parity in the number of Presidential electors. Technically this may be correct, but there is no doubt that the principle underlying parity is ensured by the method suggested in paragraph 13. The principle underlying parity is that the voting strength of the two Wings in the case of Presidential election should be equal so that one Wing, on account of its numerical superiority, can have no commanding position over the other Wing having less population. The number of electoral votes in the two wings being equal in the said method (75 in each Wing), the voting strength of the two Wings in the case of Presidential election remains exactly the same although the number of presidential electors of one Wing may exceed that of the other. In other words, the greater number of Presidential electors in one Wing shall have no affect whatever on the voting strength of the other Wing. That being so the question of one Wing's getting commanding position over the other will not arise at all in the case of Presidential election in that method. We do not, therefore, see any necessity for an electoral college on a permanent basis for the purpose of securing parity in the number of Presidential electors and the President's in direct election through that college. We are, however, in favor of the President's indirect election through an interim electoral college only for one term the reasons for which are given in the next succeeding paragraph.

… … … … …

15. **Indirect election of President as an interim measure.** -While we have already expressed our opinion in paragraph 12 that the President with all his wide powers under the Constitution should be elected direct on the basis of Universal adult Franchise, we are not unmindful of the conditions now prevailing in the country and the practical difficulties likely to be faced by Presidential candidates in those conditions in running their candidatures in the direct system at the next Presidential election which will fall due within a short period of 2 years from now. We, therefore, think that election to the office of President in the direct system needs to be considered also from the aspect of its practicability.

The country is divided into two parts each being separated from the other by a foreign territory of over 1,000 miles, The means of communication between the two Wings are hardly adequate The question then naturally arises as to how a Presidential candidate will be able to contact the masses throughout the length and breadth of country, project his views before them, and prove his fitness and suitability in order to obtain their support for his candidature. Left to himself, this is almost an impossible task for an individual candidate for the office of President. Here, comes the necessity for political

parties for this only with the support and assistance of a political party or a combination of such parties that a Presidential candidate can be capable of successfully running his candidature. The same, however, is not true in the case of a candidate for membership of an Assembly in as much as a constituency for Assembly being comparatively small in size and compact in area, it is possible for such candidate to project his candidature before the small electorate by organising and addressing much meetings at places within the constituency and also by issuing manifestos, pamphlets, booklets, and brochures, etc. But the support and assistance of political party for a Presidential candidate is indispensable in the existing conditions of the country...............

However regretful it may be the fact remains that none of the existing political parties has yet become fully organized and attained the national stature with roots among the masses. With the imposition of Martial Law in 1958, all political parties were banned. It is only by the enactment of the very recent political Parties Act that the revival of the hitherto banned political parties has been permitted. Besides, sanction for the formation of new political parties within the ambit of that Act, has been given. In spite of the opportunity available under said Act, certain political leaders have declared that they would not revive their parties until the present Constitution has been further democratized. True, the all-Pakistan Muslim League which had once a large following in both the Wings of the country has since been revived, but it is split up into two groups with different out-look. The blocked funds of the parents. Muslim League have not been given to either group. None of these two groups appears to have contacted the masses as yet for enrolment of members on the basis of any programme. One or two other old political parties have also been revived but they could not as the number of their representatives in the former legislatures indicates, attain the stature of a national political party, and it is to be seen how far they will be able to attain that stature in future. In order to achieve country-wide popularity and importance thereby to wing the support of the people in favor of the candidate sponsored by a political party, what is essential is to get itself rooted first in the hearts of the people by constant mass contact and sustained work on the basis of a good programme. The revived political parties are now only in their formative stage, and it may lake some time before they become firmly established will adequate funds. Since their revival, no election or bye-election to any representative institution has been fought on the party system. The strength and stature of these parties will crystallize only after the next Presidential election and the general election for Assemblies. Until a political party has fought at least one Presidential election and one general election, it cannot be taken for certain that it has become we 11-organised on a national basis with roots among the masses. Since a political party of that stature is yet to come into existence and the media of publicity and transport facilities in the country are inadequate. Presidential candidates at the next election may find it difficult to project their candidatures before the adult population of about 41 crores scattered all over the country. In consideration of these practical difficulties alone, the next Presidential election may, as an interim measure, be held indirectly through an electoral college, but all successive Presidential election thereafter should be held direct on the basis of universal adult franchise...............

... ...

16. Electoral College composed of Assembly members not suitable- There are fundamental objections against the President's indirect election through an electoral college composed of the members of the three Assemblies. Firstly, if the President who is invested with immense powers is to be elected by the members of the three Assemblies acting jointly, those members to whom the President is not at all responsible, may be in a position to bargain with him and thereby render him less effective in the exercise of his constitutional powers and even on matters of policy and principle. Such a situation will be hardly conducive to good government and smooth administration. In a Parliamentary form of government where the Ministers are more powerful and the Head of the State has very little discretionary powers, election of the Head of the State by members of the Assemblies may be well-suited. But the position in the Presidential form of government is different altogether. In this pattern of government, election of the President by Assembly members is clearly unsuited the same being repugnant to the underlying principle that the President, in order to be effective, should not be made to depend on the Assembly members. Secondly, if the President dissolves the National Assembly for any reason under Article 23 of the Constitution, the President himself ceases to hold office upon the expiration of 120 days after the date of dissolution. In that event, a general election of the members of the Assembly has to be held within 90 days after the dissolution under Article 168 of the Constitution. When a recommendation is being made by us for the direct election of Assembly members on the basis of adult suffrage, it will be hardly possible to complete the general election within the said sort period of 90 days. Experience has shown that even the last indirect election of Assembly members through a small electorate, took three months to complete in spite of the Election Commission's best effort. If the dissolved National Assembly cannot be reconstituted within ninety days after its dissolution, there shall be no National Assembly to re-elect the President who went out of office with the dissolution of that Assembly or to elect another President within the prescribed time limit. This may result in a vacuum in the office of President which, however, cannot be ruled out altogether, but there shall be no such vacuum if the Assembly members are not to form an electoral college for the purpose of electing the President. Lastly, the Constitution provides that if the number of candidates for election to the office of President exceeds three, the members of the three Assemblies shall jointly select three of the candidates for election. When the Assembly members have already a say in the selection of Presidential candidates it is not correct in principle to give these members the further' right to elect one of their selected candidates to the office of President.

17. **Electoral college as envisaged in the Constitution with increased strength suitable.** The Constitution of an electoral college composed of the members of the Assemblies being ruled out, it shall be necessary to have a college as envisaged in the Constitution with or without an increase in the number of members thereof. Opinions as regards the composition of an electoral college for Presidential election are divided. Some are in favor of retaining the number of Presidential electors at 80,000 as envisaged in the Constitution. Some others desire an increase of that number by 2 to 5 times or even more. Taking the population of Pakistan in 1959, at 8 crores, each union

under the Basic Democracies Order, has been allotted, on an average, 10 elected and 5 nominated members. The basis of the allotment appears to be that 15 members are sufficient to represent one union. The indication is that the system of nomination in unions will be abolished, and the nominated element will be replaced by elected members. This again means that one union can be sufficiently represented by its 15 elected members. However, for the composition of an electoral college, it is immaterial whether or not the system of nomination in unions is replaced by election, the college being an organisation different from unions. What, however, is important is that the area under one union will be sufficiently represented by 15 persons. Taking this as a basis for the com position of an electoral college, the strength of an electoral college comes to 1, 20,000 in place of 80,000 hitherto fixed on the basis of 10 elected representatives per union on an average. Thus the said figure of 1, 20,000 appears to realistic in that while it has a positive basis, it is not unmanageable either. Therefore, the strength of the Electoral College should be fixed at 1, 20,000. For the purpose of maintaining parity of voters between the two wings in the case of Presidential election, the exact half of the said 1,20,000 electoral votes should be allotted to each wing.

According to Chapter 2 of Part VII of the Constitution, there shall be delimited as many electoral units in the country as there are members of an electoral college. This means that only one member shall be elected from one unit. On the basis of the total strength of the electoral college, there shall be one member for every 750 people on an average. In areas where there are concentrations of population particularly in cities, it may not be feasible to delimit such small electoral units for the simple reason that even two or three buildings together may have residents numbering 750 or more. Therefore, for facilitating the constitution of the Electoral College, we suggest that Chapter 2 of Part VII of the constitution should be suitably amended so as to permit delimitation of multi- member electoral units, wherever necessary.

In this connection, we may point out that there has been some misunderstanding with regard to the functions of an electoral college. Some witnesses including officials are under the impression that members of an electoral college shall be necessarily invested with the functions of local government and that they shall have to discharge such functions, in addition to their function or casting votes at an election. This impression is not correct. Under the Constitution, members of an electoral college are invested with the sole function of casting votes at an election or a referendum. But Article 158(4) of the Constitution provides that functions of local government as well may be conferred on members of an electoral college by law. This is merely an enabling provision. The correct position, therefore, is that, in addition to their normal function of casting votes, members of an electoral college shall be required to perform functions of local government only if such functions are conferred on them by law made for the purpose.

18. Qualification and disqualification of members of the electoral college. Every citizen of not less than 25 years of age who possesses the other qualifications prescribed in Article 157 of the Constitution and is not subject to any of the disqualifications mentioned in clause (2) of Article 103 thereof should be eligible for membership of the

proposed electoral college. In order to prevent undesirable persons' entry into the electoral college as members thereof, it is necessary to prescribe the disqualifications mentioned in that Article. This recommendation is in keeping with the provision of Article 158(1) of the Constitution.

SELECTION OF PRESIDENTIAL CANDIDATES

19. **Desirability of restricting the number of Presidential candidates and their selection by Assembly members.** -Article 167 of the Constitution provides that if the number of candidates for election to the office of President exceeds three excluding the person holding the office of President for the time being the members of the National and Provincial Assemblies shall, at a joint sitting, select three of the candidate for election. If, however, the National Assembly stands dissolved at the relevant time, the selection of three candidates shall be made by the two Provincial Assemblies sitting jointly. The fixation of the number of Presidential candidates at three and the selection of such candidates in the above manner appear to be arbitrary. It is most unlikely that a person who has not earned name and fame throughout the country by his patriotism, selfless work, meritorious service, caliber, ability and personality and has neither sufficient means nor the backing of a strong political party will secure nomination for the high office of President. Persons of such high stature being limited in number, it can be reasonably inferred that the number of the Presidential candidates will not ordinarily exceed three or four. With the emergence of stronger political parties in course of time, their number may be reduced to two only as in the United States of America. Therefore, it seems to us that it is not necessary to fix the number of Presidential candidates arbitrarily nor is it desirable that the candidates should be selected by the members of the Assemblies. If the right of the members of the Assemblies to select the Presidential candidates is retained, the right itself will offer an opportunity to them to bargain with the candidates. This may cause dependence of the selected President on the Assembly members which, however, is undesirable for the reason already stated. The provision of Article 167 with regard to selection of Presidential candidates by the Assembly members is not absolute either, for, the said Article shall not apply during the period of dissolution of a Provincial Assembly. If a Provincial Assembly stands dissolved at a time when nomination of presidential candidates falls due, there shall be no restriction as to the number of candidates and, as such, political parties shall then be free to sponsor candidates in which case the question of their selection will not arise. Without the support of a strong and well-organized political party, it would be difficult for any candidate to run his candidature for the high office of President. That begin so, the number of Presidential candidates is hardly likely to exceed the number of such parties whose number may not, in fact, be more than two or three. Thus, the number of Presidential candidates is likely to be restricted to two or three in the normal course for which no constitutional restriction is necessary- Regard being had to all these facts and circumstances, we think that the provision restricting the number of Presidential candidates and their selection by Assembly members should be omitted.

The Chairman does not agree with the views expressed in this paragraph and has appended a separate note.

20. **Whether the out-going or the newly elected members of Assemblies should select the Presidential candidates**—If the system of selection of Presidential candidates in the manner provided by the Constitution is retained, we would recommend that the selection should be made by the newly elected members of the three Assemblies and not by the out-going members thereof. The reason for this is to obvious to be stated at length. Suffice it so say that at a time when nomination of Presidential candidates will fall due the representative character of the out-going members of the Assemblies will be almost lost because of the impending expiration of the term of the Assembles. At least, the out- going members may not then have as much as that of the newly-elected members. If the recommendation for selection of Presidential candidates by the newly elected members of Assemblies is accepted, it may be necessary to extend the term of office of President by about two months for enabling the Election Commission to complete the Presidential election within the period of 120 days mentioned in Article 162 (2) of the Constitution.

21. **The procedure of ballot for selection of Presidential candidates**-The Constitution itself does not prescribe the procedure of ballot for selection of Presidential candidates by the members of the three Assemblies sitting jointly for the purpose. The number of candidates for the office of President being restricted to three, a ballot shall be necessary if more than three persons file nominations for that office. In case of a ballot, there may be adopted either plural-voting or single voting system. In the first case, each Assembly member may cast three votes-one for each the three candidates of his choice. In the second case, each Assembly member may cast only one vote in favor of one of the candidates of his choice. In either case, those three candidates who secure the first place as respects the number of votes polled would be declared eligible candidates for the office of President. Of these two systems of voting the first one, i.e. the system of plural- voting is wholly undesirable in as much as under this system the majority groups in three Assemblies may combine thereby get all the three candidates selected according to their choice, leaving no chance to the minority groups in the Assemblies to secure the selection of any of their nominees. If the majority groups belong to the same political party, as is usually the case, it is almost certain that none of the nominees of the minority groups will be selected. In the single-voting system, however, both the majority and minority groups may be able to secure the selection of their nominees in spite of wide difference in the number of votes polled by them. As the single-voting system will offer fair opportunity to both the majority and minority groups in the Assemblies, we recommend that in the matter of selection of Presidential candidates each Assembly members should have only one vote to be cast in favor of the candidate of his choice.

22. **Time for selection of Presidential candidates**-The time for selection of Presidential candidates is pertinent in the indirect system of election. If the President is elected indirectly through an electoral college, it shall be necessary to hold election at two stages. At the first stage, the primary voters will elect the secondary voters who, at the second stage, will elect the President. Thus, the secondary voters drive their authority from the primary ones. It is, therefore, desirable that the primary voters with whose authority the President is really elected and whom the elected President will really represent should know the names of the Presidential candidates at the time of the primary

election. This is desirable for making the delegation of authority by the primary voters to the secondary ones real and effective. This is what is exactly done in the case of Presidential election in the United States of America. We, therefore, recommend that the selection of Presidential candidates, if at all necessary, should be made before the holding of the primary election. If, however, selection of Presidential candidates by Assembly members is done away with, but the provision for indirect election of the President through an electoral college is retained, then, for the very reasons stated above the names of validly nominated candidates should be similarly made known even if the operation of Article 167 of the Constitution is not attracted, the number of Presidential candidates being not more than three.

HOLDING OF SIMULTANEOUS ELECTIONS AND ELECTION EXPENSES

23. **Feasibility of holding simultaneous elections and expenses.** -If the recommendation for direct election of Assembly members and to the office of President on the basis of adult suffrage is accepted and the provision for selection of Presidential candidates by the Assembly members is omitted as suggested by us, it will be possible to hold all these elections simultaneously by the same election machinery by providing three separate booths within the same polling station- one for the Presidential election, one for election to the National Assembly and the third for the Provincial Assembly election. The holding of all these elections at the same time and place will necessarily entail less expenses. If, however, members of the Assemblies are elected by the direct votes of all adults and the President is elected indirect through an electoral college, it shall be necessary to hold three separate elections- one for electing Assembly members, the second for electing members of an electoral college and the third for the election of President through that college, for, it would be administratively impracticable to hold elections of Assembly members and of a very large number of members of an electoral college simultaneously. Obviously, the cost of holding three separate elections will be more than the cost of the elections in the direct method as explained in Appedix-V.

ELECTION OF WOMEN MEMBERS

24. **Election of Women members of National Assembly from reserved seats.-** The Constitution provides for indirect election of women of Legislatures by members of Provincial Assemblies. For this purpose, five seats are reserved for women in each Provincial Assembly and six in the National Assembly. Such reservation of seats for women does not, however, stand in the way of their contesting the general seats. Women are elected to the five reserved seats in a Provincial Assembly by the members of that Assembly. As regards the six reserved seats in the National Assembly, women are elected to three such seats by the members of each Provincial Assembly. On the principle of co-option, election of women to reserved seats in a Provincial Assembly by the members of that Assembly may be justified, but election of women to the National Assembly by the members of Provincial Assemblies has no such justification and is subject to valid criticism. In fairness, each Assembly should form the electorate for the seats reserved for women in that Assembly. We, therefore, recommend that those members of the National

Assembly who are elected from the general constituencies in East Pakistan should elect three women from East Pakistan to the National Assembly. Similarly those members of the National Assembly who are elected from the general constituencies in West Pakistan should elect three women from West Pakistan to that Assembly.

TRIBAL AREAS

25. **Special treatment to Tribal Areas.** - The Tribal Areas of West Pakistan where special and tribal conditions prevail deserve special treatment in the matter of election of the President and Assembly members. The Tribal Areas are sparsely populated, and the population in some areas is nomadic. Means of communication and transport facilities within the Tribal Areas being very unsatisfactory, it is difficult to have access to many a place within those areas for contact with the people living therein. The Tribal people are conservative and strictly adhere to their customs and usages. The Tribal Maliks who wield much influence over the Tribal people of their respective areas guide them in almost all important affairs. The Tribal people adhere to the system of Jirga and abide by the decisions of the Jirga composed of elders and Tribal Maliks. The women folk of the Tribal Areas are very conservative, and their conservatism is rigidly guarded by the menfolk. The conservatism is so rigid that no one can even utter the name of a women without the risk of being reprimanded or punished. It is on account of these special tribal conditions that it may not be feasible to constitute electoral units within the Tribal Areas as required under Chapter 2 of Part VII of the Constitution and hold and conduct elections within those Areas in the same manner as in the settled areas of West Pakistan. It is, therefore, necessary that the constitutional provisions with regard to the formation of electoral units and the method of holding elections should be relaxed in the case of Tribal Areas, and the Election Commission should be empowered by law to make such arrangements in these matters as it may deem fit and proper for a realistic representation of the people of those Areas.

....

SUMMARY OF THE CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

27. This Report answers fully the points involved in the terms of reference. The conclusions and recommendations which are partly unanimous and partly divided, as explained in the next succeeding paragraph are summed up as follows:-

(i) That the electoral system prescribed by Chapter 2 of Part VII of the constitution is not an efficacious and appropriate instrument for realistic representation of the people for reasons given in paras 11, 12, and 13.

(ii) That universal adult franchise should be the basis of election of the President and members of the National and Provincial Assemblies (Para 10).

(iii) That every citizen who is aged 21 years or above and is not of unsound mind shall, if not otherwise disqualified, have a right to vote (Para 10).

(iv) That the election of members of the National and Provincial Assemblies should be direct and on the basis of universal adult suffrage (Para 11).

(v) That direct election to the office of President on the basis of universal adult suffrage is the more appropriate method (Para 12).

(vi) That in order to maintain parity as required by the term of reference election to the office of President should be held in the method suggested in paragraph 13 of the Report.

(vii) That in view of the practical difficulties resulting from the conditions now obtaining in the country, the next Presidential election alone may be held indirectly through an electoral college, but all successive Presidential elections thereafter should be held direct on the basis of universal adult suffrage (Para 15).

(viii) That the Electoral College should not be composed of the members of the National and Provincial Assemblies (Para 16).

(ix) That the electoral college should consist of 1,20,000 members, 60,000 in each Wing for wider representation of the people in that college (Para 17).

(x) That every citizen of not less than twenty-five years of age who possesses the other qualifications prescribed in Article 157 of the Constitution, and is not subject to any of the disqualifications mentioned in clause (2) of Article 103 of the constitution should be eligible for membership of the electoral college (Para 18).

(xi) That there should be no restriction as to the number of Presidential candidates and consequently the provision of Article 167 of the Constitution with regard to selection of such candidates by the members of the National and Provincial Assemblies should be omitted (Para 19).

(xii) That if the constitutional provision restricting the number of Presidential candidates and their selection by the Assembly members is retained, the selection should be made by the newly elected members of the three Assemblies and not by the out-going members thereof (Para 20).

(xiii) That if the Presidential candidates are selected by the newly elected members of Assemblies, the term of office of the President should be extended by about two months for enabling completion of the Presidential election within the period mentioned in Article 165 (2) of the Constitution (Para 20)

(xiv) That in the matter of selection of Presidential candidates, if any, each Assembly member should have only one vote to be cast in favor of the candidate of its choice (para 21).

(xv) That in order to make the delegation of authority by the primary voters to the Presidential electors real and effective, the selection or, as the case may be, nomination of Presidential candidates should be made before the holding of the primary election at this before the election of members to the electoral college (para 22).

(xvi) That if the provision with regard to formation of an electoral college is retained, then, Chapter 2 of Part VII of the Constitution should be suitably

Amended so as to permit delimitation of multi-member electoral units, wherever necessary (Para 23).

(xvii) That the members of the National Assembly elected from the general constituencies in East Pakistan should elect three women from East Pakistan to the National Assembly. Similarly, the members of the National Assembly elected from the general constituencies in West Pakistan should elect three women from West Pakistan to that Assembly (Para 24).

(xviii)That the constitutional provisions with regard to the formation of electoral units and the method of holding elections should be relaxed in the case of Tribal Areas, and the Election Commission should be empowered by law to make such arrangements in these matter in the said Areas as it may deem fit and proper (Para 25).

EXPLANATIONS OF CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

28. Our conclusions and recommendations on all points except with regard to the method of election to the office of President and some of the matters incidental thereto are unanimous. We are all in favor of universal adult franchise, but one of us, Mr. Hassan Ali, is of the view that the voters' age-limit should be raised to 25, because, in his opinion, a person does not attain the requisite sense of responsibility and full maturity of understanding before attaining that age. He is also of the opinion that the age of a voter should not be less than that of a member of an electoral college whose minimum qualifying age is 25 under Article 158(1) of the Constitution.

We are also unanimous that election of members of the National and Provincial Assemblies should be direct and on the basis of universal adult franchise, but two of us, while arriving at the same conclusion, have in their separate note, approached the question from a different angle.

As regards the method of Presidential election, we regret that we have not been able to reach a unanimous conclusion. In the opinion of three of us, while direct election to the office of President is the more appropriate method, the next Presidential election alone may be held indirectly through an electoral college for reasons given in paragraphs 11 to 13 and 15. The remaining two hold the view that indirect election of the President through an electoral college is the appropriate method in the Presidential form of government for reasons given by them in their separate note. However, there has been unanimity as regards some of the matters incidental to the indirect method of Presidential election. The incidental matters on which there has been unanimity are stated in items (viii), (ix), (x), (xii), (xiii), (xiv) and (xvi) of paragraph 27 of the Report. As regards the incidental matters relating to restriction of the number of Presidential candidates dealt with in paragraph 19 and summarized in item (xi) of paragraph 27, all of us, except the Chairman, are agreed. The Chairman has given his reasons for dissent in a separate note. We are also unanimous with regard to the election of women to the National Assembly from reserved seats and the necessity for according special treatment to Tribal Areas of

West Pakistan in the matter of elections. Our recommendations on these two matters are made in paragraphs 24 and 25 and summarized in items (xvii) and (xviii) of paragraph 27 of the Report.

………………………………………………………………………………………

Sd/- AKHTER HUSAIN

Sd/- M. R. KHAN
Sd/- MASUD AHMAD
SALAHUDDLN
Sd/- A. MAJEED, Secretary.
February 18, 1963.

Sd/- HASSAN ALI
Sd/- CRAUDHARY

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সামরিক শাসনোত্তর প্রথম শহীদ দিবসে ছাত্র সমাজের বক্তব্য	ছাত্র সমাজের প্রচারপত্র	১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩

অমর একুশে ফেব্রুয়ারী
শহীদ দিবস পালন করুন

বন্ধুগণ,

শহীদের স্মৃতি-বিজড়িত অমর একুশে ফেব্রুয়ারী বৎসরান্তে আমাদের দ্বারে সমাগত। শহীদের রক্তরঞ্জিত এই পবিত্র দিবস আমাদের আবেগ, অনুভূতি ও চেতনার এক মহৎ অংশকে জুড়িয়া আছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও আমরা আমাদের শহীদ-ভাইদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের হৃদয়ের প্রেম, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করি; আমরা যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত এই মহান দিবস উদযাপন করিব।

মুখের ভাষার ন্যায়সঙ্গত দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এগার বৎসর পূর্বে ১৯৫২ সালের এই দিনে যাহারা অকুতোভয় প্রাণ বির্সজন দিয়াছিলেন, তাহারা সশরীরে আমাদের মধ্যে নাই বটে, তবে তাঁহারা যে অবিনশ্বর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন আমরা তাহার উত্তরাধিকারী। ভাষার দাবী মানুষের জন্মগত অধিকারের দাবী। এগার বৎসর পূর্বে স্বৈরাচারী শাসকচক্রের বুলেট আর বেয়নেট সেই দাবীকে স্তব্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। নিজেদের বুকের তাজা রক্ত ঢালিয়া দিয়া সেই চক্রান্ত প্রতিরোধ করিয়াছিলেন বরকত, সালাম, রফিক, জববার এবং অনেক নাম-না-জানা শহীদ ভাইরা। একুশে ফেব্রুয়ারী তাই এদেশের ছাত্র-জনতার গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতীক দিবস। এই ঐতিহাসিক দিবসকে কেন্দ্র করিয়া সারা পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষাভাষীর গণতান্ত্রিক স্বাধীকারের আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দিবস আজ তাই আমাদের সুমহান জাতীয় দিবসে পরিণত হইয়াছে।

অন্যান্য বৎসরের চাইতে এ বৎসর এক বিশেষ পরিস্থিতিতে একুশে ফেব্রুয়ারীর আগমন ঘটিতেছে। চুয়াল্লিশ মাসব্যাপী সামরিক শাসনের অবসান দেশে গণতন্ত্রের মুক্তবায়ু প্রবাহিত হইবে এবং ছাত্র-জনতার সর্বব্যাপী সমস্যা সমাধানের বাস্তব চেষ্টার সূত্রপাত হইবে বলিয়া এবং আশা সৃষ্টি হইয়াছিল, কার্যক্ষেত্রে তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। পক্ষান্তরে দেশময় চলিতেছে এক ঘোরতর অনিশ্চয়তা - যে অনিশ্চয়তা গণবিরোধী শাসকচক্রের গণতন্ত্র-বিরোধী নীতি ও কার্যকলাপেরই অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল। গত ফেব্রুয়ারী হইতে এই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দলে দলে ছাত্র গ্রেফতার করা হইতেছে, জেলে পাঠান হইতেছে, তাহাদের উপর পুলিশের লাঠি-বন্দুক-বেয়নেট ব্যবহৃত হইতেছে, অনেককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কার করা হইতেছে, অনেককে রাস্টিকেট করা হইতেছে, অনেকের বৃত্তি বাতিল করা হইতেছে এবং প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ছাত্র সমাজের উপর সশস্ত্র গুন্ডাদল লেলাইয়া দেওয়া হইতেছে, এক কথায় নির্বিচারে ছাত্র-দলন এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর নজিরবিহীন হামলায় এ দেশের শিক্ষা শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা জীবন বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে। দেশের এই ঘন-তমসাময় পরিস্থিতিতে শহীদের স্মৃতি-বিজড়িত একুশে ফেব্রুয়ারীর পুনরাবির্ভাব সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এদিকে গণবিরোধী সরকার শহীদ মিনারের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার কাজে হাত দিয়াছেন। হয়তো এবারে ইহা সম্পূর্ণ হইবে। ইহা নিশ্চিন্তভাবেই ছাত্র-জনতার আপোষহীন সংগ্রামের জয়ের সূচনা। কিন্তু যে গৌরবময় মহান আন্দোলনের ঐতিহ্যের প্রতীক এই শহীদ মিনার, বর্তমান শাসকচক্র সেই আন্দোলনকেই গলা টিপিয়া

হত্যা করার জন্য যাবতীয় দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই আজিকার মহান দিবসে শহীদ স্মৃতি তর্পণের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অটল থাকার ব্যাপারে আমাদের অধিকতর সচেতন ও সংকল্পবদ্ধ হওয়া উচিত। প্রতিজ্ঞা ও কর্মে, শপথে ও সংকল্পে, আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে এই মহান দিবসের আদর্শকে স্বার্থক করিয়া তুলি।

শহীদ স্মৃতি অমর হোক

শহীদ দিবসের কর্মসূচি

* সকাল ৫-১৫ মিনিটে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাক উত্তোলন।
* সকাল ৫-৩০ মিনিটে প্রভাত ফেরী।
* সকাল ৬-৩০ মিনিটে কবর জিয়ারত।
* কবরস্থান হইতে শোভাযাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ ও শোভাযাত্রা শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ।
* কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সভা।
* দ্বিপ্রহরে বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির ও গির্জার শহীদানদের আত্মার মাগফিরাত কামনা।
* বেলা ২-৩০ মিনিটে কার্জন হলে আলোচনা সভা ও একুশে স্মরণে গীতি-নক্সা।
* সন্ধ্যা ৭টায় কার্জন হলে মিলাদ মাহফিল।

স্বাক্ষরকারীগণ

১। শ্যামাপ্রসাদা ঘোষ, সহ-সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন।
২। ওবায়দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন।
৩। এ,কে,এম ফজলে হোসেন, সহ-সভাপতি, কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র পরিষদ।
৪। মোহাম্মদ আনিস, সাধারণ সম্পাদক, কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র পরিষদ।
৫। সিদ্দিকুর রহমান, সহ-সভাপতি, মেডিক্যাল কলেজ।
৬। হায়দার আলী, সাধারণ সম্পাদক, মেডিক্যাল কলেজ।
৭। চৌধুরী সফি সামিহ, সহ-সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
৮। আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল।
৯। এনায়েতুর রহমান, সহ-সভাপতি, ফজলুল হক হল।
১০। শাহ আতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক, ফজলুল হক হল।
১১। আসমত আলী শিকদার, সহ-সভাপতি, ঢাকা হল।
১২। মীর্জা মোজাম্মেল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা হল।
১৩। এ,এস, সওগাতুল আলম, সহ-সভাপতি, ইকবাল হল।
১৪। এ,কে,এম ওয়াহেদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, ইকবাল হল।
১৫। আনন্দ মোহন দাস, সহ-সভাপতি, জগন্নাথ হল।

১৬। ধীরেন্দ্র নাথ বর্মন, সাধারণ সম্পাদক, জগন্নাথ হল।
১৭। সেয়দা শমসে আরা, সহ সভানেত্রী, মহিলা হল।
১৮। রওশন আক্তার বানু, সাধারণ সম্পাদিকা, মহিলা হল।
১৯। বদরুদ্দোজা, সহ-সভাপতি, জগন্নাথ কলেজ।
২০। আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, জগন্নাথ কলেজ।
২১। ফোরকান মিয়া, সহ-সভাপতি, কায়েদে আজম কলেজ।
২২। হাবিবুল্লাহ খান, সাধারণ সম্পাদক, কায়েদে আজম কলেজ।
২৩। নাসির উদ্দিন আহম্মদ, সহ-সভাপতি, ঢাকা কলেজ।
২৪। কাজী আফজালুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা কলেজ।
২৫। মোঃ জাকারিয়া, সহ-সভাপতি, পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট।
২৬। মতিয়া চৌধুরী সহ-সভাপতি, সহ সভানেত্রী, ইডেন কলেজ।
২৭। জাহানারা বেগম, সাধারণ সম্পাদিকা, ইডেন কলেজ।
২৮। তাহমিদা খানম, সহ সভানেত্রী, ইডেন কলেজ (ইন্টারমিডিয়েট সেকশন)।
২৯। মাজেদা খাতুন, সাধারণ সম্পাদিকা, ইডেন কলেজ (ইন্টারমিডিয়েট সেকশন)।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স	পাকিস্তান অবজারভার	৩ সেপ্টেম্বর,১৯৬৩

MEASURES TAKEN BY PROVINCIAL GOVERNMENT PRESS CURBS ANNOUNCED.

Some new curbs are sought to be placed by the Press in West Pakistan by a new Ordinance which comes into force at midnight on Tuesday, reports APP from Lahore.

The Ordinance makes six major additions and amendments to the existing Press and Publications Ordinance, 1960 in its application to West Pakistan.

In Dacca the East Pakistan Governor has promulgated a similar Ordinance on Monday, amending the Press and Publications Ordinance, 1960 which is to come into force immediately, reports PPA.

The Ordinance seeks to ensure correct reporting of the proceedings in the National Assembly, Provincial Assembly and different courts of justice. There are similar provisions with regard to Press notes and handouts issued by the Government. It provides for the maintenance of correct accounts by newspapers.

In Lahore, West Pakistan Law Minister Mr. Golam Nabi Memon made the announcement at a crowded Press Conference on Monday evening. None of the newsmen asked the Minister any questions to register their protest against the new restrictions although the Minister repeatedly invites questions.

In the East Pakistan Ordinance provision has also been made for enquiry into the affairs of any printing press or newspapers particularly as regards their source of income, efficient running of their Press and the relation between the employers and the employees.

The Ordinance further provides for filing appeals against orders passed by the Government to a tribunal which is to comprise of a judge of the Supreme Court for High Court, two representatives- one from the Government and another from the working journalists or editors..........................

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাংবাদিকদের হরতাল	পাকিস্তান অবজারভার	৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

Protest Cry Throughout Pakistan
JOURNALISTS STRIKE

Unprecedented in the history of Journalism, Journalists, newspaper, pres workers and other newspaper employees all over the country struck work and demonstrated on Monday to protest against the imposition of fresh curbs by the Government in the form of two Provincial Ordinances. There was no newspaper on Tuesday in the country.

From Khyber Pass to Chittagong in all principal cities slogan chanting black-flag-waving journalists held protest meetings and paraded city streets to raise their voice of indignation against the "black laws".

In East Pakistan at the call of the East Pakistan Union of Journalists, Pressmen and all other newspaper workers observed the protest day and lent their wholehearted support to the four-point demands, namely-repeal of two press Ordinances of East and West Pakistan, revision of all existing Press laws, withdrawal of black-listing of three Dacca dailies and release of arrested journalists, which had earlier been formulated by the E. P. U. J. Committee of Action.

In Dacca the journalists and newspaper workers held a protest meeting at the Press Club, adopted resolutions and brought out huge procession.

The black-band-wearing demonstrators, visibly swayed by a fighting spirit, started assembling at the local Press Club much earlier than 9-30 a.m the scheduled time of the protest meeting.

Akram Khan speaks

In the assembly were Editors of local newspapers, among them was octogenarian Maulana Muhammad Akram Khan of Azad, the oldest living Editor in the Indo-Pak subcontinent. Mr. Justice Ibrahim, former Central Law Minister, came to the Press Club, the venue of the protest meeting, wore a black-band and expressed full support to the 'fight against regimentation of thought' ?

Maulana Muhammad Akram Khan set the tone of the day by his speech before the protest rally. Choked with emotion he said, 'My age and failing strength requires me to lie in bed, but what is happening in the country compels me to rise and add my voice to your protest cry'.

He wondered if he would not after serving the profession of journalism for over 65 years under different regimes; breathe his last in a prison. 'I shall not be unhappy to do so’; he declared.

Maulana Akram Khan said that the Press curbs were not shackles on the Press alone; these were 'directed against the whole nation'.

The Maulana had a word of caution for the demonstrators. He said that there might be many provocations from many quarters. But we shall have to be constantly on guard against these and maintain peace at any cost.

He concluded by quoting from Tagore: 'The more they tighten the fetters on us. The more these shall fall off. The more they redden their eyes, the more our eyes see into the things'.

Mr. Tafazzal Hossain, Editor, Ittefaq, who is also the Chairman of the IPI, Pakistan branch pointed out the Silver lining in the black clouds that hang ominously over the press and said that the unity that had been forged among the profession and industry of newspapers, consequent upon the injuries inflicted by the press curbs, indicated a bright future of the nation.

This conflict, he said; revolved round the life and death question of a free nation and not only the life and death of journalists and their profession. He said that the solid unity of journalists, newspaper employees and owners as demonstrated that day was the most effective shield of the freedom of Press.

Preparedness for protracted struggle.

Mr. Abdus Salam, Editor, the Pakistan Observer, said it was a day to take fresh oaths to be in the fight: for, this struggle would be long and protracted. The Government seemed to have closed its eyes and had prepared to go a long way with their doings he said and added, hence we will have to prepare ourselves to fight to the day we have achieved Press freedom.

The Chairman of the EPUJ Committee of Action, Mr. Sirajuddin Hossain, who presided over the meeting, thanked the striking journalists, newspaper employees and local Editors, for their participation in the day's programme. He stressed the need for maintaining peace and discipline in the procession which was about to start.

Resolutions.

The meeting adopted the following resolutions:

1. This meeting of journalists. Press workers and other newspaper employees denounces the black Acts of the Government directed against the national Press of Pakistan.

A gagged press is a national disgrace and is essentially anti-national in character. Press freedom is the basis of all freedoms. Press curbs are a clear denial of the fundamental rights of the people. There can be no free people without a free Press. The repressive and restrictive measures taken against the Pressmen and the newspaper industry as a whole are inflicting deep wounds on the nation. The

voice of the people is being throttled and democratic aspiration of the people strangulated.

The situation was grave and called for action by all who have the well-being of the country and the people in their hearts. Freedom of Press must be defended whatever the price.

The newsmen demanded the repeal of the Press and Publications (Amendment) Ordinances promulgated by the Governors of East and West Pakistan on September 2, 1963.

Revision of all laws relating to Press in order to bring them in conformity with the principles of fundamental rights, especially the freedom of Press.

A commission comprising a Supreme Court or High Court Judge and representatives from the profession of journalism, newspaper industry and the Government to deal with the matter.

Withdrawal of 'black-listing' of three Dacca dailies and release of arrested Journalists and newspaper workers and withdrawal of all warrants of arrests and restrictive orders against them.

The journalists, Press workers and all other newspaper employees reiterated their determination to continue their fight till the realization of these demands and till such time as press could breathe free air again in Pakistan.

The meeting expressed its gratitude to all those who extended their sympathy and cooperation for the struggle for freedom of Press and also felt proud of the great unity demonstrated by the working Journalists, press workers and other newspaper employees and called upon them to further consolidate and preserve this unity.

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
১৭ই সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' পালন করুন	পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামী ছাত্র সমাজের প্রচারপত্র	সেপ্টেম্বর,১৯৬৩

সতেরই সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' পালন করুন

সংগ্রামী ভাই-বোনেরা,

স্বৈরাচারী সরকারের চরম নির্যাতনের মুখে শিক্ষা জীবন আজ বিপর্যস্ত। শিক্ষাগত দাবী লইয়া আন্দোলন করার জন্য আজ অসংখ্য ছাত্র বন্দী, অসংখ্য ছাত্র বহিষ্কৃত, কাঁদুনে গ্যাস আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অমর শহীদের রক্তে রাঙ্গা ১৭ই সেপ্টেম্বর আজ আগত। ওয়াজিউল্লাহ, মোস্তফা ও ছোট ভাই বাবুলের রক্তে রাঙ্গা এই ১৭ই সেপ্টেম্বর।

কিন্তু সতেরর দাবী আজও পূরণ হয় নাই। তাই এই দিনে শিক্ষাগত দাবী লইয়া আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রতিহত করিতে হইবে সরকারের চরম নির্যাতন।

ছাত্রসমাজের ২২- দফা দাবীকে কেন্দ্র করিয়া আসুন তাই ১৭ই সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' পালনের মাধ্যমে দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তুলি।

কর্মসূচী : (১) ১৭ই সেপ্টেম্বর সকাল ৬ টায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালোপতাকা উত্তোলন ও কালোব্যাজ পরিধান, (২) প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা, (৩) ঢাকায় আমতলায় বেলা ১১ টায় ছাত্রসভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ।

পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামী ছাত্র সমাজ

ছাপাখানা হইতে পুলিশ কর্তৃক আকস্মিকভাবে প্রচারপত্র ছিনাইয়া লওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইল।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাংগা ও দাংগা প্রতিরোধ কমিটি	দৈনিক 'ইত্তেফাক'	১৭ জানুয়ারী, ১৯৬৪

পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও

সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের ঘৃণ্য ছুরি আজ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানের শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। ঘাতকের ছুরি হিন্দু- মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার মানুষের রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্বৃত্তদের হামলায় ঢাকার প্রতিটি পরিবারের শান্তি ও নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষের ঘরবাড়ী পোড়ান হইতেছে, সম্পত্তি বিনষ্ট করা হইতেছে, এমনকি জনাব আমির হোসেন চৌধুরীর মত শান্তিকামী মানুষদেরও দুর্বৃত্তদের হাতে জীবন দিতে হইতেছে। তাদের অপরাধ কি ছিল একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। গুন্ডারা মুসলমান ছাত্রীনিবাসে হামলা করিয়াছে এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আমাদের মা-বোনের সম্ভ্রম আজ মুষ্টিমেয় গুন্ডার কলুষ স্পর্শে লাঞ্ছিত হইতে চলিয়াছে।

এই সর্বনাশা জাতীয় দুর্দিনে আমরা মানবতার নামে, পূর্ব পাকিস্তানের সম্মান ও মর্যাদার নামে দেশবাসীর নিকট আকূল আবেদন জানাইতেছি, আসুন সর্বশক্তি লইয়া গুন্ডাদের রুখিয়া দাঁড়াই, শহরে শান্তি ও পবিত্র পরিবেশ ফিরাইয়া আনি।

পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনের ওপর এই পরিকল্পিত হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে আমার পূর্ব বাংলার সকল মানুষকে আহবান জানাইতেছি।

- প্রতি মহল্লায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করুন,
- গুন্ডাদের শায়েস্তা করুন, নির্মূল করুন,
- পূর্ব পাকিস্তানের মা-বোনের ইজ্জত ও নিজেদের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করুন,

দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি, পূর্ব পাকিস্তান।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সার্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের জন্য জনগণের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নেতাদের আবেদন	সর্বদলীয় ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন কর্মপরিষদের প্রচারপত্র	মার্চ, ১৯৬৪

আগামী ১৮ই ও ১৯শে মার্চ ভোটাধিকার দাবীতে প্রদেশব্যাপী সভা শোভাযাত্রা ও হরতাল

দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

সুদীর্ঘ দুইশত বছর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করিয়া আমরা যে স্বাধীনতা তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করিয়াছিলাম, আজ ছয় বছর সেই অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত। আবার সেই অধিকার ছিনাইয়া লইয়াছে এমনই এক শাসক শ্রেণী যারা দেশবাসীকে ভোটাধিকার লাভের যোগ্য বলিয়া মনে করে না; বরং ‘‘গরু-ভেড়ার’’ সমতুল্য বলিয়া মনে করে। আজ বিশ্বের দিকে দিকে যখন নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ক্রমশঃ সাফল্য লাভ করিতেছে ঠিক সেই সময় আমাদের শাসকবর্গ দেশবাসীকে ভোটাধিকার লাভের অযোগ্য ঘোষণা করিয়া চরম স্বৈরাচারী পন্থায় দেশ শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

জাতীয় জীবনের এক সংকটজনক সন্ধিক্ষণে আজ আমরা অবস্থান করিতেছি। একবার আপনার পরিবারের, আপনার সমাজের, আপনার দেশের কথা ভাবিয়া দেখুন। সমাজের সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তরে আজ এক চরম হতাশা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্যোগ বিরাজমান। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আকাশ চুম্বী মূল্য বৃদ্ধিতে সমাজ ধ্বংসের পথে। নগরশুল্ক হইতে আরম্ভ করিয়া হাজারো রকম ট্যাক্স ও বর্ধিত খাজনার চাপে দেশবাসীর অর্থনৈতিক মেরুদন্ড আজ ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। উন্নয়নমূলক কাজের নামে কোটি কোটি টাকার ঘুষ ছড়াইয়া দেশে এক নাটকীয় পরিবেশের সৃষ্টি করা হইয়াছে। অর্ডিন্যান্স -এর যাঁতাকলে বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রায় লুপ্ত। গণতন্ত্রের নামে একনায়কত্ব আজ দেশের বুকে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভাইসব, পাকিস্তান অর্জিত হয় জনগণের ভোটে। আর আজ সেই পাকিস্তানের জনগণকে ভোটাধিকার হইতে চিরতরে বঞ্চিত করার এক জঘন্য ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। উহার নজীর কোন স্বাধীন ও সভ্য দেশে নাই-এমনকি বৃটিশ আমলে ও ছিল না। আইয়ুব সরকার স্বয়ং যে কমিশন নিয়োগ করিয়া ছিলেন, সেই কমিশন ও সার্বজনীন ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুপারিশ করিয়াছিল। কিন্তু সকল সুপারিশ, গণদাবী উপেক্ষা করিয়া স্বৈরাচারী সরকার দেশবাসীর প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচন ব্যবস্থাকে চিরতরে নস্যাৎ করিবার জন্য জাতীয় পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে আইন পাসের চক্রান্ত করিতেছেন।

যে দেশবাসী রাষ্ট্র পরিচালনায় রসদ যোগাইতেছে, খাজনা-ট্যাক্স যোগাইতেছে, রাষ্ট্র পরিচালানার ব্যাপারে তাঁদের কোন অধিকার থাকিবে না, মতামত প্রকাশের অধিকার থাকিবে না, তাদের দেওয়া টাকা কিভাবে খরচ হয় তাহাতেও তাঁহাদের মতামতের কোন সুযোগ নাই- কোন স্বাধীন দেশে এ ব্যবস্থা চলিতে পারে না। অথচ, বর্তমান সরকার উক্ত অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেশে চালু করিতে চাহিতেছেন এবং ক্ষমতাবিহীন জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদগুলিকে এক তামাসায় পরিণত করিয়া অর্ডিন্যন্স- এর দ্বারা দেশ শাসন করিয়া চলিয়াছেন।

ভাই-বোনেরা,

সুদীর্ঘ ছয় বছরের স্বৈরাচারী শাসনে নিস্পিষ্ট আমাদের জাতীয় মানসে আজ এই একটি সত্যই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, হয় দাসত্ব বরণ, নয় সুদৃঢ় গণ-ঐক্য ও গণ-আন্দোলন দ্বারা স্বৈরাচারের প্রতিরোধ-এই দুই ব্যবস্থা ছাড়া আমাদের জন্য তৃতীয় কোন পথ খোলা নাই।

আমরা জানি, গণঐক্য ও দুর্বার গণ-আন্দোলনই আমাদের পথ। আমাদের হতাশ হওয়ার কিছু নাই। দেশবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় রক্তদানের আত্মদানের সুমহান ঐতিহ্য আমাদের রহিয়াছে। তাই আমরা জানি, স্বৈরাচারী শাসকবর্গের প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্র রুখিবার ক্ষমতা আমাদের আছে। সুতরাং বর্তমান স্বৈরাচারী ব্যবস্থার রাহুমুক্ত হইতে হইলে ছাত্র, মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত, চাকরিজীবী, আইনজীবী তথা সকল শ্রেণীর, সকল পেশার, সকল দল ও মতের মানুষের নিকট আমরা আবেদন জানাইতেছি, সার্বজনীন ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার আদায়ের দাবীতে নিয়মতান্ত্রিক দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলুন ও আগামী ১৮ই মার্চ বুধবার সারা প্রদেশব্যাপী রাস্তার মোড়ে মোড়ে সভা অনুষ্ঠান ও খন্ড মিছিল বাহির করুন এবং ১৯শে মার্চ বৃহস্পতিবার প্রদেশব্যাপী হরতাল, জনসভা ও শোভাযাত্রা করুন।

আমাদের আজ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিতে হইবে, সার্বভৌম ক্ষমতা দেশের জনগণের উপর ন্যস্ত, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের হাতে নয়। নির্ভীকচিত্তে বলিতে হইবে, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত নয় এমন কোন সরকার দেশবাসী গ্রহণ করিবে না। যতদিন আমাদের এই সার্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গণদাবী আদায় না হইবে ততদিন সংগ্রাম চলিতে থাকিবে।

ঢাকার কর্মসূচী

- ১৮ই মার্চ, বুধবারঃ রাস্তার মোড়ে মোড়ে সভা ও খন্ড মিছিল
- ১৯শে মার্চ, বৃহস্পতিবারঃ হরতাল
- বিকাল চারটায় পল্টন ময়দানে বিরাট জনসভা
- সভাশেষে শোভাযাত্রা।

সর্বদলীয় ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন কর্মপরিষদ

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সভাপতি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ।

শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ।

মহিউদ্দিন আহমদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

মওলানা সৈয়দ মোসলেহউদ্দিন, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামী পার্টি।

মওলানা সিদ্দিক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামী পার্টি।

মওলানা আবদুল আলী, এম, পি, এ (ভূতপূর্ব জামাতে ইসলাম)।

মওলানা আখতার উদ্দিন আহমদ, এম, এন, এ (ভূতপূর্ব জামাতে ইসলাম)।

দি মডার্ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ, ৩৭, হাটখোলা রোড, ঢাকা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে আইয়ুবের বিরুদ্ধে বিরোধী দলসমূহ কর্তৃক মিস ফাতেমা জিন্নাহ্ মনোনীত	দৈনিক 'আজাদ'	১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪

সম্মিলিত বিরোধীদলের ঐক্য-জিন্দাবাদ
গণতন্ত্রের সংগ্রাম- জিন্দাবাদ
পাকিস্তান-পায়েন্দাবাদ

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রার্থী হিসেবে মিস জিন্নাহর প্রতিদ্বন্দ্বিতা
লাখাম হাউসের বৈঠক শেসে বিরোধীদলীয় নেতার ঘোষণা
সমগ্র করাচী শহরে আনন্দের হিল্লোলঃ মিস জিন্নাহ কর্তৃক সানন্দে সম্মতি দান

(আজাদের করাচী অফিস হইতে)

১৭ই সেপ্টেম্বর মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহ আনন্দের সহিত আগামী নির্বাচনের প্রেসিডেন্ট পদে সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রার্থী হিসাবে তাঁহার মনোনয়নের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য লাখাম হাউসে সম্মিলিত বিরোধীদলের বৈঠকের পর বিরোধীদলের নেতা সাংবাদিকদের নিকট উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। আজ লাখাম হাউসে পাঁচটি বিরোধীদলের সভা বিকাল ৫টায় শুরু হয় এবং রাত্রি ১০টা পর্যন্ত চলিতে থাকে।

অতঃপর বিরোধীদলের পাঁচজন নেতা খাজা নাজিমুদ্দীন, মওলানা ভাসানী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং শেখ মুজিবুর রহমান মোটরযোগে মোটরযোগে মিস ফাতেমা জিন্নাহর বাসভবনে গমন করেন এবং তাঁহাকে বিরোধীদলের সিদ্ধান্ত জানান।

তাঁহারা মিস ফাতেমা জিন্নাহকে মাল্যভূষিত করেন এবং তাঁহার সহিত ৪৫ মিনিটকাল অবস্থান করেন।

অতুঃপর মিস জিন্নাহ অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বলেন যে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই তিনি প্রেসিডেন্ট পদে বিরোধীদলের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দিতা করিতে সম্মত হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, জনগণের সেবার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

মিস জিন্নাহ সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী হিসাবে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সম্মত হইয়াছেন এই খবর প্রকাশ হওয়ার পর সমগ্র করাচী শহরে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হয়। লাখাম হাউজের সম্মুখে সমবেত হাজার হাজার লোক এই সংবাদে, মিস জিন্নাহ্ জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, সম্মিলিত বিরোধীদলের ঐক্য জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে।

মিস জিন্নাহকে সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রার্থী হওয়া হইতে বিরত করার জন্য করাচীর সরকারী মহল ও সরকার সমর্থক সংবাদপত্রসমূহ কর্তৃক যে অপচেষ্টা ও অপপ্রচার চালানো হয় পাকিস্তানের স্রষ্টা কায়েদে আযমের ভগিনীর নির্ভীক মনোভাবের ফলে এই মহলটি হতাশ হইয়া পড়ে।

বিরোধী দলের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের জন্য মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ্ গৃহে যখন বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ গমন করেন তখন হইতেই রাস্তার দুই পার্শ্বে লোক জমায়েত হইতে শুরু করে।

অদ্য সমগ্র করাচী শহরের সকলের মধ্যে এই একই বিষয়ে আলোচনা চলিতে থাকে।

মিস জিন্নাহ বিরোধীদলের প্রস্তাব শুনিয়া আলহামদুলিল্লাহ্ বলিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব পাকিস্তানীরা যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে মিস জিন্নাহ উহাতে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রতিনিধিগণ আগামীকল্যকার অধিবেশন শেষে মিস ফাতেমা জিন্নাহ সহিত তাহার বাসভবনে সাক্ষাৎ করিলে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাহার মনোনয়ন গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

অদ্যকাল সম্মিলিত বিরোধীদলের বৈঠক কাউন্সিল মোসলেম লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি ও সাবেক জামাতে ইসলাম অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সভায় কাউন্সিল লীগ সভাপতি খওয়াজা নজিমুদ্দীন সভাপতিত্ব করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জনাব আইয়ুব খাঁর জবাবে হাজী মোহাম্মদ দানেশ	পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পুস্তিকা	অক্টোবর, ১৯৬৪

জনাব আইয়ুব খাঁর জবাবে

*এক নায়কত্বের অবসান হোক

* গণতন্ত্রের জয় হোক

হাজী মোহাম্মদ দানিশ

সাধারণ সম্পাদক

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

প্রেসিডেন্ট পদের জন্য কনভেনশন লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচনী অভিযানে প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহে তাঁহার শাসন আমলের অনেক গুণগান বয়ান করিয়া গণমনে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন।

জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ বৃটিশ আমলে সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিয়া তাঁহার কর্মজীবন শুরু করিয়াছিলেন। পাক-ভারত উপমহাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে দেশের জনগণ যখন বিদেশী শাসকদের পুলিশ ও সেনা বাহিনীর গুলিতে নিজেদের বুকের রক্ত ঢালিয়া দিতেছিলেন, তখন জনাব আইয়ুব খাঁ বৃটিশ সামরিক বাহিনীর একজন অফিসাররুপে নিষ্ঠার সহিত ঐ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সেবা করিয়াছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার কোন অবদান নাই; বরং তখন তিনি ছিলেন বৃটিশ একান্ত অনুগত।

বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দেখা যায় যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের রাষ্ট্র নেতারা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও সামরিক বাহিনী হইতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শিক্ষিত ও পদলেহনকারী অফিসারদের অপসারণ করিয়া সে স্থলে নূতন দেশপ্রেমিক ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে সে ব্যবস্থা গৃহীত হইলে আজিকার অনেক বড় বড় ‘রাষ্ট্র-নেতা’ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই দেশ-বিরোধী বলিয়া সমাজের আঁস্তাকুরে নিক্ষিপ্ত হইত। কিন্তু আমাদের দেশে স্বাধীনতা পাওয়ার পরও পুরাতন আমলতন্ত্রকেই অটুট রাখা হয়। সামরিক বাহিনীতে কোন রদবদল করা হয় নাই।

সেই সূত্রে জনাব আইয়ুব খাঁও স্বাধীনতার পরও সামরিক বাহিনীর একটি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এবং পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর পরই পাকিস্তানের জি.ও.সি হিসাবে নিযুক্ত হন। এই পদ হইতে তিনি পরে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হন।

এই চাকুরীতে বহাল থাকাকালে তিন তিনবার তাঁহার চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। মরহুম খাজা নাজিমুদ্দিন তাঁহার মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে লাহোরে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্বকালে জনাব আইয়ুব খাঁ তাঁহার (জনাব আইয়ুব খাঁ’র) চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য তদ্বির করিয়াছিলেন। খাজা নাজিমুদ্দিন উহাতে অস্বীকৃতি জানাইলে জনাব আইয়ুব খাঁ তদানীন্তন গর্ভনর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের শরণাপন্ন হন। ইহার কিছুদিন পরই গোলাম মোহাম্মদ মরহুম খাজা নাজিমুদ্দিনকে শাসনতন্ত্র বিরোধী উপায়ে প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ হইতে অপসারণ করেন। অপরদিকে, জনাব আইয়ুব খাঁ’র চাকুরীর মেয়াদও বৃদ্ধি পায়।

‘এবডো’র অধীনে মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর তথাকথিত ‘বিচারের’ সময় যখন তাঁহার বিরুদ্ধে অফিসারদের পদোন্নতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ‘অপব্যবহারের’ ‘অভিযোগ’ আনা হয় তখন তিনি

বলিয়াছিলেন যে, অফিসারদের চাকুরী সম্পর্কে তিনি যে সকল হুকুম দিয়াছিলেন তার ভিতর একটি হুকুম সম্পর্কেই ঐ কথা উঠিতে পারে। সে হুকুম হইল সেনাবাহিনীর জনাব আইয়ুব খাঁ'র চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির হুকুম। তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ইস্কান্দার মীর্জা।

দেখা যায় যে, গোলাম মোহাম্মদ ও ইস্কান্দার মীর্জা যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের মালিক হইয়া বসিয়াছিলেন তখনই বার বার জনাব আইয়ুব খাঁর চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগনের ঐ দুইটি অশুভ গ্রহেও সাথে জনাব আইয়ুব খাঁর 'বন্ধুত্বের' আরও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল ১৯৫৫ সনে, যখন গোলাম মোহাম্মদ গায়ের জোরে তদানীন্তন গণ-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহার কুখ্যাত 'ট্যালেন্ট মন্ত্রিসভা' গঠন করেন। তিনি তাহার ভিতর জনাব আইয়ুব খাঁকে আনিয়া তাঁহাকে দেশরক্ষামন্ত্রী পদে বহাল করেন। সেনাধিনায়ক আইয়ুব খাঁ সেই প্রথম পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগনে আর্বিভূত হন।

প্রকাশ যে, গোলাম মোহাম্মদ যখন 'অসুস্থা'বশতঃ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইয়া পড়েন তখন 'ট্যালেন্ট মন্ত্রিসভার' বৈঠকে জনাব জনাব আইয়ুব খাঁই গোলাম মোহাম্মদের স্থলে ইস্কান্দার মীর্জার নাম প্রস্তাব করেন। জনাব আইয়ুব খাঁ নাকি সেই মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন, 'Army wants General Iskander Mirza to be the head of the State ' (সেনাবাহিনীর ইচ্ছা যে, জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা রাষ্ট্রের প্রধান হউন)। কেহ নাকি ইহার প্রতিবাদ করেন নাই বরং জনাব আইয়ুব খাঁর সমর্থনে ইস্কান্দার মীর্জার মত ব্যক্তি পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল পদে বসিতে পারিলেন।

ইহার পর ১৯৫৮ সনের অক্টোবরে ঐ ইস্কান্দার মীর্জার নেতৃত্বেই সেনাধিনায়ক জনাব আইয়ুব খাঁ ও তাঁহার সহচরগণ পাকিস্তানে সামরিক শাসন কায়েম করেন এবং বহু কষ্টে রচিত ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র টুকরা টুকরা করিয়া ফেলেন।

ইহার মাত্র ২০ দিন পর জনাব আইয়ুব খাঁ ইস্কান্দার মীর্জাকেই দূর করিয়া দেন এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রের অধিনায়ক হইয়া বসেন।

এইভাবে, বৃটিশ আমলের সামরিক অফিসারের পদ হইতে জনাব আইয়ুব খাঁ বৃটিশ শিক্ষিত আমলা কুখ্যাত গোলাম মোহাম্মদ-ইস্কান্দার চক্রের সাথে বন্ধুত্বের পথে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে আরোহণ করেন।

ভূতের মুখে রাম নাম

সেই জনাব আইয়ুব খাঁ আজ আবার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইয়া 'গণতন্ত্রের' কত কথাই না বলিতেছেন! তিনি বলিতেছেন যে, তাহার 'বুনিয়াদী গণতন্ত্র' নাকি গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক 'অভিনব অবদান', তিনি নিজে ভোটের জন্য জনগণের দুয়ারে উপস্থিত হইয়াছেন। বিরোধী পক্ষকে 'অবাধে' র্নিবাচনের অভিযান চালাইতে দিতেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু ১৯৫৮ সনের অক্টোবরে যে ''বিপ্লব'' তিনি করিয়াছিলেন সেই ''বিপ্লবের'' প্রথম কাজই ছিল গণতন্ত্রকে জবেহ করা। সামরিক শাসন জারির প্রথম ঘোষণাতেই আইনের শাসন উচ্ছেদ করিয়া সামরিক আইনে দেশ শাসন করার কথা ঘোষণা করা হয়। সেই ঘোষণাতে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করিয়া, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া, বাকস্বাধীনতা হরণ করিয়া, জনগণের সভা-মিছিল করিবার অধিকার পদদলিত করিয়া এক নিমিষে সারা দেশে সামরিক সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। মওলানা ভাসানী, খান আবদুল গফফার খানের মত দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দসহ শত শত দেশপ্রেমিককে কারাগারে বিনা বিচারে আটক করা হয়, বহু কর্মীর বিরুদ্ধে

হুলিয়া জারি করা হয় এবং তাঁহাদের আত্মগোপনে বাধ্য করিয়া তাঁহাদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই সামরিক সন্ত্রাসের সময়ে ন্যাপ কর্মী হাসান নাসিরকে লাহোর দূর্গে প্রাণ দিতে হয়। বহু কর্মীকে সরকারের "আইন" ভঙ্গ করার অপরাধে চাবুক মারা হয়।

তখন বাড়ী-ঘর 'পরিষ্কার' না রাখার জন্য শহরে ও গ্রামে বহু নিরপরাধ নাগরিককে পুলিশের হাতে অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে। অনেককে জরিমানা দিতে হইয়াছে। জামার আস্তিন গুটাইয়া রাস্তায় চলার 'অপরাধে' বহু যুবককে আমলা পুলিশের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। রাস্তার ডাইনে না চলিয়া হঠাৎ চিরাচরিত অভ্যাস অনুসারে বামে চলিতে গিয়া বহু নিরীহ পথচারীকে পুলিশের ব্যাটনের গুঁতা খাইতে হইয়াছে।

সামরিক সন্ত্রাসের সেই সময়ে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন দাবী করিবার জন্য সাবেক বেলুচিস্তানে শত শত কর্মীকে বন্দী শিবিরে আটক করিয়া তাঁহাদের উপর নাৎসীসুলভ অত্যাচার চালানো হইয়াছে, ঐ অঞ্চলের জনগণের উপর আকাশ হইতে বোমা ফেলা হইয়াছে, সাবেক সীমান্ত প্রদেশের শত শত নেতা ও কর্মীকে বেত্রদন্ড দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে এবং ঢাকা নগরীর রাস্তায় জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর বেপরোয়া লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস চালান হইয়াছে।

জনাব আইয়ুব খাঁ আজ ভোটের জন্য 'গণতন্ত্রের' যত কথাই বলুন, বহু দেশপ্রেমিকের পারিবারিক জীবনের ধ্বংস, বহু দেশপ্রেমিক কর্মী ও রাজবন্দীর পরিবারবর্গেও উপবাস, বহু কর্মীর পিঠে বেত্রাঘাতের চিহ্ন, হাসান নাসিরের মায়ের চোখের পানি প্রভৃতি জনাব আইয়ুব খাঁ'র সামরিক শাসনের সীমাহীন বর্বরতার জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে। সে সময়কার বর্বরতার সব কাহিনী লিখিতে গেলে মহাভারত রচিত হইয়া যাইবে।

সুদীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসর কাল ধরিয়া পাকিস্তানের জনগণ ঐ বর্বরতার অধীনে নিস্পেষিত হইয়াছেন। যদি আরও অধিককাল ঐ সামরিক শাসন রাখা সম্ভব হইত, তাহা হইলে জনাব আইয়ুব খাঁ তাহাও করিতেন। কিন্তু সামরিক জুলুমের বিরুদ্ধে দেশের জনগণ যেভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং বিদেশে, এমনকি বর্তমান শাসকবৃন্দের 'পীঠস্থান' খোদ আমেরিকাতেও ইহার যে সমালোচনা হইতেছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়া তখন সামরিক শাসন বেশিদিন চালু রাখা সম্ভব ছিল না। তাই, বাধ্য হইয়া জনাব আইয়ুব খাঁ' ১৯৬২ সনে এক তথাকথিত 'শাসনতন্ত্র' জারি করেন।

১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রে জনগণকে 'ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন' পার্লামেন্টারী শাসন, মৌলিক অধিকারসমূহের স্বীকৃতি ইত্যাদি কতকগুলি অধিকার দেওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু, জনাব আইয়ুব খাঁ'র শাসনতন্ত্রে জনগণের সেই ভোটাধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে। আইন সভাগুলির কার্যতঃ কোন অধিকার নাই। পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির স্বায়ত্বশাসন অস্বীকৃতি হইয়াছে। এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া দেশ শাসনের সমস্ত ভার দেওয়া হইয়াছে প্রেসিডেন্টের হাতে। ইহার গালভরা নাম দেওয়া হইয়াছে প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন। প্রকৃতপক্ষে এই শাসনতন্ত্রের আড়ালে স্বৈরাচারী একনায়কত্ব কায়েম রহিয়াছে।

তাছাড়া দল গঠনের উপর নানা প্রকার বিধিনিষেধ জারি হইয়াছে এবং বিভিন্নভাবে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হইতেছে। এখনও বহু দেশপ্রেমিক কর্মীকে প্রায়ই গ্রেপ্তার করা হইতেছে, এখনও অনেক কর্মী ও নেতার উপর হুলিয়া ঝুলিয়া আছে, এখনও জনগণের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশের লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস চালান হইতেছে এবং শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য গুন্ডা লেলাইয়া দিয়া বহু শ্রমিককে হতাহত করা হইতেছে। বস্ততঃ জনাব আইয়ুব খাঁ'র 'শাসনতন্ত্রের' জামানতেও গণতন্ত্রকে গলাটিপিয়া হত্যা করা হইতেছে।

তীব্র দমননীতির এই পরিবেশে এবং জনাব আইয়ুব খাঁ'র একনায়কত্বমূলক শাসনতন্ত্রের অধীনে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা এই গণবিরোধী সরকারের 'গণতন্ত্রের' চিহ্ন বলিয়া গৃহীত হইতেও পারে না। আজ মিস

জিন্নাহর নির্বাচনী অভিযানে দমননীতি প্রয়োগ করা হইতেছে না বলিয়া এই সরকারের 'গণতন্ত্র প্রীতি' জাহির করার ও কোন কারণ নাই। কারণ, কায়েদে আজমের ভগিনীর নির্বাচনী অভিযানে দমননীতি দ্বারা বাধা দেওয়ার মত দুঃসাহস এই দেশে কাহারও থাকিতে পারে না। ওটা নিয়া জনাব আইয়ুব খাঁ'র বড়াই না করাই ভাল।

তাছাড়া আজ নির্বাচনী অভিযানে সরকার সরাসরি দমননীতি প্রয়োগ করিতেছে না বলিয়া এই সরকারের পূর্বেকার বর্বরতা ও হিংস্র দমননীতি জনগণ ভুলিতে পারে না। রাতারাতি সরকারের গণ-বিরোধী চরিত্র পরিবর্তিত হইতে পারে না।

সর্বোপরি এই নির্বাচনী ব্যবস্থায় যেগুলি আসল নির্বাচন, সেই প্রেসিডেন্ট ও আইন সভাগুলির নির্বাচনে জনগণের কাছে কোন ভোটই নাই। খাজনা-ট্যাক্স দেওয়ার বেলায় জনগণ, কিন্তু ভোটের বেলায় শূণ্য। সেই ভোটের অধিকারী সারা দেশে শুধু ৮০ হাজার 'মৌলিক গণতন্ত্রী'।

'মৌলিক গণতন্ত্রী' সংস্থা গ্রামের ও শহরের উন্নয়ন কাজের জন্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানরুপে কাজ করাক ইহা সবাই চায়। কেহই ইহাকে বিলোপ করিতে চায় না। কিন্তু দেশের দশকোটি লোকের ভিতর শুধু ঐ ৮০ হাজার 'মৌলিক গণতন্ত্রীকে' প্রেসিডেন্ট ও আইনসভাগুলির নির্বাচনের অধিকার দান করিয়া জনাব আইয়ুব খাঁ এই নির্বাচনকে একটা প্রহসনে পরিণত করিয়াছেন এবং গণতন্ত্রের মূলেই কুঠারঘাত করিয়াছে।

এহেন জনাব আইয়ুব খাঁর মুখে গণতন্ত্রের কথা 'ভূতের মুখে রাম নামের' মত শুনাইতেছে।

কবরের 'স্থিতিশীলতা'

জনাব আইয়ুব খাঁ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের ও পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থাকে লোকচোখে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নজির দেখাইতেছেন যে, পূর্বে পার্লামেন্টারী শাসনের আমলে রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতার কাড়াকাড়ি করিয়া দেশে এক এক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করিয়া দেশকে জাহান্নামে পাঠাইতেছিলেন। তিনি উহা হইতে দেশকে রক্ষা করিয়াছেন। এবং তাঁহার শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন চালু করিয়া দেশে 'স্থিতিশীলতা' আনয়ন করিয়াছেন।

কিন্তু আসল সত্য হইল যে, আমাদের দেশে প্রকৃত পার্লামেন্টারী প্রবর্তিতই হয় নাই। ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রে ঐ পার্লামেন্টারী শাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল মাত্র। ইহা বাস্তবায়িত করার জন্য যখন দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইতেছিল তখনই ইস্কান্দার মীর্জার নেতৃত্বে জনাব আইয়ুব খাঁ প্রমুখ সামরিক নেতারা সামরিক শাসন কায়েম করিয়া সে নির্বাচনকে অনুষ্ঠিত হইতে দেন নাই। আইয়ুব ভ্রাতা বাহাদুর খাঁ ভভ

জাতীয় পরিষদে একথাও বলিয়াছিলেন যে, মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীরাও ঐ সামরিক শাসন জারিতে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল। কাজেই সত্য ঘটনা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীগণ এবং ইস্কান্দার মীর্জা ও জনাব আইয়ুব খাঁ প্রমুখ পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার জন্মের পূবেই উহাকে হত্যা করিয়াছেন।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, পাকিস্তানের জন্মের পর হইতে বৃটিশের যে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী (১৯৩৫ সনের শাসনতন্ত্র) দেশ শাসিত হইতেছিল তাহাতে মূলতঃ পার্লামেন্টারী ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহা হইলেও দেখা যায় যে ঐ পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী মুসলিম লীগ দল একটানাভাবে ১৯৫৪ সন পর্যন্ত দেশ শাসন করিয়াছে। তখন কেহই ইহাকে অকেজো বা দেশের স্থিতিশীলতার পক্ষে হানিকর বলিয়া মনে করেন নাই।

তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, ১৯৫৩ সনে একবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বে এবং ১৯৫৪ সনে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে মুসলিম লীগেম শোচনীয় পরাজয় ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের পর হইতে দেশের বিভিন্ন মন্ত্রিত্বে বার বার পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু ঐ সব ঘটনার জন্য দায়ী কাহারা?

সকলেই জানেন যে, ১৯৫৩ সনে ওয়াশিংটনের পরামর্শে গোলাম মোহাম্মদ চক্র খাজা নাজিমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ হইতে অপসারণ করেন এবং বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসাইয়া দেন। ঐ গোলাম মোহাম্মদ-ইস্কান্দার মীর্জা চক্রই ১৯৫৪ সনে মার্কিনী রাষ্ট্রদূত হিলড্রেথের পরামর্শে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করে; ঐ গণবিরোধী চক্রই বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে সরাইয়া চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রিত্বের গদীতে বসায়। ঐ গণবিরোধী চক্রই সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়া চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভা গঠন করে; ঐ গণবিরোধী চক্রই পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটায়; ঐ গণবিরোধী চক্রই পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভায় মারামারি বাধাইতে মন্ত্রিসভার পতন ঘটায়; ঐ গণবিরোধী চক্রই পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভায় মারামারি বাধাইতে ও মরহুম শাহেদ আলীর হত্যার উস্কানি দেয়; এবং পরিশেষে সামরিক শাসন কায়েম করে। ইহা সত্য যে, কতিপয় রাজনৈতিক নেতা গদীর লোভে বা গদী রক্ষার জন্য ঐ গণবিরোধী চক্রের উস্কানিতে ও প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়াছিলেন। সেই রাজনৈতিক নেতাদের দেশবাসী তীব্র ভাবে নিন্দা করে। কিন্তু মন্ত্রিত্বের ঐসব ভাঙ্গাগড়ার প্রধান দায়িত্ব তাহাদের ছিল না। কিন্তু মন্ত্রিত্বের সব ভাঙ্গাগড়ার আসল হোতা ছিল দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীদের মুখপাত্র । ঐ গোলাম মোহাম্মদ-ইস্কান্দার চক্র এবং মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীরা। জনাব আইয়ুব খাঁ কি উহাদের ঐসব কু-কর্মে তাঁহার সহযোগিতা অস্বীকার করতে পারেন? তিনি নিজেও কি ঐ সব কু-কর্মে উহাদের সাথে জড়িত ছিলেন না?

যাহা হউক,১৯৫৩ সন হইতে পাকিস্তানে মন্ত্রিসভার বার বার পরির্বতনের আসল তথ্য ইহাই প্রমাণ করে যে, পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার ফলে ঐ সব ঘটনা ঘটে নাই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরিবর্তনগুলি শুধু ১৯৫৮ সনে চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভার পরির্বতে নূন মন্ত্রিসভার গঠন ব্যতীত আর কোন পরিবর্তন পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে, পার্লামেন্টে ভোটাভুটির ফলে সাধিত হয় নাই। ঐ সমস্ত পরিবর্তন ঘটিয়াছে পর্দার আড়ালে উপরতলার চক্রান্তের ফলে। ইহার জন্য পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা দায়ী হইতে পারে না। বরং উপরতলার ঐ চক্রান্ত ভাঙ্গার এবং দেশে স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ ছিল সাধারণ নির্বাচন করিয়া জনগণের ভোটে নির্বাচিত আইনসভার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করা। নূন মন্ত্রিসভার আমলে দেশ সেই পথেই যাইতেছিল। কিন্তু, সামরিক শাসন জারি করিয়া জনাব আইয়ুব খাঁ-ই সে পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। তিনিই দেশের সত্যিকারের স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে দেন নাই।

আজ যে 'স্থিতিশীল' শাসনের বড়াই তিনি করিতেছেন, সেই 'স্থিতিশীলতার' প্রকৃত অর্থ কি? যদি তিনি বলিতে চান যে, গত ছয় বৎসরে তাঁহার রাজত্বের কোন পরিবর্তন হয় নাই বলিয়া উহা 'স্থিতিশীল', তাহা হইলে বলিতে হয় স্পেনের ফ্র্যাঙ্কোর এবং পর্তুগালের সালাজারের সরকার আজ দুনিয়াতে সবচাইতে 'স্থিতিশীল' সরকার। কারণ গত প্রায় ৩০ বৎসরেও ফ্র্যাঙ্কোর এবং সালাজারের রাজত্বের পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু দুনিয়ার জনগণ ফ্র্যাঙ্কোর ও সালাজারের সরকারকে জঘন্য মানবতাবিরোধী নিরঙ্কুশ একনায়কত্ব বলিয়া নিন্দা করে ও ঘৃণা করে।

জনাব আইয়ুব খাঁ'র স্থিতিশীল এবং প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন ও নিরঙ্কুশ একনায়কত্বের শাসন ব্যতীত আর কিছুই নহে। জনগণের উপর হিংস্র দমন নীতির স্টীম রোলার চালাইয়া এবং জনগণকে ভোটের অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া জনাব আইয়ুব খাঁ'র স্থিতিশীল এবং প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই 'স্থিতিশীলতা' হইল মানুষের কবরের 'স্থিতিশীলতা'

সামরিক শক্তির জোরে ক্ষমতা দখল করিয়া পরে জনগণকে সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া গদীতে টিকিয়া থাকিলেই উহাকে 'স্থিতিশীল' সরকার বলিয়া অভিহিত করা যায় না। 'স্থিতিশীল' সরকারের আসল ভিত্তিই হইল দেশের জনগণের সমর্থন। যখন কোন দেশের জনগণ নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় ও নিজেদের ভোটে কোন সরকার গঠন করে তখনই সে দেশের সরকার সত্যিকারের 'স্থিতিশীলতা' লাভ করে।

আমাদের দেশে এরুপ স্থিতিশীল সরকার গঠনের জন্য আজ জনাব আইয়ুব খাঁ'র প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন তথা একনায়কত্বের অবসান করিয়া পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তিত করিয়া জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরকার গঠনের ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্বে বহু মন্ত্রিসভার নাটকীয় পরিবর্তন প্রভৃতি দেখিয়া অনেকের হয়ত এরুপ আশংকা হইতে পারে যে, পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা চালু হইলে আবার ঐসব ঘটনা ঘটিবে।

কিন্তু, গত সংখ্যার আলোচনাতেই ইহা দেখান হইয়াছে যে, পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার জন্য ঐসব ঘটনা ঘটে নাই। ঐ ঘটনার মূল কারণ ছিল গণবিরোধী শক্তিগুলির চক্রান্ত।

আমাদের দেশে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে বিভিন্ন মত ও আদর্শের অনুসারী দলসমূহের ভিতর ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে পারে এবং চলিবেও। বিভিন্ন সময়ে সরকারের পরিবর্তনও হইতে পারে।

কিন্তু, ইহাতে দেশের কোন ক্ষতি হইবার কথা নয়। কারণ বিভিন্ন দল ক্ষমতার জন্য যত কিছুই করুক না কেন, পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা চালু থাকিলে বিভিন্ন দলকে পরিশেষে ভোটের জন্য জনতার দুয়ারে উপস্থিত হইতে হইবে। জনগণই তখন বিচার করিবেন কোন দল ভাল, কোন দল মন্দ এবং এই বিচার করিয়াই জনগণ বিভিন্ন দলের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট দিবেন। যে দল জনগণের অধিকাংশের ভোট পাইয়া আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিবে সেই দল সরকার গঠন করিবে। এই পন্থা হইল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। ইহাতে দেশের অনিষ্ট হইতে পারে না। বরং বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক শিক্ষা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়া জনগণ বিভিন্ন দলকে রাজনৈতিকভাবে বিচার করিবেন, জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা হইবে, জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বাড়িবে এবং দেশে 'চক্রান্তের রাজনীতির' বদলে একটা সুস্থ রাজনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠিবে। দেশের প্রগতির জন্য ইহা অবশ্য প্রয়োজন।

ঐ পন্থায় সরকার পরিবর্তিত হইলেও দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ভাঙ্গে না। কেননা, যে কোন দলই সরকার গঠন করুক, উহাকে দেশের জনগণের সমর্থন ও ভোট নিয়া ইহা করিতে হইবে। ইহার ফলে সরকার পরিবর্তিত হইলেও, নূতন সরকারও স্থিতিশীল হইয়া দেশ শাসন করে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাইতেছি বৃটেনে।

তাছাড়া, ইহাও উপলব্ধি করা দরকার যে আজ 'স্থিতিশীলতার' নাম করিয়া জনাব আইয়ুব খাঁ যে প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন প্রবর্তন করিয়াছেন উহার মূল কথা হইল একনায়কত্ব। সহজ কথায় উহা হইল একের শাসন।

পার্লামেন্টারী প্রথায় যে শাসন চালু হইবে উহার সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে জনগণের ভোটে নির্বাচিত আইনসভার হাতে। ইহা হইল গণতন্ত্র। সহজ কথায় ইহা হইল দলের শাসন।

এই দুই শাসন ব্যবস্থার ভিতর কোনটি দেশের পক্ষে ভাল- একনায়কত্ব না গণতন্ত্র? একের শাসন, না দলের শাসন? ইহা জনগনকে বিচার করিতে হইবে।

আইয়ুবী 'উন্নয়নের' চেহারা

জনাব আইয়ুব খাঁ শাসনের আমলে দেশের নানাবিধ 'উন্নয়ন' করা হইয়াছে বলিয়া রেডিও, সরকারী দলের সংবাদপত্র ও বক্তৃতামঞ্চ হইতে অহরহ প্রচার করা হইতেছে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর হইতে দেশে শিল্পের অগ্রগতি হইয়াছে এবং কলকারখানার সংখ্যা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৭ বৎসরেই ইহা ঘটিয়াছে। ইহা বিশেষ কোন সরকারের কৃতিত্ব নহে। তবে এই সঙ্গে ইহাও

স্মরণ রাখা দরকার যে, গত ১৭ বৎসরে দেশে শিল্পের যে অগ্রগতি সম্ভব ছিল তাহা হয় নাই। আজও ইস্পাত শিল্প ও যন্ত্র নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। দেশের মূল সম্পদ এখনও আসে কৃষি হতে। আজও দেশ অনগ্রসর কৃষি প্রধান দেশই রহিয়াছে।

ইহা ছাড়া, শুধু সারা দেশের কলকারখানার সংখ্যা দ্বারা পাকিস্তানের মত দেশের উন্নয়নের পরিমাপ করা চলে না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে- দেশের এই উভয় অংশে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলেও একই পর্যায়ে উন্নয়নকার্য চলিতেছে কিনা তাহা একটি প্রধান বিচার্য বিষয়।

এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখ যায় যে যদিও পূর্ব পাকিস্তান সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করে তথাপি উহার অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত না হইয়া উহার সিংহভাগ ব্যয় করা হয় আদমজী, দাউদ, সায়গল, গান্ধারা প্রমুখ মুষ্টিমেয় বড় ধনিকের স্বার্থে। পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব এখানে গণনির্বাচিত সরকারের হাতে না দিয়ে উহা রাখা হইয়াছে সুদূর রাওয়ালপিন্ডিতে- বড় ধনিকগোষ্ঠীর পেটোয়া একটি চক্রের হাতে। তদুপরি,পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, ব্যাংক, ব্যবসা প্রভৃতির উপর অবাধ অধিকার আদমজী, দাউদ, সায়গল, গান্ধারা প্রমুখ মুষ্টিমেয় বড় ধনিকের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়েছে। এ সবের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন কাজ অবেহেলিত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতর বৈষম্য বিরাজ করিতেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের কতকগুলি অঞ্চল বিশেষতঃ সাবেক বেলুচিস্তান ও সিন্ধু সম্পর্কেও একই কথা খাটে।

বস্ততঃ আইয়ুব সরকার 'উন্নয়নের' নামে আদমজী, দাউদ, সায়গল, গান্ধারা প্রমুখ মুষ্টিমেয় বড় ধনিকদের স্বার্থরক্ষায় যে নীতি অনুসরণ করিতেছে, তাহার ফলে দেশে এক বৈষম্যমূলক ও অসম অর্থনীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিমাণ হইবে মারাত্মক।

দ্বিতীয়তঃ দেশের উন্নয়নের প্রধান নিরিখ হইল জনগণের জীবন ধারণের উন্নয়ন। এদিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে, আদমজী, দাউদ, সায়গল, গান্ধারা প্রমুখ সামান্য কয়েকটি ধনিক পরিবার শ্রমিকদিগকে শোষণ করিয়া বৎসরে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করিতেছে। ইহাদের মুনাফার হার হইল শতকরা ২০০-৩০০ ভাগ, যা সভ্য দুনিয়ার কোন দেশেই নাই, কোন কোন কোম্পানী- যেমন গান্ধারা ইন্ডাস্ট্রীজ গত ৪/৫ বৎসরে কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়াছে। অপরদিকে সমস্ত কল-কারখানা যাঁহাদের শ্রমে চালু থাকে, সেই শ্রমিকের শ্রেণী থাকে উপবাস।

মুষ্টিমেয় বৃহৎ ব্যবসায়ী বাজারের কারসাজি দ্বারা জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়াইতেছে। এই ফটকাবাজ দ্বারা ইহারা কোটি কোটি টাকা লাভ করে। অপরদিকে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম আকাশচুম্বী হওয়ার ফলে জনগণের ঘরে ঘরে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।

ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গণবিরোধী আইয়ুব সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বড় বড় জোতদারদের জমির সিলিং ১০০ বিঘা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৩৭৫ বিঘায় স্থির করিয়াছে। অপরদিকে, কৃষকদের ভিতর শতকরা ৭৬ জন হইল ভূমিহীন ও গরীব। পশ্চিম পাকিস্তানে বড় বড় ভূস্বামীদের জমির সিলিং ১৫০০ বিঘায় স্থির করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, সেখানে শতকরা প্রায় ৮০ জন ভূমিহীন ও গরীব। সারা পাকিস্তানে কৃষকদের উপর খাজনা ও ট্যাক্স বহুগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গণবিরোধী সরকারের এইসব নীতি ও কাজের ফলে আমাদের দেশের কৃষকগণ, যাহারা জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ, তাঁহারা অভাব, উপবাস ও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়া আছেন।

ইহাই হইল আইয়ুবী 'উন্নয়নের' আসল চেহারা। গ্রামের ওয়ার্কাস প্রোগ্রাম হইয়াছে দুর্নীতির এক আখড়া। ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা আসে পি,এল ৪৮০ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত আমেরিকার দেওয়া গম বিক্রী হইতে।

মার্কিনীদের এই টাকা ঢালা হইতেছে গ্রামে গ্রামে। ইহাতে গ্রামের রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন যতটুকু হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী 'উন্নতি' হয় কতকগুলি দুর্নীতিপরায়ণ লোকের। এই দুর্নীতিপরায়ণ লোকগুলিই হইতেছে গ্রামে গ্রামে আইয়ুব সরকারের সমর্থক। প্রকৃতপক্ষে, ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা ছড়াইয়া দুর্নীতির মাধ্যমে সরকার গ্রামে গ্রামে তাহার সমর্থক একদল টাউট সৃষ্টি করিয়াছে। দেশ আজ দুর্নীতিতে ভরিয়া গিয়াছে।

বস্তুতঃ আইয়ুব সরকারের 'উন্নয়নের' বদৌলতে সারা পাকিস্তানে আজ আদমজী, দাউদ, সায়গল প্রমুখ গুটিকয়েক ধনিক পরিবারের শোষণের সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিতেছে। বড় বড় ভুস্বামীরা অবাধে কৃষকদের শোষণ করিতেছে, ব্যবসায় মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের অবাধ কর্তৃত্ব কায়েম হইয়াছে এবং গ্রামে গ্রামে দুর্নীতিপরায়ণ টাউটদের রাজত্ব চলিতেছে। পক্ষান্তরে শ্রমিক, কৃষক ও জনগণ দিন যাপন করেন অভাবে ও উপবাসে।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শোষণ

এহেন আইয়ুব সরকার বৈদেশিক নীতি নিয়াও আবার গর্ব করে। পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতিতে গত তিন-চার বৎসরের ভিতর কয়েকটি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ হইল দুনিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এবং দেশের অভ্যন্তরে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ। দুনিয়ার রাজনীতিতে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে মার খাইতেছে এবং ভারতের অস্ত্র সাহায্য ও অন্যান্য অভিজ্ঞতায় পাকিস্তানের জনগণ যেভাবে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, তাহাতে পাকিস্তানের কোন সরকারের পক্ষেই আর পূর্বের মত নির্লজ্জভাবে মার্কিনীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা সম্ভব নহে। পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির পরিবর্তনগুলির মূল কারণ হইল কতকগুলি ঘটনা প্রবাহ। যাহার ভিতর আইয়ুব সরকারের কেরামতি নগণ্য।

জনাব আইয়ুব খাঁ আজ যদি সত্যি সত্যিই বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন কামনা করেন, তাহা হইলে তিনি কেন 'সিটো' ও 'সেন্টো' বাতিল করিতেছেন না? মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত অনুষ্ঠিত অন্যান্য অসম দ্বিপক্ষীয় সামরিক চুক্তিগুলিও তিনি নাকচ করিতেছেন না কেন?

মার্কিনীদের সহিত সামরিক চুক্তিসমূহ অনুষ্ঠানের ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, পাকিস্তানের যে চারজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বার বার আমেরিকা গিয়ে মার্কিনীদের সামরিক ও অর্থ সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর তদানীন্তন সেনাধ্যক্ষ জনাব আইয়ুব খাঁ ছিলেন অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ১৯৫১-৫৩ সনের মধ্যে গোলাম আযম, ইস্কান্দার মীর্জা, জনাব আইয়ুব খাঁ প্রমুখরা বার বার মার্কিনী মুল্লুকে গিয়া ঐসব চুক্তি রচনার জন্য দেন-দরবার করিয়াছেন। ঐ সব চুক্তির আসল রচিয়তা তাঁহারা।

যেসব চুক্তি রচনাতে জনাব আইয়ুব খাঁ অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন, সেই সব চুক্তি তিনি স্বেচ্ছায় বাতিল করবেন, সে আশা করা বৃথা।

আইয়ুব সরকারের আমলে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে মার্কিনী পুঁজির শোষণও বিন্দুমাত্র কমে নাই। বরং মার্কিনী পুঁজির অনুপ্রবেশ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে এবং বর্তমানে মার্কিনী ঋণের পরিমান ১০০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে উঠিয়াছে। দু'এক বৎসরের মধ্যেই ইহার সুদ হিসাবে বৎসর বৎসর প্রায় ৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করিতে হইবে। দেশটাই যেন মার্কিনী ঋণের নিকট বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে।

দেশের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন হইতে যে বৃটিশ পুঁজি নিয়োজিত ছিল তাহা এখনও রহিয়াছে। অন্যান্য সাম্রজ্যবাদী পুঁজিও নূতন করিয়া অনুপ্রবেশ করিতেছে। ইহারাও দেশের সম্পদ শোষণ করিয়া নিতেছে।

যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে গণবিরোধীদের আক্রমণ

পূর্ব পাকিস্তানের গণমানসে বিভ্রান্ত সৃষ্টির জন্য প্রেসিডেন্ট পদের কনভেনশন লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব আইয়ুব খাঁ তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ১৯৫৪ সনের 'যুক্তফ্রন্ট' যেমন 'নেতাদের কোন্দলে' ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, 'সম্মিলিত বিরোধী দলের' অবস্থাও তাহা হইবে।

জনাব আইয়ুব খাঁ এই বক্তব্য দ্বারা সত্য ঘটনাকে বিকৃত করিতেছেন মাত্র। ইহা অনস্বীকার্য যে, একটি পর্যায়ে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন অঙ্গ দলগুলির নেতৃত্বের ভিতর নানারূপ বিরোধও দেখা দিয়াছিল। 'যুক্তফ্রন্টে' ভাঙ্গনও ধরিয়াছিল। কিন্তু 'যুক্তফ্রন্টের' বিজয়ের পর হইতে শুরু করিয়া পূর্বাপর সব ঘটনা গোপন রাখিয়া শুধু ঐ বিভেদের কথা উল্লেখ করা সত্যের বিকৃতি মাত্র।

১৯৫৪ সনের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল যখন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচকোটি অধিবাসী একবাক্যে 'যুক্তফ্রন্ট' ও উহার ২১-দফা কর্মসূচী সমর্থন করিয়া প্রদেশের শাসনভার 'যুক্তফ্রন্টের' হাতে তুলিয়া দেয়, তখনই কেন্দ্রীয় শাসক মহলে বিষম দুশ্চিন্তার উদ্রেক হয়। দুনিয়ার সামনে ইহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ দলের কোন পাত্তাই নাই। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক বাস করে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় লীগ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ও ইহার পুনর্গঠনই ছিল একমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। কিংবা অন্ততঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিভূরুপে পূর্ব পাকিস্তানের যে সব লীগ নেতা অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের পদত্যাগ অপরিহার্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তান হইতে সেই দাবীও উঠিয়াছিল।

কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ বিশেষ করিয়া তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল গোলম মোহাম্মদ ও তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গরা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বা জনমতের কোন তোয়াক্কা করেন নাই। গণসমর্থন হীন মুসলিম লীগ দলই কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন রহিয়া গেল। পূর্ব পাকিস্তানের লীগ নেতারাও উহা হইতে পদত্যাগ করিলেন না। গণতন্ত্রের এই চরম খেলাপ ও পূর্ব পাকিস্তানের লীগ নেতাদের যেন তেন প্রকারের ক্ষমতার গদী আঁকড়াইয়া থাকার নির্লজ্জ অভিলাষকে 'যুক্তিসঙ্গত' বলিয়া জাহির করার জন্য বড় বড় ধনিকের মুখপাত্রগুলি তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল যে, যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচন একটা 'প্রাদেশিক নির্বাচন' মাত্র, সেই হেতু ইহার ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদলের কোন প্রয়োজন নাই। মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীরা ও ইহার সমর্থনে আগাইয়া আসিয়াছিল। পাকিস্তানে তদানীন্তন মার্কিনী রাষ্ট্রদূত মিঃ হিলড্রেথও কূটনৈতিক শীলতা বিসর্জন দিয়া এবং আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাইয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনের ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদলের প্রয়োজন নাই'।

এই সব ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ এবং তাহাদের সহযোগী দেশের বৃহৎ ধনিক চক্রের স্বার্থে, পরামর্শে ও সমর্থনে জনগণের রায় উপেক্ষা করিয়া কেন্দ্রে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভাকে বহাল রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও সমস্যার সমাধান হইল না। কেননা পূর্ব পাকিস্তানে ইতিমধ্যে 'যুক্তফ্রন্ট' মন্ত্রিসভা কায়েম হইয়াছিল। এই মন্ত্রিসভা ২১ দফা কর্মসূচী পূরণে ওয়াদাবদ্ধ ছিলেন। 'যুক্তফ্রন্টের নবনির্বাচিত আইন পরিষদ সদস্যদের অধিকসংখ্যক এক প্রকাশ্য বিবৃতি মারফত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি (তখন এরূপ চুক্তি অনুষ্ঠানের আলোচনা চলিতেছিল) অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানাইয়াছিলেন। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করা বিদেশী-দেশী কায়েমী স্বার্থবাদীদের পক্ষে জরুরী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

শুরু হইল পর্দার আড়ালে ষড়যন্ত্র। মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম প্রধান মুখপাত্র 'নিউইর্য়ক টাইমস'-এর করাচীস্থ ভাড়াটিয়া সংবাদদাতা কালাহান এক আজগুবী খবর পরিবেশন করিল যে, 'পূর্ব পাকিস্তান যুক্তফ্রন্ট

মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক তাঁহার (কালাহনের) সহিত এক সাক্ষাৎকারে বলিয়াছেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানেরও পশ্চিম বঙ্গের একত্রীকরণ কামনা করেন।'

সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটিয়া কালহানের পরিবেশিত ঐ মিথ্যা খবরকে সম্বল করিয়া কেন্দ্রীয় শাসকচক্র যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে 'গাদ্দারের' মন্ত্রিসভা বলিয়া উহার বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী এক বিরাট প্রচার অভিযান শুরু করিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই সংঘটিত হইল আদমজী মিলে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী শ্রমিকদের ভিতর রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। ঐ দাঙ্গার সহিত জড়িত কয়েকটি মামলায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল যে, আদমজী মিলের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুপরিকল্পিতভাবে ঐ দাঙ্গা বাধাইয়াছিল। করাচীর নির্দেশেই ঐ দাঙ্গা সংঘটিত হইয়াছিল।

ঐ দাঙ্গার অব্যবহিত পরেই 'আইন ও শৃঙ্খলার' অজুহাতে গণনির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে কেন্দ্রের নির্দেশে পদচ্যুত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে জারি হয় ৯২(ক) ধারার সন্ত্রাস এবং পূর্ব পাকিস্তান শাসনের একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া হয় ইস্কান্দার মীর্জার হাতে। গোলাম মোহাম্মদ তখন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল, জনাব আইয়ুব খাঁ তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধিনায়ক এবং মার্কিনীদের পরম সুহৃদ, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। এইসব 'উজ্জ্বল রত্নের' সমাবেশের পটভূমিকাতেই গণবিরোধীদের আক্রমণে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকেও ভাঙ্গা হয়। ইহাই 'যুক্তফ্রন্ট' ভাঙ্গনের প্রথম পর্ব। উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পদচ্যুতির কয়েকদিন পরেই প্রথম পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বিভেদের ষড়যন্ত্রের জাল

'যুক্তফ্রন্ট' মন্ত্রিসভার অপসারণেও কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের সমস্যার সমাধান হইল না। মন্ত্রিসভা গদীতে না থাকিলেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অটুট সমর্থন রহিয়া গেলো 'যুক্তফ্রন্টের' পিছনে। এখানে প্রশাসনিক বিভাগ কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের হাতে থাকিলেও জনগণের ভিতর তাহাদের কোন সমর্থনই ছিল না। ইহাই ছিল কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের বিষম সমস্যা। কেননা, করাচী হইতে সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত সাড়ে পাঁচ কোটি লোকের বাসভূমি পূর্ব পাকিস্তানকে এরূপভাবে শাসন করা যায় না। তাই 'যুক্তফ্রন্টের' বিভিন্ন অঙ্গদলের নেতাদের মন্ত্রিত্বের গদী দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহাদের হাত করার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হইল।

উপরতলার ষড়যন্ত্রের উপযোগী ক্ষেত্রও তখন বিরাজ করিতেছিল। পূর্ব পাকিস্তান তখন ব্যাপক সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। হাজার হাজার গণতান্ত্রিক কর্মী ও নেতা তখন কারারুদ্ধ, সভাসমিতি করার অধিকার হইতে জনগণ বঞ্চিত। রাজনৈতিক দলগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিতেছিল না। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে গোলাম মোহম্মদ-ইস্কান্দার চক্রের দূতগণ দেশে ও বিদেশে যুক্তফ্রন্ট নেতাদের দুয়ারে ধর্না দিয়া আলাদা আলাদাভাবে তাঁহাদেরকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে লাগিল। যে নেতাদের একদা 'গাদ্দার' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল, সেই নেতাদের নিকট শাসকবর্গের গোপন দূত আনাগোনা করিতে লাগিল।

'যুক্তফ্রন্টের' অনেক নেতা তখনই ঐ ফাঁদে পা দিয়াছিল। মন্ত্রিত্বের গদীর জন্য তাহারা অনেকে গোলাম মোহাম্মদ-ইস্কান্দার চক্রের সাথে আপোস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐ দুর্বলতা, ঐ নীতিবিগর্হিত কাজ হাজারবার নিন্দনীয়। কিন্তু ইহা বাস্তব সত্য যে, মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের পরামর্শে ও সাহায্যে এবং দেশীয় কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে গোলাম মোহম্মদ-ইস্কান্দার চক্র শুধু পশুশক্তিবলে গণনির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়া যে ভাঙ্গনের পালা শুরু করিয়াছিল এবং 'যুক্তফ্রন্টের' ঐক্য চুরমার করিয়া দেওয়ার জন্য ঐ গণবিরোধী চক্র ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করিয়াছিল এবং 'যুক্তফ্রন্টের' অনেক নেতা উহার শিকারে পরিণত হইয়াছিল। 'যুক্তফ্রন্ট' ভাঙ্গনের প্রধান দায়িত্ব ছিল মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের অনুগত এবং দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীদের মুখপাত্র ঐ গণবিরোধী চক্রের। জনাব আইয়ুব খাঁ আজ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, তিনিও ঐ চক্রের অন্যতম মধ্যমণিরুপে কাজ করিয়াছিলেন। যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গনের কাজে তাহার হাত ও কলংকিত।

গণতন্ত্রই অগ্রগতির পথ

১৯৫৪ সনে গণবিরোধীরা চক্রান্ত করিয়া যেভাবে যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন ধরাইয়াছিল, তাহার পুনারবৃত্তি যাহাতে ঘটিতে না পারে, সেই জন্যই আজ সম্মিলিত বিরোধীদলের পক্ষ হইতে পূর্ণ গণতন্ত্র এবং জনগণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারী শাসনের দাবী উত্থাপিত হইয়াছে। ‘যুক্তফ্রন্ট’ ভাঙ্গনের যে বাস্তব কারণসমূহের কথা উপরে বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, তখন যদি গণবিরোধীদের চক্রান্তের রাজনীতির বদলে দেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতি চালু করা যাইত, তাহা হইলে যুক্তফ্রন্টে ঐ ভাঙ্গন আসিত না। যুক্তফ্রন্ট নেতাদের ভিতর দলাদলি হইলেও মন্ত্রিত্ব লাভের জন্য তাঁহাদের উপরতলার গণবিরোধী চক্রের শরণাপন্ন না হইয়া জনগণের দুয়ারে উপস্থিত হইয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাহার চেষ্টা করিতে হইত। কিন্তু, গোলাম মোহাম্মদ- ইস্কান্দার চক্র তখন ঐ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই হত্যা করিয়াছিল। গোলাম মোহাম্মদ-ইস্কান্দার মীর্জা যাহা শুরু করিয়া গিয়াছিল, জনাব আইয়ুব খাঁ তাহার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন ১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাসে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে।

সেই অবস্থা হইতে আজ গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য সম্মিলিত বিরোধীদল নির্বাচনী সংগ্রামে নামিয়াছে। যদি বিরোধী দলের এই প্রচেষ্টা সফল হয়, যদি জনগণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তখন সম্মিলিত বিরোধী দলের অঙ্গদলগুলি নিজেদের ভিতর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতা করিলেও, সেই অবস্থায় যে সরকারই গঠিত হউক, তাহাকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইতে হইবে। ইহার ফলে দেশের কোন অমঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক দেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গড়িয়া উঠিবে। বস্তুতঃ আধুনিক পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক শাসনের মূল কথাই হইল বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভিতর প্রতিদ্বন্দিতা এবং জনগণের ভোটে যে কোন দলের সরকার গঠিত হওয়া। কাজেই পার্লামেন্টারী শাসনের অধীনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও থাকিবে, ঐ দলগুলির ভিতর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতাও থাকিবে।

সম্মিলিত বিরোধীদল ঐরূপ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করিয়া জনগণের হাতে সরকার গঠনের দায়িত্ব দিতে চায়। এরূপ গণতান্ত্রিক পরিবেশেই দেশের সত্যিকারের অগ্রগতি হইতে পারে। ইহাতে আবার ১৯৫৪ সনের মত নোংরা দলাদলি হইবে- এরূপ কোন কথাই আসিতে পারে না। তখন আসিবে নীতি ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে সুস্থ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতা- যা ভালমন্দ বিচার হইবে জনগণের সুউচ্চ দরবারে।

ব্যক্তির প্রশ্ন নহে -- প্রশ্ন আদর্শের

সম্মিলিত বিরোধীদলকে জনসমক্ষে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্য জনাব আইয়ুব খাঁ আরও বলিয়াছেন যে, ১৯৫৪ সনের ‘যুক্তফ্রন্টের’ নেতৃত্ব ছিল মরহুম ‘ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান নেতাদের হাতে’ আজ ইহাদের তুলনায় ‘সম্মিলিত বিরোধীদলের’ বর্তমান নেতারা ‘ বামন’ মাত্র।

জনাব আইয়ুব খাঁর কথার কোন ঠিকই নাই। কোন কোন স্থানে তিনি যুক্তফ্রন্টের সব নেতাদের কসিয়া গালি দিতেছেন, আবার সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছেন। ইহার নাম চরম সুবিধা বাদ।

যাহা হউক. মরহুম শেরে বাংলা ও সোহারাওয়ার্দীর তুলনায় রাজনৈতিক বিচক্ষণতা প্রভৃতি দিক দিয়া আজিকার ‘সম্মিলিত বিরোধীদলের’ নেতৃত্ব দুর্বল না সবল সে প্রশ্ন এখানে প্রধান নয়। জনাব আইয়ুব খাঁর জানা দরাকার যে, মরহুম শেরে বাংলা ও সোহারাওয়ার্দী সারা জীবন গণতন্ত্রের যে আর্দশের জন্য কাজ করিয়া গিয়াছেন, সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই আজ সম্মিলিত বিরোধীদলের নেতৃত্ব একযোগে একনায়কত্বের বিরুদ্ধে

দাঁড়াইয়াছেন। এখানে প্রশ্ন ব্যক্তির নহে এখানে প্রশ্ন হইল আদর্শ ও কর্মসূচীর, জনগণের নিকটও ব্যক্তির চাইতে আদর্শ ও কর্মসূচীর প্রশ্নই বড় প্রশ্ন। তাই, দেখা যাইতেছে যে, মরহুম ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালিত 'যুক্তফ্রন্টের' আহবানে জনগণ যেরূপ সাড়া দিয়াছিলেন, আজও 'সম্মিলিত বিরোধী দলের' আহবানে জনগণ সাড়া দিয়াছেন।

সম্মিলিত বিরোধী দলের সপক্ষে এই গণজাগরণ দেখিয়া জনাব আইয়ুব খাঁ একেবারে বে-সামাল হইয়া পড়িয়াছেন। অন্য কোন পথ না পাইয়া তিনি এখন 'সম্মিলিত বিরোধীদল' জয়ী হইলে আবার সামরিক শাসন জারির হুমকি পর্যন্ত প্রদর্শন করিতেছেন।

কিন্তু দেশের জনগণ জানেন যে, কঠোর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়াই গণতন্ত্রের সংগ্রাম জয়ী হইবে। কোন হুমকি জনগণকে গণতন্ত্রের সংগ্রাম হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

সম্মিলিত বিরোধী দলের দাবী

জনাব আইয়ুব খাঁর একনায়কত্বের অধীনে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হইয়াছে, ভোটাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে। জাতিসমূহের স্বায়ত্বশাসন পদদলিত হইয়াছে এবং দেশপ্রেমিক কর্মীগণ কারাগারে পচিতেছেন। এই একনায়কত্বের অধীনে সারা দেশে গোটা কয়েক ধনিক পরিবার ও অন্যান্য কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণের রাজত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। এই একনায়কত্বের অধীনে মার্কিনী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি দেশের ধন-সম্পদ লুট করিয়া নিয়া যাইতেছে এবং আমাদের দেশ এখনও সিটো ও সেন্টোর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

এই একনায়কত্বের অধীনে সুবিধা হইয়াছে শুধু দেশী ও বিদেশী শোষকদের। জনগণের ভাগ্যে জুটিয়াছে শুধু জুলুম, নিপীড়ন, অনটন ও উপবাস। স্বাধীন দেশের নাগরিক হইয়াও দেশের জনগণ জনাব আইয়ুব খাঁর শাসনে সব অধিকার হারাইয়াছে।

এই অসহ্য অবস্থার প্রতিকারের জন্য নির্বাচনে 'সম্মিলিত বিরোধীদল' একনায়কত্বের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী বুলন্দ কণ্ঠে উত্থাপিত করিয়াছে। 'সম্মিলিত বিরোধীদল' আরও দাবী করিয়াছে যে, (১) জনগণের ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তিত হোক; (২) জনগণের পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত হোক; (৩) সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হোক; (৪) সমস্ত দমনমূলক আইন নাকচ করা হোক; (৫) খাজনা-ট্যাক্স কমান হোক এবং (৬) দুর্নীতি উচ্ছেদ করা হোক ইত্যাদি। 'সম্মিলিত বিরোধী দলের' পক্ষ হইতে দেশবরেণ্য মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ্ আজ প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হিসাবে জনগণের সামনে উপস্থিত হইয়াছেন।

'সম্মিলিত বিরোধীদলের' মূল কথাই হইল যে, দেশের প্রগতির জন্য আজ সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইল জুলুমবাজ একনায়কত্বের অবসান করা এবং পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া জনগণের হৃত অধিকারগুলি ফিরাইয়া দেওয়া এবং জনগণের হাতে দেশের সরকার গঠনের দায়িত্ব দেওয়া। 'সম্মিলিত বিরোধীদল' জনগণের এই মৌলিক অধিকারের দাবীই উত্থাপন করিয়াছে।

তাই দেশের জনগণের নিকট আমাদের আবেদন-

- একনায়কত্ব অবসানের জন্য
- গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য
- আপনাদের অধিকারগুলি ফিরিয়া পাইবার জন্য
- আপনাদের দুর্দশা লাঘব করিবার জন্য মিস জিন্নাহকে জয়যুক্ত করুন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অপপ্রচারের জবাবে নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যদের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমান	সংযুক্ত বিরোধীদলের প্রচারপত্র	নভেম্বর, ১৯৬৪

অপপ্রচারের জবাবে নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যদের প্রতি প্রাদেশিক সম্মিলিত বিরোধী দলের অন্যতম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বলেন-

নির্বাচকমন্ডলীর নবনির্বাচিত সদস্যদের বিভ্রান্ত করার জন্য বর্তমান সরকার ও সরকারী সাঙ্গপাঙ্গরা বিরোধী দলের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার অভিযান চালাইয়াছে। জাতীয় পরিষদে মনোনয়ন প্রথা বিলোপ করিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও খান এ সবুর খান ইউনিয়ন কাউন্সিল ও কমিটিতে সদস্য মনোনয়নের প্রলোভন দেখাইতেছেন। নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যদের নিরুৎসাহিত করার জন্য জনাব আইয়ুব খান ও তাঁহার তোষামোদকারীরা প্রচার করিতেছেন যে, বিরোধী দল জয়লাভ করিলে মৌলিক গণতন্ত্রী প্রথা ও ওর্য়াকস কর্মসূচী বাতিল করিবে। নবনির্বাচিত সদস্যদের সদস্য পদ খারিজ করিয়া দিয়া তিন মাসের মধ্যে নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবে। অথচ মাদারে মিল্লাত বার বার এসমস্ত অলীক প্রচারণার সত্যতা অস্বীকার করিয়া তাঁহার কর্মসূচী ও নীতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও সরকার পক্ষের গোয়েবলসীয় মিথ্যা প্রচারণা অব্যাহত রহিয়াছে। তাই সরকার পক্ষের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচারণার জবাবে আমরা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছি যেঃ

১। বর্তমান আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন কাউন্সিল বা কমিটিতে কোন প্রকার মনোনয়ন চলিতে পারে না।

২। মাদারে মিল্লাত ও সম্মিলিত বিরোধী দল মৌলিক গণতন্ত্র প্রথা বাতিল করিবে না। কারণ ইহা কোন নয়া পদ্ধতি নয়। ইউনিয়ন বোর্ড নামে ইহা কয়েক দশক পূর্ব হইতেই বহাল রহিয়াছে। কেহই এই প্রথা বাতিলের কথা কখনও চিন্তাই করে নাই।

৩। নবনির্বাচিত সদস্যরা প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের পর ইউনিয়ন কাউন্সিল ও কমিটি সদস্য হিসাবে পূর্ণ পাঁচ বছর বহাল থাকিবেন।

৪। নির্বাচকমন্ডলীর বর্তমান সদস্যদের স্থলে মৌলিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নূতন করিয়া কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হইবে না। নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যদেরকেই মৌলিক গণতন্ত্রের সদস্যে পরিণত করা হইবে।

৫। ওয়ার্কস কর্মসূচী বাতিল করা হইবে না। ইউনিয়ন কাউন্সিল ও কমিটিগুলিকে পরিকল্পিতবভাবে ওর্য়াকস কর্মসূচী কার্যকরী করার ভার দেওয়া হইবে।

মৌলিক গণতন্ত্রের সদস্যদের উপর হইতে অহেতুক ও অবমাননাকর সরকারী নিয়ন্ত্রন প্রত্যাহার করা হইবে। মৌলিক গণতন্ত্রী প্রতিষ্ঠান সকল প্রকার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত হইয়া স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে অবাধ পরিবেশে কাজ করিবে। তাহার পূর্ণ আত্মমর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হইবে।

টাঙ্গাইল মহকুমা সম্মিলিত বিরোধীদল কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত নবযুগ প্রেস, টাঙ্গাইল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মিস ফাতেমা জিন্নাহকে ভোটদানের জন্য কৃষক-জনতার প্রতি মওলানা ভাসানীর আবেদন	পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির প্রচার পত্র	নভেম্বর, ১৯৬৪

কৃষক-জনতার প্রতি পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সভাপতি

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর আহবান

ভাইসব,

নির্বাচনের প্রথম পর্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। আপনারা নির্বাচনী সংস্থার সভ্য তথা ইউনিয়ন কাউন্সিলের সভা নির্বাচন করিয়াই আপনাদের সরাসরি ভোটের অধিকার পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। এখন আবার নির্বাচনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ আগামী ১৯৬৫ সনের ২রা জানুয়ারী ধার্য্য হইয়াছে। একমাত্র আপনাদের নবনির্বাচিত সভ্যদের ভোটেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবেন। এই প্রেসিডেন্ট হইলেন এমন এক ব্যক্তি যাহার হাতে থাকিবে পাকিস্তানের প্রশাসনিক যন্ত্র পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা। তাহারই উপর নির্ভর করিবে এদেশের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। আপনাদের ভাগ্য নির্ধারণের কলাকৌশলও তিনিই উদ্ভাবন করিবেন। এই প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দিতা করিতেছেন জনাব আইয়ুব খান ও মিস ফাতেমা জিন্নাহ। একজন অগণতান্ত্রিক একনায়কত্বের ও শোষণ-উৎপীড়নের উলঙ্গ প্রতিভূ আরেকজন গণতন্ত্র ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্টারী সরকারে বিশ্বাসী। পূর্ণ গণতন্ত্র ব্যবস্থায় আপনাদের ভোটাধিকারসহ সমস্ত মৌলিক অধিকারেরই স্বীকৃতি থাকিবে। আপনাদের দাবী আদায়ের পথকেও সুগম ও সহজ করিবে। আপনারা প্রতিমূহুর্তেই অনুভব করিতেছেন আইয়ুব সরকারের শাসনের স্বাদই এই সরকারের পুলিশের গুলিতে সম্প্রতি কুমিল্লার বাতাকান্দি গ্রামে নিরীহ কৃষাণ/কৃষাণীর জীবন দিতে হইয়াছে। এই প্রকার আরও কত মর্মান্তিক ঘটনাই না রহিয়াছে।

কাজেই আপনাদের নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেই আপনাদিগকে এখন এমন সচেতন ও সক্রিয় হইয়া উঠিতে হইবে যাহাতে আপনাদের কাছে ওয়াদাবদ্ধ আপনাদেরই নির্বাচিত সভ্যরা প্রেসিডেন্ট পদে মিস জিন্নাহকে ভোট দিয়া তাহাদের ওয়াদা পালন করেন। একদিকে যেমন মিস জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের জন্য আপনাদিগকে অনলস প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে অপরদিকে তেমনই আপনাদের দাবী আদায়ের আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য কৃষক সমিতিকে শক্তিশালী করিয়া ইস্পাত কঠিন কৃষক ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই নির্বাচনে আপনাদের ঐক্যের শক্তিতে ভয় পাইয়াই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নানাভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া এই ঐক্যে ফাটল ধরাইতে প্রয়াসী হইয়াছে। যেখানে যেখানে কৃষক সমিতি আছে সেইগুলিকে শক্তিশালী করিয়া এবং যেখানে যেখানে নাই সেইখানে কৃষক সমিতি গঠন করিয়া দুর্বার কৃষক ঐক্য গড়িয়াই এই শয়তানের শয়তানীর সম্যক ও সঠিক উত্তর দিতে হইবে। ঐক্যবদ্ধ সংগঠনই আপনাদের শক্তি। আপনাদের দাবীর আন্দোলনকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করিয়া তোলার জন্য এখন হইতেই প্রতি ইউনিয়নে, থানায়, মহকুমায় ও জিলায় মিছিল ও সভা প্রভৃতি গড়িয়া তুলুন এবং ঐ সমস্তে আপনাদের নির্বাচিত সভ্যকেও অংশীদার করুন। ছাত্র মেহনতি জনতাসহ রাজনৈতিক সংযুক্ত বিরোধীদলের সক্রিয় সহযোগিতায় এই আন্দোলনকে দুর্বার করিয়া তোলার জন্য কৃষক কর্ম্মী ও দরদীদের সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখে ও সময়ে মিছিল করিয়া আপনাদের নির্বাচিত সভ্যকে ভোটকেন্দ্রে নিয়া মিস জিন্নাহকে ভোট দেওয়ানও আপনাদের অবশ্য করণীয় কাজ। আমি বিশ্বাস করি তাঁহারা দেশ ও সমাজের কাজের জন্য তাহাদের এই

গুরুদায়িত্ব সঠিকভাবেই পালন করিবেন। সংযুক্ত বিরোধীদলের গৃহীত কর্মসূচীতে কৃষকের মৌলিক দাবীর স্বীকৃতি আছে বলিয়াই কৃষক সমাজকে সংযুক্ত বিরোধীদলের সহিত সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করিতেই হইবে। এইরূপ মিথ্যা জনরব উঠিয়াছে যে মিস জিন্নাহ এই নির্বাচনে সাফল্য লাভ করিলে মৌলিক গণতন্ত্র সংস্থা ভাঙ্গিয়া দেবে এবং পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন। এই মিথ্যা প্রচারে বিশ্বাস করিবেন না। মাদারে মিল্লাত ঘোষণা করিয়াছেন যে, মৌলিক গণতন্ত্র সংস্থাকে আরও ক্ষমতা দিয়া শক্তিশালী করিবেন।

পথে-ঘাটে-বাজারে ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তুলুন

১। পূর্ণ গণতন্ত্র ও সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটসহ সর্বপ্রকার মৌলিক অধিকার কায়েম কর।

২। সমস্ত প্রকার নিবর্তনমূলক আইন বাতিল, সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাতিল ও বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করিতে হইবে।

৩। সার্টিফিকেট প্রথাসহ নতুন রাজস্ব আদায়ের বিল বাতিল করুন।

৪। ৯৩ কোটি টাকা ঋণ হইতে কৃষককে রেহাই দিতে হইবে।

৫। ভুল রেন্ট রোল সংশোধন ও এজমালি খতিয়ানে বাটা-খতিয়ান পরিণত করিতে হইবে।

৬। বর্ধিত খাজনা ও ট্যাক্স কমাইতে হইবে এবং নগর শুল্ক বাতিল করিতে হইবে, খাজনার সুদ নেওয়া চলিবে না।

৭। উৎপাদিত ফসলের উদ্ধৃত্তের উপর হারাহারি খাজনা বা কর ধার্যেও প্রথা চালু করিতে হইবে। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা ধার্য চলিবে না। ১০০ বিঘার উপর কাহাকেও জমি রাখিতে দেওয়া চলিবে না।

৮। অল্প জমির মালিক ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে সরকারী খাস জমি ও উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করিতে হইবে।

৯। মোহাজীরদের নামে যে ট্যাক্স আদায় হইতেছে তাহা দিয়া অচিরে তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইবে।

১০। হাট-বাজারের ও জলার ইজারা প্রথা বাতিল করিয়া সরাসরি খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা হউক।

১১। পাটের নিম্ন দর চল্লিশ টাকা, আখের নিম্ন দর ৪ টাকা ধার্য করিয়া কৃষকের অন্যান্য অর্থকরী ফসলের ন্যায্যমূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হউক।

১২। শিক্ষার ব্যয়ভার কমান হউক, শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন দেওয়া হউক।

১৩। ক্রুগ-মিশনের সুপারিশ মোতাবেক বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হউক।

১৪। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্প বিস্তারের ব্যবস্থাসহ দিনমজুরদের পল্লী উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত করিয়া দৈনিক ৩ টাকা হইতে ৩ টাকা আট আনা দেওয়া হউক, কৃষি সমস্যার সম্যক সমাধান করিয়া ফসল উৎপাদনে কৃষককে সাহায্য ও সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দিতে হইবে।

১৫। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কমাইতে হইবে।

১৬। সংখ্যালঘুদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের অধিকার দিতে হইবে।

১৭। সমস্ত প্রকার পুলিশী জুলুম বন্ধ করিতে হইবে।

১৮। পল্লী উন্নয়নের নামে বিনা ক্ষতিপূরণে কৃষকের জমি কাটা বন্ধ করিতে হইবে। সমস্ত রাষ্ট্রের সহিত সম্মানজনক শর্তে বন্ধুত্ব ও ব্যবসা করিতে হইবে।

১৯। সাম্প্রাদায়িকতার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে।

২০। ধ্বংসের মুখ হইতে কুটির শিল্পকে রক্ষা করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি প্রচার দপ্তর হইতে প্রকাশিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গণতন্ত্রের প্রতীক মিস ফাতিমা জিন্নাহকে নির্বাচিত করুন	পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্র সমাজের প্রচার পত্র	ডিসেম্বর, ১৯৬৪

আইয়ুবকে পরাজিত করিয়া
গণতন্ত্রের প্রতীক মিস ফাতিমা জিন্নাহকে জয়যুক্ত করুন
নির্বাচনী কলেজের সদস্য ও দেশবাসীর প্রতি ছাত্র সমাজের আহবান

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আসন্নঃ

ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতার বুকের রক্তে যে আইয়ুবশাহীর হাত এখনো রহিয়াছে সিক্তকলঙ্কিত, সেই জুলুমশাহীকে সমূলে নিপাত করিবার দিন আসিয়াছে। আজ দিন আসিয়াছে বিগত ছয় বছরের অত্যাচার-নির্যাতন আর নির্মম শোষণের জবাব দান করিবার। ছয় বছর পূর্বে যে ডিক্টেটর আইয়ুব দেশবাসীকে গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া নিজের একনায়কত্বকে চিরস্থায়ী করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, যে আইয়ুব দেশবাসীকে ‘গরু-ছাগল’ আখ্যা দিয়া নিজেকে “সর্বশ্রেষ্ঠ” রাষ্ট্রপরিচালক ও “মহাশক্তিশালী” বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল সেই “মহাশক্তিধর” আইয়ুবের পদতলে আজ ভূমি কাঁপিতেছে থর থর। শোষিত-নির্যাতিত পাকিস্তানের দশ কোটি নর-নারী আজ পরাধীনতার শিকল ছিঁড়িয়া জাগিয়া উঠিয়াছে বিসুভিয়াসের মত। জনতার রুদ্ররোষের লেলিহান বহ্নিশিখায় পতঙ্গের মত পুড়িয় ভস্মীভূত হইবে দুষমন সব, পাপী-তাপী, অত্যাচারী, শোষক-শাসকের দল। আজ আসিয়াছে সেই দিন। ঘোষিত হইবেই স্বৈরতন্ত্রের পরাজয় আর গণতন্ত্রের মহান বিজয়।

আগামী ২রা জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। শুধু এ দেশবাসীরই নয়, সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আজ এই নির্বাচনের প্রতি হইয়াছে নিবদ্ধ। কেননা এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্রের প্রশ্নে- স্বাধীনতা ও মুক্তি বনাম গোলামী ও জুলুমবাজীর প্রশ্নে। এই নির্বাচনই নির্ধারিত করিবে পাকিস্তানের ইতিহাসের ভবিষ্যৎ গতিধারা। সুতরাং আসন্ন নির্বাচন অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পাকিস্তানবাসীদের নিকট আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু জনগণের সুনিশ্চিত বিজয়ের মুখে, ক্ষমতার মোহে অন্ধ জুলুমবাজ আইয়ুবশাহী মরণ কামড় হানিতে পারে। তাই সর্তকতাই জনগণের বিজয়ের গ্যাঁরান্টি।

নির্বাচনী কলেজের সদস্যদের প্রতি আবেদনঃ

জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার কাড়িয়া লইয়া তাহাদের ঠুঁটো জগন্নাথ করা হইয়াছে। আজ আপনাদের ভোটেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবে। আপনারাই আজ জনগণের আশা পূরণের মালিক। দেশবাসী চায় গণতন্ত্র, চায় মিস ফাতেমা জিন্নাহর বিজয়। তাই ফাতেমা জিন্নাহকে জয়যুক্ত করাই আজ আপনাদের কর্তব্য। কিন্তু ক্ষমাতাসীন চক্র আজ মিথ্যা প্রচারের বাণ ছুটাইয়াছে। আইয়ুবশাহী আপনাদের বিভ্রান্ত করিতেছে যে, মিস জিন্নাহ জয়যুক্ত হইলেই বুনিয়াদী গণতন্ত্র ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। তাহারা পবিত্র ধর্মের নামেও মিথ্যা প্রচার চালাইয়াছে। দেশপ্রেমিক ছাত্রসমাজের উপর ভরসা থাকিলে এইসব মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত না হইয়া উপযুক্ত জবাব দান করুন মিস জিন্নাহকে ভোট দিয়া। শাসকশ্রেণী আজ আপনাদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রে নামিয়াছে। ভয়ভীতি, প্রলোভন দেখাইয়া তাহারা আপনাদের বিপথগামী করিতে চায়। কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে জানিবেন যে, আপনাদের সাথে রহিয়াছে সংগ্রামী ছাত্রসমাজ ও জাগ্রত দেশবাসী। তাই প্রলোভনের ফাঁদে না পড়িয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিজের দায়িত্ব

পালন করুন-‘‘জিন্নাহকে’ জয়যুক্ত করুন। এই মহান কর্তব্য পালনে সফল হইলে ইতিহাসে আপনারা অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কর্তব্য পালনে অবহেলা করিলে, কিংবা দেশবাসীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিলে ইতিহাস প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে ভুলিবে না, ক্ষমা করিবে না পূর্ব বাংলার বিপ্লবী ছাত্রসমাজ। আর জবাব দিতেই হইবে সেদিন জনতার দরবারে। আমরা সুনিশ্চিতভাবে, গভীর আত্মবিশ্বাসের সহিত ঘোষণা করিতেছি -আইয়ুবশাহীর উচ্ছেদ হইবেই হইবে। আপনাদের কাছে আবেদন, এই ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনে আপনারা অকুতোভয়ে সামিল হউন।

দেশবাসীর প্রতি আবেদন

সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ ও বিশেষ করিয়া কৃষক সমাজের কাছে আমাদের আবেদন। শোষকদের উচ্ছেদের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করুন। গত ছয় বছর ধরে জনসাধারণের ও বিশেষ করিয়া কৃষক সমাজের চরম সর্বনাশ সাধন করিয়াছে আইয়ুব সরকার। কৃষিপণ্যের মূল্য কমিয়াছে, মূল্য বাড়িয়াছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির। খাজনা, ট্যাক্স বাড়িয়াছে বহুগুণ। ধনিকের ধন বাড়িয়াছে, গরীব হইয়াছে আরো নিঃস্ব। তাহার উপর চলিয়াছে অত্যাচার, জুলুম-জবরদস্তি। আজ তাই এই অত্যাচারী শোষকদের পরাজিত করিবার জন্য সর্বশ্রেণীর মানুষকে সর্বশক্তি দিয়াই চালাইতে হইবে প্রচেষ্টা। কেবলমাত্র বুনিয়াদি গণতন্ত্রীদের ভোট দিয়া বসিয়া থাকিলেই চললেবে না। কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত সকল মানুষকে আরো ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিতভাবে আগাইয়া আসিতে হইবে নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্যেই। নিজ প্রচেষ্টা দ্বারাই করিতে হইবে ভাগ্যের পরিবর্তন। মরিবার পূর্বেও আইয়ুবশাহী জনগণের বিরুদ্ধে সর্বনাশা ষড়যন্ত্র আঁটিতেছে। আইয়ুবের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া মিস জিন্নাহকে জয়যুক্ত করিতেই হইবে। ইহাই আমাদের বাঁচিবার পথ। তাই আসুন, আজ সকলে মিলিয়া নিমেণর কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করিয়া মিস জিন্নাহর বিজয়কে সুনিশ্চিত করিয়া তুলি। আসুন, আজ বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করিঃ শোষণের দিন শেষ, দিন শেষ জুলুমবাজীর।

ছাত্রসমাজের কর্তব্যঃ

ছাত্রসমাজ আজ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে, গ্রহণ করিতেছে বলিষ্ঠ শপথ। গণতন্ত্রের প্রতীক ফাতেমা জিন্নাহকে বিজয়ী করিবই করিব। এই শপথকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিটি ছাত্রকে আজ চারণের বেশে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে গ্রাম বাংলার পথে পথে। হাটে-মাঠে-ঘাটে, শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র চালাইতে হইবে প্রচার। ছাত্রসমাজকে যাইতে হইবে জনতাকে সংঘবদ্ধ করিবার কাজে। নির্বাচনী কলেজের প্রতিটি সদস্যের নিকট পৌঁছাইতে হইবে দেশবাসীর ম্যান্ডেট : ‘‘ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দাও। পালন কর দায়িত্ব।’’ যে কোন মূল্যেই আজ উচ্ছেদ করিতে হইবে আইয়ুবশাহকে। এই আইয়ুবশাহীর উচ্ছেদের জন্যই গত তিন বছর ধরিয়া শত নির্যাতনের মুখে বুলেটের সামনে বুক পাতিয়া, বেয়নেটের নীচে দাঁড়াইয়া আমরা-ছাত্রসমাজ নির্ভীকভাবে চালাইয়া আসিয়াছি সংগ্রাম। আইয়ুবশাহীর বুলেটে নাম জানা -অজানা শহীদদের অতৃপ্ত আত্মা আজ দিয়াছে আমাদের কানে কানে ডাক। ডাক দিতেছে অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠ হইতে বন্দী ভাইরা। আজ আসিয়াছে দেশের ডাক-মায়ের ডাক। এই ডাকে আমরা সাড়া দিবই, উচ্ছেদ করিবই স্বৈরাচারী শাসকদের। তাই প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীকে পালন করিতে হইবে নিম্নের কর্মসূচী। ইহাই ছাত্রসমাজের কর্তব্য।

কর্মসুচীঃ

o সকল ইউনিয়ন এবং সম্ভব হইলে সকল ইউনিটে ‘ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচনী’ কমিটি গঠন। রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, ছাত্র, যুবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মিলিতভাবে ইহা গঠন করা।

- সকল ইউনিটে অথবা আঞ্চলিক ভিত্তিতে জনসভা করিয়া নির্বাচনী কলেজের প্রতিটি সদস্যের উপর মিস জিন্নাহর সমর্থনে ম্যান্ডেট প্রদান ও শপথ গ্রহণ।

- শহরে-গ্রামে. গাঁয়ে-গঞ্জে সর্বত্র প্রচার, জনসভা, পথসভা, ছোট এবং বড় মিছিল অনুষ্ঠান।

- ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রের নির্বাচনী কলেজের সদস্যদের উপস্থিত করা ও ক্ষমতাসীনদের কব্জা হইতে তাঁহাদের রক্ষা করা।

- ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রের নিষিদ্ধ সীমার বাহিরে হাজার হাজার গণজমায়েতের ব্যবস্থা।

- শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য সর্বসময়ে প্রয়োজনীয় তৎপরতা।

- মিস্ জিন্নাহর নির্বাচনী তহবিলে অর্থ প্রদান ও অর্থ সংগ্রহ।

পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ
ঢাকা।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পাকিস্তান ছাত্রশক্তি কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইষ্ট পাকিস্তান প্রেস,২৬৩, বংশাল রোড, ঢাকা-১ হইতে মুদ্রিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'রাষ্ট্রপ্রধানের পদে মহিলা নির্বাচন জায়েজ-দশজন আলেমের বিবৃতি'	সংযুক্ত বিরোধী দল	ডিসেম্বর, ১৯৬৪

বর্তমান পরিস্থিতিতে
রাষ্ট্রপ্রধানের পদে মহিলা নির্বাচন জায়েজ

(বিশ্ববিখ্যাত ও দেশবরেণ্যে ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া)

- মরহুম মাওলানা আশরাফ আলী থানভী
- মরহুম মাওলানা সৈয়দ সোলেমান নদভী
- মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী
- মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী
- মাওলানা আতাহার আলী
- মাওলানা শামছুল হক (ফরিদপুরী)
- মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী
- মাওলানা তাজুল ইসলাম
- শর্ষিনার পীর শাহ মাওলানা মোহম্মদ ছিদ্দিক
- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাঃ) বলেনঃ

রাষ্ট্র ব্যবস্থা তিন প্রকার,- রাজতন্ত্র, একনায়কত্ব ও গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সদস্যদের সমবায়ে গঠিত পরিষদই রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনকর্তা। রাষ্ট্রপ্রধান এ পরিষদের একজন সদস্য মাত্র। তিনি জাতি কর্তৃক মনোনীত বা নির্বাচিত হলেও তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব এখানে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিও পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের মত একজন পরামর্শদাতা মাত্র যদিও তাঁর মত অন্যান্য একক সদস্যের মতের তুলনায় অগ্রধিকার লাভ করে থাকে তথাপি এতে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। যদি তাই হতো তবে অন্যান্য সদস্যদের সমবেত মতের বিরুদ্ধে তাঁর মতামতই প্রাধান্য লাভ করতো; কিন্তু বাস্তবে তা কখনও হয় না।

কোরান মজিদে হজরত বিলকিসের রাজত্ব কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে তার কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে ..."মা কুনতু কাতেয়াতান আমরান হাত্তা তাশ্হাদুন" অর্থাৎ বিলকিস তাঁর সভাসদগণকে বলেন, "আপনাদের উপস্থিতি ব্যতীত আমি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না"- এ উক্তি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে সে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি শাসনতন্ত্র অনুসারেই হোক বা বিলকিসের স্বাভাবিক অনুসৃত রীতি অনুসারেই হউক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুরূপই ছিল।

হজরত বিলকিসের মুসলমান হবার পর তাঁর রাষ্ট্রাধিকার কেড়ে নেবার কোন প্রমাণ নেই বরং তার রাজ্য যে আগের মতই বহাল ছিল, ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। বিলকিসের রাজত্বে ও রাজ্য শাসন পদ্ধতির প্রতি কোরানে কোনরূপ অবজ্ঞা ও অসমর্থন জ্ঞাপন করা হয়নি। উসুলে ফেকাহর সুবিদিত বিধান হচ্ছে, কোরান বা হাদিছে যদি অতীতের কোন ঘটনা বা ব্যবস্থাকে কোনরূপ অবজ্ঞা বা অসমর্থন প্রকাশ না করে বর্ণনা করা হয়

তবে তা শরীয়তে প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে। সুতরাং বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মহিলার নেতৃত্ব চলিতে পারে।

(ইমদাদুল ফাতাওয়া তাতিম্মায়ে ছানিয়া ১৬৯-৭০: ৫৪ বৎসর পূর্বে প্রদত্ত)
(দৈনিক আজাদ, ২২শে অক্টোবর ১৯৬৪ ইং)

মাওলানা সৈয়দ সোলেমান নদভী ছাহেব বলেনঃ

রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলাম যেসব শর্তারোপ করেছে তা পালন করা কোন মহিলার পক্ষে দুঃসাধ্য। এ জন্যই নারী জাতিকে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুধু এই একমাত্র কারণে যদি কেহ মনে করেন যে কোন অবস্থায়ই মহিলা মুসলমানদের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে পারেন না, তবে তা ভুল হবে। কারণ যখন জাতি কোন ফেতনা- ফাসাদের সম্মুখীন হয় এবং সে ফেতনা থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কোন ব্যক্তিত্ব জনগণের দৃষ্টিতে কোন মহিলা ব্যতীত আর না থাকে, তবে উক্ত মহিলাকেই জাতির নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে।

(সীরাতে আয়েশা, ৩য় খ- ১১৩ পৃঃ)

হজরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী ছাহেব বলেনঃ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ইসলামী শিক্ষা ও ঐতিহ্যের খেলাপ নহে।

(দৈনিক জঙ্গ, ৩রা নভেম্বর, ১৯৬৪ ইং)

হজরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী ছাহেব বলেনঃ

এখন আমি এমন একটি বিষয়ে বলবো, যা খুব জোরে-শোরে তোলা হচ্ছে এবং কিছুসংখ্যক আলেম ও পীরদের দ্বারাও তা লোকসমক্ষে প্রচার করানো হচ্ছে- তা হলো রাষ্ট্রপ্রধান মহিলাকে নিযুক্ত করা। বলা হচ্ছে যে, ইসলামে কোন নারীকে মুসলমানদের নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান বানানো যায় না। এই ব্যাপারে বিশেষ করে আমার লেখা বই থেকে নানা উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে। আর আমি সময় ও সুযোগ দেখে ইসলামের নীতি পরিবর্তন করে ফেলি বলে আমার নামে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। এর জওয়াবে আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারি যে, ইসলামের দৃষ্টিতে নারীকে মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী এবং বিদেশে রাষ্ট্রদূত বানানো যায় কি? ছেলে ও মেয়েদের সহ-শিক্ষা ব্যবস্থা কি ইসলামসম্মত? পুরুষ ও মেয়েলোকের একত্রিত হয়ে একই অফিসে কাজ করা কি জায়েজ? স্টেজে নেমে মেয়েদের নাচ, গান করা কি ইসলাম সমর্থন করে? উড়োজাহাজে যুবতি মেয়েরা সেবিকা হয়ে পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে মদ পরিবেশন করে, তা কি জায়েজ.... আর এসব যদি না-জায়েজ কাজই হবে, তাহলে আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ মেনে কাজ করা হয়নি কেন? এ সব ব্যাপারে ইসলামের কথা স্মরণ করা হয়নি কেন? আর আজ নারীর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার প্রশ্নেই কেবল ইসলামের দোহাই দেয়া হয় কেন? এ হচ্ছে পাল্টা প্রশ্ন। এর পরে আমি আসল বিষয়ে শরীয়তের দৃষ্টিভংগী আপনাদের সামনে পেশ করছি।

একথা সর্ববাদীসম্মত যে, ইসলামে রাজনীতি আর রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ নীতিগতভাবে পুরুষদের কর্মক্ষেত্রের আওতার মধ্যে রাখা হয়েছে, এসবের দায়িত্ব পালনে মেয়েলোকদের শরীক করা হয়নি। মুসলমানদের আমীর বা নেতা হবার জন্যে যেসব শর্ত করা হয়েছে তার মধ্যে পুরুষ হওয়াটাও একটা শর্ত, একথা অস্বীকার করা যায়

না । আমি নিজেই এ বিষয়ে দলিল-প্রমাণ সহকারে বলিষ্ঠভাবে ইতিপূর্বে কয়েকবারই বলেছি, আর আজও আমি এই কথারই পুনর্ঘোষণা করছি।

কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে আমাদের সামনে বিষয়টি এ সাদাসিধেভাবে উপস্থিত হয়নি যে, নারী মুসলমানদের আমীর হতে পারে কিনা তা নিয়েই আমরা মাথা ঘামাতে বসবো। বরং আমরা বর্তমানে এক বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আছি, তা হচ্ছে এইঃ

- দেশে এক জবরদস্তিমূলক অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা চালু হয়ে রয়েছে, তা আমাদের ধর্ম, চরিত্র, তাহজীব-তামাদ্দুন, অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক।

- এ ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় পরিবর্তন করার জন্য আগামী নির্বাচনে খোদার দেয়া এক মহা সুযোগ পাচ্ছি।

- দেশে মুহতারিমা ফাতিমা জিন্নাহ্ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিত্ব এমন নেই যাকে কেন্দ্র করে দেশের বিরাটসংখ্যক লোক একত্রিত হতে পারে, আর নির্ব্বাচনে সফলতা লাভ করতে পারে ও এ উপায়ে বর্ত্তমান স্বৈরতন্ত্রী জালেম শাসন ব্যবস্থাকে খতম করে দেওয়ার কোন সম্ভাবনা হতে পারে।

- মুহতারিমা ফাতিমা জিন্নাহর প্রার্থী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাধারণ জনতা তাঁর সমর্থনে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

- তাঁর পরিবর্তে অপর কোন ব্যক্তিকে দাঁড় করানো কিংবা এই নির্বচনী সংগ্রামে নিরপেক্ষ থাকার মানে বর্তমান প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকেই সাহায্য কর।

এমতাবস্থায় আমাদের সামনে আসল প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, একজন মেয়েলোকের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া কি শরীয়াতে এতই আপত্তিকর যে তাঁকে সমর্থন না করে তার বিপরীত বর্তমান জবরদস্তি আর অত্যাচার জুলুমের শাসনকে মেনে নিতে হবে? আমার মতে ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান রাখে এমন কোন ব্যক্তিই বলতে পারে না যে, একজন নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান করার পরিবর্তে এই স্বৈরাচারী ও জালেম শাসনকে কবুল করা উচিত। বরং আমি তো বলবো, একজন নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান বানানো যদি এক আনা দোষের কাজ হয় তা'হলে তার মুকাবিলায় বর্তমান অত্যাচারী ও জালেম শাসনকে বাঁচিয়ে রাখলে কমপক্ষে দশগুণ বেশী গুনাহ হবে। আর খোদার শরীয়াত তো অনেক বড়, সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির একটি বালকও এক টাকা বাঁচানোর জন্যে দশ টাকার ক্ষতি স্বীকার করাকে পছন্দ করতে পারে না।

এছাড়া, একথাও মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান পুরুষ হওয়া একটি শর্ত বটে, কিন্তু নারীর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ইসলামী শরীয়াতে সম্পূর্ণ হারাম- এমন হারাম যে, অত্যন্ত ও সাংঘাতিক প্রয়োজন দেখা দিলেও তা জায়েজ হবে না, এমন কথা কেউই বলতে পারে না। কোরআন-হাদিস থেকে যদি কেউ তা প্রমাণ করতে পারেন তবে করুন, আমরাও দেখব। আসলে ইসলামের সাধারণ নিয়মের মধ্যে আমরা কোনই পরিবর্তন করছি না, না তার কোন সংশোধন করার চেষ্টা করছি। কিন্তু বর্তমানের এই বিশেষ ধরনের অবস্থার কতিপয় প্রয়োজন দেখা দেওয়ার কারণে একজন মহিলাকে রাষ্ট্রপ্রধান করা জায়েজ মনে করছি মাত্র। কেননা, এ কাজ যে চূড়ান্ত ও স্থায়ীভাবে হারাম- এ কথা প্রমাণ করার কোন দলিলই আমরা শরীয়াতে পাইনি, এখন একজন নারীকে যদি আমরা, মেনে না নেই, তা'হলে তার অপেক্ষা বহুগুণ বেশী বড় অন্যায়কে মেনে নিতে হয়, এবং তা এত বড় যে, শুধু নৈতিক দৃষ্টিতেই নয়, ইসলামের দৃষ্টিতেও তা অত্যন্ত বড় অন্যায় কাজ হয়ে পড়ে।

এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায়। তা' হচ্ছে এই যে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যে কেবল পুরুষ হওয়াই কি একমাত্র শর্ত? ... না সেই সঙ্গে আরো অনেক কয়টি শর্ত আছে? কোন এক বিশেষ সময়ে আমাদের সামনে

যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনকে গ্রহণ করার প্রশ্ন দেখা দেয়, দুজনের একজনকে অনিবার্যভাবে কবুল করে নিতে হয়, আর তাদের একজনের মধ্যে কেবল নারী হওয়া ছাড়া অন্য কোন আপত্তিকর জিনিষ না থাকে এবং অপর জনের মধ্যে কেবল পুরুষ হওয়া ছাড়া অন্য সব দিকই হয় মারাত্মকভাবে আপত্তিকর, তা'হলে ইসলামের জ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তি কি আমাদিগকে নারীকে গ্রহণ না করে সেই পুরুষকেই গ্রহণ করার জন্যে বলতে পারে?

ভাইগণ, নারীর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ের শরীয়াতের দৃষ্টিতে এ-ই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা। এই কারণেই আমরা আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুহতারিমা ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এক্ষণে আমি দেশবাসীর নিকট আকুল আবেদন করতে চাই, আপনারা দেশের অধিবাসীরা - কেউই যেন এই নাজুক ও জটিল সংকটের সময় গাফিল হয়ে বসে না থাকেন- এই সুবর্ণ সুযোগকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে কাটিয়ে না দেন। খুব শান্তভাবে ঠান্ডা মনে চিন্তা করে ফয়ছালা করুনঃ বিগত ছয় বছর ধরে দেশবাসী যে অত্যাচার জুলুম নির্যাতন নিষ্পেষণের তলে নিষ্পেষিত হচ্ছে তাকেই কি স্থায়ী করে রাখতে চান?..... না, এ-কে পরিবর্তন করে এমন এক শাসন -ব্যবস্থা কায়েম করার ইচ্ছা রাখেন, যাতে দেশবাসী এক স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে জীবন যাপন করার সুযোগ পাবে ও নিজেদের যাবতীয় গুরুতর ব্যাপারে নিজেরাই ফয়ছালা গ্রহণ করতে পারেন? প্রথম অবস্থা গ্রহণ করিতে যদি আপনারা রাজী না হন, বরং দ্বিতীয় অবস্থাকেই দেশে বহাল রাখতে চান, তা'হলে খোদার ওয়াস্তে বলছি এই সুযোগকে কিছুতেই হারাবেন না। আপনার ভোট পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে কেবলমাত্র সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষে- মুহতারিমা ফাতিমা জিন্নাহর নামে-ব্যবহার করুন। এই সুবর্ণ সুযোগ যদি আপনারা হেলায় হারিয়ে ফেলেন, তা'হলে আপনাকে এবং আপনার ভবিষ্যৎ বংশধরদের এর কুফল দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভোগ করতে হবে।

আমি খোদার নিকট দোয়া করছি, তিনি যেন আমাদের সকলকে সঠিক ও নির্ভুল পথ দেখান এবং ভুল পথে যাওয়া থেকে যেন তিনি আমাদিগকে রক্ষা করেন- আমীন।

(২৯শে নভেম্বর পল্টন ময়দানে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে)

মাওলানা আতাহার আলী ছাহেব বলেনঃ

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মুহতারিমা ফাতিমা জিন্নাহকে রাষ্ট্রপ্রধান পদে ভোট দেওয়া যাইতে পারে না বলিয়া একশ্রেণীর আলেম ও পীর নামধারী স্বার্থবাজ ব্যক্তি পবিত্র কোরআন ও হাদিসের যে ধরনের বিকৃত উদ্ধৃতি ও অপব্যাখ্যা দান করিতেছেন তাহা আমি গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। আরো পরিতাপের বিষয় এই যে, দেশের সরলপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার কুমতলবে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ হইতে সেইসব বিকৃত উদ্ধৃতি ও অপব্যাখ্যামূলক তথ্যের ভিত্তিতে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা ঘরে ঘরে বিলিবণ্টন করা হইতেছে।

এমতাবস্থায় খাঁটি সচেতন কোন আলেম ও পীরের পক্ষে কিছুতেই নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকা উচিত নহে। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও এইরূপ পরিস্থিতিতে গভীর উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছি।এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান পদে ভোট দেওয়া জায়েজ নহে বলিয়া যাহার দাবী করিতেছেন, তাহাদিগকে উহা প্রমাণিত করার জন্য আমি চ্যালেঞ্জ প্রদান করিতেছি।

পক্ষান্তরে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, বর্তমান প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সাহেব যিনি পবিত্র কোরানকে বিকৃত করিয়া বিভিন্ন ধরনের বিধান জারি করতঃ পবিত্র কোরান ও সুন্নাহর প্রতি চরম অবমাননা প্রদর্শন করিয়াছেন। ''তাঁহাকে ভোট দেওয়া মুসলমানদের পক্ষে সম্পূর্ণ হারাম''।

এই ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত থাকিলে তিনি ঢাকা ফরিদাবাদ এমদাদুল উলুম মাদ্রাসার ঠিকানায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

স্বাঃ আতাহার আলী- ১০-১২-৬৪।

মাওলানা শামছুল হক ও মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী ছাহেবদ্বয় বলেনঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহর শাশ্বত চিরন্তন দ্বীনকে আধুনিকীকরনের প্রচেষ্টা চালাইতেছেন, যিনি মুসলিম পারিবারিক আইনের নামে স্বরচিত আইনের দ্বারা আল্লাহ ও রসূলের পবিত্র শরীয়তকে বিকৃত করিয়াছেন এবং ইদ্দত, তালাক ও বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে কোরানের সুস্পষ্ট আইনকে রহিত করিয়াছেন, তাঁহাকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সমর্থন করা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েজ হইতে পারে না।

এইরূপ ব্যক্তির মোকাবেলায় এমন মহিলাকে প্রেসিডেন্ট করা কোনরুপেই অন্যায় হইবে না, যিনি এইরূপ শরীয়ত বিরোধী কাজ কখনও করেন নাই।

স্বাঃ নূর মোহাম্মদ আজমী
সেক্রেটারী, আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল ওলামা, পূর্ব পাকিস্তান।
স্বাঃ নাচিজ শামসুল হক (ফরিদপুরী)
প্রিন্সিপ্যাল, জামেয়া কোরআনীয়া, লালবাগ, ঢাকা ।
(১৯৬৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর দৈনিক আজাদে প্রকাশিত)

মাওলানা তাজুল ছাহেব বলেনঃ

বর্তমানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যিনি প্রধান পুরুষ প্রার্থী-

১। তিনি জনসাধারণের ভোটাধিকার হরণ করিয়া পাকিস্তানের গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করিয়াছেন।

২। তিনি পাকিস্তানকে ইসলামী গণতান্ত্রিক পথ হইতে সরাইয়া একনায়কত্বের পথে লইয়া যাইতেছেন।

৩। তিনি মুসলিম পারিবারিক আইন জারি করিয়া শরীয়তকে বিকৃত করায়াছেন এবং ইদ্দত, তালাক, ইসলামের আধুনিকীকরণের চেষ্টা ইত্যাদি ব্যাপারে পবিত্র কোরানের সুস্পষ্ট আইনকে রহিত করিয়াছেন, তাঁহাকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সমর্থন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কিছুতেই জায়েজ হইতে পারে না, এতদসত্ত্বেও যাহারা তাঁহাকে সমর্থন করিবে, তাহারা ঐ ব্যক্তির যাবতীয় কৃতকর্মের গুণাহের সমঅংশী হইবে।

অপরপক্ষে যিনি মহিলা প্রার্থী-

১। তিনি পাকিস্তানের জন্মের পূর্বে ও পরে গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক।

২। তিনি জনগণের ভোটাধিকার ফিরাইয়া দিতে ওয়াদাবদ্ধ।

৩। তিনি একনায়কত্বের অবসান ঘটাইয়া পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করিতেছেন।

৪। তিনি কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক মুসলিম পারিবারিক আইনের অনৈসলামী ধারাসমূহ সংশোধন করার ওয়াদা করিতেছেন এবং পবিত্র শরীয়তকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করিতেছেন।

জাতির এই পূর্ণ সংকটময় মুহূর্তে কোরআন বিকৃতকারী ও গণতন্ত্র হত্যাকারীদের অপসারণ কর অপিরহার্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই কার্য সম্পাদন করিতে যদি কোন মহিলার আশ্রয় লওয়া হয়, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাহা নাজায়েজ হওয়ার কোনই কারণ নাই। বরং তাঁহাকে জয়যুক্ত করার সব প্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়া অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

স্বাঃ তাজুল ইসলাম, ৮-১২-৬৪

প্রিন্সিপ্যাল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মাদ্রাসা।

শর্ষিনার পীর মাওলানা শাহ মোহাম্মদ ছিদ্দীক ছাহেব বলেনঃ

একনাকত্বমূলক সরকার কর্তৃক ইছলাম ও শরিয়তে ইছলামের খেলাফ কতকগুলি কাজ হওয়ায় দেশের জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া ওলামায়ে কেরাম ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু এই সরকার সে সবের প্রতি কর্ণপাত না করায় দেশের জনসাধারণ ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হককানী ওলামায়ে কেরামের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ ও অসন্তোষের ফলে বিরোধী দলের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ইছলাম জনসাধারণের স্বার্থে এই সরকার পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত শরীয়তের দাবীতে একান্তই সময়োপযোগী এবং শরীয়তসম্মত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ এবং ওলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাইতেছি। এবং আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমি আন্তরিকভাবে আবেদন জানাইতেছি যে, জনসাধারণ কর্তৃক অকুণ্ঠ ভাবে সমর্থিত সম্মিলিত বিরোধী দলকে ইছলামের মহান স্বার্থে কমিয়াব করুন।

(দৈনিক আজাদ, ১৫ই ডিসেম্বর,১৯৬৪ইং)

মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহীম ছাহেব বলেনঃ

নারীর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া জায়েজ নাই বলিয়া শর্ষিনা হইতে সম্প্রতি যে ফতোয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মনগড়া কথায় পূর্ণ। তাহাতে যেসব দলিলের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কোন একটি দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় না যে, নিতান্ত প্রয়োজনে ঠেকিয়াও কোন সময়ই নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান করা সম্মত নহে।

হাজী মোহাম্মদ দানি কর্তৃক ৪৬, কাপ্তান বাজার হইতে প্রকাশিত ও আরফান প্রেস, ১৬/২০ নবরায় লেন হইতে মুদ্রিত

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নির্বাচনোপলক্ষে সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের সরকারী ব্যবস্থা সর্ম্পকে ঘোষণা	সরকারী	জানুয়ারী, ১৯৬৫

সরকার কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন যে, কিছু সংখ্যক লোক আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রাক্কালে দেশে ব্যপকভাবে শান্তি ভঙ্গকরার পরিকল্পনা করিতেছে। প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশৃঙ্খলাজনিত র্দুঘটনা, শান্তি ভঙ্গ ও ভীতি প্রর্দশনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং দেশে যাহাতে মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে, সে জন্য সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। নির্বাচক মন্ডলীর সদস্যরা যাহাতে পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত তাহাদের ভোট প্রদান করিতে পারেন, উহার নিশ্চয়তা বিধানে সরকার স্থিরসংকল্প। এই উদ্দেশ্যে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রত্যেক র্নবাচন কেন্দ্রে কড়া পুলিশ প্রহরী মোতায়েন করা হইতেছে। নির্বাচন কেন্দ্রের বাহিরে যে কোন জরুরী অবস্থার মোকাবিলার জন্য ভ্রাম্যমাণ প্রহরার বন্দোবস্ত করা হইবে। নির্বাচক মন্ডলীর সদস্যদের ভীতি প্রদর্শন, অন্যায়ভাবে কোথাও আটক বা কোনরূপ বলপ্রয়োগ করিলে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইবে। প্রদেশের নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি প্রশাসন বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করা হইয়াছে।

প্রয়োজনবোধে বেসামরিক কতৃপক্ষ তলব করিলে শান্তিরক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীও আগাইয়া আসিবে। নির্বাচন কেন্দ্রের ভিতরে ও বাহিরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য স্থানীয় কতৃপক্ষ প্রয়োজন -বোধে উপযুক্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবেন।

নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যদের নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানে বাধা দানের জন্য নির্বাচনের পূর্বে বা নির্বাচন চলাকালে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী অথবা ভোট কেন্দ্র হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় কোন সদস্যের প্রতি বলপ্রয়োগ করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট নির্বচনের ফলাফল	সরকারী	৮ই জানুয়ারী, ১৯৬৫

পরিশিষ্ট ৭
নির্বাচনী রিটার্ন, ১৯৬৫
রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচন কমিশনের নিকট দাখিলযোগ্য

প্রদেশ	ক্রমিক নম্বর	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম	প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা	অবৈধ ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত, বৈধ ও অবৈধ ভোটের মোট সংখ্যা	প্রত্যেক প্রার্থীর লব্ধ ভোটের শতকরা হার
পূর্ব পাকিস্তানে মোট	১।	ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান	২১,০ ১২	২৭৪	৩৯,৮২৪	৫৩.১২
	২।	জনাব কে,এম,কামাল	৯৩			.২৩
	৩।	মিয়া বশীর আহমদ	১১			.২
	৪।	মিস্ ফাতিমা জিন্নাহ্	১৮,৪৩৪			৪৬.৬০
			৩৯,৫৫০	২৭৪		৩৯,৮২৪
পূর্ব পাকিস্তানে মোট	১।	ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান	২৮,৯৩৯	৫৩৬	৩৯,৮৭৬	৭৩.৫৬
	২।	জনাব কে,এম,কামাল	৯০			.২৩
	৩।	মিয়া বশীর আহমদ	৫৪			.১৪
	৪।	মিস্ ফাতিমা জিন্নাহ্	১০,২৫৭			২৬.০৭
			৩৯,৩৪০	৫৩৬		৩৯,৮৭৬
পূর্ব পাকিস্তানে মোট	১।	ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান	৪৯,৯৫১	৮১০	৭৯,৭০০	৬৩.৩১
	২।	জনাব কে,এম,কামাল	১৮৩			.২৩
	৩।	মিয়া বশীর আহমদ	৬৫			.০৮
	৪।	মিস্ ফাতিমা জিন্নাহ্	২৮,৬৯১			৩৬.৩৬
			৭৮,৮৯০	৮১০		৭৯,৭০০

আমি, ১৯৬৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বচনী আইনের ৩৮(১) ধারা অনুসারে, এস্নারা ঘোষণা করছি যে, ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান সবোর্চ্চসংখ্যক ভোট লাভ করে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনের এই রিটার্ন এতদ্বারা নির্বাচনী কমিশনের নিকট পেশ করা হল।

স্থানঃ রাওয়ালপিন্ডি
তারিখঃ ৮ই জানুয়ারী, ১৯৬৫ সাল।

স্বাক্ষরঃ জি,মঈনুদ্দীন,
রিটার্নিং অফিসার।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ন্যাপের ১৪ দফা	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	৫ জুন,১৯৬৫

ন্যাপের ১৪ দফা-জাতীয় মুক্তির কর্মসূচী

(ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ৪ঠা, ৫ই, ৬ই ও ৭ই জুনের সভায় গৃহীত)

স্বাধীনতা লাভের ১৮বছর পর পাকিস্তান আজ বিগত দিনের পুঞ্জীভূত সমস্যায় জর্জরিত হইয়া এক যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটির পর আরেকটি সরকার আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে প্রতেকেই পুরাতনের সহিত নতুন সমস্যা যোগ করিয়াছে। ফলে শেষ পর্যন্ত কোন সমস্যাই দূর হয় নাই, উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দেশের সম্মুখে এক ভয়াবহ ইঙ্গিত বহনকারী সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে। এই সঙ্কটের গুরুত্ব আরও প্রকটিত হইয়াছে সেপ্টেম্বরের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়। যুদ্ধের সময় আমরা যে পরীক্ষায় সম্মুখীন হইয়া ছিলাম তাহার ফলে আমাদের বহু ভুল ধারণা পরিবর্তন হইয়াছে, বহু ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ফলিয়াছে। ক্ষমতাসীনেরা জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন যে-সমস্ত মৌলিক সমস্যা হিমাগারে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা নূতন গুরুত্ব লইয়া অকস্মাৎ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এবং অবসাদগ্রস্ত সমগ্র জাতিকে নাড়া দিয়াছে। বিগত সময়ের যে সকল সমস্যা সমাধান তো দূরের কথা স্পর্শই করা হয় নাই, উহা আজ অধিকতর গুরুত্ব লইয়া হাজির হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায় যে, সমস্যা আজ সমগ্র জাতির মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সমাধানের বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহনের আওয়াজ তুলিয়াছে।

পূর্বের যে-কোন সময় অপেক্ষা এখন আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তর্নিহিত ত্রূটি ও বৈসাদৃশ্যসমূহ প্রকটভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তাই আজিকার অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইল আমাদের সামগ্রিক জাতীয় গঠন প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট রূপ প্রদান করা। এবার দেশের অর্থনৈতিক পদ্ধতি, প্রশাসনিক কাঠামো, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং পররাষ্ট্রনীতি, প্রত্যেকটিই সত্যকার পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে এবং প্রমাণিত হইয়াছে যে, বর্তমানে অনুসৃত নীতির কোনটাই আমাদের প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

বর্তমান সরকার পদ্ধতি

বর্তমান পদ্ধতির সরকার পাকিস্তানের জনগণের জন্য সমপূর্ণ অনুপযোগী; এমনকি মারাত্মক ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পাকিস্তানে যে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি চালু রহিয়াছে, তাহা আমাদের দেশের প্রয়োজনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এক হাজার মাইল বিদেশী রাষ্ট্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ইহার দুইটি অংশ লইয়া পাকিস্তান এমন একটি প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি চালু রাখিতে পারে না, যেখানে সমস্ত ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল-এর মতো অবিকল একটি কেন্দ্রীয় সরকার, বাজেট ও আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতাহীন একটি জাতীয় পরিষদ, প্রেসিডেন্টের মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে দুইজন প্রাদেশিক গভর্নর ও তাঁহাদের নিজস্ব বাছাই করা ব্যক্তিবর্গকে লইয়া গঠিত মন্ত্রপরিষদদ্বয় ও কার্যতঃ ক্ষমতাহীন দুইটি প্রাদেশিক পরিষদ পাকিস্তানের প্রয়োজন মিটাইতে মোটেই সক্ষম নহে। বর্তমানে যে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি চালু রহিয়াছে তাহা পাকিস্তানের অদ্ভূদ ভৌগলিক বৈশিষ্ট ও ইহার বিভিন্ন ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সত্তাকে সুষ্ঠুভাবে শাসন করিতে পারে না; কারণ ইহা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপান্তরিত করিতে অক্ষম; যেহেতু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পরিষদ এমন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত নির্বাচকমন্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হন, যাঁহারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার পরিবর্তে একপেশে, উপজাতীয়, পারিবারিক ও অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর স্থানীয় অবস্থার

ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন, সেইহেতু রাজনৈতিক দিক দিয়া প্রেসিডেন্ট কিংবা জাতীয় পরিষদ পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন, এমন কথা বলা যায় না।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা

১। খাদ্য সমস্যাঃ পাক-ভারত যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হইয়াছে, এবং এই খাদ্য পরিস্থিতি এখন এত তীব্র রুপ ধারণ করিয়াছে যে, প্রদেশব্যাপী বিশেষ করিয়া গ্রাম অঞ্চলে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করিতেছে। চাউল প্রতিমণ ৪০ টাকা ও তদূর্ধ্ব মূল্যে বিক্রয় হইতেছে- যাহা শতকরা অন্ততঃপক্ষে ৯৫ জন লোকের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে। গ্রাম অঞ্চলের জনসাধারণ আরও অতিরিক্ত দুর্দশার সম্মুখীন হইয়াছে লেভী ব্যবস্থার ফলে। লেভী ব্যবস্থা এমনভাবে কার্যকরী করা হইয়াছে যে, ইহা জুলুমে পরিণত হয়েছে এবং ইহার সহিত সার্টিফিকেট প্রথা মিলিত হইয়া এই জুলুমকে গ্রামীণ জনসাধারণের নিকট আরও অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। এই সব কিছুই খাদ্য সমস্যাকে আরও তীব্রতর করিয়াছে এবং জনসাধারণের দুর্দশাকে বহুমুখী করিয়া তুলিয়াছে।

২। পাটচাষী প্রসঙ্গেঃ পাটচাষীদের উপর শোষণ অবাধভাবে অব্যাহত রহিয়াছে, উপরন্তু ইহা আরও তীব্র হইয়াছে। তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য তাহারা পাইতেছে মণপ্রতি ১৩ টাকা। ইহা তাহাদের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অনেক কম। ইহার ফলে পাটচাষীরা কোনক্রমে তাহাদের শ্রমমূল্য লাভ করিতে পারে- বাঁচার মত মজুরী তাহারা পায় না । পাটের ন্যায্য মূল্য বাধিয়া দেওয়া উহা কার্য্যকরী করার ব্যাপারে বাস্তব কোন কিছু করা হয় নাই। ফলস্বরূপ, পাট চাষীরা ১৮ বৎসর আগে যেখানে ছিল বস্ততঃ এখনও সেই একইস্থানে রহিয়াছে- পক্ষান্তরে, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ব্যয় মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বের তুলনায়ও বর্তমানে বহুগুন বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাটের বর্ধিত মূল্য হইতে পাটচাষীরা বঞ্চিত হইতেছে, কিন্তু পক্ষান্তরে মুনাফা করিতেছে ফড়িয়া, মিল মালিক ও রফতানীকারকরা।

৩। পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষকদের অবস্থাঃ সামরিক শাসনামলে বহুল প্রচারিত ভূমি সংস্কার আজ অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। প্রাক্তন ভূ-স্বামীরা সামরিক শাসনামলের এই সংস্কারকালে হারানো তাহাদের অধিকাংশ জমির উপর অধিকার পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছে এবং তাহারা পূর্বের ন্যায় উৎপন্ন শস্য নির্ভয়ে ও অবাধে নিজেদের গোলায় লইয়া তুলিতেছে। শত শত বৎসর ধরিয়া ভূমি মালিকেরা যেভাবে ভূমিহীন কৃষকদের উপর শোষণ চালাইয়া আসিতেছে সেই শোষণ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাহারা এখনও পূর্ব অধিকার ভোগ করিতেছে।

ভূমিহীন কৃষকদের এই দুর্দশার সহিত যোগ হইয়াছে 'অদৃশ্য ভূস্বামী' হিসাবে আমলাতন্ত্রীদের নির্যাতন। বাঁধ এলাকায় বা অন্যান্য সরকারী জমি এই সকল সরকারী কর্মচারীদের সুবিধাজনক দামে বা 'ইনাম' হিসাবে প্রদান করা হইতেছে। এইভাবে একটি 'অদৃশ্য ভূস্বামী' গোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়া চিরন্তন ভূমিহীন চাষীদের উপর তাহাদের চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। এবং তাহারাও এই 'অদৃশ্য ভূস্বামী' ক্রীতদাসে পরিণত হইতেছে।

ইক্ষুচাষীদের অবস্থা

পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশেই ইক্ষুচাষীরা শোষিত হইতেছে। চিনি মিল মালিকেরা উচ্চ মূল্যে চিনি বিক্রয় করিয়া যখন প্রচুর অর্থ উর্পাজন করিতেছি তখন ইক্ষুচাষীরা বিভিন্ন ধরনের শোষণের যাঁতাকলে নিস্পেষিত হইয়া তাহাদের ন্যায্য উর্পাজন হইতে বঞ্চিত। মিল মালিকেরা তাহাদের মর্জিমাফিক ইক্ষুর মূল্য

নিয়ন্ত্রন করিয়া থাকে। ইক্ষুর উপর তাহারা তাহাদের নিজেদের নির্ধারিত মূল্য চাঁপাইয়া দেয়। বেশী মূল্যে তাহারা ইক্ষু ক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়া ইক্ষুচাষীদের বাধ্য করে কম মূল্যে তাহাদের পণ্য বিক্রয় করিতে। ইক্ষুচাষীকে বাধ্য করিবার জন্য তাহারা কৃষকের পণ্য বিক্রয়ের উপর নানাবিধ বাধানিষেধ আরোপ করে। ইক্ষুর পরিবর্তে তাহারা মিলে কাঁচামাল হিসেবে 'গুড়' ব্যবহার করে। এইভাবে বিভিন্ন পন্থায় তাহারা ইক্ষুচাষীদের অনাহারে এবং করুণার পাত্র করিয়া রাখে।এই অবস্থায় মিল মালিকরা যে শর্ত আরোপ করে তাহা মানিয়া লইয়া নতি স্বীকার করা ভিন্ন ইক্ষুচাষীদের আর কোন গত্যন্তর থাকে না। ইক্ষুচাষীদের এই অবস্থার প্রতিকার বিধানের ব্যাপারে কাহারও মাথাব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না। ডেপুটি কমিশনারদের ন্যায় সরকারী কর্মচারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিণত বুদ্ধি সম্পন্ন ও অযোগ্য হইয়া থাকে এবং তাহারা প্রায়শঃই মিল মালিকদের লোভের শিকারে পরিণত হইয়া তাহাদের প্রতি সমর্থন প্রদান করিয়া থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিদিনই কৃষকদের অবস্থার অবনতি ঘটিতেছে। জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততায় বিনষ্ট হাজার হাজার একর জমি চাষের অনুপযোগী হইয়া পড়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলার কৃষকরা এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইয়াছে। অসংখ্য কৃষক আজ এই দুর্যোগময় ভবিষ্যতের মুখোমুখি হইয়াছে। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা ও অনাবৃষ্টি কৃষকদের একইরূপ অভিশাপের মত কাজ করে।

ইহারই ফলশ্রুতি দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্রথম ক্ষেত্রে, কৃষি উৎপাদন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ কৃষক অধিকহারে ভূমিহীন ও কর্পদহীন হওয়ার দরুন শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ, বাজার সম্প্রাসরণের পরিবর্তে দ্রুত সংকুচিত হইতেছে- যাহার ফলে গুরুতর জাতীয় সংকটের সৃষ্টি হইতেছে।

শ্রমিকদের অবস্থা

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্যের ফলে শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবনধারণ ক্রমশঃ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। কল-কারখানার মালিকগণ স্বাধীনভাবে ও নির্ভয়ে শ্রমিকদের শোষণ করিয়া প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। কিন্তু শ্রমিকগণ কয়েক বছর আগে যে বেতন পাইতেন, এখনও কার্য্যতঃ সেই বেতনই পাইতেছেন। ধর্মঘট ও যৌথ দরকষাকষির মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া শ্রমিকদিগকে মালিকেরা খেয়ালখুশীর তাঁবেদার এককক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা হইয়াছে। তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দশা ক্রমাগতবৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, অথচ তাঁহাদের বেতনের হারের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, তদুপরি তাঁহাদের অধিকারসমূহকে খর্ব ও পদদলিত করা হইয়াছে। বিড়ি শ্রমিকগণ বিশেষভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। টেন্ডু পাতার ব্যবহার ও আমদানী নিষিদ্ধকরণের ফলে তাঁহার বেকারত্ব ও অনাহারের সম্মুখীন হইয়াছে।

ছাত্রদের অবস্থা

শিক্ষা ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবসায় পরিণত হইতেছে। স্কুল- কলেজের বেতন প্রদান করা অধিকাংশ পিতামাতার ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। অধিকহারে স্কুল, কারিগরি ও মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে দৃষ্টি না দেওয়ার ফলে অধিকাংশ পিতা-মাতা তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি করাতে পারেন না। পাঠ্য পুস্তকের ব্যবসায় চরম জালিয়াতি চলিতেছে। প্রতি বছর পাঠ্য-পুস্তক বদল করার ফলে পুরনো বই আর ব্যবহার করা যায় না। বহু অর্ডিন্যান্স ও অন্যান্য নিয়মকানুনের মাধ্যমে ছাত্রদের স্বাধীন ও অবাধ বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া এবং দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে তাহাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলশিক্ষকগণ এক বিশেষ দুর্দিনের মধ্যে কালযাপন করিতেছেন, তাহাদের কার্যকলাপের উপর গোপন খবর রাখা হইতেছে ও বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হইতেছে।

শিল্পখাত

একচেটিয়াবাদ ও কার্টেলের স্বার্থে পুঁজির একত্রীকরণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা পাকিস্তানের জন্য শুভ ইঙ্গিত নয়। ইহা আরও বেশী ভয়াবহ এই কারণে যে, এই নতুন ধারাটি সরকারের আনুকূল্য ও উৎসাহ লাভ করিতেছে। ইহা আমাদের জন্য উদ্বেগজনক যে, সম্প্রতি অনুমোদিত ৪৮টি নতুন শিল্প রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই সকল উপকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে মুখচেনা রাজনীতিক, আমলা, বর্তমান ও অতীতের বহু মন্ত্রী ও পরিষদ সদস্য রহিয়াছেন। এই সমগ্র নীতিটিকে রাজনৈতিক ঘুষ বলিয়া মনে হয়। ইহা সকলেই জানেন যে, এই সকল শিল্প স্থাপনের জন্য যাঁহাদিগকে অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা সকলেই এই পারমিটগুলো খোলা বাজারে বিক্রী করিতেছেন এবং বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠী একটি টেক্সটাইল মিলের (সুতা কল) পারমিটের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত নয়। সরকারী খাত হইতে ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্প প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর মনোপলির স্বার্থে কাজ করিতেছে। জরুরী সম্পত্তি আইনের সাহায্যে দখলকৃত চা-বাগানসমূহ বিশেষ সুবিধাভোগী একচেটিয়া পুঁজির মালিকদিগকে প্রদান করা হইয়াছে।

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের যুদ্ধ

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পাক-ভারত যুদ্ধের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ফল পাইয়াছে। ইহা একদিকে আমাদের সকলের মধ্যেকার দেশপ্রেমের চেতনা প্রকাশ করিবার পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছিল। তুরখাম হইতে টেকনাফ পর্যন্ত সর্বত্র প্রতিটি পাকিস্তানী দেশ রক্ষার কাজে সামিল হইয়াছিল। ৬ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রতি ইঞ্চি ভূমির স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষাকল্পে মহতী ত্যাগের প্রস্তুতিতে জনগণ নতুন সত্তা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

পাকিস্তানের উভয়াংশ ও ইহার দূর অঞ্চলের জনগণ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা পাকিস্তান, ইহার সংহতি ও ঐক্যের স্বপক্ষে। সাধারণ মানুষের কোন রাজনৈতিক চেতনা নাই- জনগণের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকারের মাধ্যমে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া ব্যক্তিগত শাসন চিরস্থায়ী ও সীমাহীন সম্পদ কুক্ষিগত করিতে যাহারা অভিলাষী জনগণ তাহাদের এই হীন এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন। আর বেশী দিন জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহকে অস্বীকার করা যাইবে না এবং জনগণ আর অধিক দিন স্বৈরতন্ত্রকে সহ্য করিবে না কিংবা এক-নায়কত্ববাদকেও গ্রহণ করিবে না।

দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে,এই অঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর অধীনে পাক-ভারত উপ-মহাদেশে একটি যৌথ প্রশাসন ব্যবস্থা সৃষ্টি করিয়া আমেরিকার টাকা ও অস্ত্রের সাহায্যে আমাদের উত্তর অঞ্চলের প্রতিবেশীগণকে প্রতিহত করিবার এবং তদ্বারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে নির্ণয়ের সাম্রাজ্যবাদীদের মহাপরিকল্পনা নিদারুণভাবে মার খাইয়াছে।

পাকিস্তান ও ইহার জনগণ সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ভারতের সাথে সরাসরি একত্রীকরণ বা কনফেডারেশন গঠন কিংবা যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অথবা যৌথ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরীকরণের সম্ভাব্যতার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছিল সাময়িকভাবে হইলেও তাহার অবসান ঘটিয়াছে।

ইহা দুর্ভাগ্যজনক যে, সরকারের বিভিন্ন প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধের প্রচারের সাথে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়া দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তোলা হইয়াছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্বিচার আক্রমণের শিকারে পরিণত হইয়াছিল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

১৯৫৮ সালে কতিপয় সমর নেতা কর্তৃক পাকিস্তানের মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বাতিল, আমাদের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন, জাতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতের সাথে সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের ফলাফল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ এবং এই অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছাসহ ১৯৫৭ সালে ন্যাপের জন্মলগ্ন হইতে এ যাবৎ সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে ১৯৫৭ সালে আমরা সুস্পষ্টভাবে যে বক্তব্য তুলিয়া ধরিয়াছিলাম, তাহার সত্যতাই প্রমাণ হইয়াছে। ইতিহাস আমাদের চিন্তাধারার যৌক্তিকতা ও ঘটনাপ্রবাহ জাতীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ নির্ভুল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদলের লইয়া গঠিত ফেডারেল সরকারের সাথে জনগণের সরাসরি যোগাযোগকে অস্বীকার করার ফলে সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পরে এক গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও তাঁহার দলের যে কোন জাতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র নাই তাহা উদঘাটিত হইয়াছে। এবং জনগণের বিরুদ্ধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ভীতি প্রদর্শন ব্যতিরেকে কোন বিস্ফোরণোন্মুখ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে তাহারা অক্ষম। ইহা অত্যন্ত দুভার্গজনক, গত ৮ বছর যাবৎ দেশ যে গণপ্রতিনিধিত্বহীন স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাঁতাকালে নিষ্পিষ্ট হইতেছে, ইহা তাহারই প্রত্যক্ষ ফল।

খাদ্যের ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান সঙ্কট আমাদের অর্থনীতির দুর্বল চরিত্রকে প্রকট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। চড়া হারের সুদে কোটি কোটি ডলারের সাহায্যে গ্রহণ করিয়াও সরকার জনসাধারণের অর্থনৈতিক সম্পদ দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান ভাবে পুঞ্জীভূত হইয়া ওঠা এবং আমলাতন্ত্রের একটি নূতন ও শক্তিশালী ভূস্বামী ও শিল্প অভিজাত শ্রেণীতে রূপান্তর এমন এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে ছাড়া যাহারা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

বহুদিন পূর্বেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ইহা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি সাধনে ব্যর্থ হইয়াছে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের হাতে দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হওয়া এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা উচিত। শিল্প উন্নয়নের সুফলগুলি ও অর্থনৈতিক উন্নতি কতিপয় এলাকায় অথবা মুষ্টিমেয় পরিবারের মধ্যে যেন সীমাবদ্ধ না হয়, তাহার নিশ্চয়তা বিধানও একান্ত আবশ্যক। যাহাদের বুঝিবার সদিচ্ছা আছে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য আমাদের পার্টির পক্ষ হইতে ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রূপরেখা বর্ণিত রহিয়াছে। চীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, তুরস্ক ও অন্যান্য আফ্রো- এশীয় দেশ প্রমাণ করিয়াছে যে, পাকিস্তান তাহাদের মৈত্রিক উপর নির্ভর করিতে পারে। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বরূপ উদঘাটিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের বৈদেশিক সর্ম্পকের এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা ঘেঁষা রূপরেখা নূতন করিয়া অনুমোদিত হইয়াছে। ঘটনা প্রবাহ বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভূমিকার অকাট্য যৌক্তিকতা হাজির করিয়াছে।

অনেক মূল্যের বিনিময়ে দেশ আজ বুঝিতে পারিয়াছে যে, রাওয়ালপিন্ডি হইতে পাকিস্তানকে রক্ষা করা হইবে, উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত এই তত্ত্ব বাস্তব অথবা কার্যোপযোগী নয়। পাকিস্তানের দুই অংশের প্রতিরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের এবং প্রতিরক্ষা নীতির সমন্বয় সাধনজনিত প্রয়োজনাদিসাপেক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে নৌ-সদর দফতর স্থানান্তরের অত্যাবশ্যকতার কথা ১৯৫৭ সালের প্রণীত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারী খাতে মূল ও ভারী শিল্প স্থাপনের দাবীও করিয়াছিলাম। যদি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইত এবং আমলাতন্ত্র উহাকে উপেক্ষা না করিত তবে

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত অসহায় অবস্থা এবং অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপন করিয়া দেশের উভয় অংশ কর্তৃক অস্ত্রশস্ত্র নিজ নিজ চাহিদাপূরণের ব্যাপারে অক্ষমতা, যাহা সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের সময় প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল, এড়ান সম্ভব হইত।

পাকিস্তানের উভয়াঞ্চলের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসাবে যাহা প্রকটভাবে দেখা দিয়াছে, আমরা শুরু হইতেই উপলব্ধি করিয়াছি। আমরা ১৯৫৭ সালে দাবী করিয়াছিলাম যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসিত দুইটি ইউনিটের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে একটি পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম এবং জনকল্যাণমূলক ফেডারেল রাষ্ট্র' হিসাবে গড়িয়া তোলা উচিত। আমরা পাকিস্তানকে এইরূপ একটি রাষ্ট্র হিসাবে দেখিয়াছি যেখানে রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার জনসাধারণেরই উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ও যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত গণপরিষদ উহা প্রয়োগ করিবে। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি আঞ্চলিক ফেডারেশন হিসাবে পুনর্গঠনের দাবী করিয়াছি, যাহার আইন পরিষদে কোন একটি প্রদেশ অন্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক আসনের অধিকারী হইবে না এবং ভাষা ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে প্রদেশসমূহ পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি।

পাকিস্তানের উভয়াঞ্চলের জনসাধারণ দরিদ্র, নির্যাতিত এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার, স্বাধীনতা ও মর্যাদা হইতে বঞ্চিত। আমরা মনে করি সমাজতান্ত্রিক সমাজকে গ্রহণ করাই ইহার জবাব। বিভিন্ন দেশে মানুষের অর্জিত শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি পরিহার করা উচিত। সকল পাকিস্তানীকেই আমাদের জাতীয় সম্পদের অংশীদার বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। ইহাদের পূর্ণ আত্মবিকাশের অধিকার রহিয়াছে এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অধীনে সম-সুযোগের অধিকার রহিয়াছে।

বর্তমানে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক আরোপিত শাসনতন্ত্র ও সরকারী নীতিসমূহ শুধু যে একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী এক ব্যক্তির হাতের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া দিয়াছে তাহাই নয় ইহা জনসাধারণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতাকে অস্বীকার করিয়াছে। সম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এই অবস্থায় আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হইবে এমন একটি প্রতিনিধিত্বশীল ও গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়িয়া তোলা যেখানে ক্ষমতা একটি সম্পূর্ণ সার্বভৌম আইন পরিষদে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। পাকিস্তানে সকল অংশের ঐক্য রক্ষায় ও সকল পাকিস্তানীর অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামের ব্যাপারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সকল নাগরিকের সমান সুযোগ, বিভিন্ন এলাকা ও জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ হইতেছে আমাদের সামনে যে সমস্যাবলী রহিয়াছে উহার প্রত্যুত্তরে আমাদের জবাব। সকল পাকিস্তানীর জন্য জনগণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক আমাদের লক্ষ্য। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যার সমাধান অবশ্যই করিতে হইবে এবং উহার জনগণের উপর বিদেশী, পূর্ব পাকিস্তানী বা পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি যেই হউক না কেন তাহাদের শোষণ খর্ব ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। দেশের সকল অংশকে যথাযথভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সকল অঞ্চলের জনসাধারণকে জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। সেনাবাহিনীকে জাতীয় ভিত্তিতে গঠন করিতে হইবে, এবং ক্রমশঃ উহার গঠন জনসংখ্যার আনুপাতিক হইতে হইবে। জাতীয় প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রা এবং এই সকল বিষয়ে কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ফেডারেল সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকিবে। এবং এইগুলি ছাড়া অপরাপর সকল বিষয়কেই প্রাদেশিকীকরণ করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সেনাবাহিনীকে ভিত্তি করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানকে প্রথম অগ্রাধিকার দিতে হইবে। গণতন্ত্র, স্বায়ত্বশাসন ও সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে ঐক্য ও স্বাধীনতার পথে আগাইয়া চল- ইহাই হইতেছে আমাদের শ্লোগান।

সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ

আমরা একথা বলিতে পারি না যে, একটা দেশের মধ্যে যেমন একদল বঞ্চিত ও একদল বিত্তশালী রহিয়াছে তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মুষ্টিমেয় কয়েকটি রাষ্ট্র সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়াছে। সর্বপেক্ষা ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি সহ একটি নূতন ধরনের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র, অর্থ ও ক্ষমতার উপর তাহার একচেটিয়া অধিকার কায়েম রাখার জন্য, মনুষ্য জাতির উপর একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। ভিয়েৎনামে যুদ্ধ সম্প্রসারণ, চীনের বিরুদ্ধে নয়া মোকাবেলা, ভারতকে দ্রুত অস্ত্রসজ্জিতকরণ, সেন্টো ও সিয়েটো ধরনের সংস্থা গঠনের নয়া প্রচেষ্টা- এইসব কিছুই ঐ অভিসন্ধি নির্দেশ করে। পাকিস্তান সম্প্রতি উহার বাণিজ্যিকে বহুমুখী করার এবং চীন, সোভিয়েথ ইউনিয়ন, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও আফ্রো-এশীয়-লাতিন আমেরিকান রাষ্ট্রগুলির সহিত সর্ম্পক উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু আমরা এখনও সেন্টো-সিয়োটা হইতে বাহির হইয়া আসি নাই। এবং এখনও আমাদের দেশে মার্কিন সরকারের ঘাঁটি বিদ্যমান রহিয়াছে। বিদেশী পুঁজিপতিদের শোষণ, ইহারা আমাদের দেশের পুঁজিপতিদের মধ্যে উৎসুক মিত্র খুঁজিয়া পায়, বর্তমানে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য পূবাহ্নে প্রুতিশ্রুত অর্থ সাহায্য করিয়া যুক্তরাষ্ট্র আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করিতেছে। পাকিস্তানের পুঁজিপতি ও আমলাতন্ত্রীরা এই সকল ব্যাপরে গভীর উৎকণ্ঠিত এবং আমাদের জাতীয় স্বার্থ আর একবার বিক্রয় করিবার হুমকি দিতেছে। ইহাকে প্রতিহত করার জন্য জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে এবং আমাদের পরিকল্পনাবিদদের অবশ্যই আমাদের জাতীয় সম্পদের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করিতে হইবে। আমাদের ত্যাগ স্বীকার এবং নূতন উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে রাষ্ট্রীয় খাতে স্থানান্তরকরণ মার্কিনী হুমকীর প্রতিক্রিয়াকে আংশিকভাবে ঠেকাইতে সক্ষম হইবে।

সঠিকভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য অবশ্যই আমাদের শত্রুদের অবস্থান, তাহাদের বর্তমান রণনীতি ও কৌশল সর্ম্পকে অবহিত হইতে হইবে। আমরা এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সাম্রাজ্যবাদই আমাদের প্রধান শত্রু আর তাই, তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাম্রাজ্যবাদ কি রণনীতি ও কৌশল গ্রহণ করিতেছে সে সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল থাকিতে হইবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গত কয়েক বৎসর এশিয়া ও আফ্রিকায় বহু স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে। এই সকল নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক দেশের সহয়াতায় অনেকটা স্বাধীন অর্থনীতি গড়িয়া তুলিতেছে। কিছু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র মুক্তি অর্জনের জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ইতিমধ্যোই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত এক তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছে। এই সবই পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটকে গভীরতর করিতেছে এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যেকার বিরোধকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। এই অবস্থা হইতে নিজেদের রক্ষা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা, মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রজ্যবাদী চক্র, বারবার যুদ্ধোন্মাদনাসহ বিভিন্ন ধরনের উদ্ধত প্ররোচনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ভিয়েতনামে নিয়মিত যুদ্ধ শুরু করিয়াছে। তাহারা লাওসে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করিতেছে এবং কম্বোডিয়াকে হুমকি প্রদান করিতেছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে বারংবার নাজেহাল হইয়া তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা যুদ্ধকে আরও বিস্তৃত করিতে চায়। তাহাদের লক্ষ্য হইতেছে চীন। চীনা ভূখন্ডের উপর সাম্প্রতিককালে মার্কিন বিমানের বেআইনী উড্ডয়ন ইহার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। এ ব্যাপারে ভারতের বর্তমান শাসকশ্রেণী যুক্তরাষ্ট্রের সহিত হাত মিলাইয়াছে। ‘নেফা’ কে শক্তিশালী করার ব্যাপারে সামরিক দিক দিয়া পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্ব সমধিক। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টি পূর্ব পাকিস্তানের উপর পতিত হওয়ার কথা। অধিকন্তু, যখনই সম্ভব সাম্রাজ্যবাদীরা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দকে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। তাহার বিভিন্ন সামাজিক, জাতীয় ও উপজাতীয়দের মধ্যে সংঘর্ষের প্ররোচণা দেয় এবং বিভিন্ন রাজনীতিককে পরস্পরের

বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়া সব চাইতে প্রতিক্রিয়াশীল ও দুর্নীতিপরায়ণ এমন সকল রাজনীতিককে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করায়, যাহাদের উন্নতি বৈদেশিক পুঁজির সাথে সহযোগিতা ও সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। পাকিস্তানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা প্রকাশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি দরদ প্রকাশ করিতে শুরু করিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ম্যাকনগী পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে প্রকাশ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের সাহায্য করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে একদা মার্কিন শিখন্ডী নগো দিন দিয়েমের অপসারণ ও হত্যা ইহাই প্রমাণ করে যে, যদি তাঁবেদার তাহাদের উদ্দেশ্য হাসিল করিয়া দিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সেই তাঁবেদারকে হত্যা করিতেও সাম্রাজ্যবাদীরা এতটুকু দ্বিধা করে না। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বিশ্বের এই অঞ্চলে মার্কিন বিশ্বরণপরিকল্পনাকে সাহায্য না করার জন্য বর্তমান সরকারের প্রধানের উপর মার্কিনীরা সন্তুষ্ট নহে।

শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আমাদের নিজস্ব শক্তি সম্পর্কে ধারণা রাখা প্রয়োজন।

আমাদের জনগণ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ততটা সচেতন নহে। বিগত পাক-ভারত যুদ্ধ জনগণকে অন্ততঃ মার্কিনবিরোধী করিয়াছে। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে, তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন এই মার্কিনবিরোধী মনোভাবকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবে পরিণত করা সহজতর হইয়াছে। আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী অবস্থানের ফলশ্রুতি হিসেবে জনগণ অধিক ট্যাক্স, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য, বিভিন্ন ফসলের নিম্নমূল্য ও চরম দুর্নীতির চাপ নিশ্চয় অনুভব করিয়া থাকেন। ট্যাক্স, ব্যবসায় একচেটিয়া আধিপত্য, দুর্নীতি প্রভৃতি সমস্যার উপর আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে বর্তমান অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সামিল করার ও তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী করিয়া তোলার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

কাশ্মীর

এই সমস্যার দ্বারা যে ব্যাপক আবেগের সৃষ্টি হইয়াছে এই কমিটি তাহা পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করে এবং তাহার সহিত ঐকমত্য। কাশ্মীরবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সমর্থন বিশ্বের স্বাধীনতা ও শান্তির সংগ্রামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়াই আমরা মনে করি। যে পর্যন্ত কাশ্মীরবাসী তাঁহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নহে এমন একটি সরকারী ব্যবস্থার অধীনে নিষ্পিষ্ট হইতে থাকিবেন এবং তাঁহাদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার প্রদান সম্পর্কে ১৯৪৯ সালে ভারত, পাকিস্তান ও জাতিসংঘের মধ্যে যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করা হইবে ততদিন পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ায় অনিশ্চয়তা বিরাজ করিবে এবং ভারত ও পাকিস্তান তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহাদের জনগণের দুখ-দুর্দশার অবসানকল্পে সর্বতোভাবে তাহাদের শক্তি নিয়োগ করিতে পারিবে না।

উপসংহার

জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপাইয়া দেওয়া একটি অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অধীনে দেশ আজ নিষ্পিষ্ট হইতেছে। দুর্নীতি জাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। পুঁজিপতি ও সমাজবিরোধীরা তাহাদের জীবনের চরম সুযোগ লাভ করিতেছে। এক রাজনৈতিক শাসরুদ্ধকর ও বুদ্ধিবৃত্তির স্থবিরতার পরিবেশে মানুষের মন আজ দ্বিধাগ্রস্ত, মৌলিক স্বাধীনতার অস্বীকৃতি দেশের মূলে আঘাত হানিতেছে এবং সন্দেহ ও হতাশার এক পরিবেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ লাভ করিতেছে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় র্কাযনির্বাহী সংসদ জনগণের ঐক্য, প্রদেশসমূহের স্বায়ত্বশাসন, পাকিস্তানের সংহতি, ফেডারেল ধরনের র্পালামেন্টারী গণতন্ত্র, বর্তমান স্বৈরাচারী একনায়কত্বের উচ্ছেদ সাধন ও

সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে, পার্টি ও জনগণকে সংগঠিত করার জন্য পার্টির সকল সদস্যের প্রতি আহবান জানাইতেছে। এই উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নলিখিত দাবীসমূহ আদায়ের জন্য সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সকল পাকিস্তানীকে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহবান জানাইতেছিঃ

১। বর্তমান আইন পরিষদগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রত্যক্ষ ও প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নূতন আইন পরিষদ নির্বাচন করিতে হইবে এবং অনুরূপভাবে নির্বাচিত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলির ব্যবস্থা করার জন্য শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবেনঃ

(ক) ফেডারেল শাসন ব্যবস্থার অধীনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান। পাকিস্তানের উভয় অংশকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান। কেবলমাত্র দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা এই তিনটি বিষয়ের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে। অন্যান্য সকল বিষয়ের দায়িত্ব পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(খ) সংস্কৃতি ও ভাষার সমতা এবং ভৌগলিক সংলগ্নতার ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ হিসাবে পুনর্গঠন।

পশ্চিম পাকিস্তানের পুনর্গঠিত প্রদেশসমূহের গণতান্ত্রিক গঠন কাঠামো একইরূপ হইবে এবং তাহারা (প্রদেশসমূহ) একটি আঞ্চলিক ফেডারেশনে ঐক্যবদ্ধ হইবে। এই ফেডারেশনের আইন পরিষদে কোন প্রদেশই নিজের সংখ্যাধিক্যের বলে একত্রে অবশিষ্ট প্রদেশসমূহ অপেক্ষা বেশীসংখ্যক আসনের অধিকারী হইতে পারিবে না এবং প্রদেশসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যে সকল বিষয়ে একমত হইবেন,পরিষদ সেই সকল সাধারণ বিষয় কার্যকর করিবে। একটি আঞ্চলিক ফেডারেশনের দ্বারা বর্তমান এক-ইউনিট ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার উপরোক্ত লক্ষ্য শাসনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে অর্জন করা হইবে। বর্তমান উপজাতীয় এলাকা, দেশীয় রাজ্য, ইজারাধীন এলাকা, এজেন্সী সমূহ ও অনুরূপভাবে এলাকাসমূহকে সন্নিহিত প্রদেশগুলির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যুক্ত করিতে হইবে। যাযাবর, আধা-যাযাবর ও উপজাতীয় জনসাধারণকে বৃহত্তর জীবনের সহিত সম্পৃক্ত করিতে হইবে যাহাতে তাহার উন্নত নাগরি জীবনের সুযোগ- সুবাধাদি ভোগ করিতে পারে।

সকল পাকিস্তানীর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব বোধের বিকাশকে উৎসাহিত ও শক্তিশালী করিতে হইবে। সামাজিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহিত করিতে হইবে। এবং উভয়াঞ্চলীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও স্বল্পব্যয়সাধ্য করিতে হইবে।

(গ) পরিষদগুলিকে আইন ও বাজেট পাশের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে এবং প্রেসিডেন্ট ও গভর্নরগণের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রহিত করিতে হইবে।

(ঘ) জনগণকে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৪৮ সালে গৃহীত মানবাধিকার সনদে স্বীকৃত সকল অধিকার ভোগ করিতে দিতে হইবে।

২। পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ঘোষিত জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করিতে হইবে। সকল দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। প্রিন্স করিম, আবদুস সামাদ খান আচাকযাই, আতাউল্লাহ খান মেঙ্গল,মণিকৃষ্ণ সেন, আবদুল হালিমসহ রাজনৈতিক কারণে সাজাপ্রাপ্ত ও বিনা বিচারে আটক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল

বন্দীকে আশু মুক্তি দিতে হইবে। রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে সকল বিচারাধীন মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং রাজনৈতিক কারণে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ও জরিমানা প্রর্ত্যপণ করিতে হইবে

৪। পাকিস্তানকে 'সিয়াটো' ও 'সেন্টো' হইতে সদস্যপদ প্রত্যাহার করিতে হইবে। পাকিস্তানে সকল মার্কিন ঘাঁটির বিলোপ সাধন করিতে হইবে এবং এই ধরনের আর কোন চুক্তিতে জড়িত হওয়া চলিবে না।

৫। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা কাঠামোকে পুর্নগঠন করিতে হইবে। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইবে। নৌ-বাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

৬। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও শিল্পসংক্রান্ত নীতির প্রধান লক্ষ্য হইবে এখানকার জনসাধারণের কল্যাণ সাধন। পূর্ব পাকিস্তান হইতে পুঁজি পাচার বন্ধ করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তান বা পশ্চিম পাকিস্তান যেখানেই হউক না কেন, জনসাধারণকে শোষণের এবং গুটিকয়েক পরিবার কর্তৃক দেশের সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করার চেষ্টাকে বন্ধ করিতে হইবে। সকল গুরুত্বপূর্ণ ও মূল শিল্পগুলি সরকারী খাতে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

৭। দেশরক্ষা শিল্প সরকারী খাতে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে এবং উহা দেশের উভয়াংশে স্থাপন করিতে হইবে।

৮। আমলাতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এবং ব্যাঙ্ক,বীমা কোম্পানী ও পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৯। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির পরিমান পূর্ব পাকিস্তানে ৩৩ একর ও পশ্চিম পাকিস্তানে ১০০ একরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। সরকারের খাস জমির মজুরী অথবা হস্তান্তর শ্রমজীবী কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে ৫ একর ও পশ্চিম পাকিস্তানে ১২ একর পর্যন্ত জমি খাজনা মওকুফ করিতে হইবে। সামরিক শাসনামলে বর্ধিত খাজনা, ট্যাক্স প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। শ্রমিক সংগঠনের উপর বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং আই.এল.ও কনভেনশনে যে সকল অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। জীবনধারণের নূন্যতম মজুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

১১। সকল স্তরে সকলের নিকট মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার দ্বারা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। হাদুমুর রহমান কমিশনের রির্পোট বাতিল করিয়া একটি নূতন গণতান্ত্রিক কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে।

১২। বেলুচিস্তানে নির্যাতনের অবসান ঘটাইতে হইবে এবং সর্দারী প্রথা বাতিল করিতে হইবে।

১৩। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা প্রতিরোধ করিবার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৪। সাধারণ মানুষের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের বোঝা হ্রাসের জন্য কর ধার্য করার পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে।

জনাব মহিউদ্দিন আহমদ,যুগ্ম-সম্পাদক পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত এবং আরফান প্রেস ঢাকা হইতে মুদ্রিত।

পৃ ২৬৭

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬- দফা কর্মসূচী	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ	ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

আমাদের বাঁচার দাবী
৬-দফা কর্মসূচী

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবীরুপে ৬- দফা কর্মসূচী দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ দফা দাবী, যুক্ত-নির্বাচন প্রথার দাবী, ছাত্র-তরুণদের সহজ স্বল্প-ব্যয় শিক্ষা-লাভের দাবী, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবী ইত্যাদি সকল প্রকার দাবীর মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬- দফা দাবিতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি- তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬- দফা দাবি অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে ৬- দফা দাবী আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবীতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম, তাঁদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এঁদের অফুরন্ত, মুখ এঁদের দশটা,গলার সুর এঁদের শতাধিক। এঁরা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এঁরা আছেন সরকারী দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এঁরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তুপূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনির বেলায় এঁরা সকলে একজোট। এঁরা নানা ছলা-কলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এঁরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না তাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ৬-দফা প্রতিটির দফার দফাওয়ারী সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতে এবিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি, সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী, বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানী মাত্রেই এই সব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ এক বাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোটও দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তার মধ্যে অন্যতম প্রধান দাবি। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারী ক্ষমতার অধিষ্ঠিত। সরকারী সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর-প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনও নতুন দাবি তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরাণ দাবিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর-প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যাঁরা আঁতকাইয়া উঠেন, তাঁরা হয় পাকিস্তান সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমী স্বার্থীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান।

এই দফায় পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইন সভার সার্বভৌমত্বের যে দাবি করা হইয়াছে তাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভাল, না প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন ও ক্ষমতাহীন আইনসভাই ভাল, এ বিচার-ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্যসংহতির এই তরফদারেরা এই সব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাই-এর প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁরা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণ-ভোট হইয়া যাক।

২নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকী সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে হইয়াছিল। ইহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারনে কংগ্রেস চুক্তি-ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার, চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য কিন্তু তার যুক্তিগত কারণও

আছে। অখন্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখন্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে-যে বিষয়ে ফেডারিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখন্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশাওয়ার হইতে চাঁটগাঁও পর্যন্ত একই রেলে চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ত নয়ই বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন-টেলিগ্রাফ পোষ্টাফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুই বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি ৩নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে ‘প্রদেশ' না বলিয়া ‘স্টেট’ বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থী শোষকেরা জনগণকে এই বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, ‘স্টেট’ অর্থে আমি ‘ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট’ বা ‘স্বাধীন রাষ্ট্র’ বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র বড় বড় ফেডারেশনেই ‘প্রদেশ’ বা ‘প্রভিন্স’ না বলিয়া ‘স্টেটস’ বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফেডারেল র্জামানী, এমন কি আমাদের প্রতেবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশসমূহকে ‘স্টেট’ ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পাশ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা ‘প্রদেশ’ নয় ‘স্টেট’। এর যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া ‘স্টেট’ হওয়ার সম্মান পাইতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অলটার্নেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবেঃ

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক, সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র ‘স্টেট’ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানের পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রে হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টার্নেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ-দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোন সুপারিশ করিয়াছি, এ কথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তবেই শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজীব

হইবেন। আমরা তাঁহাদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য মানিয়া লইয়াছি,তারা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থাগতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবে তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না; পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া বৃটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থ বিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকার নজির ডুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাঙ্ক দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধবংস হয় নাই; তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভেঙ্গে পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দন্ডপ্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাদের ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোন অর্থমন্ত্রী বা অর্থদফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিকসমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐসব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুদিন আগ হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শনস্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নকশার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোন ও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোন পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই।মুদ্রা ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন সরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্কসহ সমস্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু-একখানি ব্যাঙ্ক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এইসব ব্যাঙ্কের ডিপোজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মত একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানি দরকার হইলে টিউবয়েল খুঁদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউবয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটাল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছেন। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্ল্যাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতিহেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের র্দুমূল্যতা, জনগণের বিশেষতঃ পাটচাষীদের দুর্দশা সমস্তর জন্য দায়ী এই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্ল্যাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পরিলে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এ অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশী চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্য্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরুপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্র নীতিই চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার ও অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ আর একটা কথাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি তাঁদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাঁরা এসব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ তাঁদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুন্ঠন করার অধিকার। তাঁরা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্য্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মত পূর্ব পাকিস্তানে যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারী তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁরা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্য্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁরা এ খবরও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান বৃটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও ট্যাক্স ধার্য্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা অর্থদফতর বলিয়া কোনও বস্তর অস্তিত্বই নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই টাকা ট্যাক্স ধার্য্যে ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকায় হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকার আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না । প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ ট্যাক্স ধার্য্যে ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসার বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়তঃ অঞ্চলে ট্যাক্স ধার্য্যের ক্ষমতা ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য্যে ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসার বাহিনীকেও উন্নততর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চর্তুথতঃ ট্যাক্স ধার্য্যে ও

অদায়ের একত্রীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থ-বিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিংগল ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। সিংগল ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছিঃ

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

(২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

(৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে।

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতই অত্যাবশ্যক।

পাকিস্তানের আঠারো বছরের বার্ষিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলাইলেই দেখা যাইবে যেঃ

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না ওঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানী করে আমদানী করে সাধারণতঃ তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্রেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশী। বিদেশ হইতে আমদানী করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ার থাকার ফলে আমাদের এই দুর্দশা।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য তো দূরের কথা আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি

ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারে না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যতদিন পাট থাকে চাষীরা ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনের-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এ খেলা গরীব পাট-চাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট-ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানীকে সরকারী আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি । এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়। আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানী-রফতানী সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

৬নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নূতনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করেছিলাম। তাতো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই,পি,আর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌবাহিনীর হেডকোর্য়াটার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বারো বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজ হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতের দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরূপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যতঃ আমাদেরকে তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির কারণে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। অস্ত্র-কারখানা স্থাপন করুন। নৌ-বাহিনীর সদর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এ সব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে অল্প খরচে ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের এত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়ে যাওয়া হয় কেন? ঐ সব প্রশ্নের উত্তর চাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারি অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হবে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইবোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে :

এক. তারা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

দুই. আমি যখন বলি পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছে। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না? কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগলিক অবস্থান এবং সেই অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন যদি, পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত, তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুন শতকরা চুরানববই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইত পূর্ব পাকিস্তানে। আপনার জানেন অর্থ-বিজ্ঞানের কথাঃ সরকারী আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারী ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই কিন্তু সরকারী ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই প্রেরণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়ছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরীব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত তবে এই সব খরচ পূর্ব পাকিস্তান হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা এই পরিমাণ ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণে গরীব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যেসব দাবি করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার তহমত দিতেছেন সেই সব দাবী আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মতো আঠারো বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

তিন. আপনারা ঐসব দাবি করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম. জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ, আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ওসব আপনাদের হক পাওনা। নিজের হক পাওনা দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবি করিতে হইত না। আপনাদের দাবি করার আগেই আপনাদের হক আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক দাবি করেতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের

হকের সাথে সাথে আমাদের হকটাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদেরে লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হকটাই চাই। আপনাদের হকটা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবেঃ

(1) প্রথম গণপরিষদে আমাদের মেম্বর সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

(2) পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই-এর দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানীর ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বর নির্বাচন করিয়া ছিলাম।

(3) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।

(4) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

(5) আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যাগুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

চার, সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে-সেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল,আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবী করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্যসত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিক ভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম, পূর্ব পাকিস্তানীরা মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানীর। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা সব অধিকার ও চাকুরী গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গর্ভনর হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের পি-আই-ডি-সি, আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডি-আই-টি, আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট,আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করতে দিতাম। সমস্ত অল্ পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিস্প্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমনি উদারতা, এমন নিরেপক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইনসাফ বোধই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে

পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাতি দাঁত, দুই হাত,দুই পা; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এই সব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া- শুনিয়া যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী।কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপারেজয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও আসাধারণ। আশা করি আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ছয়-দফা কর্মসূচীর বিচার করবেন। তা যদি তাঁরা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ছয়-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।

আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬- দফা দাবি একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আম যুক্তিতর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মত মুরব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন,এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে-বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন।দেশবাসী এ‌ও দেখিয়াছেন যে পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তকদির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সেসব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি একাজে যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি! আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলম দেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছুই আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহারাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রোঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাইবোনেরা আল্লাহর দরগায় শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

৪ঠা চৈত্র, ১৩৭২।

আপনাদের স্নেহধন্য খাদেম
শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রকাশকঃ আব্দুল মমিন, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২।

গ্লোরি প্রিন্টার্স, ঢাকা-১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭ই জুনের হরতালঃ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহতঃ সরকারী প্রেসনোট	দৈনিক ইত্তেফাক	৮জুন,১৯৬৬

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহত
(সরকারী প্রেসনোট)

ঢাকা ৭ই জুন, আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহুত হরতাল ৭-৬-১৯৬৬ তারিখে অতি প্রত্যুষ হইতে পথচারী ও যানবাহনের ব্যাপক ধার সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ছোকরা ও গুন্ডাদের লেলিয়ে দেওয়া হয়। ইপিআরটিসি বাসগুলিতে ইট-পাটকেল ছোড়া হয় এবং টায়ারের পাম্প ছাড়িয়া দিয়া সর্বপ্রকার যানবাহনের অচলাবস্থা সৃষ্টি করা হয়। নিরীহ জনসাধারণ ও অফিস যাত্রীদের অপমান ও হয়রানী করা হয়। হাইকোর্টের সম্মুখে তিনটি গাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হয়। পুলিশ কার্জন হল, বাহাদুর শাহ পার্ক ও কাওরান বাজার নিকট গুন্ডাদের বাধা দান করে এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করিয়া তাহাদেরকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

তেজগাঁও ডুই-ডাউন চট্টগ্রম মেইল তেজগাঁও রেল স্টেশনের আউটার সিগন্যালে আটক করিয়া লাইনচ্যুত করা হয়। ট্রেনখানা প্রহরা দানের জন্য একদল পুলিশ তথায় গমন করে। জনতা তাদের ঘিরিয়া ফেলে এবং তুমূলভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে, ফলে বহু পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। যখন পুলিশ জনতার কবলে পড়িয়া যবার উপক্রম হয় তখন আত্মরক্ষার জন্য তাহার গুলি বর্ষণ করে। ফলে ৪ ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

নারায়ণগঞ্জের এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা সকাল ৬-৩০ মিনিটের সময় গলাচিপা রেলওয়ে ক্রসিং- এর নিকট ঢাকাগামী ট্রেন আটক করে। পরে জনতা নারায়ণগঞ্জগামী ৩৪নং ডাউন ট্রেন আটকাইয়া উহার বিপুল ক্ষতি সাধন ও ড্রাইভারকে প্রহার করে। জনতা জোর করিয়া যাত্রীদের নামাইয়া দেয়। যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য আগত একটি পুলিশ দল আক্রান্ত এবং বহুসংখ্যক পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। পুলিশ দল লাঠিচার্জের সাহায্যে জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। অতঃপর বন্দুকসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে এক জনতা নারায়ণগঞ্জ থানা আক্রমণ করিয়া দারুন ক্ষতি এবং বন্দুকের গুলীতে পুলিশ অফিসারদের জখম করে। উচ্ছৃঙ্খল জনতা থানা ভবনে প্রবেশ করার পর পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলিবর্ষণ করার ফলে ছয় ব্যক্তি নিহত ও আরও ১৩ ব্যক্তি আহত হয়। ৪৫জন পুলিশ আহত হন এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর।....... টঙ্গীতে বিভিন্ন মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করে এবং একটি মিছিল বাহির করে।..............ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর ছাত্র পিকেটিং করে এবং সেখানে আংশিক ধর্মঘট পালিত হয়।

ডুপুরে আদমজী, সিদ্ধিরগঞ্জ ও ডেমরা এলাকার শ্রমিকগণ ১৪৪ ধারা লংঘন করিয়া শোভাযাত্রাসহকারে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ঢাকা নগরীর দুই মাইল দূরে ইপিআর বাহিনীর একটি দল শোভাযাত্রার গতিরোধ করে। অপরাহ্নে এক জনতা গেন্ডারিয়ার নিকট একখানি ট্রেন আটক করে, চট্টগ্রামগামী গ্রীন-এ্যারো ও ঢাকা অভিমুখী ৩৩-আপ ট্রেনখানিকে অপরাহ্নের দিকে তেজগাঁও স্টেশনে আটক করা হয় ।............সন্ধ্যার পর একটি উচ্ছশৃঙ্খল জনতা কালেক্টরেট ও পরে স্টেট ব্যাঙ্ক আক্রমন করে। রক্ষীগন জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলিবর্ষণ করে।

বেলা ১১ টায় ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া হয় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। শহরে অন্যান্য স্থানে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক ছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গণহত্যার প্রতিবাদে ও স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান	রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেও প্রচারপত্র	৮জুন,১৯৬৬

দমননীতি, গণহত্যার প্রতিবাদে ও স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে দলমত নির্বিশেষে সকল দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হউন

ভাই ও ভগিনীগণ,

জালিমশাহীর গুলিতে আবার জনতার রক্ত ঝরিয়াছে। গত ৭ই জুন ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, তেজগাঁয় পুলিশের গুলিতে এ দেশের শান্তিকামী মানুষকে আবার জীবন বির্সজন দিতে হইয়াছে। সরকারী হিসাব মতেই গুলিবর্ষণে নিহতের সংখ্যা এগারো।

অগণিত মানুষ আহত হইয়াছেন। দেড় হাজার ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। জনতাকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে সামরিক ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দমননীতির প্রয়োগে দেশব্যাপী ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হইয়াছে।

রাজবন্দীদের মুক্তি পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে আওয়ামী লীগের আহবানে গত ৭ই জুন তারিখে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তিপূর্ন হরতার পালিত হয়। হরতালের সাফল্য শাসকচক্রকে হকচকিত করিয়া তোলে এবং ইহাকে বানচাল করার জন্য সরকার নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর পুলিশ বাহিনী লেলাইয়া দেয় ও পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে।

রুটি, রুজি, ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রামরত জনতার উপর গুলিবর্ষণ ইহাই প্রথম নয়।

১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামের মাদারশায় কৃষকদের উপর, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ও ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় ছাত্রদের উপর, টংগী, খুলনা ও চট্টগ্রামে কালুরঘাটে শ্রমিকদের উপর, সুশং, সানেশ্বর, নাচোল, মাগুরা ও বালিশিরায় কৃষকদের উপর এবং ১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী জেলের অভ্যন্তরে দেশপ্রেমিক রাজবন্দীদের উপর গুলি চালাইয়া ইতিপূর্বে শত শত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছে।

পেশোয়ারের চারসাদ্দার জনসভার উপর গুলিবর্ষণ এবং বেলুচিস্তানের ঈদের জামাতে বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে। পাঞ্জাব ও করাচীতে ছাত্র হত্যা করা হইয়াছে- বেলুচিস্তান ও সরহাদের ন্যাপ নেতৃবৃন্দকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হইয়াছে।

৭ই জুনের দমননীতি এই নির্মম দমননীতিরই অন্যতম বীভৎস নজির। গত ১৯ বৎসর যাবৎ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর চরিত্রের স্বরূপ সাময়িক ব্যতিক্রম বাদে মোটামুটি একই রূপ হইলেও নৃশংসতায় বর্তমান সরকার তার পূর্বসূরীদের অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। গদি রক্ষার তাগিদে ঈদের জামাত অথবা রাজপথের শান্তিপূর্ণ জনতার উপর পাশবিক হত্যালীলা চালাইতেও এই সরকার বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নাই।

নবজীবনের স্রোত

একদিকে যখন একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সামন্তস্বার্থের রক্ষক সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী আমলাতান্ত্রিক স্বৈরশাহীর শাসন, শোষণ ও অত্যাচার আজ চরমে পৌঁছায়াছে, অপরদিকে তখন নিপীড়িত, অত্যাচারিত জনতার বুকের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ আজ শান্তিপূর্ণ হরতালের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পাকিস্তানের জীবনেতিহাসে এমন হরতাল আর দেখা যায় নাই। পিকেটিংয়ের প্রয়োজন হয় নাই, স্বেচ্ছাসেবকের কথা কেউ চিন্তাও করে নাই- তবুও ৭ই জুন ভোরবেলা দেখা গেল লক্ষ কোটি জনতা নিজেরাই স্বেচ্ছাসেবক, চোখেমুখে তাঁদের দৃপ্ত শপথ, আত্মশক্তিতে গভীর আস্থা-কোনও ভ্রকুটি, কোনও চন্ডনীতিই তাঁহাদিগকে টলাইতে পারিবে না- প্রত্যেকেই সৈনিক- মঞ্জিলে পৌছাইতে হইবে। কাপিঁয়া উঠিল জুলুমশাহীর বুক, টলিয়া উঠিল এতদিনের পাকাপোক্ত আসন- আর গর্জিয়া উঠিল পুলিশের বুলেট। শহীদানের রক্তে বিভিন্ন রাজপথ লাল হইয়া উঠিল। শোকের ছায়া নামিয়া আসিল সমস্ত শহরে, পথে-প্রান্তরে। তবে মাতম নয়-বজ্রকঠোর শপথ-শহীদানের রক্তের ডাক এ দেশের জনতার রক্তেও আগুন ধরাইয়া দিল। শহীদানের রক্তপাত বৃথা যায় না।

সাম্রজ্যবাদের সহযোগী এই জালিম সরকার সাম্রজ্যবাদেরই সহযোগিতায় ১৯৫৮ সনে সামরিক শাসন জারির মারফত দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা পুরোপুরি কব্জা করিয়া নিয়াছে। আপামর জনসাধারণের সুখী-সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের আশা-আকাঙ্খা মাটিচাপা দিয়াছে। বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ মানুষের সকল মৌলিক অধিকার ছিনাইয়া লইয়াছে।

একনায়কত্ব বনাম সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ গঠন

শোষকশ্রেণী কর্তৃক একচেটিয়া মুনাফা লুণ্ঠন ও শোষণ ব্যবস্থাকে স্থায়ীভাবে চাপাইয়া দেওয়ার গরজেই সুপরিকল্পিত উপায়ে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পাকিস্তান কায়েমের পর পরস্পরবিরোধী দুইটি স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়। প্রতিটি নাগরিকের খেয়ে-পরে সুখে শান্তিতে বাঁচার সুবন্দোবস্ত করিতে হইলে- (১) শোষণ ব্যবস্থা খতম করা প্রাথমিক কাজ এবং (২) শিল্প-কৃষির দ্রুত উন্নতির জন্য সকল বিদেশী পুঁজি, ব্যাঙ্ক, পাট, তুলা ইত্যাদি ব্যবসা জাতীয়করণ, (৩) সামন্তবাদকে উচ্ছেদ করিয়া প্রকৃত চাষীর হাতে জমি প্রদান- জাতীয় উন্নতির জন্য এই ত্রিবিধ কর্মধারা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী শোষণের ভিত্তিমূলকেই উৎপাটিত করিবে।

দেশী-বিদেশী শোষকচক্র এই কর্মপন্থাকে বানচাল করিতে চায়। দ্বিতীয়তঃ কৃষি- শিল্পের দ্রুত উন্নতির সাধনের জন্য সাম্রজ্যবাদীদের আওতামুক্ত স্বাধীন অর্থনীতির বুনিয়াদ অপরিহার্য শর্ত। এই পথে প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে দেশে ইস্পাত, লোহা ও যন্ত্রশিল্প গড়িয়া তোলা। বিগত দশ বৎসর যাবৎ পাকিস্তানে একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপন করিয়া দিবার প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন দিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই দেশে ইস্পাত তৈরী হইলে পাকিস্তানে মার্কিনীদের শত শত কোটি টাকার লোহার সরঞ্জাম বিক্রয়ের বাজার নষ্ট হইবে। এইজন্য মার্কিনীদের নির্দেশে ও দেশীয় বড় ধনিকদের কারসাজিতে পাকিস্তানে ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হইতেছে না।

এইভাবে দেশী-বিদেশী শোষকচক্র ষড়যন্ত্রের মারফত জোর করিয়া পাকিস্তানকে গরীব অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। অথচ কৃষিপ্রধান পাকিস্তানে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার খাদ্যদ্রব্যও বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। এই অতি মুনাফাখোরদের স্বার্থে দেশে খাদ্য, বস্ত্র ঔষধপত্র ইত্যাদির দাম সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তদুপরি, খাজনা, ট্যাক্স দিন দিন বাড়িতেছে। আগামী বৎসরের কেন্দ্রীয় বাজেটে আরো ৩৭ কোটি টাকা নতুন ট্যাক্স বসানো হইয়াছে। টেন্ডুপাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া লক্ষ লক্ষ বিড়ি শ্রমিককে ভাতে মারার যোগাড় হইয়াছে। ধর্মঘটের অপরাধে শত শত রেল শ্রমিক চাকুরী হারাইয়াছেন।

মোট কথা, কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্তের জীবন আজ বেকারী, স্বল্প আয়, অগ্নিমূল্য ও ট্যাক্সের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জনাব শোয়েব নয়া ট্যাক্সে সাধারণ মানুষের কোন কষ্ট হইবে না এই আশ্বাস বাণী শুনাইয়া-কাপড়, সাবান, কেরোসিন তৈল ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ধার্য করিয়াছেন। শোষণ ও শাসনের যাঁতাকলে পড়িয়া আজ সাধারণ মানুষের বাঁচিয়া থাকাই দায় হইয়াছে। তাই আজ দিকে দিকে শোষিত নিপীরিত মানুষের গগনবিদারী আর্তনাদ ধ্বনিয়া উঠিয়াছে।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন- সংহতির একমাত্র পথ

ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুই অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আসন পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। মূলধন, মাল-সামান বা লোকজনের আমত্মঃ আঞ্চলিক স্বাভাবিক চলাচলের কোন উপায় নাই।

পাক-ভারত যুদ্ধ মানুষের চক্ষু খুলিয়াছে। বৈমাত্রেয় আচরণের বদৌলতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দেশরক্ষা ব্যবস্থায় ন্যায্য হিস্যা পূর্ব পাকিস্তান পায় নাই। প্রদেশবাসী দেশরক্ষায় আত্মনির্ভরশীলতা দাবী করিলে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত সামরিক শক্তি পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার পক্ষেও যথেষ্ট বলিয়া যুক্তি দেওয়া হইত। কিন্তু যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় এই যুক্তির অন্তসারশূন্যতা উদঘাটিত হইয়াছে। পারস্পারিক বিচ্ছিন্নাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তান হইতে কোন সামরিক সাহায্য প্রেরণ করা দূরের কথা, এমনকি যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য কি ঘটিতেছে তাহা সরেজমিনে তদারক করিয়া দেখা স্বয়ং প্রেসিডেন্টের পক্ষেও সম্ভবপর হয় নাই।

শত্রুর উদ্যত আক্রমণের মুখে এ দেশবাসী নিজেদের সম্পূর্ণ অসহায়তা সেদিন মর্মে মর্মে অনুভব করে। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের সুষম অর্থনৈতিক বিকাশ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার জন্য পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়কে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া সুবিধাভোগী বড় ধনিক গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে অনুন্নত রাখিয়া চিরকাল শোষণ করিবার গরজে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে নস্যাৎ করিতে চায়। ফলস্বরূপ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আজ পর্বতপ্রমাণ অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই বৈষম্যনীতি জাতীয় সংহতির ভিত্তিমূলকেই কমজোর করিতেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানেও সরহদ, বেলুচিস্তানে ও সিন্ধুর বাসিন্দারা নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টির বিকাশ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ক্রমাগত অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও পাকিস্তান ফেডারেল সরকারের প্রতিটি ইউনিটের স্বেচ্ছাকৃত মিলনের মধ্যেই যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও জাতীয় সংহতি নির্ভরশীল-এই বাস্তব সত্যকে শাসক শক্তি যত তাড়তাড়ি উপলব্ধি করিবে, ততই মঙ্গল।

জালিমশাহীর হামলা ও গণতান্ত্রিক শিবিরের কর্তব্য

জালিমশাহী আজ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পাকিস্তানের উভয় অংশে শোষিত মানুষ রুটি-রুজি, গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে সংগ্রামের পথে পা বাড়াইয়াছে। উত্তাল গণ-আন্দোলনের মোকাবেলায় গণবিরোধী সরকার অস্ত্রের ভাষাকেই সম্বল করিয়াছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের উত্তাল জনসমুদ্রে উত্থিত 'রাজবন্দীদের মুক্তি ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের' দাবীর জওয়াব আসিয়াছে পূর্ব পাকিস্তান কামান-বন্দুকের ভাষায়-মৃত্যুর হিমশীতল ছোঁয়ায়।

এই বর্বর দমননীতি ও গণহত্যার বিরুদ্ধে আজ সারা দেশ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা আমাদের নাই। খুনী জালিমের বিরুদ্ধে জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলকে দুর্বার ও জোরদার

করিয়া তোলাই প্রতিবাদের একমাত্র পথ। 'রাজবন্দীর মুক্তি' ও 'স্বায়ত্তশাসনের' জনপ্রিয় দাবীর আওয়াজ তুলিয়াছিলেন- এই অপরাধে আমাদের ১১ জন শহীদ ভাইয়ের বুকের তাজা খুনে, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের রাজপথ লাল হইয়াছে। তাঁহাদের এই দেশাত্মবোধ ও কোরবানী সকল কালের সকল মানুষের মুক্তি-পথের আলোকবর্তিকারূপে চিরকাল বিরাজ করিবে। শহীদানের অমর স্মৃতির প্রতি আমরা লাখো তসলিমাত জানাই। দুঃখভারাক্রান্ত তাঁহাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। বাংলা ভাষার দাবীতে যাঁহারা জীবন দিয়াছেন, যাঁহারা শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের রুটি-রুজির লড়াইয়ে জীবন দান করিয়াছেন-তাঁহাদের সে আত্মহুতি ব্যর্থ হয় নাই। আজ গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে যে নির্ভীক সেনানীরা আত্মহুতি দিয়াছেন, তাঁহাদের মহান ত্যাগও বিফল হইবে না। শহর-বন্দর-নগর-পল্লীর ঘরে ঘরে আজ প্রতিটি নরনারী শহীদ স্মরণে গণতান্ত্রিক অধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক শপথ গ্রহণ করিবে।

৭ই জুনের নির্মম হত্যাকান্ড জালিমশাহীকে জনগণ হইতে আরও বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। প্রতিটি লোক আজ শাসকচক্রের গণবিরোধী চরিত্র সর্ম্পকে ওয়াকেবহাল ও অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। ৭ই জুন আরো প্রমাণিত করিয়াছে যে, জনগণ আজ জালিমশাহীর মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে পা দিয়াছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বে আজও অনৈক্য বিরাজিত। জনতার এই ঐক্য গণতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ। তাই আমরা আশা করি রাজনৈতিক দলসমূহ জনতার এই চ্যালেঞ্চ গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের ভিতরকার অনৈক্য দূর করিয়া ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনপূর্বক জনতার সংগ্রামকে সফল পরিণতির দিকে আগাইয়া নিবেন। জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন স্বৈরাতন্ত্রী সরকারের এই নির্মম হামলার মোকাবিলায় গণতান্ত্রিক দল ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের উপর এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তাইয়াছে। গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ না হইলে গণআন্দোলনের সফল পরিণতি সুদূরপরাহত। বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের বর্তমান অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা ক্ষমতাসীনদের পক্ষেই সহায়ক হইবে। কোন দলের একক প্রচেষ্টায় সর্বাত্মক আন্দোলন গড়িয়া তোলা সম্ভবপর নয়। সুতরাং বর্তমান মুহূর্তের ঐতিহাসিক কর্তব্য হইতেছে ঐক্য- গণতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য।

আমরা নিম্নোক্ত দাবীসমূহের ভিত্তিতে সকল দলের স্বীকৃত নিম্নতম কর্মসূচী প্রণয়ন ও দলমত নির্বিশেষে জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য সকল রাজনৈতিক দল, গণ-প্রতিষ্ঠান ও জনগণের প্রতি আবেদন জানাইতেছি।

দাবীসমূহঃ

(1) দেশের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগ ও সত্যিকার গণপ্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিশন মারফত ৭ই জুনের গুলিবর্ষণ ও আনুপূর্বিক ঘটনার তদন্ত, দোষীদের আদর্শ শাস্তির ব্যবস্থা, নিহত আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান। এই উপলক্ষে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত সকলের মুক্তি, ১৪৪ ধারাসহ আরোপিত সকল বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার।

(2) সকল রাজবন্দীদের মুক্তি, হুলিয়া প্রত্যাহার, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা, দমনমূলক সকল বিধি-নিষেধ বাতিল করা।

(3) পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনঃ

দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রা- মাত্র এই তিনটি ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিয়া বাকি সকল ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান আঞ্চলিক সরকারদ্বয়ের হাতে ন্যস্ত থাকিবে। এক ইউনিট রদ করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে ভাষা, কৃষ্টি ও ভৌগলিক ঐক্যের ভিত্তিতে সরহদ, বেলুচিস্তান, সিন্ধ ও পাঞ্জা- এই চার পৃথক পৃথক প্রদেশ গঠন করা।

(4) ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

(5) সকল নাগরিকের ভোটের অধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন।

(6) (ক) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ও জনগণের মালিকানায় মূল ও ভারী শিল্প যথা - ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখান প্রতিষ্ঠা।

(খ) ডলার ঋণ বর্জন করিয়া জাতীয় সম্পদের ভিত্তির উপর স্বাধীন অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ।

(গ) সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি, ব্যাঙ্ক বীমা ও পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ।

(7) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের ব্যবস্থা।

(8) কৃষকের বর্ধিত খাজনা-ট্যাক্স কমানো, বকেয়া খাজনা-ঋণ ইত্যাদি মকুব, পাট-তামাক-ইক্ষু ইত্যাদির ন্যায্য মূল্যের ব্যবস্থা। প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি।

(9) শ্রমিকের বাঁচার মত উপযোগী নিম্নতম মজুরী, শ্রমিক-স্বার্থবিরোধী আইন বাতিল, ধর্মঘটের অধিকারসহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, বরখাস্ত রেল শ্রমিক, জাহাজী শ্রমিক ও অন্যান্য শিল্প শ্রমিকদিগকে কাজে পুনর্বহাল। টেন্ডুপাতা অর্ডিন্যান্স বাতিল।

(10) যুদ্ধজোট বর্জন ও স্বাধীন নিরেপক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম।

বিনীত-

হাজী মোহাম্মদ দানেশ
সহ-সভাপতি, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

মহীউদ্দীন আহমদ,
যুগ্ম -সম্পাদক, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

সৈয়দ আলতাফ হোসেন
সম্পাদক, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

দেওয়ান মাহবুব আলী,
সদস্য,কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

পীর হাবিবুর রহমান,
সদস্য,কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

মোজাফফর আহমদ,
সদস্য,কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

হাতেম আলী খান
সম্পাদক, পূর্ব পাক কৃষক সমিতি ও সদস্য, কেন্দ্রীয় ন্যাপ।

ওসমান গনি
সম্পাদক, ঢাকা শহর ন্যাপ।

গোলাম মর্তুজা
সহ-সম্পাদক, ঢাকা শহর ন্যাপ।

নুরুল ইসলাম
সহ- সভাপতি, ঢাকা শহর ন্যাপ।

ডঃ এম,এ, ওয়াদুদ।

[তাং ৮-৬-১৯৬৬ইং]

ইস্ট পাকিস্তান প্রেস, ২৬৩ বংশাল রোড, ঢাকা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পুলিশের গুলি বর্ষণ সংক্রান্ত মূলতবি প্রস্তাব বাতিলের বিরোধী দলের জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয়ই পরিষদ কক্ষ বর্জন	দৈনিক‘ সংবাদ’	৯ জুন, ১৯৬৬

পুলিশের গুলি বর্ষণ সংক্রান্ত মূলতবি প্রস্তাব বাতিলের বিরোধী দলের জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয়ই পরিষদ কক্ষ বর্জন

রাওয়ালপিন্ডি, ৮ই জুন (এ,পি,পি)ঃ অদ্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশের গুলি বর্ষণ সংক্রান্ত তিনটি মূলতবি প্রস্তাব স্পীকার জনাব আব্দুল জববার খান বাতিল করায় উ হার প্রতিবাদে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ পরিষদ কক্ষ বর্জন করেন। স্পীকার তাহার চেম্বারেই মূলতবি প্রস্তাব তিনটি অগ্রাহ্য করেন।

স্পীকারের মূলতবি প্রস্তাব তিনটি অগ্রাহ্য করার নিয়মতান্ত্রিকতা সম্পর্কে বিরোধী দলের নেতা জনাব নূরুল আমীন পরিষদে বক্তব্য পেশ করিতে ওঠেন। তিনি বলেন, বাহিরে যে সমস্ত গুলি বর্ষিত হইতেছে, সেই মুহূর্তে তাহাদের জাতীয় পরিষদে বসিয়া থাকার কোন যেৌক্তিকতা নাই। তিনি ইহাকে “ অবাস্তব পরিস্থিতি” বলিয়া আখ্যায়িত করেন। স্পীকার জনাব নুরুল আমীনকে বারংবার বসার অনুরোধ জানান এবং বলেন রুলিং চ্যালেঞ্জ করিতেছেন না, তবে মুলতবি প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলিতেছেন। অতঃপর স্পীকার বলেন যে, তিনি মূলতবি প্রস্তাবের উপর কোনরূপ আলোচনা গ্রহণ করিবেন না।

এই সময় পরিষদ কক্ষে প্রবল হৈচৈ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এই সময় বিরোধীদলীয় নেতা জনাব নূরুল আমীন উহার প্রতিবাদে বিরোধীদলীয় সদস্যদের পরিষদ কক্ষ বর্জনের আহবান জানান। তিনি আরোও বলেন যে, জনগণের মনোভাব প্রতিফলনেরই নিমিত্তেই তাহার পরিষদে প্রেরিত হইয়াছেন। গুলীবর্ষণের উপর উত্থাপিত মূলতবি প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার অধিকার হৃত হওয়ার পর পরিষদে আসন গ্রহণ করার আর কোন যৌক্তিকতা নাই।

এই সময় কতিপয় স্বতন্ত্র দলীয় সদস্যসহ বিরোধীদলীয় সদস্যগণ পরিষদ কক্ষ বর্জন করেন।

প্রাদেশিক পরিষদ

ঢাকা, ৮ই জুন (এ,পি,পি): নারায়নগঞ্জে পুলিশের গুলিবর্ষণ সংক্রান্ত মুলতবি প্রস্তাব স্পীকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার প্রতিবাদে অদ্য প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় ও স্বতন্ত্র গ্রুপের সদস্যবৃন্দ পরিষদ কক্ষ বর্জন করেন। বিষয়টি বিবেচনাধীন রহিয়াছে বলিয়া স্পীকার উহা প্রত্যাখ্যান করেন।

আমাদের নীরব প্রতিবাদ

যে মর্মান্তিক বেদনাকে ভাষা দেওয়া যায় না সেখানে নীরবতাই একমাত্র ভাষা। তাই গতকল্য ‘সংবাদ’ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। আমাদের এই নীরব প্রতিবাদ একক হইলেও ইহাতে আমাদের পাঠকরা ও শরিক হইলেন, ইহা আমরা ধরিয়া লইতেছি।

-কর্মাধাক্ষ্য, “সংবাদ”

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা বাতিল	পাকিস্তান অবজারভার	১৮ জুন, ১৯৬৬

EPUJ Condemns Action

ITTEFAQ'S PRESS FORFEITED

Ittefaq a Bengali daily, on Friday ceased publication following the forfeiture of the New Nation Printing Press to the Government under orders of the East Pakistan Governor.

The action was taken under sub-rule two of rule 52 of the Defense of Pakistan Rules for alleged violation of the restrictive orders. Two week lies of Dacca, namely, the English language Dacca Times and Purbani, a Bengali Cinema magazine which were allied Publications, were affected by this forfeiture as they were being printed at the same New Nation Printing Press.

The order which was issued early Friday morning in the name of Mr. Tafazzal Hosain, Editor, Printer and Publisher of Ittefaq, however, provided for a representation to the provincial Government for canceling, amending or rescinding this order within a month.

The newspaper was charged with alleged contravention of prohibitory order in having published reports, comments, views and statements which were likely or intended to infringe the sovereignty of the State of Pakistan or undermine its integrity.

It was also alleged that the newspaper had carried such material as was likely or intended to create feelings of enmity or hatred between different classes of citizens.

Other charges related to publication of material, concerning students' strike, agitation, unrest etc., and observance of protest day by Awami League on June 7 last.

It was stated that the newspaper had allegedly violated the restrictions on a number of occasions.

It may be mentioned here that the Editor of Ittefaq, Mr. Tofazzal Hosain. was arrested on Thursday from his residence under the Defence of Pakistan Rules.

EPUJ move

An extended emergency meeting of the Executive Council of the East Pakistan Union of Journalists viewed with serious concern the arrest of Mr. Tafazzal Hossain. Editor the Ittefaq on Thursday and the forfeiture by the Government of the New Nation Printing Press.

The meeting considered the Government measure as calculated blow at the freedom of the Press, at the newspaper industry as a whole and at the means of livelihood of the

working journalists, a large number of press workers, office employees, hawkers and agents.

The meeting condemned the drastic Government measure in the strongest possible terms and demanded that the forfeiture order served on the New Nation Printing Press be rescinded forthwith.

The meeting was of the considered opinion that the consistent attacks by the Government on the freedom of the press under the Defence of Pakistan Rules obviating the recourse to even the special press laws which were put under moratorium under the so-called "Gentlemen's Agreement" between the Government and the newspaper proprietors and the editors are attacks directed against all section of the Newspaper industry-the working journalists, the Press workers, the editors and the newspaper proprietors.

In view of the above the meeting called upon the newspaper editors, proprietors, press workers and the working journalists throughout Pakistan to forge strong unity among themselves and take up the most serious challenge thrown by the Government by its attack on the freedom of the press and the newspaper industry in right earnest.

The meeting also demanded immediate release of Mr. Tafazzal Ilussain, Editor of Ittefaq and other journalists detained under the Defense of Pakistan Rules.

The meeting called upon the Pakistan Federal Union of journalists to meet in emergency session of its Executive Council to draw up a detailed programme for action.

After adopting the resolutions the meeting was adjourned to meet again on Saturday at 6 p.m. to review the situation and to chalk out further course of action.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন দেশে বির্পযয় সৃষ্টি করবে বলে আইয়ুব খানের বিবৃতি	দৈনিক 'আজাদ'	৩১ মার্চ, ১৯৬৭

মোমেনশাহীর জনসভায় প্রেসিডেন্টের হুঁশিয়ারী
পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন দেশে বির্পযয় সৃষ্টি করিবে

মোমেনশাহী, ২৯ শে মার্চঃ- অদ্য বিকালে মোমেনশাহী সার্কিট হাউস ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দানকালে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, বর্তমান সরকারের আমলে পূর্ব পাকিস্তান পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতেছে।

সভায় পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভণর জেনারেল আব্দুল মোনায়েম খানও উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় পরিষদের স্পীকার জনাব আব্দুল জববার খান। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাহার বক্তৃতায় বলেন, নিজস্ব বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ই,পি,আই, ডি,সি, রেলওয়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ এজেন্সীসমূহ প্রাদেশিক সরকারের হাতেই ন্যস্ত করা হইয়াছে। এ দেশের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের যে একটি মাত্র ক্ষমতা রহিয়াছে তাহা হইতেছে প্রাদেশিক গভর্নরের নিযুক্তি। তিনি বলেন, এই ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকারের হাত হইতে লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে দেশের দুইটি অংশ একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। প্রেসিডেন্ট আরও বলেন যে, যাহারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে চেঁচামেচি করিতেছে তাহারা প্রকৃতপক্ষে দেশের দুইটি অংশের বিচ্ছিন্নতা কামনা করে। কিন্তু প্রকাশ্যে এই কুমতলব স্বীকার করার মতো সৎসাহস তাহাদের নাই। এই জন্যই জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছে।

বিপর্যয় সৃষ্টি হইবে

তিনি এই মর্মে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে শাসনতন্ত্রে কোন পরিবর্তন সাধন করা হইলে বিপর্যয় সৃষ্টি হইবে। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানীদের ভালবাসা ও বন্ধুত্ব কামনা করে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান অগ্রাধিকার লাভ করিতেছে বলিয়া প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই প্রদেশ বর্তমানে বার্ষিক ২ শত টাকা লাভ করিতেছে, কিন্তু সসামরিক শাসনপূর্ব কালে ইহার ৬ কোটি টাকা ব্যয় করার ক্ষমতাও ছিল না। কাজেই এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি পূর্ব পাকিস্তানীর কর্তব্য হইতেছে নিজেকে আরও খাঁটি পাকিস্তানী হিসাবে প্রমাণ এবং জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান।

বিস্ময়কর অগ্রগতি

প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন যে, ৮ বৎসর পূর্ব পাকিস্তান শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করিয়াছে। বিস্ময়কর অর্থনৈতিক অগ্রগতির দরুন পাকিস্তান বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সামরিক শাসনের পূর্বে দেশ চরম অবনতির গহবরে পতিত ছিল। দেশে তৎকালে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয় নি। রাজনীতিকরা শুধু ক্ষমতার দ্বন্দ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন।..........

পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র

বিরোধী দলসমূহের প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের দাবীর উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বিপ্লবের পূর্বে দেশে এই ব্যবস্থা চালু ছিল এবং জনসাধারণের এই ব্যবস্থাসমূহের পূর্ব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। তিনি ১৯৫৪ সালের নির্বচনপূর্ব যুক্তফ্রন্টের সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, ইহা দেশে রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদ, বিভ্রান্তি ও অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ সময় দেশে দ্রুত সরকার পরিবর্তন হইত। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হইলেই বা ইহার পক্ষে জনসাধারণের কি কল্যাণ সাধন করা সম্ভব। ....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের বিরোধিতা	বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ	৩১ মার্চ, ১৯৬৭

রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কিত সিদ্ধান্তঃ
১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি

স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ২৩শে জুন ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এত সরকারী মাধ্যম হতে রবীন্দ্র -সংগীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত আমরা অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্নতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারী নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।

(দৈনিক পাকিস্তান, ২৫শে জুন ১৯৬৭)

ঐ বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, ডঃ কাজী মোতাহের হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, শিল্পী জয়নুল আবেদীন, জনাব এম,এ,বারি, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডঃ খান সরওয়ার মুরশিদ, কবি সিকান্দার আবু জাফর, অধ্যাপক, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, ডঃ আহমদ শরীফ, কবি শামসুর রহমান, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, কবি ফজল শাহাবুদ্দীন, ডঃ আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

* ‘সংবাদ’ পত্রিকায় বিবৃতিটি শহীদুল্লাহ কায়সারের নাম যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মওলানা ভাসানীর বিবৃতি	দৈনিক ‘পাকিস্তান’	২৮ জুন, ১৯৬৭

রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের সিদ্ধান্ত
মওলানা ভাসানীর বিবৃতি

রেডিও পাকিস্তান হতে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন সম্পর্কে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা ভাসানী গতকাল মঙ্গলবার নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন।

“তথ্যমন্ত্রী জনাব সাহাবুদ্দিন ঘোষনা করেছেন যে, রবীন্দ্র সংগীত ইসলাম ও পাকিস্তানের ঐতিহ্য পরিপন্থী বিধায় আর বেতার ও টেলিভিশন মারফত পরিবেশিত হইবে না।”

“কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব সবুর খানও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছিলেন। তাঁদের এই বক্তব্য পাকিস্তান সরকারের মনোভাবেরই প্রকাশ কিনা, ইহাই সরকারের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য।”

রবীন্দ্রনাথ তাহার কাব্য, সাহিত্য, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক ও উপন্যাস ও সংগীতের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে নতুন গৌরবে অভিষিক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের অবদান সার্বজনীন।

ইসলাম সত্য ও সুন্দরের জন্ম ঘোষনা করেছেন। এই সত্য ও সুন্দরের পতাকাকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ।

তাই, যারা ইসলামের নামে রবীন্দ্রনাথের উপর আক্রমন চালাচ্ছেন তাঁরা আসলে ইসলামের সত্য ও সুন্দরের নীতিতে বিশ্বাসী নন।

তাই আমি এই দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি সরকারের এই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হামিদুর রহমান কর্তৃক আরবী হরফে বাংলা ও উর্দু লেখার সুপারিশ	দৈনিক 'পাকিস্তান'	১৪ই আগস্ট, ১৯৬৭

লাহোরে পাকিস্তান কাউন্সিলে হামদুর রহমান আরবী হরফে বাংলা ও উর্দু লেখার সুপারিশ

লাহোর।- সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জনাব হামুদুর রহমান বলেছেন যে দুটো জাতীয় ভাষার জন্যই আরবী হরফ চালু করা হলে তা জাতীয় সংহতি জোরদার করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গতকাল এখানে পাকিস্তান কাউন্সিলে বাংলা সাহিত্যের ২০ বছর শীর্ষক আলোচনা সভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে তিনি উক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, আরবীই একমাত্র ভাষা যাকে সাধারণ হরফ ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলা ভাষা সহজেই আরবী হরফে লেখা যেতে পারে। অপরদিকে উর্দু ভাষাকে আরবী হরফে লেখা হচ্ছে। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, কয়েক বছর আগে থেকে হুফে-উল-কোরান নামক একটি বাংলা সাময়িকী আরবী হরফে প্রকাশিত হচ্ছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে এই সাময়িকীটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিচারপতি হামুদুর রহমান এই জাতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তার বাণী পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য ঢাকা কলেজের অধ্যাপক জনাব শওকত ওসমানের প্রতি আহবান জানান।

তিনি পাকিস্তানের লেখকদের প্রতিও সুস্থ মস্তিষ্কে ব্যাপারটি চিন্তা করে তাদের সাহিত্যে আরবী হরফ ব্যবহার করার জন্য আহবান জানান।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের আহবান	দৈনিক 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুস্তিকা	সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭

পি ডি এম

পি ডি এম
পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন
গণতান্ত্রিক ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে
৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে
৫টি বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের
ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন

পি ডি এম-এর অংগদলসমূহঃ

- পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
- পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)
- জামায়াতে ইসলামী, পাকিস্তান
- পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টি
- জাতীয় গণতান্ত্রিক ফন্ট (এন ডি এফ)

ঘোষণাপত্র

জনগণের অধিকারের উপর বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষের অবিরাম অন্যায় হস্তক্ষেপ ১৯৫৮ সন হইতে অপ্রশমিতভাবে অব্যাহত রহিয়াছে। প্রত্যেক সভ্য দেশে গণ-অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা মৌলিক বলিয়া স্বীকৃত এবং স্বাধীন ও সভ্য সমাজের অস্তিত্বটুকু প্রয়োজনেই তাহা অলংঘ্য ও পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু এই দেশে ইহার কোন একটি বিষয়ও দমননীতির হাত হইতে রেহাই পায় নাই।

এই অসহনীয় পরিস্থিতির প্রতিকার, জনগণকে সরকারের ভ্রান্তনীতি ও কুশাসনজনিত দুর্ভোগ হইতে মুক্ত করা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বহাল করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত রাজনৈতিক দলসমূহ ‘‘পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন’’ নামক একটি সংস্থা গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান, পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টি, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফন্ট ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান।

এই অংগদলসমূহ উপলব্ধি করিয়াছে যে জনগণের হৃত অধিকার পুনর্বহাল করিবার জন্য দৃঢ়, ইতিবাচক ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ প্রয়োজন।

পাকিস্তান আন্দোলনের সর্বসম্মত কর্মসূচী ও ইহার সাংগাঠনিক কাঠামো এই ইস্তাহারের সহিত সংযোগ করা হইল।

সর্বসম্মতভাবে গৃহীত এই কর্মসূচী জনগণের সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীভূত করিয়া গোটা দেশের সুষম উন্নয়নের নিশ্চিয়তা বিধান করিয়াছে।

অংগদলসমূহ জনগণের মৌলিক প্রয়োজন সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ সচেতন রহিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে জনগণের বিরাট অংশ আজ পর্যন্ত জীবনধারণের নিম্নতম মানও অর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই। অনুগ্রহপুষ্ট অল্প সংখ্যক ভাগ্যবান ব্যতীত মাঠে কর্মরত কৃষক, কারখানার শ্রমিক এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেপে সকলেই চরম ক্লেশ ও দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে কালাতিপাত করিতেছে।

অংগদলসমূহ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার নিশ্চিত করিতে হইলে ঐসব অন্যায় ও অবিচার অবশ্যই দূরীভূত হওয়া উচিত।সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অবশ্যই এমন ছাঁচে ঢালাই করিতে হইবে যাহাতে সমস্ত নাগরিকের অবাধ কর্মসংস্থান এবং খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ, চিকিৎসা ও শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয়।

এই লক্ষ্য অর্জন করিতে হইলে নীতির ফলে সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় অর্থ-শক্তি বর্তমানে অল্পসংখ্যক লোকের কুক্ষিগত রহিয়াছে তাহার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। সকলকে সমান সুযোগ প্রদান এবং সম্পদের সম্ভাব্য ব্যাপকতম বণ্টনের ব্যবস্থা করা পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিঘোষিত উদ্দেশ্যে।

অংগদলসমূহ এই মতও পোষণ করে যে পাকিস্তানের স্বীয় স্বার্থেই আদর্শ ও মতবাদ নির্বিশেষে সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা কর্তব্য এবং এই উদ্দেশ্যে একমাত্র জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অবলম্বন করা উচিত।

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংগদলসমূহ জাতির এই সর্বসম্মত দাবী সম্পর্কে সচেতন যে একমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্থাপিত সরকার দ্বারাই একমাত্র মৌলিক সমস্যাসমূহের সমাধান হইতে পারে। শুধু এই উপায়ে পাকিস্তানকে শক্তিশালী, সুখী, সুসংহত ও অখন্ড জাতিতে করা যাইতে পারে। পাকিস্তানের জনগণের জন্মগত অধিকার অস্বীকার করিবার যে কোন প্রচেষ্টাই নিশ্চিতরূপে মারাত্মক পরিণাম ডাকিয়া আনিবে ।

জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন সকল গণতন্ত্রমনা নাগরিকদের প্রতি এই আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হইবার জন্য উদাত্ত আহবান জানাইতেছে।

৮ দফা কর্মসূচী

[এক]

শাসনতন্ত্রে নিম্ন-বিধানসমূহের ব্যবস্থা থাকিবেঃ

(ক) পার্লামেন্টারী পদ্ধতির ফেডারেল সরকার,
(খ) ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদে প্রাধান্য,
(গ) পূর্ণাংগ মৌলিক অধিকার।
(ঘ) সংবাদপত্রের অবাধ আযাদী ও
(ঙ) বিচার বিভাগের নিশ্চিত স্বাধীনতা।

[দুই]

ফেডারেল সরকার নিম্ন বিষয়সমূহের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন ঃ

(ক) প্রতিরক্ষা (ডিফেন্স)

(খ) বৈদেশিক আয়

(গ) মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা

(ঘ) আন্তপ্রাদেশিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য এবং ঐকমত্যে নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

[তিন]

পূর্ব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা হইবে এবং কেন্দ্রীয় বিষয় ছাড়া সরকারের অবশিষ্ট যাবতীয় ক্ষমতা শাসনতন্ত্র মোতাবেক স্থাপিত উভয় আঞ্চলিক সরকারের নিকটই ন্যস্ত থাকিবে।

[চার]

উভয় প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দশ বৎসরের মধ্যে দূর করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হইবেঃ

(ক) এই সময়ের মধ্যে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ে ব্যয় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বৈদেশিক ঋণসহ কেন্দ্রীয় সরকারের দেনায় পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যয়িত অর্থের আনুপাতিক অংশ আদায়ের পর পূর্ব-পাকিস্তানে অর্জিত সম্পূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রা নিরংকুশভাবে এই প্রদেশেই ব্যয় করা হইবে।

(খ) দুই অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাদেশিক সরকারদ্বয়ের নিরংকুশ কর্তৃত্বাধীনেই থাকিবে।

(গ) অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন এবং এমন আর্থিক নীতি গ্রহণ পূর্ব-পাকিস্তানে করিবেন যাহাতে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে মূলধন পাচার সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংকের মজুদ অর্থ ও মুনাফা, বীমার প্রিমিয়াম এবং শিল্পের মুনাফা সম্পর্কে যথাসময়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হইবে।

[পাঁচ]

(ক) মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং,

(খ) আমত্মঃআঞ্চলিক বাণিজ্য

(গ) আমত্মঃআঞ্চলিক যোগাযোগ

(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রত্যেকটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত এক একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক প্রদেশের সদস্যগণ নিজ প্রদেশের জন্য উক্ত বোর্ডসমূহের সদস্যগণকে নির্বাচ বৈদেশিক মুদ্রান করিবেন।

[ছয়]

সুপ্রীম কোর্ট এবং কূটনৈতিক বিভাগসহ কেন্দ্রীয় সরকারের সকল বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হইবে। এই সংখ্যাসাম্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে এমনভাবে কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে যাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা উভয় প্রদেশে সমান হইতে পারে।

[সাত]

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কার্যকরী সামরিক শক্তি ও সমর-সজ্জার ব্যাপারে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সমতা বিধান করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হইবে। এই উদ্দেশ্যেঃ

(ক) পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী, অস্ত্র-নির্মাণ কারখান, ক্যাডেট কলেজ ও স্কুল স্থাপন করিতে হইবে।

(খ) দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি বিভাগেই পূর্ব-পাকিস্তান হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে হইবে।

(গ) নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব-পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য সম্বলিত একটি ডিফেন্স কাউন্সিল গঠন করা হইবে।

[আট]

এই ঘোষণায় 'শাসনতন্ত্র' শব্দ দ্বারা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বুঝায়- যাহা অবিলম্বে জারী করা হইবে। এই শাসনতন্ত্র চালু করিবার ছয় মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই এই কর্মসূচীর দুই হইতে সাত নম্বর দফাসমূহকে শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করা হইবে।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্তর্ভক্ত সকল রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ এবং পৃথকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

সাংগাঠনিক কাঠামো

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের এবং অগণতান্ত্রিক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী দল ওসংস্থাসমূহ পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধমে সক্রিয় ঐক্য প্রচেষ্টা ও গণমনে আবেদন সৃষ্টির জন্য একটি কর্মপ্রবণ ঐক্যজোট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।এই আন্দোলন সুপরিচিত গণতান্ত্রিক পন্থায় পরিচালিত হইবে এবং কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিবে না।

১।সংশ্লিষ্ট দলের সভাপতি ও চেয়ারম্যানসহ প্রত্যেক অংগদলের ৬ জন করিয়া সদস্য সমন্বয়ে একটি জাতীয় কর্মপরিষদ গঠিত হইবে। এই কর্মপরিষদ সর্বসম্মত কর্মসূচী সম্পর্কে অংগদলসমূহের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিত্ব করিবার ও কার্য পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হইবে। কর্মপরিষদ সর্বসম্মতভাবে অনূর্ধ্ব ৬ জন সদস্য কো-অপট করিতে পারিবে।

২।জাতীয় কর্মপরিষদ আপন সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রতি বৎসর নিম্ন কর্মকর্তগণকে নির্বাচন করিবেন। সভাপতি ১ জন, সহসভাপতি ২ জন, সাধারন সম্পাদক ১ জন, যুগ্ম সম্পাদক ১ জন, কোষাধাক্ষ্য ১ জন।

৩।জাতীয় কর্মপরিষদের অনুরূপ উভয় প্রদেশের জন্য একটি করিয়া আঞ্চলিক কর্মপরিষদ থাকিবে। আঞ্চলিক কর্মপরিষদ আবার জিলা ও নিম্ন পর্যায়ে অনুরূপভাবে কমিটি গঠন করিতে পারিবে। এই শাখাসমূহ উক্ত কর্মসূচী ও জাতীয় কর্মপরিষদের গৃহীত নীতি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

৪।প্রত্যেক প্রদেশের অন্ততঃ ৫ জন সদস্যসহ ১৫ জন সদস্য দ্বারা জাতীয় কর্মপরিষদের কোরাম গঠিত হইবে।

৫।জাতীয় কর্মপরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। অবশ্য সর্বসম্মত কর্মসূচী পরিবর্তন করিতে হইলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হইবে।

আজ ১৯৬৭ সালের ৩০ শে এপ্রিল ঢাকায় ৫টি দলের পক্ষ হইতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী দস্তখত করিলেনঃ

১।জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টঃ নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী ও আতাউর রহমান খান।

২।পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল): মোমতাজ দৌলতানা, সাইয়েদ খাজা খায়রুদ্দীন ও তাফাজ্জল আলী।

৩। জামাতে ইসলামী পাকিস্তানঃ তোফায়েল মুহম্মদ, মুহম্মদ আব্দুর রহীম ও গোলাম আযম

৪।পাকিস্তান আওয়ামী লীগঃ নাছরুল্লাহ খান, আবদুস ছালাম খান ও গোলাম মুহম্মদ খান লুন্দখোর।

৫।পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টিঃ মুহাম্মদ আলী, ফরীদ আহমদ ও এম.এর.খান ।

১৯৬৭ সালের মে মাসে নির্বাচিত
জাতীয় পরিষদের কর্মকর্তাগণ

সভাপতি- নওয়াব জাদা নাছরুল্লাহ খান (আঃ লীগ)
সহসভাপতিদ্বয়- (১) এডভোকেট নাসীম হাসান (নেঃ ইস)
(২) সাইয়েদ খাজা খায়রুদ্দীন (মুঃ লীগ)
সাধারণ সম্পাদক- জনাব মাহমুদ আলী এম,এন,এ (এন,ডি,এফ)
যুগ্ম সম্পাদক- সাইয়েদ ছিদ্দীকুল হাসান জিলানী (জাঃ ইস)
কোষাধ্যক্ষ- ব্যারিস্টার এম, আনোয়ার (স্বতন্ত্র)

১৯৬৭ সালের আগষ্ঠে নির্বাচিত
পূর্ব পাক আঞ্চলিক কর্মপরিষদের কর্মকর্তাগণ

সভাপতি- এডভোকেট আবদুস ছালাম খান (আঃ লীগ)
সহসভাপতিদ্বয়- (১) মাওলানা সাইয়েদ মুছলেহুদ্দীন (নেঃ ইস)
(২) এডভোকেট নওয়াজেশ আহমদ (মুঃ লীগ)
সাধারণ সম্পাদক- অধ্যাপক গোলাম আযম (জাঃ ইস)
যুগ্ম সম্পাদক- মাওলানা নুরুজ্জামান (আঃ লীগ)
কোষাধ্যক্ষ- জনাব এম, আর, খান (নেঃ ইস)

গণতান্ত্রিক শিবিরে ঐক্যের গুরুত্ব

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই গণতন্ত্র, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, উভয় প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের প্রতিকার এবং পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা দাবী করিয়া বিভিন্ন দফা সম্বলিত কর্মসূচী পেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর ৫-দফা, আওয়ামী লীগের ৬-দফা ও মুসলিম লীগের (কাউন্সিল) ৭-দফা উল্লেখযোগ্য। এন-ডি-এফ এবং নেজামে ইসলাম পার্টিও ঐ সব বিষয়ে বলিষ্ঠ দাবী জানাইয়া আসিতেছে।

উপরোক্ত দাবীতে এই সব দল পৃথক পৃথকভাবে যতই আন্দোলন করিতেছে ততই স্বৈরাচারী সরকার এক একটি দলের উপর নির্যাতন চালাইয়া, কর্মী ও নেতাগণকে বিনা বিচারে বন্দী করিয়া, কোন কোন দলকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া একে একে বিরোধী দলসমূহকে দুর্বল করিবার চেষ্টা করিতেছে। ফলে এই সব বিচ্ছিন্ন আন্দোলন দ্বারা ডিক্টেটরী শাসন দিন দিন আরও মজবুত হইবার সুযোগ পাইতেছে।

এই কথা উপলব্ধি করিয়াই গণতন্ত্রকামী ৫টি বিরোধী দল তাঁহাদের বিভিন্ন-দফা দাবীর ভিত্তিতে "৮ দফা কর্মসূচী" প্রণয়ন করিয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের যাবতীয় অধিকার আদায় করার বলিষ্ঠ শপথ গ্রহণ করিয়াছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্যতীত মুক্তির কোন পথই যে নাই তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য।

এই স্বীকৃতির ফলেই জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহে বিরোধী দলের সদস্যগণ তাঁহাদের দলীয় কর্মসূচীর বিভিন্নতা সত্ত্বেও একজোট হওয়া অপরিহার্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। যেসব দল আইন সভার ভিতরে ঐক্যবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছে তাঁহাদের পক্ষে জনগণের ময়দানে বিভিন্ন থাকাই অস্বাভাবিক। গণতন্ত্রের প্রতি যাহাদের নিষ্ঠা রহিয়াছে তাঁহাদের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক শিবির হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৮ দফার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ৮-দফা সকল দলের বিভিন্ন দফার ভিত্তিতে রচিত হইলেও কোন দলেরই সমস্ত দফা ইহাতে সামিল হইতে পারে নাই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল এত সব দফা পেশ করিয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ৮-দফা দ্বারা পূর্ণ হইবে মনে করিয়াই তাঁহারা সর্বসম্মতভাবে এই নূন্যতম কর্মসূচীর মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর প্রত্যেক দলেরই নিজ দফাসমূহের বাকী অংশের জন্য আন্দোলন করিবার অধিকার রহিল।

বিভিন্ন দলের দফাসমূহকে বিষয় ভিত্তিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১।রাজনৈতিক
২।সামরিক
৩।অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক

রাজনৈতিক বিষয়

এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের উপরই অন্যান্য সমস্যার সমাধান নির্ভর করে। সামরিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানও রাজনৈতিক পন্থায় করিতে হইবে।

সামরিক বিষয়

পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক দিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য বিভিন্ন দল যত দাবী পেশ করিয়াছে তাহার সবগুলিই ৮-দফা কর্মসূচীর ৪র্থ দফায় শামিল করা হইয়াছে। উপরন্তু এই দফাটিকে আরও কার্যকরী করিবার জন্য ৭ম দফায় ডিফেন্স কাউন্সিলের মাধ্যমে একটি অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক বিষয়

পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ, সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য ২য়, ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ দফাসমূহে বাস্তব ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। জাতীয় সংহতি বজায় রাখিয়া ইহার চেয়ে বলিষ্ঠ কোন কর্মসূচী প্রণয়ন সম্ভব কিনা তাহা দেশবাসীরই বিবেচ্য।

৮-দফার বৈশিষ্ট্য

১। ২য় দফা হইতে ৮ম দফা পর্যন্ত ৭ টি দফায়ই শুধু পূর্ব পাকিস্তানের দাবী সম্বলিত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ইহাতে স্বাক্ষর করায় এই আঞ্চলিক দাবীসমূহ এখন জাতীয় দাবীতে পরিণত হইয়াছে।

২। সংখ্যাসাম্য নীতি স্বীকৃতি হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত যে সব কারণে বৈষম্যের প্রতিকার হয় নাই সেই সব কারণ দূর করিবার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচীতে একটি বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে সংখ্যাসাম্য নীতি বাস্তবায়িত করাইবার জন্য উভয় প্রদেশের সমান সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে এক একটি বোর্ডের উপর দ্বায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে বোর্ডসমূহে পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণকে জাতীয় পরিষদ পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যগণই নির্বাচন করিবেন।

৩। পূর্ব পাকিস্তানের দাবীসমূহ লইয়া শুধু পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন হইলে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ইহাকে ঐ প্রদেশের বিরুদ্ধে এই প্রদেশের বিদ্বেষ মনে করিতে পারেন। কিন্তু ৮-দফা একটি জাতীয় কর্মসূচীতে পরিণত হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানেও এই সব দাবীর পক্ষে জনমত সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। এইরূপে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে একই ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ দ্বারা জাতীয় সংহতিকে মজবুত করা যাইবে।

ঐক্যের স্থায়িত্ব

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঐক্য সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে এই ধরনের ঐক্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কোন কোন মহল হইতে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়া থাকে। সেই দিক লক্ষ্য করিয়াই পিডিএম-কে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন ত্রুটি হইতে মুক্ত রাখিবার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে উদ্দেশ্যে এই ঐক্যজোট গঠিত হইয়াছে তাহা হাসিল না হওয়া পর্যন্ত যাহাতে ঐক্য বজায় থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

১। বিগত সম্মিলিত বিরোধী দলের (কপ) ন্যায় পিডিএম নির্বাচনের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় নাই। সম্মিলিতভাবে গণআন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যেই পি ডি এমের সৃষ্টি।

২। পূর্বে সম্মিলিত দলের (কপ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় যে কোন অংগদল 'ভেটো' প্রয়োগ করিতে পারিত। কিন্তু পিডিএম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে। অংগদলসমূহের কোন 'ভেটো' ক্ষমতা নাই।

৩। পূর্বে সম্মিলিত সংস্থায় (কপ) কর্মকর্তাগণ দলীয় ভিত্তিতে নির্ধারিত হইতেন। কিন্তু পি ডি এমের কাঠামোকে একটি সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ন্যায় গঠন করার ফলে ইহার কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ হইতে নিম্নতম শাখা কমিটি পর্যন্ত সর্বস্তরেই বৎসরে একবার নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কর্মকর্তা নিযুক্ত হইবেন।

৪। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পি ডি এম যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে তা অংগদলগুলি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।

দেশবাসীর নিকট আবেদন

পাক-ভারতের দশ কোটি মুসলমান যে ভোটের সাহায্যে পাকিস্তান কায়েম করিয়াছে,- আজ পাকিস্তানে তাঁহারা সেই ভোট হইতেও বঞ্চিত। তাঁহারা শুধু ইংরেজ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করাই যথেষ্ট মনে করে নাই- সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের চাপ হইতেও তাঁহার স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিল। ভাগ্যের পরিহাস যে আজ তাঁহারা মৌলিক মানবিক অধিকার হইতেও বঞ্চিত।

আজ ব্যক্তিস্বাধীনতার অবস্থা অত্যন্ত করুণ। জরুরী অবস্থা অপ্রয়োজনীয়ভাবে চালু রাখা, কথায় কথায় ১৪৪ ধারা জারী করা, সভা-সমিতি ও মিছিলের সুযোগ না দেওয়া, বিনা বিচারে আটক রাখা, প্রতিরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগ করা, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা ইত্যাদির ফলে নাগরিক জীবন দুর্বিষহ উঠিয়াছে।

তদুপরি সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি, খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্য নৈতিকতা ও চরিত্রবিনষ্টকারী কার্যকলাপের অবাধ প্রসার, বেকার সমস্যা, ক্রমবর্ধমান ট্যাক্স ও খাজনার চাপ, শ্রমিক নির্যাতন, ছাত্র দলন, শিক্ষা সংকোচ নীতি, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি সর্বস্তরে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন গোটা দেশবাসী, বিশেষভাবে রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিদের নিকট গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছে যে,-

(1) জনগণের অন্তর হইতে এই হতাশা দূর করিতে না পারিলে স্বাধীন জাতি হিসাবে টিকিয়া থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

(2) প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্ধারিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠনই এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ।

(3) বর্তমান পরিস্থিতিতে সকল গণতন্ত্রকামী ব্যক্তি ওদলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্যতীত জনগণের ভোটাধিকার আদায় করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

(4) অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে একনায়কত্বের পরিবেশে কোন দলের একক প্রচেষ্টা গণতন্ত্র কায়েমের পথকে আরও দুর্গম করিয়া তোলে।

(5) পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন সর্বশেষ সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং ইহাই বর্তমানে একমাত্র সম্বল। গোটা পাকিস্তানে গণতন্ত্র কায়েম ও পূর্ব পাকিস্তানের দাবী আদায় করিতে হইলে এই আন্দোলনে শরীক হওয়া ব্যতীত অন্য কোন পথই নাই।

পি ডি এমের পতাকাতলে সমবেত হোন

এবং

বলিষ্ঠ কণ্ঠে আওয়াজ তুলুন

গণ-ঐক্য

- গণতন্ত্রকামী জনতা- এক হও।
- সকল বিরোধী দল- এক জোট হও।
- ঐক্য বিরোধী মনোভাব- ত্যাগ কর।
- জাতির মুক্তির সনদ-আট দফা।
- পি ডি এমে- শামিল হও।

রাজনৈতিক দাবী

১। জরুরী অবস্থা- প্রত্যাহার কর।
২। গণতন্ত্র- কায়েম কর।
৩। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন- দিতে হবে।
৪। মৌলিক অধিকার- বহাল কর।
৫। বিচার ও শাসন বিভাগ- পৃথক কর।
৬। বিনা বিচারে আটকনীতি- বন্ধ কর।
৭। সার্বজনীন ভোটাধিকার- ফিরিয়ে দাও।
৮। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা- স্বীকার কর।
৯। সভা ও মিছিলের- সুযোগ দাও।
১০। স্বৈরাচারী শাসন- চলবে না।

অর্থনৈতিক দাবী

১। আঞ্চলিক বৈষম্য- দূর কর।
২। পুঁজিবাদ- ধবংস হোক।
৩। অর্থনৈতিক সুবিচার- কায়েম কর।
৪। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উচ্চমূল্য- রোধ কর।
৫। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা- চালু কর।
৬। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী- মানতে হবে।
৭। কৃষকদের হক- আদায় কর।
৮। পাটচাষীদের ন্যায্য দাবী- মানতে হবে।
৯। সার্টিফিকেট প্রথা- রহিত কর।
১০। বেকার সমস্যার- সমাধান কর।

অন্যান্য দাবী

১। ইসলাম বিরোধী আইন- বাতিল কর।
২। শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ- বন্ধ কর।
৩। শিক্ষক বেতন- বৃদ্ধি কর।
৪। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা- চালু কর।
৫। অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষা- প্রচলন কর।
৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে- স্বায়ত্তশাসন চাই।
৭। ছাত্রদের সমস্যা- সমাধান কর।*

---

*আওয়ামী লীগের একটি অংশ, এন,ডি,এফ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম ও জামাতে ইসলামীর সমন্বয়ে ১৯৬৭ সনের মে তে ‘‘পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট গঠিত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ন্যাপের বিশেষ অধিবেশনে মওলানা ভাসানী কর্তৃক আন্দোলনের কর্মসূচী পেশ	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পুস্তিকা	৩০ নভেম্বর, ১৯৬৭

রংপুরে অনুষ্ঠিত ন্যাপের বিশেষ অধিবেশনে উপলক্ষে
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অভিভাষণ
রংপুর শহর, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৭ সাল

সমাগত কাউন্সিলার বন্ধুগণ,

এক কঠিন রোগ ভোগের পর আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত হইতে পারিয়া আমি সত্যিই আনন্দিত। অসহ্য যন্ত্রণাময় সেই দিনগুলিতে বার বার এই কথাই আমার মনে হইয়াছিল হয়ত আর একবার শেষবারের মত আপনাদের সাথে মিলিত হইতে পারিব না। কিন্তু পরম করুনাময় আল্লাহতালার অপার দোয়া এবং আমার প্রতি আপনাদের অসীম ভালবাসা এবারও আমাকে মৃত্যুর পথ-যাত্রা হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে। জানি না আবার ভবিষ্যতে এমনি একটা মহতী সমাবেশে আমি আপনাদের সহিত মিলিত হইতে পারিব কিনা। দেশবাসীর প্রতি আপনাদের প্রগাঢ় ভালবাসার প্রতি অবিচল আস্থা নিয়াই হয়ত এই শেষবারের মত আপনাদরে সামনে আমি হাজির হইয়াছি। আপনাদের অকুণ্ঠ দেশপ্রেমের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম আপনারা গ্রহণ করুন।

বন্ধুগণ!

আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এক গভীর সংকটময় মুহূর্তে আপনারা আজ এখানে সমবেত হইয়াছেন। আমাদের সংকট যতই গভীর এবং ব্যাপক হউক না কেন, জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অন্তদৃষ্টি এবং বিশ্বজোড়া পরিসরে সুপ্রসারিত স্বচ্ছ দৃষ্টি লইয়া আন্তর্জাতিক প্রতিটি সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ করিয়া আপনাদের কর্তব্য নির্ধারণে আপনারা যে সক্ষম এই বিশ্বাস আমার আছে। আপনাদের সুগভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতি প্রগাঢ় আস্থা রাখিয়াই আজ আমি আপনাদের সামনে কয়েকটি কথা উপস্থিত করিতে চাই।

এক সর্বগ্রাসী গভীর সংকট

আমাদের দেশ আজ এক বর্ণনাতীত সর্বগ্রাসী সংকটে নিমজ্জিত। স্বাধীনতা লাভের পর বিগত বিশটি বছর ধরিয়া একটানা ক্রমবর্ধমান গতিতে সংকট বৃদ্ধি পাইয়া স্তূপীকৃত সংকট দেশবাসীকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়াছে।

কৃষককুলের অবস্থা

সংকটগ্রস্ত দুস্থ জনতার কথা উল্লেখ করিতে হইলে সর্বপ্রথম উল্লেখ করিতে হয় আমাদের শোষিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত কৃষক সমাজের কথা। দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮২ জন লইয়া যে কৃষক সমাজ, তার জীবনে বিগত ২০ বছর কি আনিয়াছে? মনে পড়ে সামরিক শাসনামলের গোড়ার দিকে এই প্রদেশের জনৈক গর্ভনরের তেজগাঁও বিমানবন্দরের একটি কথা। করাচী থেকে প্রত্যাগত গর্ভনর বাহাদুর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জওয়াবে গ্রীবা উন্নত করিয়া দিগন্তের সবুজ বনানীর দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেনঃ

"চারিদিকে আমি দেখিতেছি এক প্রাচুর্যের সমারোহ"। সামরিক শাসকদেরহ কয়েদখানায় বন্দী অবস্থায় থাকিয়া সেদিন এই কথাগুলিই সেই গর্ভনরকে ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিলঃ

হে গর্ভনর বাহাদুর এ দেশের কৃষক শ্রমিক তথা মেহনতী মানুষের রক্ত নিংড়াইয়া বিমানবন্দরের যে অনুপম প্রাসাদ গড়িয়া উঠিয়াছে তার শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত লাউঞ্জে দাঁড়াইয়া কৃষকের সৃষ্ট দিগন্ত প্রসারিত শ্যামল বনানীর শ্যামলিমাই তুমি দেখিয়াছ। তুমি দেখ নাই তার অন্তরালের নিরন্ন বিবস্ত্র আর তিলে তিলে মৃত্যুপথযাত্রী শীর্ণ কৃষকেরা শোষণ জর্জর পান্ডুর চেহারা। যাহারা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছে নয়নাভিরাম প্রাচুর্যের সমারোহ তাহাদের দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইবার প্রয়োজনীয়তাও তোমরা অনুভব কর নাই। তোমাদের আরাম-আয়েশ আর বিলাস বাসনের স্বার্থে তোমরা শোষক গোষ্ঠী এ দেশের কৃষককুলের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছ ৯৩ কোটি টাকার ঋণের বোঝা। তোমাদের শিল্পপতি গোষ্ঠী বিগত ২০টি বছর ধরিয়া এদেশের কৃষক-শ্রমিকের রক্তের বিনিময়ে গড়িয়া তুলিয়াছে বিরাট বিরাট পুঁজি আর মুনাফার পাহাড়। কৃষককে তোমরা দাও নাই তার অর্থকরী ফসল-পাট, তামাক আর কুসাইয়ের মূল্য। কৃষকের দীর্ঘকালের দাবী পাটের ন্যায্যমূল্য ৪০ টাকার দাবীকে তোমরা প্রহসনে পরিণত করিয়াছ। বাহ্যিক লোক দেখানো কায়দায় তোমরা পাটের তথাকথিত সর্বনিম্ন মূল্য ২৬ টাকা থেকে ২৮ টাকা ধার্য্য করিয়াছ কিন্তু ঐ নিধারির্ত মূল্যে পাট ক্রয়ের জন্য কলকারখানার মালিক আর বড় বড় ব্যবসায়ীদের বাধ্য করার কোন ব্যবস্থা তোমরা কর নাই। তোমরা সুকৌশলে কৃষক সমাজকে ১৫ / ১৬ টাকা মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়া একচেটিয়া ধনিক গোষ্ঠীর সস্তা দরে পাট ক্রয়ের সুযোগ করিয়া দিয়াছো।

অন্যদিকে তোমরা দিনের পর দিন জমির খাজনা-ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া টাকা প্রতি তের আনা দশ পাই অতিরিক্ত করের বোঝা চাপাইয়া দিয়া তোমাদের শাসক-শোষক গোষ্ঠীর বিলাস ব্যসনের সুবন্দোস্ত করিয়াছ। চলতি সনেও তোমরা একর প্রতি ৫০ পয়সা জমির খাজনা বৃদ্ধি করিয়াছ। তারপরেও তোমাদের শোষণ লিপ্সার কমতির কোন লক্ষণ আমরা দেখি না। তোমাদের রাজস্ব মন্ত্রী এই সেদিনও বলিয়াছেন যে, এ দেশের জমির খাজনা নাকি অন্য দেশের তুলনায় কম। তোমরা এ দেশের কৃষক সমাজের ঘাড়ে আরও ট্যাক্স খাজনার বোঝা চাপাইতে চাও। কী ধৃষ্টতা! কী দুঃসাহস তোমাদের। ৪০/৫০ টাকা মণ দরে চাউল কিনিয়া খাইবার ক্ষমতা যখন দেশের শতকরা ৯২টি কৃষক পরিবারের নাই তখন তাদের প্রাসাচ্ছাদনের কথা তোমরা একবারও ভাব না। তোমরা তোমাদের লগ্নির টাকা আদায়ের জন্য কৃষকদের উপর যখন লক্ষ লক্ষ সার্টিফিকেট জারি কর এমনকি তাদের বিরুদ্ধে বডি-ওয়ারেন্ট পর্যন্ত জারি করিতে তোমরা দ্বিধা কর না। তখন কি তোমরা মুহূর্তের জন্যও ভাবিয়া দেখিয়াছ যে তোমাদের জীবনে প্রাচুর্যের সমারোহ সৃষ্টি যে কৃষক সমাজ, সেই কৃষক সমাজ আজ তিলে তিলে মৃত্যুর পথে চলিয়াছে।

বন্ধুগণ! আমি জানি কৃষক জীবনের এই দুরাবস্থার চিত্র আজ শোষক গোষ্ঠীর সামনে তুলিয়া ধরা নিরর্থক। তাই আমাদের কৃষককুলের সমস্যাবলী আমি আপনাদের সামনেই উপস্থিত করা সঙ্গত মনে করি।

ন্যাপের দৃষ্টিতে আইয়ুব সরকারঃ

ন্যাপের দৃষ্টিতে আইয়ুব সরকার হইতেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট বড় বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী শ্রেণী-একনায়ক সরকার, একই শ্রেণী স্বার্থের প্রতিরক্ষক সরকার। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, দেশী বড় বুর্জোয়া এবং সামন্তবাদ এই ত্রিশক্তি এক এবং অবিভাজ্য। এই তিন শক্তির শাসনের অবসানের মধ্য দিয়াই আমাদের দেশের জনগণ তাহাদের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করিতে পারে।

আজিকাল মূল রাজনৈতিক প্রশ্নঃ

বন্ধুগণ, দেশী প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠী ও তাহাদের সহযোগী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আমাদের গণতান্ত্রিক মহলের কিছুটা মোহমুক্তি ঘটিলেও আজিকার কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাহাদের বিভ্রান্ত কাটে নাই।

দেশের গণতন্ত্রকামীদের যে অংশ পূর্বে মার্কিন সাম্রজ্যবাদীদের বন্ধু মনে করিতেন বর্তমানে তাহারা সাম্রজ্যবাদ সম্পর্কে কিছুটা নিরপেক্ষতার ভাব দেখান। এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ক্ষেত্রে মার্কিন বিরোধিতার প্রসঙ্গটি অবতারণা করিয়া তাহারা মার্কিনদের বিরাগভাজন হইতে চান না। তাই তাহারা প্রস্তাব করেন- আগে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাক তারপর সাম্রজ্যবাদ বিরোধিতার প্রসঙ্গটি বিবেচনা করা যাইবে। কাজেই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে- কোন কাজটি আগে করিতে হইবে? গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা , না সাম্রাজ্যবাদের বিতাড়ন?

আমার মতে প্রশ্নটিকে এইভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায় না। গণতন্ত্রের সংগ্রাম এবং সাম্রজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম এক এবং অবিভাজ্য। কেননা আমি ইতিপূর্বেই আলোচনাতে দেখাইয়াছি যে আমাদের দেশের মার্কিন সাম্রজ্যবাদী স্বার্থ এবং দেশী বড় পুঁজি ও সামন্তবাদী স্বার্থ একই সূত্রে গ্রথিত। দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আঁতাতকে যেমন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না তেমনি এই আঁতাতের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামকে ও দুই অংশে ভাগ করা যায় না। ইহাদের একটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে গেলে সেই সংগ্রামে অপরটিও জড়িত হইয়া পড়িতে বাধ্য। অতএব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম এক এবং অবিভেজ্য।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নেঃ

ন্যাপের সাথে মতপার্থক্যের উল্লেখ করিতে যাইয়া আমাদের বন্ধুরা বলিয়াছেনঃ

“বিভেদপন্থী গ্রুপটি ৬-দফা আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়া প্রকারন্তরে স্বায়ত্তশাসনের দাবীর বিরোধিতা করিয়াছে।”

বন্ধুদের এই অভিযোগে হাসি সম্বরণ করা সত্যি কঠিন। পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের স্বাধিকারসহ পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সাম্রজ্যবাদবিরোধী পররাষ্ট্র নীতির দাবীতে যে ন্যাপের জন্ম সেই ন্যাপ স্বায়ত্তশাসন দাবীর বিরোধিতা করিতেছে, ইহার চাইতে হাস্যকর কথা আর কি হইতে পারে? তবে এ কথা সত্য যে, আমাদের বন্ধুদের ন্যায় ন্যাপ দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১ ভাগেরও কম উদীয়মান বাঙ্গালী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিফলন যে ৬- দফা, তাহাকে “জাতীয় মুক্তিসনদ” হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া স্বায়ত্তশাসনের নামে জনতাকে বিভ্রান্ত করিতে চায় নাই। স্বায়ত্তশাসন বলিতে ন্যাপ দেশের কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত তথা শতকরা ৯৮জন মেহনতী মানুষের স্বায়ত্তশাসনই বুঝিয়াছে এবং তার ১৪-দফা কর্মসূচী মারফত দেশবাসীর সামনে তাহাদের করণীয় তুলিয়া ধরিয়াছে।

আমাদের বন্ধুরা বলিয়াছেন যে, “তাহারা মনে করেন ৬-দফা কর্মসূচী লাহোর প্রস্তাব ও ২১-দফা কর্মসূচীর ১৯ দফার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ।” বেশ ভাল কথা। এক্ষেত্রে তাহাদের উদ্দেশ্যে এক প্রশ্ন করিতে চাই। ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটিতে যখন ১৪-দফা কর্মসূচী গৃহীত হয় তখন তাহারা উক্ত ১৪-দফা কর্মসূচীকে লাহোর প্রস্তাব ও ২১-দফা কর্মসূচীর ১৯নং দফার সহিত সঙ্গতিপূণ মনে করিয়াই উহার সহিত একমত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁহারা এই ১৪-দফার মধ্যে কি কি অসঙ্গতি আবিষ্কার করিলেন? এবং কেনই বা আজও সে সম্পর্কে তাঁহারা নীরব রহিলেন?

বন্ধুগণ! আসল কথা হইতেছে এই যে, আমাদের বন্ধুরা হইতেছেন উদীয়মান বাঙ্গালী বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিভূ। পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সহিত আমাদের বাঙ্গালী পুঁজিপতি গোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দকে “৬-দফার” নামে স্বায়ত্তশাসনের লেবাস পরাইয়া তাহারা হাজির করিয়াছেন। আমার সুস্পষ্ট অভিমত হইতেছে- কয়েকজন অবাঙ্গালী আদমজী দাউদের স্থলে কয়েকজন বাঙ্গালী আদমজী দাউদ সৃষ্টিই যদি ৬-দফার লক্ষ্য হইয়া থাকে তবে স্বায়ত্তশাসনের নামে বাংলার কৃষক-শ্রমিক মেহনতী মানুষ কোনদিনই তার জন্য বুকের রক্ত ঢালিতে যাইবে না। কেননা, যে ৬-দফা কর্মসূচীতে বাংলার কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতী মানুষের অধিকারের কোন

স্বীকৃতি নাই স্বায়ত্তশাসনের নামে সেই ৬-দফা ভিত্তিক তথাকথিত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অনিবার্যভাবেই উদীয়মান বাঙ্গালী পুঁজিপতি গোষ্ঠীর হাতে বাংলার কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতী মানুষের উপর শোষণ-পীড়ণ চালাইবার অধিকারে পর্যবসিত হইতে বাধ্য। কাজেই আজ প্রশ্ন ওঠেঃ কোন নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসন তথা জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জিত হইবে।

নেতৃত্বের প্রশ্নঃ

বন্ধুগণ! এই প্রসঙ্গে ন্যাপের এই অংশের ভুল উপলব্ধির প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার মনে করি। প্রশ্নটি হইতেছে নেতৃত্বের প্রশ্ন। অর্থাৎ গণতন্ত্রের সংগ্রাম কোন নেতৃত্বে পরিচালিত হইবে।

আমার সমগ্র পর্যালোচনা থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে যে মূল রাজনৈতিক কাজটি বহির হইয়া আসে তাহা হইতেছে দেশে একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার কাজ। বর্তমান সরকারের পরিবর্তে এইরূপ একটি সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আমরা আমাদের দেশের বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বড় পুঁজির কবলিত অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করিয়া পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জনগণের স্বায়ত্তশাসন তথা আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং তাহাদের জীবনযাত্রার গণতান্ত্রিক বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করিতে পারি।

সংগ্রামী বন্ধুগণ! আপনারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে ইহা একটি অত্যন্ত সুকঠিন কাজ। ইহার জন্য প্রয়োজন একটি রাজনৈতিক সজাগ, সচেতন এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে পোড়-খাওয়া অবিচল নেতৃত্ব। আমাদের বিগত দিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে আমরা সুস্পষ্ট দেখিয়াছে যে ন্যাপ ব্যতীত আমাদের দেশের বর্তমান অন্য সব রাজনৈতিক দলই সেই নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হইয়াছে। তার প্রধান কারণ ঐ সমস্ত দলের নেতৃত্বে আসিয়াছে দোদুল্যচিত্ত দুর্বল বুর্জোয়া পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী ও সামন্তবাদী শ্রেণী হইতে। অতীতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই দুর্বল নেতৃত্ব দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নিকট নতি স্বীকার করিয়া বৃহত্তর জনস্বার্থকে বিসর্জন দিয়াছে। আমি তাই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আজিকার দিনে আমাদের ন্যাপই একমাত্র রাজনৈতিক দল যে দল কৃষক-শ্রমিক তথা সর্বহারা মেহনতী মানুষের মুক্তির কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। ন্যাপ তাই তার কর্মসূচীকে বাতিল করিয়া অপর কোন শ্রেণীর কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া তার লেজুড়বৃত্তি করিতে পারে না।

ইদানীং আমাদের বন্ধুরা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন এবং আমাদের সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলা অমান্য করিয়া ন্যাপের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টায় মাতিয়াছেন। আপনাদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা ন্যাপের সাম্যজ্যবাদ-সামন্তবাদ ও বড় বুর্জোয়াবিরোধী গণতন্ত্রের সংগ্রামী পতাকাকে সমুন্নত রাখুন এবং বিভেদপন্থীদের অপচেষ্টাকে প্রতিহত করিয়া ন্যাপের ঐক্য -সংহতি রক্ষা করুন। এবং এই পতাকাতলে সকল শোষিত মানুষকে সমবেত করিয়া বর্তমান স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর অপসারন এবং তাহার পৃষ্ঠপোষক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়নের সংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া নিন।

জয় আপনাদের অবশ্যম্ভাবী।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি জিন্দাবাদ
পাকিস্তান জিন্দাবাদ
স্বৈরাচারী নিপাক যাউক
সাম্রাজ্যবাদ ধবংস হউক

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী গ্রেফতার	দৈনিক পাকিস্তান	৭ জানুয়ারী, ১৯৬৮

পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রঃ ভারতীয় কুটনীতিক বহিষ্কারঃ অস্ত্র সংগ্রহের জন্য আগরতলার সামরিক অফিসারদের সঙ্গে গোপন বৈঠকঃ মোটা অংকের অর্থ লাভ হীন চক্রান্ত সম্পর্কে দেশের উভয় অংশে জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার

(নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত)

রাওয়ালপিন্ডি, ৬ই জানুয়ারীঃ পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার একটি ভারত সমর্থিত ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

একজন সরকারীমুখপাত্র সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে প্রকাশিত তালিকাটি এ যাবৎ ধৃত ব্যক্তিদের পূর্ণ তালিকা।

আজিকার ঘোষণার সরকারের ইতিপূর্বেকার একটি প্রেসনোটকেই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আগের প্রেসনোটে রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার দায়ে কতিপয় লোককে গ্রেফতারের কথা বলা হয়েছিল। সেই সংক্ষিপ্ত ঘোষণা দেশে নান ধরনের জল্পনার সৃষ্টি করেছিল। আজকের ঘোষণায় ধৃত ব্যক্তিদের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করায় সব রকম জল্পনার সমাপ্তি ঘটেছে।

এদের সবাইকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তিদের অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার এই ষড়যন্ত্রে তাদের নিজ নিজ ভূমিকার কথা স্বীকার করেছে। এদের কেউ কেউ কমপক্ষে একজন ভারতীয় কূটনীতিক মিঃ ওঝার সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। এরা আগরতলাস্থ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মিশ্র এবং মেজর মেননের সাথে দেখা করেছিলেন। ভারতের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহই এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল।

তবে আজ যে ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্বের কোন ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে ভরতের নেই। কাশ্মীর বিরোধ এবং অন্যান্য বিরোধগুলো পাকিস্তানের প্রতি একটি গভীর শত্রুতারই প্রকাশ।

ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে দু'জন সি,এস,পি অফিসার জনাব আহমদ ফজলুর রহমান এবং জনাব রুহুল কুদ্দুসকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সামরিক শাসনামলে স্ক্রিনিং কমিটি এদের দু'জনের প্রতি নোটিশ দিয়েছিল। পরে প্রেসিডেন্ট উভয়কেই ক্ষমা করেন এবং আর একবার সরকারী কাজ করার সুযোগ দেন।

এপিপি পরিবেশিত সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়, একটি রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে গত মাসে পূর্ব পাকিস্তানে ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রটি গত মাসে উদঘাটিত হয়। ধৃত ব্যক্তিগণ পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অর্থ সংগ্রহ করাই তাদের আসল উদ্দেশ্যে ছিল। এরা প্রচুর পরিমাণ অর্থ পেয়েছিল তেমন সাক্ষাৎ প্রমাণও পাওয়া গেছে। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামীলীগের কোষাধ্যক্ষ মিঃ ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী সহ ধৃত আরো কতিপয় ব্যক্তির মারফত তারা টাকা পেয়েছে।

অস্ত্রশস্ত্রের তালিকাসহ (যার কথা আগরতলায় আলোচিত হয়েছে) বহু দলিলপত্র সরকারের হস্তগত হয়েছে।

প্রেসনোটে বলা হয়, বিশৃংখলা সৃষ্টির এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে স্বাভাবিকভাবেই দেশের উভয় অংশের জনসাধারণের মধ্যে যে ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে সরকার সে সম্পর্কে সচেতন। তাই সরকার তদন্তের ফলাফল, অগ্রগতি এবং এদের বিচার সম্পর্কিত সব তথ্য জনসাধারণকে জানাবে।

প্রেসনোটে বলা হয়, এ ব্যাপারে তদন্ত সমাপ্তির পথে এবং বিচার শীঘ্রই শুরু হবে।

ধৃত ব্যক্তিদের তালিকাঃ

প্রেসনোটে ধৃত ব্যক্তিদের তালিকা দেওয়া হয়েছে এরা হলেনঃ আভ্যন্তরীণ নৌচলাচল সংস্থায় কর্মরত পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ মিঃ ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী, মিঃ বিধান কৃষ্ঞ সেন, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ডাক্তার সাঈদুর রহমান, সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনালের (সুইজারল্যান্ড) পাকিস্তান শাখার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব এম, আলী রাজা, জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, সি,এস,পি (স্বাস্থ্যগত কারণে ১৯৬৬ সাল থেকে ছুটি ভোগ করছেন), জনাব রুহুল কুদ্দুস, সি,এস,পি (অবসর গ্রহণের প্রস্তুতি ছুটি ভোগ করছিলেন এবং একটি ট্রেনিং কোর্সের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন), জনাব মুহিবুর রহমান (প্রাক্তন ন্যাভাল স্টুয়ার্ড), জনাব কামাল উদ্দিন আহমদ (প্রাক্তন ন্যাভাল পেটি অফিসার), জনাব সুলতান উদ্দিন আহমদ (প্রাক্তন ন্যাভাল লিডিং সী-ম্যান), মীর্জা এম,রমিজ (পিআইএতে কর্মরত অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট), জনাব আমীর হোসেন (পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন কর্পোরাল), এ,বি,এম,এ সামাদ (পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন কর্পোরাল), জনাব খুরশীদ আলম (প্রাক্তন ন্যাভাল লীডিং সী-ম্যান), লীডিং সী-ম্যান পদের প্রাক্তন সার্জেন্ট ইত্যাদি পদের জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ আলী, জনাব এ,বি,এম ইউসুফ, জনাব তাজুল ইসলাম, জনাব খুরশিদ মিয়া, জনাব দলিলুদ্দিন, জনাব মাসুদ আর চৌধুরী, জনাব আনোয়ার হোসেন, পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, ডাক্তার ক্যাপ্টেন খুরশিদুদ্দিন, এ,এম সি, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক (পাকিস্তান সেনাবাহিনী), সার্জেন্ট, এ,এম,এফ,হক (বিমান বাহিনী), সার্জেন্ট শামসুদ্দীন (পাকিস্তান বিমান বাহিনী) এবং হাবিলদার ইনসাফ আলী।

ওঝা বহিষ্কৃতঃ

অপর এক খবরে প্রকাশ, পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র এখানে জানান যে, আজ বিকেলে ভারতীয় হাইকমিশনকে পররাষ্ট্র দফতরে ডেকে আনা হয়। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের প্রথম সেক্রেটারী মিঃ ওঝাকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা করতেও তাঁকে বলা হয়েছে। মুখপাত্র আরো বলেন, মিঃ ওঝাকে আজ রাতে ঢাকা ত্যাগ করতে তাঁকে বলা হয়েছে।

রয়টার্স পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, ভারতের একজন সরকারী মুখপাত্র আজ রাতে নয়া দিল্লীতে বলেন যে, পাকিস্তান ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের প্রথম সেক্রেটারী মি:পি,এন ওঝাকে বহিষ্কার করেছে।

মুখপাত্র আরো বলেন, মি: ওঝাকে আজ রাতে ঢাকা ত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

এম, আহমদকে নয়াদিল্লী ত্যাগের নির্দেশঃ

নয়াদিল্লী ৬ই জানুয়ারী (এ,এফ,পি): পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী মিঃ ওঝার বহিষ্কারের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ভারত আজ পাকিস্তানের নিকট নয়াদিল্লীর পাকিস্তানী হাইকমিশনের উপদেষ্টা জনাব এম, আহমদের অপসারণ দাবী করে....।

জনাব আহমদকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নয়াদিল্লী ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রাত্রে নয়াদিল্লীতে পাকিস্তানী হাইকমিশনের নিকট প্রেরিত এক নোটে ভারত জনাব আহমদের অপসারণ দাবী করে। তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি ও ভারতের নিরাপত্তা বিরোধী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া তিনি ভারতের জাতীয়তা বিরোধী চক্রকে অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করেছেন বলেও অভিযোগ করা হয়।

---

*খান শামসুর রহমানকে ইন্দোনেশিয়া থেকে ডেকে আনিয়ে পরে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সরকারী তথ্য বিবরণীর অভিযোগঃ শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম হোতা	দৈনিক 'পাকিস্তান'	১৮ জানুয়ারী, ১৯৬৮

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রেসনোট
শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা

ইসলামাবাদ, ১৮ই জানুয়ারী (এ,পি,পি): আজ এখানে স্বারাষ্ট্র ও কাশ্মীর বিষয়ক (স্বারাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ) দফতর থেকে নিম্নলিখিত প্রেসনোট জারি করা হয়েছেঃ-

আগরতলা ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত যে ছয় জনের নাম ইতিপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে তাদের এ যাবৎকাল পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে আটক রাখা হয়েছিল। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর আইনবলে তাদের ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসের ১৮ তারিখে গ্রেফতার করা হয়েছে। কারণ তারা এসব আইনের আওতাভুক্ত নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধ করেছেন। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে তাদের আটকের আদেশ প্রত্যাহার করেছেন। এই ব্যাপারে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজেই অন্যান্যের সাথে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে তিনি পূর্ব থেকেই জেলে ছিলেন।

২২শে জানুয়ারী ১৯৬৮/৯ই মাঘ ১৩৭৪, সংবাদঃ

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভায়
"আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ শেখ মুজিবের প্রকাশ্যে বিচার দাবী"

আগরতলা ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানপূর্বক প্রকাশ্যে বিচার অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবের স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা এবং তাঁহার অবস্থানের কথা প্রেসনোট আকারে প্রকাশের জন্যও সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বিভিন্ন প্রস্তাবে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং ৬ দফা কর্মসূচী ও জনগণের অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে তাহারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখিবে। প্রস্তাবে দৃঢ়তার সহিত বলা হয় যে, ৬ দফার বাস্তবায়নই দেশের সত্যিকার অখন্ডতা ও বৃহত্তর সংহতি রক্ষার একমাত্র ভিত্তি বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সার্জেন্ট জহুরুল হকের বিরুদ্ধে ফর্মাল চার্জশীট	সরকারী	১৯ জুন, ১৯৬৮

FORMAL CHARGE

[with two heads]

[The statement of the case, called the complaint, the list entitled the "List of the Accused Persons" which contains the name s of the persons to be tried, and the list entitled "List A" which contains the names of the accomplices to whom pardon has been tendered, are appended to this charge-sheet and will be read out at the commencement of the proceedings.]

Pak/72324, Sgt. Zahoorol Haq, accused No. 17, is charged as follows:

First: That he, between the beginning of the year, 1964 and the end of the year, 1967 conspired with his co-accused whose names are included in the "List of the Accused Persons" appended herewith, and the persons whose names are mentioned in "List A", appended herewith as well as with certain citizens of India, to wage war against Pakistan, and to deprive Pakistan of its sovereignty over a part of its territory, namely, the Provi nce of East Pakistan, by means of criminal force, in an armed revolt which was to be carried out mainly with weapons, ammunition and funds provided by India through his Indian co-conspirators:

And that in pursuance aid and furtherance of the aforesaid conspiracy, he did and said what is attributed to him in the complaint, appended herewith, at the times and places mentioned therein;

And thereby committed an offence punishable under section 121-A of the Pakistan Penal Code.

Secondly: That he abetted the committing of mutiny by those of his co-accused and the persons mentioned in "List A", who are members of the Army, Navy, or Air Force of Pakistan and that he attempted to seduce them from their allegiance and duty by doing and saying what is attributed to him in the complaint at the times and places mentioned therein;

And thereby committed an offence publishable under section 131 of the Pakistan Penal Code;

And since some of the persons with whom he engaged in the committing of these offences are subject to a service law while others are not, he is triable under section 3 of the Criminal Law Amendment (Special Tribunal) Ordinance, 1968, by this honourable Tribunal, for these offences.

[The list of witnesses intended to be produced in support of this charge is submitted as required by section 5 of the Criminal Law Amendment (Special Tribunal) Ordinance. 1968. In addition, lists of documents and articles intended to be produced in support of this charge are also submitted. These lists bear, the headings "List of Witnesses", "List of Documents" and "List of Articles" respectively, as explained in Annex T. Supplementary lists may be submitted later.]*

Before the Special Tribunal setup u/s 4 of the Criminal Law Amendment (Special Tribunal) Ordinance, 1968. by Notification S.R.O. 59/R /68, dated the 21st of April) 1968.

THE STATE
versus
SHEIKH MUJIBUR RAHMAN AND OTHERS-Accused.
This

Statement of the Case on behalf of the prosecution (herein-after referred to as the complaint) submitted by the Central Government u/s 5 of the aforesaid Ordinance, Rcspcctfully sheweth that:

1. In pursuance of secret information received as to the existence of a conspiracy to deprive Pakistan of a part of its territories by an armed revolt with weapons, ammunition and funds provided by India, and to establish therein an independent government recognised by India, some persons were arrested in December, 1967, under the Defence of Pakistan Rules and some others under the laws relating to the Defence Services.

2. Documents produced by or recovered from some of those persons contain code names for some of the important participants in the conspiracy specifications and quantities of arms and ammunition required for the purposes; of the conspiracy, instructions for tasks to be done before the 'D' Day, instructions for the 'D' Day, and other memoranda.

3. The main plan of action was to capture the armories of military units so as to paralyse them. The action was to be carried out in commando style and surprise was to compensate for the lack of manpower. The tasks to be performed in this connection included:

(i) enlisting of men from among the Armed Forces, ex-Servicemen and civilians who could be effectively subverted to build up an armed spearhead;

(ii) securing of arms and funds from local source in addition to those to be provided by India;

(iii) creating of general Political disaffection by propaganda; and

(iv) fixing an opportune moment as the 'D' Day to take over strategic points by force.

* ১৯৬৮ সনের ১৯ শে জুন আগরতলা মামলা শুরু হয়েছিল।

4. In pursuance of their objective, a meeting was arranged between the representatives of those who had to conduct the operations in Pakistan with the representatives of India who were to supply the funds, arms and ammunition. This meeting took place at AGARTALA in INDIA on the 12th of July. 1967.

5. The more important incidents in the development of this conspiracy and the more significant details of those incidents, arc given in the paragraphs that follow. While giving the gist of the discussion at a meeting the reiteration of the general aims and objects of the conspiracy, which took place practically in every meeting, has been mostly omitted. The five lists that accompany this complaint entitled respectively, 'List A'. 'List of the Accused Persons'. 'List of Witnesses'. 'List of Documents' and 'List of Articles' are explained in Annex 'I'. The code names of the accused persons are explained in Annex 'II'. Where a name appears for the first time in this complaint, it is set out in full, but where it occurs again only so much of it is mentioned as is necessary to distinguish it from others. For the sake of complete identification, however, each time a name that is included in the 'List of the Accused Persons', or a name that is included in the 'List of Witnesses' is mentioned, the serial number at which that name occurs in the relevant list is specified along with the word 'accused' or 'witness' depending on the list in which that name is included. Similarly, where a place is mentioned for the first time, its description is set out in full, but where it appears again, only so much of that description is mentioned as is necessary to distinguish it from others.

6. Between the 15th and the 21st of September, 1964, Sheikh Mujibur Rahman, accused No. 1, was on a visit to Karachi. He was invited to attend a meeting convened by Lt. Muazzam Hussain of Pakistan Navy (now Lt. Commander Muazzam Hussain) accused No.2 who, at an earlier meeting, at his own residence. Bungalow No. D/77, K. D. A. Scheme No. 1, Karachi, in the beginning of 1964, in agreement with Steward Mujibur Rehman, accused No.3, Ex- Leading Seaman Sultan-ud-Din Ahmad, accused No.4, Leading Seaman Noor Muhammad, accused No.5, and Lt. Muzzammil Hussain, witness No.l, had decided to consult Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l in connection with a plan to form a revolutionary organisation for taking over East Pakistan. This meeting was held at the house of Mr. Kamal-ud-Din Ahmad, witness No.2, at No. 3/47, M. S. G. P. School Teachers' Co-operative Society (popularly known as Maalama Abad) Karachi, and was attended by :—

(i) Sheikh Mujibur Rahman, accused No.1'
(ii) Muazzam, accused No.2,
(iii) Steward Mujib. Accused No.3,
(iv)Sultan accused No.4,
(v)Noor Muhammad accused No,
(vi)Mr. Ahmad Fazlur Rehman, C.S.P., accused No.6, and
(vii)Muzzamil, witness No. 1,

Muazzam, accused No.2, said that the East Pakistani clement in the Navy had formed a militant force for making East Pakistan into an independent state, and that the East

Pakistani personnel from the Army and the Air Force would also be inducted into that group. He explained that for the successful propagation of the project the support and cooperation of political leaders and Civil Service officials from East Pakistan was needed He further explained that funds would be needed to finance the group. Sheikh Mujibur Rahman, accused No. 1, not only agreed, but said that his own idea was the same. He promised his full support and undertook to provide the requisite funds. A. F. Rahman, accused No.6, while agreeing with Muazzam, accused No.2, that an armed revolt was the only answer to the disparity existing between the two wings of Pakistan, said that he was not sure as to what the reaction of India would be to such action. Shiekh Mujibur Rahman, accused No.l, said that that was his (Sheikh Mujibur Rahman's) concern. He added, however, that they might go slow for the time being because this action might not be necessary if the opposition won the Presidential election, which was then about to be held.

7. Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, again visited Karachi, after the Presidential election and was there from the 15th to the 21st of January, 1965. On a day between those dates, meeting was held at the aforesaid house of Muazzam, accused No.2, which was attended by:—

(i) Sheikh Mujibur Rahman accused No.l,
(ii) Muazzam accused No.2,
(iii) Noor Muhammad accused No.5,
(iv) A. F. Rahman accused No.6,
(v) Flight Sergeant Mahfizullah, accused No.7, and
(vi) Lt. Muzzamil Hussain, witness No. 1,

and some others who have not been identified.

Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, said that the only way in which the people of East Pakistan could live honourably was to separate themselves from West Pakistan. He promised full support and monetary assistance and urged Muazzam, accused No.2 to shift his headquarters to East Pakistan and to expedite the activities of the revolutionary group.

8.Mr. Mohammad Amir Hussain Mia, witness No.3, who was employed in the Central Statistical Office at Karachi, was on intimate terms with Steward Mujib, accused No.3, Sultan, accused No.4 and Ex-Corporal Abul Bashar Mohammad Abdus Samad, accused No.8. Some time in January, 1965, Steward Mujib, accused No.3, introduced Amir Hussain, witness No.3 to Muazzam, accused No.2. Amir Hussain, witness No.3, was greatly impressed, and became an active member of the group.

9. Between January, 1965 and August, 1965 several meetings were held at the house of Muazzam, accused No.2, which were normally attended by :—

(i) Muazzam accused No.2,
(ii) Steward Mujib accused No.3,
(iii) Sultan accused No.4,

(iv) Noor Muhammad accused No.5,
(v) Hav. Dalil-ud-Din, accused No.9, and
(vi) Amir Hussain, witness No.3.

who were active members of the organisation. The aims and objects, and the methods to be adopted for their achievement, were discussed at these meetings.

10. To initiate activities in East. Pakistan, it was found necessary to arrange that some of the active members should be there permanently. Accordingly, Steward Mujib. Accused No.3 and Sultan, accused No.4, went on leave to Dacca at the instance of Muazzam, accused No.2. Attempts were being made to have them permanently transferred to East Pakistan. In August, 1965, Muazzam accused No.2. in consultations conducted through Steward Mujib, accused No.3 and Sultan, accused No.4 with Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, arranged a group meeting at the residence of Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, at No. 677, Road 32, Dhanmandi Residential Area, Dacca. Sultan, accused No.4 sent Rs. 1,500 in an insured envelope-addressed to Amir Hussain, witness No.3 and Rs. 500 by telegraphic money order addressed to Noor Muhammad, accused No.5 for delivery to Muazzam, accused No.2, to cover the traveling expenses of the group members proceeding from Karachi to Dacca for attending the meeting. These amounts were sent and were delivered to Muazzam, accused No.2, in due time.

11. The aforesaid meeting was fixed for the 29th of August, 1965. Muazzam, accused No.2, and Amir Hussain, witness No.3, left Karachi for Dacca by a P.I.A. flight to attend it.

12. The aforesaid meeting was held at the appointed place on the appointed day at 3 p.m. and was attended by:—

(i) Sheikh Mujibur Rahman accused No.l,
(ii) Muazzam accused No.2,
(iii) Steward Mujib, accused No.3,
(iv) Sultan accused No.4,
(v) Mr. Ruhul Quddus, C.S.P., accused No. 10. and
(vi) Amir Hussain, witness No.3.

Muazzam, accused No.2, reviewed the progress made, claiming that under the guidance and blessing of Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, he had enlisted a large number of serving and released personnel of the Armed Forces, who had undertaken to make East Pakistan an independent state. All the participants expressed their satisfaction with the progress made. Muazzam, accused No.2, stressed the need of funds, arms and ammunition. Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, assured them of the requisite help from India. For the time being, he undertook to provide rupees one lac to Muazzam. accused No.2, in installments of Rs. 2,000 to Rs. 4,000 to be collected by Steward Mujib. accused No.3, and Sultan, accused No.4.

13. On the 1st of September, 1965, Steward Mujib, accused No.3, obtained a sum of Rs. 700 from Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, at his house in Dhanmandi, Dacca, and made it over to Amir Hussain, witness No.3.

14. On the 9th of September, 1965, Steward Mujib, accused No.3 obtained from Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, a sum of Rs. 4,000 at his house in Dhanmandi, Dacca, and made it over to Amir Hussain, witness No.3, who gave back Rs. 300 to Steward Mujib, accused No.3 and Sultan, accused No.4, for their personal expenses, and retained the balance with himself for being made over to Muazzam, accused No.2.

15. On the outbreak of Indo-Pakistan War, the defence personnel on leave or on temporary duty in East Pakistan were unable to return to the places of their postings in West Pakistan. They were, recalled to duty in East Pakistan. Steward Mujib, accused No.3, and Sultan, accused No.4, were accordingly attached to the Naval Base at Chittagong in September 1965. They continued their activities in connection with the conspiracy during the period of their attachment.

16. In December. 1965, a meeting of the group was held at the residence of A. F. Rahman, accused No.6, Flat No. 21, llaco House, Victoria Road. Karachi, which was attended by:—

(i) Muazzam accused No.2,

(ii) Noor Muhammad accused No.5,

(iii) A. F. Rahman accused No.6,

(iii) Samad, accused No.8, and

(iv) Amir Hussain, witness No.3.

The progress made was discussed and the role played by Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, was praised. A. F. Rahman, accused No.6, undertook to procure transistorised transmitters, from the United Kingdom. It was decided that efforts be made to have Muazzam, accused No.2, transferred to Hast Pakistan. In this connection, the good offices of Mr. K. G. Ahmad, witness No.4, who was then staying as a guest with A. F. Rahman, accused No.6, were to be utlised.

17. In the same month (December, 1965), another meeting was held at the house of Muazzam, accused No.2, Officers' Quarters, Karsaz, Karachi, which was attended by the persons mentioned in paragraph 16. Muazzam, accused No.2, explained that Steward Mujib, accused No.3, and Sultan, accused No.4, were operating in East Pakistan and that Samad, accused No.8 and Amir Hussain, witness No.3 would be sent soon to Dacca for expediting the group work. Muazzam, accused No.2, claimed to have recruited 3.000 volunteers and maintained that if they were equipped and led properly by a few officers of the Defence Services they in no time oust the West Pakistan personnel from East Pakistan. The points discussed in the meeting mentioned in paragraph 16 were brought under discussion.

18.In the same month (December, 1965) another meeting was convened by Mahfizullah, accused No.7, at his Quarter No. 329/2, Korangi Creek, Karachi, which was attended by:—

(i) Sultan, accused No.4.

(ii) Mahfizullah, accused No.7,

(iii)Fit. Sgt. Muhammad Fazlul Haq, accused No. 11,

(iv)Warrant Officers Musharaf H. Sheikh, witness No.5,

(v) Sgt. Shamsuddin Ahmad, witness No.6, and a few others who have not been identified.

Mahfizullah, accused No.7, and Sultan, accused No.4. reiterated that East Pakistan could be saved only by separating it from the Central Government, which could not be achieved without staging an armed revolt. The progress under the leadership of Muazzam, accused No.2, was mentioned.

19. On the departure of Amir Hussain, witness No.3, from Karachi on the 2nd February, 1966, Muazzam, accused No.2, gave him three table diaries, on some of the pages of which he had written down instructions and memoranda, for his guidance. Muazzam, accused No.2, told him that he had copied those instructions in the said diaries from his note-book. It is in one of those diaries that the code names explained in Annex 'II'. .are to be found. He also gave him a map and two lists of arms and ammunition to be handed over to Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l. on his demand.

Muazzam, accused No.2, told Amir Hussain, witness No.3. to be the treasurer, and authorised him to collect and receive funds for the group and asked him to send the amounts so received to him (Muazzam, accused No.2) in Karachi through merchantships, after deducting the expenses incurred in East Pakistan.

20, After his arrival at Dacca, Amir Hussain, witness No. 3, went to Chittagong. Where Steward Mujib, accused No.3, and Sultan, accused No.4, were busy propagating the insurrectionist aims, to assess progress in that area. On 6th February, 1966. He convened a party meeting in his room in Mishka Hotel, which was attended by :—
(i) Steward Mujib, accused No.3,
(ii) Sultan accused No.4,
(iii)Mr. Bhupati Bhusahn Chaudhury (popularly known as Manik Chaudhury), accused No. 12,
(iv)Mr. Bidhan Krishna Sen, accused No. 13,
(v) Subedar Abdur Razzaq E.B.R. accused No. 14,
(vi)Dr. Saeedur Rahman Chaudhury, witness No.7, and
(vii)Ex-Lt. Commander Muhammad Shaheedul Haq (P.N.V.R.), witness No.8.

Manik Chaudhury, accused No. 12 and Saeed-ur-Rahman, witness No.7, told Amir Hussain, witness No.3, that Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l. had directed them to

extend their whole-hearted support to the group. They were aware of its aims and objects. Manik Chaudhury, accused No. 12, gave a sum of Rs. 3,000 in cash lo Amir Hussain, witness No.3. in aid of the conspiracy.

21. In February, 1966 Samad. accused No.8, was sent to Dacca by Muazzam, accused No.2, to strengthen the ranks of the groups in East Pakistan. His release from service having come through, it was necessary to arrange for his livelihood. Muazzam, accused No.2, accordingly wrote a letter to Amir Hussain, witness No.3, directing him to pay Rs. 300 per month to Samad, accused No.8, till a job could be found for him. In that letter which is dated 25th February, 1966. Muazzam, accused No.2, further said that he had discussed everything with "Parash" (code name of Sheikh Mujibur Rahman, accused No.-l), and that there was nothing to worry about.

22. In the same month, Samad, accused No.8, recruited four new members, namely:-

(i) Mujibur Rahman, Clerk, E.P.R.T.C., accused No. 15,
(ii) Ex-Flight-Sergeant Muhammad Abdur Razzaq, accused No. 16.
(iii) Ex-Naik Subedar Asraf Ali Khan, witness No.9, and
(iv) Ex-L. Naik A. B. M. Yousaf, witness No. 10.

They were indoctrinated by Amir Hussain. Witness No.3.

23. On the 25th February, 1966, Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l visited Chittagong and held a public meeting at Lai Dighi Maidan. After that meeting, he convened a meeting of the group at the residence of Saeed-ur-Rahman, witness No.7, located at 12, Rafiq-ud-Din Siddiqi by-lane, Inayet Bazar, Chittagong, which was attended by :-

(i) Sheikh Mujibur Rahman, accused No. I,
(ii) Steward Mujib, accused No.3.
(iii)Manik Chaudhury, accused No. 12, and
(iv)Saccd-ur-Rahman, witness No.7.

Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l asked Saeed-ur- Rahman, witness No.7 to provide a place for holding the meetings of the group.

24. In the same month (February, 1966). Shiekh Mujibur Rahman, accused No.l. tapped another source for obtaining financial assistance for the group. Mr. Muhammad Mohsin, witness No. 11, who is a cousin of Ruhul Quddus, accused No. 10 had been providing funds to Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, previously. Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, asked him for money for the group. As Mohsin, witness No. 11, was coming out of the sitting room of Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l' Sultan, accused No.4, told him to deliver the amount requested by Shiekh Mujibur Rahman, accused No.l to "Murad" (Murad is the code name of Steward Mujib, accused No.3). Accordingly after 2 or 3 days. Steward Mujib, accused No.3, obtained Rs. 700 from Mohsin. witness No. 11, in two installments.

25. In March, 1966 on the instructions of Muazzam, accused No.2, Samad. Accused No.8, was employed by A. F. Rahman, accused No.6 as the Manager of a Petrol Pump belonging to his wife which is located close to the residence of Indian Deputy High Commissioner in Dacca. The name of this Petrol Pump is Green View Petrol Pump. The arrangement was a cover for providing a liaison between the officials of the Indian High Commission and the members of the group through A. F. Rahman, accused No.6. The Indian High Commission personnel visited that pump, ostensibly for the purpose of drawing petrol.

26. On the 4th March, 1966, Muazzam. accuscd No.2, wrote a letter to Amir Hussain, witness No.3, directing him to approach K. G. witness No.4, to expedite his secondment to Inland Water Transport Authority, Dacca. He also directed Amir Hussain, witness No.3, to rent premises where the expected arms and ammunition from India could be stored.

27. In the same month (early March. 1966) Amir Hussain, witness No. 3. convened a meeting of the group at Mohakhali, Dacca, which was attended by :—

(i) Samad, accuscd No.8,
(ii) Mujib, Clerk, accused No. 15,
(iii) M. A. Razzaq, accused No. 16.
(iv) Sergeant Zahurul Haq, accused No. 17,
(v) Ashraf Ali, witness No.9, and
(vi) Yousaf, witness No. 10.

as well as by certain other persons whose names have been mentioned as follows :-

(i) L.A.C.M.A. Nawaz,
(ii) L.A.C.Z.A. Choudhury, and
(iii) Sergeant Mia, P.A.F.

(In the course of the investigation it has not been possible to establish the identity of these persons).

It was emphasised that the only way of achieving their objective was an armed revolt. It was explained that the Government of India were going to supply arms and ammunition to the organisation.

28. Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, convened a meeting of the conspirators on the 12th of March, 1966, which was a Saturday, to suit the convenience of Muazzam, accused No.2, who could only come during a week-end from Karachi without obtaining leave. The meeting was held at about sunset at the house of Mr. Taj-ud-Din, No. 617, Road No. 18, Dhanmandi, Dacca. Mr. Taj-ud-Din, who is a political associate of Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, had lent his premises for the meeting but was not himself present in it. Sheikh Mujibur Rahman, accused No. 1, collected most of those who had to attend the meeting from a bus stop and took them in a car to the aforementioned house. This meeting was attended by :-

(i) Sheikh Mujibur Rahman, accuscd. No. I,
(ii)Muazzam, accused No.2,
(iii)Steward Mujib, accused No.3,
(iv)Ruhul Qudus, accuscd No. 10, and
(v)Amir Hussain, witness No.3.

Muazzam, accused No.2, expressed the hope that on the D' Day, the entire public of East Pakistan would be behind them. All the participants were agreed that the stage had arrived when the members of the conspiracy should be provided with, and trained in, the use of arms. Arrangement for sending some of their representatives to India to discuss the arms deal with the Indian officials were also considered.

29. A few days later, Ashraf Ali, witness No.9, delivered to Amir Hussain, witness No. 3, what purported to be a sketch of the layout of one of the Cantonments in East Pakistan.

30. By a letter, dated the 19th March, 1966. Muazzam, accused No.2, informed Amir Hussain, witness No.3, that A. F. Rahman, accused No.6, had telephoned to say that the transfer of Muazzam accused No.2, to Dacca had been arranged. He also informed Amir Hussain, witness No.3. that Noor Muhammad, accused No.5, would go to Dacca within a few days and would apprise him of the work of the group in West Wing. In the same letter, he also wrote, in disguised language, that he would send him small arms through his servant Shaft (not available so far) and that Amir Hussain, witness No.3, should procure more money for purchasing weapons.

31. After about a week Mauzzam. accused No.2, wrote another letter to Amir Hussain, witness No.3, asking him to obtain money from A. F. Rahman, accused No.6, and to send it to him through a bank draft. Accordingly, Amir Hussain, witness No.3, obtained Rs. 5,500 in cash from A. F. Rahman, accused No.6. He despatched Rs. 5,000 to Muazzam accused No.2, through a bank draft on the 31st March, 1966, and retained Rs. 500 with himself for expenses.

32. On the 3rd April. 1966, Steward Mujib, accused No.3, and Amir Hussain, witness No.3, went to the residence of Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, at Dhanmandi, Dacca and told him that more funds were needed for purchasing small arms and ammunition, for the group. Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, gave Rs. 4,000 in cash to Steward Mujib, accused No.3, who had been nominated by Muazzam, accused No.2, to collect funds for the group from Sheikh Mujibur Rahman, accused No. 1. Steward Mujib, accused No.3, delivered the amount to Amir Hussain witness No.3.

33. The following day. Amir Hussain, witness No.3, received a letter from Muazzam, accused No.2, in disguised language, expressing the urgency for the procurement of more funds. Accordingly, Amir Hussain, witness No.3, sent Steward Mujib, accused No.3, to Ruhul Qudus, accused No. 10, for more funds. Steward Mujib, accused No.3, collected Rs. 2,000 from Ruhul Qudus, accused No. 10, and delivered the said amount to Amir Hussain, witness No.3. Thereafter, Amir Hussain, witness No.3, sent Steward Mujib, accused No.3, with Rs. 6,000 to Chittagong for despatch to Muazzam. accused No.2. through a merchantship.

34. About the same time, Amir Hussain, witness No.3, hired house No. 107-Dina Nath Sen Road, Dacca, at the expense of the group. This house was fitted with a telephone bearing the number 82452.

35. On the 6th of April, 1966. Muazzam, accused No. 2, wrote a letter to Amir Hussain. witness No.3, acknowledging the receipt of the bank draft that was sent to him earlier. In that letter, in disguised language, he mentioned the financial and other requirements for the purposes of the conspiracy and asked Amir Hussain. witness No. 3. to prepare a budget. Amir Hussain, witness No.3, not being conversant with the technical details of arms, decided not to prepare the budget until it was demanded by Sheikh Mujibur Rahman, accused No. 1.

36. Soon after, Amir Hussain. witness No.3, received another letter dated the 8th of April, 1966, from Muazzam, accused No.2, asking him to inform "Tusar" (code name for A. F. Rahman, accused No.6) that he would be coming on transfer to East Pakistan about the 22nd of April. 1966.

37. In the same month (April. 1966). Manik Chaudhury, accused No. 12, called at the residence of Sheikh Mujibur Rahman, accuscd No.l. at Dhanmandi, Dacca. He found Sultan, accused No.4, already present there. Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, asked Manik Chaudhury, accused No. 12, to give money to Sultan, accused No.4. Three or four days later, Sultan, accuscd No.4, called at the residence of Manik Chaudhury, accused No. 12, at 41-Ramjoy Mohajan Lane. Chittagong Town and Manik Chaudhury, accused No. 12, gave him Rs. 1,500 for the purposes of the conspiracy.

38.In the same month (April, 1966), Mohsin, witness No. 11, called on Sheikh Mujibur Rahman, accused No. 1, at his residence in Dhanmandi, Dacca. Sheikh Mujibur Rahman, accuscd No. 1, told Mohsin, witness No. 11, in confidence that he had formed a revolutionary group which included members and ex-members of the Armed Forces, and, requested him to provide monetary assistance for the activities of the group.

39.Sometime in the end of April. 1966, or the beginning of May, 1966, after his transfer to Chittagong, Muazzam, accused No. 2, visited Amir Hussain, witness No. 3, at his residence, 107-Dina Nath Sen Road. Gandaria, Dacca. The details of the money received on behalf of the group and the expenses incurred by the group were discussed. Muazzam, accused No.2, could not justify the huge expenses he had incurred in the name of the organisation. Amir Hussain, witness No.3, and Muazzam, accused No. 2, exchanged hot words. Amir Hussain, witness No.3, lost faith in the leadership of Muazzam, accused No.2. The same evening. Amir Hussain witness No.3, handed over Rs. 8,000 in cash along with two cash books, and other papers relating to accounts, to Muazzam, accused No.2, at the house of Dr. Khaleque, Road No.2, Dhanmandi Residential Area. Dacca, where Muazzam, accused No.2, was staying. That house is called "Aleya". Muazzam, accused No.2. paid Rs. 1,500 out of that sum to Amir Hussain. witness No.3, for clearing the rent of the house in which he was living on Dina Nath Sen Road. Amir Hussain, witness No.3, thereafter severed his connection with the conspiracy.

40. On the 1st of May, 1966. Muazzam, accused No.2, was posted to the Naval Base. Chittagong. Soon after his posting there, he convened a meeting of the group. This meeting was held in the "outer house" of Saeed-ur-Rehrnan, witness No.7, who had

agreed to allow it to be used as the meeting place for the group. This "outer house" is located in Inayat Hussain Market, Chittagong. This meeting was attended by:—

(i)Muazzam, accused No 2,
(ii)Steward Mujib, accused No.3,
(iii)Sultan, accused No.4,
(iv)Manik Chaudhury, accused No 12,
(v)Mr. Muhammad Khurshid, accused No. 18, and
(vi)Saeed-ur-Rchman. witness No 7.

Manik Chaudhury, accused No. 12, and Saced-ur-Rehman, witness No 7 were excluded from the proceedings of this meeting.

41 On the 6th of May, 1966, Sheikh Mujibur Rahman, accused No 1, was arrested under the Defence of Pakistan Rules in connection with certain activities which are unconnected with this conspiracy. He remained in detention under the Defence of Pakistan Rules till he was arrested and taken into custody in connection with this conspiracy (During his detention under the Defence of Pakistan Rules, he was put on his trial in several cases).

42 After the aforesaid arrest of Sheikh Mujibur Rahman, accused No 1, an emergent meeting of the Political Party to which he belongs, was held at his residence on the 20th of May, 1966. Manik Chaudhury. accused No 12, went from Chittagong to Dacca, to attend that meeting. Before attending the meeting, Manik Chaudhury, accused No 12, took Saeed-ur-Rehman, witness No.7, to Mr. P. N. OJHA, 1st Secretary to the Deputy High Commissioner for India in Pakistan, at the offices of the High Commission in Dacca. Mr. P. N. Ojha noted down the particulars of Saeed-ur-Rehman, witness No 7, and asked him to visit him some time afterwards. Saeed-ur-Rehman, witness No 7, came out of the office while Manik Chaudhury, accused No 12, stayed behind for some time.

43. On the night between the 20th and 21st May, 1966, Manik Chaudhury, accused No. 12, was arrested under the Defence of Pakistan Rules at Chittagong in connection with certain activities unconnected with this conspiracy.

44. In the same month (May, 1966), after the arrest of Manik Chaudhury, accused No. 12, Muazzam, accused No.2, convened two more meetings of the conspirators in the aforesaid "outer house" which were attended by:

(i)Muazzam, accused No.2,
(ii)Steward Mujib, accused No.3.
(iii)Sultan, accused No.4,
(iv)Khurshid, accused No. 18. and
(v)Saeed-ur-Rehman, witness No.7.

The tasks to be assigned to different members and the methods to be adopted for the successful execution of their plan, were discussed. Layout of Dacca, Comilla, Jessore and Chittagong Cantonments and of the Naval Base at Chittagong were evaluated. The need for collecting more funds and arms was emphasised.

45. In the same month (May, 1966), at Chittagong, Mr. M.M. Rameez witness No. 12, who was the District Manager of the. P.LA. at Chittagong, came into contact with Muazzam, accused No.2, and Joined the conspiracy.

46. Soon afterwards Rameez, witness No. 12, attracted Mr. K. M. Shamsur Rehman, C.S.P., accused No. 19, into the conspiracy. He was then functioning as the Chairman of the Chittagong Development Authority. Chittagong.

47. To the same month (May, 1966), Ashraf Ali, witness No.9, and Samad, accuscd No.8, hired a house called "Psyche" at No. 100/3, Azimpur Road Dacca, at the expense of the group. These two persons thereafter shifted to the new house from the house of Amir Hussain, witness No.3, where they were previously living.

48. In June, 1966, Muazzam, accused No. 2, at his residence, Nasirabad Housing Society, Chittagong, gave his diary, a note-book and a folder to Rameez, witness No. 12, and asked him to go through their contents. The aforesaid documents disclosed the objects and the pattern of the government of the proposed independent state. All property was to be acquired by the state; industry was to be nationalised and currency was to be replaced by coupons. Muazzam, accused No.2, also showed him the proposed flag of the new state which was in green and gold.

49. Later in the same month (June, 1966), Muazzam, accused No.2 convened a meeting at the house of Rameez, witness No. 12, P.I.A. House 60, Panchlaish, Chittagong, which was attended by:—

(i) Muazzam, accused No. 2,
(ii) Steward Mujib, accused No. 3,
(iii)Khurshid, accused No. 18,
(iv)Risaldar Shamsul Haq, A.C. accused No. 20,
(v)Havaldar Azizul Haq, S.S.G., accused No. 21,
(vi)Rameez, witness No. 12.

The object of this meeting was to introduce Rameez to the front-line workers of the group. In addition to those whose names are mentioned above, some other workers also attended this meeting, but their identity has not been established.

50. Later in the same month (June 1966), Muazzam, accused No.2, convened a meeting of the group at his residence, Nasirabad Housing Society, Chittagong which was attended by:

(i) Muazzam, accused No.2,
(ii) Steward Mujib, accused No.3,
(iii)Sultan, accused No.4,
(iv)Subedar Razzaq accused No. 14,
(v) Zahoorul Haq, accused No. 17,
(vi)Khurshid, accused No. 18,

(vii)Risaldar Shamsul Haq, accused No. 20,
(viii)Ashraf Ali, witness No. 9, and
(ix) Yousaf, witness No. 10.

(Another person whose name was given as Sgt. Shafi, also attended this meeting but his identity has not been established).

Muazzam, accused No. 2, displayed his diary and a notebook that contained the main features of the proposed new independent state to be called. "Bangladesh". The proposed national flag was also displayed.

51. In June/July, 1966, Mahfizullah, accused No.7 convened a meeting of the conspirators among the personnel of the Air Force, in his Quarter No. 25/3 Abyssinia Line, Karachi, which was attended by:-

(i)Noor Muhammad, accused No 5,
(ii)Mahfizullah, accused No 7,
(iii)SAC Mahfoozul Bari,- accused No 22,
(iv)Musharaf, witness No 5,
(v)Corporal Jamaluddin Ahmad, witness No 14, and
(vi)Corporal Sirajul Islam, witness No 15.

This meeting was also attended by a few others, who have not been traced. Much was made in this meeting of the importance of Noor Muhammad, accused No.5, because he had come from the Navy. At the request of Mahfizullah, accused No.7, Corporal Jamah witness No. 14, who had recently returned from Dacca, apprised the audience of the progress made by the conspirators in East Pakistan and said that Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, and some highranking civil officers had vitalised their activities. Mahfizullah, accused No.7, told Siraj, witness No. 15, who was to proceed on leave to East Pakistan, to contract Fazlul Haq, accused No. 11 and Sergeant Shamsul Haq of the P.A.F. accused No. 23, at P.A.F. Station, Dacca, to maintain liaison with the rest.

52. Sometime in June/July, 1966, it was arranged that Muazzam, accused No.2. and Rameez, witness No. 12, should visit Comilla. Accordingly, Steward Mujib, accused No.3, was sent to Comilla to inform Major (then Captain) Shamsul Alam, A.M.C., accused No. 24. Muazzam, accused No.2, and Rameez, witness No. 12, left Chittagong in car- HILLMAN IMP No. EBA-9591 of Muazzam, accused No.2. They went to the resi- dence of Shamsul Alam, accused No. 24, at Comilla Town, where the were also joined by Capt. Muhammad Abdul Mutalib, Baluch Regiment Shamsul Alam, accused No. 24, would act as the Sector Commander for Comilla. He explained that at the time of the action, the plan would be to capture the armories of military units and thus to paralyse their ability to fight. He observed that surprise would compensate for the lack of manpower. He asked Shamsul Alam, accused No. 24, to increase his contacts with the Service and Ex-Service personnel. Mutalib, accused No. 25, said that he was enlisting members of the East Pakistan Rifles. Later, the five of them drove in the same car to the house of Capt. Muhammad Sawkat Ali Mian, A.O.C., accused No. 26, in Comilla

Cantonment where Steward Mujib, accused No.3, also joined them. Sawkat, accused No. 26, informed Muazzam, accused No.2, that he had contacted Capt. Muhammad Abdul Aliin Bhuiyan, A.O.C., witness No. 13, and Capt. Khundkar Najm-ul-Huda, A.S.C. accused No. 27, at Dacca and that the said two officers wanted to know more about the organisation. Muazzam, accused No. 2, promised to arrange a meeting at Dacca soon afterwards.

53. In the same month, i.e., July, 1966, Saeed-ur-Rehman, witness. No.7, happened to visit Muazzam, accused No.2, at the latter's residence at Chittagong. On that occasion, Muazzam, accused No.2, disclosed to Saeed-ur-Rehman, witness No .7, that Manik Chaudhury, accused No. 12, before his arrest had promised to deliver a list of arms to P. N. Ojha, the First Secretary to Deputy High Commissioner for India in Dacca, for procuring arms for the conspiracy. Muazzam, accused No. 2, asked Saeed-ur-Rehman, witness No. 7, if he knew P. N. Ojha. Saeed-ur-Rehman, witness No. 7 answered in the affirmative, whereupon Muazzam, accused No. 2, requested Saeed-ur-Rehman, witness No. 7, to deliver the arms list to P. N. Ojha. Saeed-ur-Rehman, witness No. 7, expressed his inability to do so, on account of the surveillance imposed upon him.

54. After a few days, one morning, P. N. Ojha appeared at the residence of Saeed-ur- Rehman, witness No.7, at Chittagong and complained to him that in spite of his request, he (Saeed-ur-Rehman. witness No.7), did not call at his office in Dacca. On that occasion, Saeed-ur- Rehman, witness No. 7, conveyed to P. N. Ojha the message of Muazzam, accused No. 2, regarding the arms' list which Manik Chaudhury, accused No. 12, was to deliver to P. N. Ojha.

55. The next day under the instructions of P. N. Ojha, Saeed-ur-Rehman,_witness No.7, obtained the said list from Muazzam, accused No. 2, and delivered the same to P. N. Ojha at Chittagong Railway Station. At that time, P. N. Ojha, gave a code word to Saeed-ur-Rehman, witness No.7, for contacting him in Dacca and asked that Muazzam. accused. No. 2 should visit P. N. Ojha, in Dacca.

56. A few days later, Muazzam, accused No.2, through Saeed-ur-Rehman, witness No.7, arranged a meeting with P. N. Ojha at the official residence of the Deputy High Commissioner for India in Dhanmandi, Dacca. P. N. Ojha assured Muazzam, accused No.2, that he would forward the arms' list to the Indian Government for their approval. He, however, expressed his inability to deliver money to the conspirators for the time being.

57. Sometime in August, 1966, Sawkat, accused No. 26, visited Dacca and stayed with Alim, witness No. 13 in the Ordnance Mess. The same evening Muazzam, accused No.2, visited Alim. witness No. 13, and Sawkat, accused No. 26, in the said Mess. On that occasion, Muazzam, accused No.2, announced that he would hold a meeting the following morning in the flat of Rameez., witness No. 12, in Muhammadpur Housing Estate in Dacca. The following attended the aforesaid meeting:—

(i)Muazzam accused No.2,
(ii)Steward Mujib accused No.3,

(iii)Sultan, accuscd No.4,
(iv)Najmul Huda, accused No. 27,
(v)Sawkat, accused No. 26. and
(vi)Alim, witness No. 13.

Muazzam, accused No.2. showed the conspirators a diary and a notebook containing plans of action. Muazzam, accuscd No.2, claimed that he had already contacted the Indian authorities for the procurement of arms and ammunition for the conspiracy. He expressed his desire that the members should induct a few more Army Officers into the group to lead the men in Jessore and Rangpur area. He claimed that Capt. A. N. M. Nuruzzaman, E.B.R., accused No. 28, and his own Naval Force were sufficient to carry out the task at Chittagong. Muazzam, accused No.2, commended the work done by Mutalib, accused No. 25, and Shamsul Alam, accused No. 24, at Comilla.

58. In the same month (August, 1966), Najmul Huda, accused No. 27, Shamsul Alam, accused No. 24, Alim, witness No. 13, and Sawkat, accused No. 26. met at the Daudkandi Rest House. They felt that the leadership of the conspirators should be vested in some senior Army Officer. They decided to enquire from Muazzam, accused No. 2, the antecedents of the organisers.

59. In the same month (August, 1966), Muazzam, accused No.2, paid Rs. 5,000 from the group-funds to Rameez, witness No. 12, to enable him to buy a car for the group-work.

60. Sometime in September, 1966, Muazzam, accused No. 2, held a meeting of the conspirators in the flat of Rameez, witness No. 12, at No. 12-8-/8, Mohammadpur Housing Estate, Dacca. The following attended the meeting :-

(i) Muazzam, accused No.2,
(ii) Steward Mujib, accused No.3,
(iii)Sultan, accused No. 4,
(iv)Shamsur Rehman, accused No. 19,
(v)Shamsul Alam, accused No. 24,
(vi)Mutalib, accused No. 25,
(vii)Najmul Huda. accused No. 27,
(viii)Rameez, witness No. 12, and
(ix)Alim. witness No. 13.

Muazzam, accused No. 2, disclosed to the conspirators that the Indian authorities had agreed to supply the requisite arms and ammunition. He detailed Mutalib, accused No. 25, to organise the ex-servicemen in various groups and to train them in the use of different type of weapons. Muazzam, accused No. 2, undertook to satisfy the financial needs of the Sector Commanders. Najmul Huda, accused No. 27, Shamsul Alam, accused No. 24. and Alim, witness No. 13, interrupted the proceedings by proposing that the leadership should be vested in some senior officer of the Army. Shamsur Rehman,

accuscd No. 19, cut short the arguments by undertaking to contact Col. M. A. G. Osmani (Retired), in that connection. He explained that India and the block supporting it would readily recognised the new independent state and that international considerations would restrain India from encroaching upon the territories of the new state. Muazzam, accused No. 2, declared that soon after securing independence. Martial Law would be promulgated in the country and on the restoration of normal conditions, general elections would be held. Rameez, witness No. 12, expressed the view that during the armed revolt communication would be maintained by using P.l.A. and P.A.F. planes and the radio sets. One of the conspirators came out with the suggestion that East Pakistanis in West Pakistan would be exchanged with the West Pakistanis captured during the revolt in East Pakistan.

61. In the same month September, 1966. for the second time, Saeed-ur-Rehman, witness No. 7, arranged a meeting between Muazzam, accused No. 2, and Mr. P. N. Ojha at the latter's residence in Dhanmandi, Dacca. P. N. Ojha told Muazzam, accused No. 2, that the Indian Government had agreed to supply arms to the conspirators and that he would inform Muazzam, accused No. 2, in due course, of the date on which the arms and ammunition would be delivered.

62. In October, 1966, Muazzam, accused No.2, arranged a meeting at his residence "Anchorage" at Chittagong, on the suggestion of Shamsur Rehman, accused No. 19, to ascertain the response of senior Army Officers to the group. Col. M. A. G. Osmani (Retired), was invited. The following were present :-

(i)Muazzam, accused No. 2.
(ii)Shamsur Rehman, accused No. 19.
(iii)Rameez, witness No. 12.

Muazzam, accused No.2, mentioned the salient features of the conspiracy. He also disclosed that "a gentlemen's agreement" had been reached with India to the effect that she would not violate the existing boundaries of East Pakistan on the declaration of independence and that she would support the revolt by blocking sea and air against any intervention from West Pakistan. Col. M. A. G. Osmani merely listened to the discourse.

63. In October, 1966, Saeed-ur-Rehman, witness No. 7, for the third time arranged a meeting between Muazzam, accused No. 2, and P. N. Ojha at the latter's residence in Dhanmandi, Dacca. P. N. Ojha regretted that due to the then impending general elections in India, the date for supply of arms and ammunition could not be fixed. P. N. Ojha advised the conspirators to wait for the supply of arms till the conclusion of the general elections of India.

64. In the same month (October, 1966), Steward Mujib, accused No.3, approached Mohsin, witness No. 11, for monetary help. Mohsin, witness No. 11, paid him Rs. 2,000. Steward Mujib, accused No. 3, said that Rs. 3 to 4 lacs were needed for procuring arms and ammunition. Mohsin, witness No. II, got scared, and turned out Steward Mujib. accused No.3, immediately from his house.

65. On or about 23rd January, 1967, Manik Chaudhury, accused No. 12, was released from detention.

66. In February, 1967, Mahfizullah, accused No. 7, also reached Dacca and held a meeting of the Air Force personnel in the group, in the shop of M. A. Razzaq, accused No. 16, located in Awlad Hussain Market in Dacca. The following attended the meeting:-

(i)Mahfizullah, accused No. 7,
(ii)M. A. Razzaq. accused No. 16,
(iii)Sgt. Shamsul Haq, accused No. 23, and
(iv)Siraj, witness No. 15.

A few others also attended this meeting but they have not been traced. The general aims and objects of the conspiracy were discussed.

67. In March, 1967, Muazzam, accused No. 2, was seconded to the East Pakistan Inland Water Transport Authority and was posted to Barisal.

68. In March, 1967, both Siraj, witness No. 15 and Mahfizullah, accused No. 7. .returned to Karachi.

69. In the same month (March. 1967), Muazzam. accused No. 2, arranged his fourth meeting with P. N. Ojha through Manik Chaudhury, accused No. 12, at the residence of P. N. Ojha in Dacca. On 10th March, 1967, Muazzam, accused No.2, Manik Chaudhury. accused No. 12, and Saecd-urRahman, witness No 7, met P. N. Ojha, who informed them that till the election of the Prime Minister of India, the date for the supply of arms and ammunition could not be fixed. P. N. Ojha enquired about their progress. At the conclusion of the meeting., P. N. Ojha gave them Rs. 5,000 in cash.

70.On 31st March, 1967, Muazzam, accuscd No.2, along with Manik Chaudhury, accuscd No. 12, and Saced-ur-Rahman, witness No.7, met P. N. Ojha for the fifth time at the residence of P. N. Ojha in Dacca. In that meeting P. N. Ojha disclosed that Indian Government felt that prior to the supply of arms and ammunition, a meeting between the representatives of the conspiratorial group and some officials from India was necessary. P. N. Ojha suggested Agartala (India), which is not far from the Pakistan border as the venue for the meeting. He asked Muazzam. accused No. 2, to propose the names of three representatives. P. N. Ojha gave them Rs. 10,000 on this occasion.

71.In the same month (March, 1967), Muazzam, accused No. 2, Steward Mujib, accused No. 3, and Rameez, witness No. 12, assembled in the flat of Rameez, witness No. 12, in Muhammadpur Housing Estate, Dacca. Muazzam, accused No. 2, told Rameez, witness No. 12, that he had ample funds available with him. and that they were receiving financial aid from P. N. Ojha. He also said that they were receiving financial support from Ruhul Quddus, accused No. 10, and A. F. Rahman, accused No.6. Steward Mujib. accused No. 3, confirmed those facts. In that meeting the conspirators decided to hire another house for holding meetings and to provide accommodation to the whole time workers. In order to provide cover for the activities of the conspirators, it was also decided that some funds be provided to set up an ostensible business. Rameez, witness

No. 12, recommended the name of his friend Abu Shams Lutful Huda, witness No. 16. for setting it up.

72. In the same month (March, 1967), another party meeting was held in the aforementioned flat. The following attended the meeting:-

(i)Muazzam, accused No 2,
(ii)Steward Mujib, accused No. 3,
(iii)Samad, accused No. 8,
(iv)Shamsur Rahman, accused No. 19,
(v)Mutalib, accused No. 25,
(vi)Rameez, witness No. 12, and
(vii)Lutful Huda, witness No. 16.

In that meeting issues concerning the procurement of transmitter sets and the training of operators were discussed. It was also decided that a substantial amount should be placed at the disposal of Rameez, witness No. 12, for conducting the group's cover business under the supervision of Lutful Huda, witness No. 16.

73. A few days later (March, 1967), Rameez, witness No. 12, received Rs. 25,000 from Muazzam, accussd No. 2, through Steward Mujib, accused No. 3, Out of the said amount Rameez, witness No. 12, paid Rs. 5,000 in cash to Lutful Huda, witness No. 16, for the business. Out of the balance of Rs. 20,000 Rameez, witness No. 12, spent Rs. 18,689 to meet the miscellaneous expenses incurred by the conspirators.

74. On 14th March, 1967, Steward Mujib, accused No. 3, deserted from Pakistan Navy in order to devote his full time to the conspiratorial work.

75. After about a fortnight in the same month (March, 1967), Shamsur Rahman, accused No. 19, wrote a letter to Mr. Siddique-ur-Rahman, Deputy Commissioner, Faridpur, requesting him to help "his friend Mr. Mujibur Rahman". Steward Mujib, accused No. 3, along with Lutful Huda, witness No. 16, went to Faridpur and delivered the letter to Mr. Siddique-ur-Rahman.

76. In April, 1967, house No, 13, Green Square, Dacca, was hired for the group. It was occupied on 1st May, 1967. The following whole time workers were accommodated therein:-

(i)Steward Mujib, accused No. 3,
(ii)Samad, accused No. 8,
(iii)Daliluddin, accused No. 9,
(iv)Ex-Subedar, Jalaluddin Ahmed, witness No. 17,
(v)Mr. Mohammad Ghulam Ahmad, witness No. 18.

Muazzam, accused No. 2, also placed his HELLMAN car No. EBA— 9591 at the disposal of Steward Mujib, accused No. 3, for the groups* work at 13, Green Square.

77. Some time in April, 1967, Mahfizullah, accused No. 7, visited Corporal Hai. A. K. M. A., witness No. 19, at his quarter in Domestic Area, P.A.F. Korangi Creek,

Karachi. Mahfizullah, accused No. 7, finding a dummy hand grenade kept there as a decoration piece, obtained the said hand grenade from Hai, witness No. 19.

78. In May, 1967, a meeting was convened by Mahfizullah, accused No. 7, in the house of Sgt. Jalil, accused No. 29, in 14/4-G, Clayton Quarters, Karachi. The undermentioned members attended the meeting:—

(i) Mahfizullah, accused No. 7,
(ii)Bari, accused No. 22,
(iii)Sgt. Shamsul Huq, accused No. 23,
(iv)Sgt. Abdul Jalil, accused No. 29,
(v)Muhammad Mahbubuddin Chaudhury, accused No. 30,
(vi)Shamsuddin, witness No. 6,
(vii)Corporal Jamal, witness No. 14, and
(viii)Siraj, witness No. 15.

In that meeting, Sgt. Shamsul Haq, accused No. 23, who had recently returned from East Pakistan and was one of the leading figures in the group there, informed the participants that Muazzam, accused No. 2, had succeeded in persuading the Indian authorities to provide arms and financial aid for the conspiracy. He explained to the conspirators that the entire public of East Pakistan would support the armed revolt on the 'D' Day. At the conclusion of the meeting Mahfizullah, accused No. 7, took out a dummy hand grenade from his pocket and gave a demonstration of its throwing. He asked the group members to practice the same. He left the hand grenade for that purpose in the house of Jalil. accused No. 29. He said that he would start training the use of small arms on receipt of the same.

79. Some time in May, 1967. Mahfizullah, accused No. 7, revealed to Siraj, witness No. 15, that Shamsuddin, witness No. 6, was also a member of their organisation and that the Air Force personnel were being led by Lt. M.M.M. Rahman, accused No. 31. Mafizullah, accused No. 7, directed Siraj. witness No. 15, to bring Shamsuddin, witness No. 6, and Mahboobuddin, accused No. 30, for attending the group meeting at the residence of Lt. Rehman, accused No. 31, in officers quarter in Karsaz, Karachi.

80. In the same month (May. 1967), on the appointed date, the following assembled in the house of Lt. Rehman, accused No. 31 :—

(i) Mahfizullah, accuscd No. 7,
(ii)Lt. Rehman, accused No. 31,
(iii)Mahboobuddin, accused No. 30,
(iv)Shamsuddin, witness No. 6,
(v)Siraj, witness No. 15.

and a few others who have not been traced.

After reiterating the aims and objects, Lt. Rehman. accuscd No. 31, asked the participants to enlist more and more Bengali servings-servicemen into the organization and to find out ways and means for despatching suitable workers to East Pakistan.

81. Some time in the end of June, 1967, Muazzam, accused No. 2, had sent Jala), witness No. 17, and Samad, accused No. 8, on a recruiting tour. In that connection, the aforementioned witness and the accused visited Comilla, Chittagong, Khulna and Jessore. They met Ex-Sub. A. K. M. Tajul Islam accused No. 32, at Khulna and discussed with him the progress of the group in that area. Tajul Islam, accused No. 32, introduced the conspirators recruited by him to the visiting team.

82. In the 2nd or 3rd week of June, 1967, Lt. Rehman, accused No. 31, who was one of the leading figures in the aforesaid group, held a meeting at this residence. Bungalow No. E/16, Officers' Quarters near Karsaz, Karachi.

The following conspirators attended the mecting:-

(i)Mahfizullah, accuscd No, 7,
(ii)Bari, accused No. 22,
(iii)Mahboobuddin, accused No. 30,
(iv)Lt. Rehman, accused No. 31,
(v)Sgt. Shamsuddin. witness No. 6, and
(vi)Siraj, witness No. 15,

and a few others, who have not been traccd.

Lt. Rehamn, accused No. 31, told the participants that Muazzam, accuscd No. 2, had given instructions to stop further recruitment of the conspirators. On the suggestion of Mahboobuddin, accused No. 30, and Bari, accused No. 22, Lt. Rehman, accused No. 31, directed Shamsuddin, witness No. 6 who was proceeding on transfer to Dacca, to contact Muazzam, accused No. 2, at Dacca and to enquire from him if he wanted his (Lt. Rehman's) presence at Dacca and if so, Shamsuddin, witness No. 6, should send him a telegram stating "Bazloo serious admitted in Medical College". At the instance of Bari, accused No. 22, and Mahboobuddin, accused No. 30, it was decided that the members should only raise funds for the group at Karachi, for the time being.

83. In June, 1967, Muazzam, accuscd No. 2, convened a few meetings in 13-Green Square, Dacca, which were attended by:-

(i) Muzazzam, accused No. 2,
(ii) Steward Mujib, accused No. 3,
(ii) Sultan, accused No. 4,
(iv)Daliluddin, accused No .9,
(v) Ris. Shamsul Haq, accused No. 20,
(vi)Mr. M. Ali Reza, accused No. 33,
(vii)Captain Khurshiduddin Ahmad, A.M.C., accused No. 34,
(viii)Rameez, witness No. 12,
(ix)Jalaluddin, witness No. 19, and
(x) Mr. Anwar Hussain, witness No. 20.

The main object of these meetings was to select delegates for going to India. In this connection telegrams were sent to Shams-ur-Rehman, accused No. 19. at Djakarta and Mutalib, accused No. 25, at Peshawar, but they did not come.

Khusrshid, accused No. 34, had recently arrived at Dacca from Karachi. Khurshid accused No. 34, discussed in detail the plan for sending delegates to Agartala (India). The following decisions were taken in the aforementioned meetings:—

(a) That Reza, accused No. 33, along with Steward Mujib, accused No. 3 would represent the group in the forthcoming meeting with the Indian officials across the border;
(b) that Reza, accused No. 33, would lead the delegation;
(c) that a list of required arms and ammunition as shown to the conspirators and handed over to Reza, accused No. 33, would be delivered to Indian officials.;
(d) that the arms deal would be finalised and increase of financial aid would be asked for in the meeting at Agartala;
(e) that the delegates would sneak through the Feni border to Agartala (India); and
(f) that Jalaluddin, witness No. 17, would supervise the crossing and would use his influence and if needed would bribe the E.P.R. personnel manning the border outpost, to ensure safe crossing of the delegates across the border .

84. In the 3rd or 4th week of June, 1967, Muazzam, accused No. 2, called Manik Chaudhury,- accused No. 12, to Dacca and gave him an envelope for delivering the same to P.N, Ojha. Manik Chaudhury, accused No. 12, did so on the same evening. The envelope contained the code words, names of the crossing places and the names of the aforementioned delegates.

85.On the 11th July, 1967, according to the pre-arranged plan, the following conspirators along with the two delegates, namely Reza, accused No. 33. and Steward Mujib, accused No. 3, reached Feni (District Noakhali in order to enable the delegates to slip across the border on their way to Agartala (India):

(i) Steward Mujib, accused No. 3,
(ii) Samad, accused No. 8,
(ii) Daliluddin, accused No. 9,
(iv) Reza, accuscd No. 33, and
(v) Jalal, witness No. 17.

The above named conspirators stayed in Hotel Dcnofa, located near Feni Railway-station. The same evening. Steward Mujib, accused No. 3, asked Rameez witness No. 12 on the telephone to come to Feni, who in response to the message reached Feni the same niglu along with Anwar Hussin, witness No. 20 in a P.I.A. Staff car.

86. Between 2.30 and 4.30 a.m. on 12th July, 1967, Rameez, witness No. 12, Along with Anwar, witness No. 20, drove the party except Daliluddin, accused No. 9, in the

P.I. A. Staff car dropping them on the main road near Indo Pakistan border and after doing so both Rameez, witness No. 12, and Anwar, witness No. 20, returned to Chittagong the same night. Jalal, withness No. 17, supervised the crossing of the two delegates into the Indian territory.

87. On 13th July, 1967, sometime at night, the two delegates, namely, Reza, Accused No. 33, and Steward Mujib accused No. 3, returned to Denofa Hotel from Agartala in a truck.

88. On 15th July, 1967, they left for Barisal to apprise Muazzam, accused No. 2, of the outcome of the aforementioned meeting.

89. Later in the same month i.e., July, 1967, Muazzam, accused No. 2, along'with Manik Chaudhury, accused No. 12, and Saeed-ur-Rahman, witness No. 7, met P.N. Ojha for the sixth time at the latter's residence in Dhanmandi, Dacca. P. N. Ojha pretended to Muazzam, accused No. 2, that he had not received the result of the Agartala meeting from his government till then. He, however, quietly confided to Manik Chaudhury, accused No. 12, that the Indian officials were not satisfied with the calibre of the delegates.

90.In the same month (July. 1967), Sultan, accused No. 4, visited Karachi. A meeting of the conspirators operating in Karachi, was held in the house of Mahboobuddin, accused No. 30, at 14/4-G, Martin Quarters, Karachi. The following attended the meeting: -----

(i) Sultan, accused No. 4,
(ii) Mahfizullah, accused No. 7,
(iii) Zahurul Haq, accused No. 17,
(iv) Sergeant Shamsul Haq, accused No. 123,
(v) Lt. Rehman, accused No. 31, and
(vi) Siraj, witness No. 15.

Three other persons whose names arc given as Pilot Officer Mirza, S.M. Ali and Ch. Zainul Abideen also attended this meeting. The identity of the last two could not be established, while the first is in hospital and was not allowed to be questioned.

Sultan, accused No. 4, said that he had witnessed the revolution in Cuba and as such he was alive to the sacrifices warranted in staging an armed revolt. He expressed his disappointment on finding the chief workers lacking in revolutionary spirit. He concluded by asking the participants to take an oath to sacrifice their lives for the cause.

91.After about 15 days, in July / August, 1967, Lt. Rehman, accused No. 31 convened another party meeting in the house of Mahboobuddin, accused No. 30, at 14/4- G,Martin -Quarters, Karachi. The following conspirators attended the meeting :-

(i) Lt. Rehman, accused No. 31,
(ii) Lt. Abdur Rauf, accused No. 35,
(iii) Zahurul Haq, accused No. 11,

(iv) Sultan, accused No. 4,
(v) Mahfizullah, accused No. 7
(vi) Bari. accused No. 22,
(vii) Siraj witness No: 15,

Two other persons whose names are mentioned as Ch. Zainul Abidecn and S.M. Ali and some others whose names were not ascertainable also attended this meeting, but their identity was not established.

In that meeting Lt. Rehman, accused No. 31, directed the members to function in close Co-operation with the main organisation functioning in East Pakistan under the leadership of Muazzam, accused No. 2.Lt. Abdur Rauf, then, administered an oath in Bengali to the participants. In the same meeting it was decided that:—

(a) Sirajul Islam, witness No. 15, would collect money and enlist members from Mauripur area.
(b) Mahfizullah, accused No. 7_f would collect money and enlist members from Drigh Road area.
(c) Zahurul Haq, accused No. 17, would collect money and enlist members from Korangi area and would also visit Chaklala, Peshawar, Kohal and Sargodha for the same purpose.

92. In August, 1967, Manik Chaudhury, accused No. 12, and Saeed-ur-Rahman, witness No. 7, visited Dacca and met Steward Mujib, accused No. 3. The latter told them that he and Reza. accused No. 33, had gone to Agartala.

93. In August, 1967, Lt. Rauf, accused No. 35, called an emergent meeting in the house of Jalil; accused No. 29, in Clayton Quarters. The following attended the meeting:-
(i) Mahfizullah, accused No. 7,
(ii) Bari, accused No. 22,
(iii)Jalil, accused No. 29,
(iv)Lt. Rehman, accused No. 31,
(v) Lt. Rauf, accused No. 35,
(vi)Shamsuddin, witness No. 6,
(vii)Siraj, witness No. 15.

The identity of three other persons whose names are given as Cpl. Aftab, Choudaury. Zainul Abideen and Siddiqur-Rahman was not established.

Lt. Rauf, accused No. 35 and Lt. Rehman, accused No 31, appeared somewhat worried. They suspected that they were under surveillance. Lt. Rauf. accused No. 35, directed the participants to stop the recruitment of new members. Lt Rauf, accused No. 35, asked the members to obtain leave and to proceed to East Pakistan. Accordingly the members started obtaining leave and going to their home towns in East Pakistan.

94. Under the direction of Sgt. Shamsul Haq accused No. 23, sometime in September 1967, Zahurul Haq, accused No. 17, visited P.A.F. Station. Chaklala, where he met Sgt. Rajab Husain, witness No. 21. Zahurul Haq. accuscd No. 17, informed Rajab witness No. 21, that a group had been formed for achieving independence for East Pakistan by means of an armed revolt and invited Rajab witness No. 21, to join the conspiracy. Rajab, witness No. 21, however, declined to associate himself with this activity.

95. In October, 1967, Reza, accused No. 33, obtained a P.I.A. credit ticket from Rameez, witness No. 12, and proceeded to Lahore and Peshawar to tell Ruhul Quddus, accused No. 10, who in the meantime had been posted to Lahore and Capt. Mutalib, accuscd No. 25, who had been posted to Peshawar, about the misappropriation of funds that he felt Muazzam. accused No. 2, was committing.

96. In November, 1967, Siraj, witness No. 15, arrived in Dacca on privilege leave. By then, Mahbooouddin, accused No. 30, Lt. Rauf, accused No. 35, and Lt. Rehman, accused No. 31, had already reached Dacca on leave.

97. In November, 1967, the following attended a meeting at the residence of

Ex-Sqn. Leader Muazzam Hussain Chaudhury, witness No. 24;

(i) Fazlul Haq, accused No. 11.

(ii) M. A. Razzaque, accused No. 16,

(iii) Corporal Jamal, witness No. 14,

(iv) Jakir Ahmed, witness No. 22,

(iv) Sgt. M. Abdul Haleem, witness No. 23, and

(vi) Chaudhury, witness No. 24.

In this meeting, it was felt that the group should be revitalised as it was dying out due to the selfishness of Muazzam, accused No. 2, and his proteges.

98. In November, 1967, Jakir, witness No. 22, reported to Wing Commander Ashfaq Mian, witness No. 25, that a few day previously Haleem, witness No. 23. took him to the house of Chaudhury, witness No. 24, where he found the following assembled:

(i) Fazalul Haq. accused No. 11,

(ii) M. A. Razzaque, accused No. 16,

(ii) Chaudhury. witness No. 24,

(iv) Corporal Jamal, witness No. 14, and

(v) Haleem, witness No. 23.

Jakir witness No. 22, complained to Ashfaq, witness No. 25, that the aforementioned persons were talking about separating East Pakistan from the Centre.

99.In the first week of December, 1967, the under mentioned met in the house of one Mr. Malik, a friend of Siraj, witness No. 15, which is located in Sukrabad, Dacca:—

(i) Lt. Rauf, accused No. 35,

(ii) Mahboobuddin, accused No. 30,

(iii) Siraj, witness No. 15,

and a few others who have not been traced.

A proposal to open a technical School at Dacca to serve as a cover for the activities of the group was discussed. Lt. Rauf, accused No. 35, undertook to contact Muazzam, accused No. 2, and Col. M.A.G. Osmani for revitalising activity.

100. Soon afterwards arrests of the members or the conspiracy began to take palace, and thus their activities came to an end.

It is respectfully prayed that the accused be tried on the charges framed against them which are submitted herewith.

ANNEX "I"
(Reference Paragraph 5)

1. The names and particulars of the citizens of Pakistan who in .the course of investigation have been found to have been among those who were engaged in this conspiracy are listed, either in the list entitled "List of the accused persons", or in the list entitled "List A".

2.List 'A' contains the names and particulars of the persons to whom person has been tendered in order to provide sworn testimony as to the details of the conspiracy. The list of the accused persons contains the names particulars of the persons who are to be placed on their trial on the charges framed against them.

3. The names and particulars of the persons whom it is intended to produce as witness at the trial are listed serially in the list bearing the heading "List of Witnesses". The names and particulars of the persons to 'whom pardon has been tendered, are included in the "List of Witnesses".

4. The documents and articles intended to be produced in evidence, are listed in the lists entitled respectively 'List of Documents' and 'List of Articles',

5. Supplementary lists may be submitted later, if necessary.

ANNEX II
(Paragraphs 5 ami 19)

SI No.	Code Name	Person for whom intended
1	2	3
1.	ALO	Lt.Comd. Muazzan Hussain Accused No. 2.
2.	ULKA	Muhammad Amir Hussain Mian, Witness No. 3.
3.	TUHIN	Catering Lt. Mozammil Hussain Witness No. 1.
4.	KAMAL	Ex-L/S Sultan-ud-Din Ahmed, Acussed No. 4.
5.	MURAD	Steward Mujib-ur-Rahman, Accused No. 3.
6.	PARASH	Sheikh Mujib-ur-Rahman, Accused No. 1.
7.	TUSHAR	A.F. Rahman, C.S.P., Accused No.6.
8.	SABUZ	L/S. Noor Muhammad, Accused No. 5.
9.	SHEKHAR	Ruhul Quddus, C.S.P., Accused No. 10.

LIST 'A'

(Persons to whom pardon has been tendered u/s 337 of the Criminal Procedure Code.)

[Reference Paragraph 53]

1. Lt. Muzammal Hussain. s/o. Late Moulvi Menhanjuddin Myan, r/o Fulki West, Police Station Basail, District Mymensingh.

2. Ex-Corporal Mohammad Amir Hassain Mian, s/o Moulvi Fazil Mollah r/o Village Rupbabur Char Darikandi, Police Station Janzira, District Faridpur.

3. Sergeant pak/54272, Shamsuddin Ahmad, s/o Mohammad Aftab Uddin r/o Village Nizkalpa, Police Station Kotwali, District Mymensingh.

4. Dr. Saeed-ur-Rahman, s/o Moulvi Abul Khair Chowdhury, r/o Village Enayet Bazar, Police Station Kotwali, District Chittagong.

5. F /Lt. Mirza Mohammad Rameez, s/o M. M. Seraj, r/o Village Dhanun Police Station Rupganj, Dacca at present 60-Panchlaish, Chittagong.

6. Capt. P.A/6632, Mohammad Abdul Alim Bhuiyan, s/o Alhaj Nijam Uddin Bhuiyan, r/o Village Paramtala, Police Station Muradnagar, Comilla.

7. Corporal Jamal Uddin Ahmed, s/o Basir Uddin, r/o Village Birampur, Police Station Sujanagar, Pabna.

8. Pak Corporal Sirajul Islam, s/o Moulvi Amin Uddin, r/o Village Shilai, Police Station Burichang, District Comilla.

9. Mr. Mohammad Ghulam Ahmed, s/o Abdul Jabbar, r/o Village Jafarabad, Police Station Madaripur, District Faridpur.

10. Mr. Abul Bashar Mohammad Yusuf, s/o Munshi Mohammad Ali Howladar of Village Daksin Mithkhali, Police Station Matbaria, District Barisal.

11. Sergeant Mohammad Abdul Halim, s/o late Munshi Abdul Aziz, r/o Shohilpur. Police Station Chandina, District Comilla.

LIST OF THE ACCUSED PERSONS

[*Reference paragraph 5 and the Annex*]

Sl No.	Name	Father's Name	Address	Remarks
1	Mr. Sheikh Mujibur Rahman	Maulvi Sheikli Lutfur Rahman	(1)Vill. Tongipara, P.S. Gopalganj, Dist. Faridpur. (2)No. 677, Dhanmandi, Residential Area. Road No. 32, Dacca.	
2	P. No. 574, Lt. Commander Muazzam Hussain.	Maulvi Mofazzal Ali	Vill. Dhunurital, P.S. Perojpur, Dist. Barisal.	
3	O. No. 66508, Steward Mujibur Rahman	Munshi Abdul Latif	Vill, Ghatmajhi, P.S. Madaripur Dist. Faridpur.	
4	Ex-L/S. Sultanuddin Ahmed	Maulvi Shamsuddin Ahmed.	Vill. Uttara Khamar, P.S. Kapasia, Dist. Dacca.	
5	O. No. 64672 L/S. C.D.I. Noor Muhammad.	Mr. Tumizzuddin Akhond	Vill. Kumar Bough, P. S. Lauhajang, P.O. Lauhajang. Tehsil Halidia. Dist, Dacca.	
6	Mr. Ahmed Fazlur Rahman, C. S. P.	Mr. Imamuddin Ahmed	(1)Vill. Kachishar. P.S. Debidwar, Comilla (2)No. 708, Dhandmandi, Residential Area. Road No. 30, Dacca.	
7	Pak/51301, F/Sgt. Mahfizullah	Haji Muhammad Ismail	Vill. Muradpur. P.O. Nayaliat. P.S. Begumganj, Dist, Noakhali.	

8 Ex-Corporal Abdul Bashar Muhammad Abdus Samad.	Mr. Ente Ali Mridha	Vill. Milthakhali, P. S. Mathbaria, Dist, Barisal.
9 Ex-Hav. Daliluddin	Mr. Afizuddin	Vill. and P.O. Shyampur, P.S. Bakerganj, Dist. Barisal.
10 Mr. Ruhul Quddus, C.S.P.	Mr. Raisuddin Ahmed..	(1)Vill. Panchrikhi, P. O. Kakdanga, P.S. Satkhira, Dist. Khulna. (2)No. 618-A, Dhanmandi, Residential Area. Road No. 18, Dacca.
11 Pak/72870, F/Sgt. Muhammad Fazlul Haq.	Maulvi Syed Ali Talukdar	Vill. and P.O. Shaistabad, P.S. Kotwali, Dist. Barisal.
12 Mr. Bhupati Bhushan Chaudhury alias Manik Chaudhury.	Mr. Dhirendra Lal Chaudhury.	Vill. Habilashdwip P. O. Boalkhali, P.S. Patiya, Tehsil and District Chittagong and of 41. Ramjay Mohajan Lane, Chittagong Town, P. S. Kotwali.
13 Mr. Bidhan Krishna Sen ..	Mr. Rajendra Narayan Sen.	Vill. Saroatala, P.S. Boalkhali Dist. Chittagong.
14 P.j.0.-2068, Sub. Abdur Razzaque.	Mr. Situ Sarkar..	(1) Vill. and P. O. South Barosharcher, P. S. Motlib Jang, Teh. Chandpur, Dist. Comilla. (2)A/P.Chota Gobindapur, P.S. Kotwali Dist. Jessore.
15 Ex-Hav/Clk. Mujibur Rahman, EPRTC.	Mr. Abdur Rehman..	Vill. and P.O. Gopalpur, P.S. Nabinagar. Dist. Comilla.
16 Ex-F/Sgt. Muhammad Abdur Razzaque	Mr. Munshi Askar Ali ..	Vill. Bandarampur, P. O. Daudkandi, P.S. Daudkandi. Dist. Comilla.

Sl No.	Name	Father's Name	Address	Remarks
17	Pak/72324, Sgt. Zahoorul Haq	Mr. Kazi Mujibul Haq ..	Vill. Sonapur, P. O. Sonapur P. S. Shudharm, District Noakhali.	
18	Ex-A/B Muhammad Khurshid..	Mr. Abdul Jabbar..	Vill. Saber Cottage, P. O. Faridpur Town, P. S. Kotwali, Dist. Faridpur.	
19	Mr. Khan M. Shamsur Rchman, C. S. P.	Mr. Emteazuddin Khan	Vill. and P. O. Lamubari, P. S. Manikganj, Teh. Manikganj. Dist. Dacca.	
20	PJO. 768, Ris. A. K. M. Shamsul Haq, A. C.	Mr. Abdul Samad..	Vill. Putal, P. O. Lamubari, P. S. Mankiganj, Teh. Manikganj, Dist. Dacca.	
21	No. 3031018. Hav.Azizul Haq, S. S. G.	Mr. Serajul Haq..	Vill. Kachia, P. O. and P. S. Baranadi, Dist. Barisal.	
22	Pak/73040, S. A.C. Mahfuzul Bari.	Maulana A. K. Mornazzad	Vill. Charlakshmi, P. 0. Ramgati Hat, P. S. Ramgati, Dist. Noakhali.	
23	Pak/70415, Sgt. Shamsul Haq..	Haji Sadiq Ali ..	Vill. Nairajpur, P. O. K. M. Hat, P. S. Feni. Dist. Noakhali.	
24	PSS-100520, Major Shamsul Alam, A. M. C.	Mr. Shamsuz Zoha..	No. 16, Khajedewan, Second Lane, Dacca.	
25	PSS-6100, Captain Muhammad Abdul Mutalib.	Mr. Hafizuddin ..	Vill. Darunbai Rati, P. S. Parbadhala. P.O. Samganj, Tehsil Netrokona. Dist. Mymensingh.	
26	PTC-5727. Captain M. Shawkat Ali Mian.	Munshi Mubarik Ali	Vill. Chakdha, P. O. Lonsing, P. S. Naria, Dist. Faridpur.	

27 PA-6561, Captain Khondkar Najmul Huda, ASC.	Late Mr. Khondkar Muazzam Hussain.	Vill. Barisal Town, West Bogra Road. Dist. Barisal.
28 Captain A. N. M. Nuruzzaman E. B. R.	Maulvi Abu Ahmed..	Vill. and P.O. Saidabad, P. S. Raipura, Dist. Dacca.
29 Pak/70704. Sgt. Abdul Jalil..	Maulvi Abdul Kadir..	Vill. Sarrabad (Haji Bari), P.O. Narayanpur, Dist. Dacca.
30 Mr. Muhammad Mahbobuddin Chaudhury.	Alhaj Maulvi Azizuddin Muhammad Chaudhury.	Vill. Pyaim. P. O. Chaitian, Dist. Sylhet.
31 P. No. 958,1/Lt. M. M. M. Rahman.	Mr. Molla Muhammad Sulaiman.	Vill. and P.O. Makrail, P.S. Lohagra, Dist. Jessore.
32 Ex-Sub. A. K. M. fajul Islam	Maulvi Daliluddin Ahmed	Vill. Sreepur. P. S. Bhandaria. Dist. Barisal.
33 Mr. Muhammad Ali Reza ..	Maulvi Zahur Ali Ahmed	Vill. Lahini, P. O. Kushtia, P. S. Kotwali, Dist. Kushtia.
34 PSS-200471, Captain Khurshiduddin Ahmed, A.M.C.	Maulvi Abdul Rahman..	Vill. and P. O. Banshia, P. S. Gaffargaon, Dist. Mymcnsingh.
35 P. No. 944,1/Lt. Abdur Rauf..	Alhaj Abdul Latif.	Pakistan House, P. O. and P. S. Bhairab, Dist. Mymensingh.

LIST OF WITNESS

[Reference paragraph 5 and the Annex]

Sl No.	Name	Father's Name	Address	Remarks
1	Lt. Muzammal Hussain	Maulvi Menhajuddin	Vill. Fulkoi West, P.S. Kotwali, Dist. Mymensingh.	
2.	Mr. Kamal-ud-Din Ahmed	Late Lai Mian	29/3, Outer Circular Road, Mogh Bazar, Dacca and of village Ruhthia, P. S. Feni, Dist. Noakhali.	
3	Ex-Corporal Amir Hussain Mian	Maulvi Fazil Mollah	Vill. Rupbabur Char, Darikandi, P. O. Janjira, P.S. Janjira, Dist. Faridpur.	
4	Mr. K. G. Ahmed	Late Maulvi Abdul Kariin	139, R.K. Mission Road, Dacca and of Vill. Cheora, P. S. Chouddagram. Dist. C'oinilla.	
5	Warrant Officcr Musharaf Hussain Sheikh.	Sheikh Jalaluddin Ahmed	Vill. East Nizra, P. O. Boultali. Dist. Faridpur.	
6	Pak/54272. Sgt. Sharasuddin Ahmed	Mr. Muhammad Aftabuddin	Vill. Nizkalpa, P. O. and P. S. Mymensingh, Dist. Mymensingh.	
7	Dr. Saeed-ur-Rahman	Maulvi Abul Khair Chowdhury.	12, Rafiuddin Siddique by lane, Enayet Bazar, P.S. Kotwali. Chittagong.	
8	Lt. Commandar Shaidul Haq	Dr. Khurshid Alam	Road No. 25, Dhanmandi. Residential Area, Dacca and of Vill. Bitghor, P. S. Nabinagar. Dist. Comilla.	

9 Naib-Sub. M. Ashraf Ali Khan	Mr. Amzad Ali Khan	Vill. Kaonia, P. S. Kotwali, Dist Barisal.
10 A. B. M. Yousaf..	Munshi Muhammad Ali..	Mithkhali, P. S. Matbaria. Dist. Barisal.
11 Mr. Muhammad Mohsin ..	Maulvi Tasimuddin Ahmed	No.854. Road No. 19, Dhanmondi Residential Area, Dacca and of Vill, Panchroki. P. S. Satkhira, Dist. Khulna.
12 F/Lt. Mirza Muhammad Rameez	Mr. M. M. Siraj..	60, Panchlaish, Chittagong and of Vill. Dhano, P. S. Rupganj, Dist. Dacca.
13 PA-6632, Capt. M. Abdul Alim Bhuiyan.	Alhaj Nuzomuddin Bhuiyan.	Vill. Paramatala, P. O. Brindarampur, P. S. Muradnagar. Dist. Comilla.
14 Corporal Jamaluddin Ahmed	Mr. Bashiruddin..	Vill. Barampur, P. S. Shujanagar, Dist. Pabna..
15 Pak/72795, Corporal Sirajul Islam	Munshi Aminuddin ..	Vill. Shilai, P. O. Shilai, P. S. Burichang, Dist. Comilla.
16 Mr. Abu Shams Lutful Huda	Mr. Muhammad Shamsul Huda.	Vill. Hotoria, P. O., Hotoria, P. S. Goshairhat, Dist. Faridpur.
17 Ex-Sub. Jalaluddin Ahmed	Mr. Abdul Mulalib Sikdar	Vill. Alaipur, Dist. Khulna.
18 Mr. Muhammad Ghulam Ahmed	Maulvi Abdul Jabbar..	Vill. Jafarabad, P. S. and P. O. Madaripur, Dist. Faridpur.
19 Corporal Hai, A. K. M. A.	Mr. Anwarullah Bhuiyan	Vill. And P. O. Pathanagar. Dist. Noakhali.
20 Mr. Anwar Hussain ..	Dr. Rahim Bakhsh..	Vill. Par Panchil, P.O. Bhatpairy, P. S. Serajganj, Dist. Pabna.

Sl No.	Name	Father's Name	Address	Remarks
21	Sgt. Abdul Halim	Mr. Munshi Abdul Azia	37, Arambagh, Motijheel, Ramna, Dacca and Vill. Shohilpur, P.O. Hlliotganj Dist. Comilla.	
22	Warrant Officer Jaker Ahmed	Mr. Abdul Majid Meah	Of Dist. Noakhali, Present Address-Junior Engineer, Deptt. of Plant Protection, Government of Pakistan, Dacca Airport, Dacca.	
23	Sqn. Ldr. (Retired) Muazzam Hossain Chowdhury.	Maulvi Muzaffar Hossain Chowdhury.	117, Tejkunipara, P.S. Tejgaon, Dist. Dacca.	
24	Wing Commander M. Ashfaq Mian.	Mr. Mian Abdul Majid	Scetaram Building, Opposite Block No. 13, Sargodha (West Pakistan), Present Address O. C. Maintenance Wing, H Q. East Pakistan P. A. F., Dacca.	
25	Mr. Abul Hussain	Mr. Jamshed Mistri..	Kamargaon, P. S. Sreenagar, Dist. Dacca.	
26	Mr. Ali Ahmed	Mr. Muhammad Yasin Mian	Vill. Madhupur, P. S. Ramganj, Dist. Noakhali.	
27	Mr. Iftikhar Ahmed	Mr. Sayeed Ahmed	Manager, Motor Corporation of Pak. Ltd.. Love Lane, Chittagong.	
28	Chaukidar Rehmat Ali	Late Najumuddin Akanda	C. S. O. Regional Office, 28, Naya Paltan, Dacca, and of Vill Goalmari. P. S. Daudkandi, Dist. Comilla.	
29	A. S. I. Abdul Latif	…	Ramna P. S., Dacca	

30 Mr. Ashrafuddin Ahmed	…	Survey Office C. S. O. Regional Office, 28, Naya Paltan, Dacca.
31 Mr. M. A. Karim, Field Co-ordinator.	…	Survey Office C. S. 0., Regional Office, 28, Naya Paltan, Dacca.
32 Mr. M. A. Mannaf, Dy. Supdt. of Police.	…	Special Branch, Dacca.
33 Mohammad Afzal Bashan, Accountant.	…	National Bank of Pakistan, Local Office, Jinnah Avenue, Dacca.
34 Mohammad Azharul Islam, Accountant.	…	National Bank of Pakistan, Local Office, Jinnah Avenue, Dacca.
35 A. Hashim, S-L	…	Police Station, Kotwali, Dacca.
36 Montazuddin Sikder	….	Assistant Manager. Dacca Hotel, Dacca.
37 Mohammad Zahir	L. Shahabuddin ..	79/1, Lutfur Rehman Lane, P. S. Kotwali, Dacca.
38 S-L Mujibur Rahman	….	Ramna P. S., Dacca.
39 Oman Fateh Khan	L. A. Rahim Khan ..	Manager, Hotel Arzoo, Dacca.
40 Anwarul Islam	L. tMuhammad Faruque	109, Nawabpur Road, Dacca.
41 Muhammad Hushmat Ali. A. S. L	…	Tejgaon P. S. Dacca.
42 Muhammad Abdul Bahsar	Muhammad Bclayet	C/O. Anwaruddin Khan, Manager, I. D. B. P., Motijhcel, Dacca.

Sl No.	Name	Father's Name	Address	Remarks.
43	Mr. Aftab Hussain Munshi	L. Zahiruddin	225, Dhanmandi, Residential Area, Dacca.	
44	S-I Raghu Nandan Saha	…	Ramna P. S., Dacca.	
45	Abdus Salam	Abdul Gafur	Bardhampura P. S. Nawabganj of Dacca, A/P 106, Nakhalpara, P. S. Ramna, Dacca.	
46	Mr. Mostaque Ahmed	Muhammad Hanif	29/1-A, New Circular Road, Ramna, Dacca.	
47	Selamat Ullah Mia	Muhammad Denat Ullah Bhuiyan.	488, Nayatala, Dacca.	
48	Muhammad Wali Ullah	L. Hasan Ali	335, Nayatala, Dacca.	
49	S.-I. K. S. Islam	Abdul Karim	Lal Bagh P. S., Dacca.	
50	Abdul Rashid	Mofizuddin Ahmed	1-Sec, Mirpur Block, P. S. Tejgaon, Dacca.	
51	Muhammad Noorul Islam ..	M.M. Syed	Green View Petrol Pump, Shentralpur, P.S. Chandina, Dist. Comilla.	
52	Ali Ashraf Malik	Abdur Rehman Mian	Hotel Green, Dacca.	
53	Muhammad Nazarul Islam	…	Telephone Operator of Hotel Green. Dacca.	
54	S.-I. Jalaluddin	…	Ramna P. S.. Dacca.	
55	Mr. Biswcshar Sikdcr	Late Nikunja Bihari Sikder	Kadhur Khil, P. S. Boal Khali, Dist. Chittagong, A/P Acct.	

56 Mr. B. P. Dev.	Khitish Chaudhury	Akilpur, P. S. Sonagazi, Dist. Noakhali.
57 S.-I. Moniruddin Ahmed	….	Kotwali P. S., Chittagong.
58 Hajee Ahmadur Rehman Choudhurv.	Late Hajcc Abdur Rehman Chowdhury.	No 3, Rcazuddin Road, Chittagong.
59 Muhammad Saleh Ahmed	Late Ahmed Hussain Miah.	Agrabad D. M., P. S. A/P. Manager, Hotel Miska, Chittagong.
60 A. S.-I. A. Hussain	Late Hussain Jan Chowdhury..	Ramna P. S. Dacca.
61 Mr. Golam Mustafa Choudhury	Late Rashed Miah	Bulai Lodge. Pabna Town A/P Hotel Casirina, Dacca.
62 Mr. Babu Miah ..	Alhaj Musarraf Hussain	52, Kakrail, Dacca.
63 Mokarram Hussain	…	Chief Accountant-General of Banking, N.B. P., Jinnah Avenue, Dacca.
64 Zillur Rehman, Acctt.	…	Incharge of Saving Branch, N. B. P. Jinnah Avenue, Dacca.
65 Yousufuddin Ahmed, E.P. C. S.	…	Assistant Commissioner, Relief and Rehabilitation, Dacca.
66 A. B. Badaruddin (died on 24-2-68)	Late A. Hasrat	25/E, Staff Quarters, New Colony, Ayub Gate, Dacca.
67 Amjid Ali	Wazed Ali	35. Azimpura, P. S. Lai Bagh, Dacca.
68 Muhammad Lokman	Kala Khan	4, Green Road, Lai Bagh. Dacca.

Sl No. Name	Father's Name	Address Remarks.
69 Mr. Golam Mehdi Choudhury	...	D. S. P. H. O., Bakerganj.
70 Mr. M. A. Mabud	...	Regional Accounts Officer, I. W. T. A.
71 Syed Montazuddin Ahmed	...	Administrative Officer, E. P., L W. T. A.
72 Mr. Noorul Islam	Late Abdur Rehman ..	I. W. T. A., Barisal.
73 Makhfaruddin Ahmed	Mr. Sultan Miah..	Gaguria, P. S. Mehndiganj. Dist. Barisal.
74 Mr. A. Latif	...	Saikhpur, P. S. Begumganj, Dist. Noakhali.
75 Mr. M. U. Ahmed	Motahar Ali Khan	99. Peel Khana Road, 2nd Floor. China Building, Dacca.
76 Mr. Habibur Rahman	...	Singer Katri, P. S. Kotwali, Barisal.
77 Muhammad Abdul Bashan	...	Accountant, N. B. P., Jinnah Avenue, Dacca.
78 Muhammad Yuosaf Yunus	...	Accountant N. B. P. Jinnah Avenue, Dacca.
79 Ziaur Rahman	...	Accountant, N. B. P. (Local Office), Jinnah Avenue, Dacca.
80 S. I. Altaf Hussain	...	Feni P. S,, Noakhali.
81 Mr. Tajul Islam	...	Telegraphist of Feni Telegraph Office.
82 Mr. A. K. M. Sahabuddin	Alhaj Fazlul Karim	Aziz Fazilpur, P. S. Feni.

83 Muhammad Noor Ahmed	Badsha Mia	Chak Hakdi, P. S. Feni, Dist. Noakhali.
84 Nazir Ahmed	Ebadullah	Kazipur, P. S. Feni, Dist. Noakhali.
85 Abdul Wahab Chowkidar	…	Feni Rest House.
86 Mukhtar Ahmed, Assist. Acctt.	Abdul Khaliq	Motor Corporation Pakistan Ltd., Chillagong Branch.
87 Nooruddin	Late Abdul Latif	Officer, Habib Bank, Chittagong, Lal Dighi.
88 Momtazuddin	Muhammad Fouzder Khan	Officer, Habib Bank, Chittagong, Lal Dighi.
89 Khokhan Barua	Hriday Roy Barua	Boy of Hotel Miska, Chittagong
90 Mr. S. Rashid Ali Rizvi	…	Sales Supervisor, P. I. A.. Chittagong.
91 Farid Ahmed	Late Siddique Ahmed	Contractor.
92 Siddique Ahmed Shamsul A lam	Late Siddique Ahmed	Chandgaon, P. S. Panchlaish, Chittagong.
93 Muhammad Sulaiman	Murad	Management Manager, Hotel Shahjahan, Chittagong.
94 Mr. Someshor Naha..	Late Iswar Chandra Naha	Receptionist. Hotel Shahjahan, Chittagong.
95 Mr. M. Razvi, S. A.S	…	Acting District Manager, P.I.A.. Chittagong.
96 Mr. Roshanuddin	…	Assistant District Manager. P.I.A., Chittagong.

Sl No.	Name	Father's Name	Address	Remarks.
97	S.-I. Nomanuddin Chaudhury	…	Spl. Branch (Special Team), Dacca.	
98	Muhammad Mokhlesur Rahman	Haji Abbas Ali	Joydevpur, P. S. Laksham, Dist. Comilla A. P. 13/B, Abhoy Das Lane, Dacca.	
99	Muhammad Wali Ahmed	Abdul Aziz	Norahoripur, P. S. Laksham, Dist. Comilla.	
100	Mr. A. K. M. Moslehuddin. S. I.	…	Spl. Branch (Special Team). Dacca.	
101	Mr. M. A. Quyum	…	Officer National and Grindlays Bank. Motijheel, Dacca.	
102	A. Tahid	…	National and Grindlays Bank, Dacca.	
103	Mr. Habibui Rehman Khan	…	Junior Officer. N. B. P., Jinnah Avenue, Dacca.	
104	S.-I. Riazul Karim	…	Spl. Branch, (Special Team), Dacca.	
105	Z. B. M. Baksh	…	Executive Asstt., I. W. T. A.	
106	A. A. Khan Af'ridi	…	Engineer Supdt., Dacca.	
107	S.-I. Wazcd Ali	…	Lal Bagh P. S., Dacca.	
108	Khairul Huda	Mr. N. Hud a	113/A. R. A. Dhanmandi Road. No. 5, Dacca.	
109	Dr. K. A. Khaleque	…	Professor, Medical College.	

110 A. K. Wazedul Haque	Saddat Ali Khan ..	13, Cireen Square, Dacca.
111 Kudrat Ullah Bhuyan	…	13, Green Square, Dacca
112 Abdul Jabbar Howladar	Hajee Sabaruddin Howladar.	Madaripur Town P. S. Madaripur. Dist. Faridpur
113 Anwar Hussain	…	Manager, N. B. P. Madaripur. P. S. Madaripur.
114 Muhammad Shafiuddin Miah..	…	Sub-Accountant, N. B. P.. Madaripur. Dist. Faridpur.
115 S.-I. Mokabbar Ali	…	P. S. Double Mooring, Chittagong.
116 S.M.A.Tahir	…	Manager, Eastern Mercantile Bank. Chittagong (Agrabad Branch).
117 Azharul Haque	…	Acctt., Eastern Mercantile Bank, Chittagong (Agrabad Branch).
118 A. B. M. Abdul Khaliquc	Alhaj Abdul Jabbar Pandit	Chatar Piyer, P. S. Hajeeganj, Dist. Comilla. And Senior Accounts Officer of Deputy Comptroller. P. & T. and Telegram of East Pakistan.
119 B. K. S. Reasat Ali	S. Aliah Bakhsh	Assistant Accountant P. & T. Department.
120 Mr. Zahur Elahi Beg	…	Inspector, Security Special Branch, Lahore.
121 AbdurRashid	Mahammad Imamuddin	Senior Clerk. M.T. Section. P.I.A.. Dacca.

Sl No.	Name	Father's Name	Address	Remarks.
122	Abdul Mannan	Kala Khan	Technical Clerk. M. T. Section, P. I. A., Dacca.	
123	Mr. Abdul Mannan	…	S. D. E. Bhiti Kandi, Sub-Division of Construction Division No. 3, under R. & H. Kajpur, P. S. Bayedder Bazar, Dacca.	
124	M. Siddiqur Rehman	…	S. A. E., Bhiti Kan Sub-Division at Kajpur, P. S. Bayedder Bazar, Dacca.	
125	Mr. Muhammad Abul Hussain	Mr. Pashia Ali	Uzanchar, P. S. Goalunda. Dist. Faridpur.	
126	Musirul Islam	Hajee Mohammad Meher	Uzanchar.. P. S. Goalunda. Dist. Faridpur.	
127		Mofizuddin Mian	Vill. P. S. Shivalaya, Dist. Dacca.	
128	T. idi Ahmed	Majiruddin Ahmed	Vill. Nihatpur, P. S. Dist. Dacca.	
129	Mr. Jamaluddin	…	A.D.C., Regional C.S. 3, 28, Nayapaltan, Dacca.	
130	H.M. Ury	…	Dy. S. P.. H. O. Khulna.	
131	Sk.	Late Sk. Azizuddin	No. 1, Raipura Road, ad Dist. Khulna.	
132	Hafizuddin Miah	Taheruddin	Vill. Khana, P. ajanj, Dist. Dacca.	

133 ack	Abdul Hakeem	37, Sadarghat Road, Chittagong.
134 Lal Das	Shyam Charan Das	Probartakshanga High School, Panchlaish, Chittagong.
135 Mr. Nurul Islam	Mofizuddin Ahmed	Vill. Rangur, P.S. Chandina, Dist. Comilla.
136 A. K. Ray	Jamini Mahan Ray	Clerk, Green View, Filling and Serving Pump, Lalbagh, Dacca.
137 Mr. Reza Rabbani	Mr. Hussainuddin	81, Laboratory Road, Lalbagh, Dacca.
138 Dr. S. M. Anwarul Islam	S. M. Syedul Islam	113, Elephant Road, Dacca.
139 Pak/40378 Iqbal Osmani	…	Provost No. 2, Provost, and Security, Korangi Creek, Karachi.
140 Mokim U. Kirmani, Flit. Lt.	…	Orderly Officer, Pakistan Air Force Station, Korangi Creek, Karachi.
141 Mr. Zahid Bashir Anson, B.D. Member.	…	Unit No. 406, 19/5 Clypton Quarters, Karachi-5.
142 Mr. Muhammad Jabir Siddique	Wazir Hussain	5/16, Taj Mohal Road, 'C' Block, Muhammadpur, Dacca.
143 Kazi Mesbahuddin	…	Dy. Chief Manager, Eastern Banking Corporation, Motijheel Commercial Area, Dacca.
144 Daulal Khan	Sarwar Khan	Electric shop of Babupura, Dacca.
145 Abdus Sobhan	Himmat Ali	37/12, F. Block. Mohammadpur Colony. Dacca.

Sl No. Name	Father's Name	Address Remarks.
146 Mr. Ali Reza Khan.	Muniruddin Khan	Vill. Nayasoree. P.S. Nikli. Dist. Mymensingh. A/P. Staff Photographer. E. P. WAPDA.
147 Naziruddin	Ernrat Ali	193. Motijheel. P. S. Ramna. Dacca.
148 Mukul Chanda Daita	Kahindra Prushad Datta	Amlapra, P.S. Jamalganj, Dist. Mymensingh. A/P. Prop. Arts and Photography, 193 Motijheel Road, Dacca.
149 Mr. Zeynul Abcdin	Munshi Samiruddin	10, Aga Machhi Lane, Dacca.
150 Mohammad Nurul Islam	Mofizuddin Ahmed	Vill. Ranipur, P.S. Chandpur, Dist. Comilla. A/P. Green View Petrol Pump. Lalbagh, Dacca.
151 Mohammad Hanif	Rahim Baksh Munshi	Vill. Naya Nanda, P. S. Tangi Bari. Dist. Dacca. A/P. Asstt. M.V. Deptt.. Dy. Commissioner's Office, Dacca.
152 Mr. M. Siddique Khan	K.B Major Oli Mohammad Khan.	Sgt. M. V. Section, Dacca.
153 S-I. Moniruddin Ahmed	…	P. S. Kotwali, Chittagong.
154 Muhammad Safiqur Rahman	Kader Bakhsh	Vill. Barantaii. A/P. Assistant M. V. Department Collectorate, Chittagong.

155 Mr. Abdul Quddus	Hajee Guramia	VilL Koraldanga. P. S. Boalkhali. Chittagong A/P Assistt- M. V. Deptt. Collectorate. Chittagong.
156 A. S.-I. Mamrul Haque	…	P. S. Kotwali, Chittagong.
157 Mr. S. M. Haider	Mr Hussain	Manager M/S. Habib Bank, Laldighi East. Chittagong.
158 Mr. Ata Haris	Mr. Ismail ilaris	Katalganj Residential Area, Chittagong. A/P. Senior Dy. Controller of Branches of Habib Bank.
159 Muhammad Yousuf	Nur Ahmed	Vill. Goshail Danpur. P. S. Double Moorring. Chittagong.
160 Muhammad Waliullah	Hachan Ali	543. Nayatala. P. S. Tejgaon. Dacca.
161 Rohul Amin	Abdus Salam	Manager Dinofa Hotel, Fcni. Dist. Noakhali. A/P. Near Appyaee Restaurant. College Road. Feni. Dist. Noakhali
162 Mr. Muhammad Siddique (Husband of Khurshida Begum).	Golam Mohammad Siddique.	16/10. Rankin Street. P S. Sutrapur, Dacca 2/21, Block ‘D’ Taj mahal Road. Dacca.
163 Mr. Reza Rabbani	Mr. Hussainuddin	81. Laboratory Road. P.S. Lalbagh. Dacca.
164 Daliluddin Ahmed	Gagan Ali Matbar	Vill. Illa. P. S. Gournadi. Dist. Bakerganj.
165 U. Col. Sher Ali Baz	…	I. S. I. Directorate Camp. Dacca.
166 Mr. M. M. Syeed	A. Waheed	Manager. Hotel Green. Dacca.

Sl No.	Name	Father's Name.	Address	Remarks.
167	Makhan Lai Ghosh	Abhi Mannay Ghosh	Cashier, Hotel. Arzoo, Dacca.	
168	Mr. Suhrawardy	…	Inspr of Police, S. B.. EP. Dacca	
169	Sukhu Moy Biswas	Darika Nath Biswas	Muhira, P. S. Patiya. Dist. Chittagong. A/P 41, Ramjoy Mohajan Lane. Kotwali. Chittagong.	
170	Bantam Ch. Datta	Late Parcsh Chandra Dana	Havilash-Dvip P S. Patia, Dist. Chittagong.	
171	Mr. Slutjahanuddin Ahined	…	Section Office, C. D. A., Chittagong.	
172	Mr. Monoranjan Talukder	…	Steno to Chief Engineer. C. D. A., Chittagong.	
173	Abdul Kader	Muhammad Ishaquc	67. Battali Road. P. S. Kotwali, Chittagong.	
174	AlamKhan	Lal Khan	Reazuddin Road. JL/L Singer Machine Repairing Shop. Chittagong Town.	
175	Michcal Dhar	D. C. Dhar.	3, Mohim Das Road. Kotwali, Chittagong.	
176	Shambu Das	Hari Prasanna Das	3, Mohim Das Road. Kotwali, Chittagong.	
177	Mr. Abdul FatirSiddiq	…	Assistant Accounts Officer. Telephone, Revenue, Dacca.	

178 Mr. Muhammad Aminuddin	…	Supervisor, Teleplione Revenue, Dacca
179 Mr. G. M. Kadri	…	A. D. C, Dacca.
180 Mr. Ejaz Muhammad Khan	…	Additional District Magistrate, Rawalpindi, West Pakistan
181 Mr. A. Q. Chaudhury	…	Magistrate, 1st Class, Dacca.
182 Afsanxklin Ahmed	…	Magistrate, 1st Class, Dacca.
183 Mr. Abdul Majid Quaraishi	…	Handwirting Expert. A. D. Intelligence Bureau, Rawalpindi, West Pakistan.
184 Mr. Abdul Kader	…	Inspr. of Police, S- B., E.P. (H.W. Expert), Dacca.
185 Lt. Commander A.B. Saycd	…	Naval Headquarter, Karachi.
186 Mr. H. R. Malik, C. S. P.	…	Secretary. R. W. and R. T. Deptt.. Govt, of East Pakistan, Dacca.
187 Mr. Fazlur Rahman	…	Inspr. of Police. C. I. A. (S. B., Karachi).
188 Mr. S. M. Mukhtar Ahmed	…	Inspr. of Police, S. H. O.. Artillery Maidam P. S., Karachi.
189 Muhammad Jan Siddiqui	…	State Officer, Karachi.
190 Mr. Abrar Ahmed. Dy. S.P.	…	D. S. P., Spl. Branch, Lahore.
191 Mr. A. Khaleque, (2) P.P.M., P.S.P.	…	Spl. Supdt. of Police, Spl. Team, Dacca

Sl No.	Name	Father's Name.	Address	Remarks.
192	Mr. A. Majid, Q. P. M.. P.P. M	…	Spl. Supdt. of Police, S. B., Dacca.	
193	Mr. A. K. M. Absanullah ..	…	Dy. Supdt. of Police, Spl. Bianch, S. T., Dacca.	
194	Mr. Abdus Samad Talukdcr, P. MJ	…	Inspr.. of Police, S. B.(Spl. Team), Dacca.	
195	Mr. Zeaul Haque Khan Lodi..	…	Inspr. of Police, S. B. Spl. Team, Dacca.	
196	Mr. Sirajul Islam..	…	Inspr. of Police. S. B.. Spl. Team, Dacca.	
197	Mr Muhammad lsrail..	…	Inspr. of Police, S. B.. Spl. Team, Dacca.	
198	Muhammad Abdus Sattar Chaudhury	…	Inspr. of Police. S. B., Spl. Team. Dacca.	
199	Lt- Commander Syed Fazal Rab	…	S. O. N. A. Naval Headquarter, Karachi.	
200	Waicher F. C. Muhammad Ismail	…	C/O. Supdt of Police, Special Branch, Karachi.	
201		…	…	
202		…	…	
203		…	…	
204		…	…	

205	...	...	…
206	…	…	…
207	…	…	…
208	…	…	…
209	…	…	…
210	…	…	…
211	…	…	…
212	…	…	…
213	…	…	…
214	…	…	…

LIST OF DOCUMENTS

(Reference Paragraph 5 and the Annex.)

Serial No.	Descriptive Particulars.	Exhibited in Court us	Remarks.
1	I.etter of Sultan from Dacca, dated 13th August, 1965, to Mian Sahib (Muhammad Amir Hussain Mian) at Karachi.	...	...
2	Letter of Sultan dated Nil from Dacca to Mian Sahib at Karachi.	...	...
3	Letter of M. Rehaman, dated 29th November, 1965, from Chittagong to Hussain Sahib at Karachi.	...	...
4	Letter signed "M' (dated portion torn off from Chittagong to Hussain Sahib at Karachi).	...	...
5	Letter of "Alo", dated 9th February, 1966 from Karachi to Ulka at Dacca.	...	...
6	Letter of "Alo" (Lt. Comd. Moazzam) from Karachi to "Ulka" (Amir Hussain) at Dacca (Dated 25th February, 1966).	...	...
7	A copy of Telegram from Karachi by "Alo" to Amir Hussain to his Dacca address, dated 14th February, 1966).	...	...
8	Letter of "Alo" from Karachi to Mian Sahib a: Dacca, dated 4th March, 1966.	...	...
9	Letter of Lt. Comd. Moazzam Hussain from Karachi to Amir Hussain at Dacca, dated 19th March, 1966.	...	...
10	Letter of Moazzam from Karachi, dated 1st April, 1966, to Amir Hussain at Dacca.	...	...
11	Letter of Mcazzam from Karachi to Amir Hussain at Dacca, dated 6th April, 1966.	...	...
12	A copy of Telegram from Moazzam to Amir Hussain from Karachi, dated 6th April, 1966.	...	...
13	Letter of Moazzam from Karachi to Amir Hussain at Dacca, dated Sth April, 1966.	...	...

Serial No.	Descriptive Particulars.	Exhibited in Court as	Remarks.
14	A piece of paper containing "Bangladesh", "Betar Bani" etc.. dated Nil.	…	…
15	A piece of paper containing the words "Bengal Air force", "Bangla Sarkar".	...	…
16	Four sheets of papers giving description of arms and ammunition, etc.	…	…
17	One Provincial Map of East Pakistan Mounted and Folded.	…	…
18	Letter from M. Rahman to Amir Hussain dated Nil.	...	…
19	Notes regarding oath, etc., (Written on Diary papers).	…	…
20	Notes regarding the code names.	…	…
21	Burmah Eastern Diary for 1967, written by Ali Raza, accused.	…	...
22	Bill No. 18, dated 4th November, 1967, of Jan's Hotel, Peshawar.	…	...
23	Certificate of discharge from P.A.F. of A. B. M.A. Samad.	...	…
24	Service and Pay Book of A. B. M. A. Samad.	…	…
25	Rupali Diary of 1967, of A. B. M. A. Samad.	…	…
26	Application of M. M. Rameez, dated 24th February, 1962.	…	…
27	Issue Register of the office of the D. C., Relief and Rehabilitation, Dacca, dated 25th June. 1962.	…	…
28	"Daily Ittefaque", dated 18th November, 1965, Paper cutting.	…	…
29	Dacca Hotel Register, dated 2nd February, 1966	…	…
30	Joining Report of Amir Hussain.	…	…

Serial No.	Descriptive Particulars.	Exhibited in Court as	Remarks.
31	Hotel Register of Hotel Miskha, Chittagong, dated 5th February, 1966.	...	...
32	Register of Hotel Green, dated 15th March, 1966 and 24th April 1966.	...	...
33	Bill book of Hotel Shahajahan, dated 25th March, 1966 to 27th march, 1966.	...	...
34	Draft Application of Amir Hussain, dated 31st March, 1966 for Rs. 5,000.	...	...
35	Draft issue of Register, dated 31st March, 1966.	...	...
36	Draft for Rs. 5,000 dated 31st March, 1966.	...	...
37	Green View Filling and Servicing Petrol Pump Sale Register, dated 1st April, 1966.	...	...
38	Green View Petrol Pump Staff Register, dated 1st April, 1966.	...	...
39	Character Certificate of Nowab Ali Driver, dated 30th April, 1966.	...	...
40	Tenancy agreement, dated 2nd May, 1966, for hiring a house.	...	...
41	Ledger Book, dated 19th August, 1966.	...	...
42	S. B. Account Pay-in-Slip for Rs. 4,000 dated 19th August, 1966.	...	...
43	Habib Bank Cheque for Rs. 11,000 dated 24th August, 1966.	...	...
44	Provisional receipt showing payment of Rs. 5,000 dated 24th August, 1966.	...	...
45	S. B. Account of St. Mujibur Rehman, dated 31st August. 1966.	...	...
46	Provisional Receipt for Rs. 11.000 dated 2nd September, 1966.	...	...
47	Cancelling provisional receipt book, dated 2nd September, 1966 and Cheque of Habib Bank, dated 24th August, 1966.	...	...

Serial	Descriptive Particulars.	Exhibited in Court as	Remarks.
48	Cheque for withdrawal of Rs. 4.500 by St. Mujibur Rahman, dated 10th September, 1966.	…	…
49	Certified copy of the register of Motor Vehicles Chittagong, dated 10 September, 1966.	…	…
50	Cheque for withdrawal of Rs. 450 by Mujibur Rahman, dated 20th September, 1966.	…	…
51	Blue Book of Jeep 9199.	…	…
52	Bill Register of Green View Petrol Pump.	…	…
53	Cargo Invoice Book of different dales in the Ferry.	…	…
54	Cargo Invoice Book of different dates in the Ferry.	…	…
55	Log Books of Ferryghat between Dacca and Daudkandi.	…	…
56	Receipt Register Part II, Vol. I of Madaripur P.s.	…	…
57	T. A. Bills of different dates of Lt. Moazzam Hussain in all 12.	…	…
58	One negative of a photostat of a letter of K. M. S. Rahman, C. S- P.	…	…
59	Pay-in-Slip of Rs. 5,000 dated 8th October. 1966.	…	…
60	Blue Book of Hillman Car No. 9591, dated 17th January, 1967.	…	…
61	Personal file of Mr. M. M. Rameez, dated 24the February, 1967.	…	…
62	Original Joining Report of Lt. Moazzam to I. W.T. A. Dacca, dated 1 Ith March, 1967.	…	…
63	Once French bound book of Arts and Photography (Negative book), dated 27th March. 1967.	…	…

Serial No.	Descriptive Particulars.	Exhibited in Courts as	Remarks.
64	Rent bill issued by M.R. Rabbani to Ali Reza for house-rent, dated march, 1967 to August, 1967.	…	…
65	Deserter roll of St. Mujibur Rahman, dated 3rd April. 1967.	…	…
66	A deed of agreement between Kudratulkih and M. Rahman, dated 4th April, 1967, for hiring a house.	…	…
67	Cash Memo, book, dated 14th April. 1967.	…	…
68	P. I. A. Invoice, dated 21st April, 1967.	…	…
69	Account opening form for S. B. Account No. 10999 (51) by Mujibur Rehman. dated 4th May, 1967.	…	…
70	Fitness and Registration Certificate of Risaldar A. K. M. Shamsul Haq, dated 4th May, 1967.	…	…
71	Hotel Register of Hotel Denofa. dated 11th July. 1967.	…	…
72	Toll collection Book of Shovapur Bridge.	…	…
73	Show cause notice issued hy Asstt. Commissioner, Relief and Rehabilitation to Mr. M. Rameez, dated 19th July, 1967.	…	…
74	Account Opening from P. 58 current account No. 3251, dated 24th July, 1967.	…	…
75	Rent receipts issued to Manik Chaudhury, dated August, 1967 to December, 1967.	…	…
76	Lease agreement between Khurshida Begum and Ali Reza, dated 1st September, 1967.	…	…
77	Bearer cheque for Rs. 500 drawn by St. Mujibur Rchman.	…	…
78	Counterfoil of a cheque for Rs. 500 in favour of Mujibur Rahman, dated 12th October, 1067.	…	…

Serial No.	Descriptive Particulars	Exhibited In	Remarks
79	Visitor Register of Jan's Hotel, Peshawar, dated 4th November, 1967.	…	…
80	Original passenger Manifesto of P.l.A. flight Containing the name of Ali Reza, dated 8ih November, 1967.	…	…
81	Note sheet of C.S.O., Dacca with the notings of Amir.Hussain, dated 17th November, 1967.	…	…
82	Cheque for withdrawal of Rs, 45 by M Rahman, dated 18th November, 1967.	…	…

LIST OF ARTICLES

(Reference Paragraph 5 and the Annex.)

Serial No.	Descriptive Particulars.	Exhibited in Courts as	Remarks.
1	MOSCOVITCH CAR No. EBC 7976, P.I. A. Car No. 2668, previous No. KAE 3194.	…	…
2	One Jeep bearing No. 9139.	…	…
3	One Fiat Car 110/D (Model) bearing No. EBA 9100.	…	…
4	Fill man Imp, Car No. 9591.	…	…
5	One telephone set bearing No. 6829/6.	…	…
6	One Hand Grenade.	…	…
7	One blue coloured Rexin hand bag	…	…
8	Small Lock.	…	…
9	One key of the said Lock.	…	…
10	One polythene bag.	…	…

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আগর তলা ষড়যন্ত্র মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখ মুজিবের জবানবন্দি	শেখ মুজিবুর রহমান (পুস্তিকা)	জুন, ১৯৬৮

পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী দাবাইয়া রাখাইয়া জন্যই এই ষড়যন্ত্র মামলা

শেখ মুজিবুর রহমান

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে লিখিত জবানবন্দি পাঠ করার সময় শেখ মুজিবুর রহমান নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেনঃ

স্বাধীনতা পূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এর ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও ছিল এবং এখনও সেইরূপ একটি নিয়মতান্ত্রিকতার পথানুসারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যমান।

১৯৫৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদে এবং পরে জাতীয় বিধান সভায় সদস্য নির্বাচিত হয়। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করি। অধিকিন্তুআমি গণচীনে প্রেরিত বিধান পরিষদের এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করি। জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল গঠন করার জন্য আমাকে ইতিমধ্যেই কয়েক বৎসর কারা নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তাহার পূর্ব পাকিস্তান জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল বিনা বিচারে আটক রাখে। আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে, কিন্তু ঐ আমি সকল অভিযোগ হইতে সম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০-এর জানুয়ারীতে আমাকে উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তিলাভকালে আমার উপর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ জারী করা -হয়ঃ ঢাকা ত্যাগ করিলে আমাকে গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও একইভাবে সে বিষয় তাহাদিগকে অবগত করাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা সর্বদা এই সময় সর্বদা ছায়ার মত আমার পিছু লাগিয়া থাকিত।

অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারীর প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহরাওর্য়াদীকে গ্রেফতার করা তখন আমাকেও জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয়মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। সোহরাওর্য়াদীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনর্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধী দলের অঙ্গদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধী দল এই সময় প্রেসিডেন্ট পদে জনাব আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন

দান করে। আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। সরকারী কতৃপক্ষও পুনরায় আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে।

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহবান জানাই।

যুদ্ধ প্রচেষ্টার সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে।

যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশসহ সকল বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম কারণ আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্ব শান্তিতে আস্থাবান- আমরা বিশ্বাস করি যে সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলনীর বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান- ছয়দফা কর্মসূচী উপস্থিত করি। ছয়দফা কর্মসূচীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান- উভয় অংশের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করা হইয়াছে।

অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয়দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয়দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানের প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারী নেতৃবৃন্দ ও সরকারী প্রশাসন যন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়' 'গৃহ যুদ্ধ' ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে একডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানী করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম তখন তাহারা যশোর আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানাবলে এইবারের মত প্রথম গ্রেফতার করে।

আমাকে যশোর মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমাকে অন্তবর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিন বলে আমি সেইদিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা সাতটায় নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই, আটটায়, পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সেই রাতেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। পরদিবস

সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন প্রদান করেন কিন্তু আমি মুক্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা দরজায়ই গ্রেফতার করে। এবারের গ্রেফতারী পরোয়ানা রাজশাহী হইতে প্রেরিত হইয়া ছিল। সেই রাত্রে আমাকে পুলিশ পাহারাধীন ময়মনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একই ভাবে ময়মনসিংহ মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃতি হন এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরিউক্ত সকল ধারাবাহিক গ্রেফতারী প্রহসন ও হয়রানী ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সংঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে- সম্ভবত আটই মে আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাত্রে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত একটার সময় পুলিশ 'ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুল'- এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহু সংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনবা তাজউদ্দীন আহাম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মুজিবুর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীসহ বহু অন্যান্য। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম,এন,এ, প্রচার সম্পাদক জনাব মোমেন এডভোকেট, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব হাফিজ মোহাম্মদ মূসা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন আহম্মদ এডভোকেট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী ক্যাপটেন মনসুর আলী, প্রাক্তন এম.এন.এ. জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট জনাব আমিনুদ্দিন আহম্মদ, পাবনার এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মুস্তফা সারওয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মহীউদ্দিন আহম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব মোহাম্মদুল্লাহ, এডভোকেট ও সংগ্রামী নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দিন আহম্মদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব হারুনুর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী,ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমন্ডি আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব রশীদ ফিরোজ, শহর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সুলতান আহাম্মদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইন, মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আব্দুর রহমান সিদ্দিকীসহ অন্যান্য বহু আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্রনেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষাবিধির ৩২ ধারার (নিষ্ঠুর অত্যাচার) বলে কারান্তরলে নিক্ষেপ করা হয়। আমার দুই ভ্রাতুষপুত্র পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ করা হয়। অধিকিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করিত। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সম্পাদক জনাব তোফজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্যে কোরারুদ্ধ রাখিয়া তাহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বারস অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি চট্টগ্রাম র্পোট ট্রাষ্টের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধি বলে অন্ধ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের গ্রেফাতারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে ১১ ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশ প্রায় ৮০০ লোক গ্রেফতার করে এবং অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব-পাকিস্তানের গর্ভনর জনাব মোনেম

খান প্রায়শঃই তাহার লোকজন এবং সরকারী কর্মচারী সম্মুখে বলিয়া থাকেন যে যতদিন তিনি গদীতে আসীন থাকিবেন ততদিন শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন। আটকাবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বিচারের সম্মুখীন হইতে হয়েছে। প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার ১৯৬৮ সালের ১৭/১৮ তারিখ রাত একটার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। আমাকে বহিঃজগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জনে রাখা হয় এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। আমাকে খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িতে দেওয়া হইত না, বিশ্ব হইতে সকল যোগাযোগবিহীন অবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচ মাসকাল আটক থাকিতে হয়। এই সময় আমাকে অমানুষিক মানসিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈহিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়।এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যত অল্প প্রকাশ করিতে হয় ততই উত্তম।

এই বিচারকার্য শুরু হইবার মাত্র একদিন পূর্বে ১৯৬৮ সালের ১৮ই জুন, আমি প্রথম এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাহাকে আমার অন্যতম কৌসুলী নিয়োগ করি।

কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকুরীর সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিস্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-কর্পোরাল আমির হোসেন, এল,এস সুলতান উদ্দিন আহাম্মদ, কামালউদ্দিন আহাম্মদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্মচারীদের কখনও দেখি নাই। জনাব ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মাদ শামসুর রহমান- এই তিনজন সি,এস,পি অফিসারদের আমি জানি। আমি মন্ত্রী হিসাবে সরকারী কার্য সম্পাদনকালে তাহদিগকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং তাহার ও তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু আমি তাহাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোন ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। আমি কোনদিন লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে অথবা করাচীতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে গমন করি নাই কিংবা আমার অথবা লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে অথবা করাচীতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে কোন সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই কিংবা এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোন ব্যক্তির সহিত কোন আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজউদ্দিনের বাসায় সংঘটিত হয় নাই। ঐ সকল ব্যক্তি কোনদিন আমার গৃহে গমন করে নাই এবং আমিও এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কাহাকেও টাকা দেই নাই। আমি কখনও ডাঃ সাঈদুর রহমান কিংবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে বলি নাই। তাহার চট্টগ্রাআমার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শত শত সাধারণ কর্মীদের ন্যায় মাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানে তিন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন নির্দেশনা পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আটজন সম্পাদক রহিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী, এম,এন,এ, ও এম,পি,এ। বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরিষদের পাঁচজন ও প্রাদেশিক পরিষদের দশজন সদস্য আমার প্রতিষ্ঠানভুক্ত। চট্টগ্রাম ও আমার প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর সভাপতি ও সম্পাদকগণ, প্রাক্তন এম,এন,এ, ও এম,পি,এ ও অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাহাদের কাহারও নিকট কোন প্রকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব যে আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী ও একজন সাধারণ এল,এম,এফ ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে কোন সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতে পারি। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহাম্মেদ চৌধুরীর বিরোধিতা করার জন্য ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে বরং আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। আমি ডাক্তার সাঈদুর রহমানের গৃহে কদাপি গমন করি নাই।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল- দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচী রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম- ছয় দফা কর্মসূচীতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গন্ডির ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের, বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করিতে চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসাবশত মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ২৮ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিল এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিল না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে- তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং শীঘ্রই বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে।

একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে একথা জানাইতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোন বিভাগ হইতে কোন প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না। এবং এবম্বিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক।

বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। অধিকিন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্র জাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে এই মামলা তাহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। আমি কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোন কিছু করি নাই কিংবা কোনদিনও এই উদ্দেশ্যে কোন স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মচারীর সংস্পর্শে কোন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই।

আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান লেখক সংঘের উদ্যোগে পাঁচদিন ব্যাপী মহাকবি স্মরণোৎসব	দৈনিক পাকিস্তান	৪ জুলাই,১৯৬৮

পাকিস্তান লেখক সংঘের উদ্যোগে পাঁচদিন ব্যাপী মহাকবি স্মরণোৎসব

আগামীকাল থেকে পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখার উদ্যোগে পাক-ভারতের পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কবির স্মরণোৎসব শুরু হবে। পাঁচদিন ব্যাপী এই উৎসবে ৫ই জুলাই রবীন্দ্র দিবস, ৬ ই জুলাই ইকবাল দিবস,৭ ই জুলাই গালিব, ৮ ই জুলাই মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ৯ ই জুলাই নজরুল দিবস প্রতিপালিত হবে।

জুলাই ৬, ১৯৬৮ দৈনিক পাকিস্তান

লেখক সংঘের মহাকবি স্মরণোৎসব আরম্ভ

পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা আয়োজিত পাঁচদিন ব্যাপী মহাকবি স্মরণোৎসব গতকাল শুক্রবার থেকে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে শুরু হয়েছে। গতকল্য ছিল রবীন্দ্র দিবস। সহজ সুন্দরভাবে রচিত মঞ্চে সন্ধ্যে সাড়ে ছটার আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রথম দিনের অনুষ্ঠান।

সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক একাডেমীর ডিরেক্টর জনাব আবুল হাশিম। প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ আনিসুজ্জামান.. .. .. ..। অনুষ্ঠানে জনাব আবুল হাশিম বলেন, রবীন্দ্র সাহিত্য বা যে কোন সাহিত্য সম্পর্কে আমি সবসময় একটি কথা বলি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এক বস্তু নয়। সাহিত্য এক শিল্প। যে কোন শিল্পকেই যে কোন আদর্শের বাহন হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। জনাব হাশিম বলেন যে, একে আমরা সব সময় স্মরণ রাখি না- একের সাথে অপরকে মিলিয়ে দিয়ে সংস্কৃতির সঙ্কট সৃষ্টি করি। তিনি বলেন, এই বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের আস্বাদ নেবো। বাংলা ভাষাকে একটি শিল্প হিসাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে হবে, তিনি বলেন, গত এক'শ বছরের বাংলা সাহিত্যকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ মত ও পথের উর্ধ্বে পরিবর্তনশীল হওয়া সত্ত্বেও একটি বিষয়ে সারা জীবনে ছিলেন তাহলো স্বাধীন চিন্তা।

ডঃ আনিসুজ্জামান তাঁর প্রবন্ধে বলেন, চলতে চলতে রবীন্দ্রনাথ মত বদলেছেন, পথ বদলেছেন; ক্রমেই সকল সংকীর্ণতার গন্ডি ভেদ করে তিনি মানুষের পৃথিবীর নাগরিক হতে চেয়েছেন।

আশি বছর ধরে তাঁর মধ্যে একই ব্যক্তি বাস করেন নি। এই নানা রবীন্দ্রনাথের সহযোগ ঘটেছিল বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল বাংলা ভাষার শক্তিকে শতগুণে বৃদ্ধি করা।

আর যা ছিল প্রাদেশিক সাহিত্য তাকে বিশ্বসভায় সগর্বে স্থান দেয়া।

তিনি বলেন, ''রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যেও শ্রেষ্ঠ নির্মাতা সে কথার গুরুত্ব কারো পক্ষেই বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়।........

প্রথম দিনের এই অনুষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ দর্শকের সমাবেশ ঘটে। কবিতা পাঠের আসরে গোলাম মোস্তফা, মোঃ মনিরুজ্জামান ও সিকান্দার আবু জাফর কবিতা পাঠ করেন।

- অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, আতিকুল ইসলাম।

জুলাই ৭, ১৯৬৮। দৈনিক পাকিস্তান

মহাকবি স্মরণোৎসবের দ্বিতীয় দিনঃ

আল্লামা ইকবালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের ডিরেক্টর ডঃ এনামূল হক গতকাল শনিবার মহাকবি স্মরণোৎসবে বলেন যে, আনন্দ-সৌন্দর্য সব কবিই সৃষ্টি করতে পারেন কিন্তু জাতিকে ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ ও চলার পাথেয় দেওয়ার মত কবি খুব বিরল।

আল্লামা ইকবাল ছিলেন এমনি এক বিরল কবি। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা আমাদের মাঝে এমন এক কবিকে পেয়েছি। ডঃ এনামূল হক বলেন, এদেশে দুজন কবি ঘুমন্ত জাতির জাগরণের বাণীতে দিলেন বজ্রকণ্ঠ। তাঁদের একজন ইকবাল, অন্যজন নজরুল ইসলাম। এরা আমাদেরকে আপন সত্তায় জাগ্রত করে দিয়েছেন।

আলোচনা সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন মোঃ মাহফুজুল্লাহও জনাব মনিরুদ্দিন ইউসুফ। হল ভর্তি দর্শককে গতকালের অনুষ্ঠানও যথেষ্ট আনন্দ দেয়।

জুলাই ১০, ১৯৬৮। দৈনিক পাকিস্তান

মহাকবি স্মরেণোৎসব সমাপ্ত

নজরুল দিবসের মধ্য দিয়ে হত মঙ্গলবার ঢাকার ইঞ্জিনির্য়াস ইন্সটিটিউটে সমাপ্ত হয়েছে লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার আয়োজিত ৫ দিন ব্যাপী মহাকবি স্মরনোৎসব।.............

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আবদুল কাদির। প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জনাব রফিকুল ইসলাম। মহাকবি স্মরণোৎসবের শেষ দিনের এই অনুষ্ঠানে উৎসবের সর্বাধিক দর্শকের সমাবেশ ঘটেছিল।

....

শেষদিনের অনুষ্ঠানের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল।

মঞ্চে রাখা হয়েছিল সাদা থোকাসহ পুষ্পগুচ্ছের একটি সেঞ্চুরী ফ্লাওয়ার। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার জনাব আলী লেখক সংঘের এই অনুষ্ঠানের ফুলটি উপহার দেন।

....
....

গতকালের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে আলোচনা সভায় আবদুল কাদির বলেন যে, নজরুল ছিলেন নিপীড়িত জনগণের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামী কবি। বাংলা সাহিত্যে তিনি গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রবক্তা।তিনি নজরুলের কাব্য সাধনাকে ৪ ভাগে ভাগ করেন।.......তিনি বলেন, নজরুলের আগেও অনেক কবি হয়েছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ, নবীন চন্দ্র, কিন্তু নজরুলের মত তাদের সাহিত্যে এত মানবিক আবেদন নেই।.........

তৃতীয় পর্যায়ে সঙ্গীতকার নজরুল রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়।

....

সাহিত্য নজরুলের আর্বিভাব সম্পর্কে তিনি (জনাব কাদির) বলেন, নজরুল যখন সাহিত্যে নেমে এলেন তখন রবীন্দ্রনাথ ভাস্বর-তাঁর তখন পূর্ণ দীপ্তি। কিন্তু তাঁর যখন আবির্ভাব হলো- দেখা গেলো যুগের যৌবনের সব ধর্ম তার কাব্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তখন রবীন্দ্রনাথের কথা অনেকেই ভুলে গেলেন। নজরুল সাহিত্যে স্ববিরোধিতা করেছেন বলে কেউ কেউ যে অভিযোগ করেন তার বিরোধিতা করে জনাব কাদির বলেন, তার সাহিত্যের সুরটি হলো 'জনগণের স্বাধিকার'- গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। এ সুরটি যারা বুঝতে পারেন না, তাদের নজরুল সাহিত্য পাঠ পন্ডশ্রম মাত্র।

....

....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার প্রসংগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বক্তব্য	দৈনিক পাকিস্তান	১৩ আগষ্ট, ১৯৬৮

বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার প্রসঙ্গ-
বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্যঃ

বাংলা বর্ণমালা সংস্কার সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদন প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বলা হয় যে, বাংলা বানানের ক্ষেত্রে যে ক্রমবর্ধমান বিশৃংখলা দেখা দিচ্ছে তার অবসান এবং উচ্চশিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের ব্যাখ্যা হিসেবে বাংলার উন্নয়নকে সুগম করার জন্যে এই সংস্কার অনুমোদন করা হয়েছে। বানান-বিশৃংখলা অব্যাহতভাবে এগিয়ে গেলে তা ভাষাকেও দুর্বল করে ফেলবে। বাংলা ভাষার উন্নয়নকে ব্যাহত করা এই সংস্কারের উদ্দেশ্য বলে কোন ইঙ্গিত প্রদান করা হলে একাডেমিক কাউন্সিলের মহৎ উদ্দেশ্য ভুল বোঝা হবে। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে একাডেমিক কাউন্সিল একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে বলা হলেও ভুল করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ জানান ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নিজেই এই কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কমিটির সব বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। কমিটির রিপোর্টে যেসব সুপারিশ স্থান লাভ করেছে সেসব সুপারিশ গ্রহণের ব্যাপারে কমিটির বৈঠক সমূহে তিনি জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার দরুন রিপোর্টে ডঃ শহীদুল্লাহ স্বাক্ষর দিতে পারেন নি, এই সত্যকে বিকৃত করা চলে না। কতৃপক্ষ জানান যে, অনুমোদিত সংস্কারের বিস্তারিত প্রয়োগের ব্যাপারটি ঠিক করার উদ্দেশ্যে নয় সদস্যবিশিষ্ট আর একটি কমিটি গঠনের ব্যাপারেও একাডেমিক কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কর্তপক্ষ জানান, একাডেমিক কাউন্সিলের উক্ত বৈঠকে ৫০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র দুজন অনুমোদনের বিরোধিতা করেন। কমিটির তিনজন সদস্যের বিরোধিতামূলক বক্তব্যসহ রিপোর্টটি একাডেমিক কাউন্সিলের ৩রা আগষ্টের বৈঠকের আগেই সদস্যদের কাছে পাঠান হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল-এর গত বৈঠকে ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির রিপোর্ট রদবদলের রায় গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষায় বানান, ব্যাবরণ ও বর্ণমালা সংস্কার ও সহজকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৬৭ সালের ২৮শে মার্চ এই কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার সর্বস্তরে যতশীঘ্র সম্ভব বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ, অফিস আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং শিক্ষা বিস্তারে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য প্রস্ততির গতিকে দ্রুততর করা। কমিটি গঠনের ব্যাপারে ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ নিজেই প্রস্তাব দেন এবং একাডেমিক কাউন্সিল কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ ছাড়া আরও ১০ জন সদস্য নিয়ে কমিটি গঠন করেন।

কমিটির এই সদস্যরা হলেন, (১) বাংলা একাডেমীর ডিরেক্টর ডঃ কাজী দীন মোহম্মদ, (২) প্রাদেশিক জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক জনাব ফিরদৌস খান, (৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব আবদুল হাই, (৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, (৫) ঢাকা টির্চাস ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মোহাম্মদ ওসমান গনি, (৬) বাংলা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আবুল কাসেম, (৭) অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, (৮) ডঃ এনামূল হক, (৯) জনাব মুনীর চৌধুরী (১০) চৌমুহনী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব টি, হোসেন।

১৯৬৭ সালের ২৮শে মার্চ অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের এই বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে কমিটিকে বলা হয় যে, কমিটি তাদের মত প্রণয়নের সময় বাংলা একাডেমী ও অনুরূপ সংস্থাসমূহ এক্ষেত্রে যে কাজ করেছেন তাকে বিবেচনা করার জন্য বলা হয়। গত ডিসেম্বরে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ কমিটির বৈঠকসমূহে সভাপতিত্ব করেন।

এ বছরের ২২ শে মার্চ রেজিস্ট্রার তিনজন সদস্যের বিরোধী মন্তব্যসহ কমিটির রির্পোটটি পান।

বিরোধী সদস্যত্রয় হলেন, জনাব এম, আবদুল হাই, জনাব মুনীর চৌধুরী, ডঃ এনামুল হক। ৪ঠা মে রির্পোটটি একাডেমিক কাউন্সিলে পেশ করা হয়। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে রির্পোট এবং বিরোধী বক্তব্যের কপি সব সদস্যকে সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অতঃপর ৩রা আগষ্ট একাডেমিক কাউন্সিল কিছু সংশোধন ও রদবদলের পর নীতিগতভাবে রির্পোটটি গ্রহণ করেন। এর বিস্তারিত প্রয়োগের ব্যাপারটি ঠিক করার জন্য অপর একটি কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এবং ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের ডীন পূর্ব পাকিস্তানের ডি,পি,আই, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ জনাব ওসমান গনি, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খা, জনাব নুরুল মোমেন এবং ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ এই কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন।

কাউন্সিল কমিটির রির্পোটটি যেভাবে গ্রহণ করেছেন তাতে বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বানানের সুবিধার জন্য শুধু কয়েকটি অক্ষর বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অক্ষরগুলো হলো ঙ, ণ,ৎ, ষ, ঈ, ঐ, ঔ। এগুলো বাদ দিলে কোমলমতি বালক-বালিকাদের পাঠ গ্রহণে যে বিরাট সুবিধা লাভ করবে সেটাই কাউন্সিলের সামনে ছিল। বর্ণমালার ঐ সব বাড়তি অক্ষর শিক্ষার প্রসারে বাধা সৃষ্টি করেছে।

কাউন্সিল একটি বহুল প্রচলিত প্রয়োগ বাংলা একাডেমী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ.

অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খা এবং অন্যান্যের সুপারিশ ও প্রস্তাবকে আইনসিদ্ধ করতে চেয়েছেন।

পরিতাপের বিষয়, দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একটি সহজ-সরল উদ্যমের ভুল ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। অসুখের জন্য ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ এত স্বাক্ষর দিতে পারেন নি। অথচ এক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ নাকি এরূপ সংস্কারের বিরোধী।

আগেই বলা হয়েছে ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহর কথা অনুযায়ী এই কমিটি নিয়োগ করা হয়। তিনি কমিটির বিভিন্ন সভায় রির্পোটে উল্লিখিত মর্মে ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ সুপারিশ গ্রহণের জন্য জোর সংগ্রাম চালান। একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যগণ দায়িত্বশীল শিক্ষাবিদ। তাঁরা বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজের প্রতিনিধিত্ব করছেন। শিক্ষার সাথে যুক্ত এবং আগ্রহী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই কাউন্সিলের সদস্য। একাডেমিক কাউন্সিলের যে সভায় রির্পোটটি গৃহীত হয় তাতে উপস্থিত ৫০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ২ জন সদস্য অধ্যাপক আবদুল হাই এবং আনন্দ মোহন কলেজের অধ্যক্ষ এ,কে,এম, কবির বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে এই যুক্তিতে রির্পোটের প্রস্তাবগুলোর বিরোধিতা করেন।

গোটা একাডেমিক কাউন্সিল বাংলা ভাষার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, এ অভিযোগ দ্বারা সদস্যদের দেশপ্রেম ও উদ্দেশ্যও সত্যতাকে কটাক্ষ করা হয়েছে।

……………………

অতীতে প্রশ্ন একটাই ছিল কোন পদ্ধতিতে এই সংস্কার করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তরফ থেকে কোন সুনির্দিষ্ট অভিমতের অভাবে বাংলা বানান ক্রমেই জটিল হয়ে পড়েছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই বাংলা বান নের সংস্কার সাধনের দাবীর কথা সবার জানা আছে।

এই জনদাবী পূরণের জন্য ১৯৩০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতিপয় সংস্কার সাধন করেন, যা প্রায় সবাই গ্রহণ করেছেন। এসব সংস্কার ছিল অসম্পূর্ণ ও আংশিক।

একই ধ্বনির একাধিক অক্ষরের (স শ ষ অথবা জ য) উচ্চারণের দরুন সমস্যা তার সমাধান হয়নি। অপ্রয়োজনীয় বাড়তি ও কদাচিৎ ব্যবহৃত প্রতীক অথবা বিশেষ চিহ্নবাহীযুক্ত স্বরধ্বনি (অউ এর স্থলে ৌ, কই এর স্থলে কৈ) সমস্যার সমাধান হয়নি।

আজও আগামীতে বাংলা ভাষা যে প্রদেশের প্রধান ভাষা সেই প্রদেশে উচ্চতর শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে সমাসীন একটি সংস্থা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বাস, বানান সংস্কারের পথ নির্দেশ দানে তার ব্যর্থতা দায়িত্ব এড়ানোর শামিল হবে। বাংলা বানানের জটিলতা অব্যাহত রাখার অর্থ হবে বাংলা ভাষাকে দুর্বল রাখারই নামান্তর।

প্রস্তাবিত সংস্কারের পিছনে বাংলা ভাষার বিকাশ ব্যাহত করার মতলব আছে এরূপ ইঙ্গিত হবে মারাত্মক। এভাবে দেখলে কাউন্সিলের সামগ্রিক উদ্দেশ্যই ভুল বোঝা হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বর্ণমালা সংস্কারের প্রতিবাদে ৪২ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি	দৈনিক পাকিস্তান	১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

৪২ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতিঃ
বর্ণমালা সংস্কারের সমালোচনা

গতকাল শনিবার ঢাকায় ৪২ জন সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিল্পী ও সাংবাদিক এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে গৃহীত বাংলা বর্ণমালা লিখনরীতি ও বানান সংস্কার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। তারা বলেন যে, প্রস্তাবিত পরিবর্তন গ্রহণ করা হলে হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়বে, শব্দ তার পূর্বতন ব্যবহার ও ব্যুৎপত্তিগত ভাবার্থেও অনুষঙ্গ হারিয়ে ফেলবে, কবিতার ছন্দ প্রকরণের নিয়মাদি বিপর্যস্ত হবে এবং ভাষাকে ব্যাকরণের সূত্র করায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য হবে, এছাড়াও সৃজনশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নিদারুন বন্ধ্যাত্ব দেখা দেবে এবং ভাষা ও সাহিত্য পঙ্গু হয়ে পড়বে। ধ্বনি বিজ্ঞানের বিচারেও বাংলা বর্ণমালা অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে বিন্যস্ত বলে স্বীকৃত। এই সংস্কার এর বিজ্ঞান ভিত্তিকেও নষ্ট করবে। তারা বলেন, জনশিক্ষার প্রসারের অজুহাতে লিখন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার কৌশলমাত্র। তারা বলেন, ভাষা ও বর্ণমালার প্রকৃত মালিক দেশের জনসাধারণ, তাদের অগোচরে এর মৌলিক পরিবর্তন সাধনে কতিপয় ব্যক্তির অধিকারই নেই। বিবৃতিকারীরা এই সংস্কার প্রত্যাখানের জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান। বিবৃতিতে তারা বলেন যে, কেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ এককভাবে ভাষার এরূপ সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হয়েছেন তা জানা নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল আজ অবধি তাদের প্রস্তাবিত সংস্কারের পূর্ণ বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করেন নি। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, জনসাধারণের অজান্তেই টেক্সট বুক বোর্ডের মাধ্যমে তাঁরা প্রস্তাবিত বর্ণমালা ও বানান পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকরী করতে অগ্রসর হয়েছেন। যতদূর জানা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, বর্ণমালা হতে তারা ঈ, ঊ, ঐ, ঔ,ঙ, ণ, ষ, এর ঈ-কার, উ-কার, ঐ-কার ঔ-কার ইত্যাদি বর্জন, যুক্তবর্ণেও উচ্ছেদসাধন ব-ফলা , ম-ফলা, য-ফলা ইত্যাদির পরিবর্তে বর্ণ গ্রহণ শ-ষ, জ-য নবোদ্ভাবিত নিয়মে প্রয়োগ, এ-কার বর্ণের ডানদিকে আনয়ন, ঈ-কার দ্বার ই-কারের কাজ সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন যে, তথাকথিত সরলকরণের মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসারই যদি এই সংস্কারের উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমাদের বক্তব্য এই যে-

(ক) প্রচলিত বর্ণমালা এবং বানান পদ্ধতি যে জনশিক্ষা প্রসারের অনুপযোগী তা প্রমাণ হয়নি।

(খ) প্রস্তাবিত লিখনরীতি যে জনশিক্ষা প্রসারের মন্ত্রসিদ্ধ উপায়ের মত কার্যকরী হবে তারই বা নিশ্চয়তা কি?

(গ) যে সকল রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে জনশিক্ষা বিস্তারে সফলকাম হয়েছেন, তাঁরা ভাষা বা লিপি সংস্কারের দ্বারা ঐ কার্য সম্পন্ন করেন নি-জনশিক্ষা বিস্তারের প্রকৃত উপায় সর্বস্তরে অপরিহার্যরুপে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি সাধন এবং সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এ সকল উপায় অবলম্বন না করে জনশিক্ষা প্রসারের অজুহাতে লিখন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার কৌশলমাত্র।

বিবৃতিতে তারা বলেন, প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একতরফাভাবে গৃহীত বর্ণমালা, বানান পদ্ধতি ও লিখন রীতি চালু হলে বর্তমানে যারা শিক্ষিত তাদের বেলায় এবং যতটুকু শিক্ষার প্রসার হয়েছে তার ক্ষেত্রেও মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। তাছাড়া ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হবে। শিক্ষিতদের নূতন করে ভাষা লিখন ও পাঠ শিক্ষার ক্ষেত্রেও আরেকটি অতিরিক্ত সমস্যার সৃষ্টি হবে, যা দ্রুত অগ্রগতি সাধন তো দূরের কথা সাধিত অগ্রগতিকে অনেকাংশে ব্যাহত করবে। এর ফল বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণররূপে বানচাল হয়ে যাবে।

বিবৃতিতে তারা বলেন যে, ব্যুৎপত্তি গত অর্থের সাথে সংগতি রেখে বাংলা শব্দ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। শব্দগুলি এমন প্রতীক যা দেখামাত্রই ব্যুৎপত্তির ভাষানুষঙ্গে সে সর্বের মর্ম উপলব্ধি করা যায়। নূতন শব্দ সৃষ্টির সম্ভাবনাও এর ফলে উন্মোচিত থাকে। ভাষা সচল ও বিকাশমান থাকার পক্ষেও অত্যন্ত সহায়ক। আলোচ্য সংস্কার অনেক ক্ষেত্রেই শব্দকে ব্যুৎপত্তি হতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। ভাষা শিক্ষা জটিলতর হয়ে পড়বে এবং ভাষার সৃষ্টিশীলতা ও বিকাশমানতার ক্ষেত্রেও অন্তরায় দেখা দেবে। তারা আরো বলেন যে, কৃত্রিম হস্তক্ষেপের দ্বারা বর্ণমালা ও ভাষা সংস্কার সম্ভব নয়। ভাষা এবং লিখন প্রণালী আপন প্রবণতা অনুযায়ী নিজস্ব নিয়মে স্বাভাবিকভাবে বিবর্তিত হয়, বর্ণমালার সংস্কারদের এই সংগোপন প্রচেষ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাই স্বাভাবিকভাবে সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

বিবৃতিতে যারা স্বাক্ষর করেন তারা হলেনঃ-

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, জনাব আবুল হাশিম, জনাব মোঃ মনসুর উদ্দিন, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, জনাব মোঃ নাসিরুদ্দিন, বেগম সুফিয়া কামাল, কাজী মোঃ ইদ্রিস, জনাব সিকান্দার আবু জাফর, জনাব জহুর হোসেন চৌধুরী, জনাব আবদুল গনি হাজারী, জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার, জনাব হাসান হাফিজুর রহমান, জনাব ফজল শাহাবুদ্দিন, জনাব শামসুর রহমান, জনাব আহমেদ হুমায়ুন, সানাউল্লাহ নুরী, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, আফলাতুন, মিসেস লায়লা সামাদ, শহীদ কাদরী, কালাম মাহমুদ, কে.জি.মোস্তফা, আতাউস সামাদ, আনোয়ার জাহিদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, জহির রায়হান, রোকনুজ্জামান খান, নূর জাহান বেগম, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, ফয়েজ আহমেদ, আলী আকসাদ, খালেদ চৌধুরী, ওয়াহিদুল হক, কাজী মাসুম, ইসহাক চাখারী, শওকত আলী মোঃ সালেহউদ্দীন, আবদুল আওয়াল, জামালউদ্দিন মোল্লা, গোলাম রহমান, আবু কায়সার, আহমদ নূরে আলম, শহিদুর রহমান।

কবি জসীমউদ্দীন পৃথক এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে এই বানান সংস্কার হতে নিবৃত্ত থাকার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, তা না হলে জনগণের মধ্যে মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে দেশের শাসকবর্গের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রদর্শিত হবে।

তিনি বলেন যে, উ-কার, ঊ-কার এবং দুই ন,ণ এবং তিনটি শ, ষ, স-ও অত্যাচারে সারাজীবন আমাকে ভুগতে হয়েছে। যারা এখন বানান সংস্কার করতে চান, তাদের সাথে আমি কতকটা একমত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের হরফ ও বানান সংস্কার মেনে নিলে আমাদের বংশধরদের এক চক্ষু অন্ধ করে দেওয়া হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলা ভাষা বর্জনের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র জমায়েত	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদের প্রচারপত্র	২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

বাংলা ভাষার বর্ণ বর্জনের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র জমায়েত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলে সম্প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের ধুয়া তুলে মূলতঃ বহুল ব্যবহৃত ঙ, ণ, ঞ, ঈ, উ, ঐ, ঔ, ষ,ৎ প্রভৃতি হরফ বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উপরন্তু বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদদের বিরোধীতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষার প্রচলিত যুক্তাক্ষর যথা ঙ্ক, ক্ত, এবং সমুদয় ফলা যথা দ্ম, য্য, স্ম, প্রভৃতি বর্জন, '' ও '' কার বর্জন প্রভৃতির সিদ্ধান্ত উক্ত কাউন্সিলে গৃহীত হয়।

এই বর্ণমালা বর্জনের দ্বারা ভাষা সহজ হবে এবং তা শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক হবে, এই যুক্তি দেখিয়ে একাডেমিক কাউন্সিল বর্ণ বর্জনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মূলতঃ তা বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং বাংলা ভাষায় শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করবে।

বর্ণমালা বর্জন বা বানান পরিবর্তনের ফলে শব্দ তার মূলগত অর্থ এবং ব্যবহারগত অনুষঙ্গ থেকে বিচ্যুত হবে। ভাষার যে সচল প্রবাহ রয়েছে এই সংস্কার দ্বারা তা ব্যাহত হবে। আমরা জানি সরকার শিক্ষা সঙ্কোচন নীতির ধারক। সেক্ষেত্রে এই বর্ণমালা- সংস্কারের দ্বারা ভবিষ্যতে শিক্ষা বিস্তারের ধুয়া তুলে মূলতঃ জনগণের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যুৎপত্তিকেও নাকচ করতে চাইছে, এটা উপলব্ধি করা কষ্টকর নয়।

গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মূলতঃ বাঙালী স্বতন্ত্র্যবোধ তথা বাঙালী সংস্কৃতির যে জাগরণ আজ সর্বত্র দেখা দিয়েছে সেই জাগরণকে স্তিমিত করার জন্যই প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই 'পাকিস্তানী তমদ্দুন' এই দোহাই দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানী সংস্কৃতির ওপর আঘাত এসেছে। আজকের এই হীন প্রচেষ্টা এ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়।

আরও লক্ষ্য করার বিষয় বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার যে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছে তার বিরোধিতা করার ক্ষমতা সরকারের আর নেই। আজ তাই পরোক্ষে বাংলা বর্ণমালা বর্জন করে নতুন 'লেখ্যরীতির' সূচনা দ্বারা এই প্রচেষ্টার মূলে আঘাত হানা হচ্ছে। নতুন লেখ্যরীতিতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাঙলাকে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা আরও পশ্চাৎপদী হবে।

এ সকল বিষয় বিশ্লেষণ করেই দেখা যাবে বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের পশ্চাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কার্যকরী। বাংলা ভাষার ওপর এই আঘাতকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের আজ প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে হবে।

-সংস্কৃতি সংসদ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

*বর্ণ বর্জনের প্রতিবাদে সংস্কৃতি সংসদ সাধারণ ছাত্রসভায় যোগ দিন। ৩রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার বিকেল চারটায় মধুর রেস্তোরাঁ প্রাঙ্গণ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল সমীপে হাসান হাফিজুর রহমানের খোলা চিঠি	দৈনিক পাকিস্তান	১১ অক্টোবর, ১৯৬৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল সমীপে
একটি খোলা চিঠি
হাসান হাফিজুর রহমান

বাংলা বর্ণমালা এবং বানান সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ এমন উৎসাহে এবং কর্মতৎপরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা তাঁদের সক্রিয়তার ইতিহাসে অভিনব বলে অনায়াসেই আখ্যায়িত হতে পারে। অবশ্য কি প্রস্তাব পাস করা হয়েছে তার স্বাক্ষরিত বিবরণ জনসাধারণের সম্মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্যন্ত পেশ করার প্রয়োজনবোধ করেননি। তবে নান সূত্র থেকে যতটুকু জানা যায় তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উদ্যমের পেছনে যে অন্ততঃ বাংলা ভাষার বর্তমান লিখিত রুপের খোল-নলচে পাল্টাবার আয়োজন রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এতে কি সুবিধা-অসুবিধা হবে প্রশ্ন বাদ দিলেও একথা তর্কাতীত যে, প্রস্তাবিত সংস্কারটি বহুমুখী, ভয়াবহভাবে জটিল ও ব্যাপক এবং এর বাস্তবায়ন একা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম নয় এবং একে স্বার্থক করে তুলতে বহুজনের হাত লাগলেও কয়েক বছরের গন্ডিতে তা সম্পন্ন হবে কিনা এবং তারপরেও নানা বিভ্রান্তি ও জটিলতার জড় এড়িয়ে উক্ত ফরমূলার নির্দেশিত মান এককভাবে এদেশের ভাষার লিখনরীতিতে প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

অন্যদিকে জানা গেছে, কোন প্রকার সংস্কার ছাড়াই উর্দ্দুকে পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সর্বস্তরে পুরোপুরি চালু করার বাঞ্ছিত সিদ্ধান্তটি ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে এবং অচিরেই তা চালুও হবে, যদিও উর্দ্দু বর্ণমালায় তথাকথিত জটিলতা বাংলার তুলনায় কোন অংশেই কম নয়। তাদের এই প্রশংসনীয় ও দৃষ্টান্ত মূলক উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের একটি মাত্র জিজ্ঞাসা যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাকে শিক্ষার সর্বস্তরে চালু করার ব্যাপারে কতদূর অগ্রসর হয়েছেন? বাংলা ভাষার বর্ণমালা এবং বানান সংস্কারের বেলায় যে উৎসাহ ও কর্মতৎপরতা তার দেখাচ্ছেন, বাংলাকে শিক্ষার সার্বিক মাধ্যম করার ক্ষেত্রে তা আদৌ স্পষ্ট নয়। তবে কি এই ভাবতে হবে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বেই বাংলা ভাষার বর্তমান রূপকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে একেবারেই উপযুক্ত মনে করতে পারছেন না এবং সেই সংস্কারের সাহায্যে একে যোগ্য করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন? এবং সে কারণেই কি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা চালু করার আশু কর্তব্য পালনের পরিবর্তে বাংলা ভাষার সংস্কার তাদের কাছে অধিকতর প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে? তাই যদি হয়, এ সংস্কারের মহান দায়িত্ব তারা সম্পন্ন তারা কিভাবে করবেন, এতে কত সময়ই বা তারা নেবেন এবং অতঃপর কবে নাগাদ বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সর্বস্তরে চালু করতে সক্ষম হবেন কিংবা পরিণামে আদৌ তার প্রয়োজন হবে কিনা- এসব বিষয়ে অবশ্যই তাঁদের দেশবাসীকে সঠিক ও সৎভাবে জানানো উচিত।

পক্ষান্তরে বাংলাকে অনিশ্চয়তা সংক্রান্ত আমাদের এই সন্দেহ যদি অমূলক হয়, তাহলেও বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার এবং বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যমরুপে সর্বস্তরে পুরোপুরি চালু করার মতো দুটি আপাতবিরোধী দুরুহ ও জটিল দায়িত্ব একই সঙ্গে বাস্তবায়নের অনুকূল কি অলৌকিক মন্ত্রসিদ্ধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ লাভ করে বসে আছেন, সে বিষয়েও দেশবাসীকে জানানো তাঁদের অবশ্যই কর্তব্য। বিশেষতঃ বাংলা ভাষা এবং শিক্ষার

মাধ্যম হিসেবে বাংলা প্রচলনের ভবিষ্যত শঙ্কাকুল এবং উদ্বেগজনক করে তুলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে মুখে তালা এঁটে চুপ করে থাকার কোন অধিকারই নেই।

সর্বসাধারণের ঘনিষ্ঠ ও অপরিহার্য স্বার্থের সাথে জড়িত এমন একটি বিষয় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষই এককভাবে সারা দেশব্যাপী এক অসময়োচিত বিভ্রান্তি, বিতর্ক, ভুল বোঝাবুঝি, সন্দেহ ও অনিশ্চয়তাজনিত তোলপাড়ের সূত্রপাত করেছেন।.......... স্বাভাবিকভাবেই তার নির্মূল তথ্যেও ভিত্তিতে জনসাধারণের পরিষ্কারভাবে জানার অধিকার রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সর্বস্তরে চালু করার ক্ষেত্রে কি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং কবে তা বাস্তবায়িত হবে এবং তাদের গৃহীত বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের তৎপরতা দেশ ও জাতির জন্য অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় উক্ত আশু কর্তব্য পালনে আদৌ কোন অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে কিনা?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্যে ঐক্য প্রচেষ্টা	দৈনিক পাকিস্তান	২৭ নভেম্বর, ১৯৬৮

ঐক্য প্রচেষ্টা আলোচনা
মওলানা ভাসানী সকাশে মীজানুর রহমান

গণআন্দোলন তথা জনসাধারণের দাবী-দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে সংগ্রামের জন্য বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর সাথে গতকাল বুধবার ৬- দফাপন্থী আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এক বৈঠকে মিলিত হন।

ন্যাপপ্রধান গতকাল রংপুর থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেছেন। তিনি আজ বৃহস্পতিবার সুন্দরবন এক্সপ্রেসে সরিষাবাড়ী সফর করবেন।

ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক ছাত্র-বিক্ষোভ ও ধরপাকড়ের ফলে দেশে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তার প্রেক্ষিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য সাধনের জন্য বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান রিকুইজেশন ন্যাপ- এর পক্ষে থেকে মওলানা ভাসানীর কাছে গতকাল ১টি পত্র পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। সৈয়দ আলতাফ হোসেন স্বাক্ষরিত অনুরূপ পত্র ৬- দফাপন্থী আওয়ামী লীগ ও পিডিএম-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই বৈঠকের স্থান ও তারিখ সম্পর্কে পত্রে কোনকিছু উল্লেখ হয়নি।

মওলানা ভাসানী গতকাল এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন যে, বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের পথ সব সময় খোলা রয়েছে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এ ব্যাপারে ইতিপূর্বেও সকল দলের নিকট আলাপ আলোচনার জন্য বৈঠকে মিলিত হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। ন্যাপ এখনও এ ধরনের আলোচনায় বসতে রাজী আছে।

এয়ার মার্শাল আজগর খান ও পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস,এম, মুর্শেদের রাজনীতিতে প্রবেশের ফলে বিরোধীদলীয় ঐক্য জোরদার হবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তারা কোন রাজনৈতিক দলের লোক নন। রাজনীতি ক্ষেত্রে এরূপ কতিপয় অরাজনৈতিক ব্যক্তির আর্বিভাবে রাজনীতিতে এমন কি পরিবর্তন সূচিত হতে পারে?

বর্তমান সরকার নিজেই নিজের সর্বনাশের পথ খোলাসা করেছেন। ছ'দফাপন্থী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে মওলানা ভাসানীর যে আলোচনা হয়েছে সে সম্পর্কে জানা গেছে যে, জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী জনসাধারণের দাবী-দাওয়া আদায়ের প্রশ্নে গণআন্দোলনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণে তার দল সম্মত আছে বলে জানিয়েছেন। নির্বাচনের ব্যাপারে কোন যুক্তফ্রন্ট গঠনে তারা রাজী নন। আগামী ১লা ডিসেম্বর ৬- দফাপন্থী আওয়ামী লীগের কার্য-নির্বাহক কমিটির বৈঠকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এই আলোচনার ফলাফল তারা মওলানা ভাসানীকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী রিকুইজেশন পন্থী ন্যাপকে আমন্ত্রণ না করায় ইতিপূর্বে মওলানা ভাসানীর ঐক্যের আহবানে সাড়া দিতে পারে না বলে গতকাল মওলানা ভাসানীকে জানান। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের উভয় গ্রুপকে একত্রিত করার জন্য জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীকে পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

ন্যাপপ্রধান আগামীকাল শুক্রবার সরিষাবাড়ীতে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণ দেবেন। তিনি ৩০শে নভেম্বর শনিবার ঢাকায় ফিরে আসবেন।

মওলানা ভাসানী সম্প্রতি বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সৈয়দপুর, ঠাকুরগাঁও, ডোমার, হোতনাই, শঠিবাড়ী, গুডডবাড়ী, কাউনিয়া, কাকিনা, তুষাভান্ডার, হাতীবান্ধা ইত্যাদি অঞ্চল সফর করেছেন। তিনি তাঁর এইসব অঞ্চলে সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, সর্বত্রই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। জিনিসপত্রের দাম জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে।

তিনি জনসাধারণের নিদারুন আর্থিক সংকটের উল্লেখ করে বলেন, ৫টি গ্রাম ঘুরেও তিনি ৫০ টাকার ১টি নোট ভাঙ্গাতে পারেননি।

উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন নদী পলিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এতে নৌ-পরিবহন নিদারুণভাবে বিঘ্নিত হবে বলে তিনি জানান।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
স্বাধীনতার আহবান সম্বলিত শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস	পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক আন্দোলনের পুস্তিকা	১০ডিসেম্বর, ১৯৬৮

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস

[পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৮ই জানুয়ারীতে গৃহীত এবং ১৯৬৮ সালের ১লা ডিসেম্বরে পরিবর্ধিত ও পুনঃলিখিত এ দলিলটি সভাপতি সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন ও পরবর্তীতে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি গড়ে ওঠার তাত্ত্বিক ভিত্তিপ্রস্তর। এ ঐতিহাসিক প্রতিভাদীপ্ত দলিল এমন এক সময় অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল যখন পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট আন্দোলন সংশোধনবাদ বা নয়া সংশোধনবাদের কানা গলিপথে পথ হাতড়াচ্ছে, আন্তরিকভাবে সর্বহারা বিপ্লবীরা প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। এ সময় আন্তরিক সর্বহারা বিপ্লবীদের জন্য অত্যন্ত জরুরী কর্তব্য হয়ে পড়েছিল পূর্ব বাংলার সমাজ ও কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতার একটি ঐতিহাসিকভাবে আনা সঠিক বিশ্লেষণ ও সারসংকলন, একটি সঠিক কর্মনীতি এবং এগুলোর ভিত্তিতে একটি সঠিক পার্টি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করা। এ ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনে তাত্ত্বিক প্রয়োজন মেটায়' পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস' যা পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির প্রতিটি সচেতন কর্মী, সহানুভূতিশীল ও সমর্থকের অবশ্য পাঠ্য। - স, বি, প]

ভূমিকা

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা আমরা কিভাবে প্রয়োগ করবো, আমাদের দেশের বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা হবে 'তীর' যা আমাদের নিক্ষেপ করতে হবে পূর্ব বাংলার বিপ্লবকে লক্ষ্য করে। যারা আজ লক্ষ্যহীনভাবে তীর ছোঁড়েন, এলোপাতাড়ি তীর ছোঁড়েন, তারা সহজেই বিপ্লবের ক্ষতি করতে পারেন। মার্কসবাদী নামধারী বহু ব্যক্তিই 'এলোপাতারি তীর' ছুড়ে সুবিধাবাদীববববকিকিকিোযা ও প্রতিবিপ্লবী ভুমিকা পালন করছেন।

সভাপতি মাওসেতুঙ বলেছেন, ''অতীতের ভুলগুলো অবশ্যই প্রকাশ করে দিতে হবে। অতীতের খারপ বস্তুকে বৈজ্ঞানিক মনোভাব দিয়ে বিশ্লেষণ করা ও সমালোচনা করা প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতের কাজ আরো সতর্কভাবে সম্পন্ন করা যায়। এটাই হচ্ছে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যতের ভুল এড়ানোর অর্থ।''

'পাক স্বাধীনতা'কালে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি কেন ব্যর্থ হলো উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্বে গ্রহণ করতে এবং ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে?

'স্বাধীনতা' উত্তরকালে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি কেন ব্যর্থ হলো উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করে সমাজতন্ত্রের পথ তৈরী করতে? এ ব্যর্থতার কারণগুলো ক্ষমাহীনভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উদঘাটন করতে হবে, যাতে একই ভুল ভবিষ্যতে না হয় এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারীরা সক্ষম হন তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে!

সারা দুনিয়ার সর্বহারা - এক হও!

‘প্রাক-স্বাধীনতা’ কাল

1. বৃটিশ শাসনকালে ভারতের সামাজিক বিকাশের জন্য নিম্নলিখিত মূল দ্বন্দ্বগুলো দায়ী ছিলঃ
2. ভারতীয় জনগণের সাথে বৃটিশ উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব।
3. ভারতের বিশাল কৃষক জনগণের সাহে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব।
4. ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব।
5. ভারতের মুসলিম বুর্জোয়া, সামন্তগোষ্ঠী ও শ্রমিক-কৃষকদের সাথে অমুসলিম বিশেষতঃ হিন্দু বুর্জোয়া, সামন্তগোষ্ঠী ও শ্রমিক-কৃষকদের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব।

ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী (মুসলিম ও অমুসলিম বুর্জোয়া) নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থেই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার দাবী করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বিকশিত মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী অখন্ড স্বাধীন ভারতে অপেক্ষাকৃত বিকশিত অমুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী কর্তৃক বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখতে পায়। তারা নিজেদের বিকাশের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা দাবী করে। এভাবে শ্রেণীস্বার্থ তাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তোলে। একটা পর্যায়ে এ দ্বন্দ্ব বৈরীরূপ নেয় এবং মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য মুসলিম লীগ গঠন করে এবং অবাধ বিকাশের জন্য পৃথক স্বাধীন ভূখন্ড পাকিস্তানের দাবী করে।

মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী তাদের দাবীর পেছনে মুসলিম শ্রমিক-কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার জন্য অবৈরী সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সুযোগ নেয় এবং তাদের মাঝে জঘণ্য সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্র চালায়। অমুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার মানসে এবং ভারতের মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠীর পাকিস্তান আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য অমুসলিম শ্রমিক-কৃষকদের মাঝে জঘণ্য সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্র চালায় যাতে তারা অমুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়।

বৃটিশ উপনিবেশবাদীরাও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত করে নিজেদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচারণা ও ষড়যন্ত্র চালায়।

এ সকল কারণে বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয় এবং অবৈরী সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বৈরী রূপ নেয়। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বিধাবিভক্ততে বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার সুবিধা হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের অংশগ্রহণ এবং শ্রমিক-কৃষকদের চেতনার বিকাশ উপনিবেশবাদীদের বাধ্য করে তাদের সমর্থক ও সহযোগী বুর্জোয়া শ্রেণীর (মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস) নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে যাতে তারা এ নয়া শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে এ উপমহাদেশকে আধা উপনিবেশ পরিণম করতে সক্ষম হয়। এভাবেই পাকিস্তান ও ভারতের সৃষ্টি।

ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির অবিভক্ত ভারতকে যুক্ত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ

‘প্রাক-স্বাধীনতার’ কালে ভারতের সামাজিক অবস্থা ছিল উপনিবেশিক, সামন্তবাদী ও আধা সামন্তবাদী। উপনিবেশিক শক্তি সামন্তবাদকে জীবিত রেখে সামন্ত শ্রেণীর মাধ্যমে বিশাল কৃষক শ্রেণীকে শোষণ ও নিপীড়ন

করতো। কাজেই উপনিবেশবাদবিরোধী জাতীয় বিপ্লব এবং সামন্তবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্থাৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব হওয়া উচিত ছিল এদেশের বিপ্লবের চরিত্র। এ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পন্ন করতে অক্ষম। কাজেই ঐতিহাসিকভাবে সর্বহারা শ্রেণী ও তার পার্টির দায়িত্ব এ বিপ্লব সম্পন্ন করা। কাজেই এ বিপ্লব হওয়া উচিত ছিল জাতীয় গণতান্ত্রিক অথবা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যার লক্ষ্য সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম। বিশ্ব বিপ্লবের ইহা একটি অংশ।

এ নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা ও সম্পন্ন করার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর পার্টির নিম্নলিখিত শর্ত পালনের প্রয়োজন ছিলঃ

(ক) “সুশৃংখলিত, মার্কসবাদ লেনিনের তত্ত্বে সুসজ্জিত, আত্মসমালোচনার পদ্ধতি প্রয়োগকারী ও জনগণের সাথে সংযুক্ত এমন একটি পার্টি;

(খ) এমন একটি পার্টিরনেতৃত্বাধীন একটি সৈন্যবাহিনী;

(গ) এমন একটি পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণী ও বিপ্লবী দলের একটি যুক্তফ্রন্ট।”

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি উপরোক্ত শর্ত পালনে ব্যর্থ হয়; ফলে বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে অবৈরী সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীকে নিজেদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ করে এবং ভারতকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় !

[সভাপতি মাওসেতুঙ বলেছেন, “বিপ্লবী পার্টি হচ্ছে জনসাধারণের পথ প্রদর্শক; বিপ্লবী পার্টি যখন তাদেরকে ভ্রান্তপথে চালিত করে তখন কোন বিপ্লবই স্বার্থক হতে পারে ন।]

‘স্বাধীনতা’ উত্তরকাল

পূর্ববাংলার সামাজিক বিকাশের জন্য নিম্নলিখিত মূল দ্বন্দ্বগুলো বিদ্যমানঃ

(1) পূর্ববাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

(2) পূর্ববাংলার বিশাল কৃষক জনতার সথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব।

(3) পূর্ববাংলার জনগণের সাথে-

  (ক) সাম্রজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রজ্যবাদের,

  (খ) সাম্রজ্যবাদ বিশেষতঃ সোভিয়েত সামাজিক সাম্রজ্যবাদের ও

  (গ) ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

(4) পূর্ববাংলার বুর্জোয় শ্রেণীর সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব।

দ্বন্দ্বসমূহের বিশ্লেষণ

প্রথমঃ পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী ঔপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্বঃ

মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তবাদের মাঝে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, দিল্লী লক্ষৌ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে বৃটিশ সমর্থক বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা বাঙালী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের (যারা খুবই অল্পসংখ্যক) চেয়ে বহুগুণ বিকশিত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে।

পূর্ববাংলার হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেনী ও সামন্তবাদীরা মুসলিম বুর্জোয়া, কৃষক শ্রমিকের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়াও ধর্মীয় নিপীড়িন চালাতো। বঙ্গভঙ্গ আইনের মাধ্যমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলা একটি আলাদা প্রদেশ হলে অর্থনৈতিক শোষণ ও ধর্মীয় নিপীড়িন এর কিছুটা লাগব হবে জেনে বাঙালী মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা তা সমর্থন করে । কিন্তু নিজ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে বলে হিন্দু বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা এ বিভাগের বিরোধীরা করে; ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। কাজেই মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্ত শ্রেণীর বিকাশের দুটি বাধা ছিল, একটি হল বৃটিশ উপনিবেশবাদ আর একটি হিন্দু বুর্জোয়া ও সামন্তবাদিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ধর্মীয় নিপীড়ন। কাজেই স্বাধীনতা আন্দোলন কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত না হওয়ায়, পূর্ববাংলার সৃষ্টি ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজন ছিল।

পূর্ববাংলার বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা পাকিস্তানের মাধ্যমে নিজেদের শ্রেণী বিকাশ ঘটাতে সক্ষম মনে করে পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করে এবং মুসলিম শ্রমিক-কৃষকদের পাকিস্তান দাবীর পিছনে ঐক্যবদ্ধ করে। তারা পাকিস্তানে যোগ দেয় এবং এভাবে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের প্রদেশে পরিণত হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে অবাঙালী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের হাতে থাকায় বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের নিকট হস্তান্তর করে। কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচিতে স্থাপন, বৃটিশ উপনিবেশবাদের সামরিক আমলা দ্বারা রাষ্টযন্ত্রের প্রধান উপাদান সশস্ত্র বাহিনী গঠন এবং বেসামরিক আমলা দ্বারা রাষ্টযন্ত্রের অন্যান্য অংশ চালু করা (এই সকল সামরিক আমলাদের অধিকাংশই বৃটিশ উপনিবেশবাদ সমর্থক অবাঙালী ছিল) প্রভৃতির মাধ্যমে এই অবাঙালি বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা রাষ্টযন্ত্রের একচ্ছত্র মালিকানা লাভ করে এবং নিজেদের শ্রেণী বিকাশের অবাধ সুযোগ পায়।

এ শাসক শ্রেণী পূর্ববাংলার স্বতন্ত্র জাতিয় ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য স্বয়ত্তশাসন কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদানের পরিবর্তে একে অবাধ শোষণের জন্য প্রথম থেকেই প্রচেষ্টা চালিয়ে আসে। এ শাষকশ্রেণী রাষ্টক্ষমতার মাধ্যমে পূর্ববাংলার পাট, চা, চামড়া প্রভৃতির অর্থ দ্বারা বিকাশ লাভ করে এবং এ বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সিয়াটো, সেন্টো প্রভৃতির সামরিক চুক্তি ও বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করে। এভাবে পাকিস্তান আধা-উপনিবেশে পরিণত হয়। সম্প্রতি এ শাসক শ্রেণী সংশোধনবাদ বিশেষতঃ সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে নানা প্রকার অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদক করেছে।

পূর্ববাংলায় পাট, চা, চামড়া, কাগজ প্রভৃতির অর্থ দ্বারা, সস্তা শ্রমশক্তি দ্বারা, প্রায় সাত কোটি মানুষের বাজার এবং সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে পাকিস্তানী বুর্জোয়া শ্রেণী একচেটিয়া পুঁজিপতিতে পরিণত হয়। তারা পূর্ববাংলাকে শাসন ও শোষণের একটি স্থায়ী ক্ষেত্রে পরিণত করে।

পূর্ব বাংলাকে শাষন ও শোষণের একটি বিরাট বাধা হলো তার স্বতন্ত্র জাতিসত্তা এবং ভাষা ও স্বাতন্ত্রের প্রধান উপাদান। জাতি হিসাবে পূর্ববাংলার স্বাতন্ত্র মুছে দেয়ার জন্য এ পাকিস্তানী শাসক শ্রেণী বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষা প্রচলনের হীন প্রচেষ্টা চালায়। এ হীন প্রচেষ্টাকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নস্যাৎ করে দেয়। বর্তমানেও এ শাসক শ্রেণী বাংলাভাষা পরিবর্তনের হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

এ পাকিস্তানী বুর্জোয়া এ সামন্তবাদী শ্রেণীর বিকাশের জন্য ক্রমশঃ পূর্ববাংলার সম্পদ, সস্তা শ্রমশক্তি ও প্রায় সাত কোটি মানুষের বাজার অপরিহার্য হয়ে পড়ে।এভাবে বৃটিশ উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ উপনিবেশ থেকে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অংশ হিসাবে কিছু কালের জন্য আধা-উপনিবেশ পরিণত হলেও এখানে প্রথম থেকেই পাকিস্তানী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী শাসকগোষ্ঠীর জাতীয় নিপীড়ন ও শোষণ বিদ্যমান ছিল। এ শাসকশ্রেণী নিজেদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাংলার ওপর জাতীয় নিপীড়ন বৃদ্ধি করে এবং তাদের বিকাশ একচেটিয়া রূপ

গ্রহণের পর্যায়ে এলে তারা শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য তাদের শাসন ব্যাবস্থাকে ক্রমেই অধিকতর সময়বাদি করে এবং এভাবে পূর্ববাংলার ওপর জাতীয় নিপীড়ন উপনিবেশ শোষণের রূপ নেয় এবং পূর্ববাংলা পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসকশ্রেনীর উপনিবেশে পরিণত হয়। এ উপনিবেশিক শাসক শ্রেণী নিজেরাই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদেও স্বার্থ রক্ষা করছে। এ কারণে পাকিস্তান নিজেই একটি আধা-উপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী দেশ।

এই পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসক শ্রেণী পূর্ববাংলার পাকিস্তানবাদী দালাল বুর্জোয়াদের মাধ্যমে এবং গ্রামে সামন্তবাদকে জীবিত রেখে এদেশে শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। এ উপনিবেশিক শোষণের ফলে পূর্ববাংলার মাঝারী ও ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ব্যাহত হয়েছে এবং গ্রামে সামন্তবাদী শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষতঃ বর্তমানে বিদেশী ঋণ পরিশোধের জন্য, বিদেশে ঋন হ্রাসের ফলে কলকারখানার পুঁজি সংগ্রহের জন্য গ্রাম্য শোষণ প্রকট আকার ধারণ করেছে। কাজেই পূর্ববাংলার শ্রমিকঃ কৃষক, ক্ষুদে বুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়া শ্রেণীর এক অংশ তথা সমগ্র পূর্ববাংলার জাতি এ শোষণে শোষিত। এ পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসক শ্রেণী অখন্ড পাকিস্তান, ধর্মের ভিত্তিতে এক জাতি, তথাকথিত ইসলামী সংস্কৃতি, পূর্ববাংলা একটি প্রদেশ প্রভৃতি প্রচারের মাধ্যমে শোষণের উপনিবেশিক চরিত্র গোপন করে । পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশিক চরিত্র গোপন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশিক শক্তি শোষণের উপনিবেশিক চরিত্র গোপন করার জন্য এক দেশ, এক জাতি প্রভৃতি প্রচারের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ইতিহাস তার ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে। পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

দ্বিতীয়ঃ পূর্ববাংলার বিশাল কৃষক জনতার সাথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্বঃ

গ্রামে সরকারি কর্মচারি (পুলিশ, সার্কেল অফিসার), মৌলিক গণতন্ত্রী (বি,ডি), জমিদার, ধনীচাষী, অসৎ ভদ্রোলক (টাউট) ও মাঝারি চাষীর উপরের স্তর, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী ও মাঝারি চাষির ব্যাপক অংশের ওপর সামন্তবাদী শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানী উপনিবেশিক শ্রেণী গ্রামের সামন্তবাদীদের জিইয়ে রেখেছে এবং তাদের বিকাশের সর্বময় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ শাসক শ্রেণী তাদের বিকাশের নিমিত্ত পুঁজি ও সস্তা শ্রমশক্তি সংগ্রহের জন্য সামন্তবাদী শোষণ তীব্রতর করছে।

গ্রামে সামন্তবাদী শোষণের প্রকাশ হলো ভূমিকর ও অন্যান খাজনা বৃদ্ধি, গ্রামে রেশন চালু না করা, বুনিয়াদী গনতন্ত্র সৃষ্টি করা, ঋণ প্রভৃতির মাধ্যমে চাষীদের শৃংখলে আবদ্ধ করা, বন্যা নিয়ন্ত্রন না করা, সেচ প্রকল্প কার্যকরি না করা, বিভিন্ন ধরনের ইজারাদারী প্রথা, পোকা ধ্বংশের ব্যবস্থা না করা, অবৈতনিক সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না করা, বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যাবস্থা না করা প্রভৃতি।

তৃতীয়ঃ (ক) পূর্ববাংলার জনগণের সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জাতীয় দ্বন্দ্বঃ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একদিকে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ও সহযোগিতা বজায় রাখছে, অন্যদিকে পূর্ববাংলার বুর্জোয়াদের এক অংশের সাথে আঁতাত রাখছে এবং তাদের মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। তারা ঋণ, প্রতক্ষ ব্যবসায় প্রভৃতির মাধ্যমে পূর্ববাংলার জনগণকে শোষণ করছে। তারা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিয়ে চীন বিরোধী কমিউনিষ্ট বিরোধী ঐক্যজোট গঠনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীরা নিজেদের স্বার্থেই ভারতীয় সম্পসারণবাদের সাথে বর্তমানে আঁতাত করতে পারছে না এবং নিজেদের শ্রেণী বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে সমাজতান্ত্রিক দেশ বিশেষতঃ চীনের সাথে বন্ধুত্ব করতে বাধ্য হচ্ছে।

অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পূর্ববাংলার উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের সুযোগে নিয়ে তাদের সমর্থক পূর্ববাংলার বুর্জোয়াদের সাহায্য ও সমর্থন করছে। সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক এই দালাল বুর্জোয়ারা উপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলন করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এ আন্দোলনকে মূলধন করে দুইভাবে ব্যবহার করছে- একদিকে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে চীন বিরোধী পাক-ভারত যৌথ চুক্তি সম্পাদন করার জন্য; অন্যদিকে এই দালাল বুর্জোয়াদের দ্বারা পূর্ববাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে চীন বিরোধী পূর্ববাংলা-ভারত যৌথ চুক্তি সম্পাদন ও পূর্ববাংলাকে প্রত্যক্ষ মার্কিন উপনিবেশে পরিণত করার যখন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। বর্তমান মার্কিন সমর্থক পূর্ববাংলার দালাল বুর্জোয়ারা ছয় দফা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে করছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এদেশের সামন্তবাদীদের স্বার্থ রক্ষাকারী ধর্মীয় পার্টিগুলোকে সাহায্য ও সমর্থন করছে। এরা সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র।

(খ) পূর্ববাংলার জনগণের সাথে সংশোধনবাদ, বিশেষতঃ সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের জাতীয় দ্বন্দ্বঃ

পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের নিয়ে চীন বিরোধী, কমিউনিষ্ট বিরোধী ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠার জন্য তারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম তারা সমর্থন করে না। কারণ পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের সাথে আতাঁত রেখে পাকিস্তানসহ তার উপনিবেশকে শোষণ করাই তাদের লক্ষ্য। এই জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নস্যাৎ করার জন্য তারা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের সাহায্য করবে যাতে পূর্ববাংলাকে শোষণের একটা ভাগ তারা পায়।

প্রসঙ্গক্রমে বায়াফ্রা, বামা, ভিয়েতনাম ও অন্যান্য দেশের কথা উল্লেখযোগ্য। বায়াফ্রার জনগণ সংগ্রাম করছে জাতীয় অত্যাচার, নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির জন্য। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা নাইজেরীয় সামরিক সরকারকে অস্ত্র, অর্থ ও লোক সরবরাহ করে বায়াফ্রার জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে ধ্বংস করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যাতে তারা সমগ্র নাইজেরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ চালাতে পারে। তারা বার্মার মুক্তি সংগ্রামক দাবিয়ে রাখার, ভিয়েতনামের মহান সংগ্রামকে মুছে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

(গ) পূর্ববাংলার জনগণের সাথে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের জাতীয় দ্বন্দ্বঃ

ভারতীয় বৃহৎ পুঁজীবাদী ও সামন্তবাদী সরকার সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমর্থন করবে না। কারণ তার উদ্দেশ্য হলো বুর্জোয়ার নেতৃত্বে স্বাধীন পূর্ববাংলাকে শোষণ করা এবং চীনবিরোধী, কমিউনিষ্ট বিরোধী একটি মিত্র পাওয়া। কিন্তু সর্বহারার নেতৃত্বে যুক্ত পূর্ববাংলা সহায়ক হবে আসাম, পশ্চিম বাংলা, বিহার, ত্রিপুরা তথা সমগ্র ভারতের শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির। এ কারণে ভারতের সম্প্রসারণবাদ শ্রমিক-কৃষকের পূর্ববাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বানচাল করার চেষ্টা করবে।

চতুর্থ: পূর্ববাংলার বুর্জোয়াদের সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বঃ

পূর্ববাংলার বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিকদের শোষণ করে এবং এদের মাঝে একটি অংশ পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের দালাল হয়ে পূর্ববাংলাকে শোষণ করছে। অপর অংশ সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল। একটি অংশ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ উভয়েরই বিরোধী সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা, যারা সত্যিকার জতীয় বুর্জোয়া। পূর্ববাংলার বুর্জোয়াদের প্রথম অংশ দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক। দ্বিতীয় অংশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল যারা ভারতের সাথে আতাঁত রেখে নিজস্ব শ্রেণী বিকাশের জন্য যতটুকু অধিকার প্রয়োজন তার জন্য সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক। পূর্ববাংলার বুর্জোয়াদের ব্যাপক অংশ বর্তমানে এদের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ। এদের নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রাম কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। এদের সাথে জনগণের শত্রুতার সম্পর্ক ছাড়াও তারা যতক্ষণ পাকিস্তানী

উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করে ততক্ষণ জনগণের সাথে একটা মিত্রতার সম্পর্কও রয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর তৃতীয় অংশ জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে জনগণের শত্রুতার সম্পর্ক ছাড়াও তারা যতক্ষণ উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম করে ততক্ষণ একটা মিত্রতার সম্পর্কও রয়েছে।

বর্তমানে জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক দালাল বুর্জোয়াদের হাতে। এ নেতৃত্বেও অবসান তিন প্রকারে হওয়া সম্ভবঃ (ক) সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি দৃঢ়ভাবে জাতীয় পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে কৃষক-জনতাকে উপনিবাশবাদ সামন্তবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করলে; (খ) উপনিবেশিক শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে চীন বিরোধী কমিউনিষ্ট বিরোধী জোট কমিউনিষ্ট স্থাপন করলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাহায্য ও সমর্থনে দালাল বুর্জোয়াদের জাতীয় সংগ্রাম ধংশ করতে সক্ষম হবে; (গ) ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের দালাল বুর্জোয়াদের সাথে আপোসে আসলে এই দালাল বুর্জোয়াদের আসল বিশ্বাসঘাতকতা ও গণবিরোধী চরিত্র প্রকাশ পাবে।

প্রধান দ্বন্দ্ব

উপরোক্ত দ্বন্দ্বগুলো ছাড়াও পূর্ববাংলার সমাজে আরো দ্বন্দ্ব রয়েছে। কিন্তু এই চারটি মূল দ্বন্দ্ব। সভাপতি মাও বলেছেন, “কোনো প্রক্রিয়াতে যদি কতকগুলো দ্বন্দ্ব থাকে তবে তাদের মধ্যে অবশ্যই একটা প্রধান দ্বন্দ্ব থাকবে যা নেতৃস্থানীয় ও নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্যগুলো গৌণ ও অধীনস্থ স্থান নিবে। তাই দুই বা দুয়ের অধিক দ্বন্দ্ববিশিষ্ট কোন জটিল প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করতে গেশে আমাদের অবশ্যই তার প্রধান দ্বন্দ্বকে খুঁজে পাবার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই প্রধান দ্বন্দ্বকে আকড়ে ধরলে সমস্যাকেই সহজে মীমাংসা করা যায়।” পাকিস্তানী উপনিবাশবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রামে কৃষক-শ্রমিক, ক্ষুদে বুর্জোয়া মাঝারি বুর্জোয়ার এক অংশ এবং দেশপ্রেমিক ধনী চাষী ও জমিদারদের অর্থাৎ সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। কাজেই বর্তমান সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় পূর্ববাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্ব।

কিন্তু উপনিবাশবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রাম একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছালে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শ্রেণীকে রক্ষার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ একযোগে অথবা আলাদাভাবে নিজেদের সৈন্য দ্বারা পূর্ববাংলার জনগণের সংগ্রামকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা চালাবে। এ অবস্থায় পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ গণসংগ্রাম বিরোধীর প্রধান ভূমিকা থেকে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ পূর্ববাংলার গণবিরোধী সংগ্রামের গৌণ পূর্ববাংলার ভূমিকা থেকে ক্রমশঃ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে পূর্ববাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হবে। এই প্রধান দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে নতুন করে ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে সঠিক মুক্তিসংগ্রামের পথে পরিচালিত করতে হবে।

পূর্ববাংলার বিপ্লব ও তার চরিত্র

পূর্ববাংলার বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা নিজেদের বিকাশের জন্য পাকিস্তানে যোগ দেয়। কিন্তু পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শ্রেণী পূর্ববাংলার বুর্জোয়া বিকাশের জন্য যে সুবিধা প্রয়োজন তা নিজেদের বিকাশে ব্যবহার করে। ফলে এদেশের বুর্জোয়া বিকাশ ব্যাহত হয়। তাই বুর্জোয়া বিকাশের প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃষ্টি অর্থাৎ সামন্তবাদ ও উপনিবাশবাদদের অবসান প্রয়োজন।

সামন্তবাদের অবসান সম্ভব গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে এবং ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান সম্ভব জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে। কাজেই, পূর্ববাংলার বিপ্লব হবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়ারা এ বিপ্লব সম্পূর্ণ করতে পারে না। নিজেরাই কিছুদিন পরে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালাল হয়ে যায়। এ বিপ্লব সম্পূর্ণ করার মত একটি শক্তিই রয়েছে, তা হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণী ও তার পার্টি। সর্বহারার নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের লক্ষ্য ধনতন্ত্র নয়, সমাজতন্ত্র। বিপ্লব সর্বহারার নেতৃত্বে পরিচালিত বলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে পরিচিত হবে, যা বিশ্ববিপ্লবের একটি অংশ।

এ বিপ্লবের একটি চরিত্র হলো সশস্ত্র বিপ্লব। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল উপাদান সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও আইন এবং এদের সাহায্যে ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণী পূর্ব বাংলাকে শাসন ও শোষণ করছে। এ নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হলে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণী ও স্তরকে ঐক্যবদ্ধ করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধবংস করে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর ভিত্তিতে এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণী ও স্তরের সমন্বয়ে নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। সভাপতি মাও-এর ভাষায় বন্দুকের নলের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হবে।

এ বিপ্লবের আর একটা চরিত্র হলো দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। এ বিপ্লবে দ্রুত বিজয়ের সম্ভাবনা খুব কম। কারণগুলো হচ্ছে পূর্ববাংলার শ্রমিক-কৃষক জনগণের অনৈক্য অবস্থা, সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী পার্টির অভাব, সংশোধনবাদী ও নয়া সংশোধনবাদী পার্টি কর্তৃক জনগণকে বিপথে পরিচালনা, জনগণের মাঝে প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের অভাব।

পক্ষান্তরে, ঔপনিবেশিক শক্তি একত্রিত, শাসনক্ষমতা সুদৃঢ়, বিডি প্রথার মাধ্যমে গ্রাম পর্যন্ত তাদের শাসন ব্যবস্থা বিস্তৃত এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, এবং সম্প্রসারণবাদ তাদের সাহায্য করবে। তাই বর্তমানে শক্তির ভারসাম্য পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের পক্ষে। এ অবস্থা পরিবর্তন করতে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। কাজেই পূর্ববাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী দুরূহ যুদ্ধের মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে।

এ বিপ্লবের আর একটি চরিত্র হলো গ্রাম্য এলাকা দ্বারা শহর ঘেরাও এবং পরে শহর দখল। সভাপতি মাওসেতং বলেন, ‘‘নিয়ম অনুসারে বিপ্লব আরম্ভ হয়, গড়ে ওঠে এবং জয়ী হয় ঐ সকল স্থানে, যেখানে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল।’’ কাজেই, গ্রাম্য এলাকায় গিয়ে কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধের জন্য জাগ্রত করে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে গ্রাম্য এলাকা দখল করতে এবং ঘাটি স্থাপন করতে হবে। শহরগুলো দখলকৃত গ্রাম্য এলাকা দ্বারা ঘেরাও করতে হবে এবং পরে শহর দখল করতে হবে।

এ বিপ্লবের আর একটি চরিত্র হলো ঐক্যফ্রন্ট গঠন।

জাতীয় পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিতে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করা অপিরহার্য।[১]

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে, সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ বিরোধী সকল দেশপ্রেমিক শ্রেণী ও স্তরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। ঐক্যফ্রন্টের মাঝে সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি অবশ্যই আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক স্বাধীনতা রক্ষা করবে এবং ‘স্বাধীনতা’ ও উদ্যোগ গ্রহণের নীতিতে অটল থাকবে এবং নিজের নেতৃত্বের ভূমিকার জন্য জিদ ধরবে।

কাজেই ঐক্যফ্রন্টে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব ,স্বাধীনতা ও উদ্যোগ গ্রহণ থাকতে হবে আর তা থাকার একটি মাত্র গ্যারন্টি হচ্ছে সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে একটি গণফৌজ। সভাপতি মাও বলেছেন, ‘‘ গণফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকবে না।’’ কাজেই ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে গণফৌজ।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ কর্মনীতি

১। সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও গেরিলা যুদ্ধের জন্য সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক এমন স্থানে অর্থাৎ জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য গ্রামাঞ্চলে যেতে হবে। [২]

২। গ্রাম্য মজুর, গরীব চাষী ও মাঝারি চাষীকে উজ্জীবিত করতে হবে সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী গেরিলা যুদ্ধে।

৩। কৃষি বিপ্লবঃ উপনিবেশবাদ সমর্থক জমিদার, ধনী চাষীদের জমি দখল করে তা ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। সরকার কর্মচারী (পুলিশ, সার্কেল অফিসার) এবং বি,ডি-দের মাঝে উপনিবেশবাদ সমর্থকদের ধবংস করতে হবে।

দেশপ্রেমিক জমিদার, ধনী চাষী ও অন্যান্যের বর্গা বদলানো বাতিল, পত্তনি বদলানো বাতিল, বর্গা শোষণ ও পত্তনি শোষণ কমানো প্রভৃতি কার্যকর করতে হবে। সুবিধাজনক অবস্থায় দৃঢ়ভাবে ভূমি সংস্কার করাতে হবে।

৪। গেরিলা বাহিনী থেকে নিয়মিত বাহিনী সৃষ্টি ও ঘাটি এলাকা তৈরী করতে হবে।

৫। ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬। গ্রাম্য এলাকা দখল করে তা দিয়ে শহর ঘেরাও শেষ পর্যন্ত শহর দখল করতে হবে।

৭। পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ ও তার দালাল পূর্ববাংলার বুর্জোয়া, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, অন্য যে সকল বৈদেশিক শক্তি ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীকে সমর্থন করে (যদি তাদের সম্পত্তি এ দেশে থাকে) এবং বৈদেশিক শক্তিসমূহের দালালদের (যখন তারা জাতীয় বিপ্লবের বিরোধিতা করে) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

৮। দখলকৃত এলাকায় জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে হবে। এ সরকার গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের মাধ্যমে, সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণী ও স্তরের সহযোগিতায় শত্রুর উপর একনায়কত্ব ও জনগণের মাঝে গণতন্ত্র কায়েম করবে।

৯। বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিকে স্বায়ত্তশাসন ও বিভিন্ন উপজাতিকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে।

১০। সকল বাঙালী দেশপ্রেমিক জনগণের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে।

১১। জনগণের ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

বিপ্লবী যুদ্ধের সাধারণ কর্মনীতি

১। নিয়মিত বাহিনী গড়ে না ওঠা পর্যন্ত গেরিলা যুদ্ধ বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান রূপ;
২। প্রধানতঃ চাষীদের নিয়ে গঠিত লালফৌজ প্রধান সংগঠন;
৩। গেরিলা যুদ্ধের গতিপথে নিয়মিত বাহিনী গড়ে উঠবে;
৪। দীর্ঘস্থায়ী দুরুহ যুদ্ধ চলবে।

প্রধান কাজঃ মার্কসবাদী লেনিনবাদী ও মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী সর্বহারার রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠা।

অনুপূরক কাজঃ (১) সামন্তবাদ ও ঔপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে কৃষকদেরকে গেরিলা উজ্জীবিত করা; (২) প্রধানতঃ চাষীদের নিয়ে গেরিলা বাহিনী করা গেরিলা যুদ্ধ করা; (৩) কৃষি বিপ্লব করা; (৪) নিয়মিত বাহিনী ও ঘাঁটি এলাকা তৈরী করা।

আন্তর্জাতিক বক্তব্য

বর্তমান বিশ্বের মূল দ্বন্দ্বগুলো নিম্নরূপঃ

(1) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের দ্বন্দ্ব;

(2) একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব সংশোধনবাদীদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব; অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদের মাঝে দ্বন্দ্ব।

(3) সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের শাসকশ্রেণীর সাথে নিজেদের দেশের জনগণের দ্বন্দ্ব।

(4) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জনগণের দ্বন্দ্ব।

দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ

(1) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সংশোধনাবাদের সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের দ্বন্দ্বঃ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বব্যাপী তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার পথে এবং বিশ্বকে নিজেদের শোষণের ক্ষেত্র হিসাবে পুনর্বণ্টনের পথে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহকে বিশেষতঃ সমাজতান্ত্রিক চীনকে প্রধান বাধা বলে মনে করা হয়। কারণ, চীন সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে সর্বদা সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী শোষণের স্বরূপ তুলে ধরেছে। এ শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ বিপ্লবের পতাকাকে চীন ঊর্ধ্বে তুলে ধরছে। চীনের বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণী বিপ্লবের দেশ ও জাতিসমূহের শাসন ও শোষণ বিরোধী সংগ্রামকে নৈতিক সমর্থন দিচ্ছে ও বাস্তব সাহায্য করছে। চীন বিশ্বের শাসন ও শোষণ বিরোধী সংগ্রামকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

কাজেই সাম্রাজ্যবাদ ও সংশোধনবাদ এ প্রতিবন্ধককে ধবংস করতে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অবস্থা বিপ্লবের পক্ষে, জনগণের পক্ষে, সমাজতন্ত্রের পক্ষে এবং সামার্জ্যবাদ, সংশোধনবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়ার বিপক্ষে। বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য সমাজতন্ত্রের পক্ষে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদীরা ও সংশোধনবাদীরা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ দ্বন্দ্বের অবসান করাতে অক্ষম। সভাপতি মাও বলেছেন, '' আজকের দিনে দু'ধরনের বাতাস-প্রবাহিত-পূবালী বাতাস ও পশ্চিমী বাতাস। চীনে একটি প্রবাদ আছে, 'হয় পূবালী বাতাস পশ্চিমী বাতাসকে দাবিয়ে রাখে, না হয় পশ্চিমী বাতাস পূবালী বাতাসকে দাবিয়ে রাখে।'' আমাদের মতে বর্তমান পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পূবালী বাতাস পশ্চিমী বাতাসকে দাবিয়ে রাখছে। এর অর্থ এই যে, সমাজতান্ত্রিক শক্তি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ওপর অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করছে। এ কারণে সাম্রাজ্যবাদীরা ও সংশোধনবাদীরা বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ, ব্লাকমেইল এবং আভ্যন্তরীণ দালালদের প্রভৃতির মাধ্যমে

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমপরিবর্তন ঘটিয়ে ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে এবং সে অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সভাপতি মাওসেতুঙ কর্তৃক সূচিত ও পরিচালিত মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধবাদী ও আভ্যন্তরীন পুঁজিবাদী দালালদের চীনে ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার রঙীন স্বপ্নকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছে। এ সাংস্কৃতিক বিপ্লব পথ দেখিয়েছে কিভাবে বিপ্লবীরা সংশোধনবাদী দেশসমূহে পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীকে উৎখাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। কাজেই সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের সাথে সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের দ্বন্দ্ব বর্তমান। কিন্তু এ দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্ব নয়।

(২) একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব সংশোধনবাদীদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব; অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশগুলোর মাঝে দ্বন্দ্বঃ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহকে কমিউনিজমের ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন সামরিক জোটে আবদ্ধ করছে এবং এভাবে তাদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শোষণ করছে। এ কারণে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের দ্বন্দ্ব রয়েছে। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের শাসক শ্রেণীগুলোর মাঝে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে।

সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ অন্যান্য সংশোধনবাদী দেশগুলোকে শাসন ও শোষণ করছে এবং যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন জোটে আবদ্ধ রেখেছে যাতে তার খপ্পর থেকে কেউ বেরুতে না পারে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের স্বার্থে সংগ্রাম ও সহযোগিতা করে। তারা নয়া ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের জন্য ক্রমশঃ পৃথিবীকে নিজেদের প্রভাবের এলাকা হিসেবে ভাগ করে নিচ্ছে। এ এলাকা বণ্টনের বিষয় নিয়ে তাদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় আবার নিজেদের সাধারণ স্বার্থরক্ষার জন্য তারা সহযোগিতা করে।

কাজেই এ দ্বন্দ্ব বর্তমান। কিন্তু এটা প্রধান দ্বন্দ্ব নয়।

(৩) সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের শাসকশ্রেণীর সাথে নিজেদের দেশের জনগণের দ্বন্দ্বঃ

সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের শাসকশ্রেণী নিজেদের দেশের আপামর জনসাধারণকে শোষণ করছে। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। এবং এ কারণে তাদেরকে বিশাল সামরিক বাহিনী গঠন করতে হয়েছে। এ সামরিক ব্যয়ভার আসে দেশের জনগণের কাছ থেকে ফলে জনগণের ওপর শাসন ও শোষণ তীব্রতর হচ্ছে। কোনো কোনো সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশের অভ্যন্তরে সংখ্যালঘু জাতির ওপর শাসন ও শোষণ অধিকভাবে চালানো হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আফ্রো-আমেরিকানদের (নিগ্রো) ওপর জাতিগত শোষণ করছে। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ গুটিকয় বিশ্বাসঘাতক দালালদের সহায়তায় সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে শোষণ করছে।

কাজেই এ দ্বন্দ্ব বর্তমান; কিন্তু এটা প্রধান দ্বন্দ্ব নয়।

(৪) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতিসমূহের দ্বন্দ্বঃ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ শাসন ওশোষণ করছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহকে ঔপনিবেশ ও আধা ঔপনিবেশ পরিণত করে। এ শোষণের ওপর নির্ভর করছে তাদের বিকাশ। এ কারণে আফ্রো-এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো হচ্ছে পৃথিবীর

গ্রামাঞ্চল। তাদের লুণ্ঠন করে বেঁচে আছে পৃথিবীর শহরাঞ্চল ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো। এই গ্রামাঞ্চলে যেখানে ইউরোপ ও আমেরিকার মত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সুদৃঢ় নয় এবং অপেক্ষাকৃত অনেক দুর্বল, সেখানেই বিপ্লবের সূচনা করতে হবে এবং কালক্রমে সমগ্র গ্রামাঞ্চল দখল করে শহর অবরোধ করা এব শেষে শহর দখল করা মাওসেতুঙের চিন্তানুসারী নীতি।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশের বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ শাসন ও শোষণ থেকে নিজেদের দেশ ও জাতিগুলোকে মুক্ত করেছে। সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামের এটা একটা বড় বিজয়। কিন্তু এই বুর্জোয়া শ্রেণী, শ্রেণী বিকাশের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করে নিজ দেশকে নয়া-ঔপনিবেশে পরিণত করছে। এ অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শর্ত তৈরি করা সর্বহারা শ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

ভিয়েতনামের বীর জনগণের মহান মুক্তিযুদ্ধ যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণ পরাজিত করার পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অধঃপতিত দোসর সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ শান্তি আলোচনার প্রহসনের ভেতর দিয়ে এ মহান মুক্তি সংগ্রামকে মুছে দেওয়ার জঘন্য ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

তবু ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, বার্মা, নক্সালবাড়ী, বিহার, কঙ্গো, মোজাম্বিক, এ্যাঙ্গোলা, আজানিয়া, প্যালেস্টাইন, বায়াফ্রা, রোডেশিয়া, নিউজিল্যান্ড, বলিভিয়া প্রভৃতি স্থানে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান বিশ্বপ্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র। ঘটনাবলী প্রমাণ করছে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়ার জনগণের প্রধান শত্রু

এ দ্বন্দ্ব বর্তমান এবং ইহাই প্রধান দ্বন্দ্ব।

আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কমিউনিষ্ট আন্দোলন

আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রধান বিপদ হলো সংশোধনবাদ ও নয়া সংশোধনবাদ। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সংশোধনবাদ বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি দ্বারা কু-দেতা ঘটিয়ে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে কয়েকটি সমাজতন্ত্রী দেশে। যে সকল কমিউনিষ্ট পার্টি এখনো ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়নি সেগুলোর মাধে বুর্জোয়া দালালদের সহায়তায় প্রতিবিপ্লবী কাজ পরিচালনা করছে এবং কোনো কোনো পার্টির ক্ষমতা এই দালালরা দখল করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তারা সাম্যাজ্যবাদের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জঘন্য চক্রান্ত করছে।

কোনো কোনো পার্টি সংশোধনবাদীদের এ চক্রান্তের খপ্পরে পড়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দেলনে স্বাধীন পথ অনুসরণ করছে, ঘোষণা করে প্রকৃত পক্ষে সুবিধাবাদী পথ অনুসরণ করছে, সংশোধনবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ মার্কস-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা আর সংশোধনবাদের মাঝে কোন মাঝারি পথ নেই।

বর্তমান দুনিয়ায় চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি ও আলবেনিয়ার শ্রমিক সঠিক মার্কস-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী হয়ে সমাজতন্ত্রেও পথে এগিয়ে চলছে। সভাপতি মাওসেতুঙ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী লেনিনবাদী, বর্তমান দুনিয়ার সর্বহার শ্রেণীর মহন নেতা ও পরিচালক। [৩]

"সভাপতি মাওসেতুঙ প্রতিভার সঙ্গে সৃজনশীলভাবে ও সামগ্রিকভাবে মাকর্সবাদ লেনিনবাদকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন, রক্ষা করেছেন এবং বিকাশ করেছেন, মাকর্সবাদ-লেনিনবাদকে এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত

করেছেন।'' মাকর্স ও এঙ্গেলস মাকর্সবাদের প্রতিষ্ঠাতা। লেনিন মার্কসবাদকে সাম্রাজ্যবাদী যুগে সর্বহারা বিপ্লবে পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করেন, সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিষ্ঠা করেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। স্তালিন লেনিনবাদকে রক্ষা করেন ও সর্বহারা বিপ্লবের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করেন। সভাপতি মাওসেতুঙ সাম্রাজ্যবাদের সামগ্রিক ধ্বংসের যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকাশ করেছেন। তিনি সমাধান করেছেন কিভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশে ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রতিরোধ করা যায় এবং যে সকল দেশে ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানকার সর্বহারা বিপ্লবীরা কিভাবে পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে। তিনি প্রতিভার সঙ্গে দুনিয়ার প্রথম মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা ও পরিচালনা করেন। এভাবে তিনি মার্কসবাদকে এই সম্পূর্ণ নতুন স্তরে উন্নীত করেন, যে স্তর হলো মাওসেতুঙ চিন্তাধারার স্তর।

'বিশাল সাগর পার হবার জন্য নির্ভর করি কর্ণধারের ওপর, বিপ্লব করার জন্য নির্ভর করি মাওসেতুঙ চিন্তাধারার ওপর। কাজেই বর্তমান যুগের বিপ্লবীদের চেনার উপায়- মাওসেতুঙ চিন্তাধারা অধ্যয়ন, অনুশীলন ও তার ভাল সৈনিক হওয়ার ওপর। বর্তমান আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দেলনে এক নতুন ধরনের সংশোধনবাদ দেখা দিয়েছে। এরা মুখে মাওসেতুঙ-এর বুলি ঝাড়ে এবং কাজে তার বিরোধিতা করে; কথায় ও কাগজে মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী ও অনুশীলনে সংশোধনবাদী পথ অনুসারী। মাওসেতুঙ চিন্তাধারার মুখোশ এঁটে জনগণকে ও বিপ্লবীদের ধোঁকা দেয়ার বুর্জোয়া দালালদের এ এক অভিনব কারসাজি ও ইহাই নয়া সংশোধনবাদ।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিরাট পুনর্গঠন পুনর্বিন্যাসের সময়। বিভিন্ন দেশে যেখানে সংশোধনবাদী ও নয়া সংশোধনবাদীরা নেতৃত্ব কুক্ষিগত করছে, সেখানে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মাওসেতুঙ চিন্তানুসারীরা নতুন পার্টি সৃষ্টি করে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করছে।

নয়া মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তানুবাদী সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক

পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা

সভাপতি মাও বলেছেন, ''যদি বিপ্লব করতে হয় তাহলে অবশ্যই একটি বিপ্লবী পার্টি থাকতে হবে। বিপ্লবী পার্টি ছাড়া, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী তত্ত্বেও ও বিপ্লবী রীতিতে গড়ে ওঠা, একটি বিপ্লবী পার্টি ছাড়া শ্রমিক শ্রেণী ও ব্যাপক জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের পরাজিত করতে নেতৃত্ব দান করা অসম্ভব।'' আমাদের দেশে গতানুগতিক যে মার্কসবাদী নামধারী পার্টি ছিল তা 'মস্কোপন্থী' ও 'পিকিংপন্থী' নামধারী দুই উপদলে বিভক্ত হয়, তাদেরকে, তাদের থেকে বেরিয়ে আসা অথবা বিতাড়িত এবং অন্যান্য বিচ্ছিন্ন দল ও উপদলগুলোকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা প্রয়োজন।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী সংশোধনী পার্টি

এই পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদের সকল মূল তত্ত্বকে সংশোধন করে প্রকৃতপক্ষে শোষকশ্রেণী অর্থাৎ উপনিবেশবাদী, সামন্তবাদী পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল হয়ে পূর্ববাংলার শ্রমিক-কৃষকদের বিপথে পরিচালিত করছে। এই অধঃপতিত দলদ্রোহী গোষ্ঠী অর্থনীতিবিদ, বার্ণষ্টাইনবাদের অনুসারী। শ্রমিক-কৃষক জনগণকে বিভ্রান্ত করে শোষকশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধি এদের লক্ষ্য। এরা 'মস্কোপন্থী' নামে পরিচিত। এরা পূর্ববাংলার শ্রমিক-কৃষক জনগণের জাতীয় শত্রু

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)নামধারী নয়া সংশোধনবাদী পার্টি

এরা কথায় ও কাগজে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী ও অনুশীলনে সংশোধনবাদী। অর্থাৎ এরা লাল পতাকা ওড়ায় লাল পতাকার বিরোধিতা করার জন্য। এরা পূর্ববংলার ওপর পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ স্বীকার করে না এবং জাতীয় সংগ্রাম না করায় এরা পূর্ববাংলার জনগণের নিকট ঔপনিবেশিক সরকারের দালাল হিসেবে পরিচিত। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতি না নিয়ে তারা একটিকে ঔপনিবেশিক

শাসকশ্রেণীর হাত শক্ত করছে এবং অন্যদিকে ব্যাপক জনগণকে ঔপনিবেশিক শোষণ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত মার্কিনের দালাল বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে ঠেলে দিচ্ছে। 'পিকিংপন্থী' নাম ধরে তারা বিপ্লবের কেন্দ্রকে অবমাননা করছে। এরা নয়া সংশোধনবাদী।

নতুন দল, উপ-দল ও বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী

পূর্ববাংলার বিপ্লবের ফুটন্ত অবস্থা হওয়ায় বর্তমানে দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। মার্কসবাদী নামধারী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী চরিত্র, দালালী ক্রমশঃ পার্টি কর্মী ও বিপ্লবীদের সামনে প্রকাশ হওয়ায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারীরা দৃঢ়ভাবে বিদ্রোহ করছে। এ অবস্থায় কিছু সুযোগ সন্ধানী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ঘোলা পানিতে মাছ ধরতে নেমেছে।

মোটামুটি অনুসন্ধানের ফলে তাদের নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

নয়া সংশোধনবাদী পার্টির আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে বিতাড়িত একটি চক্র নিজেদেরকে সঠিক মার্কসবাদী, নক্সালবাদীর অনুসারী বলে জাহির করে। তবে এ গ্রুপটি সকল কর্মী ও জনসাধারণের নিকট ঔপনিবেশিক শক্তির দালাল বলে প্রকাশ্যভাবে পরিচিত।

অপর একটি গ্রুপ বর্তমানে নয়া সংশোধনবাদীদের সাথে আতাঁত করছে। অধঃপতিত ভাগ্যন্বেষী বুর্জোয়া গোষ্ঠীর একটি ভগ্নাংশ। সচেতন কর্মীদের গ্রুপটি একটি জোট বা সুবিধাবাদী, নেতৃত্বলোভী ও হীনমনা গ্রুপটি সুযোগসন্ধানী ও পদলোভী মেরুদন্ডহীনদের একটি প্রতিক্রিয়াশীল আতাঁত।

অন্য একটি উল্লেখযোগ্য দল মার্কসবাদী নামধারী পার্টির অভ্যন্তরে ভ্রুণ-পার্টি সৃষ্টির দায়ে বিতাড়িত, বক্তব্যের দিক দিয়ে তারা নয়া সংশোধনবাদী পার্টি থেকে অভিন্ন। জাতীয় বক্তব্যে এরা অস্পষ্ট, তত্ত্বগতভাবে দুর্বল।

আরেকটি বিপ্লবী গ্রুপ কমিউনিস্ট আন্দোলনের নামে প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদে বুর্জোয়াদের একটি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরা ধার করা বক্তব্য এলোপাতাড়ি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মাওসেতুঙ চিন্তাধারার কথা বলে তাদের সত্যিকার ক্ষুদে বুর্জোয়া চরিত্র গোপন করার প্রয়াস পায়। এরা শিশু অবস্থায় পার্টির মাঝে কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না বলে স্টালিন ও মাওসেতুঙ কর্তৃক অবস্থায় পার্টির মাঝে কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না বলে স্টালিন ও মাওসেতুঙ কর্তৃক বহুপূর্বে ধিকৃত ভাববাদী ডেবরিন তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছিল যাতে আন্দোলনে কয়েকজন ক্ষুদে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর পকেটস্থ হয়। এ ছাড়া রুদ্ধদ্বার নীতি, মনগড়া মনোলিথিজম, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারার দালালদের ঐক্যে আতংকবোধ কিন্তু সংশোধনবাদী, নয়া সংশোধনবাদী ও প্রমাণিত দালালদের সাথে নীতিহীন সুবিধাবাদী পবিত্র আতাঁত রাখতে উৎসাহী, বহুকেন্দ্রের তত্ত্বে বিশ্বাস, বিপ্লবী যুবকদের হাতে পার্টির নেতৃত্ব থাকবে এই তত্ত্ব, সভাপতি মাওসেতুঙ এর গেরিলা যুদ্ধের নীতির পাশ ঢের মার্কসবাদ বিরোধী গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বের স্থান প্রদান প্রভৃতি জঘন্য মার্কসবাদবিরোধী ক্ষুদে বুর্জোয়া তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিছু কিছু বিপ্লবী এদের খপ্পরে পড়লেও অচিরেই তারা এদের সঠিক রূপ আবিষ্কার করে বেরিয়ে আসবে। সম্প্রতি তারা মার্কসবাদী নয়া সংশোধনবাদী পার্টির অভ্যন্তরে ভ্রুণ-পার্টি সৃষ্টির দায়ে বিতাড়িত যে পার্টির কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সে পার্টিতে যোগ দিয়েছে।

এ ছাড়া জ্ঞাত অজ্ঞাতভবে বহু বিপ্লবী বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছেন। তার কেউ সমঝোতা রেখে, কেউ সমঝোতাহীনভাবে কাজ করছেন, আবার কেউ এলোপাতাড়ি তীর ছুড়ছেন।

কাজেই প্রতিটি বিপ্লবী যারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী ও সে অনুযায়ী অনুশীলনকারী তাদেরকে অবশ্যই সংশোধনবাদ, নয়া সংশোধনবাদ ও অন্যান্য মার্কসবাদ বিরোধী আদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করতে হবে এবং ‘‘প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায়সংগত’’- পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। সভাপতি মাও বলেছেন, ‘‘ ধবংস ব্যতীত কোনো প্রকার গঠনকার্য সম্ভব নয়। ধ্বংস বলতে সমালোচনা বর্জন বুঝায় এবং ইহাই বিপ্লব। যুক্তি সহকারে সত্য বের করা তার সাথে জড়িত, যা হলো গঠনমূলক কাজ।

কাজেই প্রতিটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারীদের উচিত নিজেদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশব্যাপী সর্বহার শ্রেণীর একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করা। সভাপতি মাও বলেছেন, ‘‘সুশৃংখলিত, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বে সুসজ্জিত, আত্মসমালোচনা পদ্ধতি প্রয়োগকারী ও জনগণের সাথে যুক্ত এমন একটি পার্টি, এমন একটির পার্টির নেতৃত্বাধীন একটি সৈন্য বাহিনী; এমন একটির পার্টির নেতৃত্বে সকল বিপ্লবী শ্রেণী ও বিপ্লবী দলের একটি যুক্তফ্রন্ট-এ তিনটি হচ্ছে আমাদের শত্রুকে পরাজিত করার প্রধান অস্ত্র।’’

এই বিপ্লবী তত্ত্বে ও বিপ্লবী রীতিতে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্য, উপরের কর্মসূচী ও বক্তব্য বাস্তবায়ন করার জন্য একটি সক্রিয় সংগঠন পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন।

চেয়ারম্যান মাও-দীর্ঘজীবী হও

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা জিন্দাবাদ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রতিবাদে সাংবাদিকদের মিছিল ও সভা	দৈনিক সংবাদ	২ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রতিবাদে

ঢাকায় সাংবাদিক ও সংবাদপত্রসেবীদের সভা ও

বিক্ষোভ মিছিল

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবীতে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের আহবানে গতকল্য (রবিবার) প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে সংবাদপত্রে নিয়োজিত ঢাকায় কার্যরত সাংবাদিক, কর্মচারী ও প্রেস কর্মচারী এবং হকারদের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং সমাবেশ শেষে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রসেবীদের একটি দীর্ঘ মিছিল রাজপথে নামিয়া আসে। মিছিলকারীগণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, পূর্ণ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, দেশরক্ষা বিধি, প্রেস অর্ডিন্যান্সসহ সকল কালাকানুন বাতিল, সংগ্রামের মাঝে পূর্ব-পূশ্চিম পাকিস্তান এক হও, নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশ প্রত্যাহার, ইত্তেফাক ছাপাখানার বাজেয়াপ্তি প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে গর্ভণর হাউজের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

সমাবেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবান জানাইয়া বক্তৃতা করেন পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব মিনহাজ বার্না, ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফজ্জল হোসেন, ই,পি,ইউ,জে'র প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব আলী আশরাফ, প্রেসক্লাব সভাপতি জনাব এ,বি,এম,মূসা এবং সভাপতি জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার ও সম্পাদক জনাব আতাউস সামাদ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মওলানা ভাসানী কর্তৃক গণ-আন্দোলনের ডাক	পাকিস্তান অবজারভার	৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

BHASHANI'S CALL FOR MASS MOVEMENT
(By Special Correspondent)

National Awami Party (Pro-Peking) Chief Maulana Bhashani addressing Friday's public meeting at Paltan Maidan gave a call for changing the present system through man movement. Maulana Bhashani denied the allegation that his party did not want unity with other opposition political parties. But he also said, I do not want a united front for fighting election.

The meeting was held under the joint auspices of National Awami Party (pro-Peking), East Pakistan Sramik Federation protesting "repressions" by the regime. Besides, the Maulana who presided over the meeting was addressed among others, by Mr. Mashiur Rahman, MNA, Mr. Abdul Huq, Mr. Mohammad Toaha. Denying the charge against the opposition parties that hey were without any concrete programme he said that their demands for provincial autonomy, direct adult franchise, freedom of the press etc. formed the programme.

Criticising the regime for not accepting the people demands Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani apprehended that if the demands were not conceded to East Pakistan might secede the become independent.

More than once he hinted that his party would not participate in the coming elections. He said the regime would not be able to hold elections if the people resist it.

Maulana Bhashani demanded release of all political prisoners including Mr. Bhutto and Khan Wali Khan.

Maulana Bhashani advised President to 'retire' and told the Basic Democrats to beware this time.

The meeting was followed by a procession led by Maulana Bhashani. When the processionists coming out on the D.I.T. Avenue through the southern gate of the Paltan Maidan were about to enter the road running in front of the Governor's House, a contingent of police obstructed their path.

After a brief demonstration near the crossing of Toyenbee Circular Road the procession proceeded towards Jinnah Avenue on way to Baitul Mukarram.

Afier the procession passed away a number of fencings of the Children Park were found demolished. Any empty bus of the E.P.R.T.C. was found standing on Toyenbee Circular Road with partially damaged window panes.

When the procession terminated at Baitul Mukarram Maulana Bhashani gave a call for observing strike in the city on Saturday, earlier addressing the Paltan Maidan he had called for general strike on December, 12. So his call for the strike on Saturday created confusion. He later announced that there might be a transport strike on Saturday.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গণ-আন্দোলনের প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানঃ বিক্ষোভ করে সরকারকে টলানো যাবে না।	দৈনিক পাকিস্তান	৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

বিক্ষোভ করে সরকারকে টলানো যাবে না

একের পর এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বা সভা করে বিরোধী দল বর্তমান সরকারকে টলাতে পারবে না। প্রেসিডেন্ট মোঃ আইয়ুব খান গতকাল শনিবার ঢাকায় এ কথা ঘোষণা করেন।

তিনি গতকাল মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা করছিলেন।

এ,পি,পি-পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুসলিম কর্মীদের এই সম্মেলনে ১ ঘন্টাব্যাপী জোরালো ভাষায় বক্তৃতাকালে এই মর্মে সতর্ক করে দেন যে, বিরোধী দলের সর্বাত্মক লক্ষ্য হচ্ছে কিছু লাভের আশায় জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে ধ্বংস করা।

প্রেসিডেন্ট বলেন, তাদের 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার দাবীর লক্ষ্য হচ্ছে দুই প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে টুকরো টুকরো করে ফেলা। খোদা না করুন, যদি তাই হয়, তবে তা হবে আমাদের সকলের কাছেই আত্মহত্যার শামিল। তিনি আরো বলেন, আয়তনে ভারতের পাঁচভাগের এক ভাগের সমান পাকিস্তান যদি খন্ড খন্ড হয়ে যায়, তবে তার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবে।

তিনি বলেন, বিরোধী দলের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সেইসব দুর্যোগময় দিনে ফিরে যাওয়া যা কি না দেশ ও জাতিকে বিভেদের দিকে টেনে নিয়ে যাবে এবং এর সার্বিক অর্থ হচ্ছে আমাদের নিজেদের পিঠেই ছুরিকাঘাত করা।

মুসলিম লীগের এই সম্মেলনে থানা, শহর, মহকুমা, জেলা ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ও সম্পাদকগণ ছাড়াও গভর্নর জনাব আবদুল মোনেম খান, পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক, প্রাদেশিক মন্ত্রীবর্গ, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ এবং সারা প্রদেশের মুসলিম লীগের নেতা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, কিভাবে ক্ষমতা দখল করা যায় বিরোধী দলের সবাই সেই মতলব আঁটতেই ব্যস্ত। বিরোধীদলিয় নেতাদের কারোরই কোন সুষ্ঠু বা গঠনমূলক কর্মসূচী নেই। তাঁরা আগে ক্ষমতা দখল করতে চান, তাঁর পরে তাদের কর্মসূচী গ্রহন করতে চান।

বিরোধী দলগুলির হীন কার্যকলাপ নসাৎ করে দেবার জন্য প্রেসিডেন্ট দলীয় কর্মীদের প্রতি সকল আভ্যন্তরীণ বিরোধ বিসর্জন দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবেলার আহবান জানান। তিনি তাদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ব্যাপারে আগামী নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতির ঐক্য, দেশের সংহতি ও মাতৃভূমির উন্নয়ন বা অগগ্রতি এসব কিছু নির্ভর করছে মুসলিম লীগের উপর।

প্রেসিডেন্ট বলেন, মুসলিম লীগ কর্মীদের এসব কিছুকে রক্ষা করতে হবে। কারণ, বিরোধী দলগুলি এসবকে চুরমার করে দিতে চায়।

শক্তিশালী কেন্দ্র

প্রেসিডেন্ট পুনরায় একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, একমাত্র এতেই পাকিস্তান একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হতে পারে এবং জনসাধারণ একটি সমৃদ্ধিশালী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপনের নিশ্চয়তা পেতে পারে।

১৯৫৮ সালের বিপ্লবের পর থেকে দেশের যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো জোরদার হয়েছে এবং ১৯৬৫ সালের যুদ্ধই এর প্রমাণ।

দতিনি বলেন, এসবই সাধারণ মানুষের কঠোর পরিশ্রমের ফল।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
বিরোধী দলসমূহের আহবানে ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট	দৈনিক পাকিস্তান	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট

গতকাল শুক্রবার বিরোধী দলসমূহের আহবানে ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। সকাল থেকেই শহরের সব দোকানপাট, হাট-বাজার, কল-কারখানা ও যানবাহন বন্ধ থাকে। ৩ দিন শহরের কয়েকটি এলাকায় সমাজবিরোধীরা কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী গাড়ী বিধ্বস্ত করে এবং দুটি জীপসহ তিনটি গাড়ী পুড়িয়ে দেয়। ইপিআরটিসি'র কয়েকটি বাসও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আগের দিন রাত থেকেই শহরের সর্বত্র কড়া পুলিশ ও ইপিআর বাহিনী প্রহারায় মোতায়েন থাকে। গতকাল সারাদিন আইজি ও অন্যান্য পদস্থ পুলিশ কর্মচারী রায়ট কারসহ বিভিন্ন পুলিশ ভ্যানে শহর টহল দিয়ে বেড়ায়। পিকেটিং-এর চেষ্টা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমায়েত করার অভিযোগে পুলিশ বহু লোককে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে।

সাধারণ ধর্মঘটকালে গতকাল ঢাকা শহরে অবস্থানরত এয়ার মার্শাল আসগর খাঁন হেঁটে হরতাল দেখতে বের হন। এরপর তিনি বায়তুল মোকাররম মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়েন ও নামাজ শেষে সেখানে বক্তৃতা করেন। ফেরার পথেও অন্যান্য পুলিশ ভ্যান সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তার অনুগমন করতে থাকে এবং কোনরূপ ভীড় হলেই তা ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই সময় রায়ট কার হতে নিক্ষিপ্ত রঙ্গিন পানি এয়ার মার্শাল আসগর খানের পোশাককেও রঞ্জিত করে তোলে।

তোপখানা রোডস্থ প্রেসক্লাবের সামনে থেকে পুলিশ তার সেক্রেটারী কর্ণেল মোখতার হোসেনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এরপর এয়ার মার্শাল আসগর খাঁন ও মৌলভী ফরিদ আহমদ প্রেসক্লাবে গমন করেন ও সাংবাদিকদের সঙ্গে অল্পক্ষণের জন্য মিলিত হন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন বিরোধী দল পূর্ব ও (পৃঃ৮) পশ্চিম পাকিস্তানে 'সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে' প্রদেশব্যাপী এই হরতাল পালনের আহবান জানিয়েছিলেন।

আরো উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিবার হরতাল বা ধর্মঘটের সময় রাস্তায় বখাটে ছেলেরা বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে এবং যানবাহন চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু এবারে এইসব বখাটে ছেলেদের অনুপস্থিতি দেখা যায়। ইপিআর ও পুলিশ ভ্যান ঘন ঘন টহল দিয়ে বেড়ানোর ফলে সম্ভবতঃ তারা ভয় পেয়ে আত্মগোপন করে।

সন্ধ্যার দিকে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

নারায়ণগঞ্জঃ

নারায়ণগঞ্জ থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানান যে, গতকল নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ ও বন্দর থানায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ইপিআইডিসি ডকইর্য়াডসহ বিভিন্ন মিলের শ্রমিকরাও পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। গতকাল

নারায়ণগঞ্জে ষ্টীমার ও ট্রেন ছাড়া কোন যানবাহন চলেনি। বাজার, দোকানপাট সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। পুলিশের ভাষ্য অনুসারে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ২০ জন, নারায়ণগঞ্জ থানায় ২৪ জন ও বন্দর থানায় ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতার

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাত এবং গতকাল শুক্রবার ঢাকা শহরের ৫টি থানা এলাকা; নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ, বন্দর ও টংগী থানা এলাকা এবং চট্টগ্রামে মোট ৬৯৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে গতকাল চট্টগ্রাম, ঢাকার ৫টি থানা; নারায়ণগঞ্জ, বন্দর ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এবং টংগী থানায় মোট ৪৩৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গত বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার ৫টি থানা ও টংগী থানায় মোট ২৫৬ জন গ্রেফতার হয় বলে পুলিশ জানায়। বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতার করা হয় তাদের প্রায় সবাইকে গতকাল রাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানিয়ে ছাত্রনেতার যুক্ত বিবৃতি	দৈনিক আজাদ	২৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

সাতজন ছাত্র যুক্ত বিবৃতিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান

ঢাকার সাতজন ছাত্রনেতা গতকাল শনিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে শিক্ষাগত দাবী-দাওয়া আদায়কল্পে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ছাত্রসমাজের প্রতি এবং সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচী লইয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য সকল গণতান্ত্রিক বিরোধী দলগুলির প্রতি আহবান জানাইয়াছেন।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহসভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক জনাব নাজিম কামরান চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (উভয় গ্রুপ) পক্ষে জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, ও জনাব শামদুদ্দোহা ও জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পক্ষে জনাব আবদুর রউফ ও জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী যুক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে, সরকার ছাত্র নির্যাতন গুন্ডামি, শিক্ষায়তনে পুলিশ মোতায়েন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্রসমাজের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ধ্বংস করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু তাহারা বলেন ‘সংগ্রামী ছাত্রসমাজ’ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ সহ্য করিবে না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আটটি বিরোধী দলের উদ্যোগে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ড্যাক) গঠিত-আন্দোলনের আহবান	দৈনিক পাকিস্তান	৯, জানুয়ারী, ১৯৬৯

বিরোধী আট দলের ঐক্যজোট 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি' গঠন

পিডিএমভুক্ত পাঁচটি দল ও অপর তিনটি দল গতকাল বুধবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার কথা ঘোষণা করে জনসাধারণকে নির্বাচন বর্জন করার আহবান জানিয়েছেন। এ ছাড়া তারা একটি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ডেমোক্র্যাটিক এ্যাকশন কমিটি) গঠনের কথা ঘোষণা করে জনসাধারণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য বর্তমান আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও সমন্বিত করে একটি 'অহিংস, সংঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গণআন্দোলন' গড়ে তোলার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। গত এক সপ্তাহকাল যাবত ঢাকাস্থ, পিডিএম ৬ আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ওয়ালী খান গ্রুপ) ও জমিয়তে ওলেমায়ে ইসলামের ব্যাপক রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা শেষে গতকাল বিকেলে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন হতে উক্ত নেতৃবৃন্দ যুক্তভাবে এক ইস্তেহার প্রকাশ করেন।

ঘোষণাপত্রে ন্যাপের (ওয়ালী খান গ্রুপে) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব আমীর হোসেন শাহ, জমিয়তে ওলেমায়ে ইসলামের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মুফতি মাহমুদ, ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং পিডিএমভুক্ত নেজামে ইসলামের সভাপতি জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, পিডিএম আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব নসরুল্লাহ খান, কাউন্সিল লীগের সভাপতি জনাব দৌলতানা, এনডিএফ প্রেসিডেন্ট জনাব নূরুল আমীন ও জামাতে ইসলামীর অস্থায়ী আমীর জনাব তোহায়েল মোহাম্মদ সাক্ষর করেন।

পূর্ণ বিবরণঃ

ঘোষণায় তারা বলেছেন, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস বর্তমানের এক ব্যক্তির স্বৈরাচার ও জুলুমের শাসন জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অবনতি ও ধ্বংস ডেকে এনেছে। বিশেষ করে এই সরকার সচেতনভাবে এবং অবাধ গতিতে ইসলামবিরোধী জীবন ব্যস্থার প্রবর্তন করেছেন এবং জনগণকে সমস্ত প্রাথমিক ও মৌলিক অধিকার এবং সার্বভৌম অধিকার থেকে বঞ্চিত করে একটি পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেছেন।

এই শাসন ব্যবস্থা সকল স্তরের মানুষের উপর বিশেষ করে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের উপরে নির্যাতন চালানোর অপরাধে অপরাধী।

ঘোষণায় বলা হয়, এই অগণতান্ত্রিক সরকার দেশের গুটিকয়েক পরিবারের হাতে সকল সম্পদ জমা করার পরিকল্পিত নীতি অনুসরণ করেন। ক্ষমতাসীন চক্রের কারসাজীতে দুর্নীতি সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। আমলাতন্ত্র এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে দুর্নীতি এই সরকারের একটি স্থায়ী ব্যবস্থার রুপ নিয়েছে।

এই স্বৈরাচারী সরকার রাসহীনভাবে তাদের নির্যাতনমূলক শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের ব্যাপকভাবে আটক রেখে, অন্যায়ভাবে জরুরী অব্যাহত রেখে এবং মৌলিক এবং নাগরিক অধিকার পরিপন্থী আইনের ব্যাপক প্রয়োজন দ্বারা এই সরকার টিকে আছে।

এই সরকার এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যার ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তা বেড়ে যাচ্ছে। আর এই পরিবেশে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সুযোগ ও

সম্পদের ব্যবধান প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। জনসাধারণ দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য এবং অসহনীয় মুদ্রাস্ফীতির অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে।

উপরক্ত সরকার দেশকে রক্ষার মত উপযুক্ত সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

সরকার এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যে, তার ফলে দেশের সর্বত্র মানুষ তাদের ভাগ্য ও ভবিষৎ সম্পর্কে চরম হতাশার কবলে নিমজ্জিত হয়েছেন। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে সব কিছুর প্রতি বিরাগ বিতৃষ্ণা, ঔদাসীন্য এবং অক্ষমতা বাসা বেঁধেছে।

এই চরম জাতীয় বিপর্যয়ের পটভূমিতে উপরোক্ত গলদগুলো দূর করার এবং পাকিস্তানের আদর্শের বাস্ত বতায় এবং মূল্যবোধ উদ্বোধনের জন্য এই আটটি দল পাকিস্তানে পূর্ণাংগ গণতন্ত্র ও জনগণের পূর্ণ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার দৃঢ় এবং দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তারা দেশে (ক) ফেডারেল প্রকৃতির পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম, (খ) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, (গ) অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, (ঘ) পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সমস্ত কালাকানুন বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল, (ঙ) খান আব্দুল ওয়ালী খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দী, রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত সব গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার, (চ) ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার আওতায় জারীকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার, (ছ) শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, (জ) নতুন ডিক্লারেশেন দানের উপর আরোপিত বিধিনিষেধসহ সংবাদপত্রের ওপর জারীকৃত সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ইত্তেফাক, চাতন, প্রগ্রেসিভ পেপারস লিমিটেডসহ সকল বাজেয়াপ্তকৃত কিংবা ডিক্লারেশনে বাতিলকৃত প্রেস পত্রিকা এবং সাময়িকী তাদের আদি মালিকের কাছে প্রত্যাবর্তনের দাবী করছেন।

এই দলিল স্বাক্ষরদানকারী দলগুলো আরো ঘোষণা করছে যে, একটি বাধাহীন এবং পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির উপরোক্ত শর্তসমূহ বাস্তবায়িত না হলে বর্তমান স্বেচ্ছাচারী এবং অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত নির্বাচন হবে জনগণের সাথে জালিয়াতির সামিল। তার প্রেক্ষিতেই তারা আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং জনসাধারণের প্রতি নির্বাচন বর্জন করার আহবান জানিয়েছেন।

ঘোষণায় সর্বশেষে বলা হয়, বর্তমানে সারা দেশে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণ করে যে জনসাধারণ ঐ ডিক্টেটারী শাসন চায় না। তাদের নিশ্চিত ও দৃঢ়বিশ্বাস স্বৈরাচার ও জুলুমের শাসন খতম না হওয়া পর্যন্ত বর্তমানের অগণতান্ত্রিক আন্দোলন থামবে না। দলিল স্বাক্ষর দাতাগণ তাদের নিজ নিজ দলের পক্ষ থেকে বলেন, আমরা ও আমাদের পার্টি স্বদেশপ্রেমের এই ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনে কোন ত্যাগ স্বীকার পরাঙ্মুখ হবে না এবং জনগণকে তাদের পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং অবিলম্বে উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে সুশৃংখলা, সুসংগঠিত অহিংসা আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং আন্দোলনের সমর্থনে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়	লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটির প্রচারপত্র	১৪ জানুয়ারী, ১৯৬৯

চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হামলার প্রতিবাদে
১৫ই জানুয়ারীর সভা ও মিছিলে
দলে দলে যোগদান করুন

চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। সকল উন্নত জাতির বিকাশের মূলেই রয়েছে এই অধিকারের নিশ্চয়তা। সে কারণেই প্রতিটি উন্নতিকামী স্বাধীন জাতিই চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে প্রাণেরও অধিক মূল্যবান বলে মনে করেন এবং তা সংরক্ষণের জন্য কোনো ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধাগ্রস্ত হন না। পক্ষান্তরে এও লক্ষণীয় যে, কোনো জাতিকে দাবিয়ে রাখতে চাইলে তাদের শাসকবর্গ জাতির চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে কেড়ে নিতে এমন ষড়যন্ত্র নেই যার জাল বিস্তার করতে ইতস্ততঃ বোধ করেন, এমন কোন সরকারী মাধ্যম নেই যার সাহায্য সক্রিয় হয়ে উঠতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করেন।

আমাদের বেলাতেও বিগত বাইশ বছরের ইতিহাসে দেখা গেছে, সরকার স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিশেষ করে এ প্রদেশের জনসাধারণের কণ্ঠ রোধ করা এক প্রধান নীতি হিসাবে অনুসরণ করে চলেছেন। কুখ্যাত প্রেস ও পাবলিকেশনস্ অর্ডিন্যান্স জারী করে সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়ার যে স্বেচ্ছাচারী নজীর স্থাপন করা হয়েছে, তা শুধু বৃটিশের শাসন নীতির সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। এই অর্ডিন্যান্স জারী করার পূর্বেই স্বাধীনতা লাভের পরপরেই পূর্ব বাংলার সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করা হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত প্রকাশনা ক্ষেত্রে সরকারী বিধিনিষেধের খাঁড়া সমানভাবে ঝুলে রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরের যে কোনো কর্মচারীর মাধ্যমে লিখিত, অলিখিত যে কোনো উপায়ে 'প্রেস উপদেশ' ও সংবাদ বিশেষের ওপর 'এমবার্গো' জাতীয় ব্যবস্থার সাহায্যে জনমতের স্বাধীনতার ওপর হামলা। অন্যদিকে জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত রেডিও এবং টেলিভিশন সরকার সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব প্রচারযন্ত্ররূপে কুক্ষিগত করে রেখেছেন। সকলের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ রেডিও, টেলিভিশনে তো নেই-ই, এমন কি এইসব প্রচারযন্ত্র স্বাধীনভাবে শব্দও ব্যবহার করা যায় না। বেসরকারী সংবাদপত্রের ওপরও এ ধরনের জুলুম প্রতিনিয়ত অব্যাহত রয়েছে এবং প্রতি মুহূর্তে এ- সবের সঙ্গে সংগ্রাম অথবা আপোষ করে তাদের টিকে থাকতে হচ্ছে। যেখানে আপোস আর সম্ভব হয় না সেখানে সরকারী বিজ্ঞাপন কমানো বা বন্ধ করার চাপ সৃষ্টি থেকে শুরু করে সাংবাদিক, সাহিত্যিকদের কারারুদ্ধ করা এবং অবশেষে কাগজ বন্ধ করা পর্যন্ত স্বৈরাচারী পদক্ষেপের কোনোটাই প্রয়োগ করতে সরকারকে কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখা যায়নি। এই ধরনের কাজে সহায়তার জন্যে জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো (--------) প্রভৃতি সংস্থার সাংস্কৃতিক গোয়েন্দাগিরিও অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ দেশের চিন্তা ও মত প্রকাশ পরিস্থিতির এই হলো একদিকের চিত্র।

এরই পাশাপাশি রয়েছে গ্রন্থ প্রকাশের ওপর সরকারের ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত দমননীতি। স্বাধীনতার পর এ প্রদেশে সরকার যে একে একে কত বই বাজেয়াপ্ত করেছেন তার হিসাব নেই। বিশেষ করে সম্প্রতি সেই কুখ্যাত প্রেস ও পাবলিকেশনস-এর কালাকানুনের সাহায্যে গ্রন্থ বিশেষের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে, কারণ

দর্শানোর নোটিশ জারী এবং কোন বই আটক ও বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে সরকার নতুনভাবে চিন্তা ও মত প্রকাশের কণ্ঠরোধে তৎপর হয়ে উঠেছেন। এই হামলার হিড়িক আইয়ুবী আমলের স্বৈরাচারকেও ছাড়িয়ে গেছে। এ অবস্থার ফলে কেবল যে লেখকদের স্বাধীনভাবে লেখার উৎসাহ দমিত হচ্ছে তাই নয়, প্রকাশকরাও বই প্রকাশে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছেন এবং ফলে সংস্কৃতির জগতে নেমে আসছে চরম বন্ধ্যাত্ব। বস্তুতঃ স্বৈরাচারী শাসকবর্গের নিকটও একটি জাতিকে অবদমিত রাখার জন্যে এটাই হলো সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা। যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর এই পরিকল্পিত হামলার ব্যাখ্যা কি? এই অসঙ্গতির মূল কোথায়?

তাই এ মুহূর্তে লেখকদের স্বাধিকার সংরক্ষণ এবং চিন্তা ও মত প্রকাশের ওপর যে কোন প্রকারের হামলার প্রতিরোধে প্রতিটি নাগরিককে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হতে আমরা আহবান জানাচ্ছি। শেষবারের মতো এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে যে, আমরা স্বাধীন জাতি এবং আমাদের চিন্তা ও মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। আমরা যে কোনো মূল্যে প্রতিরোধ করব এবং এই অনাচারকে আমরা কিছুতেই কায়েম থাকতে দেব না।

সভার স্থানঃ বাঙলা একাডেমী প্রঙ্গণ
১৫ই জানুয়ারী, বিকাল ৩টা
সভাপতিঃ ডক্টর এনামুল হক

বক্তৃতা করবেনঃ শিল্পী জয়নুল আবেদিন, ডক্টর আহমদ শরীফ, বেগম সুফিয়া কামাল, সিকান্দার আবু জাফর, কে,জি মোস্তফা, রণেশ দাশগুপ্ত, শহীদুল্লাহ কায়সার, অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন প্রমুখ।

লেখক স্বধিকার সংরক্ষণ কমিটির পক্ষ থেকে প্রচারিত ও সমকাল মুদ্রায়ন থেকে মুদ্রিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীঃ ‘প্রয়োজনে খাজনা বন্ধ করা হবে’	দৈনিক আজাদ	১৫ই জানুয়ারী ১৯৬৯

হাতিরদিয়াতে মওলানা ভাসানী বলেনঃ
অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজনবোধে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করা হইবে

হাতিরদিয়া (ঢাকা), ১৪ই জানুয়ারীঃ-পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল সোমবার এখানে বলেন যে, জনসাধারণের ভোটাধিকার, লাহোর প্রস্তাবে উল্লেখিত পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে আমরা খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিব।

তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ছয় কোটি মানুষের প্রাণের দাবী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য গণচীন সরকারের সহযোগিতা গ্রহণের দাবী জানান।

মওলানা ভাসানী স্বাধীনতার একুশ বৎসরে কৃষকসমাজের উপর খাজনা, ট্যাক্স ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের সীমাহীন জুলুমের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকসমাজের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভই আজ দেশে এক বিস্ফোরণমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে।

মওলানা ভাসানী বলেন, কৃষকের হাতে বন্দুক নাই, কিন্তু কৃষকের বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হরতাল পালনের ক্ষমতা রহিয়াছে। তাহারা যদি হাটবাজারে তাহাদের পরিশ্রমের ফসল ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রয় বন্ধ করেন, তাহা হইলে হাজার হাজার টাকার মাহিনার উজির-আমলা হইতে শুরু করিয়া থানার দারোগা পর্যন্ত সকলকেই কারেন্সী নোট চিবাইয়া খাইতে হইবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১ দফার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান	ছাত্রসমাজের প্রচারপত্র	জানুয়ারী ১৯৬৯

সংগ্রামী ছাত্রসমাজের ডাক
এগার দফার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন

স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘদিনের অনুসৃত জনস্বার্থবিরোধী নীতির ফলেই ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সংকট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। শাসনে-শোষনে অতিষ্ঠ হইয়া ছাত্র-জনতা, ছাত্র-গণআন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন।

আমরা ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত ১১ দফার দাবীতে ব্যাপক ছাত্র-গণআন্দোলনের আহবান জানাইতেছিঃ

১ (ক) স্বচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরী শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্সিয়াল ইনস্টিউট স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আইএ; আইএসসি; আইকম ও বিএ; বিএসসি; বিকম, এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এমএ ও এমকম ক্লাস চালু করিতে হইবে।

(ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশীপ ও ষ্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশীপ ও ষ্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

(ঙ) হল, হোষ্টেলের ডাইনিং হল, ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক ‘সাবসিডি’ হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(চ) হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্য্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

(জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

(ঝ) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিনেন্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবী মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষবর্ষেও ক্লাস দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইন্যালে পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিষ্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

(ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবী অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আই, ই, আর, ছাত্রদের দশ দফা; সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এম,বি,এ, ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবী মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বানিজ্য বিভাগকে আলাদা 'ফ্যাকাল্টি' করিতে হইবে।

(ড) কৃষি বিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' দাবীসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ঢ) ট্রেনে, ষ্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কন্সেসনে' টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকিটেও এই 'কন্সেসনে' দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতেও শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারী ও আধা-সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে দিতে হইবে।

(ণ) চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

(থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে এবং ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। নিম্নলিখিত দাবীসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবেঃ

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থার মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে এবং পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রর্বতন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারধীন থাকিবে। ফেডারেল প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী-রপ্তানী চলিবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রপ্তানী করিবার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

(চ) পুর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে।পুর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রকারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদও দফতর সাপন করিতে হইবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব-ফেডারেশন গঠন।

৫। ব্যাঙ্ক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬। কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋন মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮। পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরেপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষে :
আবদুর রউফ,
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।
খালেদ মোহাম্মদ আলী,
সাধারণ সম্পাদক,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।
সাইফুদ্দিন আহমেদ,
সভাপতি,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
সামসুদ্দেহা,
সাধারণ সম্পাদক,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
মোস্তফা জামাল হায়দার,
সভাপতি,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
দীপা দত্ত,
সহ-সম্পাদিকা,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
তোফায়ের আহমেদ,
সহ -সভাপতি,
ডাকসু।
নাজিম কামরান চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক,
ডাকসু।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিক্ষোভকালে ছাত্রদের উপর লাটিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ	দৈনিক পাকিস্তান	১৮ জানুয়ারী ১৯৬৯

ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গতকাল শুক্রবার কলা ভবনের বটতলায় সর্বদলীয় ছাত্র সভা শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করে এবং ঘনঘন কাঁদুনে গ্যাস ও লাল পানি নিক্ষেপ করে।

ছাত্রদের ১১-দফা দাবীর ভিত্তিতে গতকাল দাবী-দিবস পালন উপলক্ষ 'ডাকসু' সহ-সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ ছাত্র সভা শেষে ছাত্ররা পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে মিছিল বের করেন। মিছিলটি কলাভবনের পশ্চিম দিকে প্রক্টরের অফিসের সামনের দরজা দিয়ে বের হয়ে ভাইস-চ্যান্সেলরের বাস ভবনের সামনে দিয়ে পাবলিক লাইব্রেরীর দিকে এগুতে থাকলে এক দিকে রোকেয়া হলের সামনে মোতায়েন পুলিশ বাহিনী রায়ট কারের সাহায্যে লাল পানি ও কাঁদুনি গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং লাঠিচার্জ করে। কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে কয়েকজন ছাত্র আহত হয়। তৃতীয়বর্ষ বাংলা অনার্সের ছাত্র মোশাররফ হোসেনের শরীরের অনেক স্থানে কেটে রক্ত বের হয়। তাঁকে গ্রেফতার করে, কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে পুলিশ ট্রাকে তুলে রাখলে তিনি ব্যাথায় কাতরাতে থাকেন এবং কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।

সাড়ে বারটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত একঘন্টা কাল স্থায়ী ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ হয়। পুলিশ কয়েক দফা কাঁদুনে গ্যাস ও দু'বার লাল পানি নিক্ষেপ করে। ছাত্ররা পুলিশের উপর ঢিল নিক্ষেপ করলে পুলিশরাও ছাত্রদের উপর পাল্টা ঢিল নিক্ষেপ করে। শেষ পর্য্যায়ে গ্রেফতারের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর ছাত্ররা পুনরায় বটতলায় সমবেত হন। 'ডাকসু' সহ-সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয় পবিত্র অঙ্গনে পুলিশী নির্যাতনের নিন্দা করেন এবং এর প্রতিবাদে আজ শনিবার শহরের সকল শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালনের আহবান জানান। এরপর কিছুসংখ্যক ছাত্র হকিষ্টিক নিয়ে ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবনের দিকে যাওয়ার সময় পুলিশ আবার কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। পি পি আই জানিয়েছেন প্রায় দু'ডজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রমনা থানার ওসি জানান যে, তিনি সঠিক সংখ্যা না জানলেও প্রায় বিশ জনের মত ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল বটতলায় অনুষ্ঠিত সভায় ছাত্রদের ১২-দফা দাবী মেনে নেবার আহবান জানানো হয়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ১৪৪ ধারা বাতিলের এবং আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী প্রদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের আহবান জানানো হয়।

এন এস এফ নেতাদের বিবৃতি

এন এস এফের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুবুল হক তুলন, ''ডাকসু'' সাধারণ সম্পাদক ও জিন্নাহ হল এন এফ সভাপতি জনাব নাজিম কামরান চৌধুরী ও মহসীন হল ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক

জনাব ইব্রাহীম খলিল গতকাল শক্রবার এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে পুলিশ বাহিনীর বেপরোয়া লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও সাধারণ ছাত্রদের মারধরে উদ্বেগ প্রকাশ করে পুলিশী কার্যকলাপের নিন্দা করেছেন।

তাঁরা ছাত্রদের সংগ্রামে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁরা পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ঘোষিত আজকের কর্মসূচীর প্রতিও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

মেডিকেল কলেজ

দাবী দিবস পালন উপলক্ষ গতকাল শক্রবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা কালো পতাকা উত্তোলন এবং কালো ব্যাজ ধারণ করেন। ছাত্ররা তাদের দাবী-দাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপিও প্রিন্সিপালের নিকট অর্পন করেন। মেডিক্যাল ছাত্ররা পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় সভায় যোগ দেন।

সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে প্রতীক ধর্মঘট

গতকাল শক্রবার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের ইন্টারনী ডাক্তাররা তাদের উন্নততর মর্যাদা ও দাবীর ভিত্তিতে প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। তারা ডাঃ সাব্বির আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অুনষ্ঠিত এক সভায় মিলিত হয়ে স্বায়ত্তশাসিত স্বাস্থ্য সার্ভিস ও ইন্টারনীস ডাক্তারদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবী জানান।

পাকিস্তান জমিয়াতে তোলাবায়ের আরাবীয়ার সাধারণ সম্পাদক জনাব এস এম ইদ্রিস গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে শান্তিপূর্ণ ছাত্র জনতার উপর পুলিশী জুলুম ও বেআইনী গ্রেফতারের নিন্দা করেছেন। তিনি গ্রেফতারকৃতদের মুক্তিও দাবী করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর পুলিশী নির্যাতনের নিন্দা করে পাকিস্তান ছাত্র শক্তির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব শফিকুর রহমান একটি বিবৃতি দিয়েছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষঃ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ	দৈনিক পাকিস্তান	১৯ জানুয়ারী ১৯৬৯

ছাত্র-পুলিশে সংঘর্ষঃ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শনিবার পুলিশ ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী ছাত্রদের উপর কয়েক দফা লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ধর্মঘটী ছাত্ররা মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। ফলে ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি এক পর্য্যায়ে এমন আকার ধারণ করে যে, যখন ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে এক ঘন্টারও অধিক সময় ধরে কাঁদুনে গ্যাস ও ইষ্টক বিনিময় হতে দেখা যায়। ছাত্ররা শুক্রবার পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস বর্ষণের প্রতিবাদে গতকাল শনিবার ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট আহবান করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই ধর্মঘটে যোগ দেয়। ছাত্ররা ই পি আর টিসির একটি ডবল ডেকার বাসে অগ্নিসংযোগ করে।

সন্ধ্যার পর ইকবাল হল ও জিন্নাহ হলে ইপি আর বাহিনী ঢুকে ছাত্রদের মারধর করে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের ফলে কয়েকজন আহত হয়েছে। শতকরা ঢাকা শহরে ৩৪ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মঘটী ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা অনুষ্ঠানের পর ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। ফলে ছাত্ররা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

ছাত্রদের শোভাযাত্রা বন্ধ করার জন্য পুলিশ বাহিনী প্রথমে কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে। এর জবাবে ছাত্ররা ইষ্টক বর্ষণ শুরু করে। পুলিশের রায়টকারের বারংবার রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াতে থাকে এবং ছাত্রদের উপর লাল পানি নিক্ষেপ করতে থাকে। ছাত্রদের ইটে রায়টকারের একদিকের কাঁচ ভেঙ্গে যায়। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সড়কের উপর বেঞ্চ, টেবিল ও চেয়ার ইত্যাদি জমা করে ব্যারিকেট তৈরী করে।

গতকাল এন এস এফ-সহ ছাত্র প্রতিষ্ঠান একযোগে ধর্মঘটে যোগ দেয়। গতকাল প্রথমে থেকেই বহুসংখ্যক ছাত্রকে বাঁশ ও লাঠি দ্বারা সুসজ্জিত অবস্থায় দেখা যায়। বেলা ১২-১০ মিনিট থেকে প্রায় সোয়া দু'টো পর্যন্ত ছাত্র-পুলিশ এক খন্ডযুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এই সময়ে কাঁদুনে গ্যাসের তীব্রতায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দিকে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। মাঝখানে পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস ষ্টক শেষ হয়ে যাওয়ায় পুনরায় তা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। প্রবল কাঁদুনে গ্যাসে অসুস্থ হলে প্রায় ২৫ জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

রোকেয়া হলের সামনে যে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রাখা হয় তাদের উদ্দেশ্যে হলের ভিতর থেকে ছাত্রীরাও ইষ্টক বর্ষণ শুরু করলে পুলিশ সেখানেও কয়েক রাউন্ড কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এখানে ছাত্রীদের প্রতি পুলিশ বাহিনীর অশোভন আচরণ করতে দেখা যায়। পুলিশের অশোভন গালি-গালাজ থেকে রোকেয়া হলের শিক্ষকরাও রেহাই পাননি।

বেলা দু'টোর পর ছাত্রদের একটি মিছিল জিন্নাহ এভিন্যুতে চলে যায় এবং গুলিস্থানের সম্মুখস্থ মীরজুমলার কামানের চারদিকে ছাত্র-জমায়েত হয়ে জনসভা শুরু করে দেয়। ছাত্রনেতারা কামানের উপর দাঁড়িয়ে উপস্থিত ছাত্র ও পথচারীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন।

এই সময় পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠিচার্জের ফলে বহুসংখ্যক নিরীহ পথচারী আহত হন। অতপরঃ কয়েক ঘন্টাব্যাপী ছাত্র পুলিশের মুখোমুখি সংঘর্ষের অবসান ঘটে।

বেলা সাড়ে তিনটা থেকে প্রায় সাড়ে ৫টা পর্যন্ত ইপিআর বাহিনী জিন্নাহ হল ও ইকবাল হলে প্রবেশ করে ছাত্রদের ওপর চড়াও হয় এবং মারপিট করে বলে হলের ছাত্ররা অভিযোগ করেন। তাঁরা জানান জিন্নাহ হল থেকে ১১ জন ও ইকবাল হল থেকে ৯ জন ছাত্রকে ইপিআর বাহিনী গ্রেফতার করে।

বেলা প্রায় সাড়ে ১২টার সময় পুলিশ নীলক্ষেতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কোয়ার্টারে সাঁইত্রিশ নম্বর বিল্ডিংয়ের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং রাঙ্গু মিয়া নামক একজন খবরের কাগজ হকারকে ধারে এনে বেদম প্রহার ও গ্রেফতার করে। এছাড়া নীলক্ষেতের রাস্তায় আব্দুল হান্নান নামে একজন রিক্সা চালককে পুলিশ প্রহার ও গ্রেফতার করে।

ছাত্রদের ইষ্টক বর্ষণে একজন আইবি ফটোগ্রাফার দু পায়ে আঘাত পান। একজন পুলিশ সিপাইও গুরুতর জখম হয়।

সাংবাদিক বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর আতিকুজ্জামান খানকেও পুলিশ অপমান এবং অশোভন আচরণ করে। দুপুরে ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ মফিজউদ্দিন আহমদ কলাভবনের প্রাঙ্গণে এসে ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি পুলিশী হামলার নিন্দা করেন।

মহসীন হলের প্রভোষ্ট ডঃ ইন্নাস আলীও সংক্ষিপ্ত ভাষণে পুলিশী হামলার নিন্দা করেন।

সোমবার প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট

গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন হলে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার উপর লাঠিচার্জ এবং বহু ছাত্রকে গ্রেফতার, ইকবাল হল ও জিন্নাহলের অভ্যন্তরে ইপিআর বাহিনীর মারপিট ও গ্রেফতার ইত্যাদি সরকারী নির্যাতনের নিন্দা করে ঢাকার বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের ২৫ জন কর্মকর্তা এক যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে তাঁরা সরকারী নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে, গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবীতে এবং ছাত্রদের ১১-দফা দাবীর সমর্থনে আগামীকাল সোমবার প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট আহবান করেছেন।

এন এস এফ-এর বিবৃতি

এন, এস, এফ-এর কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি জনাব সাইফুল্লাহ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মজীর আলী এক বিবৃতিতে গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইপি আর বাহিনীর তৎপরতার তীব্র প্রতিবাদ জানান। তারা আবাসিক হলের ছাত্রদরে উপর অত্যাচারের নিন্দা করেন। তাঁরা গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবী করেন।

আওয়ামী লীগের বিবৃতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসগুলিতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ইপিআর বাহিনীর প্রবেশ ও ছাত্রদের উপর মারপিট করার তীব্র নিন্দা করে গতকাল শনিবার ৬-দফা পন্থী আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন।

তিনি বিবৃতিতে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপেরও নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

তিনি পুলিশের এই বাড়াবাড়ির তীব্র নিন্দা করে শহর থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ও আটক ছাত্রদের অবিলম্বে মুক্তিদানের আহবান জানান।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভায় ছাত্রদের ওপর হামলায় নিন্দা জ্ঞাপন	দৈনিক সংবাদ	২০ জানুয়ারী, ১৯৬৯

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভায় নিন্দা

গতকল্য (রবিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডাঃ মফিজুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমিতির কার্য নির্বাহক কমিটির এক সভায় গত শুক্র ও শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যন্তরে পুলিশের প্রবেশ ও লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, ছাত্রদের নির্বিচারে মারধোর, পরিস্থিতি শান্ত থাকা সত্বেও অপরাহ্নে আবাসিক হলসমূহে ইপিআর বাহিনীর প্রবেশ, ছাত্রদের মারধোর ও গ্রেফতারের নিন্দা করা হয়।

এফ, এইচ, হল এবং মুসলিম হলের ছাত্রগণ গতকল্য (রবিবার) এক সভায় মিলিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ ও উহার আশেপাশে ছাত্রদের উপর পুলিশ নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করেন।

হল-ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সভাপতিতে অনুষ্ঠিত সভায় ছাত্র নির্যাতনের ও গ্রেফতারের প্রতিবাদ করা হয়।

সভায় ছাত্রদের ১১-দফা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য নতুন শপথ গ্রহণ করা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে ছাত্রদের শোকসভা ও মিছিল	দৈনিক পাকিস্তান	২১ জানুয়ারী ১৯৬৯

আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে ছাত্রদের শোকসভা ও মিছিল

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল সোমবার ছাত্র বিক্ষোভকালে জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টরের রিভলবারের গুলিতে জনাব আসাদুজ্জামান নিহত হয়েছেন। পুরনো কলাভবন ও বর্তমানে পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন ইনষ্টিটিউট সম্মুখবর্তী রাস্তায় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের এক পর্যায়ে বেলা ২টায় পুলিশের একটি চলন্ত জীপ থেকে জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর রিভলবার থেকে গুলীবর্ষণ করলে আসাদুজ্জামানের বুকে গুলীবিদ্ধ হয়। এছাড়া আরো তিনজন ছাত্র গুলীতে আহত হন। গুলীবর্ষণকালে উক্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর ছাত্রদের ইট নিক্ষেপের ফলে নিজেও আহত হয়েছিল তার গন্ড বেয়ে রক্ত পড়ছিল।

ছাত্র আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী আসাদুজ্জামানের নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে অন্যান্য ছাত্ররা প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাঁকে দ্রুত মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে পৌঁছার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আসাদুজ্জামানের লাশ ময়না তদন্তের জন্যে নেয়া হলে বিপুলসংখ্যক ছাত্র লাশ পাহারা দিয়ে পোস্ট-মর্টেম কক্ষ পর্যন্ত গমন করে এবং তথায় অপেক্ষা করতে থাকে। পরে গতকাল সন্ধ্যার দিকে লাশ নিয়ে ছাত্ররা মিছিলে বের হওয়ার উপক্রম করলে ডিসি ও আইজির নেতৃত্বে ইপিআর ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মেডিক্যাল কলেজে দ্রুত প্রবেশ করে। ইত্যবসরে ছাত্ররা ট্রাক হতে লাশ হাসপাতালের অভ্যন্তরে সরিয়ে ফেলেন। ফলে পুলিশ লাশের অপেক্ষায় মেডিক্যাল কলেজের চতুর্দিকে গভীর রাত পর্যন্ত ঘিরে থাকে। পুলিশের আই জি জানান যে, নিহত ছাত্রের ভাই ছাত্রদের হাত থেকে লাশ উদ্ধারের জন্য পুলিশের সাহায্য চেয়েছেন। প্রকাশ, অপর দিকে লাশ নিয়ে ছাত্ররা মিছিল করার প্রস্তুতি নিলে 'ডাক'-এর কয়েকজন নেতাও সেখানে উপস্থিত হন। লাশের নিরাপত্তা ও আত্মীয়দের কাছে প্রত্যর্পনের নিশ্চয়তা দাবী করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ 'ডাক' নেতাদের কাছ হতে মুচলেকা দাবী করলে সংগ্রামী ছাত্র নেতারা 'ডাক' নেতাদের প্রতি তাদের বিরুপ মনোভাব প্রকাশ করেন। এই পর্যায়ে নিহত ছাত্রের বড় ভাই পুলিশের আইজির হস্তক্ষেপ কামনা করে টেলিফোন করেছিলেন বলে জানা গেছে।

শোকসভা

জনাব আসাদুজ্জামানের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর গতকাল বিকেল পৌনে তিনটায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা মেডিক্যাল কলেজের সামনে জমায়েত হয়ে শোক সভায় মিলিত হন। শোক সভায় ডাকসু সহ-সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ ও ছাত্রনেতা জনাব শাসসুদ্দোহা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। সভায় মরহুমের আত্মার সম্মানার্থে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় কালো পতাকাও উত্তোলন করা হয়। বেলা তিনটায় ছাত্র-ছাত্রীরা কালো পতাকা বহন করে একটি দীর্ঘ নীরব শোক মিছিল বের করেন।

মহসীন হলের ছাত্র ও প্রভোষ্ট সহ হাউস টিউটরবৃন্দ আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে হলের শহীদ বেদীতে শোক সভায় মিলিত হয়ে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

অধ্যাপকদের নেতৃত্বে মিছিল

সভা শেষে হলের প্রভোষ্ট ডঃ ইন্নাস আলী, হাউস টিউটর ডঃ আবদুল লতীফ (ভূ-বিদ্যা বিভাগ), অধ্যাপক কামরুদ্দিন হোসেন (দর্শন বিভাগ), অধ্যাপক এ টী এম জহুরুল হক (অর্থনীতি), অধ্যাপক আবদুল মান্নান (আরবী), অধ্যাপক এ এস এম আব্দুল্লাহ (সংখ্যাতত্ত্ব), অধ্যাপক ডঃ আবুল খায়ের (ইতিহাস) এবং ছাত্ররা নগ্ন পদে কালো ব্যাজ পরিধান করে একটি শোক মিছিল বের করেন।

মহসীন হল সংসদের সহ-সভাপতি জনাব মোশাররফ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব ইব্রাহিম খলিল এক যুগ্ম বিবৃতিতে ইপি আর বাহিনীর নগ্ন হামলার শিকার ১৯৬৯ সালের বীর শহীদ আসাদুজ্জামানের উপর ই পি আর বাহিনীর বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা করেন। তাঁরা মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে শোক সন্তপ পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। তাঁরা ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সংগ্রামী ছাত্র সমাজ কর্তৃক আহুত আজকের হরতালে পূর্ণ সমর্থন জানান।

ইকবাল হলে শোকসভা

ইকবাল হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি জনাব খালেদ হাশিমের সভাপতিত্বে গতকাল সোমবার রাত্রে ইকবাল হলে অনুষ্ঠিত এক শোক সভায় জনাব আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। সভায় ছাত্রদের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ করা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রদেশের সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল	দৈনিক পাকিস্তান	২১ জানুয়ারী ১৯৬৯

প্রদেশের সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল

চট্টগ্রামস্থ আমাদের প্রতিনিধি এক তারাবার্তায় জানান যে, আজ চট্টগ্রাম পুলিশ বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করে। বিক্ষোভকারী ছাত্রদের মিছিলটি স্থানীয় জিন্নাহ পার্কের নিকটে আসিলে পুলিশ এক কড়া ব্যূহ রচনা করিয়া ছাত্রদের অগ্রসরের পথে বাধা দান করে। বিক্ষুদ্ধ ছাত্ররা পুলিশের কর্ডন ভেদ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে পুলিশ তাহাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ও লাঠিচার্জ করে।

আজ সকাল হইতে চট্টগ্রামের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মঘট পালন করে। ধর্মঘটী ছাত্র-ছাত্রীরা গত শনিবার ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে পুলিশী নির্যাতনের তীব্র নিন্দা প্রকাশ করা হয় ও আটক ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

রাজশাহী

পিটিআই পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়, গত শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে আজ সকালে রাজশাহী শহরের হাজার হাজার ছাত্র (পৃঃ ৮)

প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। চট্টগ্রামে পুলিশ ধর্মঘটী মিছিলের উপর লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। অন্যান্য জেলায় পুলিশ অথবা ইপিআর বাহিনী ছাত্রদের সঙ্গে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নাই।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১-দফার ভিত্তিতে ছাত্র গণ-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ	সংগ্রামী ছাত্র সমাজের প্রচার পত্র	ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

গণ-সংগ্রাম ক্ষান্ত হইবে না
সংগ্রামী ছাত্রসমাজের রক্ত শপথ

পূর্ব বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান ঘটিতে শুরু করিয়াছে। স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী নির্মম গুলীবর্ষণের মাধ্যমে ব্যাপক ছাত্র ও জনসাধারণকে হত্যা করিয়া এবং সর্বপরি 'কারফিউ' জারী করিয়াও এই গণঅভ্যুত্থানকে স্তব্ধ করিতে পারিতেছে না। শাসক গোষ্ঠীর শত গুলীবর্ষণও এই অভ্যুত্থানকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। জালেম শাহীকে অবিলম্বে উচ্ছেদ করিয়া গণতান্ত্রিক রাজত্ব কায়েম ও পূর্ব-বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদকে ধ্বংস করিতে না পারিলে এবং ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, চাকুরীজীবী, মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী, ছোট-মাঝারি শিল্পপতিদের বিভিন্ন মুখী সমস্যার সমাধান তথা ছাত্র সমাজের ১১-দফা দাবী আদায়ের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থান ক্ষান্ত হইবে না। যে সংগ্রাম আজ শুরু হইয়াছে তাহা শেষ না করিয়া তাহার বিরাম নাই। ছাত্র সমাজের পক্ষ হইতে আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, এই সংগ্রামের শেষ না করিয়া আমরা থামিব না এবং অতি শীঘ্র আমরা সংগ্রামের পরবর্তী বৃহত্তর কর্মসূচী দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করিব। তাই ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর নিকট সেই বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচীগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য আহবান জানাইতেছিঃ

১। প্রদেশের সকল জেলায়, মহকুমায়, থানায়, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মহল্লায় এবং শ্রমিক অঞ্চলে সর্বদলীয় ছাত্র সমাজের উদ্যোগে সংগ্রাম কমিটি গড়িয়া তুলুন। এই সকল কমিটি হইতে আন্দোলনকে সুশৃঙ্খল ও সংগঠিত ভাবে পরিচালনা করুন। স্থানীয় কমিটিগুলি উপরের কমিটির সহিত যোগাযোগ করুন।

২। আন্দোলনের কর্মপন্থা ঘোষণার জন্য এই সকল কমিটি হইতে প্রচারপত্র, প্রাচীরপত্র, পথসভা, মাইক ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করুন।

৩। সকল জনগণকে সংগঠিত করুন।

৪। গ্রাম অঞ্চলে গণঅভ্যুত্থানকে ছড়াইয়া দিন।

৫। সর্বত্র হাজার হাজার সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করুন।

৬। সংগ্রামকে সফল করার জন্য শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আগাইয়া আসুন।

৭। সকল সময় শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। সকল প্রকার সরকারী উস্কানীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন।

৮। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করুন।

৯। সকল কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশাবলী বিনা প্রশ্নে মানিয়া চলুন।

দেশবাসীর নিকট আমাদের আহ্বান

১। গুলীবর্ষণ, বেয়নেট চার্জ ও লাঠির আঘাতে আহতদের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে রক্ত দান করুন। সান্ধ্য আইনের বিরতির মাঝে সম্ভব মত রক্ত দান করুন

সাম্প্রতিক আন্দোলনে নিহত ও আহতদের পরিবার পরিজনকে সাহায্যার্থে এগিয়ে আসুন। এবং নিম্নরুপ ঠিকানায় সম্ভবমত অর্থ প্রেরণ করুন। তোফায়েল আহমেদ, ৩১৩, ইকবাল হল, ঢাকা।

২। রিক্সাচালক, ক্ষুধে মজুর এবং দারিদ্র জনসাধারণকে বেশী করিয়া ভাড়া ও মজুরী দিন ও যথাসাধ্য সাহায্য করুন। রিক্সা মালিকদের নিকট আমাদের আবেদন তারা যেন পুরোদিনের ভাড়া গ্রহণ না করেন।

৩। দোকানদার ও ব্যবসায়ী ভাইয়েরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ না করিয়া ন্যায্য মূল্য গ্রহণ করুন।

৪। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে অগ্রসর করুন। যে কোন প্রকার সরকারী উস্কানির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

১। আবদুর রউফ, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।
২। সাইফুদ্দিন আহমেদ, সভাপতি, ছাত্র ইউনিয়ন।
৩। মোস্তাফা জামাল হায়দার, সভাপতি, ছাত্র ইউনিয়ন।
৪। খালেদ মোহাম্মদ আলী, সাধারণ, পূর্ব পাক ছাত্রলীগ।
৫। মাহবুবুল হক দোলন, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন।
৬। ইব্রাহিম খলিল, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন।
৭। সামসুদ্দোহা, সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র ইউনিয়ন।
৮। মাহবুব উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র ইউনিয়ন।
৯। তোফায়েল আহমদ, সহ-সভাপতি, ডাকসু।
১০। নাজিম কামরুন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় কৃষ্ণ দিবস	দৈনিক পাকিস্তান	৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

দোকানপাট যানবাহনে কালো পতাকাঃ ঢাকায় কৃষ্ণ দিবস
ছাত্রদের ক্লাস বর্জনঃ সভা ও মিছিল

(স্টাফ রিপোর্টার)

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম আহবান কমিটির গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় ছাত্র ও বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকরা কৃষ্ণ দিবস পালন করেন। এ দিন সব ধরনের যানবাহন, দোকান-পাট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। শহরের প্রতিটি বাস ও ট্রাকের গায়ে ‘‘আইয়ুব ফিরে যাও’’ পোষ্টার দেখা যায়। এ ছাড়া শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণ ধর্মঘট করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন কলাভবনে এক ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়, ও পরে এক বিরাট সোভা যাত্রা শহর পরিক্রমণ করে।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী গতকাল শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণ ক্লাশ বর্জন করে খন্ড খন্ড শোভাযাত্রা সহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলাভবনে এসে সমবেত হতে থাকেন। বেলা ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলাভবন প্রাঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষুদ্ধ সমাবেশে পূর্ণ হয়ে যায়।

এই বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দানের জন্য ছাত্র নেতৃবৃন্দ গাড়ী বারান্দার ছাদকে মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করেন।

গাড়ী বারান্দার ছাদ থেকে সমবেত ছাত্র-ছাত্রীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকালে ডাকসুর সহ-সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ বলেন পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর গুলিতে নিহত ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকের বুকের রক্তে বাংলার মাটি রঞ্জিত হয়েছে, আর ১১-দফা দাবী শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকের শপথে পরিণত হয়েছে। এই রক্ত অক্ষরে লিখিত শপথ আদায়ের জন্যই ছাত্র সমাজ আন্দোলন শুরু করে, এবং ১১-দফা দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক জনতার আন্দোলন খান্ত হবে না। গোল টেবিল বৈঠক প্রত্যাখান করে জনাব তোফায়েল আহমদ বলেন যে, কয়েকজন নেতার সাথে গোল টেবিল বৈঠক করলে পূর্ব বাংলার ছাত্র জনতা তা মানবে না, গোলটেবিল বৈঠকে পূর্বশর্ত হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান, ওয়ালী খান, অধ্যাপক মূজাফফর আহমদ, ভুট্টসহ সকল রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্র বন্দীদের মুক্তিদান, জরুরী আইন প্রত্যাহার, ইত্তেফাক পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা, জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, জনাব আবদুল হক ও জনাব মোহাম্মদ ফরহাদসহ সকল নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে জারীকৃত হুলিয়া ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করতে হবে।

তিনি বলেন আগামী রোববার পল্টন ময়দানে সর্বদলীয়, ছাত্র সংগ্রাম কমিটি এক জনসভা অনুষ্ঠান করবে এবং উক্ত জনসভায় কমিটি ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে আগামী দিনের আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে টাঙ্গাইলে গত বুধবার ছাত্র-জনতার শোভাযাত্রার ইপর ই পি আরের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং নিহত ছাত্রদের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

সভাশেষে এক বিরাট মিছিল বের করা হয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীগণ কালো ব্যাজ ধারণ করেন। এছাড়া শোভাযাত্রী কালো পতাকা ও তাঁদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া সম্মলিত পোষ্টার ফেষ্টুন বহন করেন।

দুপুর ১২টা ২০মিনিটের সময় বিশ্ববিদ্যালয় নতুন কলা ভবন থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে নীলক্ষেত রোড, নিউমার্কেট, আজীমপুর, লালবাগ, উর্দু রোড, চকবাজার, ইসলামপুর, সদরঘাট, নবাবপুর, জিন্নাহ এভিনু, তোপখানা রোড প্রদক্ষিণ করে বিকাল সাড়ে তিনটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হয় এই দীর্ঘ পথ অতিক্রমকালে শোভাযাত্রার কলেবর বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন এলাকার নাগরিকগণ করতালি ও পুষ্প বর্ষণের মাধ্যমে শোভাযাত্রীদের অভিনন্দন জানায়।

বুধবারের ছাত্র ধর্মঘট

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রামে কমিটির আহবানে গত বুধবার ছাত্র ও গণহত্যা সহকারী নির্য্যাতন ও ব্যাপক হারে গ্রেফতারের প্রতিবাদে প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

এই দিন ঢাকা শহরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণ ধর্মঘট করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলাভবনে এক বিরাট ছাত্র সভায় মিলিত হয়। ডাকসুর সহ-সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ছাত্র জনতার দাবী মেনে নিয়ে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, ছাত্র-জনতার দাবী মেনে নেয়া না হলে ক্ষমতাসীনদের সাথে কোন বৈঠক জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

সভায় ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক নেতাসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তিদান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার, জরুরী আইন, দেশরক্ষা আইন ও নিরাপত্তা আইন বাতিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান, ইত্তেফাক ও অন্যান্য সংবাদ পত্রের উপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রদান সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার, ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকের দাবী পূরণ পুলিশের গুলিতে নিহতদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দানের দাবী জানানো হয়।

সভায় গৃহীত অপর দুটি প্রস্তাবে প্রাদেশিক গভর্ণর জনাব আবদুল মোনেম খানের অপসরণ এবং ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদের নির্যাতনের জন্য সরকারী কর্মচারীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবী করা হয়।

সভাশেষে এক বিরাট শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন রাজপথে প্রদক্ষিণ করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫ জানুয়ারী থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার	দৈনিক পাকিস্তান	৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার
২৫শে জানুয়ারী থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে গতকাল শক্রুবার ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। সর্বত্র সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর সংঘর্ষ হয়।

গত রাতে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এক প্রেস নোটে বলা হয়, বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্যের জন্য সামরিক বাহিনীকে তলব করা হয়েছে। শুক্রবার রাত ৮টা থেকে শনিবার রাত ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টাব্যাপী সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। প্রেসনোটে বলা হয় শুক্রবার পুলিশের গুলিতে ঢাকায় ৩ জন, ময়মনসিংহে ২ জন এবং চট্টগ্রামে একজনের প্রাণহানি ঘটে। এ ছাড়া পুলিশের গুলিতে ঢাকায় ১০ জন, ময়মনসিংহে ২০ জন ও চট্টগ্রামে কয়েকজন আহত হয়। প্রেস নোটের অপর এক স্থানে বলা হয়, শুক্রবার ঢাকায় দশ হাজার লোকের এক জনতা মর্নিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তান অপর দিকে পুলিশ ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী তাদের বাধা দিল প্রবলভাবে। তারপর নিক্ষিপ্ত হলো কাঁদুনে বোমা। তারপর ৬ রাউন্ড গুলি বর্ষিত হলো। ঘটনাস্থলেই মারা গেল ৪ জন। বিক্ষোভকারীরা ২ জনের লাশ নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

সাংবাদিকরা তথায় ঝুঁকি নিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেল আরো একটি লাশ শায়িত রয়েছে সেক্রেটারিয়েট গেটের অভ্যন্তরে একটি কামরার সম্মুখে।

গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়ার পর তাকে পা ধরে টেনে আনা হয়েছিল সেখানে। সাংবাদিকেরা তথায় উপস্থিত হওয়ামাত্র তাদের তাড়িয়ে দেয়া হ'ল উর্ধ্বতন অফিসারদের কড়া নির্দেশে। তারপর লাশটি টেনে নেয়া হয়েছিল একটি কামড়ায়।

এখানে গুলিবর্ষণের পরই শহরের রুপ পালটে গেল। এতক্ষনের শান্তিপূর্ণ মিছিল ফেটে পড়ল উত্তেজনায়। জনতা সেখানে ভিড় করে এগিয়ে এল। আগুন ধরাতে চেষ্টা করলো সেক্রেটারিয়েট গেটে। তোপখানা রোডের গেটেও তখন ক্ষিপ্ত জনতা ভিড় করলো। সেখানে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষিপ্ত হলো। এরপর বেপরোয়া হয়ে বিক্ষুব্ধ জনতা পুরানা পল্টন মোড়ের পেট্রোল পাম্প ভেঙ্গে ফেলে।

নারায়নগঞ্জ

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কমিটির আহবানে আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ উপলক্ষ গতকাল শুক্রবার নারায়ণগঞ্জে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

গতকাল শুক্রবার ময়মনসিংহে বিক্ষোভ মিছিলকারী ছাত্র-জনতার উপর গুলিবর্ষণের ফলে ২জন নিহত ও ২০জন আহত হয়।

২৬শে জানুয়ারী

গতকাল শনিবার ঢাকায় সান্ধ্য আইন জারী থাকাকালে পুলিশের গুলীবর্ষণে ২জন নিহত হয়। শহরে সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আরও ২৪ ঘণ্টা বর্ধিত করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ শহর, তৎপার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল, ডেমরা, সিদ্ধিগঞ্জ এবং ফতুল্লা থানা এলাকায় গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৫টা থেকে ২৪ ঘন্টাব্যাপী সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।

নারায়ণগঞ্জে ৪ জন অধ্যাপকসহ ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গত শুক্রবার ১টা থেকে ২১ ঘন্টার জন্য খুলনায় সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। একটি ছাত্র মিছিলকে কেন্দ্র করে দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষে ২৩ জন আহত হওয়ার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

২৪শে জানুয়ারী প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে গতকাল শনিবার সিলেট শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ধর্মঘটী ছাত্র-ছাত্রীরা বিরাট মিছিল বের করে।

২৭শে জানুয়ারী

গতকাল রোববার ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, আদমজী, ডেমরা প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে সান্ধ্য আইন জারী থাকা অবস্থায় সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে ৩ ব্যক্তি নিহত ও ১০ জন আহত হয়।

সকাল ১১ টা হইতে ২ টা পর্যন্ত এসব এলাকায় সান্ধ্য আইন শিথিল করা হয়। ঢাকার সান্ধ্য আইনের মেয়াদ ৩৬ ঘন্টা, নারায়ণগঞ্জের শিল্পঞ্চলে ৩৯ ঘন্টা বৃদ্ধি করা হয়। ময়মনসিংহে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৮৪ জনকে গ্রেফাতার করা হয়। এদিকে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা জনাব ফিদা হাসান পূর্ব পাকিস্তান সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসছেন।

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান সমন্বয় কমিটি ঢাকা শহর ও প্রদেশের অন্যান্য স্থান থেকে অবিলম্বে সান্ধ্য আইন, ইপিআর ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবী জানায়।

২৯ শে জানুয়ারী

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ গ্রেফতার। ঢাকা হাইকোর্ট বার সমিতির জরুরী সভায় গুলীবর্ষণ ও সান্ধ্য আইন জারির তীব্র নিন্দা।

৩০ শে জানুয়ারী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লঙ্ঘনের নিন্দা, প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা। গুলিবর্ষণের নিন্দা ও অবিলম্বে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহারের দাবী।

৩১ শে জানুয়ারী

সান্ধ্য আইন সম্পর্কিত জনাব ফরিদ আহমদের রীট নাকচ। বার ঘন্টাব্যাপী সান্ধ্য আইন শিথিল থাকাকালে ঢাকায় কোন শান্তি ভঙ্গ হয়নি।

সরকারি প্রেসনোটে প্রকাশ, মাদারীপুরের জাজিরা থানায় ১ ব্যক্তি নিহত ও ৩ জন আহত।

গত ২৭শে জানুয়ারী পিপলস পার্টির হায়দরাবাদ শাখা করাচী, ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে এক বিরাট মিছিল বের করে।

১লা ফেব্রুয়ারী

দেশ রক্ষা আইনে এনডিএফ নেতা জনাব ওলি আহমদ গ্রেফতার। ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার ভেদরগঞ্জে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে একজন ছাত্র আহত। বগুড়ায় পূর্ণ হরতাল পালিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ২৭ জন মুসলিম লগি নেতার বিবৃতি।

ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার জলিরপাড়ে বিক্ষুদ্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে এক ব্যক্তি নিহত। বাগেরহাটে ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে ২ ব্যক্তি আহত।

২রা ফেব্রুয়ারী

গ্রেফতার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে রংপুরে মহিলাদের সভা ও মিছিল।

বিরোধী দলের সমালোচনার মুখে জাতীয় পরিষদে পৌর প্রশাসন বিল গ্রহীত।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী

সরকারী মুখপাত্র কর্তৃক প্রাদেশিক গভর্ণর পদে রদবদল সংক্রান্ত খবরের সত্যতা অস্বীকার। সংবাদপত্র ও পেশাদার সাংবাদিকদের উপর পুলিশের বর্বরোচিত হামলা এবং প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিপীড়নমূলক নীতির প্রতিবাদে প্রদেশের সর্বত্র চব্বিশ ঘন্টাব্যাপী ধর্মঘট পালন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মওলানা ভাসানী কর্তৃক আইয়ুব খান প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকের বিরোধিতা এবং ১১-দফা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহবান	দৈনিক সংবাদ	৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯

১১-দফা ও ১৪ই-র হরতালের প্রতি ভাসানীর সমর্থন
প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকের বিরোধিতা

গতকাল (শুক্রবার) অপরাহ্নে ৪৬, কাপ্তান বাজারস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ভাসানীপন্থী 'ন্যাপ' কর্মীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রদান প্রসঙ্গে পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৪ই ফেব্রুয়ারী আহূত হরতালের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি উক্ত দিবসের হরতালকে সফল করার জন্য পার্টির প্রতিটি কর্মীর প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন এবং ১১-দফা দাবীতে উক্ত হরতাল পালন এবং উক্ত দিবসে ১১-দফা দাবিতে মিছিল করার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি আহবান জানান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান গণসংগ্রামকে তিনি অব্যাহত রাখার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদী শক্তিসমূহ আজ তাহাদের স্বার্থরক্ষা আইয়ুবের আমলাশাহীর ত্রিশংকু অবস্থায় বিপর্যস্ত বোধ করিতেছে এবং পরিত্রাণের জন্য মরিয়া হইয়া আপোষের পথ খুজিতেছে। তিনি এই মুহূর্তে যে কোন আপোষ জনগণের জন্য আত্মহত্যার শামিল হইবে বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, গণ অভ্যুত্থানের যে শক্তির বলে আজ এই সরকার নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, সেই শক্তির চাপ অব্যাহত রাখিয়াই আজ ইহাকে খতম করিতে হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, সংগ্রামের পথেই আজ পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পশ্চিম পাকিস্তানের এই ইউনিট বাতিলের দাবী এবং যে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকেরা বুকের রক্ত দিয়া এই গণসংগ্রাম গড়িয়া তুলিয়াছে এবং আইয়ুবের ভিত টলাইয়া দিয়াছে তাহাদের দাবীসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

তিনি প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকের বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে আসন্ন গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিয়া স্বায়ত্তশাসনের ও ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকের দাবী আদায় করা সম্ভব হইবে না।

তিনি বর্তমান সংগ্রামের গতিবেগকে তীব্রতর করার প্রতি এবং সকল অন্যায় আইনকে অমান্য করিয়া আরও আত্মত্যাগের মাধ্যমে চূড়ান্ত মুক্তির পথ রচনা করার জন্য কর্মী সাধারণের প্রতি আহবান জানান।

মওলানা সাহেব ছাত্রদের মহান আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত অনুপ্রাণিত হইয়া অভিভাবক ও কর্মীদের প্রতি মুক্তির জন্য প্রাণপাত করার মনোভাব গড়ে তোলার আহবান জানান। উত্তরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে তাঁহার দল ১৯৬৬ সালের জুন মাসে যে ১৪-দফা দাবী গ্রহণ করিয়াছিল তাহা ছাত্রসমাজের ১১-দফা দাবীর অনুরুপ।

মওলানা সাহেব টাঙ্গাইল ও হাজীগঞ্জের সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণের ঘটনাসহ সকল স্থানের গুলি বর্ষণের ও ছাত্র গণহত্যার প্রতিবাদ জানান এবং শহীদদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সর্বস্ব পণ করার জন্য কর্মীদের প্রতি আহবান জানান।

---

*গণআন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পল্টনের জনসমুদ্রে গৃহীত ছাত্রসমাজের প্রস্তাবাবলী	দৈনিক পাকিস্তান	৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

পল্টনে জনতার মহাসমুদ্রে সংগ্রামী ছাত্রসমাজের শপথনামা

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে গত রবিবার ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক জনসমাবেশে গণমন উৎসারিত এক শপথধ্বনি কেবল বার বার আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে। সেই ধ্বনি ছিল 'ডাঙ্গা আর গুলি জনতার হৃদয়বানী স্তব্দ করিতে পারিবে না। মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে নির্যাতনের পথে দাবাইয়া দেওয়া যাইবে না'। এই শপথনামা ছাত্রসমাজ জনতার পক্ষ হইতে জনতারই মহাসমুদ্রে উত্থাপন করিয়ানে অঙ্গীকারের দৃপ্ত আশ্বাসে।

দৈনিক সংবাদ, ফেব্রুয়ারী ১০, ১৯৬৯

গত (৯ই ফেব্রুয়ারী) সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পল্টনের জনসভার প্রস্তাবাবলীঃ

শোক প্রস্তাব

অদ্যকার এই মহতী সমাবেশ গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছে, শহীদ আসাদ, মতিউর, মিলন, আলমগীরসহ অন্যান্য বীর শহীদানের মহান স্মৃতি -যাহারা এদেশ হইতে স্বৈরাচারী ও একনায়কত্বের উচ্ছেদ করিয়া ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী তথা সর্বশ্রেণীর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ছাত্রসমাজের ১-দফার সংগ্রামের আত্মাহুতি দিয়াছেন। এই মহতী সমাবেশ অমর শহীদানের প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ঘোষণা করিতেছে যে, শাসক গোষ্ঠির নিষ্ঠুর ও তীব্র আক্রমণে দেশবাসী ও ছাত্রসমাজ ভীত না হইয়া যে কোন মূল্যের বিনিময়ে গণতান্ত্রিক গণঅভ্যুত্থানের মহান পতাকা উড্ডীন রাখিবেই। গণঅভ্যুত্থানের শহীদবর্গের জন্য এই মহতী সমাবেশ সারা দেশ বিশেষতঃ সমগ্র পূর্ব বাংলার সকল জনগণের পক্ষ হইতে অন্তরের গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে।

শপথ প্রস্তাব

অদ্যকার এই মহতী সমাবেশ সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্র জনগণের পক্ষ বলিষ্ঠ শপথ গ্রহণ করিতেছে যে, শতাধিক শহীদের রক্তে রঞ্জিত সমগ্র পাকিস্তানের বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের সকল জনগণের মহান গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানকে যে কোন ত্যাগ ও মূল্যের বিনিময়ে অগ্রসর করিয়া লওয়া হইবে। জনগণের সকল গণতাত্রিক অধিকার নস্যাৎ করিয়া সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় সাম্রজ্যবাদ, সামন্তবাদ, একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের স্বার্থে জনগণের ওপর নিরঙ্কুশ শোষণ নির্যাতন এবং পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের সরহাদ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সিন্ধু, বেলুচিস্তানের জনগণকে দমন ও নিপীড়ন চালাইবার জন্য দেশে যে অত্যাচার, স্বৈরাচারী ও একনায়কত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হইয়াছিল উহার চির অবসান ও উচ্ছেদ না ঘটা পর্যন্ত ছাত্র জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবেই। এই সমাবেশ ঘোষণা করিতেছে যে, স্বৈরাচারী একনায়কত্ববাদী আইয়ুব সরকারের অবসান ঘটাইয়া অবিলম্বে সারা পাকিস্তানের সকল জনগণের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েম তথা প্রত্যক্ষ ও সার্বজনীন ভোটে পার্লামেন্টারী ফেডারেল সরকার কায়েম, সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী আইন

প্রত্যাহার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা কায়েম, সকল দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করিয়া ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজিবী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর জনগণের প্রাণের দাবী ও মুক্তির পথ ১১-দফা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। আজিকার এই সমাবেশ বর্তমানে স্বৈরাচারী ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের সংগ্রাম চালাইবার শপথ গ্রহণ করিতেছে।

রাজনৈতিক প্রস্তাব

এই মহতী সমাবেশ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর বিবেচনার পরে এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছে যে, দেশের বর্তমান সংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থানের ফলেই আজ শাসকগোষ্ঠী জনগণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। জনগণের অভ্যুত্থান দমনের ক্ষমতা আজ সরকারের নাই। কেননা সমগ্র দেশবাসী আজ জীবন দিতে ঐক্যবদ্ধ ও প্রস্তুত রহিয়াছেন। এই অবস্থার শাসক গোষ্ঠী গণদাবীর নিকট নতি স্বীকার করিয়া স্বৈরাচারী সরকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক একদা দেশের বিকৃত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহিত গোল টেবিল আলোচনায় বসিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে। সরকার জরুরী আইন তুলিয়া দিতেও বাধ্য হইতেছেন। ইহা গণসংগ্রামেরই বিজয় এবং এইভাবেই আজ স্বৈরাচারী শাসন ধ্বসিয়া পড়িতে শুরু করিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। জনগনকে পূর্ণ ঐক্য ও সংগ্রাম মজবুত এবং অব্যাহত রাখিতে হইবে। এই জন্য আমরা দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হইতে আহবান জানাইতেছি। কেননা রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্য গণসংগ্রামের আরও শক্তি যোগাইবে ও স্বৈরাচারের উচ্ছেদ ত্বরান্বিত করিবে এবং ছাত্র সমাজের ১১-দফা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আন্দোলনের ঐক্য রক্ষার্থে এই সমাবেশ গভীর আরোপ করিতেছে।

গোলটেলি বৈঠকের পূর্বশর্ত

এই সমাবেশ আরও ঘোষণা করিতেছে যে, আরও দাবী আদায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গকে গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত হইতে দেওয়া হইবে না। এই জন্য অবিলম্বে (ক) জরুরী আইনে আটক সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ত্বরান্বিত করিতে হইবে। (খ) অবিলম্বে শেখ মুজিব, ওয়ালী খান, মনিসিংহ, তাজউদ্দিন, আবদুল জব্বারসহ সকল নেতাকে মুক্তি দিতে হইবে। কেননা তাঁহারাই জনগণের দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কারারুদ্ধ হইয়াছেন; (গ) নিরাপত্তা আইনে আটক সকল রাজবন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে। নিরাপত্তা বন্দীদের পক্ষে বাবু মহথ দে, সন্তোষ বানার্জি গত ১০ বৎসর যাবৎ একটানা (সামরিক শাসনের সময় হইতে) নিরাপত্তা আইনে বন্দী রহিয়াছেন; (ঘ) দেশরক্ষা আইনে আটক ও রাজনৈতিক কারণে সাজাপ্রাপ্ত বেগম মতিয়া চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, রাশেদ খান মেনন ও মাহবুবুল হক দোলনসহ সকল ছাত্রবন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে। (ঙ) আগরতলা মামলাসহ সকল রাজনৈতিক মামলাসহ সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে; (চ) শ্রী খোকা (পৃঃ৫) রায়, সুখেন্দু দস্তিদার, অনিল মুখার্জী, মোঃ ফরহাদ, কাজী জাফর আহমেদ, নাসিম আলী, ফয়েজ উদ্দীন, আবদুস সাত্তার, সুনেন্দু কানুনগো, বরুণ রায় প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর হইতে হুলিয়া ও গ্রেফতারী পরোয়ানা অবিলম্বে প্রত্যাহার করিতে হইবে। (ছ) সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চয়তা দিতে হইবে। দেশ হইতে সকল দমনমূলক ব্যবস্থা ও সংখ্যালঘু অর্ডিন্যান্সসহ সকল কালাকানুন অবিলম্বে বাতিলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (জ) সাম্প্রতিক আন্দোলন নিহত শহীদ ও আহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং গুলিবর্ষণের বিচার বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা করিতে হইবে। (ঝ) ছাত্রসমাজের শিক্ষা দাবী তথা ১১-দফার ১নং দাবী অবিলম্বে পূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (ঞ) শ্রমিক-কৃষক-চাকুরিজীবিদের বেতন বৃদ্ধিসহ সকল জরুরী দাবীসমূহ পূরণ করিতে হইবে। এই সমাবেশ এই সকল আশু পূরণের জন্য নিরবিছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার ঘোষণা করিতেছে।

অন্যান্য প্রস্তাব

পূর্ব বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মহান দিবস শহীদানের রক্তস্মৃতি বিজড়িত ২১শে ফেব্রুয়ারীতে সমাগত। এই দিবসকে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী ছুটি ঘোষণার জন্য এই সমাবেশ জোর দাবী করিতেছি। অন্যথায় জাতীয় ছুটি দিবস হিসাবে ইহাকে উদযাপন করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাইতেছে।

২১শে ফেব্রুয়ারী সূর্যোদয় হইতে মধ্যাহ্ন (১২টা পর্যন্ত) সকল যানবাহনের চাকা বন্ধ রাখার এবং অফিস-আদালত, হাট-বাজার, দোকান-পাট সকল কিছু সূর্যাস্ত পর্যন্ত বন্ধ রাখার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি অনুরোধ করা হইতেছে। ঐদিন সকল স্থানে কালো পতাকা উত্তোলন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠানের জন্যও আহবান জানান হইয়াছে।

অফিসারদের শাস্তি ও নিহত পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ

সাম্প্রতিক আন্দোলনে ছাত্রশিক্ষক-শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী সাধারণ নাগরিক নারী ও কিশোরদের উপর অকথ্য নির্যাতন অশোভন আচরণের জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট অফিসারদের শাস্তি প্রদান করিতে হইবে।

এই সভা পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের পদত্যাগ দাবী করিতেছে।

নাম পরিবর্তন

এই সভা আইয়ুব নগরের নাম শেরে বাংলা নগর, আইয়ুব গেট শহীদ আসাদুজ্জামান গেট এবং আইয়ুব চিলড্রেনস পার্কের নাম শহীদ মতিউর রহমান পার্ক রাখার প্রস্তাব করিতেছে।

২৪শে জানুয়ারী ১১-দফা দিবস

এই সভা প্রতি বৎসর ২৪শে জানুয়ারী ১১-দফা দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

এই সভা আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রতীকস্বরুপ সকল বিরোধী মনোভাবাপন্ন মৌলিক গণতন্ত্রী, এম,এন, এ ও এম,পি,এ-দের পদত্যাগ করার আহবান জানাইতেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আগরতলা মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু	দৈনিক ইত্তেফাক	১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট
জহুরুল হকের মৃত্যু

গুলীবিদ্ধ অবস্থায় সামরিক হাসপাতালে
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হকের অবস্থার
ক্রমোন্নতির সংবাদ

গভীর রাত্রে পি, পি, আই পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী গুলীবিদ্ধ সার্জেন্ট জহুরুল হক শনিবার রাত্র ৯.৫০ মিনিটে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে এন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে.........রাজেউন)। ১৪শ ডিভিশন হেড কোয়ার্টারের এক প্রেস রিলিজে এই তথ্য প্রকাশ করিয়া আরও বলা হয় যে সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রাণ রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালান সত্ত্বেও তাহাকে বাঁচান সম্ভব হয় নাই।

প্রেস রিলিজে আরও বলা হয় যে, গতকাল ষড়যন্ত্র মামলার গুলীবিদ্ধ অপর আসামী ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হকের অবস্থার ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পল্টনের জনসভায় মওলানা ভাসানীর চরমপত্র	দৈনিক ইত্তেফাক	১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

পল্টনের জনসভায়
ভাসানীর চরমপত্র

গতকাল (রবিবার) বিকালে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঘোষণা করেন যে, আগামী ২ মাসের মধ্যে সরকার ছাত্রসমাজের তথা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রাণের দাবী ১১-দফা মানিয়া না লইলে, জনসাধারণ খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ করিবে। তিনি ঘোষণা করেন যে নিয়মতান্ত্রিক ও অহিংস আন্দোলনের দিন শেষ হইয়াছে। এখন অনিয়মতান্ত্রিক ও সহিংস আন্দোলন শুরু হইবে। মওলানা ভাসানী প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে ডাক নেতাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, বর্তমান গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফল বৃটিশ আমলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকের চাইতেও খারাপ হইবে। তিনি বলেন যে, বৃটিশের গোলটেবিল বৈঠকের মারফত যেমন পাক-ভারত উপমাহদেশ স্বাধীন হইতে পারে নাই, ঠিক তেমনি বর্তমান গোলটেবিল বৈঠকেও জনসাধারণের দাবী আদায় সম্ভব নয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জনগণের দাবীতে ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবসকে সরকারী ছুটি হিসেবে ঘোষণা	দৈনিক ইত্তেফাক	১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

২১শে ফেব্রুয়ারী সরকারী ছুটি

পূর্ব পাকিস্তান সরকার আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী সরকারী ছুটি দিবসরুপে ঘোষণা করেছেন।

৫২ সনের অমর বাংলা ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মরণে একুশে ফেব্রুয়ারীকে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অবিলম্বে শহীদ দিবসরুপে ঘোষণার দাবী জানিয়েছিলেন। ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা একুশে ফেব্রুয়ারীকে ছুটি দিবস ঘোষণা করেছিলেন এবং সামরিক আইন জারীর পরের দিন এই ছুটি বাতিল হয়ে যায়।

শিক্ষাবিদের অভিমত

মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া জাতীয় চেতনার বিকাশ সম্ভব নয়। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষার মর্যাদা সম্পর্কে যে অভুতপূর্ব সচেনতা দেখা দিয়েছে তা ভাষা আন্দোলনের অন্যতম অবদান। ২১শে ফেব্রুয়ারীর তাৎপর্য সম্পর্কে উক্ত মন্তব্য করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মোঃ আবদুল হাই। গত বৃহস্পতিবার এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জনাব আবদুল হাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনে কারাভোগী বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বলেন, ১৯৬৯ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারীর সরকারীভাবে শহীদ দিবসের মর্যাদা লাভের মধ্যে সাম্প্রতিকতম তাৎপর্য নিহিত। ……ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডঃ আহমদ শরীফ বলেন, ঐতিহ্য যে প্রেরণার উৎস, একুশে ফেব্রুয়ারীর পালনের এ বছরের তোড়জোড়-এর প্রকাশ্য প্রমাণ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজশাহীতে গুলি ও সান্ধ্য আইনঃ ডাঃ শামসুজ্জোহাসহ ৬ জন হতাহত	দৈনিক ইত্তেফাক	১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

রাজশাহীতে গুলি ও সান্ধ্য আইন
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোর ডঃ সামসুজ্জোহাসহ
২ জন নিহতঃ ৪ জন আহত

বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য রাত্রি সাড়ে ১০টায় সৈন্য তলব করা হয়। রাত্রি ১১-৩০ মিনিটের সময় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা লংঘন করিয়া মিছিল বাহির করা হয় এবং জনতা সেনাবাহিনীর একখানা গাড়ী ঘিরিয়া ফেলে। ছাত্ররা গাড়ীখানার উপর প্রবল ইট-পাটকেল ছোড়ে। ইহা দেখিয়া ছাত্রদের বুঝাইয়া ক্যাম্পাসে ফেরত দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর বাহির হইয়া আসেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কিছু জনতা টহলদার বাহিনীর কমান্ডারকে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। লেফটেন্যান্ট এই সময় গুলিবর্ষণ করে। ফলে প্রোক্টরের দেহে বুলেট বিদ্ধ হয় এবং পরে তিনি উক্ত স্থানে মারা যান।

এছাড়াও গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত এবং দুই ব্যক্তি আহত হয়। অপরাহ্ন ২-৩০ মিনিট হইতে রাজশাহীতে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। এ,পি,পি

আহতদের তালিকায় তিনজন
অধ্যাপক

গুলিবর্ষণে ছাত্র ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক গুরুতর রকমে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন। তাহারা হইলেন-

(1) প্রফেসার খালেদ।
(2) ডঃ কাজিমউদ্দিন মোল্লা।
(3) ডঃ কাজী আবদুল মান্নান।

প্রেসিডেন্টের নিকট জরুরী তারাবার্তা

গতকাল্য (মঙ্গলবার) রাত্র সাড়ে নয়টার দিকে ঢাকা নগরী আকস্মিকভাবে চরম বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে এবং বিভিন্ন এলাকায় সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণ, বেয়নেট চার্জ ইত্যাদির ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় উহার ভয়াল বর্ণনা দান করিয়া জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব শাহ আজিজুর রহমান এবং জনাব আসাদুজ্জামান খান প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের নিকট জরুরী তারাবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া শাহ আজিজুর রহমান জানাইয়াছেন।

সান্ধ্য আইনের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঢাকা নগরীর প্রচন্ড বিস্ফোরণঃ ছাত্র-জনতার আকস্মিক বিক্ষোভ মিছিলের দৃপ্ত পদভারে সমগ্র শহর প্রকম্পিত।

গত রাত্রে রাজধানী ঢাকা নগরীতে অকস্মাৎ সান্ধ্য আইনের কঠিন শৃংখল এবং টহলদানকারী সামরিক বাহিনীর সকল প্রতিরোধ ছিন্নভিন্ন করিয়া হাজার হাজার ছাত্র-জনতা আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসের মত পথে নমিয়া আসে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও 'আগরতলা' ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে প্রচন্ড বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়ে।

এই অবস্থার মধ্যে আজ সকাল সাতটা হইতে বৈকাল ৫টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইনের যে বিরতি ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহা অকস্মাৎ প্রত্যাহার করা হয় এবং কোনরুপ বিরতি ছাড়াই পরবর্তী ২৪ ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।

খোজ লইয়া জানা যায়, গতকল্য রাজশাহীতে জনৈক অধ্যাপকের হত্যা এবং সান্ধ্য আইন জারির খবর এখানকার ছাত্র ও সর্বশ্রেণীর নাগরিকের মনে প্রবল অসোন্তষের সঞ্চার করে। তদুপরি গতকালকার সংবাদপত্রে আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরেও শেখ সাহেব গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে গতকাল ঢাকা ত্যাগ না করায় ছাত্র-জনমনে এই বিশ্বাস দানা বাঁধিয়া উঠে যে, শেখ সাহেবের মুক্তির ব্যাপারে সরকার আন্তরিক নহেন। বর্তমান প্রচন্ড গণজাগরণের পটভূমিতে উপরোক্ত ঘটনা ছাত্র-জনতাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে এবং তাহারা সান্ধ্য আইনের অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া দাবী দাওয়ার প্রতিধ্বনি করার জন্য অকস্মাৎ রাস্তায় নামিয়া আসে।

কোন রকম পূর্ব ঘোষণা বা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই একই সঙ্গে শহরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রাপ্ত পর্য্যন্ত এইভাবে ছাত্র-জনতাকে রাস্তায় বাহির হইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হয়। রাত্রি ৮টার পর হইতে মধ্য রাত্রি পার হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে সমানে বিক্ষোভ চলিতে থাকে।

সামরিক বাহিনীর গাড়ীর শব্দ এবং বিক্ষিপ্তভাবে বন্দুকের গুলির আওয়াজ পরিবেশকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তোলে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে অভিযোগ করা হয় যে, হাসপাতালের একটি এম্বুলেন্স আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া থাকা লোকজন বা মৃতদেহ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করিলে টহলদানকারী সশস্ত্র বাহিনী বাধা প্রদান করে।

হাসপাতালে বুলেটবিদ্ধ ৩ ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয় এবং রাত্রি ২টার পর এম্বুলেন্সের জন্য হাসপাতালের সামনে টেলিফোন আসিতে থাকে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
তথাকথিত আগরতলা মামলা প্রত্যাহৃতঃ মুজিবসহ সকল অভিযুক্তদের মুক্তিলাভ	দৈনিক পাকিস্তান	২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

মুজিবের মুক্তিঃ তথাকথিত আগরতলা মামলা প্রত্যাহার

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করার ফলে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অভিযুক্ত সকল ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেছেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব "আগরতলা মামলা" সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স বাতিল করে দিয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমান বর্তমানে তার ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে অবস্থান করছেন। বেলা দেড়টায় এই খবর পাওয়া যায়।

১৯৬৮ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইবুন্যাল) অর্ডিন্যান্সের ৪ ধারা অনুযায়ী ১৯৬৮ সালের ২১শে এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তি নং এম, আর, ও ৫৯ (আর)/৬৮ বলে বিশেষ টাইবুন্যালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যদের মামলা শুরু হয়।

১৯৬৮ সালের জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই মামলার শুনানী শুরু হয় এবং ১৯৬৯ সালের ২৭শে জানুয়ারী শুনানী শেষ হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রেসকোর্সর সম্বর্ধনা সভার মুজিব কর্তৃক জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবী	দৈনিক পাকিস্তান	২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

ঢাকার ইতিহাসে বৃহত্তম জনসভাঃ সংখ্যাসাম্য নয়-জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব চাই

রেসকোর্সের গনসম্বর্ধনায় শেখ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল রবিবার রমনা রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষ লোকের এক বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, আমি ছাত্রদের ১১দফা শুধু সমর্থনই করি না এর জন্য আন্দোলন করে আমি পুনরায় কারাবরণ করতে রাজী আছি। ....

জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষনা করেন যে কোনমতেই তাঁর দল সংখ্যাসাম্য মেনে নেবে না। সংখ্যাসাম্য যারা মানবে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ঠাই নেই। ....সংখ্যাসাম্যের নামে পূর্ব পাকিস্তানকে ঠকান হয়েছে।

তিনি সর্বস্তরে ও পর্যায়ে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন। ....

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হতে রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত গণসম্বর্ধনায় শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার শেষে মুক্তিক্তর পর গতকালই তিনি প্রথম জনসভায় ভাষণ দেন।

এই গণসম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক জনাব তোফায়েল আহমদ। সভায় রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহামন মামলায় অভিযুক্ত জনাব কে, এম,এস রহমান, সি,এস,পি, লিডিং সিম্যান জনাব সুলতানউদ্দিন, ষ্টয়ার্ড মুজিবর রহমান, জনাব এ, বি, খুরশীদ ও জনাব আলী রেজাসহ অন্যান্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, আমি রাওয়ালপিন্ডি যাব এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ হতে তাদের দাবী তুলে ধরব। দেশ আমরা কারুর কাছে বিকিয়ে দেইনি। আমার ৬ দফার সাথে আমার দল ও জনগণ আছে।

ছাত্রদের আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যদি এধেশের মুক্তি আনতে ও জনগণের দাবী আদায় করতে না পারি তবে আন্দোলন করে আবার কারাগারে যাব।

আওয়ামী লীগ প্রধান শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবহেলার উল্লেখ করে সকল ক্ষেত্রে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব আদায়ের কথা বলেন। তিনি বলেন আমি সংখ্যা সাম্যমানি না।

শেখ মুজিব বলেন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন পার্লামেন্ট গঠন করতে হবে। বর্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল করা হবে না সংশোধন করা হবে পার্লামেন্টই তা নির্ধারণ করবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এক ইউনিট ভেঙ্গে ফেলার জন্য সেখানে একটা দাবী উঠেছে। তারা এক ইউনিট চায় না।

তিনি বলেন, এ ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের ভোট নেয়া হোক তারা যদি এক ইউনিট না চায় তবে তা ভেঙ্গে দিতে হবে। এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকেও স্বায়ত্তশাসন প্রদানের তিনি দাবী জানান।

শেখ মুজিব বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে প্রদেশগুলো নিয়ে একটা ফেডারেশন গঠন করতে হবে। জনমতের বিরুদ্ধে কোন কিছু চালিয়ে দেয়া চলবে না।

চাকুরী, অর্থনীতি, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। ফলে সেখানকার লোক সবরকম সুবিধা পাচ্ছে। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ জন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারে বিভিন্ন চাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানীয় সংখ্যা শতকরা দশজনের কম। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল অফিস-আদালত শুধু রাজধানীতে। তাই ব্যবসা বাণিজ্যও সেখানে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ফলে এই প্রদেশে মূলধন গড়ে উঠছে না।

দেশরক্ষা খাতের ব্যয় সম্পর্কে তিনি বলেন এই খাতের শতকরা আশি ভাগ অর্থই পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যয় হয়। কারণ সামরিক সদর দফতর সেখানে অবস্থিত। তিনি বলেন পশ্চিম পাকিস্তানের মজলম এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই। ....

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে সংঘর্ষের সময় পূর্ব পাকিস্তানের অসহায় অবস্থার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই অবস্থার অবসানের জন্যই লাহোরে জাতীয় সম্মেলনে আমি দলের পক্ষ হতে ৬-দফা দাবী পেশ করেছিলাম। তাতে আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দেয়া হয়েছিল। আমরা দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন। আমরা কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব? আমরা চাই ন্যায্য অধিকার। ....

তিনি বলেন,........গুটিকয়েক ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও আমলার জন্য আমরা পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রাম করিনি। এ দেশের চাষী, মজুর, ছাত্র সকল মানুষের বাঁচার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু জালেমের পর জালেম এসেছে দেশে শাসন ক্ষমতায়। জনগণ মুক্তি পায়নি।.................

জগন্নাথ কলেজসহ বিভন্ন প্রভিন্সিয়ালাইড করার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন এদেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করার জন্যই সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছে।

কারখানার মালিকদের তিনি শ্রমিকদের মুনাফার ভোগ প্রদানের আহবান জানান। তিনি বলেন, মালিকরা সব মুনাফা লুটেপুটে খেলে এমন দিন আসবে যখন কলকারখানা সবই বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। শ্রমিক নির্যাতনের তিনি নিন্দা করেন।

রবীন্দ্র সংগীত প্রচারে সরকারী নীতির তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। বেতার কেন্দ্রসমূহকে তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন রবীন্দ্রনাথ বাংলার মানুষের কবি। তার গান রেডিওতে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ......

শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হতে পারে এরুপ কাজ হতে বিরত থাকার জন্য তিনি জনগণকে অনুরোধ জানান এবং সরকারকে উস্কানীমূলক কাজ হতে বিরত থাকতে বলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি শহরের প্রতি মহল্লায় এবং মহকুমা ও জেলায় সংগ্রাম সমিতি গঠনের জন্য আহবান জানান।

শত্রুর খপ্পরে না পড়ার জন্য তিনি সকলকে সতর্ক করে দেন। সান্ধ্য আইন ও সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান। তিনি বলেন, আমাদের সংগ্রাম কমিটি মহল্লায় শান্তি বজায় রাখেন।

শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব বাংলায় হিন্দু, মুসলমান, বিহারী এবং সকলেই আমরা শান্তিতে একত্রে বসাবাস করবো।

পরিশেষে তিনি বলেন, বাংলার মাটিকে আমি ভালবাসী। বাংলার মাটিও আমাকে ভালবাসে। ১১-দফার জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে তিনি তাঁর ৫০ মিনিট স্থায়ী বক্তৃতা শেষ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রেসকোর্সের সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি প্রদান এবং ১১-দফা বাস্তাবায়নের পদক্ষেপ গ্রাহণের জন্য মুজিবের প্রতি আহবান	দৈনিক পাকিস্তান	২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব’

গত রবিবার ঢাকা রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক জনাব তোফায়েল আহমদ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি দানের প্রস্তাব করলে সমবেত জনসমুদ্র বিপুল করতালিতে তা সমর্থন করে।

রেসকোর্সের সম্বর্ধনা সভায় প্রস্তাব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ঐতিহাসিক ১১- দফা বাস্তবায়নের জন্যে শেখ মুজিবুর রহমানকে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। তারা ঘোষণা করেন, ১১- দফা দাবী পূরণের মধ্যেই শহীদদের রক্ত ও নির্যাতিত ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও মেহনতী জনতার দাবী পূর্ণ হতে পারে। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের পদত্যাগ, জনগণের হাতে আশু ক্ষমতা অর্পণ এবং বর্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল করে ১১-দফার ভিত্তিতে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবীতে সংগ্রাম গড়ে তোলার আহবান জানান হয়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত ও মেহনতী মানুষ নির্বিশেষে পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি প্রাণঢালা শ্রদ্ধাঞ্জলী জানান হয়।

নিরাপত্তা আইন, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স, হুলিয়া মামলা প্রত্যাহার এবং ১১- দফা বাস্তবায়নের দাবীতে আগামী ৪ঠা মার্চ প্রদেশব্যাপী পূর্ণ হরতাল পালনের পূর্ব সিদ্ধান্তের প্রতি সভায় পুনরায় সমর্থন জানান হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে নিরাপত্তা আইন ও প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বাতিল করে নিরাপত্তা আইনে জারীকৃত সকল হুলিয়া ও মামলা প্রত্যাহার এবং প্রগ্রেসিভ পেপার্স লিমিটেডকে তার নিজস্ব মালিকের হাতে প্রত্যর্পণের দাবী জানান হয়। বর্তমান গণঅভ্যুত্থানের কারণে জারীকৃত সকল মামলা ও সাজা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়।

সভায় গৃহীত আরেক প্রস্তাবে ৪ঠা মার্চের মধ্যে বনিয়াদি গণতন্ত্রী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের পদত্যাগের জন্য পুনরায় আহবান জানান হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা	দৈনিক পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পুস্তিকা	১০ মার্চ, ১৯৬৯

ADDRESS
by
SHEIKH MUJIBUR RAHAMAN
at
THE ROUND TABLE CONFERENCE
held at
RAWALPINDI

Mr. president and Gentlemen,

The nation today is experiencing a crisis which has shaken its very foundations. For all of us who love the nation and recall the sacrifice which were made to create Pakintan, this is a time of grave anxiety. In order to resolve the crisis, it is imperative that its nature should be understood and its causes identified. Nothing would be more catastrophic than the failure to come to grips with the basic issues which underlie the upheaval which has taken place in the country. These issues have been evaded for twenty-one years. The moment has arrived for us to face them squarely. I am convinced that a comprehensive solution must be found for our problems, for clearly the situation is too grave for palliatives and half-measures. What is at stake is our survival.

It is this conviction that obliges me to expound comprehensive solution to our basic problems. If the demands that have been expressed by different sections of the people are carefully examined, it will be seen that there are three basic issues which underlie them. The first is that of deprivation of political rights and civil liberties. The second is the economic injustice suffered by vast majority of the people, comprising workers, peasants, low and middle income groups, who have had to bear the burden of the costs of development in the form of increasing inflation while the benefits of such development are increasingly concentrated in the hands of a few families, who in turn are concentrated in one region. The third is the sense of injustice felt by the people of East Pakistan, who find that under the existing constitutional arrangements their basic interests have consistently suffered in the absence of effective political power being conferred upon them. The former minority provinces of West Pakistan feel similarly aggrieved by the present constitutional arrangements.

The issue of deprivation of Political rights finds expression in the 11-point programme of the students of East Pakistan, as also in the 6-Point programme of the Awami League, as a demand for the establishment of a Parliamentary Democracy, based on the principle of the supremacy of the legislature in which there is representation of all

units on the basic of population, and to which representatives are directly elected by the people on the basis of universal adult franchise.

The issue of economic injustice is reflected in the 11-point programme in the form of clearly formulated demands for re-organisation of the economic and educational system of the country. The 6-point programme of my party clearly recognizes the need for radical economic re-organisation, and the demand for regional autonomy, as outlined in it, insisted upon as an essential pre-condition for economic re-organisation and the implementation of effective economic programmes.

The issue of justice for the different regions and units of Pakistan is the basis of the demand for the establishment of a Freedom providing for regional autonomy, as embodied in the 6-point programme as also in the 11-point programme. This is also the basis of the demand for dismemberment of One Unit and the establishment of a Sub-Federation in West Pakistan.

The Democratic Action Committee has detailed deliberations regarding these grave and challenging national issues. There has always been complete unanimity in the Democratic Action Committee on the imperative necessity of effecting the following constitutional changes:

(a) The establishment of a federal parliamentary democracy.

(b) The introduction of a system of direct elections based on universal adult franchise.

(c) A consensus has also been apparent among the members of the Committee on the following matters:

(d) The dismemberment of One Unit and the establishment of a Sub-federation in West Pakistan.

(e) Full regional autonomy being granted to the region.

The Committee further agreed that its members should be at liberty to present further proposals, which in their view essential for achieving an effective and lasting solution of the problems that are at the root of the present crisis.

Since we are here for the very purpose of seeking to find such an effective and lasting solution, I have felt it my bounden duty to press before this Conference with all earnestness that every one sitting at this table should realize that constitutional changes to provide for representation on the basis of population on the Federal Legislature as well as for the granting of full regional autonomy, as outlined in the 6-point programme, are essential for achieving a strong, united and vigorous Pakistan.

I would like to state that the Awami League is a party of the freedom for Pakistan. Its founder, Huseyn Shaheed Suharwardy is indeed one of the founders of Pakistan. I recall with some pride that under his leadership, my colleagues and I were in

the vanguard of the struggle for Pakistan. Such proposals as I am presenting before the Conference are based on the conviction that they are absolutely essential in order to preserve and indeed to strengthen Pakistan.

The demand for representation in the Federal Legislature to be on the basis of population stems from the first principle of democracy, viz., "one man one vote". In the national forum, as envisaged in the 6-point scheme, only national issues would arise, for consideration. The representatives would, therefore, be called upon to deal with matters from a national point of view and hence the voting would not be on a regional basis. Further, national political parties would be represented in the Federal Legislature, which would ensure that voting would be on a party, and not on regional basis. Indeed, the experience of the last twenty-one years bears out the fact that voting in the National Assembly has invariably been on party basis. It is the principle of parity in representation of each wing, which is based on the false promise that representatives in the Federal Legislature are likely to vote on a regional basis. It is thus the parity principle that places an unjustified emphasis on regionalism as a factor in national politics. The entire historical experience of the last twenty-one years fully bears out the facts that East Pakistan has always subordinated its regional interest to the over-riding national interest, notwithstanding the fact that it had the majority of the population. It should not be necessary to recall that in the first Constituent Assembly, East Pakistan had 44 representatives as against 28 from West Pakistan; yet this majority was never used to promote any regional interest. Indeed, six West Pakistanis were elected to the Constituent Assembly from East Pakistan. Despite being a majority, East Pakistan accepted the principle of parity not only in representation in the Legislature but also in other organs of the State. It is painful to record that parity so far as representation in the Legislature was concerned, was promptly implemented, but the benefit of parity in representation in the other organs of the State, including the civil, foreign and defense services, was never extended to East Pakistan. East Pakistan had even acquiesced in the Federal Capital as well as all the Defense headquarters being located in West Pakistan. This meant that the bulk of the expenditure on defense and civil administration, amounting to about Rs. 270 crores, or, over 70 % of the central budget is made in West Pakistan. Should our West Pakistani brethren persist in refusing us representation on a population basis in the Federal Legislature; East Pakistanis will feel constrained to insist on the shifting of the Federal Capital and the Defense headquarters to East Pakistan.

It would be a positive step toward cementing the relations between the two wings of Pakistan if our West Pakistani brethren were to affirm their confidence in their East Pakistani brethren by not opposing the demand for representation in the Federal Legislature on the basis of population. Such a step would pay rich dividend by way of building up mutual confidence and trust between the people of East and West Pakistan.

The adoption of the- Federal Scheme presented in the 6-point programme is an essential prerequisite for the achievement of a political solution for the problems of the country. I would reiterate that the spirit underlying the 6-point programme is that Pakistan should present itself to the community of the nations as one single united nation of one hundred and twenty million people. This object is served by the Federal

Government being entrusted with the three subjects of Defense, Foreign Affairs and Currency. It is the same objective of having a strong and vigorous Pakistan that requires that due regard be paid to the facts of geography by granting full regional autonomy to the regions in order to enable them to have complete control in all matter relating to economic management.

I cannot too strongly emphasize the imperative necessity of removing economic injustices, if we are to put our society back on an even keel. The 11-point programme of the students for which I have expressed support contains proposals regarding the reordering of the economic and education system. These demands stem from the basic urge for the attainment of economic justice.

I would, however, like at this time to confine myself to outlining the constitutional changes, which are necessary for the attainment of economic justice, between man and man and between region and region.

The centralisation of economic management has steadily aggravated the existing economic injustices to the point of crisis. I need hardly dilate on the subject of the 22 families, who have already achieved considerable notoriety both at home and abroad on account of the concentration of wealth in their hands resulting from their ready access to the corridors of power. Monopolies and cartels have been created and a capitalist system has been promoted, in which the gulf between the privileged few and the suffering multitude of workers and peasants has been greatly widened. Gross injustices have also been inflicted on Hast Pakistan and the minority provinces of West Pakistan.

The existence of per capita income disparity between East and West Pakistan is known to all. As early as 1959-60, the Chief Economist of the Planning Commission estimated that the real per capita income disparity between East and West Pakistan was 60%. The Mid-Plan Review made by the Planning Commission and other recent documents show that the disparity in real per capita income has been steadily increasing and, therefore, would be much higher than 60 % today. Underlying such disparity is the disparity in general economic structure and infrastructure of the two regions, in the rates of employment, in facilities for education, and in medical and welfare services. To give just a few examples, power generating capacity in West Pakistan is 5 to 6 times higher than in East Pakistan; the number of hospital beds in 1966 in West Pakistan was estimated to be 26,200 while that in East Pakistan was estimated to be 6,900; between 1961-1966, only 18 Polytechnic Institutes were established in East Pakistan as against 48 in West Pakistan. Further, the disparity in the total availability of resources has been even higher. More than 80 % of all foreign aid has been utilized in, West Pakistan in addition to the net transfer of East Pakistan's foreign exchange earnings to West Pakistan. This made it possible for West Pakistan over 20 years to import Rs. 3,109 crore worth of goods against the total export earnings of Rs. 1,337 crore, while during the same period East Pakistan imported Rs. 1,210 crore worth of goods as against its total export earnings of Rs. 1,650 crore. All these facts underline the gross economic injustice which has been done to East Pakistan. There has been a failure to discharge the constitutional obligation to remove disparity between the provinces in the shortest possible time. The Annual

Report on disparity for the year 1968 placed before the National assembly records that disparity has continued to increase.

The centralization of economic management has thus failed miserably to meet the objective of attaining economic justice. It has failed to meet the constitutional obligation to remove economic disparity between region and region. Instead, therefore, of persisting in centralized economic management which has failed to deliver the goods, we should adopt a bold and imaginative solution to this challenging problem. The Federal Scheme of the Six-Point Programme is, in my view, such a bold and imaginative solution.

It is in essence a scheme for entrusting the responsibility for economic management to the regions. This proposal is born of the conviction that this alone can effectively meet the problems, which centralized economic management, has failed to overcome. The unique geography of the country, resulting in lack of labor mobility, as well as the different levels of development obtaining in the different regions, requires that economic management should not be centralized.

The specific proposal embodied in the Six-Point Programme with regard to currency, foreign trade, foreign exchange earnings and taxation are all designed to give full responsibility for economic management to the regional Governments. The proposals with regard to currency are designed to prevent flight of Capital and to secure control over monetary policy. The proposals regarding foreign trade and foreign exchange are designed to ensure that the resources of a region are available to that region and to ensure it to obtain the maximum amount of foreign exchange resources for development purposes. The proposal regarding taxation is designed to ensure control by the regional governments over fiscal policy, without in any way depriving the Federal Government of its revenue requirements.

The substance of these proposals is as follows:

(a) With regard to currency, measures should be adopted to prevent flight of capital from one region to another and to secure control over monetary policy by the regional governments. This can be done by adoption of two currencies or by having one currency with a separate Reserve Bank being set up in each region, to control monetary policy, with the State Bank retaining control over certain defined matters. Subject to the above arrangements, Currency would be a Federal subject.

(b) With regard to foreign trade and aid, the regional Governments should have power to negotiate trade and aid, within the frame work of the foreign policy of the country, which shall be the responsibility of the Federal Ministry of Foreign Affairs.

(c) The foreign exchange earnings of each region should be maintained in an account in each Regional Reserve Bank and be under the control of the regional Governments; the Federal requirements of foreign exchange would be met by appropriations from the two regional accounts on the basis of an agreed ratio.

(d) With regard to taxation, it is proposed that the power of tax levy and collection should be left to the regional Governments, but the Federal Government should be empowered to realize its revenue requirements from levies on the regional Governments. It should be clearly understood that it is not at all contemplated that the Federal Government be left at the mercy of the regional Governments for its revenue needs.

I would emphasize that there would be no difficulty in devising appropriate constitutional provisions whereby the Federal Government's revenue requirement could be met, consistently with the objective of ensuring control over fiscal policy by the regional Governments. The scheme also envisages that there would be just representation on a population basis of persons from each part of Pakistan in all Federal services, including Defense Services.

If these principles are accepted, the detailed provisions can be worked out by a Committee consisting of experts, to be designated by both parties.

The scheme holds enormous promise of removing the canker of economic injustice from the body politics of Pakistan while at the same time removing the mistrust and frustration which centralized economic management has fostered over the ears. I am confident that the people of West Pakistan would give their whole-hearted support to this scheme.

I urge the participants in this Conference to come forward with open minds and with large hearts, in a spirit of fraternity and national solidarity, to adopt the Federal Scheme presented above, as the only means of overcoming what has been one of the most formidable problems confronting the country, i.e., that of the attainment of economic justice. No source has fed the current crisis more than the sense of economic injustice. Let us remove it; let us tackle problems at their source. Any attempt to avoid coming to grips with these basic problems will jeopardize our very survival.

Neither Almighty Allah nor history will forgive us if at this time of national crisis we fail to rise to the occasion to adopt bold solutions in order to restore the formidable problems which have created a national crisis. This is a great opportunity, and one which may not present itself again, to face our national problems squarely. We must, therefore, strain every nerve to agree upon and implement the required solutions. Let us strive together to lift our beloved Pakistan out of the tragic situation in which she is placed, and to lay the constitutional foundations for a real, living. Federal Parliamentary Democracy which will secure for the people of Pakistan full political, economic and social justice. Only thus can a strong and united, Pakistan face the future with hope and confidence.

PAKISTAN Z1NDABAD

The 10th March, 1969.

*1966 সনের ২৬ শে ফেব্রয়ারী প্রথম গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের ১০ই মার্চ থেকে বৈঠক শুরু হয়।

Published by Abdul Momin, Publicity Secretary, East Pakistan Awami League, 15 Parana Paltan, Dacca.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক জনগণের সার্বভৌমত্ব নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী শাসন পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত	দৈনিক ইত্তেফাক	১৪ মার্চ, ১৯৬৯

মৌলিক গণতন্ত্র ভিত্তিক স্বৈরাতন্ত্রী ব্যবস্থার প্রবর্তক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার

বয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী শাসন পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত

রাওয়ালপিন্ডি, ১৩, মার্চ-চারদিন একটানাভাবে আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক বয়স্ক ভোটাধিকার ও পার্লামেন্টারী সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী মানিয়া নেওয়ার মধ্য অদ্য সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যকার গোল টেবিল বৈঠক সমাপ্ত হয়। কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বিলোপের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে গোল টেবিল বৈঠকে কোন সিদ্ধান্তে পৌছুতে সক্ষম হয় নাই।

এদিকে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, জনগণের অবশিষ্ঠ দাবী প্রতিষ্ঠার জন্যই আওয়ামী লীগ শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

স্বভাবতই প্রেসিডেন্ট এখন বয়স্ক নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী সরকার বিধান শাসনতন্ত্রে সংযোজনের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করবেন। প্রেসিডেন্ট তাঁহার বক্তৃতায় শান্তিপূর্ণ ও শাসনতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের ঐতিহ্য সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। গোলটেবিল বৈঠক আলোচনার সমাপ্ত টানিয়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেন, তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সকল নেতাই দেশেই পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা এবং বয়স্কদের সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন এই দুইটি প্রশ্নে একমত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট বলেন, বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রশ্নটি বিলের আকারে পেশের পূর্বে বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিষয় ভিত্তিতে অক্ষুন্ন রাখিয়া ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য জাতীয় পরিষদের প্রতি আহবান জানাইতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, অমীমাংসিত প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সমাধান করিলেই সব চাইতে ভাল হইবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পদত্যাগ করে আইয়ুব কর্তৃক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ লিখিত চিঠি।	দৈনিক ইত্তেফাক	২৬ মার্চ, ১৯৬৯

‘আইয়ুবের’ পত্র

রাওয়ালপিন্ডি, ২৫শে মার্চঃ গতকল্য (২৪শে মার্চ) প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান প্রধান সেনাপতি জেলারেল এ,এম,ইয়াহিয়া খানের নিকট নিম্নোক্ত পত্র লিখেনঃ

প্রেসিডেন্ট হাউস
২৪শে মার্চ, ১৯৬৯

প্রিয় জেনারেল ইয়াহিয়া,

অতীব দুঃখের সহিত আমাকে সিদ্ধান্তে আসিতে হইয়াছে যে, দেশের সমুদয় বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা ও নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে উদ্বেগজনক মাত্রায় অবস্থার যদি অবনতি ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা তথা সভ্য জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

এমতাবস্থায়, ক্ষমতার আসন হইতে নামিয়া যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর দেখিতেছি না।

তাই আমি পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর হস্তে দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব ন্যস্ত করিয়া সাব্যস্ত করিয়াছি; কেননা, সামরিক বাহিনীই দেশের আজিকার কর্মক্ষম ও আইনানুগ যন্ত্র।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির স্বাধীন পূর্ব বাংলার কর্মসূচী	কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির প্রচারপত্র	এপ্রিল, ১৯৬৯

পূর্ব বাংলার জনতার নিকট কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি কর্তৃকস্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী পেশ

বিপ্লবী জনতা!

পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী, এক কথায় সমগ্র জনগণের জীবন এক সর্বগ্রাসী সংকটের আগুনে জ্বালিতেছে। পূর্ব বাংলার জনগনের উপর এক নিষ্ঠুর জাতিগত নিপীড়ন চলিতেছে। সংকটের এই আগুন পূর্ব বাংলার জনতার ধমনীতে ধমনীতে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা জ্বালাইয়া দিয়াছে। পূর্ব বাংলার জনগণ আজ মুক্তি চায়। মুক্তি চায় অনাহার, বুভুক্ষা, দুঃখ-দারিদ্র্য, বন্যা, বেকারত্ব ও জাতিগত নিপীড়নের অভিশাপ হইতে। কিন্তু কোন পথে আসিবে তাহাদের মুক্তি? সাম্রজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির প্রতিভূ এককেন্দ্রীক স্বৈরাচারী সমরবাদী শাসক গোষ্ঠীকে পূর্ব বাংলার বুক হইতে উচ্ছেদ করিয়া একমাত্র 'স্বাধীন, সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' কায়েমের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার শোষিত, বঞ্চিত জনতার মুক্তি সম্ভব। ''স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা'' কায়েম করিতে হইলে গ্রাম বাংলায় জোতদার, মহাজন ও শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কৃষকের গেরিলা যুদ্ধ শুরু করিয়া, সামন্তশ্রেণীকে উৎখাতের মাধ্যমে গ্রামঞ্চলে মুক্ত এলাকা গঠনের মাধ্যমে। গ্রামে এইভাবে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে জনতার সশস্ত্র বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে, গ্রাম দিয়া শহর ঘেরাও করিতে হইবে এবং শাসক গোষ্ঠীকে চূড়ান্তভাবে উৎখাত করিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করিতে হইবে। শহরের শ্রমিক, মুটে-মজুর, রিকসাওয়ালা, স্কুটারওয়ালা, বাস্তুহারা, বস্তিবাসী, অফিসের কেরানী, পিয়ন, আর্দালী, দোকানদার, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী ও শহরের মধ্যে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখা, যাহাতে গ্রাম বাংলার কৃষকের গেরিলা যুদ্ধ প্রচন্ড গতিতে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে।

বিপ্লবী সাথীরা!

পূর্ব বাংলার জনতা সেই পথেই আগাইয়া চলিতেছে। ১৯৬৮-৬৯ সালের বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থান, গ্রাম বাংলার সিলেটের হাওর করাইয়া, খুলনার বাহিরদিয়ার কৃষি বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি তাহারই নির্ভুল প্রমাণ। শ্যামপুর-পোস্তগোলা, খুলনা, সিদ্ধিরগঞ্জ, টঙ্গি, চট্রগ্রাম ও আদমজীতে শ্রমিক শ্রেণী নিজের ও শাসকগোষ্ঠীর রক্তে স্নান করিয়া তাহারই জ্বলন্ত স্বাক্ষর রাখিয়াছে।

আজ তাই ''কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটির'' পক্ষ হইতে আমরা জনতার বিপ্লবী চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া ''স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা'' কর্মসূচী আপনাদের নিকট পেশ করিতেছি। আসুন, মহান চীন, ভিয়েতনাম, পশ্চিম বাংলার নকশাবাড়ী, প্যালেষ্টাইনের আরবদের মুক্তি সংগ্রাম হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করি। আসুন মহান মাও সেতুঙের শিক্ষাকে আমরা মর্মে মর্মে উপলদ্ধি করি ও গ্রহণ করি ''বন্ধুকের নলই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস''। জয় আমাদের অনিবার্য। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম হইবেই। *

*এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো এবং রাশেদ খান মেনন।

‘পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের’ কর্মসূচী
জনগণতান্ত্রিক শিক্ষা-সংস্কৃতির রূপরেখা

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইবে সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি বৃহৎ পুঁজি বিরোধী শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যান্য অংশ এবং দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জেয়া শ্রেণীসমূহের যৌথ একনায়কত্ব-শ্রমিক নেতৃত্বে ইহা পরিচালিত হইবে-ইহা হইবে ‘‘পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র’’।

রাজনৈতিক কাঠামোঃ রাজনৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠিবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়তার নীতির ভিত্তিতে। রূপরেখা হইবে নিম্নরুপঃ

(১) কেন্দ্র হইতে একেবারে নিম্নপর্য্যায় পর্য্যন্ত জনগণের প্রত্যক্ষ ভোট দ্বারা নির্বাচিত গণপরিষদসমূহ (-------------------) থাকিবে যেমন, জাতীয় গণপরিষদ, জিলা গণপরিষদ, থানা গণপরিষদ, ইউনিয়ন গণপরিষদ। জাতীয় গণপরিষদ হইবে ‘‘পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের’’ সর্বোচ্চ সংস্থা এবং ইউনিয়ন গণপরিষদ হইবে নিম্নতর সংস্থা।

(২) এই গণপরিষদগুলি বিভিন্ন পর্য্যায়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থাসমূহ (--------------) নির্বাচিত করিবে।

(৩)এই গণপরিষদগুলির নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকিবে। নির্দিষ্ট মেয়াদের পর পুনর্বার নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকিবে। তাহা ছাড়া নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অপসারিত করিয়া নতুন প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার জনগণের থাকিবে।

(৪)গণপরিষদসমূহে নির্বাচনের ভিত্তি হইবে শ্রেণী ও পেশাভিত্তিক। সকল বিপ্লবী শ্রেণীগুলি যাহাতে তাহাদের সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমানুপাতিক হারে (-----------) প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে সেই জন্য নারী, পুরুষ এবং সকল ধর্ম, জাতি,পেশা ও শিক্ষা নির্বিশেষে একটি সত্যিকার সার্বজনীন ও সমভোটাধিকার ব্যবস্থা (--------------) প্রবর্তন করা হইবে।

(৫)এইভাবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ‘‘পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের’’ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ জাতীয় সরকার গঠিত হইবে। এই জাতীয় সরকারের সহিত নীচের পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী সংস্থাসমূহের সম্পর্ক হইবে নিম্নরুপঃ (ক) বিভিন্ন নিম্নতর সংস্থাসমূহ তাহাদের নিজেদের স্বার্থে স্বেচ্ছায় জাতীয় সরকারকে যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করিবে, ইহা তাহাই পালন করিবে। (খ) নিম্নতর সংস্থাগুলি কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রদত্ত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার যে নির্দ্দেশাবলী প্রদান করিবে, নিম্নতর সংস্থাগুলি তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেঃ ইহাই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতি। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির মাধ্যমে পরিচালিত একটি সরাকারই জনগলণর বিভিন্ন বিপ্লবী অংশের মতামতের সার্থক প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে এবং বিপ্লবের শত্রুদের সম্পূর্ন কার্য্যকরীভাবে প্রতিহত করিতে পারে। (গ) জাতীয় সরকার ব্যতীত অন্যান্য নিম্নতর সংস্থাগুলির পাস্পরিক সম্পর্ক ও এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হইবে।

গণতান্ত্রিক অধিকারঃ নারী, পুরুষ এবং সকল ধর্ম, জাতি, বর্ণ, পেশা ও শিক্ষা নির্বিশেষে সকল বিপ্লবী শ্রেণীসমূহের যথা শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত, ছোট ও মাঝারী ব্যবসায়ী ও দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সকল রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থাকিবে। কিন্তু জনগণের শত্রু সাম্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলামুৎসুদ্দি বৃহৎ পুঁজিপতিদের তাহাদের সহযোগী প্রতি বিপ্লবীদের কোন রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থাকিবে না।

(২) জনগণের বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও প্রকাশনার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, ট্রেড ইউনিয়ন স্বাধীনতা, প্রদান করা হইবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা-মুৎসুদ্দি বৃহৎ পুজিঁর পক্ষেও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বক্তব্য প্রকাশ ও সংগঠিত করিবার অধিকার দেওয়া হইবে না।

(৩) যে সকল ব্যক্তি বিপ্লবের বিরোধিতা করিয়াছিল অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল অথবা কোন সময়ে জনগণের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাইয়াছিল, সেই সকল ব্যক্তিদের সারা জীবনের জন্য অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইবে। অপরাধের তারতম্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের সম্পত্তি সম্পূর্ন অথবা আংশিক বাজেয়াপ্ত, মৃত্যুদন্ড, কারাদন্ড কঠোর পরিশ্রমমূলক কাজ করিতে বাধ্য করা প্রভৃতি শাস্তি প্রদান করা হইবে। যাহাদের অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু তাহাদের কম শাস্তি প্রদান করা হইবে এবং মার্কসবাদী পদ্ধতিতে তাহাদের চরিত্র সংশোধনের (যেমন জনগণের সাথে মিশিয়া উৎপাদনমূলক শারীরিক পরিশ্রমে বাধ্য করা) প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে। এই সব কিছুই নির্ধারিত হইবে স্থানীয়ভাবে জনগণের নির্ধারিত প্রকাশ্য গণ-আদালত দ্বারা।

ধর্মীয় স্বাধীনতাঃ

(১) রাষ্ট্র মানুষের নিজ নিজ ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিবে।

(২) বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, কিয়াং, ইত্যাদি এবং ধর্মীয় গবেষণাগারগুলি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে সেইজন্যে রাষ্ট্র ইহা তত্ত্বাবধানে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবে এবং তাহা স্থানীয় ভিত্তিতে স্ব স্ব ধর্মের আগ্রহী জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হইবে।

প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থাঃ

(১) প্রশাসন ও বিচার বিভাগ হইতে আমলাতন্ত্রের সম্পূর্ন উচ্ছেদ সাধন করা হবে।

(২) সরকার বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ঐ পর্যায়ের গণপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে।

(৩) বর্তমান সকল প্রকারের আইন বাতিল ঘোষণা করিয়া জনগণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জ্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা হইবে।

(৪) বিচার পদ্ধতি হইবে সহজ, সরল ও জনগণের আয়ত্তধীন। বিচারসমূহ অনুষ্ঠিত হইবে প্রকাশ্যভাবে ও স্থানীয় জনগণের মতামত সাপেক্ষে।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাঃ

(১) জাতীয় সরকারের অধীন সশস্ত্র গণফৌজ থাকিবে-ইহা দেশের ভিতরের ও বাহিরের প্রতিবিপ্লবী আক্রমণকে প্রতিহত করিবে এবং জনগণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজে অংশ গ্রহণ করিবে।

(২) বিপ্লবের মধ্য দিয়া যে গণফৌজ গড়িয়া উঠিবে, বিপ্লবোত্তর যুগে তাহাই রাষ্ট্রীয় গণফৌজ হিসাবে পরিগণিত হইবে। এই গণফৌজ মূলতঃ ভূমিহীন ও গরীব কৃষক ও শ্রমিক যুবকদের লইয়া গড়িয়া উঠিবে।

(৩) জাতীয় গণপরিষদের এই গণফৌজ পরিচালনার ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

(৪) এই সশস্ত্র গণফৌজ ছাড়াও সমগ্র জনগণকে অস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করা হইবে এবং গণমিলিশিয়া গঠণ করা হইবে।

(৫) গণফৌজ সম্পর্কে সমালোচনা ও সুপারিশ করিবার পূর্ণ অধিকার জনগণের থাকিবে।

(৬) গণফৌজের সদস্যদেরও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিবার ও নিজস্ব পেশাগত সংগঠন করিবার এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে। গণপরিষদসমূহে তাহাদের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে।

(৭) গণফৌজের বিভিন্ন পদ ও স্তরের সৈনিকদের পারস্পরিকদের সম্পর্কে হইবে সাথী সুলভ ও ভ্রাতৃত্বমূলক-আমলাতান্ত্রিক নয়।

সংখ্যালঘু জাতিসংক্রান্ত নীতিঃ

(১) পূর্ব বাংলার বসবাসকারী বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতির পৃথক সত্তাকে স্বীকার করা হইবে। তাহাদের অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র উৎসাহ ও সাহায্যদান করিবে। সংখ্যালঘু জাতিসমূহের নিজ নিজ কথ্য ও লিখিত ভাষা ব্যবহারের অধিকার থাকিবে। তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও শিল্পকলা বিকাশের এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সংরক্ষণ বা পরিবর্তনের অধিকার দেওয়া হইবে।

(২) ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত পূর্ব বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অবাঙ্গালীদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের পূর্ণ অধিকার প্রদান করা হইবে।

(৩) যে সমস্ত অঞ্চলে সংখ্যালঘু জাতিরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সমস্ত অঞ্চলে তাহাদের পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকার দেওয়া হইবে-এই স্বায়ত্ত্বশাসন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আওতায় পরিচালিত হইবে।

(৪) জাতীয় পরিষদ ও জাতীয় সরকারে সংখ্যালঘু জাতিদের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে।

পররাষ্ট্র নীতিঃ

(১)শ্রমিক শ্রেনীর আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির ভিত্তিতে সকল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বিশেষ করিয়া গণচীনের সহিত বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।

(২) দুনিয়ার সমস্ত নিপীড়িত জনগণ ও নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সকল প্রকার সমর্থন ও সাহায্য প্রদান করা।

(৩) পরস্পরের ভূখন্ডের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করা; পরস্পরকে আক্রমণ না করা; পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা; সমানাধিকারের ভিত্তিতে পারস্পরিক সুযোগ প্রদান ও শান্তি পূর্ণ সহ অবস্থান- এই পঞ্চশীলা নীতির ভিত্তিতে ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির সহিত শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার জন্য চেষ্টা করা ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী যুদ্ধনীতির সর্বাত্মক বিরোধিতা করা।

(৪) সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে দৃঢ়তার সহিত বিরোধিতা ও প্রতিহত করা।

(৫) সম্প্রসারণবাদী ভারত ও ইসরাইলসহ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়ানক রাষ্ট্রসমূহের সর্বাত্মক বিরোধিতা করা।

(৬) কোন প্রকার সামরিক চুক্তিতে জড়িত না হওয়া; পূর্ব বাংলার মাটিতে কোন প্রকার বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সামরিক অস্তিত্ব না রাখা; সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী পূর্বতন এককেন্দ্রীক শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সম্পাদিত সকল প্রকার সামরিক ও অসম অর্থনৈতিক চুক্তি বাতিল করা।

(৭) কোনরুপ রাজনৈতিক শর্ত জড়িত না থাকিলে যে কোন দেশের কারিগরী ও অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণ করা।

জনগণতান্ত্রিক অর্থনীতি রুপরেখাঃ

সমাজতন্ত্রের অর্থনীতির লক্ষকে সম্মুখে রাখিয়া বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আমুল পরিবর্তন করিয়া জনগণতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করা হইবে। এই জনগণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল জাতীয় অর্থনীতি গড়িয়া তোলা হইবে। ইহার রুপরেখা হইবে নিম্নরুপঃ

রাষ্ট্রীয় মালিকানাঃ

(১) সকল সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা, সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদী ঋণ অস্বীকার করা, সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

(২) সকল বৃহৎ পুঁজি, যাহার চরিত্র আমলা-মুৎসুদ্দি এবং যাহা পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিজাতীয় তাহা বাজেয়াপ্ত করা।

(৩) যাহারা প্রতিবিপ্লবী ও বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

(৪) জোতদার, মহাজন, দুর্নীতিবাজ, আমলা ও তাহাদের দালালদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। (জোতদারের বাজেয়াপ্তিত জমি গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের সধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে)।

(৫) সকল ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রয়ত্ব করা হইবে এবং রাষ্ট্র নিজেই তাহা পরিচালনা করিবে।

(৬) সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রাষ্ট্রের সম্পদ হিসাবে গণ্য হইবে, মধ্যস্বত্ব প্রথা বিলোপ করিয়া রাষ্ট্র নিজেই ইহা রক্ষা করিবে বরং নিজের তত্ত্বাবধানে সম্পদ আহরণ করিবে।

(৭) রেলওয়ে, জাহাজ বিমান কোম্পনী, অস্ত্রের কারখানা, বিদ্যুৎ শিল্প ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকিবে।

(৮) যে সকল শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বর্তমানে সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে আছে, তাহা সম্পূর্ণরুপে রাষ্ট্রের মালিকানায় রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

(৯) পাটশিল্পকে রাষ্ট্রয়ত্ব করা হইবে এবং নিজের মালিকানায় ইহা পরিচালনা করিবে।

কৃষিনীতিঃ

(১) ‘‘খোদ’’ কৃষকের হাতে জামি’’ এই নীতির ভিত্তিতে ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হইবে। বিপ্লবের পর সমস্ত জমি পুনরায় জরিপ করিয়া বর্তমানে জমি রেকর্ড ও খতিয়ানের ব্যাপারে যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি রহিয়াছে রাষ্ট্র তাহা দূর করার ব্যবস্থা করিবে।

(২) জোতদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা হইবে। জোতদার ও তাহাদের দালালদের সমস্ত জমি ও চাষের যন্ত্রপাতি রাষ্ট্র দখল করিবে এবং উহা বিনামূল্যে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিবে।

(৩) সরকারের সকল খাস জমি রাষ্ট্র দখল করিবে এবং গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিবে।

(৪) কৃষকদের মধ্যে বন্টনকৃত জমির প্রতি তাহাদের স্বত্বাধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

(৫) সকল প্রকার বর্গা প্রথা বিলোপসাধন করা হইবে। রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত দৈনিক মজুরী দিয়া ক্ষেতমজুর নিয়োগ করা যাইবে। কিন্তু চাষের যন্ত্রপাতি ও কৃষি উৎপাদনে আবশ্যকীয় অন্যান্য সামগ্রী জমির মালিককে বহন করিতে হইবে।

(৬) স্থানীয় পরিস্থিতিসাপেক্ষে জমির মালিকদের পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ জমি সংরক্ষণের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইবে। ধনী কৃষকের নিকট হইতে এলাকা অনুযায়ী রাষ্ট্র নির্দিষ্ট উচ্চতম সীমার অতিরিক্ত জমি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

(২) খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যমানের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ক্ষেতমজুরদের বাঁচার উপযোগী নিম্নতর মজুরী নির্ধারণকরা হইবে।

(৮)অকৃষক বিধবা (এই অকৃষক বিধবা বলিতে কোন কৃষক পরিবারের বিধবাকে বুঝাইবে না)। শিক্ষক, কুটিরশিল্পী, ছোট দোকানদার প্রভৃতির হাতে বর্তমানে যে জমি রহিয়াছে সেই সম্পর্কে জনগণতান্ত্রিকরাষ্ট্রের নীতি হইবেঃ

(ক) মুক্ত এলাকায় যদি ইহাদের অবস্থান হয় (যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকের বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) সেই এলাকায় অথবা সারা পূর্ব বাংলাব্যাপী জনগণতান্ত্রি বিপ্লব সুসম্পন্ন হইবার পর তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া রাষ্ট্র জমি ক্রয় করিয়া লইবে এবং গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের নিকট বিতরণ করিবে। কিন্তু রাষ্ট্র তাহাদের জীবন ধারণের জন্য বিকল্প কর্মসংস্তান অথবা তাহারা যে পেশায় নিযুক্ত রহিয়াছেন তাহাতে তাহারা পরিবারের ভরণ-পোষণের উপযোগী আয় যাহাতে করিতে পারেন রাষ্ট্র অবশ্যই তাহার ব্যবস্থা করিবে।

(খ) জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সুম্পন্ন হওয়ার পূর্বে অকৃষক বিধবা, শিক্ষক, কুটির শিল্প, ছোট দোকানদার, শহরে কার্য্যরত শ্রমিক, স্বল্প আয়ভোগী ব্যক্তিদের জমি যে অবস্তায় রহিয়াছে সেই অবস্থাতেই থাকিবে। কিন্তু বর্গাপ্রথার মাধ্যমে জমি চাষাবাদ করিতে দেওয়া হইবে না-উপযুক্ত মজুরী দিয়া ক্ষেতমজুর নিয়োগ করিয়া জমি চাষ করা যাইবে।

(৯) (ক) খাজনা প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করা হইলে। খাজনার পরিবর্তে উৎপাদনের উপর কৃষি আয়কর প্রথা চালু করা হইবে। ফসল না হইলে অথবা উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে না হইলে আয়কর দিতে হইবে না। ফসল উৎপাদনের পর কৃষকদের সাধারণভাবে খাওয়া-পরার পর যাহা থাকিবে, তাহার উপর আয়কর ধার্য্য হইবে। কৃষকদের আয়কর ফসলে লওয়া হইবে। এই আয়কর ধার্য্য করিবে মূলতঃ কৃষক প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত ইউনিয়ন গণপরিষদ।

(খ) গরীব ও মাঝারী কৃষকের সকল বকেয়া খাজনা ও সুদসহ ঋণ মওকুফ করা হইবে।

(গ) নদী শিকস্তি জমির জন্য কোন আয়কর দিতে হইবে না এবং ইহার উপর কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হইবে না বা নদী-নালা জমি-জমা ও ভিটামাটি হইতে উচ্ছেদপ্রাপ্ত কৃষকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

(১০) হাট-বাজার, ঘাট, বন, পাহাড় বিল প্রভৃতিতে যে ইজারাদারী, মহালদারী ও কনট্রাক্ট প্রথা চালু রহিয়াছে এবং মধ্যস্বত্ব ভোগ করিবার যে অধিকার বর্তমান ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়ার বিধান প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা বিলোপ করা হইবে।

(খ) হাট-বাজারে জনসাধারণের খুচরা বেচা-কেনার উপর তোলা বা কর বিলুপ্ত করা হইবে। রাষ্ট্র নিজেই ইহা সংরক্ষণ করিবে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা ইহা পরিচালনার ব্যবস্থা করিবে। হাট-বাজার যথাযথ সংরক্ষণ ও উহার উন্নয়ন সাধনের জন্য পাইকারী ব্যবসায়ের উপর কর ধার্য্য করা হইবে।

(গ) বন, পাহাড়, বিল, হাওর, নদী সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে। যাহারা নিজের হাতে শ্রমকাজ করিবেন, রাষ্ট্র তাহাদের সামান্য করের বিনিময়ে বন-পাহাড়ে, বাঁশ, ছন, গাছ, কাঠ কাটিবার এবং বিলে ও জলাশয়ে মাছ দরিবার অনুমতি প্রদান করিবে।

(১১) রাষ্ট্র সকল প্রকার মহাজনী বাতিল করিবে। মহাজনদের সকল সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(খ) রাষ্ট্র কৃষকদের প্রয়োজনসাপেক্ষে চাষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যসামগ্রী যথা গরু, বীজ, সার, আধুনিক চাষের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করার জন্য বিনা সুদে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করিবে।

(১২) রাষ্ট্র কৃষকদের জীবনধারণের মানোন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সামগ্রিক স্বার্থে আধুনিক যান্ত্রিক চাষ ও যৌথ সমবায় প্রথা প্রবর্তনের জন্য তাহাদের উৎসাহিত করিবে যাহাতে কৃষকের নিজেরা স্বেচ্ছামূলকভাবে এই পথ গ্রহণ করে। কৃষকেরা স্বেচ্ছায় যৌথ সমবায় প্রথার রাজী হইলে তাহাদের রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সস্তা দামে সকল প্রকার সামগ্রী সরবরাহ করা হইবে। খাস জমি বন্টনের ব্যাপারে যৌথ সমবায় অংশগ্রহণকারী কৃষককে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। এই সমস্ত যৌথ সমবায় অবশ্যই কৃষকদের নির্বাচিত কমিটি দ্বারা পরিচালিত হইবে-রাষ্ট্র এই ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেনা।

(১৩) কৃষকদের ফসলের জন্য প্রকৃতির উপর যাহাতে নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে না হয় সেইজন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে আধুনিক জলসেচের ব্যবস্থা করা হইবে।

(১৪) বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটিকে বিপ্লবোত্তর অবস্থায় রাষ্ট্র প্রথম ও প্রধান বিষয় বলিয়া গণ্য করিবে। বিশ্বের সকল দেশ বিশেষ করিয়া গণচীনের সাহায্য লইয়া আমাদের দেশের অফুরন্ত জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া পূর্ব বাংলার বন্যা সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান করা হইবে।

(১৫) কৃষকেরা তাহাদের অর্থকরী ফসল যেমন পাট, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতির ন্যায্য দাম যাহাতে পাইতে পারে, রাষ্ট্র তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিবে। বিশেষ করিয়া কৃষক পাটের ন্যায্য দাম যাহাতে পাইতে পারে সেইজন্য রাষ্ট্র সরাসরি কৃষকের নিকট হইতে পাট ক্রয় করিয়া তাহাদের প্রতিনিধি হিসাবে আন্তর্জাতিক বাজারে তাহা পথ এই যে, পাট বেচাকেনার ও অন্যান্য খরচ বাদে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাপ্ত পূর্ণ মূল্য রাষ্ট্র কৃষককে প্রদান করিবে। দেশের শিল্পে ব্যবহার্য্য পাটের মূল্যও নির্ধারিত হইবে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাপ্ত পূর্ণ মূল্য রাষ্ট্র কৃষককে প্রদান করিবে। দেশের শিল্পে ব্যবহার্য্য পাটের মূল্যও নির্ধারিত হইবে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের মূল্যের সহিত সঙ্গতি বিধান করিয়া। এইভাবে কৃষকের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

(১৬) শিল্পে ব্যবহার্য্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের ব্যাপারে রাষ্ট্র সর্বপ্রকার উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিবে।

শিল্পনীতিঃ

(১) জনগণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের চরিত্র হইবে সামজতান্ত্রিক এবং ইহা সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইবে। কিন্তু জনগণের জীবিকাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না এমন ব্যক্তিগন মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও পুঁজিবাদী উৎপাদনে রাষ্ট্র বাধা প্রদান করিবে না।

(২) রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও পরিচালনায় মূল ও ভারী শিল্প গড়া হইবে।

(৩) বিদ্যুৎশক্তি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কল-কব্জা নির্মানের ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

(৪) বিলাশদ্রব্য উৎপাদন নিরুৎসাহ করা হইবে।

(৫) (ক) ক্ষুদ্র শিল্প, যথা-তাঁত ও লবণ শিল্প সংরক্ষণ করার জন্য রাষ্ট্র যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। (খ) পূর্ব বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁত ও বয়ন শিল্প যাহাতে রক্ষা পাইতে পারে ও উন্নত শিল্পে পরিণত হইতে পারে,

সেইজন্য রাষ্ট্র তাঁতীদের নিয়ন্ত্রিত স্বল্পমূল্যে সুতা সরবরাহ করিবে। (গ) পূর্ব বাংলার লবণশিল্প ও ক্ষুদে লবণ উৎপাদকেরা যাহাতে রক্ষা পাইতে পারে, সেইজন্য রাষ্ট্র লবণ কর বাতিল করিবে ও বিদেশ হইতে লবণ আমদানী নিষিদ্ধ করিবে। লবণ চাষীরা যদি জোতদারের জমিতে লবণ চাষ করে তাহা হইলে উক্ত জোতদারের জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লবণ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। জোতদার নয় এমন জমির মালিকদের জমিও উপযুক্ত মূল্য দিয়া রাষ্ট্র ক্রয় করিয়া লইবে এবং লবণ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করিবে। এইভাবে লবণ উৎপাদনের উপযোগী জমির উপর প্রকৃত লবণ চাষীর স্বত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে। লবণ চাষীরা যাহাতে যৌথ সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে সেইজন্য রাষ্ট্র তাহাদের উৎসাহ প্রদান করিবে।

(৬) বনজ শিল্প সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৭) পূর্ব বাংলার খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উপর রাষ্ট্র বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিবে। পূর্ব বাংলার ভূগর্ভে কয়লা, তৈল, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হওয়ার যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রহিয়াছে রাষ্ট্র ব্যাপক অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও খননকার্য্যের মাধ্যমে তাহা আহরণের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

(৮) নদী-নালা, খাল-হাওর-বিলের দেশ পূর্ব বাংলার মৎস্য শিল্প গড়িয়া তুলিবার জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশেষভাবে যত্নবান হইবে। এই জন্য মাছ ধরা ও মাছ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলিতেছে তাহা দূর করা হইবে এবং ইহাকে পূর্ব বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও লাভজনক শিল্পে পরিণত করার জন্য রাষ্ট্র নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেঃ

(ক) মৎস্য চাষের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। কৃত্রিম উপায়ে মৎষ্য প্রজননের ব্যবস্থা করা হইবে।

(খ) নদী-নালা, খাল-বিল ও হাওরে জেলেদের মাছ ধরার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে মাছ ধরার যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্বল্পমূল্যে তাহাদের সরবরাহ করা হইবে। ‘‘জাল যার জল তার’’ এই নীতির ভিত্তিতে ইজারাদারী প্রথা ও জলকর গ্রহণ প্রত্যাহার করা হইবে।

(গ) বড় বড় নদী, গভীর সমুদ্রে রাষ্ট্র নিজেই সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা মাছ ধরার ব্যবস্থা করিবে।

(ঘ) মৎস্য সংরক্ষণের জন্য কোলড ষ্টোরেজ ও দেশী-বিদেশী বাজারে চালান দিবার জন্য পরিবহনের ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(ঙ) আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য যাহাতে বিদেশে রপ্তানী হইতে পারে তাহার উপর রাষ্ট্র বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিবে ও মৎস্য রপ্তানী ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে।

(৯) বিদ্যুৎ শক্তির উন্নয়নকল্পে আণবিক প্রকল্প নির্মাণ করা হ্ইবে।

(১০) জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও গ্যাস শিল্পের উন্নয়ন করা হইবে।

(১১) সমস্ত শহর ও গ্রামঞ্চলকে বৈদ্যুতিকরণ করা হইবে।

শ্রমনীতিঃ

শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশের এবং ভবিষ্যত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নেতা হিসাবে গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া শ্রমনীতি নির্ধারিত হইবে। ইহার রুপরেখা হইবেঃ

(১) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার পরিপূর্ণ অধিকার থাকিবে।

(২) পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা ও ধর্মঘট করার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় পক্ষের আলাপ আলোচনা ও জনগণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যস্থতায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যকার বিরোধসমূহ মীমাংসা করা হইবে।

(৪) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহ শ্রমিক কর্মচারী ও রাষ্ট্র যৌথভাবে পরিচালনা করিবে। রাষ্ট্র ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি যৌথভাবে শ্রমিকদের স্বার্থ, শিল্পের সম্প্রসারণ ও দেশের সার্বিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্রমিকদের বেতন এবং আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করিবে।

(৫) সকল শ্রমিকের জন্য বিনা ভাড়ায় পারিবারিক বাসস্থান, বিনা খরচে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ও বিনা পয়সায় আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইবে। শ্রমিক কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য রাষ্ট্র বিনা খরচে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। মহিলা শ্রমিকদের জন্য প্রসবকলীন সবেতন ছুটি ও প্রসূতি ভাতার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৬) রোগ-ব্যাধি, কর্মক্ষমতা লোপ, বার্ধক্য ও অবসর গ্রহণকালে শ্রমিক ও কর্মচারীদের যত্ন, সাহায্যদান ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। বৃদ্ধ বয়সে পেনশন, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ ও ভাতা প্রদান করা হইবে।

(৭) খাদ্য দ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যের সহিত সমতা বিধান করিয়া শ্রমিক কর্মচারীদের নিম্নতর মজুরী নির্ধারণ করা হইবে। এই নিম্নতম মজুরী এমন হইবে যাহাতে শুধু শ্রমিকেরা নিজেরাই নয়, তাহাদের পরিবার পরিজনসহ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা চালাইতে পারে।

(৮) একই সুযোগ সুবিধাসহ বিকল্প কর্মসংস্থান ব্যতীত শ্রমিক ছাঁটাই করা চলিবে না। শ্রমিকদের চাকুরি হইতে বরখাস্ত করা চলিবে না, তবে শ্রমিকেরা কোন প্রকার অপরাধ করিলে তাহার জন্য তাহাদের সংশোধনের দায়িত্ব শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গ্রহণ করিবে।

(৯) ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের অংশ গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করা হইবে।

(১০) সকল প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ নিম্ন বেতনের ব্যবধান হ্রাস করা হইবে। সকল পর্যায়ের সরকারী কর্মচারীদের বেতনের ব্যবধানও হ্রাস করা হইবে।

শিল্পে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রসঙ্গেঃ

(১) রাষ্ট্র ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা, পুঁজির বিকাশ ও পুঁজিবাদী উৎপাদনের স্বাধীনতা প্রদান করিবে, কিন্তু ইহা যাহাতে জনগণের জীবনধারণের ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারে তাহার কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) ক্ষুদ্র শিল্প ও হস্ত শিল্প পুনঃনির্মাণ ও উন্নয়ন করা হইবে এবং এই উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য শিল্প ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট ছোট পুঁজিপতিদের উৎসাহিত করিবে।

(৩) এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা মাফিক হইতে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বহির্ভূত অথবা ঐ পরিকল্পনার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন শিল্প বা ব্যবসায়ের জন্য রাষ্ট্র অনুমতি দেবে না।

(৪) দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহ দান ও সংরক্ষণের অনুকূল শুল্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৫)এই সমস্ত শিল্পের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের অংশ গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করা হইবে।

ব্যবসা ও বানিজ্যঃ

(১) সকল বৈদেশিক বানিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে।

(২)পারস্পরিক স্বার্থ ও সমতার ভিত্তিতে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা রক্ষা করিয়া সকল দেশের সহিত বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা যাইবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত বিশেষ করিয়া গণচীনের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কে উন্নয়ন ও বাণিজ্য ও সম্প্রসারণ করার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হইবে।

(৩) পাট ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে।

(৪) কৃষকের অন্যান্য অর্থকরী ফসল যথা- ইক্ষু, হলুদ, পান, আলু ইত্যাদির ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য রাষ্ট্র নিশ্চয়তা বিধান করিবে এবং দেশী-বিদেশী বাজারের পরিপ্রক্ষিতে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করা হইবে। সকল কৃষি পন্যের বিক্রয়ের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা হইবে।

(৫) মূল খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে। মূল খাদ্যশস্যের কৃষকের শ্রম, উৎপাদনের খরচ, জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ও দেশী-বিদেশী বাজারের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নির্ধারিত হইবে।

(৬) ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের স্বার্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

(৭) রাষ্ট্র নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নিত্যপ্রয়োজীয় দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণ করা হইবে।

ফিন্যান্স (অর্থ, মুদ্রা, কর):

(১) সাম্রাজ্যবাদের অধীন মুদ্রা ব্যবস্থা বাতিল করিয়া স্বাধীন মুদ্রা প্রবর্তন করা হইবে।

(২) অপ্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে ব্যাংক জনগণের উপর যে বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাতিল করা হইবে।

(৩) জনগণতান্ত্রিক সরকারের কর নির্দ্ধাণের নীতি হইবে-‘‘যাহারা আয় যত বেশী, ট্যাক্সের হারও তত বেশী’’।

যোগাযোগ ও পরিবহনঃ

যথাযথ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা না থাকার ফলে বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে প্রতিবদ্ধকতা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নিরসনকল্পে রাষ্ট্র নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেঃ

(১) পূবর্ব বাংলার মূল যোগযোগ ব্যবস্থা-জলপথসমূহকে নৌচলাচলের উপযোগী করার জন্য নদী ও খালসমূহের সংস্কারসাধন করা হইবে।

(২) নৌ-যানসমূহ, বিশেষ করিয়া দেশী নৌকাকে আধুনিকীকরণ করা হইবে।

(৩) রেলপথ সম্প্রসারণ ও রেলওয়ে ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করা হইবে।

(৪) সকল যানবাহন চলাচলের উপযোগী সারা দেশব্যাপী সড়ক নির্মাণ করা হইবে, যাহাতে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্য্যন্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে।

(৫) দেশের উত্তরাঞ্চলের সহিত পূর্বাঞ্চলে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা হইবে।

(৬) বিপ্লবের পর প্রধান যানবাহন শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে এবং 'লাভেও নয়-লোকসানেও নয়' এই নীতির ভিত্তিতে উক্ত শিল্প পরিচালিত হইবে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র যানবাহন বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় রাষ্ট্রয়াত্ত করা সম্ভব হইবে না, তাহার ভাড়ার হার হ্রাস করা হইবে।

জনগণতান্ত্রিক শিক্ষা-সংস্কৃতি রুপরেখা

জনগণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হইবে নিম্নরুপঃ

(১) বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করিয়া এমনভাবে ঢালিয়া সাজানো হইবে, যাহাতে ইহা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির সেবাদাসে পরিণত না করিয়া সৃষ্টি করিবে দেশকর্মী, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞান কর্মী, কারিগরি ও উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী দক্ষ শ্রমিক বাহিনী। এই শিক্ষাব্যবস্থা হইবে এমনি যাহা তরুণ শিক্ষার্থীদের তাহাদের স্বদেশভূমি ও পৃথিবীর সকল নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের সহিত পরিচিত ও একাত্ম করিবে, দেশমাতৃকা ও তাহার জনগণের বিশেষ করিয়া শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সঞ্চার করিবে সুগভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, যাহা সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজিপতি ও তাহাদের দালালদের প্রতিও সৃষ্টি করিবে অপরিসীম ঘৃণা। এই শিক্ষা ব্যবস্থাই হইবে জনগণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাই হইবেই জনগণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা যাহার মাধ্যমে ছাত্রসমাজের মন সাম্প্রদায়িকতা ও সকল প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের বিষবাষ্প হইতে মুক্ত হইবে। তাহারা উদ্বুদ্ধ হইবে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে।

(২) পূর্ব বাংলার বুক হইতে নিরক্ষরতার অভিশাপকে চিরতরে নির্মূল করা হইবে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য গণশিক্ষার প্রসার করা হইবে। উক্ত শিক্ষা মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর সন্তান-সন্ততির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হইবে না-ইহার সুযোগ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পেশা নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইবে।

প্রতিটি নাগরিকের জন্য একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হইবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার তারতম্য যথা-কিন্ডারগার্টেন, পাবলিক স্কুল প্রভৃতি বিলুপ্ত করা হইবে।

(৩) মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিকের রাষ্ট্রীয় খরচে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। শ্রমিক-কৃষকের সন্তান-সন্ততির উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য রাষ্ট্র পর্যাপ্ত স্কলারশীপের ব্যবস্থা করিবে।

(৪) প্রচলিত শিক্ষা সিলেবাসকে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কর্মসূচীর সহিত সঙ্গতি বিধান করিয়া পরিবর্তন করা হইবে। অনাবশ্যক সিলেবাসের বোঝা কমানো হইবে এবং ঘন ঘন সিলেবাস পরিবর্তন রদ করা হইবে। বর্তমানে পরীক্ষাসমূহের পদ্ধতিরও সংস্কারসাধন করা হইবে।

(৫) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইবে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণা কার্য্য পরিচালনার জন্য প্রতিটি নাগরিককে অবাধ সুযোগ প্রদান করা হইবে। প্রতিটি জেলায় অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, প্রতিটি থানায় অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া কৃষি কলেজ, টেকনিক্যাল, পলিটেকনিক্যাল, উইভিং, ভেটেরিনারী কলেজ স্থাপন করা হইবে।

(৬) বিভিন্ন কল-কারখানার মেকানিক, যানবাহন চালনা, দর্জির কাজ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অপারেটর, রেডিও মেকানিজম, সিনেমা শিল্পের কারিগর প্রভৃতি শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইবে।

(৭) বাংলা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম করা হইবে। বিদেশী ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান বইসমূহ দ্রুত বাংলা ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা হইবে। পূর্ব বাংলার অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিরা যাহাতে তাহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৮) রাষ্ট্রভাষা হইবে বাংলা এবং প্রতিটি রাষ্ট্রকাজে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হইবে।

(৯) যে সমস্ত তরুণ তাহাদের শিক্ষা জীবন অসমাপ্ত রাখিয়া বিপ্লবে আত্মনিয়োগ করিবে, বিপ্লবোত্তর যুগে তাহাদের শিক্ষা ও প্রতিভার বিকাশের জন্য রাষ্ট্র সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(১০) বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার চরম অবহেলিত শিক্ষক সম্প্রদায় বিপ্লবের পরে জনগণতান্ত্রিক সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হইবেন। তাঁহারা যাহাতে নির্ভাবনায় তাঁহাদের শিক্ষকতা ও গবেষণা কার্য্য এবং প্রতিভার বিকাশ সাধন করিতে পারেন, সেই জন্য রাষ্ট্র তাঁহাদের পর্য্যাপ্ত বেতন ও অন্যান্য সর্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা-প্রদান করিবে।

(১১) বর্তমানে পচাগলা ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও বাহক যে সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা সমূলে করা হইবে এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক ভাবধারাবিরোধী জনগণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে এমন ধাঁচে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে ইহা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের শত্রুদের চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করিতে পারে। এই সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে প্রধান ও নেতৃস্থানীয় উপাদান হইবে সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী মতাদর্শ ও সংস্কৃতি, যাহাতে ইহা দ্রুত সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে এবং সমজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কার্য্যকরী হাতিয়ারে পরিণত হইতে পারে।

(১২) বাঙালী জাতির সংস্কৃতির বিকাশ ও মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ চেষ্টা গ্রহণ করা হইবে। এই জাতীয় সংস্কৃতি পূর্ব বাংলার গোটা জনগণ বিশেষ করিয়া শ্রমজীবী মানুষের সংঘাতময় জীবন ও নিরস্বর শ্রেণী সংগ্রামের একটি সার্থক দর্পণ হইবে।

(১৩) বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবময় ঐতিহ্যকে রাষ্ট্র পরম নিষ্ঠার সহিত সংরক্ষণ করিবে-ইহার মধ্যে যে অংশ বিপ্লবের সাহায়ক হইবে, তাহার বিকাশের জন্য রাষ্ট্র সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইবে, যে অংশ-সংগ্রাম ও শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে যাইবে, তাহা জনগণের নিকট সমালোচনা সহকারে তুলিয়া ধরা হইবে। কিন্তু রাষ্ট্র মাইকেল , রবীন্দ্র, নজরুল বা অন্য ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না।

(১৪) বিদেশের যে সকল শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি মানবজাতির সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে, তাহার সারবস্তু আত্মস্থ করিবার জন্য অনুশীলন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু ইহার সম্পর্কেও শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি ও সমালোচনা তুলিয়া ধরা হইবে।

(১৫) সকল প্রকার লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবলুপ্তি রোধের জন্য এবং তাহার বিনাশসাধনের জন্য রাষ্ট্র সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইবে।

(১৬) সকল জাতীয় সংখ্যালঘুদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ও মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে।

(১৭) নোংরা মার্কিনী সিনেমা, অশ্লীল, পত্র-পত্রিকা ও গণবিরোধী সকল প্রকার সাংস্কৃতিক কার্যকে উৎখাত করা হইবে ও নিষ্ঠুর হস্তে দমন করা হইবে।

(১৮) সমাজে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য যাহারা প্রচেষ্টা চালাইবে রাষ্ট্র কঠোর হস্তে তাহাদের দমন করিবে।

(১৯) সাহিত্য ও শিল্পের সৃজনশীল ভূমিকা গ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে প্রতিটি নাগরিককে অবাধ সুযোগ করা হইবে।

(২০) বুদ্ধিজীবী, কবি, লেখক ও শিল্পীদের সমাজে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে এবং তাহারা যাহাতে নিরুদ্বেগে তাঁহাদের সৃজনশীল কাজ অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাইতে পারেন, রাষ্ট্র তাহার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে।

(২১) মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও তাহার সর্বোচ্চরুপ মাও সে-তুঙের চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারের সুযোগ প্রদান ও জনগণকে তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্র উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে। রাষ্ট্র মার্কসবাদকে বিকৃতকারী সংশোধনবাদী নয়া সংশোধনবাদ ভাবাদর্শে পূর্ণ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিষিদ্ধ করিবে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাঃ (১) স্বাস্থ্য বিভাগের উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য রক্ষার ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের আন্দোলন গড়িয়া তোলা, জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা করা, মহামারী নিরোধের স্থায়ী ও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

(২) জাতি, ধর্ম, বর্ণ পেশা নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের একই ধরনের চিকিৎসার সুযোগপ্রাপ্তির প্রশ্নে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা বিলুপ্ত করা হইবে।

(৩) ‘‘জনগণের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সর্বপ্রকার ঔষধ সরবরাহ’’ এই লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া প্রতিটি ইউনিয়নে অন্ততঃপক্ষে একটি সর্বাধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদিসহ হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ঔষধ শিল্প ও ঔষধ ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কেহ ঔষধ ব্যবসা করিতে পারিবে না।

(৫) ঔষধ প্রস্তুতের জন্য দেশজ গাছ-গাছড়া বিদেশে রপ্তানী না করিয়া উহার উপাদান হইতে ঔষধ প্রস্তুত করার ব্যাপক কার্য চালাইয়া যাইতে হইবে এবং উহার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ঔষধ শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে।

(৬) পূর্ব বাংলায় যে ঐতিহ্যবাহী কবিরাজি, হেকিমী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে, ব্যাপক গবেষণা ও পরীক্ষা চালাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে।

(৭) শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া আন্দোলনের বিকাশ সাধন করা হইবে।

(৮) শহরে ও গ্রামে সর্বত্র বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও সুষ্ঠু পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করা হইবে। সামাজিক নিরাপত্তাঃ

সামাজিক নিরাপত্তা:

(১) রাষ্ট্র অনাথ, বৃদ্ধ অক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ যত্ন গ্রহণ করিবে। বৃদ্ধদের জন্য ভাতা, প্রত্যেক অন্ধ, আঁতুর ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্র নিজ খরচে তাহাদের নিজেদের বাড়ীতে, কোন স্বাস্থ্যনিবাস বা ক্লিনিক থাকার ব্যবস্থা করিবে। অন্ধ ও আঁতুরদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

(২) ভিক্ষাবৃত্তি চিরতরে বিলুপ্ত করা হইবে এবং ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৩) বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান অথবা তাহাদের বেকারভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, জুয়া খেলা, মাতলামি, রাহাজানি, গুন্ডামি চিরতরে সমাজদেহ হইতে উৎপাটিত করা হইবে।

(৫) বেশ্যাবৃত্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করা হইবে এবং বেশ্যাদের সুচিকিৎসা ও শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে। তাহাদেরকে সম্মানজনক জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৬) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের রিলিফ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। যাহাদের জমিজমা, বাড়ী-ঘর নদী ভাঙ্গনের ফলে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, রাষ্ট্র তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবে।

নারীর অধিকারঃ

(১) রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইবে। নারীসমাজের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৃত্তিগত মানোন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে।

(২) যে সকল মহিলা পুরুষের অনুরুপ কার্যে নিযুক্ত তাঁহারা সমবেতন, সমমর্যাদা ও অধিকার ভোগ করিবেন।

(৩) মহিলা কর্মীদের উৎকর্ষ বিধান, উপযুক্ত ট্রেনিং ও সক্রিয় সাহায্যদানের নীতি গ্রহণ করা হইবে।

(৪) বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে প্রগতিশীল আইন প্রণয়ন করা হইবে।

(৫) মহিলা শ্রমিক ও কর্মচারীদের দুই মাসের সমবেতন মাতৃত্ব ছুটি প্রদান করা হইবে। প্রসূতিদের বিশেষ ভাতা প্রদান করা হইবে।

(৬) মাতা ও শিশুদের প্রতি রাষ্ট্র বিশেষ যত্ন গ্রহণ করিবে। রাষ্ট্রীয় খরচে মাতৃসদন, শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান ও নার্সারী স্কুল পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জনসংখ্যার ভিত্তিতে সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকর ও সার্বভৌম পার্লামেন্টের আহবান	ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	এপ্রিল, ১৯৬৯

জনসংখ্যার ভিত্তিতে সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও সার্বভৌম পার্লামেন্টের যৌথ দায়িত্ব পালনে সক্ষম পরিষদ নির্বাচনের সুপারিশঃ গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৬শে মার্চ তাঁহার বেতার ভাষণে ও পরে ১০ই এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, দেশে সামরিক শাসন জারীর পিছনে সামরিক বাহিনীর কোন রাজনৈতিক অভিলাষ নাই বরং প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করাই কেবল তাহার সরকারের লক্ষ্য। দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ অনুকূল থাকিলে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষ হইতে আমি এবং আমার দলীয় বন্ধুরা মনে করি যে, দেশে যেরুপ স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান থাকিলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, দেশে সেইরুপ স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করিতেছে। তাই, আমরা মনে করিতেছে, বিলম্ব না করিয়া শীঘ্রই জনপ্রতিনিধিদের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা প্রয়োজন এবং এই জন্য অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার এবং পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুবিধার্থে বিশেষ কোন অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় বিবেচনার জন্যও আমরা সকল দলমত ও সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহবান জানাইতেছি।

দেশে বর্তমান কোন গণতান্ত্রিক সরকার নাই; কোন শাসনতন্ত্র নাই-ইহাই বাস্তব অবস্থা। এই অবস্থার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বিভিন্ন মহল হইতে বিভিন্ন প্রস্তাব আসিতেছে। যেমন-১৯৫৬ সালের সাবেক শাসনতন্ত্রকে পুনর্বহাল করা, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে নির্বাচনের ভিত্তি হিসাবে ধরা, প্রথমবারের জন্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ (-------------------) ভোটে শাসনতন্ত্র সংশোধনের অধিকারসহ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র গ্রহণ করা। তা ছাড়া জাতীয় কনভেনশন ও গণভোটের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র গ্রহণ করার প্রস্তাবও উঠিতেছে।

শাসনতন্ত্র-সমস্যা সমাধানের তৈয়ারী (-------------------) ব্যবস্থা হিসাবে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বর্তমান সময়ে দেশবাসীর নিকট কোন মতেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। কারণ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন নাই, অথচ এই দাবী আদায়ে দেশের জনগণকে দীর্ঘকাল হইতে অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা সেখানকার জনগণের বিশেষতঃ বেলুচ, পাঠান, সিন্ধিদের স্বায়ত্তশাসন হরণ করা হইয়াছে। এই শাসনতন্ত্রে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবীকে অস্বীকার স্বায়ত্তশাসন হরণ করা হইয়াছে। এই শাসনতন্ত্রে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবীকে অস্বীকার করিয়া অগণতান্ত্রিক সংখ্যাসাম্য নীতি কায়েম করা হইয়াছে। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের একটি গণতান্ত্রিক অধিকার নস্যাৎ করিয়াছে।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে নির্বাচনের ভিত্তি হিসাবেও গ্রহণ করা যায় না। কারণ ইহাতে জনসংখ্যার ভিত্তিকে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা নাই।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া প্রথমবারের জন্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র সংশোধনের বিষয় যাঁহারা সুপারিশ করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের সংগেও একমত হইতে পারিতেছি না। কারণ, এইরুপ অধিকার কে কাহাকে দিবে এবং এইরুপ অঙ্গীকার যে রক্ষিত হইবে উহার গ্যারান্টি কোথায়? উপরন্তু ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে নমনীয় নীতি গ্রহণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, এক ইউনিট বাতিল ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে দেশবাসীকে যে পুনরায় ধোঁকাবাজি দেওয়ার কারসাজি থাকিতে পারে, উহা অতীতের রাজনৈতিক ঘটনাবলী সাক্ষ্য দিবে।

জাতীয় কনভেনশনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের মূলনীতি স্থির করিয়া গণভোটের দ্বারা উহা গ্রহণের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে সে বিষয়েও আমরা একমত হইতে পারিতেছি না। কারণ, প্রথমতঃ কণভেনশনে সকলের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা নাই। অতীতের ঘটনাই ইহার প্রমাণ। তৃতীয়তঃ কনভেনশনে অংশগ্রহণকারীগণ সকল বিষয়ে ঐক্যমত হইবেন, তাহা আশা না করাই বাঞ্ছনীয়। ঐকমত্য না হইলে নূতন সংকট দেখা দিবে। চতুর্থতঃ গণভোটে বিকল্প থাকিবে কি না এবং থাকিলে কতগুলি বিকল্প থাকিবে উহা স্থির করা দুরুহ ব্যাপার। বিকল্পহীন গণভোট যেরুপ অর্থহীন হইবে, অনুরুপভাবে বহুসংখ্যক বিকল্প থাকিলে এমন জটিলতা দেখা দিবে, যাহা পুনরায় সংকট ডাকিয়া আনিবে।

বিভিন্ন মহলের বিভিন্ন প্রস্তাব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি, অবিলম্বে সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে জনসংখ্যার ভিত্তিতে এইরুপ পরিষদ নির্বাচন করা দরকার, যাহা একই সংগে সার্বভৌম পার্লামেন্ট ও গণপরিষদের যৌথ দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে। অর্থাৎ দেশ শাসন এবং সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা-এই উভয় দায়ত্বই এই পরিষদ পালন করিবেন।

অতীতের তিক্ত ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা স্মরণে রাখিয়া সকলেরই আজ দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে দ্রুত রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরাইয়া আনা এবং রাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষার কাজে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হইয়া আসা প্রয়োজন এবং গণপ্রতিনিধিদের হাতেই আস্থার সহিত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে এ কথা আমরা সুস্পষ্টভাবে বলিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবী অস্বীকার করিয়া দেশের শাসনতন্ত্র সমস্যার সমাধান কিছুতেই সম্ভব নয়। এই তিনটি দাবীকে ধামাচাপা দিয়া প্রকৃত সমস্যার সমাধান হইবে না। ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচীতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলের দাবী উত্থাপিত হইয়াছে এবং জনগন ১১ দফা প্রতিষ্ঠার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়া ইতিহাসে সৃষ্টিকারী গণঅভ্যুত্থান দেশে ঘটাইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ১১ দফার শাসনতান্ত্রিক দাবীসমূহ (১১ দফার ২, ৩ ও ৪ নং দাবী) সহ মোট পাঁচটি দাবী গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপন করিয়াছিলাম। আমি ও আমার সহকর্মীগণ মনে করি, ন্যাপ এই সকল দাবী হইতে বিচ্যুত হইবে না এবং এই দাবীগুলি আদায় না হওয়া পর্যন্ত নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছে, কোন কোন রাজনৈতিক মহল বর্তমান অবস্থার সুযোগ পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, এক ইউনিট বাতিল ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবী ধামাচাপা দিয়া সমস্যার দ্রুত সমাধানের নামে কৌশলে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র স্বীকার করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া।

পড়িয়াছেন। তাঁহাদের এই অপচেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে না। জনতা সময়ে এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবে, ইতিহাসে এই সাক্ষ্যই বহন করে।

পরিশেষে আমরা আশু রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ও শাসনতন্ত্র রচনার জন্য অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে সকল গণতান্ত্রিক দলের মধ্যে আলোচনা, সমঝোতা এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার আবেদন জানাইতেছি। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে সর্বদাই জনগণ ও দেশের স্বার্থকে স্থান দিবে এবং এই জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার প্রস্তুত রহিয়াছে।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

নাটোর প্রেস ১২, ফোল্ডার স্ট্রীট, ঢাকা-৩ হইতে মুদ্রিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইয়াহিয়া সরকারের শিক্ষানীতি এবং বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনের সমালোচনা করে ছাত্রসমাজের বক্তব্য	ছাত্রসমাজ (তিনটি বৃহৎ সংগঠন)	আগষ্ট, ১৯৬৯

শিক্ষানীতির নামে প্রতিক্রিয়াশীলদের মিথ্যা অপপ্রচার সম্পর্কে ছাত্রসমাজের আবেদন

দ্বিতীয় সামরিক সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষানীতি পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ছাত্রসমাজ সমর্থন করিতে পারে নাই। সামরিক সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির সমর্থক ইসলামী ছাত্রসংঘ নামক একটি তথাকথিত ছাত্র প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের মুরব্বী জামাতে ইসলাম নামক একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই কারণে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং অযথা "ইসলাম বিপন্ন" প্রভৃতি শ্লোগান তুলিয়া আইয়ুব-মোনায়েম আমলের মতই পুরাতন কায়দায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রসমাজের বিরুদ্ধে বল্গাহীন অপপ্রচার চালাইতে শুরু করিয়াছেন। এই সকল গোষ্ঠী প্রকাশ্যভাবে উস্কানিমূলক নগ্ন প্রচারণাও চালাইতেছেন এবং জনগণের মধ্যে ধর্মভিত্তিক বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টাও করিতেছেন শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ দেশে বর্তমানে বিরাজমান শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক পরিস্থিতিকে নস্যাৎ করিবার অপচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এবং ইহার অর্থ হইতেছে নির্বাচন এবং ১১দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে গণতান্ত্রিক মহল ও দেশবাসীর দাবীসমূহ নস্যাৎ করিবার সুযোগ আরও সম্প্রসারণ করা। প্রকৃতপক্ষ বিগত গণঅভ্যুত্থানের সময় হইতেই জামাতে ইসলাম, ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলি পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, এক ইউনিট বাতিল, পূর্ণ গনতন্ত্র কায়েম ও ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক মধ্যবৃত্তদের ন্যায্য দাবীসমূহ তথা ১১ দফার বিরোধীতা করিয়াছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতেই এই সকল গোষ্ঠী বর্তমানে সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া শিক্ষানীতি মতামত প্রদানকারী তথা গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল মহলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চাইতেছে। তাহাদের এই সকল প্রচারণার জন্য দেশের মসজিদসমূহকে তাহারা ব্যবহার করিতেছে। পবিত্র মসজিদকে ইহারা নিজেদের গণবিরোধী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাহাদের রাজনৈতিক আখড়ায় পরিণত করিয়াছে।

সকলেই এ কথা জানেন যে, সরকার প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষানীতি সম্পর্কে খোলাখুলি মতামত প্রদানের আহবান জানান। এই অভিমত লিখিতভাবে সরকারের নিকট পেশ করা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (-------------) উদ্যোগে বিগত ১২ আগষ্ট শিক্ষানীতির উপর একটি আলোচনা সভা সেমিনার) আহবান করা হয়। এই আলোচনা সভায় যখন 'ভাষা' বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, সে সময় ইসলামী ছাত্রসংঘের কতিপয় সদস্য আকস্মিকভাবে গোলযোগ শুরু করে এবং বক্তা ও শ্রোতাদের আক্রমণ করে। ফলে সাধারণ ছাত্রসহ উদ্যোক্তদের কেহ আহত হয়। সকলে আলোচনা গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহাতেও ইসলামী ছাত্রসংঘের আক্রমণ বন্ধ হয় না। ফলে অনিবার্যভাবে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। এই সংঘর্ষের দুখঃজনক পরিণতি হিসাবে আবদুল মালেকের জীবনাবসান ঘটে। আমরা মালেকের অকালমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছি এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনা সভায় গুন্ডাবাজির পশ্চাতে যে একটি সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য রহিয়াছে ইহাও উন্মোচন করা প্রয়োজন মনে করি।

ইসলাম ছাত্রসংঘ প্রচার করিয়াছে যে, সেমিনারে ইসলাম বিরোধী ভাষণ দেওয়া হইতেছিল এবং তাহাদের বক্তৃতাদানের অধিকার দেওয়া হয় নাই। তাহাদের এই প্রচারণা সর্বৈব মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

প্রকৃত ঘটনা হইল এই যে, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জনাব সামদুদ্দোহা যখন খসড়া শিক্ষানীতির বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি চুলচেরা বিশ্লেষণ করিয়া ভাষার বিষয় বক্তৃতা করিতেছিলাম সে সময়ই তাহারা আক্রমণ করিয়া বসে। সেমিনারে বক্তৃতা করিবার জন্য সেমিনারের সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদের অনুমতি চাহিয়া তাহারা নিরাশ হইয়াছে এইরুপ কোন ঘটনা ঘটে নাই। এই সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রসমূহে এমনকি প্রেস ট্রাষ্টের পত্রিকাসমূহেও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গোলযোগ সৃষ্টিকারী ও আক্রমণকারীগণ আত্মপক্ষ সমর্থন ও বালির বাঁধের পশ্চাতে আত্মরক্ষার জন্যই ইসলাম বিপন্ন ও সেমিনারে বক্তৃতা দানের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু অন্যদের বক্তৃতার সময় লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নাই। সেমিনারের ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, খসড়া শিক্ষানীতির বিরোধীতা করিবার ফলেই ইসলামী ছাত্রসংঘ তাহাদের রাজনৈতিক মুরব্বীগণ গণতান্ত্রিক ছাত্রসমাজের উপর ক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ইহা বর্তমানে সকলেরই জানা আছে যে পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ছাত্র সমাজ কেন খসড়া শিক্ষানীতির বিরোধিতা করিতেছে। আমরা মনে করি যে, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি আমাদের আশা-আকাঙ্খার অনুরুপ হয় নাই। এই শিক্ষানীতি কার্যকরী করা হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে যে বৈষম্য রহিয়াছে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষানীতি কার্যকরী করা হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে যে বৈষম্য রহিয়াছে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষানীতি সম্পর্কে আমাদের অভিমত পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। ‘ইসলাম’ ও ‘পাকিস্তানের সংহতির’ বিরোধিতা করার জন্যই আমরা শিক্ষানীতির বিরোধিতা করিতেছি ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার বরং আমাদের দাবী হইল দেশের সংহতি রক্ষা ও সে জন্য সকল ভাষাভাষী জাতীয়সমূহের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে স্বীকারের মাধ্যমে জাতিগত শোষণ ও নিপীড়ন বন্ধ করা। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির অর্থ ইসলাম বিরোধিতা নয়, বরং সকল ধর্মালম্বীর ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করা ও প্রয়োজনমত ধর্মীয় শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও চালু রাখা। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এই সকল বক্তব্য ইচ্ছাকৃতভাবেই ইসলামবিরোধী হিসাবে মিথ্যা প্রচার করিতেছে। ইহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।

এই পরিস্থিতিতে আমরা দেশের ছাত্রসমাজ, শিক্ষক, অভিভাবকমন্ডলী, গণতান্ত্রিকমহল ও সর্বোপরী শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত তথা আপমর জনগণের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, প্রতিক্রিয়াশীলদের উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচারণা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিহত করিতে আগাইয়া আসুন। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের গণতান্ত্রিক ঐক্য প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতীতের অভিজ্ঞতাই ইহার প্রমাণ। কিন্তু বর্তমানে সকলকে সর্তক ও হুঁশিয়ার থাকিবার জন্য আমরা আহবান জানাইতেছি।

সামসুদ্দোহা	তোফায়েল আহমদ	মোস্তফা জামাল হায়দার
সভাপতি,	সভাপতি,	সভাপতি,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র, লীগ	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

নুরুল ইসলাম	আঃ সঃ মঃ আবদুর রব	মাহবুব উল্লাহ
সাধারণ সম্পাদক।	সাধারণ সম্পাদক।	সাধারণ সম্পাদক।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ : নীতি ও কর্মসূচী	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ	১লা আগষ্ট, ১৯৬৯

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
নীতি ও কর্মসূচীর ঘোষণা
(ম্যানিফেষ্টো)

তাজউদ্দীন আহমদ
সাধারণ সম্পাদক,
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ।

[১৯৬৪ সনের মার্চ, ১৯৬৬ সনের মার্চ ও ১৯৬৭ সনের আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনসমূহ গৃহীত সংশোধনীনিচয় অন্তভুক্ত করিয়া এই 'নীতি ও কর্মসূচীর ঘোষণা' (ম্যানিফেষ্টো) তৃতীয় প্রকাশরুপে পুর্নমুদ্রণ করা হইল।

ভূমিকা

স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান কায়েম করা হয় এই উদ্দেশ্যে যে, এখানে সুবিচার ও ন্যায়-নীতিভিত্তিক এক নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইবে-যেখানে জনগণের জীবনযাত্রার সর্বাঙ্গীণ মানোন্নয়নের মাধ্যমে এক সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল সমাজ গড়িয়া উঠিবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করা হয় এই আশায় যে, এখানে দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের বা কয়েকটি গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত না হইয়া দেশের সমগ্র জণসাধারণের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হইবে, তাহাদের সর্বাত্মক কল্যাণ ব্যয়িত হইবে। স্বভাবতঃই আশা করা গিয়াছিল যে, এখানে প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সহজ, সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের ন্যূনতম শর্তাবলী পূরণের পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করা হইবে। পাকিস্তানের নাগরিকেরা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই আশা করিয়াছিল চিন্তার ও চিন্তাধারা প্রকাশের পূর্ণ ও নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, পাক স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা, মুদ্রণ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, দেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরার স্বাধীতা এবং অন্যান্য মৌলিক স্বাধীনতার পূর্ণ নিশ্চয়তা; আশা করা গিয়াছিল অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও জনগণের ভোগের সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা।

কিন্তু দেশবাসী মর্মান্তিকভাবে হতাশ হইয়াছে, -তাহাদের আশা পূর্ণ হয় নাই, তাহারা এই সকল মৌলিক অধিকার ভোগের অধিকার পায় নাই। জনগণের এইসব অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও উপভোগের জন্য যে সুস্পষ্ট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন সেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা এ দেশে কার্যকরী করার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। ক্ষমতা লোভী একদল চক্রান্তকারী, এক সংকীর্ণ আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী এবং স্বার্থসর্বস্ব একটি সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী শ্রেণী সম্মিলিতভাবে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলনের প্রতিটি প্রচেষ্ঠা বানচাল করিয়া দিয়াছে। এই স্বার্থপর কুচক্রীদলের দেশ ও গণস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের নজিরের অভাব নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন তাঁহার স্বল্পকালস্থায়ী প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে এ দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল।

এই অশুভ চক্রের তৎপরতার ও প্রাধান্যের ফলেই ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ বিসর্জন দিয়া এবং পাকিস্তানের ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের এক বিরাট পাহাড় সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো আজ প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

এই দুর্বিষহ অবস্থা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব আমাদের,-আমাদিগকে এই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব দেশকে এই দুঃসহ অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার জন্য অর্থাৎ এ দেশে সত্যিকার গণতন্ত্র কায়েম করিবার জন্য এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। জেল-জুলুম ও অন্য সকল প্রকার প্রতিবন্ধককে সহ্য ও অগ্রাহ্য করিয়া জন্মাবধি আওয়ামী লীগ এই মহান উদ্দেশ্য হাসিল ও বাস্তবায়নের পথ দৃঢ় ও নিরলস সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আওয়ামী লীগের দীর্ঘকালীন সংগ্রামের ফলেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক অবিচারের অন্ততঃ কিছুটা মৌখিক স্বীকৃতি সকল মহলই প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ইহা মৌলিক স্বীকৃতি মাত্র, কার্যতঃ সর্বক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বাত্তশাসনের দাবী অবশ্যই যুক্তিপূর্ন ও গ্রহণযেগ্য। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধকালে এই অঞ্চলের শাসনকার্য্য পরিচালনায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত এই অঞ্চলের স্বাভাবিক যোগযোগ ব্যাপারে যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে এই অঞ্চলের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের যৌক্তিকতা ও অপরিহার্য্যতা বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অকাট্যরুপে প্রমাণিত হইয়াছে।

আমাদের প্রিয় নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক গণতন্ত্র এবং আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশসন প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে, কারণ, ইহাই পাকিস্তানের সকল জনগণের দাবী এবং 'জনগণের নির্দেশই সকল ব্যবস্থার উৎস'।

শাসনতান্ত্রিক আদর্শ

আওয়ামী লীগ জাতীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। ইহা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করে যে, জনগণই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পরিচালিত হইবে। রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনায় নিয়োজিত সকল ব্যক্তিই তাহাদের নিজ কার্য্যকলাপের জন্য জনসাধারণের নিকট সর্বতোভাবে দায়ী হইবে।

উল্লিখিত মূল নীতিসমূহের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রে আইন প্রণয়ন,শাসনকার্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও দেশরক্ষা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ বর্তমানে সর্বাধিক প্রয়োজন। শুধু এই যুক্তিযুক্ত ও বাস্তব ব্যবস্থার মাধ্যমেই পাকিস্তানের সংহতি, স্থায়িত্ব, নিরাপত্তাও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে।

রাষ্ট্রে সকল প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের সার্বজনীন ও প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবে। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ও মতনির্বিশেষে নারী-পুরুষ প্রত্যেক নাগরিক ১৮ বৎসর বয়সে ভোটাধিকার লাভ করিবে এবং ২১ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে যে কোন ভোটার নির্বাচনপ্রার্থী হইবার অধিকারী হইবে। নির্বাচন স্বাধীনভাবে এবং গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইবে।

মৌলিক অধিকার

ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, মত ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ও জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদে স্বীকৃত প্রতিটি অধিকার ভোগের অধিকারী হইবে। নাগরিকদের ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু জীবনযাপনের অধিকার ও সুযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং ন্যায়সঙ্গত ও সহজ উপায়ে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

আইনের চক্ষে সকল নাগরিক সমান বলিয়া বিবেচিত হইবে। দেশের প্রতিটি নাগরিকই আইনসঙ্গত সকল অধিকার ও মর্যাদা সমানভাবে ভোগ করিবে। অল্প ব্যয়ে দ্রুত ও সহজ উপায়ে ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা

পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিককে তাহার সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, যাহাতে সে স্বীয় প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করিতে পারে এবং জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়ে স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করিতে পারে ও সমাজের বৃহত্তম কল্যাণ সাধন করিতে পারে। মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, বই-পুস্তক, সংবাদপত্র ও প্রচারপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা, সমবেত হইবার ও সংগঠন করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং দেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতা থাকিতে হইবে। উপযুক্ত ও আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত কাহাকেও গ্রেফতার করা ও বিনা বিচারে কাহাকেও আটক রাখা চলিবে না।

একমাত্র যুদ্ধকালীন সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে এই সকল অধিকার খর্ব করা হইবে না। ‘জরুরী অবস্থার’ অজুহাতে অন্যায়ভাবে কোন নাগরিকের অধিকার খর্ব করা চলিবে না।

সর্বোপরি আওয়ামী লীগ হিন্দু-মুসলিম, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী প্রভৃতি সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক বিভেদ ও বিদ্বেষের সম্পূর্ণ বিরোধী। আওয়ামী লীগ ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ও মত নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকারে বিশ্বাস, ইহা গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রাথমিক শর্ত।

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ হইতে সম্পূর্ণরুপে পৃথক থাকিবে। শাসনতন্ত্রে বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতার বিধান থাকিবে। বিচার বিভাগের যোগ্যতা, নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার উপযুক্ত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবঃ

ইহা পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, আওয়ামী লীগ নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী এবং ইহা প্রতিষ্ঠার জন্য এই সংগঠন সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে। এখানে বিশেষভাবে কতিপয় প্রস্তাবের উল্লেখ করা যাইতেছে-যেগুলিকে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে :

* পাকিস্তান হইবে একটি “ফেডারেশন” বা যুক্তরাষ্ট্র। এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা বা অপরিহার্যতা সম্বন্ধে আলোচনা অবকাশ নাই, -ইহা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান এই উভয় অঞ্চকে পূর্ন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহকে পূর্ব প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। সরাকর হইবে ‘পার্লামেন্টারী’ ধরনের, যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত আইন সভা সার্বভৌম। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার আসন সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

* যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা দুইটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে, -যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকিবে নিরঙ্কুশ।

* সমগ্র দেশের জন্য দুইটি পৃথক অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকিবে।

অথবা

বিশেষ ব্যবস্থা শর্তাধীনে মুদ্রা ও অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়রুপে গৃহীত হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃকত্বাধীন " ষ্টেট ব্যাঙ্কের" পরিচালনার অধীনে দুই অঞ্চলে দুইটি "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" থাকিবে। এই আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলি আঞ্চলিক সরকারের অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরামর্শ দান করিবে এবং যাহাতে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে অবাধে অর্থ ও মূলধন পাচার হইতে না পারে তাহার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

* শাসনসম্বন্ধীয় কার্যনির্বাহের সুবিধার জন্য এবং নানা প্রকার জটিলতা এড়াইবার জন্য কর ও শুল্ক ধার্যের দায়িত্ব অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির উপরই ন্যস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে কোন ক্ষমতা অর্পনের প্রয়োজন নাই। তবে প্রয়োজন নাই। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির রাজস্বের একটি স্বীকৃতি অংশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অবশ্য প্রাপ্য হইবে। অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ স্বয়ংক্রিয় নিয়মে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব তহবিলে জমা হইবে।

* যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাবে রক্ষা করিতে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে বা সর্বসম্মত কোন হারে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলিই মিটাইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সহিত রাখিয়া অঙ্গ রাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বীয় স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দান করিতে হইবে।

* আঞ্চিলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আদা সামরিক বা অঞ্চলের সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হইবে।

শাসনতন্ত্রে কার্য্যকরী এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হইবে যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সামরিক ও বেসামরিক চাকুরিতে উভয় অঞ্চলের লোকসংখ্যা অনুপাতে নিযুক্ত হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্তৃত্বাধীন সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ও বিভাগসমূহ এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ব্যয়, বিনিয়োগ ও নির্মাণকার্য এমণভাবে পরিচালিত হইবে যাহাতে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের লোকসংখ্যা অনুপাতে নিযুক্ত হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্তৃত্বাধীন সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ও বিভাগসমূহ এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ব্যয়, বিনিয়োগ ও নির্মাণকার্য এমনভাবে পরিচালিত হইবে যাহাতে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের লোক জনসংখ্যার অনুপাতে সমান সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিতে পারে।

অর্থনৈতিক আদর্শ

আওয়ামী লীগের আদর্শ স্বাধীন, শোষণহীন ও শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করা। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমেই বর্তমানের শোষণ, বৈষম্য, অবিচার ও দুর্দশার হাত হইতে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠানকল্পে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

শিল্প ;

যুগ যুগ ধরিয়া নির্মম শোষণের ফলে পাকিস্তান সামগ্রিকভাবে অনুন্নত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। দেশের মানোন্নয়নের জন্য ইহার প্রাকৃতিক ও কৃষিজ সম্পদের ব্যবহার দ্বারা সুষমভাবে দেশকে শিল্পায়িত করা আওয়ামী

লীগের আশু লক্ষ্য। শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে কোন প্রকারের একচেটিয়া অধিকার স্বীকার করা হইবে না। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন সরবরাহ ও অন্য সকল ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হইবে। ভৌগোলিক অবস্থা, ভূমির পরিমাণ ও জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানকে অধিকতর শিল্পায়িত করা ব্যাপক পরিকল্পনা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।

মূল, ভারী ও বৃহৎ শিল্প, যথা, -খনিজ শিল্প, ইস্পাত শিল্প, সমর শিল্প, বিদ্যুৎ ও রাসায়নিক শিল্প,- জাতীয়করণ করিতে হইবে এবং ইহাদের পরিচালনার ভার রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে গঠিত ও পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে।

ব্যাঙ্ক, বীমা, গুরুত্বপূর্ণ যানবাহন ও যোগযোগ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জনস্বার্থমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহও জাতীয়করণ করা হইবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রত্তাধীনে পরিচালিত হইবে।

পাকিস্তান, বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের মতজনবহুল কৃষিপ্রধান দেশে কুটির শিল্প প্রসারের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা ও সাফল্য অনস্বীকার্য্য। সহজ অর্থনীতির খাতিরে কুটির শিল্পকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। দেশের সকল অঞ্চলে উহার বহুল প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমানে চলতি ও ক্ষীয়মান কুটির শিল্পকে টিকাইয়া রাখার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং নূতন ও প্রয়োজনীয় কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

কৃষি :

কৃষি উন্নয়নের জন্য যে সকল স্বভাবজাত উপাদানের প্রয়োজন পাকিস্তান, বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তান সেই সকল উপাদানে সমৃদ্ধ। কিন্তু স্বভাবজাত প্রাচুর্য্যের মধ্যেও এই দেশের কৃষক সমাজ কঠিন দারিদ্রের নিষ্পেষণে জর্জরিত ও মুমূর্ষু। এই বেদনাদায়ক অবস্থার প্রতিকারের জন্য কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত ও সভ্য পর্যায়ে আনয়নের উদ্দেশ্যে এক ব্যাপক ও বহুমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগৌণ কার্যকরী করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি প্রাকৃতিক সম্পদে ঐশ্বর্য্যবান। এই ভূমি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমবায় পদ্ধতিতে দেশে যৌথ চাষাবাদের প্রচলন করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি কৃষকের জমির পরিমাণ এত অল্প এবং তাহাও এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডে বিক্ষিপ্ত যে সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ ব্যতীত এখানে কৃষির উন্নয়নের কোন উপায় নাই। অতিসত্বর দেশের সর্বত্র যৌথ খামার সৃষ্টি করিতে হইবে। কৃষি ব্যাঙ্কের, সমবায় ব্যাঙ্কের এবং অন্যান্য কৃষি ঋণের টাকা কৃষকদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে বিতরণ না করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত কৃষির জন্য উহা ব্যয় করা উচিত। ইহার ফলে কৃষকদের প্রধান সমস্যা মূলধন সমস্যার সমাধান অনেকাংশে সম্ভব হইবে।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি ব্যবস্থার ফলে আধুনিক চাষ ও জলসেচের যন্ত্রপাতি ক্রয়, উন্নত বীজ সংগ্রহ এবং উৎপাদিত ফসলের সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা সহজ হইবে।

আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সর্ব প্রকার যন্ত্রপাতি পূর্ব পাকিস্তানে প্রস্ত্তত করিবার জন্য কারখানা স্থাপন করিতে হইবে। উন্নত ধরনের বীজ সরবরাহের, জমিতে সার প্রদানের ও সেচ ব্যবস্থার এবং গবাদি পশুর উন্নতির সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বিভিন্ন প্রকারের পোকা-মাকড় ও রোগের ফলে শস্যাদির ব্যাপক ক্ষতির উপযুক্ত প্রতিরোধক ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে।

সরকার কর্তৃক পর্য্যাপ্ত সংখ্যক আদর্শ খামার প্রচলিত করিয়া কৃষকদিগকে কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষি উন্নয়নের আধুনিক পন্থা প্রদর্শন করিতে হইবে।

পাটঃ

পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করিতে হইবে। সরকারী তত্ত্বাবধানে গঠিত ও পরিচালিত একটি পাট-ক্রয় ও রফতানীকারী প্রতিষ্ঠানের পর্য্যাপ্তসংখ্যক শাখার মাধ্যমে কৃষকদের পাট সরাসরিভাবে ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকিবে না। তবে পাট বিক্রয় ও রফতানীর মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জিত হইবে উহা পাট-চাষীদের কল্যাণে এবং পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের গবেষণায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করিতে হইবে। পাট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা এত দিন আংশিকভাবে করা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। পাট ব্যবসা জাতীয়করণের জন্য একটি সুষ্ঠু ও সামগ্রিক আবশ্যক। উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মূলধন থাকিতে হইবে যাহাতে উহা দেশের সমস্ত পাট ক্রয় করিতে সক্ষম হয়।

বন্যাঃ

সাম্প্রতিককালে পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা একটি জাতীয় বিপর্য্যায় ও সঙ্কটরুপে দেখা গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে বর্ষার শুরুতে উত্তরের নদীপথে বন্যা আসিয়া এক ধ্বংস-যজ্ঞের সৃষ্টি করে। অপর দিকে দক্ষিণের সমুদ্র হইতে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বস ও লবণাক্ত পানি সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলাসমূহের ধন-প্রাণ ও শস্যের বিপুল ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ক্রুগ মিশনের রিপোর্ট ও পরবর্তীকালীন উপদেষ্টাদের মতামতের আলোকে একটি সুষ্ঠু ও কার্য্যকরী পরিকল্পনা রচনায় সত্বর হাত দিতে হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যারুপে গ্রহণ করিয়া জাতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইহার সমাধান করিতে হইবে।

খাজনা ও ভূমি ব্যবস্থাঃ

কৃষি ও কৃষকের মানোন্নয়নের জন্য ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার আশু প্রয়োজন। পূর্ব পাকিস্তানে সামন্ত ভূ-স্বামীদের উচ্ছেদ সাধন করা হইলেও সামন্তবাদী অবস্থা এখনও বর্তমান রহিয়াছে। সদা বর্ধিষ্ণু উচ্চহারের খাজনা, গুরুভার বিবিধ কর ও আদায়কারী আমলাদের হৃদয়হীন জুলুমবাজী ও অবৈধ উশূল কৃষককুলকে ম্রিয়মাণ করিয়া রাখিয়াছে। এই অভিশাপের নাগপাশ হইতে ক্লেশ জর্জরিত কৃষককুলকে মুক্ত করিবার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে (পঁচিশ) বিঘা জমির মালিক প্রত্যেক কৃষকের জমির খাজানা মওকুফ করিয়া দিতে হইবে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে নূতন ভূমি ব্যবস্থা কায়েম সকল কৃষকের জমির খাজানা মওকুফ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রমিকদের অধিকারঃ

আন্তজার্তিক শ্রমিক সংস্থার গৃহীত সুপারিশ ও কনভেনশনের ভিত্তিতে শ্রমিকদের সকল প্রকার অধিকার ও সুযোগ-সুবিধামূলক আইন প্রণয়ন করিয়া প্রত্যেক শ্রমিকের, সুষ্ঠু, উন্নত ও সুন্দর জীবনযাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জীবনযাত্রার মান ও ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক শ্রমিকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাদের চাকুরীর নিরাপত্তা প্রদান করিতে হইবে। শ্রমিকদের ও শ্রমিক পরিবারের জন্য বিনা ভাড়ায় বাসযোগ্য গৃহের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বিনা ব্যয়ে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পীড়িত থাকাকালীন শ্রমিকদের পূর্ণ বেতনে ছুটির ব্যবস্থা থাকিবে। পূর্ণ বেতনে বৎসরে অন্ততঃ একমাস প্রত্যেক শ্রমিকের ছুটির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিকদের উন্নত ধরনের কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাদের ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা-অন্ততঃ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত-করিতে হইবে।

শিল্পের মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ শ্রমিকদের শেয়ার হিসাবে সংরক্ষিত রাখিয়া শ্রমিকদিগকে শিল্পের অংশীদার হওয়ার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

শ্রমিক সংঘ গঠন ও ধর্মঘট করিবার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। কলকারখানা পরিচালনার ব্যাপারে শ্রমিকদের মতামত গ্রহণ করার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

বেকার শ্রমিকদের ভাতা দিতে হইবে এবং সকল শ্রমিকদের বার্ধক্যের জন্য উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

বেসরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদিগকে উপযুক্ত বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বেকার সমস্যাঃ

ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সুষ্ঠু ও ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। সাকুল্য জনশক্তিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের সার্বিক উন্নয়নে নিয়োগ করতঃ জনশক্তির অপচয় রোধ করিতে হইবে এবং জাতীয় অর্থনীতির উপর হইতে বেকারত্বের অবাঞ্ছিত চাপ অপসারণ করিয়া উহাকে স্বাভাবিক ও গতিশীল রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিক্ষাঃ

পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষার অধিকারকে বাস্তব রুপদানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে; মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এরুপ ব্যাপকভাবে প্রসারিত, সহজলভ্য ও সুলভ করিতে হইবে যাহাতে দরিদ্রতম নাগরিকের সন্মানও শিক্ষা লাভের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। এমন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে আর্থিক বিবেচনা কাহারও দেশের উচ্চতম শিক্ষা লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে না পারে।

যুগের ও দেশের চাহিদা অনুসারে কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সাধন করিতে হইবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্য্যাপ্তসংখ্যক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্টানরুপে বাস্তব স্বীকৃতি প্রদান করিতে হইবে। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনসাম্য শিক্ষাবিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর থাকিবেন। সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব দমনমূলক আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে সেই সব আইন বাতিল করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিভিন্ন স্তরে, যথা, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যাপৃত ব্যক্তিদের জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে উচ্চ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শিক্ষাদান কার্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

পাকিস্তানের সর্ব অঞ্চলে মাতৃভাষাকে সর্বোচ্চ শিক্ষার মাধ্যমরুপে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে যত শীঘ্র সম্ভব শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রচলন করিতে হইবে এবং পাকিস্তানের সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যবহারিক জীবনে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রসারের চেষ্টা করিতে হইবে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার উন্নতি ও বিকাশের জন্য কার্য্যকরী উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে এবং সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

মোহাজের সমস্যা

বাস্তুহারা মোহাজেরদের স্থায়ী পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। যথাশীগ্র সম্ভব মোহাজের ও স্থানীয়ের প্রবেধ বিদূরীত হইয়া যাহাতে দেশের সর্ব ব্যাপারে উভয়ে একাত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ হইত পারে এমন পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

বৈদেশিক সম্পর্ক

‘‘সকল রাষ্ট্রের জন্য বন্ধুত্ব, বিদ্বেষ কাহারও প্রতি নয়’-আওয়ামী লীগ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই নীতিতে বিশ্বাসী। বিশ্বে শান্তি স্থাপনের বিভিন্ন প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগ সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে। আওয়ামী লীগ জাতিসংঘ সনদের পূর্ণ সমর্থক এবং এই প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা দান করিবে। আওয়ামী লীগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতিতে বিশ্বাস করে। সর্বপ্রকার সাম্র্যবাদ, উপনিবেশবাদে এবং একনায়ত্বমূলক শাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের প্রতি আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ সমর্থন থাকিবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৈষম্য সম্পর্কে পিয়ার্সন কমিশন রির্পোট	দৈনিক পূর্বদেশ	১৬ নভেম্বর, ১৯৬৯

বৈষম্য সম্পর্কে পিয়ার্সন কমিশনের রির্পোট

পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন-ব্যয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির হার হ্রাসের সুপারিশ

(পূর্বদেশ রিপোর্ট)

চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে "পাকিস্তানে দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য অবিলম্বে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় এবং সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের হার হ্রাস করতে হবে।"

বৈষম্য দূর করার জন্য কমিশন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক একটি সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তাতে অধিক অর্থ ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সুপারিশ করেছেন। অন্যথায় অবহেলার মারাত্মক বিপদ ডেকে আনবে বলে রিপোর্টে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

পিয়ার্সন কমিশনের রিপোর্ট নামে পরিচিত এই আন্তর্জাতিক রিপোর্টটি সম্প্রতি প্রকাশত হয়েছে এবং পাকিস্তানে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

পিয়ার্সন কমিশনের রিপোর্টে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত পাকিস্তানের উন্নয়ন এবং উন্নয়ন সমস্যা সম্পর্কে সংক্ষেপে নানা তথ্য প্রদান করা হয়েছে এবং দেশের দু'অংশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পাকিস্তানের উন্নয়ন পরিকল্পনায় আঞ্চলিক বৈষম্য সম্পর্কে কমিশনের সতর্ক ও রক্ষণশীল মতামতও অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের অনেকের কাছে চাঞ্চল্যকর মনে হয়েছে। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানীদের দুরবস্থা সম্পর্কে কমিশনের রিপোর্ট স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছেঃ

"রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের অংশীদার হওয়া অনেকটা সান্তনা লাভের মত। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রমবর্ধিষ্ণু অর্থনৈতিক বৈষম্য আঞ্চলিক অসন্তোষকে আরো তীব্র করে তুলেছে।" (পৃষ্টা ৩০৫)।

পিয়ার্সন কমিশনের রিপোর্টে প্রদত্ত তথ্যাদি পাকিস্তানের সরকারী হিসাবপত্র থেকেই সংগৃহীত এবং দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার জন্য মুখ্যতঃ আইয়ুব শাসনামলেও সরকারী ভাষ্যের উপরই নির্ভর করা হয়েছে। এসত্ত্বেও কৃষি ও শিল্প অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পরবর্ত্তীকালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্রুত বর্ধিষ্ণু বৈষম্য, বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের টাকার ন্যায্য ভাগ পাওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভাগ্যের কথা কমিশন গোপন করেননি।

পিয়ার্সন কমিশন নামে পরিচিত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কমিশনের রিপোর্ট পাকিস্তান সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

"দেশটির আভ্যন্তরীণ সমস্যার দিকে তাকালে দেখা যাবে, দু'অঞ্চলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যই রাজনৈতিক বিরোধ ও স্থিতিহীনতার কারণ হয়ে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ বৃদ্ধির সরকারী প্রচেষ্টা, দক্ষতা এবং সম্পদের সদ্ব্যবহার করার সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোর অভাবে

ব্যর্থ হয়েছে। প্রদেশের আবহাওয়া এবং ছোট ছোট কৃষি ফার্মের উপযোগী করে ধান ও পাট উৎপাদনের আধুনিক কারিগরী বিদ্যা যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। অধিকন্তু সবচাইতে জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকেই অর্থ, বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি দিয়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা। এর অর্থ হবে পশ্চিম পাকিস্তানের কার্যকরী করার ব্যয় হ্রাস এবং সেখানকার সামগ্রিক উন্নয়ন হার কমিয়ে ফেলা। এ না হলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি উপেক্ষার ফল বিপজ্জনক হবে''। (পৃঃ ৩১৬)

কমিশনের গোড়ার কথা

''উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার'' ক্ষেত্রে ক্রমাগত উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি হতে থাকায় ১৯৬৭ সালের ২৭শে অক্টোবর বিশ্বব্যাঙ্কের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ জর্জ উডস গত বিশ বছরের উন্নয়ন সাহায্য, সাহায্যদান নীতির সাফল্য ত্রুটি ও ফলাফল পর্যালোচনার জন্য অভিজ্ঞতা ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেন। ১৯৬৮ সালের ১৯শে আগষ্ট তারিখে কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ এল,বি, পিয়ার্সন বিশ্ব-ব্যাঙ্কের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট মিঃ রবার্ট এস, ম্যাকনামারার কাছ থেকে এই কমিশন গঠনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। মিঃ পিয়ার্সন এই কমিশনে কাজ করার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে সাতজন সহযোগী গ্রহণ করেন। কমিশনের এই অপর সাতজন সদস্য হলেন, যুক্তরাজ্যের স্যার এডওয়ার্ড বয়েল, ব্রাজিলের মিঃ রবার্টো দ্য অলিবিয়া ক্যাম্পোস, যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ সি, ডগলাস ডিলন, পশ্চিম জার্মানীর ডঃ উলফ্রেড গুথ, জ্যামাইকার ডবু, আর্থার লুই, ফ্রান্সের ডৎ রবার্ট ই, মারজোলীন এবং জাপানের ডঃ সবুরো ওকিতা। কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ পিয়ার্সন এবং উপরোক্ত সাতজন সদস্য ছাড়াও অন্যান্য উন্নত ও উনানয়নশীল দেশ থেকে ১৪ জন বিশেষজ্ঞ গ্রহণ করা হয়। উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গত বিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা ছাড়াও আগামী ২০বছরের জন্য কমিশন নানা রকম প্রস্তাব ও সুপারিশ জ্ঞাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এদিক থেকে পিয়ার্সন কমিশনের গুরুত্ব বিশ্বের অকমু্যনিস্ট দেশগুলোতে কম নয়। কমিশনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া ছাড়াও আঞ্চলিক বৈঠক রাওয়ালপিন্ডি, নয়াদিল্লী, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি শহরে অনুষ্ঠিত হয়। চলতি বছরের ২৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ পিয়ার্সন আনুষ্ঠানিকভাবে কমিশনের রিপোর্ট বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করেন।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণ

অকম্যুনিষ্ট বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়ন ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনার সঙ্গে পিয়ার্সন কমিশনের রিপোর্টে ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানের দু'অংশের অর্থনৈতিক সমস্যা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। কমিশন স্পষ্ট ভাষাতেই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। ফলে দ্রুত কৃষি উন্নয়নের ফলে পশ্চিম পাকিস্তান খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত এলাকায় এবং পূর্ব পাকিস্তান ঘাটতি এলাকায় রুপান্তরিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক বৈষম্য দিন দিন আরও তীব্র আকার ধারণ করছে। কমিশন বলেছেন, ''দেশের দু'অংশে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী নীতি আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি উন্নয়ন কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্রাকার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছে এবং খাদ্য ঘাটতির ভয় থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির দরুণ উদ্বৃত্ত খাদ্যের সমস্যা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিক্ষেত্রে স্থবিরতা এবং বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা ক্রমেই সকলের মোহভঙ্গের কারণ হয়েছে। ....পাকিস্তানে শিল্প বিকাশ দ্রুত হওয়া সত্বেও এই শিল্প ক্ষুদ্রাকার এবং প্রায় অধিকাংশ কাঁচামালের অভাবে আমদানির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তদুপরি প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তানকেই শিল্পায়ীত করা হয়েছে। দেশের দু'অঞ্চলের বৈষম্য তাতে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে''। (পৃ:৩১০)।

কৃষি, শিল্প ও বৈদেশিক মুদ্রা বন্টনের ক্ষেত্রে

পাকিস্তান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় কমিশন দেশের দু'অংশের বিপরীতমুখী কৃষিনীতি অনুসরণ, শিল্পোন্নয়ন পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করা এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক সাহায্য বন্টনের ক্ষেত্রে অনুসৃত বৈষম্য নীতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং এই প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। গত দশকে অধিক হারে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণলাভ করা সত্ত্বেও পাকিস্তানের দু'অঞ্চলে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থনৈতিক অবস্থা কেন সৃষ্টি হয়েছে কমিশনের রিপোর্ট থেকে তারও একটা আভাস পাওয়া যায়।

ঢাকাঃ মঙ্গলবার, ২রা অগ্রাহায়ণ, ১৩৭৬

নভেম্বর ১৮, ১৯৬৯

অসম কৃষি-উন্নয়ন থেকে প্রকৃত বৈষম্যের শুরু

(পূর্বদেশ রিপোর্ট)

পিয়ার্সন কমিশন নামে পরিচিত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কমিশনের চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্বাধীনতা লাভের একুশ বছরের মধ্যেও পূর্ব পাকিস্তানে কোন গ্রীণ রেভোলিউশন বা সবুজ বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। সামগ্রিক কৃষি বিপ্লবকেই কমিশন 'সবুজ-বিপ্লব' আখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে আধুনিক সেচ ব্যবস্থা, পানি সমস্যার সমাধান, সার সরবরাহ, নয়াজী আমদানী মুনাফাকেন্দ্রিক কৃষিনীতি অনুসরণের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় এবং মাত্র দু'বছরে শতকরা ৫০ ভাগ গম উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বৈষম্যমূলক কৃষি নীতি অনুসরণই দেশের দু'অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির জন্য মূলতঃ দায়ী।

কমিশনের রিপোর্টে আমদানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদর্শন করা হয়েছে। গড়পড়তাভাবে উন্নয়নশীল দেশের আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ২০ ভাগ বৈদেশিক সাহায্যের অর্থানুকূল্য লাভ করে থাকে। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানে আমদানী বাণিজ্যের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ এইডের অর্থানুকূল্য লাভ করে। এই আমদানী বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তান কিভাবে গত দু'দশক যাবৎ বঞ্চিত হয়েছে তার হিসাব পাকিস্তানের সরকারী হিসাবপত্তরেও রয়েছে। পিয়ার্সন রিপোর্টে বলা হয়েছে, এইডের অর্থানুকুল্যে আমদানী ক্ষেত্রে নতুন যন্ত্রপাতি ও খুচরা অংশ, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামল, কৃষি উন্নয়নের জন্য কীটনাশক ঔষধ ও সার প্রভৃতিকেই বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। এর পর আমদানী বাণিজ্যে উপেক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কারণ প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ না করে কমিশন বলেছেন, ''পাকিস্তানের শিল্পোন্নতি প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তানেই ঘটেছে।'' কমিশনের রিপোর্টে পাকিস্তানের রফতানী বানিজ্যের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোরীয় যুদ্ধের আকস্মিক তেজীভাবের সুযোগ নিয়ে প্রধানতঃ কাঁচা পাট ও তুলা রফতানীর উপর নির্ভর করে পাকিস্তান তার বহির্বাণিজ্যে কিভাবে লাভবান হয়, তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের পাট ও অন্যান্য কাঁচামাল দ্বারাই বহির্বাণিজ্যে খাতে প্রায় দুদশক যাবৎ বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ অর্জিত হয়েছে। কিন্তু অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা এবং ঋণ ও সাহয্যের অর্থ বন্টনে পূর্ব পাকিস্তান যে তার ন্যায্য অংশ কখনো লাভ করেনি, তার হিসাব সরকারী পরিসংখ্যানেও গোপন করা সম্ভব হয়নি। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ক্রমাগত বৈষম্য পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন সৃষ্টিতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যাদকে পূর্ব পাকস্তানের পুঁজি ও সম্পদ ক্রমাগত অন্যত্র পাচার হতে থাকে। কমিশনের রিপোর্টে এই বেষম্যমূলক অবস্থার বিশদ বর্ণনা না দিয়ে সংক্ষেপে সন্তব্য করা হয়েছে ''পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পোন্নয়নের জন্য ক্রমাগত সরকারী খাতের উপর নির্ভর করতে হয় এবং পুঁজি নিয়োগের সুযোগ গ্রহণে বেসরকারী খাত ব্যর্থ হয়।'' (মুদ্রিত রিপোর্ট, পৃঃ ৩১০)।

পিয়ার্সন কমিশন বা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কমিশনের মতে স্বাধীনতা লাভের পরে যেসব উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত ''সবুজ বিপ্লব'' বা কৃষি সংঘটিত হয়েছে যেসব দেশেই দ্রুত শিল্পোন্নতি ঘটেছে। পাকিস্তানে কৃষি বিপ্লব শুধু দেশের এক অংশেই অনুষ্ঠিত হয় এবং অন্য অংশে তার বেশী সুযোগ থাকা সত্বে ও তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়েছে। কমিশনের মুদ্রিত রিপোর্টের ৩১৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছেঃ

''দেশের দু'অংশে কৃষির অসম বিকাশ আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে। অথচ এই বৈষম্য দূরীকরণে কৃষিই সর্বাধিক সহায়তা যোগাতে সক্ষম। পূর্ব পাকিস্তান অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার ভূমি অত্যন্ত উর্বর এবং সেখানে অধিক উৎপাদন সক্ষম ধানের বীজ ছাড়াও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। সেচ কার্যের জন্য সেখানে পানি রয়েছে এবং জমির শতকরা ২০ ভাগে মাত্র বছরে দু'বার শস্য উৎপাদন করা হয়।

বিভিন্ন নদী থেকে লো-লিফট পাম্পের সাহায্যে পানির ব্যবস্থা করে উৎপাদন বহু গুণ বৃদ্ধি সম্ভব। এ ব্যাপারে প্রাথমিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়নি, সুতরাং এই পরিকল্পনার দ্রুত সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক।''

পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে সকল সুযোগ ও জমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গত দশকে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক কর্মসূচী ছাড়া বলতে গেলে কিছুই করা হয়নি, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে স্বাধীনতা লাভের পরপরই অনুর্বর লবণাক্ত কৃষি ভূমিতে 'কৃষি বিপ্লব' সম্পাদনের জন্য কি করা হয়েছে, কমিশন তার বিশদ বিবরণ প্রদান করেছেন।

কমিশন বলেছেন, ''উন্নত টেকনোলজির সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি ক্ষেত্রে নাটকীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। গম ও চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরো বেশী ফলন প্রত্যাশা করা যায়।'' (পৃষ্ঠা ৩১৬)।

কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে,-

''১৯৫০সালের দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থার অভাবে বহু চাষাবাদের জমিতে লবণাক্ততার দরুন উৎপাদন মোটেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু জলাবদ্ধতা ও জমির লবণাক্ততার সেই অভিশাপকে এখন আশীর্বাদে রুপান্তরিত করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা ৩৪)।

বন্যা বিশেষজ্ঞরা বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের বন্যার অভিশাপকেও আশীর্বাদে রুপান্তর করা এবং কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি সম্ভব। এক্ষত্রে শুধু প্রয়োজন পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু অববাহিকা পরিকল্পনার মত সুষ্ঠু পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় অর্থ, বৈদেশিক সাহায্য ও বিশেষজ্ঞের। কিন্তু গত একুশ বছরেও এই অভাবটি পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

স্বাধীনতার প্রক্কালে পশ্চিম পাকিস্তান কৃষিক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে উন্নত ছিল না, বরং কোন কোন এলাকা পশ্চাৎপদ ছিল। এই অবস্থায় মাত্র দু'দশকে দু'অঞ্চলের মধ্যে মারাত্মক কৃষি বৈষম্য সৃষ্টি হল কি করে? একদিকে জমির লবনাক্ততা দূর করা এবং গভীর কূপ খনন ও নলকূপ বসিয়ে সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন কৃষির উন্নতিতে সহায়তা জুগিয়েছে, অন্যদিকে আধুনিক ও উন্নত কৃষি পদ্ধতি প্রবর্তন গোটা কৃষি ব্যবস্থার চেহারা পাল্টে দিয়েছে।

কমিশন বলেছেন-''গম ও চালের নতুন ধরনের বীজ প্রবর্তন কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করে। ১৯৬৬-৬৭ সালে যেখানে ২ লক্ষ একর জমিতে নতুন গমের বীজ রোপণ করা হয়েছিল, পরবর্তী বছরে তা ২৩ লক্ষ একর জমিতে গিয়ে দাঁড়ায়। নতুন বীজ থেকে চালের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণের টাকায় দ্রুত সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় এবং দ্রুত সার উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান বিশ্বের দীর্ঘতম একটানা সেচ ব্যবস্থার অধিকারী। সেচের অধীনে উন্নত চাষ, পানি ও সার

সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, ফসলের নতুন বীজ সরবরাহ, বিদেশ থেকে উন্নত যন্ত্রপাতি এসে কৃষি ব্যবস্থায় প্রবর্তন এবং মুনাফা প্রাধান্যমূলক কৃষিনীতি পশ্চিম পাকিস্তানে বিপ্লব সংঘটন সম্ভবপর করেছে।'' (পৃষ্ঠা ৩০৭ ও ৩০৮)।

কমিশন পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি উৎপাদনের হার বৃদ্ধিরও একটা তালিকা দিয়েছেন। এই হার নীচে দেয়া হল। ১৯৪৯-৫০-১৯৫৯ ৬০ গম ১.১ ভাগ এবং অন্যান্য প্রধান শস্য ২.৩ ভাগ। ১৯৫৯-৬০-১৯৬৭-৬৮ গম ৪.০ এবং অন্যান্য প্রধান শস্য ৫.০। (পৃষ্টা ৩০৯)।

কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতির ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় ছোট ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিকাশে শুরু হয় এবং আমদানী বাণিজ্য ও বৈদেশিক গ্রাণ্ট ও লোনের সিংহভাগ লাভ করায় সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক শিল্প-ভিত্তি গড়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তান এদকি থেকে এই শিল্প-ভিত্তির কাঁচামাল যোগানদার এবং উৎপাদিত দ্রব্যের ক্রেতার ভূমিকায় থেকে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের শিল্প-ভিত্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করায় সেখানে স্থানীয় পুঁজির যেমন বিকাশ ঘটে, তেমনি বাইরের পুঁজিও সেখানে আকৃষ্ট হয় ।

পিয়ার্সন কমিশন পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভোগ্যের প্রাথমিক কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, ''উন্নত সেচ ব্যবস্থা পশিচম পাকিস্তানের কৃষিতে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটায়, অন্যদিকে সেচ ব্যবস্থার অভবে) পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিতে এই পরিবর্তন অনুপস্থিত। ফলে খাদ্যোৎপাদন তুলনামূলকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। অতি সম্প্রতি লো-লিফট পাম্পের সাহায্যে জমিতে পানি সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার ফলে কৃষকদের পক্ষ বছরে দুটি কিংবা তিনটি ফসল ফলানেরও সম্ভব হবে। অসম কৃষিনীতি দু'অঞ্চলের মদ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিসর বিরাটভাবে বৃদ্ধি করেছে। (পৃষ্ঠা ৩০৮)।

পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে কমিশন সুস্পষ্ট ভাষায় সুপারিশ করেছেন-আধুনিক টেকনোলজির সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানে পাট ও ধান উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন এবং কেন্দ্রীয় সরকারেরই উচিত এই উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য অর্থ ও বিশেষজ্ঞ সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন ও অধিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতা	দ্য ডন	২৯ নভেম্বর, ১৯৬৯

EXTRACTS FROM PRESIDENT YAHAYA KHAN'S ADDRESS TO THE NATION (NOVEMBER 28, 1969)

My Dear Countrymen,

I addressed you last on July 28. Since then a number of development have taken place in the country in various sectors and certain specific actions have been taken by my Government to lead the country forward towards the main objectives that I had outlined in that Address.

* * * * *

Now I come to the political and constitutional problems facing this country. In my last address, I had expressed the hope that the political leaders of the country would come up with a consensus on certain major issues relating to our future Constitution. It is regrettable that they have not been able to do so, but one can understand and appreciate their difficulties. I had, however, continued with my discussions with individual political leaders and others concerned with these problems since I spoke to you last and while no formal consensus has been produced, I am now fully aware of the views that various people hold on these important matters.

Transfer of Power

Ever since the responsibility for the administration of this country devolved on me, one of the most important problems which has been agitating my mind is the mode of transfer of power to people's representatives.

My aim is to transfer power to the elected representatives of the people, but this aim cannot be achieved without a legal framework. This, as you know, is not available to us today. It is, therefore, necessary for me, in my capacity as the President and Chief Martial Law Administrator of this country, to take initiative in this matter. I have naturally given deep thought to this problem and could think of four possible alternatives whereby a legal framework for the holding of elections could be evolved.

One method could be to have an elected constitutional Convention whose task would be to produce a new Constitution and then dissolve itself. This would have been a neat arrangement, but then it had certain disadvantages: the main one being that it would have

involved two election to the Convention and the other to the National Assembly based on the Constitution made by such a Convention. The other and more serious disadvantage of this procedure would have been that it would cause unnecessary delay in the transfer of power.

The next was to revive the 1956 Constitution but there is widespread opposition to adopting such a method in both wings of the country because certain features of that Constitution such as One Unit and parity are no longer acceptable to the people.

The third alternative was to frame a Constitution and have a referendum on it in the country. This alternative too has certain practical difficulties as a simple `yes' or no by way of an answer cannot possibly be given by the people to such a comprehensive document as a Constitution.

The fourth alternative was for me to evolve a legal framework for general elections on the basis of consultations with the various groups and political leaders as well as the study of Past Constitutions of Pakistan and the general consensus in the country. This proposal from me would only be in the nature of a provisional legal framework.

After careful thought, I have decided to adopt this fourth alternative, namely to evolve a legal framework for holding elections to the National Assembly. As I had mentioned in my July address, it became evident to me that the three main issues that face us as a nation in the constitutional field are firstly, the question of One Unit, secondly the issue of one man vote versus parity and thirdly, the relationship between the Centre and the Federating Provinces.

As discussions on constitutional matters went on in the country during the past few months, I could see that the first two of these issues would have to be resolved before the elections are held because they are connected with the basis or elections and with the setting up of the National Assembly. As regards other constitutional issues, such as the Parliamentary Federal Form of Government, direct adult franchise, fundamental rights of citizens and their enforcement by the law courts, independence of judiciary and its role as the custodian of the Constitution and the Islamic character of the Constitution which should preserve the ideology on which Pakistan was created, there is no disagreement and these can be considered as settled.

With regard to the three major issues as referred to by me, opinions were divided and I made it clear in my last address that these must not become election issues. I is glad to find that differences on these issues have now begun to narrow down. This is a good sign. Although no formal all-party meetings have taken place, through statements both to the press and during party meetings most political parties have now come quite close in their thinking on these issues. Also, during my tours in various parts of the country sections and groups quite clear to me that there is hardly any difference amongst different sections and groups of people on these questions. This has lent further strength to my initial reaction that these matters should not become election issues, because by a national process of discussion and sober thinking, we seem to have come closer to solving these issues and

great harm would be caused if these are pitched back in the election arena, as there is danger of these issues creating unnecessary bitterness on emotional grounds and thereby causing delay in the peaceful transfer of power.

I would now like to summarize what I consider to be the generally accepted view on these three important questions.

On the question of One Unit, there appears to be a general desire to revert to the system of separate Provinces instead of the present arrangement of One Unit for the whole of West of West Pakistan.

On the question of one man one vote also, it has by large, been recognized in the country that this is a basic requirement of any democratic form of Government, and therefore not only in the East Wing but also in the West Wing it is now generally accepted that we should base our representation on this form of voting. As stated by me the question of One Unit and the system of representation have to be decided before elections can be held and machinery can be set up to finalize the country's Constitution.

I, therefore, have decided to resolve these two issues on the following lines:

One Unit will be dissolved and separate Provinces will come into being. I may add here that One Unit was created by executive orders which, however, were subsequently approved by the Provincial Legislatures and by the second Constituent Assembly. In 1957, the West Pakistan had voted in favor of the dissolution of One Unit. If Martial law was not imposed in 1958, One Unit might have been dissolved long ago.

I would also like to remind you that when Pakistan was created, it was not on the basis of One Unit, but it was on the basis of various Provinces in the Western Wing. The people of both East and West Pakistan are almost unanimous in demanding the break-up of One Unit. My decision is, therefore, based on popular wish.

Similarly, in difference to the wishes of the people, I have accepted the principle of One Man One Vote and this democratic principle will be the basis of election for the future National Assembly.

As regards the relation between the Centre and the Provinces, you would recall that in my July broadcast I pointed out that the people of East Pakistan did not have their full share in the decision making process on vital national issues. I also said then that they were fully justified in being dissatisfied with this state of affairs. We shall, therefore, have to put an end to this position. The requirement would appear to be maximum autonomy to the two Wings of Pakistan as long as it does not impair national integrity and solidarity of the country.

One of the main aspects of the whole relationship between the Centre and the Provinces in Pakistan today lies in the financial and economic spheres. Federation implies not only a division of legislative powers but also that of financial powers. This matter will have to be dealt with in such a manner as would satisfy the legitimate

requirements and demands of the Provinces as well as the vital requirements of the nation as a whole. People of the two regions of Pakistan should have control over their economic resources and development as long as it does not adversely affect the working of a National Government at the Centre. The people of East and West Pakistan are bound together by common historical, cultural and spiritual heritage. There is, therefore, no reason why we should not be able to work out a satisfactory relationship, between the Centre and the Provinces in Pakistan wherein people of both the Wings shall together as equal and honorable partners.

I would like now to give you the details of the time table to which we should work for change over of power to the elected representatives of the people. First, the provisional legal framework for holding elections should be ready by March 31. 1970. Next, as already announced by the Chief Election commissioner, the Electoral Rolls will be ready by June, 1970. With the completion of the Electoral Rolls, the Election Commission will be engaged in delimiting the various constituencies both for Central and Provincial elections in accordance with the provisions which will be made in the legal framework, As you are aware, delimitation is finalized after hearing the objections if any, from the people. Therefore, some time has to be given to this task. Further, there are climatic difficulties for holding elections both in East and West Pakistan form June 1, to the end of September. I have, therefore, decided to hold general elections in the country on October 5, 1970. The provincial elections will be held after the National Assembly completes its task of constitution making. The Assembly will be required to complete this work within a period of 120 days from its first sitting, I would be happy if they can finalize it even before the expiry of this period. If however, they are unable to complete the task by the end of the stipulated period, the Assembly would stand dissolved and the nation will have to go to polls again. I hope and pray that this does not happen and I would, therefore, urge the future elected representatives to undertake this task with a full sense of responsibility and patriotism.

As regards the voting procedure in the National Assembly, it is important to appreciate that the Assembly will be deciding upon basic constitutional issues Constitution is a sacred document, and it is an agreement to live together. It cannot be compared to any ordinary law. It is, therefore, essential that the voting procedure to be evolved by the Assembly for itself should be just, and fair to representatives of all regions of Pakistan. After the Assembly has completed its task and the Constitution made by it has been duly authenticated, it will assume the character of Pakistan's Constitution. The stage would then be set for the formation of the new Government.

Throughout these activities, Martial Law will remain supreme in order to give support to the programme of peaceful transfer of power to the elected representatives of the people.

My dear countrymen, I would once again like to stress upon you that we are passing through the most critical stage of our national life. There is need for every single one of us to realize this fact and act in a sober, objective and patriotic manner. Let us all eschew parochial interests and cast aside personal or local considerations. Let each one of us say

to himself that he will contribute everything in his power to make this nation strong and prosperous.

On my part, I have placed before you a programme which I consider, in all sincerity and honesty, to be the most acceptable to the general mass of our people and to be entirely in the interest of Pakistan.

I have full faith and confidence in our people. I have also full faith in the destiny of our country which was created on the basis of our ideology and at the sacrifice of the lives of one million Muslims. Democracy was the driving force during the movement for Pakistan and I sincerely wish to adhere to democratic principles.

Finally, I would like to say that in view of the programme outlined by me, full political activity will be allowed in the country with effect from January 1, 1970. The Martial Law Regulation prohibiting such activities will be duly cancelled. I may, however, add that I am not prepared to tolerate any obstruction in the way of the restoration of democracy. Any individual or any group which creates law and order problems and indulges in acts of violence will be severely dealt with, because democracy implies tolerance and refutation of the use of force. All political activities must, therefore, accord with certain norms of behavior. In this behalf I propose to issue certain guidelines in the near future.

Let us now all go forward together and achieve this transfer of power in a peaceful and civilized manner.

God bless you all
Pakistan Paindabad.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইয়াহিয়া খানের ভাষণ সম্পর্কে ছাত্রসমাজের বক্তব্য	ছাত্রসমাজ (তিনটি বৃহৎ ছাত্রদল)	নভেম্বর,১৯৬৯

১১-দফার সংগ্রাম চলবেই
ইয়াহিয়া খানের ভাষণ সম্পর্কে ছাত্রসমাজের অভিমত

জনগণের সংগ্রাম, শহীদের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা, ছাত্র-শ্রমিক-রাজনৈতিক কর্মীদের নির্যাতন ভোগ ও দেশপ্রেমিকের কঠোর সাধনা বৃথা যায় নাই। বৃথা যায় নাই বিগত গণঅভ্যুত্থান ও এগারো দফার ঐতিহাসিক সংগ্রাম। গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় দ্বিতীয়বারের জন্য সামরিক শাসন বলবৎ করা হইলেও গণদাবীর নিকট পরাভূত হইতে হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ, একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীকে। দেশে পুনরায় পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শাসন প্রবর্তনের জন্য ‘‘এক ইয়াহিয়া খানকে। ইহাতে গণ-সংগ্রামের এক বিরাট বিজয় সূচিত হইয়াছে। ‘‘এক লোক এক ভোট’’ নীতির ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ভিত্তি ঘোষিত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক সংখ্যাসাম্য নীতিরও অবসান ঘটিল এবং জনসংখ্যার ভিত্তিই সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিল। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়াশীল এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ঘোষণাও সারা দেশর গণতন্ত্রকামী ও স্বায়ত্তশাসনকামী জনগণের আর একটি বিরাট বিজয়। প্রতিক্রিয়াশীল ও দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনরায় চালু করার যে আবদার করিতেছিল, জনমতের চাপে তাহাদের ঐ আবদারও ভাসিয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে রাষ্ট্রীয় নীতি প্রনয়নের ক্ষেত্রে বারবার বঞ্চিত হইয়াছে উহাও প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে পুনরায় স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। কিন্তু ইহার দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রানের দাবীর ন্যায্যতার ভিত্তি স্বিকৃত হইলেও মূলতঃ যে স্বায়ত্তশাসনের জন্য ১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী করা হইয়াছিল এবং ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক ১১-দফার দাবীতে পৃথিবী বিখ্যাত যে গণ-অভ্যুত্থান হইল সেই স্বায়ত্তশাসন পূর্ব বাংলার মানুষ এখনও পায় নাই। তথাপি ইহার দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর ন্যায্যতার ভিত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। দেশে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু করিতে দেওয়ার জন্য যে দাবী উঠিয়াছিল উহার পরিপ্রেক্ষেতে ১লা জানুয়ারী হইতে জনসভা, মিছিল, ধর্মঘটের অধিকার ফিরাইয়া দেওয়ার কথাও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণের মাধ্যমে যে সকল ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে উহাতে এই সকল প্রশ্নে গণসংগ্রাম ও গণতন্ত্রকামী স্বায়ত্তশাসনকামী জনগণের বিজয় সূচিত হইয়ছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অবিলম্বে মার্শাল ল’ প্রত্যাহার কর

কিন্তু জনগণের দাবী হইল এই যে, দেশ হইতে অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হউক এবং পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার ফিরাইয়া দেওয়া হউক। একই সঙ্গে বিনাবিচারে আটক দেশপ্রেমিক বৃদ্ধ জননেতা মনি সিংসহ সকল রাজবন্দী ও রাজনৈতিক কারণে সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও আটক সকল বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হউক এবং রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা সামরিক আইনের মামলা, ঘোষিত সাজা, গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রভৃতি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হউক। এইভাবে পরিপূর্ণ মুক্তি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে অবাধ ও নিরপেক্ষতার মধ্য দিয়া পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে-ইহাই জনগণ ও ছাত্রসমাজ আশা

করিয়াছিল। কেননা, বিশ্ববাসী যেন একথা ভাবিবার অবকাশ না পায় যে পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য মার্শাল ল' রাখিতে হয়। তাই আমাদের দেশের ও জনগণের মর্যাদা ও রক্ষার জন্যও ইহা প্রয়োজন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সরকার কেন এই দাবী পূরণ করিলেন না, উহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। তাই মার্শাল ল' প্রত্যাহার, ব্যক্তিস্বাধীনতা কায়েম, রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা, সামরিক মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার এবং সকল রাজবন্দীর আমরা অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিতেছি।

নির্বাচনের সংগে শাসনক্ষমতা জনপ্রতিনিধিদের হাতে দাও

ছাত্রসমাজ ও জনগণ ইহাও আশা করিয়াছিল যে, দেশে ৫ই অক্টোবরের পূর্বে দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ও নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসনভার এবং শাসনতন্ত্র রচনার সার্বভৌম ক্ষমতা নির্বাচিত পরিষদ তথা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে আস্থার সহিত অর্পণ করা হইবে। কিন্তু এই আশাও পরিপূর্ণবাবে বাস্তবায়িত নাই। যেভাবে সবকিছু ঘোষণা করা হইয়াছে অনুরুপভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত দেশে সামরিক শাসন বলবৎ থাকিয়া যাইবে এবং ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সৃষ্টি করিয়া জাতীয় পরিষদ ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যর্থ হইলে সামরিক শাসনের মেয়াদ আরও অনির্দিষ্টকালের জন্য বৃদ্ধি পাইবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা আমরা মর্মে মর্মে উপলদ্ধি করি। কিন্তু সামরিক শাসন দেশে বলবৎ থাকিলেও কায়েমী স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্রের ফলে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ব্যর্থ হইতে বসিলে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সামরিক আইনের মেয়াদ যেন আর বৃদ্ধি না পায় এই লক্ষ্য হইতে তাড়াতাড়ি করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়াই গোঁজামিলের পথে চলিয়া যাইতে পারেন। ইহার ফল ভবিষ্যতের জন্য হইবে খুবই মারাত্মক। কাজেই আমরা মনে করি যে নির্বাচনের সাথে সাথে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই শাসনভার অর্পণ করা দরকার।

ব্যাখ্যা প্রয়োজন

পূর্ব পাকিস্তান তথা বিভিন্ন প্রদেশসমূহের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁহার ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারধীন কি কি বিষয় থাকিবে তাহা সুস্পষ্টভাবে কিছু না বলায় আমরা ইহাই মনে করিতেছি যে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদে পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে সহজ সংখ্যাধিক্যের ভোটে স্বায়ত্তশাসনসহ সকল শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করিবেন ইহাই আশা করেন। 'এক লোক এক ভোট' যেমন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নির্বাচনের গণতান্ত্রিক ভিত্তি নূতনভাবে দেশের শাসনন্ত্র প্রণয়নের সময়ে সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে উহা গ্রহণ করাও তেমনই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁহার ভাষণে এই সম্পর্কিত তিনটি বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন উহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। প্রথমতঃ তিনি শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ পবিত্র দলিল হিসাবে বর্ণনা করিয়া জাতীয় পরিষদে শাসনতন্ত্র গ্রহণের জন্য বিশেষ ভোট পদ্ধতি কি হইবে উহা স্থির করার দায়িত্ব জাতীয় পরিষদের উপরই ন্যাস্ত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা তিনি সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটপদ্ধতির পরিবর্তনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়াছেন বলিয়াই অনুমান করার অবকাশ আছে। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় পরিষদের শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবার পর উহা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইবার কথাও বলা। এই অনুমোদন দানের বিষয়টি রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষরদানের ব্যাপার মাত্র কিনা উহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। তৃতীয়তঃ স্বায়ত্তশাসন বিশেষতঃ পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন বিশেষতঃ পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে বলিতে গিয়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অর্থ (-----------) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার ভাগ বন্টনের কথা বলিয়াছেন ও এইভাবে রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষার গুরুত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ছাত্রসমাজের বক্তব্য ঐতিহাসিক ১১-দফা দাবীতে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন জাতীয় পরিষদের সামনে উহা একটি শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি হিসাবে থাকিবে কিনা তাহাও

সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত ও দাবী হইল এই যেঃ

তিনটি দাবী

(ক) জাতীয় পরিষদের সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে শাসনতন্ত্র গ্রহণের গণতান্ত্রিক ভিত্তি পূর্বাহ্নে ঘোষণা করা প্রয়োজন। অন্যথায় এই সম্পর্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জাতীয় পরিষদে যে বিতর্কের সূচনা হইবে উহাতে অযথা সময় নষ্ট হইবে, ফলে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী কর্তৃক ষড়যন্ত্র সৃষ্টির সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে এবং এইভাবে ১২০ দিনের সময়-সীমার মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

(খ) জাতীয় পরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র রচনার পর প্রেসিডেন্টের অনুমোদন দানের বিষয়টিকে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হিসাবে পূর্বাহ্নেই ঘোষণা দিতে হইবে।

(গ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনসহ সকল বিষয়ে শাসনতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা জাতীয় পরিষদের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে ও এই সম্পর্কেও পূর্বাহ্নেই ঘোষণা দিতে হইবে। তবে এক ইউনিট বাতিল ও 'এক লোক এক ভোট নীতি' পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রভৃতি সর্বজনীস্বীকৃত নীতিসমূহ শাসনতন্ত্রের অনুর্ভুক্ত যে ৩১ শে মার্চের পূর্বেই নির্বাচনের সাময়িক আইনগত কাঠামো সম্পর্কে সরকার কর্তৃক যে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে, এই আইনগত ভিত্তির মধ্যে উল্লেখিত তিনটি বিষয় অব্যশই অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

আইনগত কাঠামো দ্রুত ঘোষণা কর

এই সকল কারণে নির্বাচনের আইনগত কাঠামো দ্রুত ঘোষণার জন্যও আমরা দাবী জানাইতেছি।

পশ্চিম কয়টি প্রদেশ হইবে?

ইহা শুভ লক্ষণ যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলিষ্ঠতার সহিত এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। যদিও নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই এক ইউনিট বাতিল করিয়া আশা করেন। কিন্তু এক ইউনিট উঠিয়া গেলে চারটি সাবেক প্রদেশ পুনর্জীবিত করা হইবে, নাকি পশ্চিম পাকিস্তানে প্রদেশের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় হ্রাস বৃদ্ধি করা হইবে, সে বিষয়ে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা হয় নাই। এই বিষয়ে অবিলম্বে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। কেননা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রদেশের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি করা হইলে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং ইহার ফলে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার আশংকা আছে যে, পরিশেষে নির্বাচন নস্যাৎ করার পুরাতন ষড়যন্ত্র আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে পারে।

বেসামরিক আইনে দেশ শাসন কর

পহেলা জানুয়ারী হইতে রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগ দানের ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। আমরা মনে করি যে, ১লা জানুয়ারী হইতে সামরিক আইন তুলিয়া নেওয়া উচিত। ইহার ফলে শাসনব্যবস্থায় শুন্যতা সৃষ্টির অবকাশ নাই। কারণ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন যে, সামরিক ও বেসামরিক এই দুইভাবেই দেশ বর্তমানে শাসিত হইতেছে। কাজেই সামরিক আইন প্রত্যাহার করিয়া ১লা জানুয়ারী হইতে বেসামরিক আইনের বর্তমান ভিত্তিতে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার জন্য আমরা দাবী জানাইতেছি।

আত্ম-সন্তুষ্টির অবকাশ নাই

পরিশেষে আমরা আমাদের দেশের গণতন্ত্রকামী, স্বায়ত্তশাসনকামী ছাত্রসমাজ, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত তথা জনগণের নিকট ও সকল গণতান্ত্রিক শক্তির নিকট আবেদন জানাইয়া বলিতে চাই যে, প্রেসিডেন্টের ঘোষণার মাধ্যমে গণদাবীর কতকগুলি বিজয় সূচিত হইলেও আত্ম-সন্তুষ্টির কোন অবকাশ নাই।

ইহা সকলেরই জানা আছে যে আমাদের দেশে গণতন্ত্র বিকাশে ও বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জাতীয় অধিকার লাভের বিরুদ্ধে দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী গত ২২ বৎসরব্যাপী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে এবং দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইতে দেয় নাই। এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র চালাইয়া যাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব বাংলাসহ সকল ভাষাভাষী জাতির পূর্ণ ও প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য আজ আমাদরে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে ও আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। অন্যথায় বর্তমান বিজয়সমূহও পুনরায় নস্যাৎ হইবার আশংকা আছে। তদুপরি দেশে উগ্র দক্ষিণপন্থী ও উগ্র-হঠকারী বামপন্থীগণ কর্তৃক পুনরায় নির্বাচন বানচালের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়ার বিপদ এখনও আছে। এক্ষেত্রে আমরা সুস্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা করিতে চাই যে, শুধু নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র অর্জন করিলেই জনগণের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, এ কথা আমরা মনে করি না। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির উচ্ছেদ, দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম, বাঙ্গালীসহ সকল জাতির পূর্ণ জাতীয় স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা এবং ছাত্র-শ্রমিক-শ্রমিক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়াই দেশ মুক্তির পথে যাইতে পারে। এই জন্য নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার অর্জিত হয় উহা ঐ লক্ষ্য অগ্রসর হইবার একটি পথ মাত্র।

১১-দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকুন

কাজেই আমরা জনগণ এবং গণতান্ত্রিক শক্তির নিকট আহবান জানাইতেছি যে, দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর চক্রান্ত ও উগ্র-দক্ষিণ এবং উগ্র বামের বিপদের বিরুদ্ধে ১১-দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হউন এবং গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বর্তমানে অগ্রসর করিবার মধ্য দিয়া সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ত বাদ ও একচেটিয়া পুঁজির শোষণ শাসন উচ্ছেদ করুন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন-

১। শামসুদ্দোহা, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

২। নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ঐ

৩। তোফায়েল আহমেদ, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

৪। আবদুর সাধারণ সম্পাদক, ঐ

৫। ইব্রাহিম খলীল, সভাপতি, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন।

৬। খায়রুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, ঐ

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৩১/১ হোসেনী দালান হইতে প্রকাশিত ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক কামাল উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রচারিত। বর্ণশ্রী মুদ্রায়ণ, ৩৪, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা-১ হইতে মুদ্রিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ নামকরণের পক্ষে বক্তব্য	দৈনিক পূর্বদেশ	৩০ নভেম্বর, ১৯৬৯

পূর্ব পাকিস্তানের নাম কি হবে?

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের নাম স্বাভাবিকভাবেই 'পূর্ব বাংলা' হবে। পুনরায় প্রদেশের নামকরণ 'পূর্ব বাংলা' না করে শুধুমাত্র 'বাংলা নাম রাখার জন্য বিভিন্ন মহল সুপারিশ করছেন।

বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর পাকিস্তানে বেশীরভাগ অংশ পড়েছে, এই যুক্তিতে সংখ্যাগুরুরাই কেবলমাত্র মূল নামে পরিচিত হওয়ার দাবী করতে পারে।

বিভিন্ন মহল বলছেন, এক ইউনিট বাতিলের পর সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তাদের আগের নামে পরিচিত হবে। পশ্চিম পাঞ্জাব বাহওয়ালপুর তাদের আগের নাম পশ্চিম পাঞ্জাব হিসেবে পরিচিত হতে চলেছে। এই মহল 'পশ্চিম পাঞ্জাব'-এর নামও শুধুমাত্র 'পাঞ্জাবই' হওয়া উচিত বলে অভিমত দিচ্ছেন। কারণ বিভক্ত পাঞ্জাবের অধিকাংশ এলাকা বর্তমানে পাকিস্তানে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক স্বাধীন পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ১১-দফা কর্মসূচী	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ১১-দফা কর্মসূচী

দুটি কথা

পূর্ব-বাংলার জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজির শোষণ ও সামন্তবাদী শোষণ। পূর্ব বাংলার জনগণের শতকরা ৮৫ জন কৃষক যেহেতু তারা সামন্তবাদী শোষণের জর্জরিত-যেহেতু পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে সামন্তবাদী শোষণের দ্বন্দ্ব প্রধান। যদিও এই কর্মসূচী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক প্রচারিত হচ্চে তবুও ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়-এই কর্মসূচীর বাস্তবায়ন হতে পারে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শনিষ্ঠ বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক, গরীব ও মাঝারী কৃষককে সংগঠিত কর বিপ্লবী, বুদ্ধিজীবী, শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতিসেবী, ছোট-মাঝারী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করার মধ্য দিয়ে, গ্রাম অঞ্চলে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর করে, শ্রেণী সংঘর্ষের রুপান্তরিত করে দীর্ঘ দিয়েই স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ছাত্রসমাজ জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের জন্য সহায়কের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম-যদি ছাত্রসমাজ নিজেদের আরাম, আয়েশ, ভোগ-বিলাস শ্রেণীচ্যুত হয়ে পূর্ব বাংলার জনগনের শ্রেণী শত্রুকে খতম করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে। সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির (যাহার চরিত্র আমলা মুৎসুদ্দি) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করিয়া পূর্ব বাংলায় স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করা। এই ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলার দেশরক্ষা অর্থনীতি, শাসন ব্যবস্থা, সংস্কৃতি তথা সর্বময় কর্তৃক পূর্ব বাংলার জনগণের হাতে থাকিবে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির জাতীয় নিপীড়ন ও শ্রেণী শোষনের কবলমুক্ত এই ব্যবস্থায় জনগণের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে ও জনতার গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২। (ক) আঠারো ও তদউর্ধ বয়স্ক-বয়স্কা নর-নারীর ভোট ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে জনগণ পরিষদ নির্বাচিত হইবে। কোন নির্বাচনী এলাকার জনগণ ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় তাদের প্রতিনিধি প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(খ) জনতার গণতান্ত্রিক অধিকার নিরঙ্কুশ করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, ও বৃহৎ পুঁজির দালাল ও সমর্থক যে কোন শ্রেণী ও ব্যক্তিকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে।

৩। (ক) হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী জাতি-উপজাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের জনগণের সমান রাজনৈতিক অধিকার থাকিবে।

(খ) নারী জাতির সমান অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(গ) জনগণের সকল প্রকার মৌলিক অধিকার, বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মতাদর্শের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইবে।

(ঘ) জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সরকারের সম্পর্ক হইবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে। ধর্মের নাম ব্যবহার করিয়া সকল প্রকার শোষণ উচ্ছেদ করা হইবে।

৪। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে একটি গণবাহিনী থাকিবে। শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী জনতার সমবায়ে এই গণবাহিনী গঠিত হইবে। ইহা ছাড়াও সমগ্র জাতি বিশেষ করিয়া শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি জনতাকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা হইবে এবং তাহাদের লইয়া গণ-মিলিশিয়া গঠন করা হইবে।

৫। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিরঙ্কুশ করিবার জন্য আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিয়া প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগকে আমল পরিবর্তন করা হইবে। জনগণের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জড়িত ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা হইবে। বিচার বিভাগের মূল ভিত্তি হইবে গণ-আদালত।

৬। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে পিন্ডি, ওয়াশিংটন, মস্কো, নয়াদিল্লীর সরকারের বিরোধীতা করা হইবে। যে কোন বন্ধুদেশের বশ্যতা স্বীকার করা হইবে না। সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে স্থাপিত হইবে। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হইবে পারস্পরিক লাভ ও মুনাফার ভিত্তিতে। পৃথিবীর দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সকল প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হইবে।

৭। (ক) জোতদারী, মহাজনী, ইজারাদারী, তথা সকল প্রকার সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো হইবে। ''কৃষকদের হাতে জমি'' এই নীতির ভিত্তিতে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে জোতদার, মহাজনদের উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্ত জমি বন্টন করা হইবে।

(খ) টাকা ও পণ্যে আদায়কৃত খাজনা প্রথার অবসান করা হইবে।

(গ) কৃষকের অর্থকরী ফসল ধান, পাট, ইক্ষু ইত্যাদি ন্যায্যমূল্য প্রদান করা হইবে। এই সকল ফসলের মূল্য নির্ধারিত হইবে চাউলের সঙ্গে বিনিময়ের ভিত্তিতে।

(ঘ) কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষককূলকে বিনাসুদে ঋণ দেওয়া হইবে। কৃষককে বকেয়া খাজনা ও ঋণের বোঝা হইতে মুক্তি করিয়া উন্নত চাষাবাদ করিবার সকল প্রকার উৎসাহ ও সুবিধাদি প্রদান করা হইবে।

৮। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থায়ী ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং জল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য সেচ ব্যবস্থার প্রণয়ন করা হইবে।

৯। (ক) বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত সমস্ত শিল্প ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বাজেয়াপ্ত করিয়া জনগণের সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হইবে।

(খ) বৃহৎ পুঁজির শোষণ হইতে জনগণের মুক্ত করিবার জন্য বৃহৎ বাইশ পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(গ) ব্যাঙ্ক, বীমা, পাটশিল্প, পাট ব্যবসা ও অর্থনীতির মূল নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবসাসমূহ জাতীয়করণ করা হইবে।

(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে।

(ঙ) সকল প্রকার পরোক্ষ কর প্রথা বাতিল করা হইবে। আয়ের হারের ভিত্তিতে কর ধার্য করা হইবে।

(চ) জনগণ বিরোধী অসৎ ব্যক্তি ও আমলাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(ছ) পুঁজি নিয়ন্ত্রণ নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনীকদের শিল্প ব্যবসায়ে আনুকুল্য প্রদান করা হইবে।

১০। (ক) প্রত্যেক ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী, বাসস্থান, চিকিৎসা, এবং সার্বিক সুবিধাদির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করা হইবে। শ্রমিকদের সন্তান সন্ততির শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

(খ) দেশে ব্যাপক শিল্পায়ণের মাধ্যমে সকল প্রকার বেকার লোকের কর্মসংস্থান করা হইবে।

১১। (ক) সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করিয়া গণমুখী, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হইবে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে।

(খ) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গণসাংস্কৃতিতে সর্বাধিক মর্যাদা দেওয়া হইবে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সাম্প্রদায়িক ধ্যান ধারণার কবল হইতে জনগণকে মুক্ত করা হইবে।

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পল্টন ময়দানের জনসভায় গঠিত ও গৃহীত।

প্রকাশকালঃ ৭ই মার্চ, ১৯৭০।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ মাহবুবউল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।*

---

*মওলানা ভাসানীর সমর্থক এই ছাত্র সংগঠনটি 'মেনন গ্রম্নপ' নামে পরিচিত ছিল। ঘোষণার পরিপেক্ষিতে সামরিক আদালত কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেননকে সাত বৎসর এবং মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহবুবউল্লাহকে এক বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেস অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে লেখক স্বাধীকার সংরক্ষণ কমিটির বক্তব্য	দৈনিক পূর্বদেশ	১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

প্রেস অর্ডিন্যান্স বাতিল না হওয়া সাহিত্যিকদের আন্দোলন চলবে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত সোমবার 'সমকাল' ভবনে ডঃ আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে "লেখক স্বাধীকার সংরক্ষণ কমিটির" এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটির সাংগঠনিক দিক ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে শিল্প সাহিত্যের এলাকা থেকে সরকারী নির্যাতনমূলক তৎমূলক তৎপরতা বন্ধ না করা পর্যন্ত এবং প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশনস অর্ডিন্যান্স বাতিল না করা পর্যন্ত এই সংস্থার আন্দোলন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে গতকাল মঙ্গলবার কমিটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে সরকার কর্তৃক গঠিত পর্যালোচনা কমিটিকে স্বীকৃতিদানে অসম্মতিদানে জ্ঞাপন করে বলা হয় যে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার আওতাভুক্ত কোন কমিটি দ্বারা শিল্প-সাহিত্যের পর্যালোচনার উদ্যোগ, দমনমূলক অশুভ পাঁয়তারার আরেকটি দিক উন্মোচিত করেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ছাত্র ও শ্রমিক নেতাদের হয়রানি	দৈনিক পূর্বদেশ	২২ মার্চ, ১৯৭০

প্রতিবাদ সভা ও মিছিলঃ
ছাত্রনেতা গ্রেফাতার

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

মেনন গ্রুপ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল্লাহকে গতকাল শনিবার দুপুরে তেজগাঁ বিমানবন্দরের ডোমেষ্টিক লাউঞ্জের সম্মুখ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ বিভাগের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা গতকাল রাতে আমাকে বলেন যে, ২ শে জানুয়ারী পল্টনের সভায় আপত্তিকর বক্তৃতা দানের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ছাত্র ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদকের গ্রেফতারের প্রতিবাদে মধুর ক্যান্টিনে গতকাল বিকেলে সংগঠনের সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দারের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার পর ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা এক মশাল মিছিল বের করে এবং মাহবুব উল্লাহর মুক্তির দাবী জানায়।

মাহবুব উল্লাহর গ্রেফতারের প্রতিবাদে আজ রোববার সকাল ৯টায় মধুর কেন্টিনে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের এক সভা এবং বিকেলে বায়তুল মোকাররমে ছাত্র ও শ্রমিকদের অপর এক সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে সংগঠনের এক প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে।

শ্রমিক নেতার বাড়ীতে তল্লাশী

পি, পি, আই, পরিবেশিত অপর খবরে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব সিরাজুল হোসেন্ খান আজ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুবউল্লাহকে গ্রেফতার এবং টঙ্গি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কাজী জাফর আহমদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী ও তার বাসভবনে পুলিশী তল্লাশীর তীব্র নিন্দা করেছেন।

আজ রাতে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে অবিলম্বে জনাব মাহবুবউল্লাহর মুক্তি ও কাজী জাফরের বিরুদ্ধে জারীকৃত গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করার দাবী জানান।

এ প্রসঙ্গে জনাব হোসেন আটককৃত সকল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, কৃষক ও ছাত্র নেতার মুক্তি দাবী করেন।

তিনি আরও বলেন যে, হুলিয়া ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার না করলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে না।*

*১৯৭০ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী পল্টন ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের আয়োজিত জনসভায় কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহবুবউল্লাহ পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার আহবান জানান।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা	মর্নিং নিউজ	২৯ মার্চ, ১৯৭০

TEXT OF PRESIDENT YAHYA KHAN'S ADDRESS TO THE NATION (MARCH 28, 1970)

My Dear Countrymen, Assalam-Alaikum.

It is now four months since I spoke to you last. In many ways, these four months have been of considerable significance for us all. I propose, therefore, to give you a brief survey of what has been achieved in this period in various sectors and what still remains to be achieved.

As I have often said, the main objective that I have placed before myself is the peaceful transfer of power to the elected representatives of the people. But let me also make it clear that this is by no means the only responsibility of the Government. It has a host of other responsibilities and duties and we have every intention of carrying these out as long as the task of administering this country devolves on us.

The political parties of the country were denied the freedom to propagate views and explain their programmes for many years and therefore when, on the 1st January, 1970, the ban on holding of public meetings and taking out the processions was lifted, an overenthusiastic use of this freedom was only to be expected. But unfortunately, in some cases people transgressed the limits of good order.

It must be remembered that at this critical of juncture of our history, self-discipline and the rule of supreme importance. In the present context, every act of indiscipline or law breaking has every wide repercussion. This tendency for creating disorder must therefore be strictly curbed. Otherwise, our progress towards the achievement of democracy, that we so keenly desire, will be seriously impeded.

We must face facts and appreciate that Pakistan is passing through a phase surcharged with tension, and the slightest provocation can result in serious trouble. Whilst the Government has no intention of interfering with the right of any citizen to express his views or to work for a particular programme in the political field, as long as these are in keeping with the ideology and integrity of Pakistan, it has the right to ensure that all this activity is carried out within the limits of the law of the land.

In fact, I would ask everyone, be they political leaders and workers, labor or students, to think twice before they say anything or act in any manner, and ask themselves if what they are going to say or do, would be beneficial to the country or if it would harm it in however an indirect manner it may be. I am, referring here not only to

internal matters but also to external affairs. It is not only impolite but positively harmful to our relationship with other countries to pass harsh remarks about their leaders or their ideologies.

The responsibility for maintaining law and order in any civilized society does not rest with the Government alone, but must be shared by the leaders of public opinion as well as by the public in general. I must, therefore, insist that leaders and all other participants in political activity must act with a sense of responsibility.

While propagating their own views and programmes, they must not interfere with the freedom of others to do the same, because that is a negation of the very spirit of democracy and will necessarily interfere with the objectives that we have set in front of us. There have been some unfortunate incidents public meetings and processions being violently disturbed resulting in injury and death.

Such violence, be it in the political arena or based on narrow parochialism, can have serious adverse effects. I am fully conscious of my responsibilities and the responsibilities of the Government functionaries concerned with the maintenance of law and order, but I would like to ask you, and in particular those of you who are in positions of leadership, if you are also equally conscious of your responsibilities.

The Government has made its position quite clear. It will not tolerate violence and law-breaking and it has the right to expect full co-operation from all those who uphold democratic values and profess toleration. I will leave this subject with one last word. I regret to have to say that I have noticed a rather unfortunate tendency on the part of some of our leaders and others first to urge the Administration to be firm whenever violence breaks out in any particular area and then once the law-breakers are arrested and the legal processed of justice begin, to shout themselves hoarse in demanding the release of the processes of justice begin, to shout themselves hoarse in demanding the release of the very people, action against whom they initially so vociferously demanded.

It is obvious that this is done with an eye to the gallery. This is neither fair nor proper. We cannot afford in this critical phase of the life of this country to act in a short sighted manner calculated merely to obtain some sort of tactical gains in the political field. It is time that we are all true to ourselves and have the courage to condemn violence and incitement to violence and not to tolerate it even if it means a certain amount of unpopularity with some section of the community or the other.

I sincerely hope that our political leaders will rise to the occasion and fully co-operate with the Administration in achieving the objectives that I had earlier laid down for the nation.

Finally, on this issue of the conduct of the election campaign, I would like to clear up a doubt that has been voiced by some people. It is said that my Government is lending its support to some of the political parties. This is not correct and I would once again like to assure you that this regime has been, is, and will, continue to be completely impartial as far as the election campaign is concerned. The Government, however, expects that no

political party or individual will propagate or work against the ideology and integrity of Pakistan.

In my address to the nation on the 28th November of last, I had as you know, given out a plan for the transfer of power to the elected representatives of the people and had indicated certain major policy decisions that I had taken.

It is a matter of great personal satisfaction to me that the plan that I had laid before the nation was accepted by the people in every part of the country with great enthusiasm. This fact reaffirmed my assumption that the proposals outlined by me were based on popular wish. Let me now a prise you of the progress that has been made towards the achievement of the various objectives mentioned in that plan. The Committee appointed for the purpose of working out the details of the dissolution of One Units has completed its draft Action plan and has submitted its proposals with regard to financial and administrative arrangements.

A President's Order setting out all the relevant details will be published shortly.

The provincial administration of each new province of West Pakistan will be in position soon and will become fully operative by the 1st of June, 1970, which is the commencement of the new financial year.

Thereafter, West Pakistan will revert as closely as possible to the pre-One Unit position.

The arrangements for the holding of elections are going according to plan and the Chief Election Commissioner has kept you informed of developments from time to time. I foresee no difficulty whatsoever in keeping to the date that I had indicated in my last address.

The Legal Framework Order, 1970, will be published on the 30th of this month. This Order will form the main base for the operation of the National Assembly in their task of Constitution-making. I might at this stage mention some of the salient features of this Order which has been formulated as a result of my assessment of the wishes of the people.

The National Assembly will consist of a total 313 members, these 13; seats will be, reserved for women. The allocation of seat to various, provinces will be based on the population as recorded in the Census of 1961 which is the latest official record available to the Government.

The Order also provides for the holding of elections to the Provincial Assemblies.

At one stage, when plans for the transfer of power were being formulated our thinking was that election to the provincial Assembly should be held after the Constitution is finalized. The question was further examined in greater detail by my Government and we have come to the conclusion that politically it will be in the

Country's interest to hold the provincial elections soon after the elections to the National Assembly.

The main reason for this is that it will facilitate and speed up the transfer of power to the elected representatives as soon as the Constitution is finalized. Further, it will relieve the politicians and their parties from a new election campaign immediately after the business of Constitution-making is over. I consider that once the constitutional issues are settled, our leaders should address themselves to the major nation-building tasks rather than entering into a fresh round of electioneering.

Taking all these factors into consideration, 1 have decided that provincial elections will be held not later than the 22nd October. 1970. The Provincial Assemblies would, however, start functioning when duly summoned after the Constitution has been framed and authenticated by me.

When the Legal Framework Order, 1970, is published you will notice that in the schedule dealing with the Rules of Procedure the voting procedure for the National Assembly has not been included. This is a matter which is best settled by the House itself and it is my earnest hope that there would not be too much divergence in views on this issue. Unanimity would of course be ideal in any case I do not personally like to talk on this subject on the basis of percentages.

The point that I made earlier and would like to emphasize again is that a Constitution is not an ordinary piece of legislation, but it is an agreement to live together. It is therefore essential that all regions are reasonably satisfied with the voting procedure that may be evolved by the House, because unless they are so satisfied, the Constitution will not really and genuinely be acceptable to the people of different provinces and regions as such a document should be. I am sure it should be possible to arrive at some suitable arrangement.

The Legal Framework Order does not only state how the Assembly will come into being, what its strength would be, and such other matters relating to the setting up of this Assembly, but it also lays down certain basic principles for the future Constitution of Pakistan. Most of these principles are based on previous Constitutions, but I thought it necessary to highlight some of these in the Order so that the Assembly makes a constitution which is acceptable to the people of Pakistan as a whole.

Firstly, the Order lays down that the Constitution of Pakistan must preserve Islamic ideology which, as we all know, was the basis of the creation of Pakistan.

Secondly, the Constitution must ensure independence, territorial integrity and national solidarity of Pakistan. In order to attain these objectives it has been laid down in the Legal Framework Order that the territories now and hereafter included in Pakistan must be united in a federal union which must preserve the territorial unity of the State of Pakistan which will be called the Islamic Republic of Pakistan.

The third fundamental Principle of the future Constitution is that it must be a democratic one in which such basic ingredients of democracy as free and periodical

elections on the basis of population and direct adult franchise are included. Further, the Constitution must include the independence of judiciary, and the fundamental rights of the citizens.

The fourth basic principle of the new Constitution is that it must be a true federal one in which powers including legislative, administrative and financial shall be so distributed between the Federal Government and the provinces that the provinces shall have maximum autonomy, that is to say. Maximum legislative, administrative and financial powers and the Federal Government shall have adequate powers including legislative, administrative and financial powers to discharge its responsibilities in relation to external and internal affairs and to preserve the independence and territorial integrity of the country.

The fifth principle of the Constitution is that it must provide full opportunity to the people of all regions of Pakistan for participation in national affairs so that they can live together as equal and honorable partners and be moulded into a strong nation as visualized by the Father of the Nation, Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah.

It is, therefore, laid down the Legal Framework Order that opportunities must be made available to the people of various regions of Pakistan for enabling them to participate in all branches of national activity, and to achieve this objective there must be statutory provision to remove all disparities in particular economic disparity, among the various provinces of Pakistan within a fixed period.

The dissatisfaction which has arisen in some regions of the country as a result of disparity in economic development has created a big challenge to our emerging nationalism. We must, therefore, concentrate our attention and energy to remove this sort of discontentment by eliminating its cause.

I hope, all of you will agree with me that while in the future National Government people of every region must have the fullest opportunity to play their part in national affairs, the unity and integrity of Pakistan must be preserved and must not be allowed to be adversely affected on regional and parochial grounds.

Pakistan was established on the basis of the idea of the homeland for the Muslims of this subcontinent. It was achieved at the cost of the lives of a million Muslims. We cannot allow that sacrifice to go in vain. The assertion of Quaid-i-Azam, that Pakistan has come to stay, must be upheld at any cost. This is an assumption over which there can never be any debate.

Before moving on to the next subject, I would like to offer my comments on a fear that has been expressed in certain quarters that it would not be possible for the National Assembly to make a Constitution within the stipulated period of 120 days. I must express my complete disagreement with this point of view. I believe that given the will and spirit of accommodation which the nation has a right to expect from its responsible representatives, the National Assembly will find no difficulty in completing its task within the given time.

As we all know, the Members will have two or three drafts available to them for their consideration in the form of previous Constitutions. So it is not as if this Assembly will have to start from scratch.

The basic ground work in respect of the Preamble, the Directive Principles and many other matters has already been done in the previous Constitutions and most of it continues to apply. I may also add that I have done everything possible to facilitate and speed up the Assembly's work. Adult franchise population basis and dismemberment of One Unit are now settled issues. On the procedural side, a complete set of Rules of Procedure will be included as a schedule in the Legal Framework Order.

It was against this background that my Government had carefully worked out a reasonable period for framing the Constitution, and we considered that 120 days would be quite adequate. Let us therefore eschew all further doubts and fears on this account.

In the end, my dear country-men, I would like to say once again that it is my own and my Government's firm resolves to bring back democracy to our country. I need hardly say that in the achievement of this objective we expect full co-operation and unflinching support from every one of you. For without such co-operation and support our task will be made infinitely more difficult.

Our people are intensely patriotic. They will, therefore, tolerate most things except of an act of sabotage against the integrity of Pakistan. If anyone thinks destroying the basic unity of our people, he is very' much mistaken. The people will not stand for this.

As I said earlier, everyone has a right to offer his solution to the constitutional, political, economic and administrative problems of the country, but no one has a right to offend a solution which would adversely affect the solidarity of the people of Pakistan. This is no one would tolerate. We will refuse to be silent spectators to any attacks against Pakistan's entity as a nation.

Major changes cannot he brought about without courage and patriotism of the highest order on the part of the whole nation, the country is passing through a phase when personal and all other considerations must be sacrificed for the bigger cause- the cause of Pakistan.

Let me assure you that I have not slightest doubt that, by the grace of Almighty God, we shall overcome our present difficulties.

God bless you all, Pakistan Paindabad.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি গঠন	দৈনিক পুর্বদেশ	৩০ মার্চ, ১৯৭০

লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত

(ষ্টাফরিপোর্টার)

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মুক্তিপ্রাপ্ত দশজন ব্যক্তি ‘‘লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি’’ গঠন করেছেন। মামলার দুই নম্বর আসামী লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জম হোসেন এবং করপোরাল এ,বি,এম আবদুস সামাদ যথাক্রমে কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন।

কমিটির এক প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে, ‘‘বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জন্য ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী একটি শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে জনমত সৃষ্টি করার জন্য’’ এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির সম্পাদক এবং যুগ্মসম্পাদক স্বাক্ষরিত প্রেস রিলিজে ‘‘সকল রাজনৈতিক’’ ছাত্র, শ্রমিক প্রতিষ্ঠান জনসাধারণ এবং বিশেষ করে যুবসমাজকে কমিটির প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা সাহায্য দান এবং আমাদের এক দফার লক্ষ্যকে সাফল্যমন্ডিত করার আবেদন জানান হয়।

কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে সাংগঠনিক সম্পাদক এম, এস সুলতান উদ্দিন আহমদ এবং সার্জেন্ট আবদুল জলিলকে যুগ্ম-সম্পাদক এবং সুবেদার তাজুল ইসলাম, রিসালদার শাসসুল হক, এস, এস, নূর মোহাম্মদ, ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদূর রাজ্জাক এবং এ,বি, এম, খুরশীদ সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
আইনগত কাঠামো আদেশ	মর্নিং নিউজ	৩১ মার্চ, ১৯৭০

LEGAL FRAMEWORK ORDER, 1970

Rawalpindi, March 30: The following is the text of the Legal Framework Order, 1970 (President's Order No.2 of 1970) issued here today by the President and Chief Martial Law Administrator. General A. M. Yahya Khan:

Whereas in his first address to the nation on the 26th March, 1969, the President and Chief Martial Law Administrator pledged himself to strive to restore democratic institutions in the country;

And whereas in his first address to the nation on the 28th November, 1969, he reaffirmed that pledge and announced that polling for a general election to a National Assembly of Pakistan will commence on the 5th October. 1970;

And whereas he has since decided that polling for elections to the Provincial Assemblies shall commence not later than the 22nd October, 1970;

And whereas provision has already been made by the Electoral Rolls Order, 1969, for the preparation of electoral rolls for the purpose of election of representatives of the people on the basis of adult franchise;

And whereas it is necessary to provide for the constitution of a National Assembly of Pakistan for the purpose of making provision as to the Constitution of Pakistan in accordance with this Order and provincial Assembly for each Province;

Now, therefore, in pursuance of the proclamation of the 25th day of March, 1969, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President and Chief Martial Law Administrator is pleased to make the following Order:

Short title and commencement

1.(a) This Order may be caned the Legal Framework Order. 1970.

(b) It shall come into force on such dale as the President may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

Order to override other laws

2. This Order shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the Provisional Constitution Order, the Constitution of 1962 of the Islamic Republic of Pakistan or any other law for the time being in force.

3.(a) In (his Order, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(i) "Assembly" means the National Assembly of Pakistan or a Provincial Assembly for a Province provided for in this Order;

(ii) "Commission" means the Election Commission constituted under Article 8;

(iii) "Commissioner" means the Chief Election Commissioner appointed or deemed to be appointed under the Electoral Rolls Order, 1969 (P.O.No.6 of 1969);

(iv) "Electoral roll" means the electoral roll prepared under the Electoral Rolls Order, 1969 (P.O. No.6 of 1969);

(v) "Member" means member of an Assembly;

(vi) "Speaker" means the Speaker of the National Assembly; and

(vii) "Centrally Administered Tribal Areas" has the same meaning as in the Province of West Pakistan (Dissolution) Order, 1970.

(b) In relation to the territories included at the commencement of this Order in the Province of West Pakistan, references to a Province and a Provincial Assembly shall be construed as references respectively to a new Province provided for in the Province of West Pakistan (Dissolution) Order, 1970, and the Provincial Assembly for such Province.

4. Composition of the National Assembly, -(a) There shall be a National Assembly of Pakistan consisting of three hundred and thirteen members of whom three hundred shall be elected to fill general seats and thirteen to fill seats reserved for women.

(b) In conformity with the population figures appearing in the Census of 1961, the number of seats in the National Assembly shall be distributed amongst the Provinces and the centrally administered tribal areas, as set out in Schedule I.

(c) Clause (1) shall not be construed as preventing a women from being elected to a general seat.

5. Composition of the Provincial Assemblies, -(a) There shall be a Provincial Assembly for each Province consisting of the number of members elected to fill general seats and to fill seats reserved for women, as set out in Schedule II in relation to such Province.

(b) Clause (1) shall not be construed as preventing a woman from being elected to a general seat.

6. Principle of election. — (I) Except as provided in clause (2), the members shall be elected to the general seats from territorial constituencies by direct election on the basis of adult franchise in accordance with law.

(2) The President may, by regulation, make separate provision for election of members from the centrally administered tribal areas.

(3) As soon as practicable after the general election of members of the National Assembly, the members from a Province for the seats reserved for women in that Assembly shall be elected by persons elected to the general seats from that Province in accordance with law.

(4) The members for the seats reserved for women in a Provincial Assembly shall be elected by persons elected to the general seats in that Assembly in accordance with law.

7. Casual vacancy. - Where a seat in the National Assembly has become vacant, an election to fill the vacancy shall be held within three weeks from the occurrence of the vacancy.

8. Election Commission for conduct of elections. - For the purposes of election of the members of an Assembly and matters connected therewith, the President shall constitute an Election Commission consisting of the following members, namely:

(a) the Commissioner, who shall be the Chairman of the Commission: and

(b) two other members, each being a person who is permanent Judge of a High Court.

9. Qualifications and disqualifications for being a member. - (1) A person shall subject to the provision of Clause (2), be qualified to be elected as, and to be a member if:

(a) He is a citizen of Pakistan;

(b) He has attained the age of twenty-five years; and

(c) His name appears on the electoral roll for any constituency in the Province or centrally administered tribal areas from which he seeks election.

(2) A person shall be disqualified from being elected as, and from being, a member if:

(a) He is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) He is an undercharged insolvent, unless a period of ten years has elapsed since his being adjudged insolvent; or

(c) He has been, on conviction for any offence, sentenced to transportation for any term or to imprisonment for a term of not less than two years, unless a period of five years, or such less period as the President may allow in any particular case, has elapsed since his release; or

(d) He has been a member of the President's Council of Ministers at any time following 1st August. 1969, unless a period of two years or such less period as the President may allow in any particular case, has elapsed since he ceased to be a Minister; or

(e) He holds any office in the service of Pakistan other than an office which is not a whole time office remunerated either by salary or by fee or

(f) He has been dismissed for misconduct from the scrvice of Pakistan unless a period of five years, or such less period as the President may allow in any particular case, has elapsed since his dismissal; or

(g) Such person is the spouse of a person in the service of Pakistan; or

(h) He, whether by himself or by any person or body of persons in trust for him or for his benefit or on his account or as a member of a Hindu undivided family, has any share or interest in a contract, not being a contract between a co-operative society and Government, for the supply of goods to, or for the execution of any contract of the performance of any services undertaken by Government;

Provided that the disqualification under sub-clause (Ji) shall not apply to a person—

(i) Whether the share or interest in the contract devolves on him by inheritance or succession, or as a legatee, executor or administrator until the expiration of six months after it has so devolved on him or such longer period as the President may, in any particular case allow; or

(ii) Where the contract has been entered into by or on behalf of a public company as defined in the Companies Act, 1913 (VII of 1913), of which he is a share-holder but is neither a director holding an office of profit under the company nor a managing agent; or

(iii) Where he is a member of a Hindu undivided family and the contract has been entered into by any other member of that family in the course of carrying on a separate business in which he has no share or interest.

(3) For the avoidance of doubt, it is hereby declared that a Judge of the Supreme Court or a High Court, the Comptroller and Auditor-General of Pakistan, the Attorney- General of Pakistan and an Advocate-General of a Province are persons holding offices in the Service of Pakistan.

(4) If any question arises whether a member has, after his election, become subject to any disqualification, the Commissioner shall place the question before the Election Commission and, if the opinion of the Commission be that the member has become so subject his seat shall become vacant.

10. Bar against Candidature. - (1) No person shall at the same time be member of more than one Assembly or a member of the Same Assembly for more than one constituency.

(2) Nothing in clause (1) shall prevent a person from being at the same time a candidate for election from two or more constituencies, but if a person has been elected as a member for two or more constituencies and does not, within fifteen days of the notification of his election by the constituency by which has been elected last, make a declaration in writing under his hand addressed to the Commissioner specifying the

constituency which, he wishes to represent, all his seats shall become vacant, but so long as he is a member for two or more constituencies he shall not sit or vote in an Assembly.

11. Resignation, etc. — (1) A member may resign his seal by notice in writing under his hand addressed to the Speaker.

(2) If a member is absent from the Assembly without leave of the Speaker for fifteen consecutive sitting days, his seat shall become vacant.

(3) If a member fails to take and subscribe an oath in accordance with Article 12 within a period of seven days from the date of the first meeting of the Assembly after his election, his seat shall become vacant:

Provided that the Speaker or, if the Speaker has not been elected, the Commissioner, may, before the expiration of the said period, for good cause shown, extend the period.

12. Oath of Members of Assembly. -A person elected as a Member of an Assembly shall before entering upon the office, take and subscribe, before a person presiding at a meeting of the Assembly an oath or affirmation in the following form, namely:

"I do solemnly swear (or affirm) that I will bear true faith and allegiance to

Pakistan and that I will discharge the duties upon which I am about to enter honestly, to the best of my ability, faithfully in accordance with the provisions of the Legal Framework Order, 1970, the law and rules of the Assembly set out in that Order, and always in the interest of the solidarity, integrity, well-being and prosperity of Pakistan."

13. Date of Polling.- Polling for election to the National Assembly shall commence on the 5th October, 1970, and polling for election to the Provincial Assemblies shall commence on a date not later than the 22nd October, 1970.

14. Summoning of National Assembly, etc. -(I) After the close of the general election of members of the National Assembly, the President shall, for the purpose of framing a Constitution for Pakistan, summon the Nation Assembly to meet on such day and at such time and place as he may think t; and the National Assembly so summoned shall stand constituted on the day of its first meeting:

Provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the President from summoning the National Assembly on the ground that all the seats of the members have not been filled.

(2) After meeting as convened under clause (1) the National Assembly shall meet at such times and places as the Speaker may decide.

(3) The National Assembly shall, subject to reasonable adjournments, meet from day to day to transact its business.

15. Right of address, etc., of President. - The President may address the National Assembly and send a message or messages to the Assembly.

16. Speaker and Deputy Speaker. - (1) The National Assembly shall, as soon as may be, elect two of its members to be respectively the Speaker and Deputy Speaker and shall, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, elect another member to be the Speaker, or, as the case may be. Deputy Speaker.

(2) Until the Speaker and Deputy Speaker are elected, the Commissioner shall preside at the meetings of the National Assembly and perform the functions of Speaker.

(3) Where the office of the Speaker is vacant, the Deputy Speaker, or, if the office of the Deputy Speaker is also vacant, the Commissioner, shall perform the functions of Speaker.

(4) During the absence of the Speaker from any meeting of the National Assembly, the Deputy Speaker or if the Deputy Speaker is also absent, such m ember as may be determined by the rules of procedure of the Assembly, shall perform the functions of Speaker.

(5) A member holding office as Speaker or Deputy Speaker shall cease to hold that office

(a) If he ceases to be a member of the National Assembly;

(b) If he resigns his office by writing under his hand addressed to the President; or

(c) If a resolution expressing want of confidence in him is moved in the Assembly after not less than fourteen days notice of the intention to move it and passed by the votes of not less than two-thirds of the total number of members of the National Assembly.

17. Quoram and Rules of Procedure. - (a) If, at any time during a meeting of the National Assembly, the attention of the person presiding at the meeting is drawn to the fact that the number of persons present is less than one hundred, the person presiding shall either suspend the meeting until the number of members present is not less than one hundred or adjourn the meeting.

(b) The procedure of the National Assembly shall be regulated by the rules of procedure set out in Schedule III; in particular the National Assembly shall decide how a decision relating to the Constitution Bill is to be taken.

(c) The National Assembly may act notwithstanding any vacancy in the seat of a member and no proceedings in the Assembly shall be invalid by reason that some members whose election is subsequently held to have been void, or who, after election, had incurred a disqualification for membership voted or otherwise took part in the proceedings.

18. Privileges, etc. of the National Assembly, -(a) The validity of any proceedings in the National Assembly shall not be called in question in any court.

(b) A member or a person entitled to speak in the National Assembly shall not be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Assembly or in any Committee thereof.

(c) The exercise by an officer of the National Assembly of the powers vested in him for the regulation of procedure, the conduct of business or the maintenance of order in or in relation to any proceeding in the Assembly, shall not be subject to the jurisdiction of any court.

(d) A person shall not be liable to any proceedings in any court in respect of the publication by, or under the authority of the National Assembly of any report, paper, vote or proceedings.

(e) No process issued by a court or other authority shall, except with the leave of the Speaker, be served or executed within the precincts of the place where a meeting of the National Assembly or of any Committee thereof is being held.

19. Allowances and privileges of Members.— The Speaker, the Deputy Speaker and the other Members shall be entitled to such allowances and privileges as the President may, by order, prescribe.

20. Fundamental principles of the Constitution.— The Constitution shall be so framed as to embody the following fundamental principles:

(a) Pakistan shall be a Federal Republic to be known as the Islamic Republic of Pakistan in which the Provinces and other territories which are now and may hereinafter be included in Pakistan shall be so united in a Federation that the independence, the territorial integrity and the national solidarity of Pakistan are ensured and that the unit of the Federation is not in any manner impaired.

(b) (i)Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan shall be preserved; and

(ii) the Head of the State shall be a Muslim.

(c) (i) Adherence to fundamental Principles of democracy shall be ensured by providing direct and free periodical elections to the Federal and the Provincial Legislatures on the basis of population and adult franchise;

(ii) the fundamental rights of the citizens shall be laid down and guaranteed;

(iii) the independence of the judiciary in the matter of dispensation of justice and enforcement of the fundamental rights shall be secured.

(d) All powers including legislative, administrative and financial, shall be so distributed between the Federal Government and the Provinces that the Provinces shall have maximum autonomy, that is to say maximum legislative, administrative and financial powers, but the Federal Government shall also have adequate powers including legislative, administrative and financial powers to discharge its responsibilities in relation to external and internal affairs and to preserve the independence and territorial integrity of the Country.

(e) It shall be ensured that—

(i) The people of all areas in Pakistan shall be enabled to participate fully in all forms of national activities; and

(ii) Within a specified period, economic and all other disparities between the Provinces and between different areas in a Province are removed by the adoption of statutory and other measures.

21. Preamble of the Constitution.—The Constitution shall contain, in its Preamble, an affirmation that:

(a) The Muslims of Pakistan shall be enabled, individually and collectively, to order their lives in accordance with the teachings of Islam as set out in the Holy Qumran and Sunni; and

(b) The minorities shall be enabled to profess and practice their religions freely and to enjoy all rights, privileges and protection due to them as citizens of Pakistan.

22. Directive Principles —The Constitution shall set out directive principles of State policy by which the State shall be guided in the matter of:

(a) Promoting Islamic way of life;

(b) Observance of Islamic moral standards;

(c) Providing facilities for the teaching of Holy Quaran and Islamiat to the Muslims of Pakistan; and

(d) Enjoining that no law repugnant to the teachings and requirement of Islam, as set out in the Holy Quran and Sunnah is made.

23. National and Provincial Assemblies to be the first Legislatures. – The Constitution shall provide that

(a) The National Assembly, constituted under this Order, shall:

(i) be the first Legislature of Federation for the full term if the Legislature of the Federation consists of one House; and

(ii) be the first Lower House of the Legislature of the Federation for the full term if the Legislature of the Federation consists of two Houses.

(c) The Provincial Assemblies elected in accordance with this Order shall be the

First Legislatures of the respective Provinces for the full term.

24. Time for framing the Constitution.- The National Assembly shall frame the Constitution in the form of a Bill to be caned the Constitution Bill within a period of one hundred and twenty days from the date of its first meeting and on its failure to do so shall stand dissolved.

25. **Authentication of Constitution.-** The Constitution Bill, as passed by the National Assembly, shall be presented to the President for authentication. The National Assembly shall stand dissolved in the event that authentication is refused.

26. **Purpose for which Assembly may meet**-fa) Save as provided in this Order for the purpose of framing a Constitution for Pakistan, the National Assembly shall not meet in that capacity, until the Constitution Bill passed by that Assembly and authenticated by the President, has come into force.

(b) A Provincial Assembly shall not be summoned to meet until after the Constitution Bill passed by the National Assembly has been authenticated by the President, and has come into force.

27. **Interpretation and Amendment of Order, etc.**— (a) Any question or doubt as to the interpretation of any provision of this Order shall be resolved by a decision of the President, and such decision shall be final and. not liable to be questioned in any Court.

(b) The President, and not the National Assembly, shall have the power to make any amendment in this Order.

SCHEDULE I
[Art. 4 (2)]
National Assembly of Pakistan

		General	Women
East Pakistan	… … …	162	7
The Punjab	… … …	82	3
The Sind	… … …	27	1
Baluchistan	… … …	4	1
The North- West Frontier Province	…	18	1
Centrally Administered Tribal Areas	…	7	1
	Total	300	13

SCHEDULE II

(Art. 5 (1)]

Provincial Assemblies

		General	Women
East Pakistan		300	10
The Pumjab..		180	6
Sind		60	2
Baluchistan		20	1
The North-West Frontier Province		40	2
	Total	600	21

SCHEDULE III

[Art. 17(2)]

RULES OF PROCEDURES

1. **Short title**—These rules may be called the National Assembly Rules of Procedure, 1970.

2. **Definitions.**—In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context

(a) "Assembly" means the National Assembly of Pakistan.;

(b) "Bill" means a Bill seeking to frame a Constitution for Pakistan;

(c) "Commissioner" means the Chief Election Commissioner appointed or deemed to be appointed under the Electoral Rolls Order, 1969 (P.O. No.6 of 1969);

(d) "Committee" means a Committee, including a Select Committee, appointed by the Assembly;

(e) "Member in charge", in relation to a Bill, means the Member by whom the Bill have been introduced, and included any other Member permitted only the Speaker to do in relation to the Bill anything which the Member in charge can do;

(f) "Secretary" means the Secretary of the Assembly;

(h) "Speaker" means the Speaker of the Assembly.

3. **Function of the Assembly.**—(a) The function of the Assembly shall be to frame a Constitution for Pakistan.

(b) The Constitution shall be drawn up and passed by the Assembly in the form of a Bill.

4. **Election of .Speaker and Deputy Speaker.**— (a) At the first meeting of the Assembly, the Commissioner shall, after the Members have taken the oath, call upon the Members to elect a Speaker and a Deputy Speaker.

(b)Any Member may propose another Member with his consent for election as Speaker or as Deputy Speaker by communicating to the Secretary in writing the name of Member he proposes.

(c)No Member shall propose more than one Member for election as Speaker or as Deputy Speaker.

(d)The Secretary shall read out separately the names of the Members nominated for election as Speaker and as Deputy Speaker.

(e)Immediately after the names have been read out by the Secretary, any Member who has been nominated for election may withdraw his candidature.

(f) Where, after withdrawals, if any, only one person is left as the candidate for election as Speaker or as Deputy Speaker, the Commissioner shall declare such candidate to have been elected as Speaker or, as the case may be. Deputy Speaker.

(g) Where there are more candidates than one for election as Speaker or as Deputy Speaker, the Secretary shall read out to the Assembly the names of such candidates, and the Assembly shall then proceed to elect the Speaker and Deputy Speaker by secret ballot which shall be held in such manner as the Commissioner may direct.

(h) Where there is equality of votes between two or more candidates and the addition of one vote for one such candidate would entitle him to be declared elected, the Commissioner shall forthwith draw a lot in respect of such candidates and the candidates on whom the lot falls shall be declared to have been elected as Speaker or, as the case may be. Deputy Speaker.

5. **Speaker to preside over deliberations.**—(a) Deliberations of the National Assembly shall be presided over by the Speaker and, in his absence, by the Deputy Speaker and, in the absence of both the Speaker and the Deputy Speaker, by the person whose name is highest on the panel of Chairman from amongst those present at the silting.

(b) II at any time at a sitting of the Assembly neither the Speaker nor the Deputy Speaker- nor any person on the Panel of Chairmen is present, the Secretary shall inform the Assembly of the fact and the Assembly shall, by a motion, elect one of its members present to preside.

6. **Powers of the Speaker.**— (a) The Speaker may, subject to the provisions of this Order, adjourn a meeting of the Assembly and call a meeting of the Assembly after adjournment.

(b) The Speaker shall:

(i) call a meeting of the Assembly to order.

(ii) preserve order and decorum and, in the case of disturbance order in the galleries, may cause them to be cleared; and

(iii) decide all points of order.

(e) The Speaker shall have all powers necessary for the purposes of enforcing his decisions.

7. **Panel of Chairmen.**-The Speaker shall nominate from amongst Member of the Assembly a panel of not more than four Chairmen and arrange their names in an order of precedence.

8. **Power of the persons presiding.**-The person presiding over a meeting of the Assembly shall have the same powers as the Speaker while presiding over such meeting; and all references in these rules to the Speaker as presiding officer shall be deemed to include a reference to such person.

9. **Conduct of business in the Assembly.**-The business of the Assembly shall be brought before it by means of:

(a) A motion;

(b) Amendment to a motion or an amendment to an amendment; and

(c) Report of a Committee.

10. **Time for meetings.**-The meeting of the Assembly shall commence at 9 a.m. unless otherwise resolved by the Assembly or directed by the Speaker.

11. **Arrangement of business.**-(a) A list of business for the day shall be prepared by the Secretary and, after it has been approved by the Speaker, a copy thereof shall be supplied for the use of every Member before the commencement of the business of the day. The list thus prepared shall be called the "Orders of the Day".

(b) Save as otherwise provided in these rules, no business, not included in the Orders of the Day, shall be transacted on any day at any meeting without the leave of the Speaker.

(c) All business appointed for any day and not disposed of on that day shall stand over until the next working day, unless the Speaker otherwise directs.

12. **Notice of motion.-**(a) Unless otherwise directed by the Speaker, notice of every motion, accompanied by a copy of the motion, shall be given not later than the day preceding the day on which the motion is to be moved.

(b) Every motion required by these rules shall be in writing addressed to the Secretary and signed by the Member giving notice and shall be left at the Notice Office of the Assembly.

(c) Notice left at the Notice Office when it is closed shall be treated as given on the next open day.

(d) Where notice of a motion has been given, the Secretary shall send a copy of the motion to the Members as soon as possible after notice has been received.

(e) No notice shall be required:

(i) For a motion for adjournment of the consideration of the motion which is under discussion; or

(ii) For a motion for reference back to a Committee.

13. **Disallowance and withdrawals of motions-(a)** Unless permitted by the person presiding over the meeting, no motion which is substantially the same as a question which the Assembly has decided in the affirmative or the negative shall be made.

(b) The Speaker may disallow any motion or any part thereof on the ground that it is frivolous or dilatory or that it is an infringement of these rules.

(c) The Speaker may allow any Member to withdraw a motion standing in his name.

14. **Seating of Members.** -The members shall sit in such order as the Speaker may direct.

15. **Members to rise when speaking.** -A Member desiring to make any observation on any matter before the Assembly shall rise or, if unable to do so shall, otherwise intimate his desire to the Speaker and shall only speak when called upon to do so by the Speaker and shall address the House standing except when permitted otherwise. If, at any time, the Speaker rises, the Member shall cease speaking and take his seat.

16. **Time limit for speeches.** -The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time-limit for speeches.

17. **Languages of the assembly,** -(a) The members shall address the Assembly in Urdu, Bengali or English, provided that the Speaker may permit any Member who cannot adequately express himself in any of these languages to address the Assembly in his mother-tongue.

(b) If a Member desires that an English translation of a summary of his speech delivered in a language other than Urdu, Bengali or English should be read to the

Assembly, he shall supply a copy to the Speaker who may, in his discretion, allow it to be read to the Assembly. Such translation, if read to the Assembly, shall be included in the record of the proceedings of the Assembly.

(c) The official records of the proceedings of the Assembly shall be kept in Urdu, Bengali and English.

18. **Decision on matters before Assembly,** - (a) A matter requiring the decision of the Assembly shall be brought forward by means of a question put by the Speaker.

(b) The Assembly shall decide how a decision relating to the Constitution Bill is to be taken that is, whether by simple majority or by any other special procedure.

(c) Votes may be taken by voices or division and shall be taken by division if any Member so desires.

(d) The Speaker shall determine the method of taking votes by division.

(e) The result of a division shall be announced by the Speaker and shall not be challenged.

19. **Amendments,** -(a) An amendment to which it is proposed.

(b) An amendment which has merely the effect of a negative vole on the original motion shall not be moved.

(c) Except as permitted by the Speaker:

(i) Notice of any amendment to a motion shall be given not later than the day preceding the day on which the motion is to be moved; and

(ii) Notice of any amendment to an amendment shall be given before the Assembly meets for the day on which the amendment is to be moved.

(d) The Speaker may disallow any amendment which he considers to be frivolous or dilatory.

(e) The Speaker may put amendments to the vote in any order he may choose.

20. **Re-opening of Decisions of the Assembly.** -No matter, which has once been decided by the Assembly, shall be re-opened except with the consent of the Assembly.

21. **Closure.** -Any time after a motion has been made, any Member may move "that the question be now put" and unless it appears to the Speaker that the motion is an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall put the motion "that the question be now put", and if the motion is accepted, no further discussion shall be permitted except for a reply by the Member who originally made the motion.

22. **Irrelevance or repetition.** -The Speaker, after having called the attention of the Assembly to the conduct of a Member who persists in irrelevance or in tedious repetition.

either of his own arguments or of the arguments used by other Members in debate, may direct him to discontinue his speech, and the Member shall thereupon resume his seat.

23. **Limitations on Debate** -The matter of every speech shall be strictly relevant to the matter before the Assembly. A Member while speaking and not

(a) Speak offensive and insulting words against the character or proceedings of the Assembly;

(b) Utter reasonable or seditious words; or

(c) Use his right of speech for the purpose of willfully and persistently obstructing the business of the Assembly.

24. **Members not to speak more than once.** -No Member shall speak more than once on a motion in the Assembly except in the exercise of a right of reply or except with the permission of the Speaker and that only for the purpose of making a personal explanation without introducing any new debatable matter.

25. **Admission to the Assembly Chambers.** -The admission of persons other than Members to the Assembly Chamber and its galleries during the sittings of the Assembly shall be regulated in accordance with the orders of the Speaker.

26. **Reports of the Proceedings of the Assembly.** -The Secretary shall cause full reports of the proceedings of the Assembly to be printed and supplied to all Members.

27. **Motion for Leave to Introduce a Dill,** -(a) Any Member may move for leave to introduce a Bill after giving to the Secretary at least two clear days' notice of his intention to do so accompanied by a copy of the Bill.

(b) If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the Member who moves and from the Member who opposes the motion, may without further debate put the question.

(c) If the leave to introduce the Bill is granted, the Member may introduce the Bill.

28. **Publication after Introduction.** -As soon as may be after it has been introduced, a Bill shall be published in the official Gazette.

29. **Motions after Introduction** When a Bill is introduced or on some subsequent occasion, the Member in charge may make one of the following motions in regard to his Bill, namely:

(a) That it be taken into consideration by the Assembly either at once or at some future day to be then specified; or

(b) That it be referred to a Select Committee:

Provided that no such motion shall he made until after copies of the Bill have been made available for the use of Members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for three days before the day on which the motion is made; and such objection shall prevail unless the Speaker, in the exercise of his power to suspend this rule, allows the motion to be made.

30. **Discussion of Principle of Bills,** -{ (a) On the day on which any such motion is made, or on any subsequent day to which the discussion thereof is postponed, the principle of the Bill and its general provisions may be discussed, but the details of the Bill must not be discussed further than is necessary to explain its principle.

(b) At this stage, no amendments to the Bill may be moved but if the Member in charge moves that his Bill be taken into consideration, any Member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee.

31. **Persons by whom Motions in respect of Bills may be made.** -Unless the Speaker permits any other Member to act as the Member in charge, no motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any Member other than the Member in charge; and no motion that a Bill be referred to a Select Committee shall be made by any Member other than the Member in charge except by way of amendment to a motion made by the Member in charge.

32. **Procedure after Presentation of Report,** -(a) After the presentation of the report of the Select Committee on a Bill, the Member in charge may move:

(i) That the Bill as reported by the Select Committee be taken into consideration:

Provided that any Member may object to its being so taken into consideration if a copy of the report has not been made available for the use of Members and such objection shall prevail unless the Speaker allows the report to be taken into consideration; or

(ii)That the Bill as reported by the Select Committee be recommitted either

(a) Without limitation; or

(b)With respect to particular clauses or amendments only; or

(c) With instructions to the Select Committee to make some particular or an additional provision in the Bill.

(d)If the Member in charge moves that the Bill be taken into consideration any Member may move as an amendment that the Bill be recommitted.

33. **Proposal of Amendments.**-(a) When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried any Member may propose an amendment of the Bill.

(b) A Member who intends to propose an amendment shall give notice thereof to the Secretary together with a copy of the amendment.

(c) The Secretary shall cause a copy of the amendment to be made available for the use of every Member.

34. **Amendments Procedure.** -Amendments shall ordinarily be considered in the order of the clauses of the Bill to which they respectively relate, and in respect of any such clause a motion shall be deemed to have been made "that his clause (or, as the case may be, that this clause, as amended) stand part of the Bill".

35. **Submission of Bills Clause by Clause.** -When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried, it shall be in the discretion of the Speaker to submit the Bill or any part of the Bill to the Assembly clause by clause and when he does so, the Speaker shall call each clause separately and when the amendments relating to it have been dealt with shall put the question. That his clause (or, as the case may be, that this clause, as amended) stand part of the Bill".

36. **Passing of Bills.** - (a) When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the Member in charge may at once move that the Bill be passed.

(b) If any amendment of the Bill is made, any Member may object to any motion being made, on the same day, that the Bill be passed, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made.

(c) Where the objection prevails, a motion that the Bill be passed may be brought forward on any future day.

(d) No amendment which is neither formal nor consequential upon an amendment made after the Bill was taken into consideration shall be moved to a motion that the Bill be passed.

37. **Withdrawal of Bills.—**The member in charge may at any stage move for leave to withdraw the Bill introduced by him; and, if such leave is granted, no further motion may be made with reference to the Bill.

38. Lapse of Bills. When a Bill is passed, all other Bills pending before the Assembly shall lapse.

39. **Authentication.-**When the Constitutional Bill is passed by the Assembly the Secretary shall submit to the President for authentication a copy thereof signed by the Speaker.

40. **Committees of the Assembly.-**(a) The Assembly may, besides a Select Committee constituted in relation to a Bill, appoint as .many Committees and allocate to each such Committee such business as it may think fit.

(b) The members of the Committee including the Chairman shall be appointed by the Assembly at the time it appoints the Committee.

(c) A casual vacancy in a Committee shall be filled as soon as possible after it occurs by nomination by the Speaker.

(d) If the Chairman is not present at any meeting of the Committee, the members of the Committee shall elect once of their members to be the Chairman.

(e) In the case of an equality of votes, the Chairman shall have a second or casting vote.

41**. Power of any Committee to act notwithstanding Vacancy,** -(a) Subject to the requirement of a quorum prescribed by or under these rules a Committee appointed by the Assembly shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof.

(b) A Committee may hear expert evidence and representatives of special interests who may desire to place their views before it.

42. **Quorum of the Committee.-**(a) At the time of the appointment of the Members of a Committee, the number of Members whose presence shall be necessary to constitute a quorum for a meeting of the Committee, and the time within which the Committee shall make its report, shall be fixed by the Assembly.

(b) If at the time fixed for any meeting of the Select Committee, or if at any time during any such meeting, the quorum is not present, the Chairman of the Committee shall either suspend the meeting until a quorum is present or adjourn the meeting to some future day.

(c) Where the Committee has been adjourned in pursuance of sub-rule (b) on two successive dates fixed for its meeting, the Chairman shall report the fact to the Assembly.

43. **Voting in Committee.-**(a) All questions at a meeting of a Committee shall be determined by a majority of the Members present and voting.

(b) The Chairman shall not vote except in the event of equality of votes.

44. **Reports of the Committees**, -(a) A Committee shall make a report relating to the business allocated to it or in the case of a Select Committee on the Bill referred to it.

(b) If any Member of a Committee desires to record a minute of dissent on any point he must sign the report stating that he does so subject to his minute of dissent, and must at the same lime hand in his minute.

45. **Presentation of Reporter**. - (a) The report of a Committee shall be presented to the Assembly by the Chairman.

(b) The Secretary shall cause every report of a Committee, together with the views of the minority, if any, to be printed in English and a copy thereof made available for the use of every member of the Assembly. The report, with the views of the minority, if any,

shall be published in the official Gazette and in the case of the report of a Select Committee, it shall be published together with the Bill as settled in the Committee.

46. **Agenda and Notice of the Meetings of Committees**, -(a) The time-table of business of a Committee and the agenda for each meeting of the Committee shall be determined by the Chairman of the Committee.

(b) Notice of all meetings of a Committee shall be sent to the Members of the Committee.

47. **Suspension of Rules**. -Whenever any inconsistency or difficulty arises in the application of these rules, any Member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the Assembly, and if the motion is carried, the rule in question shall stand suspended.

48. **Removal of Difficulties.** -Where in the opinion of the Speaker any difficulty is likely to arise in carrying out the provisions of these rules, or in respect of any matter for which no provisions or no sufficient provision exists in the rules, the Speaker may make such rules as he thinks fit, not inconsistent with rules, for the purpose of removing the difficulty.

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
আইনগত কাঠামো সংশোধনের আহবানঃ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিবৃতি	দৈনিক পাকিস্তান ও ইত্তেফাক	১,২,৩,এপ্রিল, ১৯৭০

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ঘোষিত আইনগত কাঠামো গণতান্ত্রিক মূলনীতির পরিপন্থী। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধনের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আবেদন জানান।

"১লা এপ্রিল ১৯৭০ ঢাকায়" পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির দু'দিনব্যাপী জরুরী বৈঠক শেষে গৃহীত এক প্রস্তাবে জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খা বানচালের দরুন যে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা এড়াবার জন্য প্রেসিডেন্টকে গণতন্ত্রের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য আইনগত কাঠামো নির্দেশ যথাযথভাবে সংশোধনের আহবান জানানো হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে তার বাসভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

(দৈনিক পাকিস্তান, ২রা এপ্রিল)।

১লা এপ্রিল সংবাদপত্রের প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তার সমালোচনা করে বলেন, প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক পাকিস্তানীরই এই ধারণা হবে যে, শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত কাঠামোর ব্যাপারে নির্বাচিত সদস্যদের কোন কথা বলারই অধিকার থাকবে না।

(দৈনিক পাকিস্তান, ১লা এপ্রিল)।

প্রেসিডেন্টের আইনগত কাঠামোর বিরোধিতা করে দেশের প্রায় সব ক'টি রাজনৈতিক দলই তাদের স্ব স্ব বক্তব্য পেশ করে। লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি প্রেসিডেন্টের আইনগত কাঠামো সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই বিধানকে 'গণতন্ত্র অর্থ ও রেওয়াজের পরিপন্থী' বলিয়া অভিহিত করেন।

(দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা এপ্রিল)।

প্রাদেশিক ন্যাপ প্রধান (রিকুইজেশন) অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ২রা এপ্রিল চট্টগ্রামের এক জনসভায় নির্বাচনের আইনগত কাঠামোর ২৫ এবং ২৭ ধারার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, তাদের দল এ দু'টি ধারার বিরোধী।

(দৈনিক পাকিস্তান, ৩রা এপ্রিল)।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আইনগত কাঠামো আদেশের প্রতিবাদ এবং ৬ ও ১১-দফা প্রতিষ্ঠার দাবী দিবস	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	৫ এপ্রিল, ১৯৭০

ইয়াহিয়ার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার "দাবী দিবস"

১৯৬৯ সনের ৬-দফা সম্বলিত ঐতিহাসিক ১১-দফার ভিত্তিতে গত শহীদের রক্তের বিনিময়ে গড়িয়া উঠা গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে দেশব্যাপী সামরিক শাসন জারি করা হইয়াছিল। সামরিক আইন জারির পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিভিন্ন সময়ে তাঁহার বক্তব্যের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইয়াহিয়ার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসী আশা করিয়াছিল যে বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীসহ সমাজের বিভিন্ন মূল সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সার্বভৌম পার্লামেন্ট-এর উপর ন্যস্ত হইবে।

দীর্ঘ বার বছরের আইয়ুবের অগণতান্ত্রিক সরকারের মূল উচ্ছেদ করিয়া সারাদেশে যে মুহূর্তে শর্তবিহীন নিরংকুশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সামান্যতম সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল গত ২৮শে মার্চে ইয়াহিয়ার ভাষণ ও ৩০শে মার্চ তারিখে ইয়াহিয়ার ঘোষিত " শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো" ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সে আশা দূরীভূত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয় জনজীবনে এক বিরাট জিজ্ঞাসা দেখা দিয়াছে যে- "তাহা হইলে বাংলার ও বাঙ্গালীদের কি দশা হইবে।"

ইয়াহিয়া ঘোষিত আইনগত কাঠামোতে একটি দিক লক্ষ্যণীয় যে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের সংহতি ও অখন্ডতাকে জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া আইনগত কাঠামোর ২৫নং বিধিতে গণপরিষদের উপর সন্দেহ প্রকাশ ও ২৭নং বিধিতে ইয়াহিয়ার একনায়কত্বমূলক যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সকলের মূলনীতিবিরোধী। দেশের আপমর জনসাধারণের সার্বিক মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে ইয়াহিয়া প্রণীত এই নীতিমালা কোন ভাবেই এদেশের সংগ্রামী মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলার সাত কোটি মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার উপায় হিসাবেই ৬-দফা ও ১১-দফা দাবী সংগ্রামের মধ্য দিয়া এ দেশবাসীর মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া ৬-দফা ও ১১-দফা দাবীকে আমরা কোনভাবেই নস্যাৎ হইতে দিব না। আমরা মনে করি একমাত্র ৬-দফা ও ১১-দফার বাস্তবায়নই পাকিস্তানের অখন্ডতাকে বজায় রাখিতে পারে এবং স্বায়ত্তশাসন ও ভাবী শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে বাংলার জাগ্রত মানুষ ৬-দফা ও ১১-দফার সামান্যতম বিচ্যুতিও স্বীকার করিবেন না বরং প্রয়োজনবোধে আরও দুর্বার আন্দোলন সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলার ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি মানুষ বাংলার বিরুদ্ধে সকল প্রকার ষড়যন্ত্রকে রুখিয়া দাঁড়াইবে।

বর্তমান অস্থায়ী সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিক্ষানীতিকে প্রদেশের ছাত্রসমাজ পূর্বেই বর্জন করিয়াছে। পুনর্বার সরকার সেই একই শিক্ষানীতিকে পিছন দরজা দিয়া চালু করিবার চেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে। আমরা পুনরায় এই শিক্ষানীতির প্রতি আমাদের অনাস্থা প্রকাশ করিতেছি।

সারাদেশে বর্তমানে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সামরিক সরকার ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সামরিক আইনে গ্রেফতারপূর্বক বিভিন্ন দন্ডে দন্ডিত করিতেছে। আজ ছাত্রনেতা খসরু,

মন্টু ও সেলিমের উপর ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডাদেশ রহিয়াছে। আমরা অবিলম্বে উক্ত আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছি।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশের মানুষকে এক ও অবিভাজ্য হিসাবে সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আসুন দলমত নির্বিশেষে আমরা এদেশের ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক জনতা এক সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তুলি। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আগামী ৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার মিছিল ও সভা-বিক্ষোভের মাধ্যমে "দাবী দিবস" পালন করি এবং বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলিঃ

* ইয়াহিয়ার ঘোষিত আইনগত কাঠামো বাতিল করতঃ ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও ১১-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য সার্বভৌম গণপরিষদ গঠন করিতে হইবে।

* বর্তমান সামরিক সরকার প্রণীত অগণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি বাতিল করিতে হইবে।

* ছাত্রনেতা খসরু,মন্টু ও সেলিমের উপর ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডাদেশ বাতিল ও বিভিন্ন সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীসহ সকল ছাত্র শ্রমিক কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তি দিতে হইবে।

দাবী-দিবসের কর্মসূচীঃ

বেলা ১১টায় বটতলায় ছাত্রসভা, সভাশেষে শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক ৪২, বলাকা ভবন ঢাকা হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আইনগত কাঠামো আদেশের প্রতিবাদ ও সার্বভৌম পার্লামেন্টের দাবী	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	১২ এপ্রিল, ১৯৭০

সার্বভৌম পার্লামেন্টের দাবীতে এবং ইয়াহিয়ার নির্বাচনী আইনগত কাঠামো ও শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ঘোষণার প্রতিবাদে-
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে (মতিয়া গ্রুপ)
১৩ই এপ্রিল, সোমবার, 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করুন

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

বিগত গণ-অভ্যুত্থানের ফলে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের অবসান ঘটিয়েছে। সারা দেশের মানুষ গভীরভাবে আশা করিয়াছিল যে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে জাতীয় পরিষদ গঠিত হইতে যাইতেছে ঐ পরিষদে জনগণের আশা-আকাঙ্খার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারিবেন। এবং এইভাবে দেশের শাসনতান্ত্রিক সংকট ও সমস্যার প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাধান হইবে। সামরিক প্রধান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসিয়া একটি সার্বভৌম জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে নির্বাচিত জনগণপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের যে আইনগত কাঠামোর আদেশ ঘোষণা করিয়া দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খার বিরুদ্ধে এক রুঢ় আঘাত হানিয়াছেন।

ঘোষিত নির্বাচনী আইনগত কাঠামো আদেশ দ্বারা নির্বাচনী জাতীয় পরিষদকে কার্য্যতঃ পুরাপুরিভাবে ''কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'' করণের তথাকথিত পরিষদে পরিণত করা হইয়াছে। ''কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'' করিলে এই পরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র গৃহীত হইলেও উহাকে বাতিল করিবার নিরংকুশ ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতেই রাখিবার পাকাপাকি আইনও প্রণয়ন করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত পরিষদের সার্বভৌমত্ব বলিতে কিছুই নাই। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক জনগণের আশা-আকাঙ্খার তথা ১১-দফা ও ৬-দফা দাবীগুলোর ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সকল স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ করা হইয়াছে। এই অবস্থায় জনগণের আকাঙ্খা অনুযায়ী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অবাধ গণতন্ত্র, পূর্ব বাংলাসহ সকল ভাষা-ভাষী মানুষের স্বায়ত্তশাসন, মৌলিক অধিকার প্রভৃতির স্বীকৃতি প্রদানকারী কোন শাসনই জনগণের দ্বারা রচনা করা সম্ভব হইবে না। ফলে জনগণের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী দেশের শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধান করা সম্ভব হইবে না। শুধু তাহাই নহে, নির্বাচনের আইনগত কাঠামো আদেশ দ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রায় সকল মৌলিক প্রশ্নই প্রেসিডেন্ট স্বয়ং নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। শাসনতন্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে যে পাঁচটি ধারা আইন হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে পালনের নির্দেশ ঘোষিত হইয়াছে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিতে গিঁয়া কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহের মধ্যে বিষয় বন্টনের যে নীতি নির্ধারিত হইয়াছে তাহাতে ৬-দফা ও ১১-দফা কার্যকরী করা সম্ভব নয়। উপরন্তু ধর্মভিত্তিতে জনগণকে বিভক্ত করার পুরাতন সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা বলবৎ করা হইয়াছে। এইভাবে প্রত্যক্ষ ভোটের অধিকার স্বীকার করা হইলেও মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে পুরাতন আইয়ুবী ব্যবস্থাই চালু করা হইয়াছে।এইভাবে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তানে আরেকটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয় উহা গণতন্ত্রের নামে চাপাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা এবং উহাতে প্রকৃতপক্ষে জনগণ কর্তৃক বাতিলকৃত ১৯৫৬ সালের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্রের মূলনীতিগুলো চাপাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এইভাবে সরকার এককভাবে দেশবাসীর উপর শাসনতন্ত্র চাপাইয়া

দিয়াছিল। আর বর্তমান সরকার শাসনতন্ত্রের কাঠামো নির্ধারণ করিয়া তার ভিত্তিতেই কেবল উহার বিস্তারিতভাবে লেখার দায়িত্ব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপর ছাড়িয়া দিতেছেন। এই দিক হইতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতি পূর্বের মত বহাল থাকিতেছে।

অন্যদিকে ছাত্রসমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত শিক্ষানীতিকে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। তাই স্বাধীনতার পর হইতেই বৈজ্ঞানিক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরেপক্ষ, সার্বজনীন ও সহজলভ্য শিক্ষা হইতে ছাত্রসমাজ বঞ্চিত হইতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, আই,ই,আর, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ সমাজকল্যাণ কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ, কৃষি কলেজ, এন,ডি,টি, আই গ্রাফিক আর্ট ইন্সটিটিউট, টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, প্যারা মেডিক্যাল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের দাবী আজও মানিয়া লওয়া হইতেছে না। হলে এবং হোষ্টেলে খাদ্যের নিম্নমান ও সিট সমস্যা চরম আকার ধারণ করিয়াছে। ছাত্রনেতা হায়দার আলী, মাহবুবউল্লাহ, বিধান, নির্মল, হিমাংশু বণিক, শূকদেব ঘোষ ও জননেতা মণি সিং, অজয় রায়, হাবিবুর রহমান, দেবেন সিকদার, শহীদুল্লাহ চৌধুরীসহ অসংখ্য দেশপ্রেমিক ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ, মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচন্ড দমননীতির শিকারে পরিণত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়বারের জন্য সামরিক সরকারের শাসন কায়েম হইবার পর হইতেই আমরা দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্য বজায় রাখার আবেদন জানাইয়াছিলাম। বিশেষতঃ গত ১লা জানুয়ারী হইতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সীমিত অধিকার ফিরিয়া পাওয়ার পর গণতান্ত্রিক শক্তি ও রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যজোট কায়েমের অতীব গুরুত্ব আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম কিন্তু সকলেই জানেন, আমাদের এই আবেদনে কেহ কেহ সাড়া না দিয়া বরং গণতান্ত্রিক শক্তি ও দলগুলির মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করেন। খুবই ডুখঃজনক যে ১১-দফা উত্থাপনকারী ছাত্রসমাজের মধ্যেও বিভেদ তীব্র হইয়া ওঠে। অপরদিকে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলি তাহাদের প্রতিক্রিয়াশীল লক্ষ্য অর্জনের জন্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে যেন জাতীয় পরিষদ সার্বভৌম হইতে না পারে। উপরন্তু ইহা জানা আছে যে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নীতিগতভাবেই গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন ও শ্রমিক কৃষকের স্বার্থের বিরুদ্ধে। এই পটভূমিতেই প্রেসিডেন্ট যে নির্বাচনী আইনগত কাঠামো ঘোষণা করিয়াছেন উহা দেশের ব্যাপক জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়াছে। এক বৎসর আগে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের জোরে যতগুলি দাবী আদায় করা সম্ভব হইয়াছিল এবং সার্বভৌম জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের যে প্রতিশ্রুতি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন আজ গণতান্ত্রিক শক্তির বিভেদের ফলেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এই প্রতিশ্রুতি অবজ্ঞা করিতে পারিতেছেন। শাসকগোষ্ঠী আজ কৌশলে বীর শহীদদের রক্ত ও জীবনের মূল্য অর্থহীন করিতে প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু পূর্ব বাংলা তথা সারা পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্র-সমাজ ও জনগণ শাসকগোষ্ঠীর এই অপচেষ্টা ব্যর্থ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিয়াছে।

দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলি ও নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্রসমাজসহ কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী সকলের প্রতি আমাদের আবেদন যে সময় থাকিতে ঐক্যবদ্ধ হউন ও ১১-দফা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য লইয়া সার্বভৌম জাতীয় পরিষদ কায়েমের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠার পথে আগাইয়া আসুন। দাবী তুলুন- 'প্রতিক্রিয়াশীল আইনগত কাঠামো সংশোধন কর'। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং ইতিহাস হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিলে বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত। কিন্তু বিভেদ আনবে সর্বনাশ। সরকারের কাছে দাবীঃ দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা এভাবে সমাধান করার জন্য নির্বাচনী আইনগত কাঠামো সংশোধন করে সার্বভৌম জাতীয় পরিষদ কায়েমের পথ প্রশস্ত করুন। অন্যথায় দেশের রাজনৈতিক স্থিতি সুদর পরাহত হইবে।

বন্ধুগণ

দেশের এই পরিস্থিতিতে আমরা পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজকে প্রতিক্রিয়াশীল ঘোষণাসমূহের প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য আহবান জানাইতেছি। সাথে সাথে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনকারী শক্তিকে বিশেষতঃ সহযোগী গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনগুলিকে দলীয় সংকীর্ণতা ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবান জানাইতেছি।

আসুন, আগামী ১৩ই এপ্রিল প্রতিবাদ দিবস সাফল্যমন্ডিত করার মাধ্যমে আওয়াজ তুলিঃ

- সার্বভৌম পার্লামেন্ট দিতে হইবে।
- নির্বাচনী কাঠামো সংশোধন কর।
- শাসনতন্ত্রের মূলনীতি বাতিল কর।
- সামরিক আইন বাতিল কর।
- সামরিক সরকারের শিক্ষানীতি মানি না।
- ছাত্রসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।
- দমননীতি বন্ধ কর।
- ১১-দফার সংগ্রাম চলবেই।

ঢাকা শহরের কর্মসূচীঃ

- ১৩ই এপ্রিল, সোমবার, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন।
- বেলা ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় সাধারণ ছাত্র সভা ও বিক্ষোভ মিছিল।

শামসুদ্দোহা
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

নুরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বন্দী মুক্তি ও দাবী দিবস	ন্যাপ (ভাষানী), ছাত্র ইউনিয়ন ও শ্রমিক ফেডারেশন	১৭ এপ্রিল, ১৯৭০

১৯শে এপ্রিল, রবিবার

‘‘বন্দী মুক্তি ও দাবী দিবস’’ উপলক্ষে

হরতাল

ও

জনসভা

স্থানঃ পল্টন ময়দান, সময়ঃ বিকাল ৩টা

প্রধান বক্তাঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

ভাইসব,

দেশ আজ এক চরম অর্থনৈতিক ও খাদ্য সংকটের সম্মুখীন। ছাঁটাই, লক-আউট ও ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের চাপে মেহনতী জনতার বিভিন্ন অংশ মজুরী ও বেতন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ন্যায়সংগত দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য ক্রমেই ধর্মঘটের পথ বাছিয়া লইতে বাধ্য হইতেছেন। অন্যদিকে, খাদ্যের উচ্চমূল্য এবং ক্রয়ক্ষমতার অভাব তৎসহ খাজনা-ট্যাক্সের জুলুম গ্রামীন জন-জীবনকে করিয়া তুলিয়াছে দুর্বিসহ। আমাদের দেশের তরুণ শিক্ষার্থী সমাজও তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া অগণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছে। আর জনগন বিভিন্ন অংশের ন্যায়সংগত দাবী-দাওয়া লইয়া সংগ্রাম করার জন্য যাহারাই আগাইয়া আসিতেছেন তাহাদেরই স্থান হইতেছে কারাগারে। আজ রাজনৈতিক নেতা দেবেন শিকদার, মশিহুর রহমান, আনোয়ার জাহিদ, মনি সিংঙ, ছাত্র নেতা মাহবুবউল্লাহ, শ্রমিক নেতা, লুতফুল হক মজুমদারসহ বহুসংখ্যক রাজনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক ও ছাত্রনেতা জেলখানায় বন্দি। শ্রমিক নেতা কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, ছাত্রনেতা জামাল হায়দারসহ আরও অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা এবং শ্রমিক নেতা আবুল বাশার, আবদুল মালেকসহ আরও অনেকের বিরুদ্ধে হুলিয়া ঝুলিতেছে।

এই অবস্থায় মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আগামী ১৯শে এপ্রিল, রবিবার সারা দেশব্যাপী ‘‘বন্দীমুক্তি ও দাবী দিবস’’ পালনের আহবান জানাইয়াছেন। এই দিবসের দাবীগুলো হইতেছেঃ

(১) আটক ও সাজা প্রাপ্ত সকল রাজনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক ও ছাত্র নেতার মুক্তি চাই, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার কর; সাম্প্রতিক ধর্মঘটকালে ধৃত সকল বাস-শ্রমিকের মুক্তি চাই।

(২) ২০ টাকা মণ দরে চাল ও ১০ টাকা মণ দরে গম চাই; খাজনা-ট্যাক্সের দায়ে সার্টিফিকেট জারী করা চলবে না; টেস্ট রিলিফের কাজ চাই।

(৩) পূর্ব পাকিস্তানে ৫ একর এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১২.৫ একর পর্যন্ত জমির মালিকদেও খাজনা মওকুফ কর, খাস ও সরকারী জমি গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি কর, পেশাগত ট্যাক্স মওকুফ কর, পানির উপর কর মওকুফ কর, বর্গাদার উচ্ছেদ করা চলবে না।

(৪) মিল মালিকদের লক-আউটের অধিকার দেওয়া চলবে না, ধর্মঘটের অধিকারসহ শ্রমিকদের যৌথ দর কষাকষির অধিকার কায়েম কর, শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি মাসিক দুইশত টাকা নির্ধারণ কর।

(৫) নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমাও, সস্তাদরের দোকান চালু কর, পাট ও আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে।

(৬) ছাত্র, শিক্ষক ও কার্যরত সাংবাদিকদের দাবী মানতে হবে।

(৭) প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স বাতিল কর, ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট ভেঙ্গে দাও।

উপরোক্ত দাবীগুলো আমাদের দেশের-কৃষকসহ জনতার সকল অংশের জরুরী দাবী। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ঐ দিবস পালনের মধ্য দিয়া এমন এক গণ-আন্দোলনের সূচনা করি যাহা গণ-অধিকারের বিরুদ্ধে নূতনভাবে যে চক্রান্ত শুরু হইয়াছে উহাকে ব্যার্থ করিয়া দিবে। ঢাকা শহরের রিক্সা, স্কুটার, বাস চালক মালিকদের নিকট আমাদের অনুরোধ, আপনারা ঐ দিন সকাল ৬ টা হইতে বেলা ১টা পর্যন্ত যানবাহন বন্ধ রাখিয়া ১৯শে এপ্রিল ‘‘বন্দি মুক্তি ও দাবী দিবসকে ’’ সাফল্যমন্ডিত করিতে আগাইয়া আসুন। কলকারখানার শ্রমিক-ভাইদের প্রতি আমাদের আবেদন, আপনারা ঐদিন কলের চাকা বন্ধ রাখুন এবং দলে দলে মিছিল সহকারে জনসভায় যোগদান করুন।

নাজিমুল আলম

কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

সিরাজুল হোসেন খান

সাধারণ সম্পাদক

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

মোহাম্মদ সুলতান

সম্পাদক

ঢাকা শহর ন্যাপ।

৯/এইচ, মতিঝিল এরিয়া হইতে প্রকাশিত ও জাগৃতি মুদ্রায়ন,৫৫, কলুটোলা (তনুগঞ্জ), ঢাকা-১ হইতে মুদ্রিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘ আসন্ন নির্বাচন হবে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট’: শেখ মুজিবুর রহমান	দ্য ডন	৮ জুলাই, ১৯৭০

PAKISTAN CANNOT BE DESTROYED
BY ANY POWER, SAYS MUJIB
'Islam in Danger' Cry a Political Stunt
Awami League Election Campaign Launched

Dacca, June 7: The Awami League Chief. Sheikh Mujibur Rahman, declared today amidst cheers that Pakistan had come to stay and that there was no force which could destroy it.

Addressing a massive public meeting at Ramna Race Course this afternoon in torrential rains, the Sheikh repeatedly held out the assurance that Islam was in no danger on the sacred soil of Pakistan, and lashed out at those who raised cries of "Islam in danger" on flimsy grounds, to promote their own political ends. He said in the past also similar bogeys were raised by a section of the people during the 1954 elections in East Pakistan and on the question of joint electorate, but it had been proved conclusively that "Islam in danger" cry was a mere political stunt.

Today's public meeting was organized by the Awami League to commemorate the movement of June 7, 1966, when a number of people fell to the bullets of the police of Ayub regime. Despite inclement weather and pouring rains, hundreds of thousands of enthusiastic people sat through the meeting to hear the Sheikh who was the only speaker. Defying rains, the people came from far and near in processions on foot and in buses and trucks and trains and launches. They shouted six-point slogans and rented the air with cries of "joy Bangla". West Pakistani Awami League leaders who came to attend the Council meeting of the All-Pakistan Awami League which concluded yesterday were also present on the dais.

Sheikh Mujib regretted that the Fourth Five-Year Plan had been announced by the present Government despite his party's demand that it should be left for the future Government to draw up the Plan. He declared the Fourth Plan would be scrapped and recast when a representative Government was inducted into office after the elections.

The Awami League chief, who was frequently greeted with slogans of "Banga Bandhu" (Friend of Bengal), told the meeting that the coming elections should be treated as a referendum on the autonomy issue-whether the people wanted autonomy on the basis of his party's six-point programme.

The Sheikh, who formally announced the launching of his party's election campaign as from today, asked' the people to "finish" the "Mir Jafars" of Bengal through elections and to see to it that their boxes went empty during the polls.

Agency reports add :

The Awami League chief said that from the allocations in the Fourth Plan which had recently been announced, it appeared that East Pakistan had not been given her due share of 56 per cent on the basis of her population. He posed a question, "If the allocations arc not properly made how you could remove the disparity?"

The meeting also said that the elected representatives of the people would have to revise the Fourth Five-Year Plan and alter it in every respect necessary to bring it into accord with those constitutional provisions which were expected to invest the Governments of federating units with full power of economic management.

The meeting referred to the shortfall of Rs. 1,100 crores in the Third Plan expenditure in East Pakistan and urged that all the previous shortfalls in the Plan expenditure be made up. It held that no annual development plan could represent meaningful steps towards revising the trend of economic disparity "unless the previous shortfalls are made up."

Sheikh Mujib recalled how in the past East Pakistan had been exploited and described how people had suffered under successive Governments.

The Awami League chief said that his party's struggle was to create a society free from exploitation, to eliminate the exploiters and to free the toiling masses-peasants) and workers-from exploitation.

Replying to the propaganda against the six-point programme, he said that in realization would in no way harm Pakistan. "The six points will be realized and Pakistan shall also stay", he said amidst loud cheers.

Deep-laid Conspiracy

Sheikh Mujib said that the economic situation in the country was deteriorating and that there was a deep-laid conspiracy to paralyze the economy by closing down mills and factories. Referring to the Adamjee Jute Mills riots of 1954, he said there was a similar conspiracy to create chaos and confusion to prevent the smooth transfer of power to the people. He referred to the recent closure of the Adamjee Jute Mills and asked for its immediate reopening.

The Awami League chief said that his party was not anxious to come to power, because they believed that even without coming to power the rights of the people could be realized. In this connection he referred to his party's earlier demand for representation on the basis of population and the breakup of One Unit in West Pakistan, which were ultimately realized. He also referred to their struggle for making Bengali one of the State languages.

Sheikh Mujib said that his party's struggle was to establish 'workers and peasant' rule in the country. He said that their demand for exemption of land revenue up to 25 bighas had partly been realized, when it was learnt that the Government was going to grant such exemption up to nine bighas. Awami League manifesto had promised workers share in industries, he said.

The big crowd at the meeting signified their support by raising their hand s when at one stage Sheikh Mujib asked if they wanted to realize regional autonomy on the basis of his party's six-point programme, if they wanted to establish the rule of workers and peasants and above all if they like to live as human beings.

The Sheikh censured the Jamaat-i-Islami for what he called their anti-East Pakistan role and for trying to deprive the people of this province of their legitimate rights by creating confusion in the name of Islam. He alleged that Maulana Moudoodi's partymen in East Pakistan were paid workers serving the case of those who made money by exploiting East Pakistan. The Awami League chief also criticized Khan Abdul Qayyum Khan, Nawab zada Nasrullah, Chowdhury Mohammad Ali and Ataur Rahman Khan. Besides he also criticized Mr. Nurul Amin for his role as Chief Minister, with particular reference to the language movement.

Referring to Mr. Nurul Amin's observation that the coming elections could not be regarded as referendum on six points, the Sheikh said that in undivided India when "Mr. Gandhi and other Congress leaders had opposed the partition of India, the Muslims had voted for Pakistan through referendum."

He said that the people of the country alone could frame the country's constitution and no constitution framed at the instance of any individual would be acceptable to them.

The Awami League chief pointed out that the elected representatives of the people were "alone competent to frame the constitution on behalf of the people."

In this context he once again urged the President to amend Articles 25 and 27 of the Legal framework Order immediately making the Parliament supreme in" constitution- making.

Sheikh Mujib warned those who had been trying to establish dictatorship. He said that the people had learnt to sacrifice their blood for a cause and they would resist all attempts to sabotage the elections. 'Take a lesson from history," he asked them.

He said that these anti-election forces had tried to create trouble at Mirpur, Mohammadpur, Postagola, Khulna and many other places. The Sheikh declared that no one had the power to undo Pakistan and the people who had achieved Pakistan would defend it. They would realize their due rights as well, he added"

Sheikh Mujib reminded his audience that the Ayub Regime had snatched away the right of franchise and the people had to make tremendous sacrifices to get back that right. He urged the people to exercise their right of franchise in the coming elections judiciously so that those who had betrayed them in the past could be completely eliminated.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ছাত্রলীগ আহূত জরুরী সভার প্রস্তাবাবলী	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সার্কুলার	২৩ জুলাই, ১৯৭০

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের ২২ এবং ২৩শে জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত জরুরী সভার প্রস্তাবাবলী

শোক প্রস্তাবঃ

আফ্রো-এশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মহান শিক্ষাগুরু, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা, আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার জনক ‘‘বাংকার্নো’’, বৃহৎ শক্তি জোটবহির্ভূত তৃতীয় জোটের জনক, নয়া উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শিকার ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ আহমদ সুর্কানোর মহাপ্রয়াণে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের অদ্যকার এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে।

রাজনৈতিক প্রস্তাবঃ

এই সভা গভীর উদ্বেগের সহিত দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ক্রম-অবনতি লক্ষ্য করিতেছে। আগামী সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশবাসী যখন গভীর আগ্রহের সহিত নির্বাচনে সহায়ক সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার আশা করিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে সরকার কর্তৃক ছাত্র, শ্রমিক এবং রাজনৈতিক নেতৃ ও কর্মীদের উপর সরকারী নির্যাতন ও নিষ্পেষণের খড়্গ নামিয়া আসিয়াছে। ব্যাপকহারে সামরিক আইনের অপপ্রয়োগ ঘটাইয়া ছাত্র-শ্রমিক, রাজনৈতিক নেতৃ ও কর্মীবৃন্দকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইতেছে। অধিকার এবং রুটি-রুজির দাবী তুলিয়া শ্রমিক পাইতেছে কারাদন্ড -বেত্রদন্ড, গুলি, বেয়নেট; খাদ্য ও কর মওকুফের দাবী তুলিয়া কৃষক পাইতেছে চরম নির্যাতন, মেহনতী জনতা বাঁচার নূন্যতম অধিকার চাহিয়া নিষ্পেষিত হইতেছে। সাম্প্রতিককালে ঢাকায় ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতি, সিদ্ধিরগঞ্জের পাওয়ার ষ্টেশনের শ্রমিকদের শাস্তিদান সম্পর্কিত পরিস্থিতি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা এবং জননেতা এম, এ, আজীজের গ্রেফতারজনিত পরিস্থিতি দেশের জনগণের মধ্যে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। এই সভা মনে করে যে দেশের ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী জনতা এবং রাজনৈতিক নেতৃ ও কমীবৃন্দেও উপর এই নির্যাতনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নীরব দর্শক হইতে পারে না। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ দেশের আপামর জনগণের উপর যে কোন মহলের চক্রান্তকে নস্যাৎ করিয়া দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধমূল। এবং যেহেতু সরকারী নির্যাতন এই গণতান্ত্রিক সরকার গঠন তথা নির্বাচনের সহায়ক গণতান্ত্রিক পরিবেশ গঠনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

উপরোক্ত কারণে এই সভা সরকারের নিকট আগামী ৩১শে জুলাই, ১৯৭০ তারিখের মধ্যে সর্বপ্রকার নির্যাতনমূলক পথ প্রত্যাহার করিয়া নিম্নলিখিত দাবীগুলি পূরণের জোর দাবী জানাইতেছেঃ

(১) জননেতা এম, এ, আজীজ, মন্টু, সেলিম, হোসেন, বিমলসহ সকল ছাত্র-শ্রমিক-রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে।

(২) সকল ছাঁটাইকৃত বা সাসপেন্ডকৃত শ্রমিক বা ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে কাজে পুনর্বহাল করিতে হইবে ও তাহাদের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(৩) সকল প্রকার রাজনৈতিক বা ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ সম্পর্কিত গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া, খসরুর দন্ডাদেশসহ সকল দন্ডাদেশ, মামলা বা নির্যাতনমূলক হয়রানি বন্ধ করিতে হইবে।

(৪)প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজসমূহ, নটরডেম কলেজ, নবাবপুর স্কুলসহ প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ অবিলম্বে খুলিতে হইবে।

অন্যথায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নিজেদের পথ বাছিয়া লইবে এবং দেশব্যাপী তুমূল আন্দোলন গড়িয়া তুলিবে।

সাংগঠনিক প্রস্তাবঃ

(১) অদ্যকার এই সভা এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে, যেহেতু টাঙ্গাইল মহাকুমা শাখা জেলায় রূপান্তরিত হইয়াছে সেহেতু বর্তমান মহকুমা শাখাকে স্বীকৃতি না দিয়া জেলা শাখাকে সরাসরি থানা শাখার সাথে যোগাযোগ করিয়া সাংগঠনিক কার্য পরিচালনা করার নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

(২) এই সভা বিভিন্ন জেলা ও মহাকুমা শাখার সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে স্ব স্ব জেলা ও মহাকুমার যে সমস্ত ছাত্রলীগ কর্মী ও সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত, হুলিয়া ও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হইয়াছে তাঁহাদের পূর্ণ নাম, সাজার বিবরণসহ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

(৩) এই সভা যে সমস্ত জেলা এখনো কেন্দ্রীয় সংসদের প্রতিনিধির নাম প্রেরণ করে নাই সে সমস্ত জেলাকে অবিলম্বে নাম প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

(৪) এই সভা বিভিন্ন জেলা ও মহাকুমা শাখার সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে অবিলম্বে ঠিকানা প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

শাজাহান সিরাজ
সাধারণ সম্পাদক,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

......শাখার জ্ঞাতার্থে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এম, এ, রশীদ এবং রেজাউল হক মোস্তাক দফতর এবং সহ-দপ্তর সম্পাদক, ছাত্রলীগ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহবান জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া’	দ্য ডন	২৯ জুলাই, ১৯৭০

PRESIDENT YAHYA KHAN'S ADDRESS TO NATION
ON JULY 28, 1970

My Dear Countrymen,
Assalam-O- Alaikum.

I have, from time to time, kept the nation abreast of developments in various spheres because people in all walks of life should know about major events as well as decision of the Government on important issues. Many significant events have occurred and decisions have been taken during the past four months. Time has, therefore, come for me to address you again.

New Provinces

Another important event which has taken place since, I spoke to you last is the restoration of pre-1955 provinces in West Pakistan. The decision, as you know was taken some months ago on the basis of the wishes of the people and I am glad to say that it has been possible to achieve the re-establishment of these provinces on the target date. I am sure you appreciate that a great deal of administrative work has gone into giving practical shape to what, a few months ago, was only a wish.

The mere formal restoration of the old provinces, however, is not going to solve any problems. What is required now is to make all-out efforts to examine the reasons why such a step was necessary and how matters can now be improved. The main achievement of this restoration has been to bring the Administration closer to the people in various regions of West Pakistan. It is also to give a greater sense of participation in the happenings in this Wing to the people of far-flung areas. Let me also caution you that what happened on the 1st of July was only the first step. The process of consolidation will continue for months until things really settle down in all sectors of the administrative field. On the one hand, the administration will have to work doubly hard and on the other, the people will have to be patient and make constructive contribution in the fulfillment of the purposes for which separate provinces were restored.

Furthermore, it is extremely important that the restoration of the old provinces must not lead the people of various regions towards the dangerous path of parochialism. All that has happened is that West Pakistan, instead of being one administrative unit, is now composed of tour administrative units. That is all. It has been done for the good of the people. It has been done with the hope that this will help in eradicating suspicions and a sense of deprivation on the part of certain regions of this Wing. In fact it is my firm belief

that when the people begin to manage their own affairs in their provinces, their attitude towards their neighboring and other provinces would be that of brotherliness and co- operation rather than that of hostility and separation.

In practical terms, any tendency to consider anyone who does not happen to be born and brought up within the boundaries of a particular province as an outsider will not be tolerated because as a Pakistani he has an inherent right to live, work and prosper in any part of Pakistan.

Talking on the national plane I am glad to tell you that our election machinery has been working with tremendous zeal and efficiency under the direction of the Chief Election Commissioner.

As you are aware a major portion of the work relating to elections has already been completed by, the Chief Election Commissioner and his staff.

By God's help we have been able to keep to our planning schedule for general elections. The forthcoming election day will indeed be a great day for Pakistan and it is my prayer that it will be a precursor of greater well-being and prosperity for this country.

Talking about elections I might add that it is my firm resolves that these elections are free and fair. To ensure that there is no violence, coercion and other mal-practices during these elections, I shall employ all necessary forces at the disposal of the Government. Now I come to a subject which is both important and of interest to all of us. I mean the political activities that have been taking place in this country during the past few months.

My own assessment of this matter is that after a rather over enthusiastic and violent start which in some ways, was understandable, things have, by and large, settled down. Abuse and counter-abuse have decreased and the use of violence is less evident in public meetings and processions and other political activities. The credit for this can be shared equally by the people, the political leaders and the Administration. The people decried violence, the political leaders saw that such methods were counter-productive and the Administration was understanding yet firm. We must not. however, be complacent and must try to see that violence and other destructive practices are completely eradicated from our political activities.

I would like at this stage to make a comment or two on the substance of what has been happening in the political field. Due to various reasons into which I do not propose to go at this stage. I regret to say that the division between parties has tended to become much too sharp. The uncompromising positions adopted by certain parties will have to be changed and tolerance towards each other is essential if the end product of all the activities of these past few months is to be beneficial to the people of Pakistan and is to contribute towards the integrity of this country. In this connection I would particularly like to mention the need for curbing violence and maintenance of law and order. Let there be no mistake on one point. The country is under Martial Law. The Martial Law authorities, under my directions, have been tolerating a number of actions including statements and speeches which no Martial law regime would have ever tolerated.

Up to now there were very good reasons for this attitude; the main one being that political activity in this country had in the past been curtailed and almost crippled to the extent that without nourishment and encouragement it would never have got off the ground. If the Martial Law authorities had gone strictly by Martial Law Regulations and Orders in every case right from the start, there was a possibility that the main objective of this regime, namely, the transfer of power, would have been unduly delayed and even jeopardized.

The plan under which the Martial Law authorities had, on occasions, to ignore breaches of Martial Law Regulations and Orders has, I know, been misconstrued in certain quarters as weakness. These people did not understand that this attitude was deliberate and was in fact inherent in the situation obtaining in the country. The task of my Government has been a difficult and delicate one. On the one hand we had to keep the forces of disorder in check and on the other, we had to ensure that development of political activity was not discouraged in any way.

Let me at this stage explain to you as to how this regime has tried to bring back political life in this country step by step.

In the first phase which commenced with the imposition of Martial Law and ended round about July 1969 the most important element of this plan was not to ban political parties. I remember that this caused both surprise and relief amongst our political parties, intellectuals and all others interested in this subject. The reason for their being surprised was that, normally speaking, the first action of any Martial Law regime is to ban political parties, for the existence of Martial Law regime side by side with political parties is a most unusual phenomenon. During this phase, however, we took care to see that whilst political parties were not banned, their activities were considerably restricted. This was. of course, deliberate and in keeping with the plan of reviving political life in a gradual manner.

The next phase which lasted from August 1969 to December 1969 saw considerable freedom of action in the political field although certain checks were still maintained. By about this time I had taken and declared decisions on certain major issues such as restoration of pre-1955 Provinces in West Pakistan and one man one vote.

The next phase commenced with the 1st of January this year when full scale political activity was allowed and all restrictions were removed except for certain guidelines which were issued in the form of a Martial Law Regulation.

So you see, the nourishment and bringing up of political activity went hand in hand with certain major decisions which had a direct bearing on such activity. I am happy to note that this main plan of ours has worked out well.

The present is the last phase.

Now that I have prepared the ground in every possible way for a peaceful transfer of power to the elected representatives of the people, there is no further requirement for handling of breaches of Martial Law, such as creating disaffection against the Government, violence and such other crimes, in a soft manner. From now on, in the

interest of our national objectives, we will take strict action against all cases of unlawful behavior. Any breaches of Martial Law Regulations and Orders and all other laws will be dealt with effectively. Having successfully created a sense of confidence in the leaders of political activity, I am now certain that this change of stance on the part of the Government is absolutely essential if we are to have civilized political behavior for this is the only path that leads to the National Assembly and the preparation of a Constitution which would be acceptable to the people of Pakistan.

We have just over two months left for general elections and it is essential that political leaders and political workers exercise due care in what they say and what they do. Democracy pre-supposes tolerance. Let us show that we are fit for democracy by displaying tolerant behavior throughout this election period that is in front of us. Accusing each other and accusing the Government will not get any one anywhere.

As we approach, the date of our general elections it is imperative that our leaders channelize the nation's political energy into civilized and constructive lines.

If this is done, we can look to the future with confidence.

I have said it before and I want to say it again that the tendency to have double standards in the matter of law and order must be curbed. You cannot on the one hand, ask the Government to create peaceful conditions in the country and, on the other, raise a hue and cry of law breakers who are arrested and dealt with. Political leaders must realize that all are equal in the eyes of law.

I might tell you that this lawlessness in certain areas and by certain groups has resulted in the issuance by me of a very clear direction to Governors as well as the Martial Law Administrators of all Provinces and Zones to make the maintenance of law and order their first and foremost concern. They have been directed to take speedy, firm and effective action against any kind of lawlessness. Those who deliberately and systematically try to break the law and create confusion and instability are the enemies of the people. I am glad to note that the people have now begun to realize this fact and on a number of occasions have themselves decried calls for general strikes which disrupt normal life and have condemned attacks on the economy of the country. Let there be no mistake: the people and the Government are one on this issue. The law breaker will be given no quarter by the people and the Administration.

We have set ourselves certain clear cut goals including that of the restoration of democracy in this country. We will not allow anyone to come in the way of the achievement of this objective because this is what the people of Pakistan want and this is what I have pledged to give them.

Since I last spoke to you, there have been anti-muslim riots in the Indian State of Maharashtra resulting in serious loss of life and the uprooting of thousands of innocent and unfortunate members of the Muslim minority in India.

I know how deeply disturbed our people have been over these tragic events which have shocked the conscience of the world. In addition to India's obligations under the Liaquat-Nehru Pact of 1950, the protection of the life and property of the Muslim

minority in India is indeed a matter of concern for the entire international community, because it is essentially a question of projection of human and fundamental rights. We earnestly hope that the Government of India would lake strong steps to afford adequate protection to the Muslims in India, as indeed to all minorities in that country.

It is our sincere desire to promote good neighborly relations with India. It is, however, regrettable that our main disputes with her, which are the root cause of bad blood between our two countries, remain unsettled.

In the recently concluded talks on Farakka, India has at least conceded our right to the Ganges waters, although the question of quantum has still been left undecided. That is the crux of the problem.

It is unfortunate that India has not shown any inclination for the settlement of the Kashmir dispute. International disputes of this nature must be resolved on the basis of equity and justice and respect for international agreements. A mere repetition by one party that the dispute does not exist or has resolved itself does not make it vanish into thin air. It continues to exist and cries out for a proper solution acceptable to the parties to the dispute.

In the Middle East, our Arab brethren are continuing their struggle to assert their inalienable rights. We fully support their resolve to resist aggression.

Our co-operation with the brotherly countries of Iran and Turkey continues to attain new dimensions. In May this year, I met His Imperial Majesty the Shahanshah of Iran and His Excellency the President of Turkey in Izmir. We were all glad to find ourselves in unison on many issues facing the world. Our three countries are dedicated to work for peace in our region as well as in the world. We recognize the basic need for relying on ourselves and are exerting together to bring about a rapid improvement in the standard of living of our peoples. This common endeavor has further strengthened our solidarity.

Finally a word of caution. The people of this country are, by and large, fully capable of identifying dangers and pit-falls that exist in empty slogans and tall promises. I would, therefore, expect those who aspire to administer this country in the future to explain the realities of the national's' economic, social and political ills as well as the limitations that a developing country tends to suffer from. There is no magic wand which can resolve difficult problems overnight. Future leaders and administrators must understand that it is only careful planning and hard work which result in benefits for the people. Developing countries must be prepared to undergo hardships and sacrifices in order to achieve an honorable and respectable place in the comity of nations. The road to prosperity is a long and arduous one. There are no short cuts. Political leaders must have the courage to explain hard realities to the people and to avoid making statements which might mislead them. They are not prepared to accept hollow claims. They have a right to demand, and they will demand honesty in word as well as in deed from their leaders.

My dear countrymen, there are just over two months left for general elections. This is the first time that the entire country will go to polls on the basis of adult franchise and elect their representatives who. as their first task, will make the Constitution for Pakistan and then later form the Centre Legislative Assembly.

This period is of great importance and the future of the country will depend a lot on how each one of us conducts himself. Every voter must appreciate the value and importance of his vote and cast it in favor of men who will serve this country in a selfless and patriotic manner. The political parties and the candidates will have to show that they are men on whom the electorate can rely.

Above all, during this period there is need for a great deal of self-discipline on everybody's part. The Administration will naturally do its best to keep the atmosphere peaceful and tranquil. But in this task they will need the active assistance and full co-operation of every one of you. I have no doubt that such assistance and co-operation will be forthcoming.

Let me congratulate you on what has been achieved so far and wish you every success in our great endeavor, so, go forth and participate in the great and challenging task of national polls with confidence in yourself and full faith in Almighty Allah.

Khuda Hafiz.

Pakistan Paindabad.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি’ বই বাতিলের দাবীতে ছাত্র জমায়েত	স্কুলছাত্র সংগ্রাম পরিষদ	৫ আগষ্ট, ১৯৭০

“পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি” বই বাতিল ও শিক্ষা সমস্যা সমাধানের দাবীতে ৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় শহীদ মিনারে ছাত্র জমায়েত

সংগ্রামী ভাই-বোনেরা,

দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজ শিক্ষাজীবনের সংকট দূর করে একটি সার্বজনীন সুলভ, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থার দাবীতে সংগ্রাম করছে। কিন্তু স্বাধীনতার ২৩ বৎসর পরও আমাদের ন্যায্য দাবী পদদলিত। আজ পর্যন্ত কোন সরকারই শিক্ষা ব্যবস্থা সমস্যার সমাধান করে নাই, উপরন্তু বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন সংকট সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষার বিস্তারের জন্য ছাত্রসমাজ ছাত্রদের উপর থেকে সিলেবাসের বোঝা কমিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক সিলেবাস প্রবর্তনের দাবী জানিয়েছে। কিন্তু কোন সরকারই আমাদের কথায় কান দেয় নাই, বরং সিলেবাসের বোঝা দিন দিন অবৈজ্ঞানিকভাবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সম্প্রতি স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের উপর “পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি” বইটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিলেবাসের এই নতুন বোঝার দ্বারা সুকৌশলে শিক্ষার বিস্তারকে রোধ করার প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে। অন্য দিকে এই বই-এ অন্তভূর্ক্ত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও বিকৃত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে ছাত্র সমাজকে সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মুখে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও “পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি” চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞান ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষার সময় ও সুযোগ সীমিত করে দিয়েছে। সরকারের এই তোগলোক নীতির ফলে সমস্ত দেশের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে এক চরম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের ফলে সরকার এই বই- এর দ্বিতীয় অংশ বাতিল করলেও আজও ছাত্রদের মাথায় বাধতামূলকভাবে চাপিয়ে রেখেছে এই বই-এর প্রথম অংশটি।

এ ছাড়াও, ভর্তি সমস্যা, পর্যাপ্ত স্কুল কলেজের অভাব, জগন্নাথ কলেজসহ প্রদেশের বিভিন্ন কলেজকে প্রাদেশিকীকরণজনিত সমস্যা, হল-হোস্টেলের অভাব, ডাইনিং হল সমস্যা, অতিরিক্ত ফুডচার্জ প্রভৃতি বিবিধ সমস্যা ছাত্রদের শিক্ষাজীবনে সংকট করে চলেছে।

শিক্ষাজীবনের এই সংকট দূর করার জন্য এবং গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্বার সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসতে হবে। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আসুন, শিক্ষার সংকট মোচনের জন্য, গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এবং “পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি” বই বাতিল করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হই।

বন্ধুগণ,

তাই আসুন আগামী ৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিলকে সাফল্যমন্ডিত করিয়া তুলি।

স্কুলছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আহূত

ও

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন	দ্য ডন	১৬ আগষ্ট, ১৯৭০

ELECTIONS SHIFTED TO DECEMBER
Decision due to floods

Dacca, Aug. 15: The President, Gen. A. M. Madhya Khan today announced the postponement of countrywide general elections, originally fixed for October 5, till December 7, this year, in view of the unprecedented flood situation in East Pakistan.

The new date of elections to the National Assembly was fixed for December 7, while the elections to the provincial assemblies would be held not later than December 19.

In a statement the President said that the decision to postpone the dates for elections had been taken "after very careful consideration" of various factors arising out of the unprecedented flood situation in East Pakistan.

He said the forthcoming elections were of supreme importance for the future of Pakistan and as such it was essential that the maximum number of people participated in the polls. He said it now appeared certain that unless election were postponed, it would not be possible to ensure this.

Gen. Yahya said the Government machinery, which would carry out various functions connected with the elections, was now fully occupied with the very important work of flood relief and practically the entire complement of the provincial Government, from the highest to the lowest, would continue to be engaged in relief work for months. It was, therefore, a question of weighing the relative importance and urgency of relief work and election work.

The President declared he did not have the slightest hesitation in deciding that the alleviation of human misery must take precedence over everything else. The flood waters might start receding soon, but there would always be the possibility of a second flood in September. In this state of uncertainty it was impossible to predict if conditions would be suitable for elections on October 5, the President said. It was, therefore, considered necessary to shift the date in such a manner as to ensure minimum interference in the holding of the national polls.

Explaining the difficulty in holding the elections on the original date, Gen. Yahya said for the purpose of holding elections the Chief Election Commissioner had to use practically the entire Government machinery. Officials at various levels had to perform different functions. The Subdivisional Officers and Circle Officers would have to carry out the duties of Returning Officers and Assistant Returning Officers.

The polling booths had to be established in various localities and many other related steps had to be taken. But the machinery, which would carry out various functions

connected with the elections, was presently fully occupied with the very important work of Hood relief.

The President further said that a large section of the population had to be evacuated to safer areas. It was not certain if they would be available in their constituencies for voting on the originally appointed date. The danger of epidemics loomed large and while everything would be done to ensure that these did not spread, it could not but cause some uncertainty about the suitability of October 5 as the election date.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালন করার আহবান	চারিটি ছাত্র সংগঠনের যৌথ প্রচারপত্র	১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

অমর ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালন করুন

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

বছরান্তে ১৭ই সেপ্টেম্বরের রক্ত স্মৃতি বিজড়িত মহান শিক্ষা দিবস ঘুরিয়া আসিতেছে। এই দিনে ১৯৬২ সালে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলনে ছোট ভাই বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ, মোস্তফা শহীদ হইয়াছিলেন। তাই প্রতি বৎসরই পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ পূর্ণ মর্যাদার সহিত ১৭ই সেপ্টেম্বর "শিক্ষা দিবস"পালন করিয়া আসিতেছে। শহীদের রক্ত স্মৃতিবিজড়িত এই দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ শহীদানের স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে এবং সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানসম্মত, ধর্মনিরপেক্ষ, গণমুখী ও সুলভ শিক্ষানীতি কায়েমের জন্য শপথ গ্রহণ করিবে। এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যদার সহিত পালনের জন্য আমরা সারা পূর্ব পাকিস্তানের সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাইবোনদের প্রতি আবেদন জানাইতেছি।

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ ১৭ই সেপ্টেম্বরকে শিক্ষা দিবস হিসাবে সকল স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটির দিন ঘোষণার দাবী প্রথম হইতেই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা কমিশন রির্পোটের উদ্যোক্তা একনায়কতত্ববাদী আইয়ুব সরকার শক্তির বলে ছাত্রদের এই দাবী অমান্য করিয়া আসিয়াছে এবং জাতীয় শিক্ষা কমিশন রির্পোট বাতিলেও অস্বীকৃতি জানাইয়াছে। ফলে প্রতি বৎসরই ছাত্রসমাজ বাধ্য হইয়াই ১৭ই সেপ্টেম্বর ধর্মঘট করিয়া আসিয়াছে এবং এইভাবে ও অন্যান্য কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৭ই সেপ্টেম্বর পালন করিয়াছে। কারণ ইহা খুবই পরিষ্কার কথা যে শিক্ষার দাবীতে সেদিনটিতে আমাদের তিনজন ভাই পুলিশ, ই,পি,আর বাহিনীর গুলিতে শহীদ হইয়াছিল, সেই দিবসে ছাত্রসমাজের পক্ষে ক্লাসে অংশগ্রহণ করিয়া শহীদানের স্মৃতির প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করিতে না পারে।

বর্তমান দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং একনায়কতত্ববাদী আইয়ুব সরকার ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আইয়ুব সরকারের জাতীয় শিক্ষা কমিশন রির্পোট শিক্ষা জীবনে যে কিরূপ সংকট সৃষ্টি করিয়াছে এবং শিক্ষা সংস্কারের নামে আইয়ুবের শিক্ষানীতি যে একটি শিক্ষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র ছিল বর্তমান সরকার উহা নীতিগত স্বীকৃতি দিয়াছেন। এবং আইয়ুবের শিক্ষা কমিশন রির্পোট ও কার্য্যতঃ বাতিল হইয়া গিয়াছে। বর্তমান সরকার একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছেন। অথচ এই কারণেই ১৯৬২ সালে আমাদের ভাইদের পুলিশ ও ই,পি,আর বাহিনীর গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে। কাজেই বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষকে আমরা আহবান জানাইতেছি যে, ১৭ই সেপ্টেম্বরকে শিক্ষা দিবস উপলক্ষে হিসাবে ঘোষণা করুন এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারী ছুটি ঘোষণা করুন।

ছাত্র সমাজের প্রতি আমরা আবেদন জানাইতেছি যে, অমর ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসের সকল কর্মসূচীকে সাফল্যমন্ডিত করুন।

ঢাকা শহরের কর্মসূচীঃ

০ ১৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার বিকাল ৪টায় মধুর ক্যান্টিনে সর্বদলীয় ছাত্রসভা ও কালোব্যাজ বিতরণ।

- ১৬ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসভা এবং সন্ধ্যায় হলে ও হোষ্টেলে সভা ও শপথ গ্রহণ।
- ১৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার ভোরে প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন, যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত শিক্ষা দিবস পালন,বেলা ১১-৩০ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়া কলা ভবনে সাধারণ ছাত্র সভা।

শামসুদ্দোহা সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	**তোফায়েল আহমেদ** সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।	**মোস্তফা জামাল হায়দার** সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।	**ইব্রাহীম খলিল** সভাপতি, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন।
নূরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র	**আ,শ,ম আবদুর রব** সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	**মাহবুব উল্লাহ** সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।	**ফখরুল ইসলাম** সাধারণ সম্পাদক জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন ফেডারেশন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শিক্ষা দিবসে ছাত্রলীগের সভার প্রস্তাবাবলী	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সার্কুলার (কেন্দ্রীয় সংসদ)	১৭ সেপ্টেম্ব, ১৯৭০

আজকের বটতলার ছাত্রসভার প্রস্তাবাবলী

বিশেষ প্রস্তাব

ঘুমের দেশের মানুষের ঘুম ভাংগাইতে যাইতে সোনার বাংলার যে সকল সোনার ছেলে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের লেলুয়া পুলিশ বাহিনীর গুলিতে ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর চিরকালের জন্য ঘুমাইয়া পরিয়াছেন, আজকের এই মহতী সভা মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহসহ সেই সকল বীর শহীদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ মনে করে যে, সেদিন জাতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতিকে প্রতিহত করিতে গিয়া যাহারা নিহত হইয়াছেন তাহারা দেশ ও জাতির কল্যান, গণমুখী, গণতান্ত্রিক, সহজলভ্য, বৈজ্ঞানিক, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি কায়েম এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মঙ্গল কামনায়ই আত্মাহুতি দিয়াছেন। এই মহতী সভা পুনরায় তাহাদের মহান স্মৃতিকে স্মরন করিয়া শপথ গ্রহণ করিতেছে যে, যতদিন শহীদের আরব্ধ কার্য সম্পাদিত না হবে, ততদিন যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে ছাত্রলীগ সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

রাজনৈতিক প্রস্তাব

এই মহতী সভা গভীর উদ্বেগের সহিত দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছে। আগামী ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হইলেও নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য চরম প্রতিক্রিয়াশীল ডানপন্থী গোষ্ঠী, অতিবিপ্লবী হটকারী বামপন্থী গোষ্ঠী, এক শ্রেণীর সরকারী আমলারা এবং গণবিরোধী অশুভ শক্তি যেমন পাঞ্জাবী পুজিঁপতি, সামন্তপ্রভু, জোতদার, জমিদার যুগপৎ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। নির্বাচনে নিশ্চিত ভরাডুবি লক্ষ্য করিয়া উস্কানিমূলক আচরণ শুরু করিয়াছে, সামরিক আইনের ব্যাপক অপপ্রয়োগ ঘটাইয়া শত শত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মী, ছাত্রলীগ সদস্যসহ বিপুলসংখ্যক ছাত্রকর্মী, শ্রমিককে আজ গ্রেফতার করা হইতেছে, হুলিয়া জারি করিয়া হয়রানী করা হাইতেছে। বস্তুতঃপক্ষে আগামী নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিকেবশ আজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত। আমরা মনে করি আগামী নির্বাচন কোন ক্ষমতা দখলের নির্বাচন নয়, বরং ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন, ১১-দফার সত্যিকারের সমর্থকদের পক্ষে রায় ঘোষণার জন্য এই সভী দেশবাসীর প্রতি আকুল আবেদন জানাইতেছে। সংগে সংগে নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাব দেশবাসী মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে। নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সফল করার জন্য এই মহতী সভা দেশবাসীর পক্ষ হইতে নিম্ন লিখিত দাবীগুলি মানিয়া নিবার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাইতেছেঃ

(ক) অবিলম্বে পাইকারী হারে ছাত্র, শ্রমিক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদেরকে গ্রেফতার বন্ধ করা হউক, ছাত্রলীগ সহ- সভাপতি নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ হোসেন, তোহা গাজী, সরদার রশীদ, বিমল দাস, মন্টু, সেলিমসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হউক, দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করা হউক ও খসরুসহ দাজ্ঞা প্রাপ্তদের দন্ডাদেশ মওকুফ করা হউক এবং শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা হউক, লক আউট, লে-অফ প্রত্যাহার করা হউক, ধর্মঘটী শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া মানিয়া লওয়া হউক।

(খ) নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার জন্য সরকারী প্রচারযন্ত্র, প্রশাসনযন্ত্র এবং গণবিরোধী অতি উৎসাহী আমলাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সরকারি ভূমিকা সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষ করা হউক।

(গ) সামরিক আইন প্রত্যাহার করিয়া পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরাইয়া আনা হউক।

(ঘ) সর্বোপরি গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব খর্বকারী আইনগত কাঠামো আদেশের ২০, ২৫ ও ২৭নং ধারা সংযোজিত থাকায় জনগণের সার্বভৌম অধিকার হরণকারী আইনগত কাঠামো আদেশ, ১৯৭০ প্রত্যাহার করা হউক।

শিক্ষা সমস্যাঃ

প্রদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আজ মারাত্মক সংকট সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং কারিগরি শিক্ষায়তনসমূহে প্রাপ্ত আসন সংখ্যার প্রায় চার গুন ছাত্র-ছাত্রী দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। সিলেবাসের বোঝা ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু শিক্ষা জীবনকে পঙ্গু করিতে চলিয়াছে। সম্প্রতি 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' নামক একখানি পুস্তক স্কুল ছাত্রদের উপর চাপাইয়া দিয়া শুধু সিলেবাসের কলেবরই বৃদ্ধি করা হয় নাই বাংলা ও বাঙ্গালীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যেরও অবমাননা করা হইয়াছে। ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষামূলক বৃত্তি বৃদ্ধিতে হড়িমসি এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রদেশের সচ্ছল কলেজগুলির প্রাদেশীকরণ অদ্যাবধি প্রত্যাহার করা হয় নাই। অদ্যকার এই সভা গভীর উদ্বেগের সহিত শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্ট এই সংকট অবলোকন করিয়া অবিলম্বে দেশব্যাপি শিক্ষা ক্ষেত্রের সকল সংকট অবসানের জন্য নিম্নলিখিত দাবীগুলি মানিয়া লইবার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাইতেছেঃ

(ক) সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, অভিভাবক ও ছাত্র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করিয়া গণতান্ত্রিক, সহজলভ্য, গণমূখী, বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হউক।

(খ) 'পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি' পুস্তকটি বাতিল করা হউক এবং ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে ২৫ নম্বর চালু করা হউক।

(গ) জগন্নাথ কলেজসহ সচ্ছল কলেজগুলির প্রাদেশিকীকরণ বাতিল করিয়া নতুন সরকারি কলেজ স্থাপন করা হউক।

(ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা প্রতি বিভাগে বৃদ্ধি করা হোক, নৈশ বিভাগ চালু করা হোক, বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ করা হোক এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুবন্দোবস্ত করা হউক, আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য আরও অধিক হল, হোস্টেল নির্মান করা হউক।

(ঙ) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা হউক এবং চলতি বছর হইতেই ঢাকায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি শুরু করা হউক।

অর্থনৈতিক অবস্থাঃ

বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বন্যার রুদ্র তান্ডবে বাঙালী আজ গৃহহারা। বন্যা নিয়াছে ক্ষেত্রে ফসল, গোয়ালের গরু। বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে মুনাফাখোরী, মজুতদারী গোষ্ঠির চক্রান্তের ফলে

দ্রব্যমল্যের ঊর্ধগতি দেশবাসিকে বিপর্যস্ত করিয়াছে এবং ঐ সকল অঞ্চলে রিলিফ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা, মহামারী প্রতিরোধ, মেডিকেল ব্যবস্থার অভাব সারা বাংলার পরিস্থিতিকে বিষময় করিয়া তুলেয়াছে। বস্ততঃপক্ষে সারা বাংলাদেশে আজ চরম দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করিতেছে। এই সভা গভীর উদ্বেগের সহিত প্রদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রম অবনতি লক্ষ্য করিয়া উহার আশু নিরসনের জন্য সরকারের নিকট নিম্ন লিখিত দাবীগুলি পূরণের জোর দাবী জানাইতেছেঃ

(ক) অবিলম্বে দেশীয় ও বৈদেশিক সাহায্যের সমন্বয়ে তহবিল গঠন করিয়া ক্রুগ্ব মিশন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হউক।

(খ) বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে মেডিকেল স্কোয়াড ও পর্যাপ্ত রিলিফ প্রদান করা হউক এবং মুনাফাখোরী, মজুতদারী ও রিলিফ দ্রব্যের অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

গ) সারা বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ অবস্থা ঘোষণা করিয়া পূর্ণ রেশনিং চালু করা হোক, গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা খোলা হউক, বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরন করা হউক এবং কৃষকদের খাজনা, ট্যাক্স এবং সার্টিফিকেট জারি সম্পূর্ণ বন্ধ করা হউক।

(ঘ) দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করিয়া সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার উন্নতি বিধান করা হউক।

(ঙ) শ্রমিকদের ৫-দফা মানিয়া লইয়া সাধারণ শ্রমিকদেরকে বাচাঁর অধিকার প্রদান করা হউক।

সংগ্রামের ডাকঃ

অদ্যকার মহান শিক্ষা দিবসে এই মহতি সভা দলমত নির্বিশেষে দেশের বর্তমান শিক্ষা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আলোকে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে জনতার সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তোলার জন্য ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকসহ সর্বশ্রেণীর জনতার প্রতি আহবান জানাইতেছে। এই মহতী সভা মনে করে যে, নির্বাচন আন্দোলনের অন্যতম পন্থা এবং এই কারণেই নির্বাচনে জনগণের রায়ে কোন মত ও পথ জনগণ সমর্থন করে তাহাও সুস্পষ্ট হইবে। অতএব কোন চক্রান্তের ফলে যদি আগামী সাধারণ নির্বাচনের রায়কে অগ্রাহ্য করা হয় তাহা হইলে দুর্বার গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে আগামীতে বাংলার জনগণের সঠিক মুক্তির দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসীর নিকট এই সভা আকুল আবেদন জানাইতেছে এবং যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্ততি গ্রহণের জন্য এদেশের সংগ্রামী জনতার প্রতি এই সভা আবেদন জানাইতেছে।

প্রেরক-

এম, এ, রশীদ

দপ্তর সম্পাদক

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব -পাকিস্তানের দাবীর সমর্থনে সম্পাদকীয়	সাপ্তাহিক 'ফোরাম'	১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

INTEGRATING PAKISTAN

West Pakistanis reading *forum* must feel that we are too obsessed with East Pakistan's sense of alienation from power and justice. Living here it would be difficult not to be. Two decades is a long time for an entire people to be denied a patrimony for which they waged ceaseless political battle for half a century. But this sense of commitment should not give the impression that we are oblivious of the myriad and deep rooted grievances of our brothers in West Pakistan. Tyranny which has deprived East Pakistan of its rights sits as heavily on the 'Shorbohara' of West Pakistan.

The struggle for the rights of East Pakistan must always be seen as part of the wider struggle against the power elite which has ruled this country for two decades. This elite, as a result of historical circumstance, lives in West Pakistan but its basic commitment lies to its own narrow class interests rather than the people of West Pakistan.

Throughout this struggle it has become apparent that the real obstacle to diverting development resources to East Pakistan has not been the common people of West Pakistan but the big business and zamindar interests. Their lackeys in the Central Bureaucracy, who also have their homes in West Pakistan, have made sure that their burden of taxation is never strained by the need to direct resources for the development of the East Wing. Whilst they enjoy their tax free loot the privileged elite are guaranteed command over low-cost foreign aid, cheap money, protected markets and cut price labor through the deliberate policies of their bureaucratic blood brothers. It is no coincidence that the rise of the 22 families coincided with the widening of disparities.

This unity of interests between the peoples of East and West Pakistan does not however mean that the struggle will or even ought to run in identical channels. Whilst the privileged elite bestrides the two wings of Pakistan like a colossus its power is not equally secure in either region.

In East Pakistan they constitute an alien graft whose survival is largely equated with the domination of the West wing power elite over East Pakistan. The local compradors who act as their front men are themselves so feeble that they can promise no continuity once the protective umbrella of a strong centre is withdrawn. Once their financial ballast is removed the East wing capitalists will be fair game for the aroused social consciousness of the people. This miserable clutch of petty larcenists and time servers is not the stuff from which Robber Barons are made. It will take more than two decades of spoon feeding to raise them to baronial status. Who can wait that long? Let them be swept away with the same broom which wins East Pakistan its economic emancipation from Mc-Leod Road and let our industrial and commercial wealth become the property of the people.

In West Pakistan unfortunately the roots of exploitation run deeper. The Zamindar who dominates the and has ruled these regions first as an agent of the British and then in his own right for over a century. No mere parliament or constitutional development is going to demolish his power. Rural West Pakistan will have to wade through a sea of strife before this class relaxes its hold on the land. It is only when the peasant wins his land, when the link between the bureaucrat and the Zamindar is broken, that true democracy can take root in the village and consequently in West Pakistan.

To the same extent Big Business is equally entrenched. Whilst he began as an immigre junior partner in the ruling alliance, he has worked his way to senior status. Today he owns land and has Zamindars as his partners in industry as well as the cocktail lounge. Bureaucrats rise and fall at his whim as their alliance is fertilized by blood and money. No legislative bill will nationalize even a single shop in West Pakistan let alone banks and industry, until this closely knit alliance is broken. Many battles will have to be fought and these not at the polls, before this lot hands over the keys to the safe.

This is not to say that the last uprising has not shaken their confidence. The more farsighted of the 22 families are already expanding their operations to the international sphere in anticipation of the moment of reckoning. But they still feel that this is yet to come and will spend freely to defer it. Before the final pull out they will however go down with guns firing, in the knowledge that the zamindars and bureaucrats will be besides them at the barricades.

Autonomy for East Pakistan and from their social revolution can be a lot closer than for the West. This however should not minimize the commitment of the people in the West to our struggle. In East Pakistan, for the first time the grip of the power elite stands to be broken. Their first defeat will demoralize them as much as it will inspire the people of West Pakistan. With their pastures of exploitation seriously narrowed by the loss of East Pakistan they will have to intensify their exploitation of the West to compensate themselves. This will merely heighten the contradictions within West wing society at a time when the people's consciousness is at high tide. The confrontation may be violent but no one will deny that it will come sooner, once their hold begins to disintegrate in one wing. When people today talk of the unity and integrity of Pakistan what they really fear for is the unity and integrity of the exploiting class. Amongst the people of both wings there will always be unity. Let them unite in the common struggle for justice to East Pakistan and social revolution for the nation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	২অক্টোবর, ১৯৭০

।। মেহনতী জনতার সাথে একাত্ম হও ।।

২রা অক্টোবরের গণসমাবেশে উপস্থিত কৃষক-শ্রমিক মেহনতি জনতার প্রতি

পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

কৃষক সমিতির সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ডাকে আপনারা গ্রাম-বাংলার অগণিত ভুখা-নাঙ্গা কৃষক, শহরের বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষ ও সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত নিগৃহীত জনতা আজ আজ রাজধানী ঢাকা শহরের এই সমাবেশে ও গণমিছিলে যোগ দিয়াছেন। আপনাদের জীবনে আজ যে সর্বগ্রাসী সংকট অনাহার, ক্ষুধা, মৃত্যু ও জ্বরার যে নির্মম অভিশাপ, ট্যাক্স, খাজনা, ঋণ ও সুদের যে দুর্বিসহ বোঝা, জোতদার, মহাজন-মালিক শ্রেণীর যে নিষ্ঠুর শোষণ, সাম্বাৎসরিক বন্যার যে ভয়াবহ তান্ডবলীলা, সর্বোপরি পূর্ব বাংলার মানুষের উপর যে নিষ্ঠুর জাতিগত নিপীড়ন, তাহা আজ আপনাদের করিয়া তুলিয়াছে বিদ্রোহী ও মুক্তিপাগল। আর তখন যখন যেখানেই কোন সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি আপনারা শুনতে পান, সংগ্রামের বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও মুক্তির দুর্বার আকাঙ্খা লইয়া সেখানেই আপনারা যোগদান করেন। আজও আপনারা ঢাকা মহানগরীর এই সমাবেশে হাজির হইয়াছেন আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ও শোষণ মুক্তির বুকভরা আশা লইয়া। আপনাদের সংগ্রামী চেতনার প্রতি পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ হইতে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আপনারা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আপনাদের জীবনে এই যে সংকট, ইহার মূল কারণ কি? সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি বৃহৎ পুঁজির প্রতিভূ পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এককেন্দ্রীক স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীই আজ সারা দেশের মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, অভাব-অনটন, বুভুক্ষা ও মৃত্যুর জন্য দায়ী। পাকিস্তানের জন্মের প্রথম দিনটি হইতে এই শাসকগোষ্ঠী দেশের মোট জনসমষ্টির শতকরা ৮০ জন কৃষকের উপর চালাইয়া যাইতেছে নির্মম শোষণ আর নির্যাতন। সামন্তবাদী ভূমি ব্যবস্থার দরুণ কৃষক তার সর্বস্ব খোয়াইয়া দিনের পর দিন পথের ভিখারীতে পরিণত হইতেছে। বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে তার বহুকষ্টে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য হইতে সে বঞ্চিত। পানির দামে শ্রমিকের শ্রমশক্তি কিনিয়া লইয়া ইহার গড়িয়া তুলিয়াছে মুনাফার পাহাড়। অপরদিকে এই দুই দেশীয় শোষকের সহযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অসম বাণিজ্যিক চুক্তি ও কঠোর শর্তযুক্ত ঋণ ও বৈদেশিক সাহায্যের বেড়াজালে সারাদেশকে আবদ্ধ করিয়া সারাদেশের অর্থনৈতিক চাবিকাঠি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে লইয়া গিয়াছে। ইহাদেরই স্বার্থে আজ পূর্ব বাংলার কৃষকের জীবনের সবচাইতে বড় অভিশাপ বন্যা সমস্যার কোন সমাধান হইতেছে না। ফলে আমাদের দেশ আজ চিরন্তন খাদ্য ঘাটতির আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পরিণত হইয়াছে তাহাদের উদ্বৃত্ত খাদ্য শস্য রপ্তানীর বাজারে। অন্যদিকে তাহাদের বিশ্বব্যাপী আগ্রাসী যুদ্ধনীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্র করিয়া একটির পর একটি ষড়যন্ত্র করিয়া চলিতেছে। তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের নতুন সহযোগী হইয়াছে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল ও তাহার সহযোগী এদেশের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার বুকের উপর যে আধা-উপনিবেশিক, আধা- সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জোয়াল চাপাইয়া রাখিয়াছে তাহাই জন্ম দিয়াছে আজকের দিনের এই মহাসংকট।

সমাজ জীবনের এই মহাসংকটই পূর্ব বাংলাকে আজ অগ্নিগর্ভ করিয়া তুলিয়াছে- যাহার সার্থক বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছিল **১৯৬৮-৬৯** সালের প্রচন্ড গণঅভ্যুত্থানে। আর এই গণঅভ্যুত্থান সমগ্র আন্দোলনকে উন্নীত করিয়াছে এক নতুন বিপ্লবী স্তরে। যেখানে মানুষ শান্তিপূর্ণ পথের সকল মোহকে ত্যাগ করিয়া তুলিয়াছে বিপ্লবী শক্তি প্রয়োগের পতাকাকে। জনতার আক্রমণে পর্যুদস্ত শাসকগোষ্ঠী সেদিন মরিয়া হইয়া শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করে। চাপাইয়া দেয় সামরিক শাসনের জগদ্দল পাথর। কিন্তু গণ-আন্দোলনের তীব্রতা ব্যাহত হইলেও, বিপ্লবী অবস্থা আজও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। জনতার বিপ্লবী মেজাজ আজও বিদ্যমান। আজও এই দেশের, বীর জনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গাঘাতে শাসকগোষ্ঠীকে প্রতি মূহূর্তে নাস্তানুবাদ বানাইয়া ছাড়িতেছে। এই সেদিনও খুলনা জেলার বালি ও সিমেন্ট জেলার হাওর করাইয়ের বিপ্লবী কৃষক-জনতা জোতদার মহাজনের বিরুদ্ধে যে মহান লড়াইয়ের নজির স্থাপন করিয়াছে, খুলনার ও ঢাকার শ্যামপুর পোস্তগোলায় শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বীর শ্রমিক শ্রেণী যে দুধর্ষ আক্রমণ চালাইয়াছে, নিজের রক্ত ও শত্রুর রক্তে তাহারা যেভাবে অবগাহন করিয়াছে, তাহাতে জনতার বিপ্লবী চেতনা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। দিকে দিকে আজ তাহারা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে প্রতিরোধ আর প্রতি আক্রমণের বহ্নিশিখা। শুরু করিয়াছে শ্রেণী সংঘর্ষের সশস্ত্র বিপ্লবী প্রক্রিয়া, জনযুদ্ধের মহান পথে শোষক শ্রেণীর বলপূর্বক উচ্ছেদে যাহার মহান পরিসমাপ্তি।

ভীতসন্ত্রস্ত শাসকগোষ্ঠীও আজ তাই কেবল পাশবিক নিপীড়ন যথেষ্ট নয় বুঝিয়া, পাশাপাশি তুলিয়া ধরিয়াছে ঝুটা নির্বাচনের টোপ। ভোট ও মন্ত্রীত্বের লড়াইয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শ্রমিক কৃষক মেহনতী জনতার বিপ্লবী চেতনাকে ভোঁতা করিয়া দেওয়া ও আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করিয়া শোষণের ইমারতকে রক্ষা করাই তাহাদের আসল উদ্দেশ্য। আর শাসক শ্রেণীর এই নির্বাচনী ষড়যন্ত্রে শামিল হইয়াছে জনতার মধ্যে লুকিয়ে থাকা শোষক শ্রেণীর রঙ-বেরঙের দালালরা-তথাকথিত ''জনদরদী'' রাজনৈতিক দলসমূহ ও তাহাদের নেতৃবৃন্দ। বাঙ্গালী জাতীয়তা, শ্রমিক কৃষকের মুক্তি, এমনকি ''বিপ্লবী'' বলির আড়ালে জনতাকে তাহারা ক্ষমতা ভাগাভাগির বাহন হিসাবে ব্যবহার করিতে চাহিতেছে।

বন্ধুগণ, আজ এমন একটি রাজনৈতিক পটভূমিতে আপনারা উপস্থিত হইয়াছেন আপনাদের দাবী আদায়ের এবং শোষণ হইতে মুক্তি পাইবার অনেক আশা বুকে লইয়া। কিন্তু আজ বুঝিতে হইবে সত্যিকার মুক্তির পথ কোনটি, দাবী পূরণের হইবে কোন পথে। ভোটের মাধ্যমে? জনসভার মা্যধমে? শহরে আসিয়া এমন শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও গণমিছিল করিয়া? স্মারকলিপি প্রদান বা শাসকগোষ্ঠীর কাছে দেন দরবার করিয়া তাহাদের করুণা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া? না। এই পথ ধসে পড়া শোষণের ইমারতকে চূর্ণবিচূর্ণ করে না, তাহার উপর সংস্কারের প্রলেপ লাগাইয়া নতুন মোহই সৃষ্টি করলে কেবল। আজ একটি মাত্র পথই খোলা আছে। সেই পথ সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মেহনতী জনতার বিপ্লবী লড়াইয়ের পথ। আর এই লড়াই শুরু হইবে গ্রামে কৃষকের মুক্তির পতাকাকে দৃঢ়ভাবে আকড়াইয়া ধরিয়া। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে গ্রাম এলাকায় কৃষকের শ্রেণী সংগ্রামকে বিপ্লবী জন-যুদ্ধে পরিণত করিয়া, সেখানে কৃষকের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সশস্ত্র ঘাটি এলাকা তৈরী করিয়া শহরসমূহ অবরোধ এবং সর্বশেষ সারা পূর্ব বাংলার বুক হইতে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজির এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা উচ্ছেদ করিয়া জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমেই আসিবে পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক মেহনতী জনতার মুক্তি। আর কৃষি বিপ্লবের এই প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করিবার জন্য তাহারই পাশাপাশি শহরে গড়িয়া তুলিতে হইবে শ্রমিক-ছাত্র-মেহনতী জনতার বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থান-আঘাতের পর আঘাতের মাধ্যমে যাহা শত্রুশক্তিকে ব্যতিব্যস্ত রাখিবে বিপর্যস্ত করিবে।

সমবেত কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী জনতা, পূর্ব বাংলার বুক হইতে শোষণের অবসানের এই বিপ্লবী পথে আগাইয়া আসিবার জন্য আপনাদের আমরা আহবান জানাই। শান্তিপূর্ণ পথ, নিয়মতান্ত্রিকতার নির্জীব পথকে

পরিহার করিয়া সশস্ত্র সংগ্রামের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরুন। শাসকগোষ্ঠী ও সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের নির্বাচনী ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করিয়া গ্রাম বাংলায় গড়িয়া তুলুন তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম, সৃষ্টি করুন সশস্ত্র সংঘর্ষেও শত শত অগ্নিকণা, যাহা অতি দ্রুত রূপান্তরিত হইবে দেশজোড়া এক প্রচন্ড দাবানলে। সমূলে উৎখাত করিবে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা- পূর্ব বাংলার বুকে প্রতিষ্ঠিত করবে শোষণহীন এক নতুন রাষ্ট্র-জনতার রাষ্ট্র, জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে আমরা এক বজ্রকঠোর শপথ গ্রহণ করিতেছি যে পূর্ব বাংলার অত্যাসন্ন বিপ্লবের ইতিহাস আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, বুকের তাজা রুধির ঢালিয়া দিয়া আমরা সেই দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব। সমাজ পরিবর্তনের এই মহান সংগ্রামে পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র মেহনতী জনতার এই মিলিত অভিযান জয়যুক্ত হইবেই।

পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নির্বাচনের মাধ্যমে দাবী আদায় না হলে আবার আন্দোলন শুরু হবেঃ শেখ মুজিব	দ্য পিপল	১৮ অক্টোবর, ১৯৭০

BALLOT BATTLE MY LAST FIGHT TO SECURE RIGHTS OF EAST BENGAL

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN'S SPEECH AT DOLAIKHAL

on October 17. 1970.

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief while addressing a compact gathering of over a lakh of cheering people at Dolaikhal area yesterday declared that the ensuing "ballot battle" would be his last fight to achieve the rights of Bengal through peaceful means.

Launching his first election campaign in the old city from where he is contesting for a National Assembly seat. Sheikh Mujib reaffirmed his determination to nationalize banks and insurance companies, which have been serving the interest of the monopoly capital of West Pakistan and which have done a positive harm to the small traders of Bengal by refusing them due facilities.

Sheikh Mujib said that Bonus Voucher system had destroyed the small traders of Bengal and he assured that he would safeguard the interest of the small business from the devouring grip of the big business and monopoly capital of West Pakistan.

Turning to election he said that although he was seeing votes like all other parties, power was not the motto of his politics like those seasonal politicians who instead of suffering the pains of imprisonment had slaughtered the people of Bengal by joining hands with the vested interests.

He said that if he had any greed for power, he could become the Prime Minister of the country immediately after his release from the prison and if he wanted to be the Governor of Bengal he could occupy that chair even without suffering the long days of imprisonment. But no amount of allurement could ever deviate him from his devotion to the cause of the people of Bengal.

In a voice resonant with emotion, he asked the people to pray to Almighty to allow him an endurance to serve the cause of Bengal even at the cost of his life. He said that he had nothing left with him except his humble life to offer to the people in exchange of their immense love and affection and unprecedented sacrifices that saved him from being hanged.

Amidst thunderous ovation Sheikh Mujib declared that if the six-point demands were not fulfilled through election, he would again call the heroic people of Dacca to join him in the struggle and give blood once again.

While explaining the reason for contesting from the city constituency, he said that it was the people of Dacca who contributed the maximum blood for his release and it was in the Dacca Central Jail where he had spent 10 years of his youthful days. He claimed to be more "Daccaiya" than Khawaja Khairuddin, who incidentally happens to be of Kashmiri origin. The Sheikh claimed that lie had established blood'-relation with the local people with whom he had spent the best part of his life. He promised to give due consideration to them as for the local problems, particularly the provision of an alternative drainage against the sealed Dolaikhal and home for the uprooted destitute.

Sheikh Mujib said that crores of rupees were being drained in Bengal lo defeat the Awami League in the next election and conspiracies were still being hatched by the vested interests to defer the transfer to the elected representatives of the people in the same old style that was adopted in 1954 after the historic victory of the United Front.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী ভাষণ	এ,পি,পি	২৮ অক্টোবর, ১৯৭০

Rawalpindi, Oct. 28: The President of All-Pakistan Awami League, Sheikh Mujibur Rahman, has stressed the need for a "real and living" democracy and justice between the country's regions by granting full regional autonomy to the federation units on the basis of his party's six point formula.

In a 30-minute speech over Radio and Television today, the first of the series arranged by the government to enable political leaders to inform the people about their party manifestos and programmes, he said: "within such a federal democratic frame- work, radical economic programmes must be implemented to bring about a social revolution."

The Awami League Chief said that re-ordering of the constitutional structure by giving full regional autonomy to the federating units on the basis of his party's six point formula presented a "rational solution" to the problem of regional injustice.

He said: Such autonomy in order to be effective must include the power of managing the economy, that is why he insist upon federating units having control over monetary and fiscal policy and foreign exchange earnings and other powers to negotiate foreign trade and aid.

He said a just federal balance would be attained by giving to the federating units full control over their economic destiny, while entrusting to the federal government "responsibility over foreign affairs and defense and subject to certain safeguards currency."

Sheikh Mujib spoke of the "appalling record of economic disparity existing between the two wings. After 22 years, Bengalis account for barely 15 p.c. and less than 10 p.c. in the defense services."

He said the total economic impact of discrimination has been that the economy of Bengal is today in a state of imminent collapse. He also charged that variation in the prices of commodities is a product of management of the economy for 22 years by the Central government.

He said fourth plan allocations are a confession of the failure of the central government, however powerful it might be, to redress past injustices.

Federal Services

Elaborating the Awami League's federal scheme, Sheikh Mujibur Rahman said it also envisaged abolition of all Pakistan services and their replacement by federal services in which recruitment would be made on the basis of population from all parts of Pakistan.

He said, "We also believe that maintenance of a militia as a paramilitary force will effectively contribute towards national security."

The Awami League chief was of the view that by removing the "sources of doubt, distrust and discrimination", this scheme would ensure a strong Pakistan. Within this constitutional frame work, he believed it would be possible to bring about a "social revolution through the democratic process and to create a socialist economic order free from exploitation."

Spelling out his party's economic programme, the Awami League Chief said it was imperative to place key areas of the economy, including banking and insurance under public ownership through nationalization.

"In the new order, workers should share in the equity capital and management of industrial enterprise" he said.

Sheikh Mujibur Rahman said the private sector had also its own sphere and must make its full contribution to the economy but added that monopolies and cartels "must be totally eliminated."

In this connection he also pleaded for extensive support and encouragement to small scale and cottage industries, nationalization of jute and cotton trade, improvement of cash crop qualities and a fair and stable price to the growers.

End of Zamindari

About the agricultural sectors, the Awami League Chief said the jagirdari zamindari and sardari systems in West Pakistan must be abolished and ceiling imposed on land holdings with land above such ceilings and Government 'khas' land redistributed to landless cultivators.

To modernize agriculture, he said the tillers should be induced to group their holdings under multipurpose co-operatives.

Sheikh Mujib said his party would abolish land revenue for holdings up to 25 bighas, and write off all arrears in respect of such holdings, adding: ultimately, "we aim to abolish the present system of land revenue."

He cited the vital areas forming part of the infrastructure of the economy which, he said must be accorded the highest priority-flood control, power and transport and communications.

Among the measures suggested by him were: implementation of a comprehensive flood control plan on emergency basis, measures to prevent water logging and salinity in West Pakistan, massive expansion in power generation and distribution, bridges over the rivers Jamuna, Buriganga, Sitalakhya, Kamafulh in East Pakistan and on the river Indus in Sind in the Punjab, and development of seaports and inland river ports and roads and railways.

Education, Housing

Stressing the need for greater investment in education, he said at least four per cent of the gross national product should be committed to this sector and salaries of college and school teachers must be substantially increased, "illiteracy must be eradicated by adoption of extra-ordinary methods" he observed.

He called for launching a crash programme to extend free compulsory primary education to all children within five years, secondary education being readily accessible to all sections of the people, rapid establishment of new Universities, including medical and technical Universities, immediate steps to ensure replacement of English by Bengali and Urdu in all walks of life, and every effort to encourage the development of regional languages.

About the problem of cities where low-income groups were living in "sub-human conditions" he said the future development must concentrate on providing for the need of the poor majority and low-cost housing must be accorded the highest priority.

In the field of health, he stood for immediate measures to establish a rural medical centre at every union and a hospital at every thana headquarter, introduction of national service in rural areas for medical graduates and training para-medical personnel in large numbers to staff rural health centre.

Pointing out the vital role of industrial workers in the economy, he said their basic rights to form trade unions to bargain collectively and a strike must be guaranteed, a living wage and the basic amenities like housing, education and medical care for themselves and for their children must be assured, and labor laws restricting their basic- rights must be repealed.

Pointing out his party's belief in the equality of all citizens, he said "we have always stood against every form of communalism". He said the minority community would enjoy equal rights with all other citizens and equal protection of the laws.

He said "mohajirs" should be integrated into the national life "so that they may become assimilated with the local people and thus enjoy equal rights and opportunities with them in all walks of life."

He repudiated what he called the "false propaganda" that Islam was endangered by the six-point formula or "our economic programme" and said "nothing which promotes justice between region and region and man and man can be opposed to Islam."

"We have affirmed our commitment to the constitutional principles that no law should be enacted or imposed in Pakistan which is repugnant to the junctions of Islam is contained in the Holy Quran and Sunna."

The Awami League Chief said the "powerful coteries" which ruled Pakistan for 22 years would do everything possible to prevent transfer of power to the people, but pointed out that a determined people could successfully resist and overcome such forces of oppression.

He said "we therefore, serve notice upon the forces of reaction in our society that we, along with the people of Pakistan will confront them and if democratic processes are obstructed, we shall resist them by every mean possible."

He said his party stood for pursuing a "truly independent, non-aligned foreign policy to avoid involvement in global power conflicts."

He said "we are committed to the immediate withdrawal from SEATO, CENTO and all other military pacts, and to avoid any such involvements in the future. We support the struggle of the oppressed people of the world against imperialism, colonialism and apartheid."

Kashmir, Farakka

In keeping with the principle "friendship for all and malice towards none," we believe in peaceful co-existence with all states and in particular our neighbors. We believe that normalization of our relations with our neighbors would be to the best advantage of our peoples.

"We, therefore, attach the highest importance to the settlement of our outstanding disputes. We have emphasized the importance of a just settlement of the Kashmir dispute in accordance with United Nations Resolutions".

"The threat or grave and permanent damage to the economy of Bengal posed by the completion of the Farakka barrage must be immediately met. Every effort must be for a just solution of this problem without further delay."

He called for the repeal of the "restrictive provisions" of the legal framework order, release of all political prisoners and withdrawal of all cases arising out of political activities.—A.P.P.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মওলানা ভাসানীর নির্বাচনী ভাষণ	এ,পি,পি	৫ নভেম্বর, ১৯৭০

The following is the English rendering of the text of the Radio and Television address by National Awami Party Chief, Maulana Bhashani, which was broad- cast and telecast on November 5.

"The object of the next elections is to frame the best possible constitution for Pakistan. A constitution serves as a heart for the country. A country cannot be administered without a constitution as a man cannot live without a heart."

"I appeal to the people and request them that the election should be completed in a peaceful manner and in a democratic fashion. The people should place their demand before the candidates contesting the forthcoming elections, so that these demands are implemented."

"I also appeal to the candidates that the election process should be completed peacefully, there should be no trouble so that the Nation does not have to face with more chaos. Nothing should be done to make bloodshed in the country and all possible steps should be taken to complete the elections in an atmosphere of love and affinity, and in spite of ideological differences, friendships can be maintained."

"In every country' of the world democracy is established through election, and we should feel it as our duty to maintain law and order, and make every effort for this purpose."

"I had even earlier asked president Yahya Khan that whether you are from East or West, you should call a National Convention of all Political Parties, Minorities, Trade Unions, Peasants and Student Leaders, so that they can present their view point for the formulation of an agreed constitution".

Love Pakistan

Even if there are thousands of differences among us; all should love Pakistan. We have to formulate such a constitution as could safeguard the integrity of the country, by way of meeting the demands and needs of peasants, workers, class III and class IV employees, primary, secondary and higher teachers, and their demands are implemented. Capitalists and moneyed people should not be allowed, not they be the only persons to become people's representatives.

"I had suggested earlier that through mutual consultations, if an agreed portion of the constitution was first framed, at a National conference the remaining constitution making work will become easier inside the Constituent Assembly. But the Government did not accept my request till today."

"The name of this country is Pakistan, there is no such country anywhere in the world".

If somebody indulges in getting bribes, and tries to represent the people he will never frame a law to punish corrupt officials. The one who himself is corrupt, can never have a good advice for others. The persons, who drink or indulge in black-marketing and exploit the people, are destroying the country.

The people who have connection with foreign countries, and even with enemy-like countries, they can never do anything for the welfare, prosperity, and progress of Pakistan. That's why it should have been arranged that black marketers, drunkards, and those who do not love Pakistan, or spy for other countries, should not be allowed to become people's representatives.

It is regrettable that it has become a custom in my country that those who come in power do not properly represent their people.

Since the creation of Pakistan, no honest, poor Pakistani could get a chance to become a representative. The reason is quite clear that the Government have imposed a restriction that anyone desirous to fight elections must deposit a sum of rupees one thousand as security. The peasants who constitute 85 per cent of population do not have rice or flour and how they can deposit a security of rupees one thousand. Therefore, they remain completely deprived.

The workers who constitute 10 per cent of the population also live a miserable life and the wages they get are the lowest in the world.

Condition of peasants and laborers in both wings of the country is similar, and both lack ever-basic facilities here including food, education.

Ninety-five percent of the population is illiterate; they cannot write even their names. Therefore, I had demanded that on population basis 95 per cent seats in the Assemblies should be reserved for peasants and laborers. A peasant or a laborer cannot contest elections against jagirdars, industrialists and corrupt retired Government officials. Therefore, in the prevailing circumstances he can never have an access to the Assemblies. They can neither have a hand in the affairs of constitution-making nor in Jaw-making.

In West Pakistan jagirdars own land and cultivators have nothing. If a cultivator dies he does not have small piece of land for his grave.

In such circumstances if he opposes jagirdar or nominates his own representative or he votes against the landlord, the landlord will subject him to forceful eviction from the land.

It is an old custom that the peasants are forced to favor their landlord. They are considered duty bound to vote for the man who happens to be their landlords. If we do not do so we will die unfed, we will be forced to die along with our hungry families.

In such conditions no peasant will vote against his landlord. Neither he will support anyone else than his jagirdar, because everyone is aware of the consequences to follow.

Even during the British rule over the Indo-Pak sub-continent, a few seats had been reserved for laborers but after that laborers of Pakistan could not get even that right.

I appeal to the Government and all political leaders in the name of God to make a constitution which could ensure food, education, and provision of all fundamental rights to the peasants and reserve seats in Assemblies for laborers and peasants on population basis. Minimum wage of laborers should be fixed at Rs. 250.00 per month.

In our country big officials get high salaries, live a luxurious life and possess big buildings but on the other hand school teachers, other Government employees and laborers are starving.

"You cannot send your children to school even up to primary standard. Education up to Secondary standard should be made compulsory, free and without any expenditure. This demand should be fulfilled.

"I request that land should be distributed among the landless peasants and agricultural laborers. Those jagirdars, who possess 10 or 12 bungalows and have six sons to augment the income of their families, will not fall short of money if their jagirdaris are abolished. But how landless peasants whose number runs in to thousands and lakhs can make both ends meet should be realized by you.

If the state confusion continues, the constitution would not prove useful, no Government will be permanent, the poor people will continue lamenting, the problems will continue to increase, the confusion will increase. In this state of affairs, no Government backed by imperialism or by capitalists will be able to survive for more than two years. Such a Government will not last even for one year. The Government will be compelled to call the army again. It is better that we should create conditions so that we do not call the army for the second time. It is, therefore, imperative that the demands of the working classes should be included in the constitution in full. The demands of the peasants and the students should also be included in the constitution.

Education has become so costly that poor people cannot afford to send their children to schools. The expenditure side has gone up one hundred times higher. Therefore, I demand from the Government and the future representatives of the people that they should frame such a constitution which could become popular with the peasants, the labor classes and the low-paid employees. If it is not done, you will have to call the army again and the Government will have to be run with the help of the army. It is a matter of shame.

Democratic country

The Quaid-i-Azam had also said that the Government in Pakistan would be a democratic country. There would be no dictatorship in Pakistan nor there a military Government.

The Quaid i-Azam had also said that the Government in Pakistan would be run by the people. The sufferings of the peasants would end. The difficulties faced by the laborers and the students would be removed.

The Quaid-i-Azam had said that every citizen of Pakistan would have equal opportunity to educate his children.

But it is a pity that despite the passage of 23 years during which several Governments came and went down, no one realized that 95 per cent of the population neither knows Urdu nor Bengali nor English nor Arabic. No step was taken during the past 23 years in this direction.

It was the duly of the Government to educate the people on the significance of the vote. The people should have been taught as to why a, vote is cast. This should have been done through education and publicity media.

The people should have been told as to what the meaning of vote is and what qualities are required in a person seeking vote from the people.

Firm Belief.

This is my conviction that until the Government is controlled by the jagirdars and capitalists, nothing will be done for the betterment of the peasants and the laborers. Therefore, I am of the firm belief that the salvation of the poor lies only in the path of socialism. But now when the elections have started, I will call upon the people that there should be no corruption in the elections.

The corruption has increased more than 100 per cent. The corrupt people whether they are in the mills, or happen to be jagirdars or businessmen or black marketers, all of them are destroying Pakistan. You should be aware of such people and should not cast your votes for money, If all the people turn corrupt and the corruption spreads among the peasants also, this country will be ruined.

The remedy is that the people should think collectively as to how the future constitution for the country is to be framed. If possible, political leaders should afford an opportunity to meet and discuss the question of framing of constitution. If Pakistan survives, we will survive. If Pakistan is ruined, everybody including the peasants, the laborers and jagirdars, the capitalists, educated and the uneducated will all be ruined. Therefore you should move unitedly to save the country from the external and internal enemies.

You, therefore, should unite to save Pakistan from internal and external enemies, make efforts to preserve security of Pakistan, to make Pakistan prosperous, to promote unity and to do away with disruption.

Unity is the most needed thing, we pray to guidance of Allah to unite all of us, to create understanding between all the political parties to unite them so that they are on their guard against the external enemies. We are surrounded by enemies from all nooks and corners who are out to destroy Pakistan.

If Pakistan exists all the political parties in it will exist. Nobody can even dare to set up a political party of his own choice to achieve its objective if Pakistan is merged into India or assumes any other shape or becomes a confederation.

We, therefore, should stand united to make Pakistan strong and prosperous, to eliminate drinking from Pakistan to cut down unnecessary expenditure, to drive out corruption, to wipe out blackmarketing, and to prevent smuggling of edibles like rice.

pulses, chilies, ghee and other articles of daily use worth lakhs of rupees to India. We should unite to award exemplary punishments to defaulters. Whosoever loves his homeland namely Pakistan is a true Pakistani.

Appeal.

But the one who lives in Pakistan and wants to harm it is a traitor, dishonest and an enemy of Pakistan.

I repeat my appeal to you that at least 95 per cent of you should strengthen our organisation so that we can establish with God's help the rule of peasants and laborers. We will definitely establish it.

May God enable us to do so. O' God grant us the power to become honest.

We may abhor what has been prohibited by you. O' God guide us, give guidance to all the Pakistanis, give guidance to the people at the helm of affairs so that they should ignore selfish gains, should rise above their personal ends and losses, should give up gambling, should give up corruption, blackmarketing and smuggling.

O' God grant us the power that we, the 13 crore Pakistanis, should stand united, become strong to preserve the integrity of Pakistan and to make it a strong and prosperous country.

In the event of an aggression against Pakistan we will fight to the last and never accept subjugation. We are a free nation and we will live with free thinking and in accordance with the dictates of God and the Holy Prophet, Ameen, Pakistan Zindabad, Pakistan Paindabad."—APP.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্তঃপ্রাদেশিক বৈষম্যের ওপর অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বক্তব্য	সাপ্তাহিক 'ফোরাম'	১৪ নভেম্বর, ১৯৭০

SENSE AND NONSENSE ABOUT DISPARITY
THE BALANCE SHEET OF DISPARITY

Rehman Sobhan

A great deal of nonsense is currently being talked about East Pakistan's low revenue earning capacity as compared to West Pakistan. From this premise two totally untenable conclusions are being derived. First, that higher development expenditure in the West wing is financed by its own revenue resources and owes nothing to East Pakistan. Secondly, that higher revenue collections are the main reason for higher development expenditure in the West wing. Both fallacies need to be laid to rest if any coherent dialogue is to emerge.

Financing Development

In Table I we present a breakdown of total revenue collections in the two provinces and relate them to revenue and development expenditures in the regions. Revenue collections are collected separately by the Central and Provincial governments. From the table we see that during the Third plan period 1965-66 to 1968-69, the latest period for which figures are available, the Centre collected, through its main revenue heads of Customs duty. Excise Tax. Sales Tax and Taxes on income Rs. 470.5 crores from East Pakistan. Against this Rs. 1304.4 crores was collected from West Pakistan, which is 73.5% of total collections.

Provincial revenues have a much smaller yield since the main elastic sources of revenue are with the Centre. As a result Provincial revenues, which include both tax and non-tax revenue, yielded Rs. 258 crores in East Pakistan and Rs. 477 crores in West Pakistan. Together Provincial and Central revenues yielded Rs. 728.5 crores from East Pakistan and Rs. 1781.7 crores from West Pakistan. Against this, Revenue expenditures in East Pakistan amounted to Rs. 484.9 crores compared to Rs. 1659.5 crores in West Pakistan. Revenue expenditure relates to all expenditures of the Central and Provincial governments located within the region. Expenditures of this nature generate income and direct and indirect employment in the region as a tangible benefit to its inhabitants.

In contrast, development expenditure was apportioned as Rs. 851.3 crores to East Pakistan and Rs. 1107.6 crores to a West Pakistan. The aggregate of revenue and

development expenditure yields Rs. 1336 crores in East Pakistan and Rs. 2767 crores in West Pakistan.

This implies that both regions spend more than they earn. West Pakistan's deficit is, however, larger and adds up to Rs. 985.4 crores compared to Rs. 607. 7 crores for East Pakistan.

This deficit is financed largely by foreign aid and inflationary finance. It is reckoned that during the period Pakistan received net foreign assistance valued at Rs. 1295 crores, so that the balance was presumably financed by money creation.

If we assume that East Pakistan received 30 % of Aids and Loans than its share comes to Rs. 388.5 crores. This means that Rs. 218.2 crores or 36% of its deficit was financed by inflation and Rs. 388. 5 crores or 64 % by Aid. In contrast West Pakistan financed Rs. 906. 5 crores or 92 % of its deficit from Aid and only Rs. 78. 9 crores or 8 % from inflation.

This means that East Pakistan paid the price for higher expenditure in West Pakistan in two ways. It surrendered its due share of aid which should normally have been 55 % or Rs. 712.3 crores. In addition to this it is subjected to greater inflationary pressure. This is confirmed by the trend in prices between 1964-65 and 1968-69 the price index in East Pakistan rose 30 points compared to a rise of 16 points in West Pakistan.

It is, therefore, evident that West Pakistan's faster development was only partly paid for by its own resources. Its sizeable deficit of Rs. 85.4 crores was financed, inter alia, by appropriating East Pakistan's share of Aid and passing the main burden of inflationary financing on to East Pakistan.

The Logic of Revenue Disparity

This leads to the second fallacy that West Pakistan's higher levels of development are due to their higher revenues. In fact it is the reverse. It is the higher development there and the policy bias in its favor which makes it possible to generate such high revenues. Correspondingly East Pakistan's low revenue yields are a glaring indictment of governmental neglect rather than a demonstration of its poor tax performance. This point can be clarified by examining the main revenue heads collected by the centre for which figures have been presented in table 1:

TABLE I

The Balance Sheet of Development (1965-66 to 1968-69)..

[All figs, in Rs. crore.]

A.Revenue :		**East Pakistan**	**West Pakistan.**	**% share**
1. Central Collections:				
(i)Customs Duties ..	..	187.8	344.5	35.3
(ii)Central Excise ..	..	141.4	481.1	26.8
(iii)Direct Taxes ..	..	58.9	252.5	15.7
(iv)Sales Tax ..	..	82.4	219.3	27.2
(v)Total ..	..	470.5	1304.4	26.5
2. Provincial Collections ..	..	258.0	477.3	…
3. Total Revenue Yield ..	..	728.5	1781.7	29%
B.Expenditure :				
1. Revenue Expenditure ..	..	484.9	1659.5	…
2. Development Expenditure	..	851.3	1107.06	…
3. Total Expenditure ..	..	1336.2	2767.1	32.6%
C.Net Deficit (B3-A3): ..	**..**	607.7	985.4	…
D.Financing the. deficit:				
1. Aids and Loans ..	..	388.5	906.5	
2. Inflationary Financing ..	..	218.2	78.9	

Customs Revenue.

We note that 35.3 % of all Customs revenues were realized from West Pakistan in this period 1965-66 to 1968-69. But this is hardly surprising if we observe that only 32 % of Pakistan's imports during this period came into East Pakistan. Whilst the structure of imports and duties also contributes to the difference in customs yields the volume of imports coming into a region remains a fair guide for how much will be collected there in duty. East Pakistan has always claimed that it was denied its due share of its own export earnings plus 55 % of foreign aid and loans. If this pattern had prevailed East Pakistan's Customs yield would be over 50%.

Central Excise Tax.

These are essentially taxes on production of manufactures. Only 26.8% was collected from East Pakistan. This figures is, however, misleading. Excise is collected at the factory or point of distribution. Its cost is passed on to the consumer in higher prices. To

the extent that West Pakistan-produced goods are sold in East Pakistan, East Pakistani consumers pay the excise duty even though collections are recorded in the West wing. For example in 1968-69 one-fifth of Excise duty collected in West Pakistan came from cotton fabrics and yarn. This is also West Pakistan's biggest export to the East wing. It follows that a part of this collection should be accredited to the East wing. The same applies to collections for other products sold in the East wing.

However even allowing for this at least two-thirds of revenues are collected in the West wing. But this merely proves that West Pakistan has been privilege to have a higher level and faster rate of industrialization. Nearly all excise collections are realized from the Large Scale Manufacturing sector. In 1968-69, 74 % of value added by this sector accrued in the West wing. It is, therefore, hardly surprising if 73.2 % of excise collections come from there. If the share of industry East Pakistan has always demanded was located here its collections would have been correspondingly higher.

Direct Taxes

These refer to taxes on income and wealth of corporations and individuals. Here East Pakistan's contribution of 15.7% is the lowest of all tax heads. And who should be surprised. Collections here reflect the geographical concentrations of companies and wealthy people. Less than 1 % of the population pays income tax. A large proportion of them are concentrated in the West wing. Most companies are located there and even those who do most of their business in East Pakistan have their head offices in the West wing and pay their taxes there. In 1968-69, out of Rs. 23.2 crores of corporation tax paid only by companies, only Rs. 2.98 crores or 12.8% was realized in East Pakistan.

Again this concentration of the wealthy in West Pakistan is a symptom of the faster development of the region and hardly a cause. Public policies have manufactured our affluent classes in the West and it is this very policy with its class and regional bias which is under attack..

Sales Tax

Here 27.2 % of collections are in the East wing. Of this about 54 % (1968-69 figures) are realized from imports, so that their regional distribution is determined, as in the case of Customs duties, by the distribution of imports between the two regions.

The balance of 46 % is realized from items of domestic manufacture and consumption. As with Excise, concentration of manufactures in West yields more Sales Tax. Similarly concentration of income in the West produces higher sales and hence more Sales tax. Here again some of the taxes collected in the West are paid by East wing consumers.

It is, therefore, apparent to the most modest intelligence that the two regions revenue collections bear a close relation to their development. Disparity in development produces

disparity in tax yield and is a commentary on past injustice rather than the cause to perpetrate new ones. Faster development in the East wing plus a higher share of imports and manufactures would have a salutary impact on its revenues and solvency.

It is hoped therefore that men of goodwill in the West will not be misled by the inaccurate and tendentious comments of their so-called spokesmen. A clear understanding of the degree and nature of past injustices to East Pakistan will create an atmosphere where mutual accommodation can serve to resolve outstanding problems. An attempt to mislead people by distorting evidence will merely lead to a false sense of righteousness and ponder to those very interests in the West wing which have perpetrated these injustices on the nation and are even today attempting to perpetuate them.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর ডঃ মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী	সাপ্তাহিক 'ফোরাম'	১৪ নভেম্বর, ১৯৭০

PROVINCIAL AUTONOMY
Muzaffar Ahmed Chowdhury

All the political parties in the country demand provincial autonomy, although here are material differences among them about the nature and extent of provincial autonomy. Provincial autonomy in simple terms means that the provinces shall he the masters of their own house. It signifies that the powers of the government shall be divided between the federal government and the governments of the federating units in such a manner that the Federal and provincial governments are each, within a sphere, co-ordinate and independent. Each government is independent within its own sphere of authority. The constitution demarcates powers between the federal government and the government of the federating units. Neither is superior to the other; they exist as partners in a commonwealth. Neither government can make inroads into the jurisdiction of the other. The actual allocation of powers between the two sets of governments cannot be altered by either acting alone. This is the meaning of provincial autonomy.

The exact quantum of powers to be given to each government, provincial and federal, depends on a number of factors: geography, political situation, the economic issues, history, and exigencies of circumstance. These are not uniform in all federations. There is nothing unusual about it. What is true of the U. S. is not true of Canada. The conditions in Pakistan differ from those in many other countries.

There are various methods of dividing powers between the federal and provincial governments. First, the powers of the federal government may be enumerated and the residue may be vested in the provinces or states. Second, the powers of both the federal government and provincial governments may be enumerated. The residue may be vested in either of the two governments. Third, there may be a three-fold list: a federal list' a provincial list, and a concurrent list. Both the governments may make laws on the matter included in the concurrent list but in case of a conflict between the two laws the federal laws shall prevail.

I propose to discuss the exact powers given to the federal or central government in Pakistan under the Government of India Act, 1935, as adapted and amended in the light of the Indian Independence Act, 1947, and the constitutions of 1956 and 1962. The main powers of the central government under the constitutional arrangements as stated above were almost identical, although the central government had more powers under the constitution of 1962 than under the two previous constitutional systems. After stating the powers of Central government, I shall discuss the use made of these powers by the Central government and the consequences that have stemmed out of it. This will go a long way in explaining the background of the demand for provincial autonomy and also the nature and extent of provincial autonomy that is now demanded.

The powers of the Central Government were:

1. Defense: military, naval and air force; naval, military and air force works, industries connected with defense, and manufacture of arms of all types.
2. Foreign Affairs: all matters which bring Pakistan into relation with any foreign country, treaties and arguments, diplomatic, consular and trade representation, international organizations, war. peace, extradition, foreign and extra-territorial jurisdiction.
3. Trade and Commerce: trade and commerce between the provinces and with foreign countries, import and export across custom frontiers.
4. Currency, Coinage and legal tender: foreign exchanges and negotiable instruments: State Bank of Pakistan; banking with objects and business not confined to one province.
5. Public debt of the federation, the borrowing of money, the security of the federal consolidated fund, foreign loans.
6. Insurance and corporations.
7. Stock exchanges and future markets.
8. Navigation, Shipping, Airways, Aerodromes, aircrafts and air navigation, light houses.
9. Major ports.
10. Federal Public Services, all Pakistan Services, Federal Central Public Service Commission, Federal pensions.
11. Posts and all forms of telecommunications, including Broadcasting and Television.
12. Industries, owned or set up by the federation.
13. Mineral oil and natural gas.
14. Census, the survey of Pakistan, Geological Surveys of Pakistan.
15. Federal agencies and federal institutes.
16. Duties of customs, including export duties.
17. Duties of excise on tobacco and other goods manufactured or produced in Pakistan except alcoholic liquor, opium, etc.
18. Co-operative tax.
19. Salt.
20. Taxes on income other than agricultural income.
21. Taxes on the sale of goods.
22. Taxes on the capital value of the assets, taxes on the capital of the companies.
23. Duties in respect of succession to property.
24. Estate duty in respect of property.

25. The rates of stamp duty in respect of bills of exchange, cheques, promissory notes, etc.

26. Terminal taxes on goods and passengers; and

27. Taxes on mineral oil and natural gas.

Under the constitution of 1956, economic and social planning was put in the concurrent list. But in reality there was a Planning Board under the federal government, and this board was concerned with economic and social planning. Under the 1962constitution national economic planning and national economic co-ordination was one of the subjects enumerated in the Central list. In addition, the central legislature under 1962 constitution was empowered to make laws on any subject on grounds of national interest in relation to:

(a) The security of Pakistan, including the economic and financial stability of Pakistan.

(b) Planning or co-ordination.

(c) Achievement of uniformity in respect of any matter in different parts of Pakistan.

From this it is clear that all the essential powers-defense, foreign affairs, foreign trade and commerce, inter-provincial trade and commerce, foreign exchange, foreign loans and aids, national economic planning and national economic coordination, currency, coinage and legal tender, almost all the elastic sources of revenue, and the two key all-Pakistan Services-have been concentrated in the hands of the Central Government since 1947. The consequences of this heavy concentration of key powers in the hands of the Central Government are discussed below:

It has led to the growth of increasing volume of disparities in all vital matters economic, financial per capita income, investment, utilization of foreign exchanges, manufacturing; on revenue, capital and development accounts, foreign aids and loans, investments in semi-autonomous bodies, transport and communications, social and economic overhead facilities, living standards, regional savings and investment, public personnel and expenditure on it, and defense personnel and expenditure-between East Pakistan and West Pakistan. These disparities which have been expanding in volume, variety and magnitude have been (he result of policies pursued during the last twenty- three years by the central government which has been armed with the powers as stated above. The consequence of these disparities which have given rise to serious economic, political, administrative and military imbalances between two wings of the country leading to the concentration of wealth and power in West Pakistan at the cost of East Pakistan, need to be analyzed and discussed. Real national integrity in actual practice and not in words, however, beautiful, depends on the permanent elimination, root and branch, of the causes of disparity.

Foreign trade, foreign exchange and their utilization :

Let us now examine the total exports and imports of East Pakistan from 1947-48 to 1967-68, and see how foreign exchange earnings have been utilized and with what

consequences. The total export from East Pakistan during this period amounted to Rs. 2,239.5 crores whilst import amounted to Rs. 1,630.89 crores. During these years East Pakistan had a surplus of Rs. 608.7 crores. During the same period the value of exports from West Pakistan amounted to Rs. 1759.7 crores and her imports amounted to Rs. 3110.5 crores. She had a deficit of Rs. 2039.8 crores.

These figures show that the external balance of East Pakistan has been exceedingly favorable while that of West Pakistan has been extremely unfavorable. But East Pakistan was not allowed to use her favorable balance of trade for the benefit of her people. This had a number of serious consequences for East Pakistan. First, East Pakistan was not allowed to import goods worth Rs. 608.7 crores during the last 21 years. She could not utilize on average, a sum of Rs. 30 crores of her foreign exchange earnings annually for her own benefit. Hence, she was deprived of the opportunity of deriving the benefits that might have accrued to her out of the investment of Rs. 608.7 crores in 21 years. Second, international trade means exchange of good for goods or egress and ingress of goods. As East Pakistan could not import goods it created a vacuum in East Pakistan. The gap was filled up by the release of artificial paper currency which created a highly inflationary situation causing untold hardships to the common man. Third, East Pakistan's surplus foreign exchange earnings were utilized for importing capital goods for building up industries in West Pakistan, the products of which were for consumption. These figures not only describe but also explain the huge disparity in the industrial development of the two wings.

This inter-wing disparity has been the direct result of utilizing East Pakistan's foreign exchange earnings for the benefit of importers in West Pakistan through import controls and liberal bank credit in West Pakistan.

Fourth, East Pakistan has been surrendering a significant portion of her foreign exchange earnings to pay for goods and services purchased from West Pakistan. There is no doubt that the value of foreign exchange is much higher and that it cannot be equated with internal purchases in rupees. East Pakistan would have been much better off economically, if instead of being required to make purchases from West Pakistan, it could use its foreign earnings to buy from abroad were prices have been most significantly lower. It is also true that capital goods are obtainable in the international market, hence surrendering of scarce foreign exchange earnings by East Pakistan has meant a disastrous economic loss through a reduction of her imports of capital goods.

Fifth, in so far as the surrendering of foreign exchange earnings has caused the import of her capital goods to be financed out of foreign aids and loans, and additional cost is involved in that East Pakistan has to pay interest on foreign loans, and has to pay a price for her imports which is much higher than the international competitive price.

It is a universally known phenomenon that the non-availability of capital goods has been the most serious bottleneck that has impeded the pace of development in East Pakistan.

This has been due to the policies in regard to import controls and allocation of foreign exchange earnings pursued by the Central Government during the last 21 years, is

beyond any shadow of doubt. Finally, the balance of trade of East Pakistan also signifies the net transfer of her savings to, and their investment in, West Pakistan.

During the same period West Pakistan spent Rs. 2,019 crores more than she earned. Her foreign exchange earnings amounted to Rs. 1,759.7 crores and her imports amounted to Rs. 3,779.5 crores. Thus leaving a staggering deficit of Rs. 2,019.8 crores. This means that she utilized surplus foreign exchange earnings of East Pakistan and also the foreign aids and loans up to this level.

That is the imperative reason as to why East Pakistan wants to have full and plenary control over her own foreign exchange earnings. This will enable her to utilise those resources for the good of the people of East Pakistan. The policy pursued by the Central Government in allocation of foreign exchange earnings has amounted to a gross violation of the constitutionally accepted principle in the matter. East Pakistan lost her faith in paper guarantees. She wants her full share. That the policy of the Central Government has been disastrous to East Pakistan, is beyond doubt. East Pakistan wants to reverse this process completely. She is quite willing to pay her agreed share of the foreign exchange requirements of the Central Government. This is just and reasonable. This is also the reason why East Pakistan wants the interests on loans and payment of capital to be made on the basis of their place of utilization. East Pakistan's full control over her foreign exchange earnings is urgent vital and necessary for her sheer survival. No reasonable man, except those with cold feet and hot heads, can fail to understand and appreciate the rationale of this demand. East Pakistan wants complete control over her own foreign exchange to be provided for in the future constitution. That this is a vital aspect of provincial autonomy is transparently clear.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জলোচ্ছ্বাস কবলিতদের প্রতি উদাসীনতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট-এর কাছে ১১ জন নেতার তারবার্তা	দৈনিক 'পূর্বদেশ'	২৪ নভেম্বর,১৯৭০

প্রেসিডেন্টের কাছে পূর্ব বাংলার এগারোজন নেতার তারবার্তা

সরকারের ক্ষমাহীন অবহেলা ও উদাসীনতা দেশবাসীর বিশ্বাসের উপর প্রচন্ড আঘাত হেনেছে।

ঢাকা, ২৩ নভেম্বর (পিটিপিআই):- এগারোজন রাজনৈতিক নেতা গত রবিবার ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ গত সপ্তাহে সংঘটিত মানব সভ্যতার বৃহত্তম ধ্বংসলীলার প্রতি সরকারের ক্ষমাহীন অবহেলা, উদাসীনতা এবং খবর চাপা দেয়ার প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, পিডিটি প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান, ন্যাপ (ওয়ালী) পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি অধ্যাপক মুজাফফর আহমাদ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম লীগ (কাউন্সিল) সভাপতি খাজা খয়েরুদ্দীন, প্রাদেশিক জামাত সভাপতি জনাব গোলাম আজম, মুসলীম লীগ (কাইয়ুম গ্রুপ) সাধারণ সম্পাদক খান সবুর, কৃষক-শ্রমিক পার্টি সভাপতি জনাব এ.এস.এম, সোলায়মান, নেজাম ইসলামের মওলানা সিদ্দিক আহমদ, জমিয়তে উলেমা পার্টির পীর মোহসেন উদ্দীন এবং পিপলস পার্টির গরীব নেওয়াজ সম্মিলিতভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে এক তারবার্তায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, সরকার কি করে এমন একটি ধ্বংসলীলাকে ধামাচাপা দিতে সচেষ্ট হচ্ছেন, যার জন্যে কোন মানুষ অথবা সরকার দায়ী নয়।

তারা আরো বলেন যে, এটা অত্যন্ত গোলমেলে ব্যাপার যে, আমাদের নিজস্ব সরকারের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাগ্রভাবে বি,বি,সি মার্কিন সিনেট এমনকি ভারতীয় পার্লামেন্ট সময়ের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। একজনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপদ্রুত এলাকায় সফর করেন নি। এমনকি প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত প্রাথমিক খবর পাওয়ার পর দায়সারা গোছের দায়িত্ব সম্পাদন করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে গেছেন।

তারবার্তায় বলা হয়, "মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রলয়ংকারী বিপর্যয়ের প্রশ্নে নিদারুণ অবহেলা, সহানুভূতিহীন অমনোযোগিতা, চরমা উদাসীনতা ও এই বিপর্যয়কে ধামাচাপা দেয়ার অশুভ প্রচেষ্টাকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তীব্র নিন্দা করছে। যে কাজের জন্য সরকার অথবা কোন মানুষ দায়ী নয় সেই মর্মান্তিক ঘটনা সরকার কেন ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চাচ্ছেন তা বোধগম্য নয়। বি,বি,সি মার্কিন সিনেট ও ভারতীয় পার্লামেন্ট যখন সময়ের আহবানে ব্যগ্রভাবে সাড়া দিয়েছে তখন আমাদের সরকারের নীরবতা একটা গোলমেলে ব্যাপার । কোন মন্ত্রী এখানে নেই। আপনি নিজে ভাসা-ভাসাভাবে সফর করে প্রদেশ ত্যাগ করেছেন। বৃটেনে নিযুক্ত হাইকমিশনার ৫৮টি হেলিকপ্টার ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন-এ প্রশ্নে অত্যন্ত দায়িত্বহীন ও ভিত্তিহীন বিবৃতি দিয়েছেন। যখন কর্তৃপক্ষ ইতিহাসের বৃহত্তম বিপর্যয়কে নাগালের মধ্যে নয় বলে নাকচ করে দেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও বিপুল এলাকার ব্যাপক ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের অজ্ঞানতা ও দায়িত্বহীনতার প্রমাণ দেন তখন তা মানুষের বিশ্বাসের উপর প্রচন্ড আঘাত হানে। এখনও পর্যন্ত মানুষ ও পশুর লাশ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে।"

“ নিদারুণ অবহেলার জন্য বহুসংখ্যক জীবিত লোক মৃত্যুবরণ করেছে ও এখনো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। ব্যাপক মহামারীতে ইতিমধ্যেই বহু লোক মারা গেছে। যদি অবিলম্বে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গৃহীত না হয় তাহলে আরো লাখো মানুষের ভাগ্যও অনুরূপ হবে। বিদেশী সাহায্য সামগ্রীসমূহ দুঃখজনক অদক্ষতার সাথে নড়াচাড়া করা হচ্ছে। দু'দিন ধরে সে সব ঢাকায় স্তুপীকৃত হয়ে আছে। দুঃখের সাথে আরো এসেছে পুঞ্জীভূত অসম্মান, লজ্জা; অবহেলা। আপনার সদর দফতর এখানে স্থানান্তরিত করা অত্যাবশ্যক। সকল প্রকার সরকারী ও বেসরকারী সম্পদ কাজে লাগান। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে পরিস্থিতিকে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মত বিবেচনা করুন।”

* ১৯৭০ সনের ১২ই নভেম্বর জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে। এই দুর্যোগেও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য অপ্রতুল ছিল বলে সকল মহল থেকে প্রতিবাদ হয়েছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
"নির্বাচন নস্যাৎ হলে প্রয়োজনে আন্দোলন হবে"- সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান	মর্নিং নিউজ	২৭ নভেম্বর, ১৯৭০

MUJIBUR RAHMAN WARNS AGAINST BID TO FRUSTRATE ELECTIONS

Remarks made at a Press Conference at Dacca on November 26, 1970.

The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman told a Press Conference in Dacca yesterday that " if the polls are frustrated, the people of Bangladesh will owe it to the millions who have died to make the supreme sacrifice of another million lives, if need be, so that we can live as a free people and so that Bangladesh can be the master of its own destiny".

To a query by a foreign correspondent as to whether this could be, interpreted as a call for "independence", Sheikh Mujib said, "No, Not yet".

Asked if by referring to the sacrifice of another one million Bengalees he meant to put up physical resistance, the Awami League chief said, 'That I do not say now. My party is a constitutional organisation. We will start a constitutional movement. If they follow unconstitutional ways, people will follow their own course".

Sheikh Mujibur Rahman was giving his impression of the tour of the cyclone ravaged areas in the coastal belt at the Press Conference which was attended by foreign journalists.

He strongly opposed the postponement of the general elections as a whole because of the disaster. Elections he however said, could be postponed in the eight constituencies ravaged by the catastrophe for a few weeks.

Reply to a question as to what he would do if elections were postponed, the Awami League chief said he would consult his party men to decide the future course of action. "Nothing, however, will go unchallenged", he added.

When his attention was drawn to the statements of some political leaders who had demanded postponement of the elections because of the catastrophe, he asked. "Who are these leaders"? He said that by asking for postponement of the elections, which he described as a referendum on his Six-Point Programme, these political leaders were only trying to perpetuate the Martial Law regime.

"They want the Martial Law to protect their leadership. The same leaders had raised a hue and cry for postponement of the elections after the last flood. But what did they do to alleviate the sufferings of the flood-stricken people", he asked.

This time also, Sheikh Mujibur Rahman pointed out, except for Maulana Bhashani and Pir Mohsenuddin and himself no one of these leaders had visited he ravaged areas, particularly the off-shore islands.

On the question of demands of postponement of elections by some Leaders, Sheikh Mujib also said, “You know bad students always ask for postponement of examinations”. He said let the elections be held on December 7 and many of these leaders and their parties would not be there and these leaders would even forfeit their right to issue statements.

Asked if he was giving “Bengal's survival” priority over survival of Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman said: "We are the majority. We are Pakistani, Majority cannot be ignored".

Replying to another question he said that there could be unity of the country only if the interest of all was recognized. “If they neglect and ignore our interest and treat us as a colony and market how can there be unity. We feel we are being treated as a market”, he said.

Sheikh Mujibur Rahman was asked if the Six-Point Programme was not a call for secession as has been alleged by some West Pakistani leaders. He said, "We are demanding regional autonomy and not independence".

Asked if regional autonomy on the basis of the Six-Points could be achieved through elections, he said if the people give the verdict in favour of Six-Points, it would be achieved.

The Awami League Chief was asked if he had any information about the "attempt to frustrate the elections”, he said: “I can make a guess. I am a political being”. Elaborating, he said, “a conspiracy has been going on against the people of Bangladesh by the bureaucrats, the vested interest, the ruling cliques and a coterie for the last 22 years. If they are playing their old game now, they should know that they were playing with fire”.

The Awami League Chief who repeatedly referred to the coming elections as “referendum on the Six-Point Programme”, said that he did not think that the holding of the elections on schedule would hamper relief work in the Cyclone affected areas.

He said there could be thousands of volunteers for relief work and even from the affected areas ten thousand volunteers could be mobilized for relief work.

Sheikh Mujibur Rahman demanded release of all political prisoners, withdrawal of political cases to ensure a fair and free election. He, however, said that even if that was not done (by the Government) his party would take part in the elections. He referred to the 1954 elections when, he said, 3,500 political workers were in jail.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান	মর্নিং নিউজ	২৮ নভেম্বর, ১৯৭০

POLLS ON SCHEDULE
EAST PAKISTAN MUST HAVE MAXIMUM AUTONOMY

President Yahya Khan's Remarks at Press Conference
in Dacca on November 27. 1970.

President General Agha Mohammad Yahya Khan told a Press Conference in Dacca last evening that general elections in the country will be held on schedule.

“Elections will take place" was his answer to a question by a foreign correspondent who wanted to know if the general elections would be postponed in view of demands by some political parties.

As for schedule of elections in the eight or nine constituencies which have been affected by the cyclone, the President said he had left the question to be decided by the Chief Election Commissioner.

The Election Commission, he said, was an independent body and the Chief Election Commissioner was already here to assess the situation to decide when to hold elections in the cyclone affected areas.

Replying to another question on how delayed the elections in the affected constituencies could be, the President explained that there was already a gap between the National and Provincial Assembly elections. Provincial Assembly elections, he pointed out, was not so important in the sense that the Provincial Assemblies will be operative only after the Constituent Assembly had framed a constitution. If the elections in the cyclone affected constituencies were postponed, the polls there would be like by- elections.

Martial Law to continue if constitution goes beyond LFO

Replying to another question the President said he would summon the National Assembly “as soon as possible”. The stipulated period of 120 days for framing the constitution would begin from the day the session begins, he told another questioner.

During the Press Conference at the Darbar Hall of the Governor’s House the President replied to a score of question on election, relation between two wings and his opinion on the issue of Provincial autonomy.

He said he would not stand in the way of maximum autonomy for the people of East Pakistan. He said he would rather encourage it so that people of East Pakistan could have “full charge of their destiny, planning and utilization of its resources” within the “concept of Pakistan”.

He said although East Pakistan was one of the five provinces, because of its geographical distance of over thousand miles from the other wing it must have maximum autonomy to run her own affairs within the overall framework of one Pakistan. “After all 1 do not want to have five Pakistans”.

The President was asked to comment on Six-Point Programme and the correspondent wanted to know if it would finally lead to separation between the two wings of Pakistan.

The President said he was not concerned with six or any other points. What was imperative was that people of East Pakistan have a lot more say in their affairs than they had so far.

Replying to a question by another foreign correspondent the President said he did not believe there was any tendency of separatism in East Pakistan. They are the majority. How can a majority separate from a minority, he asked.

When the correspondent referred to criticism of West Pakistan in this province, and said he could interpret this as a tendency for separatism the President “if you would have heard anything as such, this would not be the voice of my people”. He said the people of East Pakistan were emotionally hurt because of the disaster which was only normal.

When a correspondent asked if the criticism of West Pakistan in East Pakistan did not put the continuing unity of the country to danger, the President said: I hope it is not. He said he did not want to defend the people of West Pakistan. But the fact was that there was an emotional upsurge there over this terrible disaster in East Pakistan.

He said he knew of one instance in which a weeping old woman had donated her life's savings made for performing the hajj towards the relief of the cyclone-affected people. He said even small children were moving throughout the days to raise donations for the victims of the catastrophe. East Pakistan were aware of this. He said he knew that vast majority of the people of this brotherly feeling that the people of West Pakistan had for them. It was only those who had lust for power who talked of such things.

He appealed to such leaders to have a broad national view. Nobody should take political advantage from such a situation.

Replying to a question on the Constitution, the President made if clear that Martial Law would continue if the proposed Constitution was not framed in conformity with the five basic principles contained in the Legal Framework Order.

The President said the general elections were being held under LFO an instrument of Martial Law and all political parties are taking part in the elections after its acceptance.

If after the elections they (parties) refuse to accept the LFO, as far as I am concerned I will take it that they have not taken pan in the elections. Martial Law continues and it shall continue.

At one point the President was asked if the criticism against his Government regarding relief operation had been politically motivated. General Yahya said he was not an aspirant or participant in politics. He said the people of Pakistan must form their own Government. He was under obligation only to see that the proposed constitution assured integrity, safety and security of the country.

He said that the sovereignty will be given to the National Assembly only when he has handed over the power. Until then everything is under cover and umbrella of Martial Law.

The President who on a number of occasions advised the critics of his Government to "come to power as quickly as possible through elections", said he would like to hand over the responsibility of the administration to the people's Government as soon as possible. "I want to hand over power to people's Government. I am a soldier, and I want to go back to soldiering".

President's attention was drawn by foreign correspondents to criticisms by political leaders and the national. Press on the relief operation. He said I accept these criticisms from my people. My only request is that they be constructive.

Criticism of the Central Government by political leaders came in for quick retorts from the president. When a foreign correspondent wanted President's comment on Sheikh Mujibur Rahman's allegation of "criminal negligence" on the part of the Central Government, General Yahya said: I did not bring the cyclone. It was not my fault. My fault begins taking shape only when I do not do anything for the surviving people.

When another correspondent referred to Sheikh Mujib's charges of callous-ness on the part of the "guilty bureaucrats", the President said his advice would be: Let them come to power as quickly as possible.

About Awami League leader's assertion that a quick move by the Pakistan Navy could have saved many lives, the President said the allegation arose out of lack of information. "I hope they come to power and do better. I have tried to do my maximum".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জলোচ্ছ্বাসের পর কেন্দ্রের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট মওলানা ভাসানীর আহবান	মওলানা ভাসানী (প্রচার পত্র)	৩০ নভেম্বর,১৯৭০

জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর ডাকঃ
পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি- সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন

আজ আমি পূর্ব পাকিস্তানের সাতকোটি বাঙালীকে তাহাদের জীবন-মরণ প্রশ্নের বিষয়টি পুনর্বার এবং শেষবারের মত দলমত নির্বিশেষে ভাবিয়া দেখিতে আকুল আবেদন জানাইতেছি। বিগত ২৩টি বছরের তো বটেই, এমনকি চলতি ১৯৭০ সালটিকেই শুধু যদি আমরা যাচাই করিয়া দেখি তবে নিঃসন্দেহে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারিব। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট হইতে আমাদের, পূর্ব পাকিস্তানীদের আজাদীর লড়াই নতুনতম এবং শেষ পর্যায়ের রূপলাভ করিবার অপেক্ষায় আছে মাত্র। সেই পর্যায়ে, আর কোন যুক্তি ও শক্তি দ্বারা ধামাচাপা কিংবা দাবাইয়া রাখিবার প্রয়াস সহ্য করা হইবে না। মরণ কামড়ে আর গগনবিদারী হুংকারে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। দুই যুগ ধরিয়া বৈষম্য আর বঞ্চনার যে লড়াই শুরু করিবার প্রচার ও প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহারই সকল সংগ্রামী রূপায়ণে, আমাদের জীবনের বিনিময়ে হইলেও, ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। আজ হইতে ১৩ বৎসর পূর্বেই ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, শোষণ আর বিশ্বাসঘাতকতার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে "আচ্ছালামু আ্লায়কুম" বলিয়াছিলাম, হয়তো বঙ্গবাসী সেইদিন নাটকের সব কয়টি অংক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। আজ আশা করি সচেতন ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোন বাঙালীকে বুঝাইতে হইবে না যে, মানবতাবর্জিত সম্পর্কের মহড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠিয়াছে। এইবার নেমিসিসের অন্যায়ের সমুচিত শাস্তি বিধানের অপেক্ষায়ই আমরা আছি। যাহা হইবার তাহাই হইবে।

আমরা ভাবিয়াছিলাম ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পাকিস্তানীদের নূতন শপথের সন্ধান দিবে। পূর্ব পাকিস্তানের বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রগুলি সেই পথ লক্ষ্য করিয়া যাবতীয় সার্ভিস দান করিয়াছিলেন। সরকারও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পুস্তক প্রকাশনার ও দেশী-বিদেশী সাহিত্যিক সাংবাদিকদের সফরের আয়োজন করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, সরকারের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তান, কোন ক্ষেত্রেই সমগ্র পাকিস্তান নহে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের সব প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। যুদ্ধ তহবিলে কোটি কোটি টাকা সাহায্য, কওমী গানের আসর, সাংবাদিকের ফীচার, সাহিত্যিকের রচনা সবই ধীকৃত ও উপেক্ষিক্ত হইয়াছে। সবচেয়ে বড় কথা হইল, বরাবরই আমরা কেন্দ্রীয় সরকার ও আমলা অফিসারদের তরফ হইতে যে আচরণ পাইয়া আসিতেছিলাম আজ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিটি রাজনৈতিক নেতা, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এক কথায় সকল মহল হইতেই সেই উপেক্ষা ও উদাসীনতা লাভ করিতেছি। ইহাতেও কি আমাদের চেতনার উদ্রেক হইবে না?

অতীতের ইতিহাস না আওড়াইয়া শুধু চলতি সালের ঘটনাবলী বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের লক্ষ্য শক্তির সংগ্রামে না পৌঁছাইয়া পারে না। পুনঃ পুনঃ বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যায় পূর্ব পাকিস্তান বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং এইবার একই বৎসরে আমরা দুইটি বন্যা ও দুইটি ঘূর্ণিঝড়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছি। প্রথম বারের বন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চারিশত কোটি টাকা মূল্যের ফসল, ঘর-বাড়ী, গবাদী পশু পানিতে ভাসিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দফা বন্যায় আমরা হারাইয়াছি অতিকষ্টে রোপন করা ধান, কলাই, তরিতরকারী ইত্যাদি। গত ২৩শে অক্টোবরের

ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব পাকিস্তানের আটটি জেলার ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা নির্ণয়াতীতভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আর সর্বশেষে দক্ষিণাঞ্চলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস যে ধ্বংসলীলা ও প্রাণহানি সংঘটিত করিয়াছে এবং বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যার পর পুনঃ পুনঃ কলেরা-মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া সহস্র সহস্র লোক অকালে প্রাণ হারাইয়াছে ও হারাইতেছে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গ, ক্ষমতালোভী নেতৃবর্গ আর উদাসীন শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকবর্গকে তাহা নাড়া না দিলেও বিশ্বের তিনশত কোটি মানুষকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

সরকার বরাবরের মত এই ধ্বংসলীলা ধামাচাপা দিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত সত্যের বিজয় হইয়াছে। আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিনা যে আমাদের এহেন দুর্দিনে সরকার কি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছে। মানুষের হৃদয় নিঃসৃত ভালবাসা আর প্রজ্ঞা-প্রসূত বিবেচনার সম্মুখে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিছুই নহে; কিন্তু এই দুইটিরই অভাব আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি। সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিকট হইতে সেই ভালবাসা ও বিবেচনা পূর্ব পাকিস্তান পায় নাই বলিয়াই যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগটি শতগুণ আঘাত হানিয়াছে। ইহার নতিজা সরকারকে ভোগ করিতেই হইবে। একজন মন্ত্রী মারা গেলে বেতার, টেলিভিশন ও অন্যান্য সরকারী প্রচারযন্ত্র কিভাবে মাতম শুরু করে তাহা আমাদের ভালোভাবেই জানা আছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার টেলিভিশন ১২ লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানিতে কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্ষমাহীন ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছে তাহা আজ সাতকোটি বাঙালীকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। লন্ডন, পিকিং, ওয়াশিংটন, তেহরান, আম্মান, সিডনি, টোকিও ও কলিকাতার বেতার যখন বিশ্ববাসীর নিকট সর্বনাশা জলোচ্ছ্বাসের বিশদ বিবরণ তুলিয়া ধরিয়াছে, সাহায্য ও সামগ্রী পাঠানোর আবেদন জানাইতেছে, তখনও পাকিস্তানের বেতার, টি,ভি, বিশ্বাসঘাতক ও চরম মিথ্যাবাদীর ভূমিকা পালন করিতেছে; তখন তাহাদের আহলাদমাখা অনুষ্ঠানের কমতি হয় নাই; বারলক্ষাধিক রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয় নাই। লক্ষ লক্ষ লাশের দাফন কাফনের কর্তব্যের কথা স্বীকার করা হয় নাই। এর চেয়ে আফসোসের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আজ তাই আমাদের সম্মুখে কর্মসূচী পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করিয়াছি। অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, অনেক কোরবান দিয়াছি। আজ আমাদের হাতে যাহাই অবশিষ্ট আছে সবকিছুই উৎসর্গ করিয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এই সংগ্রাম ভাষণ বিবৃতি নয় - প্রত্যক্ষ মোকাবেলা। এই মোকাবেলা আপোষ নিষ্পত্তিকল্পে চাপ সৃষ্টি করার সংগ্রাম নয়- পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি শোষিত নির্যাতিত মানুষের মুক্তির সংগ্রাম। দলমত নির্বিশেষে আজ সবাই আসুন, আমরা এক ও অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করি। এবং ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে মিছিল ও জনসভার আয়োজন করুন। তাই মিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠান করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিকট জরুরী আবেদন করিতেছি।

এইদিন আপনারা আওয়াজ তুলুনঃ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে এবং আমাদের আজাদী রক্ষা করিতে আমরা সর্বস্ব কোরবান দিতে সদা প্রস্তুত। সেই সাথে আপানার বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুনঃ আমরা স্বাবলম্বী, আত্ম-নির্ভরশীল এবং শৃঙ্খলমুক্ত হইতে চাই। আমরা বিশ্বাসঘাতক আমলাদের শায়েস্তা করিতে চাই।

আমি বিশ্বাস করি মানবতার নামে আজাদীর লড়াইয়ে আমাদের সাফল্য অনিবার্য। সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া আমরা ঈপ্সিত লক্ষ্য পৌঁছাব আশা করি বিশ্ববাসীরও ইহাই বিশ্বাস। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি একটি হুঁশিয়ারীও উচ্চারণ করিতে চাই- আমাদের দুর্যোগ ও দুর্দিনকে সম্বল করিয়া যাহারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কোন চাল চালাইতে চায় তাহাদিগকে আমরা বরদাস্ত করিব না। আমাদের প্রয়োজনে যাহারা সাহায্য লইয়া আগাইয়া আসিতেছে তাহাদিগকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই; কিন্তু সেবার নামে কেহ যদি ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আমাদিগকে আটকাইতে চায় তবে তাহাকেও তল্পীতল্পাসহ আমরা তাড়াইতে বাধ্য হইব।

বাঙ্গালী কোন দিন শিকলের বন্ধনকে মানিয়া লয় নাই আর লইবেও না। বিদেশী সৈন্যই হউন, কূটনীতিকই হউন, আমাদের ইতিহাস ও ঐতহ্যের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করিয়া কাজ করিবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

বাঙালী জাতির মুক্তি-সংগ্রামকে রুখিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই। সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।

- পূর্ব পাকিস্তান- জিন্দাবাদ!
- জনগণের সংগ্রামী ঐক্য- জিন্দাবাদ!
- ইঙ্গ-মার্কিন দস্যুরা-বাংলা ছাড়!
- দুর্গত-জনসেবায় আত্মনিয়োগ কর!

নাছরুম মিনাল্লাহে ফাতহুন কারিব
(জয় আমাদের নিকটবর্তী)
মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী
৩০-১১-১৯৭০ইং

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী আবেদন	আওয়ামী লীগ (প্রচার পত্র)	১ ডিসেম্বর, ১৯৭০

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাইবোনেরা,
আসসালামু আলায়কুম

আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আগামী ৭ই ডিসেম্বর সারা দেশব্যাপী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়েছে। জনগণের ত্যাগ ও নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হচ্ছে এই নির্বাচন। সারা দেশ ও দেশের মানুষকে তীব্র সংকট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি করার সুযোগ এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

দীর্ঘ তেইশ বছরের অবিরাম আন্দোলনের পথ বেয়ে শত শত দেশপ্রেমিকের আত্মদান, শহীদের তাজা রক্ত আর হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীর অশেষ নির্যাতনভোগ ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগণের সামনে আজ এক মহা সুযোগ উপস্থিত। এই নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নির্বাচিত হবার পরপরই পরিষদ সদস্যরা বা রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার গদিতে বসে পড়তে পারবে না। তাঁদেরকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাধা করতে হবে। বস্তুতঃ স্বাধীনতার তেইশ বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল দায়িত্ব এবং অধিকার সর্বপ্রথম এবারই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা লাভ করেছে। তাই এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমার দেশবাসী,

আমাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরও যদি কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের প্রতিনিধিগণ দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে পাকিস্তান বিশেষ করে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ চিরতরে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। কেননা সম্পদ লুণ্ঠনকারী ও একনায়কত্ববাদের প্রতিভূরা দেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার কাজে পদে পদে বাধা দেবে। ভোটাধিকারের নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই মহা সুযোগ ও দায়িত্ব আমরা কুচক্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, তাহলে কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারা মানুষের দুঃখমোচন এবং বাংলার মুক্তি সনদ ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়িত করা যাবে। একমাত্র এই কারণেই আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

কারাগার থেকে বেরিয়ে আমরা জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ এক ব্যক্তি ভোট এক ভোটের দাবী তুলেছিলাম; আজ সেটা আদায় হয়েছে। তাই ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ যোগ্যতা ও সুযোগের অধিকারী। এখন বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যরা যদি একই দলের কর্মসূচী ও আদর্শের সমর্থক হন অর্থাৎ সকল প্রশ্নে তাঁরা ঐক্যমতে থাকতে পারেন তবে আমরা অতীতে চাপিয়ে দেয়া সকল অবিচার, বৈষম্যমূলক আচরণ, আইন-কানুন এবং বে-ইনসাফী শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারব। আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সম্মিলিত দাবীর মুখে দেশের অপর অংশের পরিষদ সদস্যগণ বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি সনদ ৬-দফা

১১-দফা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। এর কারণ, পরিষদে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকব। আর যদি আমরা বিভক্ত হয়ে যাই এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও মতাদর্শের অনৈক্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আত্মঘাতী সংঘাতে মেতে উঠি তাহলে যারা এদেশের মানুষের ভালো চান না ও এখানকার সম্পদের উপর ভাগ বসাতে চান তাদেরই সুবিধে হবে এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত, ভাগ্যাহত ও দুঃখী মানুষের মুক্তির দিনটি পিছিয়ে যাবে।

আমার ভাইবোনেরা,

শেরে বাংলা আজ পরলোকে। হোসেন শহীদ সোহরাওর্য়াদী আমাদের মাঝে নেই। যাঁরা প্রবীণতার দাবী করছেন, তাঁদের অধিকাংশই হয় ইতিমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর বাঙালী বিদ্বেষীদের নিকট নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে তল্পীবাহকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন; নয়তো নিষ্কর্মা, নির্জীব হয়ে পড়েছেন এবং অন্যের সলা-পরামর্শে বশীভূত হয়ে কথায় ও কাজে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি, ভাগ্য-বিপর্যস্ত মানুষের হয়ে আমাদেরকেই কথা বলতে হবে। তাদের চাওয়া ও পাওয়ার স্বার্থক রূপদানের দায়িত্ব আওয়ামী লীগকেই গ্রহণ করতে হবে। এবং সে কঠিন দায়িত্ব গ্রহণে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তার উপযোগী করেই আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলা হয়েছে। নিজেদের প্রাণ দিয়েও যদি এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনকে কণ্টকমুক্ত করতে পারি, আগামী দিনগুলোকে সকলের জন্য সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে পারি এবং দেশবাসীর জন্যে যে কল্পনার নকশা এতদিন ধরে মনের পটে এঁকেছিলাম- সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের পথ প্রশস্ত করে দুঃখের বোঝা যদি কিছুটাও লাঘব করে যেতে পারি- তাহলে আমাদের সংগ্রাম স্বার্থক হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। কারণ, ক্ষোত্রের চেয়ে জনতার দাবী আদায়ের সংগ্রাম অনেক বড়। এখন নির্বাচনের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ ও দাবী আদায়ের দায়িত্ব যদি আমাদের উপর ন্যস্ত করতে চান তাহলে আমাদেরকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সে শক্তি হলো পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। কারণ, এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে অধিকার আদায়ের চাবিকাঠি। তাই আমার জীবনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে আমার একটি মাত্র আবেদন-বাংলাদেশের সকল আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদেরকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিন।

সংগ্রামী দেশবাসী,

সর্বশেষে, আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা পেশ করতে চাই। আপনারা জানেন ১৯৬৫ সালের ১৭ দিনের যুদ্ধের সময় আমরা বাঙালীরা কিরূপ বিচ্ছিন্ন, অসহায় ও নিরূপায় হয়ে পড়েছিলাম। বিশ্বের সাথে এবং দেশের কেন্দ্রের সঙ্গে প্রায় আমাদের সকল যোগাযোগ ও সম্পর্ক ভেঙে পড়েছিলো। অবরুদ্ধ দ্বীপের ন্যায় বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এক সীমাহীন অনিশ্চয়তার মুখে দিন কাটাচ্ছিল। তথাকথিত শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রশাসনযন্ত্র বিশেষ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে সেদিনের সেই জরুরী প্রয়োজনের দিনেও আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। তাই আমার নিজের জন্য নয়, বাংলার মানুষের দুঃখের অবসানের জন্যে ১৯৬৬ সালে আমি ৬-দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। এই দাবী হচ্ছে আমাদের স্বাধীকার. স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দাবী; অঞ্চলে অঞ্চলে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানের দাবী। এই দাবী তুলিতে গিয়ে আমি নির্যাতিত হয়েছি। একটার পর একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আমাকে হয়রানী করা হয়েছে। আমার ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আপনাদের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছিল। আমার সহকর্মীদেরকেও একই অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। সেই দুর্দিনে পরম করুণাময় আল্লাহর আশীর্বাদস্বরূপ আপনারাই কেবল সাথে ছিলেন।

কোন নেতা নয়, কোন দলপতি নয়, আপনারা-বাংলার বিপ্লবী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সর্বহারা মানুষ রাতের অন্ধকারে কারফিউ ভেঙে মনু মিয়া, আসাদ, মতিয়ুর, রুস্তম, জহুর, জোহা, আনোয়ারের মতো বাংলাদেশের দামাল ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে আমাকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কবল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিনের কথা আমি ভুলে যাইনি, জীবনে কোনদিন ভুলবো না, ভুলতে পারবো না। জীবনে আমি যদি একলাও হয়ে যাই, মিথ্যা আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার মত আবার যদি মৃত্যুর পরোয়ানা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলেও আমি শহীদের পবিত্র রক্তের সাথে বেঈমানী করবো না। আপনারা যে ভালবাসা আমার প্রতি আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, জীবনে যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় তবে আমার রক্ত দিয়ে হলেও আপনাদের এ ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করবো।

প্রিয় ভাইবোনেরা,

বাংলার যে জননী শিশুকে দুধ দিতে দিতে গুলীবিদ্ধ হয়ে তেজগাঁর নাখালপাড়ায় মারা গেল, বাংলার যে শিক্ষক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঢলে পড়লো, বাঙলার যে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে জীবন দিলো, বাংলার যে ছাত্র স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে রাজপথে রাইফেলের সামনে বুক পেতে দিলো, বাংলার যে সৈনিক কুর্মিটোলার বন্দী শিবিরে অসহায় অবস্থায় গুলীবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলো, বাংলার যে কৃষক ধানক্ষেতের আলের পাশে প্রাণ হারালো-তাদের বিদেহী অমর আত্মা বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে ঘরে -ঘরে ঘুরে ফিরছে এবং অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার দাবী করছে। রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে যে আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, সে আন্দোলন ৬-দফা ও ১১-দফার। আমি তাঁদেরই ভাই। আমি জানি ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়নের পরই তাদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। কাজেই আপনারা আওয়ামী লীগের প্রতিটি প্রার্থীকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে জয়যুক্ত করে আসেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যে জালেমদের ক্ষুরধার নখদন্ত জননী বঙ্গভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করে তার হাজারো সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা জয়যুক্ত হবো।

শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন।

জয় বাংলা ।। পাকিস্তান জিন্দাবাদ ।

নিবেদক-
আপনাদেরই
শেখ মুজিবুর রহমান।

আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নির্বাচনী দফতর ৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা হইতে আব্দুল মতিন কর্তৃক প্রকাশিত ও পাইওনিয়ার প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মওলানা ভাসানী কর্তৃক স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ঘোষণা	গাপ্তাহিক 'মাতৃভূমি' যশোর থেকে প্রকাশিত	৫ ডিসেম্বর,১৯৭০

পল্টন ময়দানের বিশাল জনসমুদ্রে মওলানা ভাসানীর ঘোষণা ঃ "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান- জিন্দাবাদ"

(বিশেষ প্রতিনিধি)

পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি প্রধান, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সংগ্রামী জনগণের মহান নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল শুক্রবার ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসমুদ্রের দাঁড়িয়ে 'সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মরণপণ সংগ্রামের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা" করিয়াছেন।

পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক যৌথ উদ্যোগে গৃহীত প্রতিবাদ দিবসের অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে আয়োজিত এই জনসভায় ভাষণ দানকালে তিনি জনগণকে সকল ভীরুতা-জড়তা ত্যাগ করে উক্ত সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানান।

মওলানা ভাসানী বলেন, " সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের এই দাবী আইনসঙ্গত- এই সংগ্রামও আইনসঙ্গত। এটি নিছক হুমকির বা চাপ সৃষ্টির আন্দোলন নয়; স্বাধীন-সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের এই সংগ্রামের প্রতি এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার শান্তিকামী ও মুক্তিকামী জনগণের পূর্ণ নৈতিক সমর্থন থাকবে।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "আমাদের সংগ্রাম জীবন-মরণের সংগ্রাম। পূর্ব পাকিস্তানের ১৪ লক্ষ মানুষ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ দিয়েছে। আমাদের সংগ্রামের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হলে আরও ১৫/২০ লাখ লোক জীবন দিয়ে হয় অভীষ্ট সিদ্ধ করবো, না হয় মৃত্যুবরণ করবো।" মওলানা বলেন, "জয় বাংলা" স্লোগান বন্ধ করার জন্য কোন সৈন্য দেওয়া হয় নাই। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান বললে যদি সৈন্য নিয়োগ করা হয়, তাহলে বিরাট ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।"

ইতিহাসের নজিরবিহীন প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলায় বিধ্বস্ত পূর্ব বাংলায় লক্ষ লক্ষ মৃতদেহের 'পরে দাঁড়িয়ে যারা নির্বাচনী প্রচারণার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে চলেছে তাদের সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন, 'তাঁদের ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে চাই না, তারা নিজেরাই বলুন যে তারা জনতার শত্রুনা মিত্র।'

শেখ মুজিবের প্রতি আহবান

'পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামে' শরিক হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের প্রতি আহবান জানিয়ে নববই বৎসরের বৃদ্ধ জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন,'মুজিব, তুমি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামে যোগ দাও। যদি আমেরিকা ও ইয়াহিয়ার স্বার্থে কাজ কর তাহলে আওয়ামী লীগের কবর' ৭০ সালে অনিবার্য।'

এই প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী আরও বলেন,' যারা বলে নির্বাচনে শতকরা একশোটি আসনে জয়ী হয়ে প্রমাণ করবে জনতা তাদের পিছনে রয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নেই। দক্ষিণ ভিয়েতনামে দেশপ্রেমিক

গেরিলারা যখন লড়াই করেছে তখনও সংগ্রামের মুখে নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু তার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়নি যে নির্বাচনে বিজয়ীরা জনগণের বন্ধু। বরং তারা সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারের তল্পীবাহক।'

বিদেশী সৈন্য হটাও

দুর্গত এলাকায় রিলিফ দেওয়ার নামে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিপুলসংখ্যক মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যেও ঘাঁটি স্থাপন সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন, '' আমেরিকা ও বৃটেন ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশ দুর্গত মানবতার সেবায় স্বেচ্ছাসেবক, সাহায্য দ্রব্য ও সাংবাদিক প্রেরণ করেছেন। শুধুমাত্র আমেরিকা ও বৃটিশরা কামান-বন্দুক নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় মানবতার সেবা করতে এসেছে। সশস্ত্র হয় সেবা করা যায় না-যুদ্ধ করা যায়।'' তিনি পৃথিবীর জনগণের শত্রুমার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার লেজুর বৃটেনের সেনাবাহিনীকে আগামী ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মাটি থেকে বিদায় নেওয়ার নির্দেশ দেন। অন্যথায় 'মার্কিন ও বৃটিশ দূতাবাস জ্বালিয়ে দেওয়া হবে' বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

যুদ্ধ জননেতার বক্তৃতাকালে তিন লক্ষাধিক লোকের এই বিশাল জনসমুদ্র থেকে মাঝে মাঝে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ইঙ্গ- মার্কিন দস্যুরা বাংলা ছাড়', পূর্ব বাংলার নয়নমণি- মওলানা ভাসানী' প্রভৃতি শ্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল।

এই পর্যায়ে মওলানা ভাসানী বলেন,' শুধু শ্লোগানে সংগ্রাম হয় না। হয় মরে যাব, নয়তো সার্বভৌমত্ব পাব এই কি আপনারা চান? ডববেকের কাছে জিজ্ঞেস করুন। যদি কোরবানী দিতে প্রস্তুত থাকেন তবে হাত তুলুন।' জনতা মুহুর্মুহু শ্লোগানের সাথে হাত তোলেন। মওলানা ভাসানী তখন নিজেই শ্লোগান দেন, 'নারায়ে তকবীর-আল্লাহু আকবর' 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান- জিন্দাবাদ'। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ থেকে তাদের প্রিয় নেতার শ্লোগানের প্রতিধ্বনি ভেসে আসে।

উক্ত জনসভায় আরও যারা ভাষণ দেন তাঁরা হলেন ন্যাশনাল লীগের সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান, পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সভাপতি পীর মোহসেন উদ্দীন, কৃষক-শ্রমিক পার্টি প্রধান জনাব এ,এস,এম সোলায়ামান ও পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মশিয়ুর রহমান।

সভাশেষে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে উপস্থিত জনতার এক বিরাট মিছিল বিভিন্ন শ্লোগান দিতে দিতে রাজধানীর সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেষিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল	দ্য ডন	১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭০

PAKISTAN NATIONAL ASSEMBLY ELECTION RESULTS

Name of party	No. of Seats Contested	East Pakistan	PROVINCE-WISE RESULT Punjab	Sind	NWFP	Balu-chistan	Tribal Area	Indirectly Elected Women's Seats	Total
Awami League	162	160	..	..	..	..	..	7	167
Pakistan People's Party	122	..	64	18	1	..	..	5	88
All Pakistan Muslim League (Qaiyum)	132	..	1	1	7	..	..	..	9
Muslim League (Council)	119	..	7	..	..	..	..	..	7
Jamait-ul-Ulema-i-Islam (Hazarvi Group)	93	..	..	..	6	1	..	..	7
Markazi-Jamait-ul-Ulema-i-Islam (Thanvi Group)	Not Known	..	4	3	..	..	..	..	7
National Awami Party (Wali Khan)	61	..	..	..	3	3	..	1	7
Jamait-e-Islami	200	..	1	2	1	..	..	..	4
Muslim League (Convention)	124	..	2	..	..	..	..	..	2
Pakistan Democratic Party	108	1	..	..	..	..	..	..	1
Independents	300	1	3	3	..	..	7	..	14
		162	82	27	18	4	7	13	313

EAST PAKISTAN PROVINCIAL ASSEMBLY ELECTION RESULTS

				General Seats (300)		Indirectly Elected Women's seats		Total
Awami League	..	..	..	288		10		298
Pakistan democratic Party	..	..	..	2		..		2
Pakistan People's Party	..	..	..	..		..		..
Muslim League (Council)	..	..	..	..		..		..
Muslim League (Convention)	..	..	..		..		..	
All Pakistan Muslim League (Qaiyum)		..	..		..		..	
National Awami Party (Wali Khan)		..	..	1		..		1
Jamait-i-Islam		..	..	1		..		1
Nizam-e-Islami	..	..	..	1		..		1
Jam Ulema-i-Islam (Thanvi Group)		..	..	..		..		..
Marakzi-Aho-e-Hadis ..	..	..	..		..		..	
Jamait-Ulema-i-Islam (Hazarvi Group)		..	..		..		..	
Sind-Karachi-Punjabi-Pathan		..	..		..		..	
Muttahida Mahaz		..	..		..		..	
Baluchistan United Fort			..	..		..		..
Pakhtoon Khawa (Nap)			..	..		..		..
Independence			..	..		..		..
Total No. of seats				300		10		310

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'জনগণের সুস্পষ্ট রায় সত্ত্বেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট প্রকৃত শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই'	'হাতিয়ার' (পত্রিকা)	১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭০

'জনগণের সুস্পষ্ট রায় সত্ত্বেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট প্রকৃত শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই'

আমাদের দেশের ঘুণে ধরা রাষ্ট্রযন্ত্রটি মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতি ধনিক. যাহারা একই সঙ্গে সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ধারক, তাহাদেরই হাতের মুঠোর মধ্যে রহিয়াছে। গত ২৩ বৎসর ধরিয়াই ইহা তাহাদের কজার মধ্যে রহিয়াছে। এই রাষ্ট্রযন্ত্র কেবলমাত্র শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমবাজির যন্ত্র, যাহা ঐ মুষ্টিমেয় ধনিকদের স্বার্থরক্ষার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা দেশের উভয় অংশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত জাতীয় ধনিকের অর্থাৎ জনসাধারণের কোন অংশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এবং অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য - বাসস্থান সমস্যার এতটুকু সমাধান করিতেও অক্ষম, বরং দিনে দিনে এই সমস্যাগুলি বাড়াইয়া তোলাই ইহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

সম্প্রতি দেশের শাসনতন্ত্র তৈরীর জন্য আইনগত কাঠামোর আওতায় গণপরিষদের ৯টি আসন বাদে সব কয়টি আসনের নির্বাচন হইয়া গিয়াছে এবং বাকী আসনগুলির নির্বাচনও জানুয়ারীর ১৭ তারিখে সম্পন্ন হইবে। মুষ্টিমেয় একচেটিয়া ধনিকের কেনা গোলাম জেনারেল ইয়াহিয়ার স্বৈরাচারীমিলিটারী সরকার চায় বর্তমান ঘুণে ধরা রাষ্ট্রযন্ত্রটি অক্ষুন্ন থাকুক, কারণ ইহা তাহার প্রভুদের স্বার্থ রক্ষার যন্ত্র এবং সেই চিন্তা করিয়া গণবিরোধী মিলিটারী সরকার জোর করিয়া আইনগত কাঠামো আদেশ চাপাইয়া দিয়া নির্বাচন করাইয়া লইয়াছে। গনপরিষদ যদি আইনগত কাঠামো আদেশ মানিয়া লইয়া শাসনতন্ত্র তৈরী করে তাহা হইলে বর্তমান ঘুণে ধরা রাষ্ট্রযন্ত্রটিই বহাল থাকিবে।

মিলিটারী হর্তা-কর্তা-বিধাতাদের ঐরূপ খায়েশ থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণ নির্বাচনে অন্য প্রকার রায় দিয়া দিয়াছে এবং নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্জনকারী আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টি এবং সেই সঙ্গে জেনারেল ইয়াহিয়ার সরকার শাসনতন্ত্র তৈরীর প্রশ্নে মহাবিপাকে পড়িয়া গিয়াছে। বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্র বহাল রাখার জন্য ১৯৫৬ সালে এবং ১৯৬২ সালে জোর করিয়া দুইবার দুইটি শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা যে জনসাধরণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে, তাহাদের উপর পুনরায় অনুরূপ কোন শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব হইবে কিনা উহা লইয়া তাহারা মহা ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া আজ যখন ১৯৭০ সালের জনসাধারণের চেতনা একটি গণঅভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এবং স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আকাঙ্খাও তাহাদের অত্যন্ত তীব্র, তখন একই রাষ্ট্রযন্ত্র দ্বারা বাঙালী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান বেলুচ, দেশের এই পাঁচটি ভাষাভাষী জাতি এবং বিভিন্ন উপজাতির উপর শোষণ-নিপীড়ন চালানো যে অত্যন্ত দুরুহ ইহা তাহারা হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছে। ভুট্টো সাহেব অবশ্য 'দেশের সংহতি, ঐক্য এবং অখন্ডতার বিনিময়ে শাসনতন্ত্র তৈরী হইতে পারে না' বলিয়া অভিমত দিয়া বসিয়াছেন এবং শেখ সাহেবও তাঁহার 'জয় বাংলা' শ্লোগানের সঙ্গে নতুন করিয়া 'জয় পাকিস্তান' যুক্ত করিয়াছেন, তথাপি 'সংহতি'র বাতিল শ্লোগানে যে জনসাধারণ আর সায় দিবে না ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। জনপ্রিয়তার সুযোগে ঐ দুই নেতা জনগণকে আর ধোঁকা দিয়া বশে রাখিতে পারিবেন না।

আইন পরিষদের অধিবেশন বলিতে এখনও স্পষ্টতঃ মাস দুয়েক দেরী। ইহার মধ্যে স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্খা জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে আরও তীব্র হইয়া না উঠিতে পারে, মিলিটারী শাসকগোষ্ঠী তজ্জন্য চিরাচরিত কায়দায় দেশের সংবাদপত্রসমূহের টুঁটি টিপিয়া ধরিতেছে এবং তাহা অত্যন্ত গোপনে। কেন্দ্রীয় তথ্য বিভাগ 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' 'স্বাধীন বাংলা' বা 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' এমনকি 'সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান' কথাগুলি যাহাতে উচ্চারিত না হয় তজ্জন্য সংবাদপত্রগুলির প্রতি গোপন নির্দেশ জারি করিয়াছে। এই নির্দেশ 'প্রেস নোট' আকারে জারি করিলে উল্টা ফল ফলিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কাও তাহাদের রহিয়াছে।

ইহা হইতে স্পষ্টতঃ অনুমান করা চলা যে, জেনারেল ইয়াহিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের তখনই ব্যবস্থা করিবে, যখন বর্তমান ঘুণে ধরা রাষ্ট্রযন্ত্রটি বহাল রাখার মত করিয়াই একটি শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবে। এবং তাহাই যদি হয় তাহা হইলে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত হইলে জনপ্রতিনিধিরা কায়েমী শোষকগোষ্ঠীর ক্রীড়নক হিসাবেই কাজ করিবে।

১৯৬৮-৬৯ সালে ১১-দফার গণঅভ্যুত্থান ঘটাইয়া জনসাধারণ যে রাষ্ট্রযন্ত্রটি অচল করিয়া দিয়াছিল ও ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতেছিল, মার্শাল ল'র শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া কায়েমী শাসকগোষ্ঠী সেই রাষ্ট্রযন্ত্রকেই আবার জোড়া তালি দিয়া চালু করিয়া রাখিয়াছে। এইবার নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় উহা বাতিল করা গেল না দেখিয়া দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি, বিশেষ করিয়া পূর্ব বাংলার জনসাধারণ নিশ্চিতভাবেই আরেক নবতর গণঅভ্যুত্থান ঘটাইয়া উহাকে উৎখাত করিয়া আকাঙ্খিত ১১-দফাভিত্তিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠা করিবেই।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের আসনে বসেন না’ বলে ভুট্টোর ঘোষণা	‘পাকিস্তান টাইমস;	২১ ডিসেম্বর, ১৯৭০

PEOPLE'S PARTY WILL NOT SIT IN OPPOSITION
NO CONSTITUTION WITHOUT OUR CO-OPERATION.

Mr. Z. A. Bhutto’s statement in Lahore on December 20, 1970.

Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of the Pakistan People’s Party declared in Lahore on Sunday that no Constitution could be framed nor could any government at the Centre be run without his party's co-operation. The PPP, he added, was not prepared to occupy the Opposition Benches in the National Assembly.

He said that the PPP could not wait for another five years and that it did not hold power, the pledges made by the party to the people would not be redeemed and their problems would not be solved.

Addressing a huge crowd outside the Punjab Assembly Chambers at the termination of his seven-mile long procession four hours after his arrival from Larkana, Mr. Bhutto said that he had all regards for Sheikh Mujibur Rahman who had returned with great majority of the Awami League in the National Assembly, but, he added “majority alone doesn't count in national politics”.

He said that the PPP had won majority in the provincial Assemblies of Punjab and Sind and added that the real power of the Centre lay in these two provinces. No government at the Centre therefore could be run without the PPP’s co-operation, he added.

He said that the PPP would endeavor to frame a people’s Constitution for Pakistan with maximum provincial autonomy for all provinces. One Unit had been dissolved and all provinces revived in West Pakistan. For giving autonomy to the provinces, the PPP’s co-operation was essential he added.

*   *   *   *   *

Earlier, he explained how the PPP fought against the Ayub regime and what hardships it had to undergo in its struggle to overthrow dictatorship. In this connection he referred to the efforts of former President Ayub Khan to perpetuate himself in power by convening a Round Table Conference which he said, was a clear conspiracy against the people of Pakistan. That was the reason, he explained, that the PPP had refused to participate in RTC because it was the game of Ayub Khan to remain in power by conceding the principle of parliamentary form of government.

He said that when the people were engaged in their country-wide movement against Ayub dictatorship, the reactionary forces had tried to stem the tide by raising the bogey of 'Islam in danger' only to save their jagirdaris, zamindaris, wealth and other vested interests. Some of these reactionary people had so much exploited Islam that they even dared to desecrate the Holy Quran by burning its copies only to blame the torch- bearers of the movement against the Ayub regime.

According to PPI, Mr. Bhutto also referred to a suggestion of a local English daily and said that if he remained in the opposition; how could he solve the people's problems, who would then bring down the prices and who would liberate the masses from the clutches of capitalists?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভুট্টোর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের বক্তব্য	পাকিস্তান অবজারভার	২২ ডিসেম্বর, ১৯৭০

AWAMI LEAGUE COMPETENT TO FRAME CONSTITUTION
Mr. Tajuddin Ahmed's Rejoinder to Mr. Bhutto's Statement of
December 20, 1970.

The following is the full text of the statement issued on December 21; by Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary of the East Pakistan Awami League, as a rejoinder to Mr. Bhutto's assertion that neither the Constitution could be framed nor a Central Government could be formed without active co-operation of his party.

The statement attributed to Mr. Zulfiqar Ali Bhutto that neither the country's Constitution could be framed nor a Central Government could be formed without active co-operation of his party cannot be correct. The Punjab and Sind can no longer aspire to be 'bastions of power' The democratic struggle of the people has been aimed against such 'bastion of power' The people have voted to establish a real democracy in which power vests with the people, and the legislature is constituted on the basis of the 'one man one vote' principle. In such a system a party enjoying a comfortable indeed an absolute majority as the Awami League does with a clear electoral mandate is quite competent to frame the Constitution and to form the Central Government. This can be done with or without any other party. Such co-operation as may be obtained will be for the Awami League to choose and will be sought on he basis of adherence to and acceptance of the principles and the programme of the Awami League, which seeks to establish a new economic and social order, free from exploitation.

An elected representative of a province cannot claim any special or superior status over that of any other province. To make such a claim is to hark back to the parochialism of the past when the Central Government was seen as the preserve of a ruling coterie drawn only from certain parts of West Pakistan. The people of Pakistan have rejected the past. If we are to move towards a better future, such claims should be avoided as they generate unnecessary and harmful controversy. The Awami League is fully aware of its responsibility to implement the will of the people of Pakistan and will spare no effort to do so.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় মুজাহিদ সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত ‘‘স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের রূপরেখা’’	জাতীয় মুজাহিদ সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা	১ জানুয়ারী, ১৯৭১

আমরা যা কিছু সপেছি তোমায়, স্বদেশ আমারঃ স্বদেশ আমার
স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের রূপরেখা
পশ্চিম পাকিস্তান এ পর্যন্ত বেশী নিয়েছে এগারো হাজার কোটি টাকা
কেন্দ্রীয় চাকুরীতে বাংগালীর সংখ্যা শতকরা মাত্র দশজন

সূচনা

সুদীর্ঘ ২৩ (তেইশ) বৎসর ধরিয়া পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ আমাদেরকে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার একশেষ করেছে। কিন্তু কেন এমন করছে? তাদের খপ্পর থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় এবং মুক্তির পরেই বা কি করতে হবে? তার জবাব পেতে হলে আমাদেরকে খুঁজে দেখতে হবে- কেন পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল? ইহার সৃষ্টির পরে কেন নানা জটিলতার পরিস্থিতির উদ্ভব হইল? পরিস্থিতিগুলি কি কি? ইহার মোকাবিলায় আমাদের রাজনীতিকরা কি কি করেছে এবং ইহারই প্রতিকার বা কি?

আমরা একে একে এসব বিষয়ের উপর যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

১। পাকিস্তান সৃষ্টির কারণ

যুগের পর যুগ ধরে, রোমান এবং পারসিকদের চেয়ে অধিক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার পরেও প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে, পাক-ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গ বহিরাগত আরবী মুসলমানদের নিকট ধীরে ধীরে পরাজয়বরণ আরম্ভ করেন। পরাজিতদের অনেকেই পাহাড়-পর্বতে লুকিয়ে লুকিয়ে, স্বতন্ত্রভাবে, প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। আরবদের পরে নানা জাতের মুসলমানেরা পাক-ভারতকে শাসন করে। মুসলিম শাসনামলের শেষের দিকে, মহর্ষি আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, হিন্দু সমরশক্তি অনেকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আশ্চর্য্যের বিষয়, সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে পাক-ভারতের একটি লোকও, মুসলিম সমরশক্তির ভয়ে ভীত হয়ে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। বরং-মুসলমান সুফী-দরবেশদের মাহাত্ম্যের ভয়ে ভীত হয়ে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। বরং-মুসলমান সুফী-দরবেশদের মাহাত্ম্যের প্রভাবে, এদেশের অগণিত লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় অংশ্র গ্রহণ করে। অধিকন্তু প্রায় হাজার বৎসর এদেশে বসবাস করার পর, বহিরাগত স্বল্পসংখ্যক মুসলমানদের প্রায় সকলেই তাদের অতীত ভুলে গিয়ে, এদেশের স্থায়ী অধিবাসীতে রূপান্তরিত হয়।

আরব দেশের মুসলমানেরা যে রকম আরব পৌত্তালিকদের বংশধর, ইরান তথা পারস্যের মুসলমানেরা যে রকম পারসিক অগ্নিপূজকদের বংশধর, মিশরের মুসলমানেরা যে রকম ফেরাউন ও ইহুদিদের বংশধর, তদ্রুপ-আমরা পাক-ভারতের মুসলমানেরা এবং বিশেষ করিয়া বাংলাভাষী মুসলমানেরাও পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যজাতী হিন্দুদের আলোকপ্রাপ্ত বংশধর। পুঁথি-সাহিত্য এবং কিংবদন্তী হ'তে জানা যায়, পৃথিবীর প্রথম নর আদম তথা মনু এবং তার সাথী হাওয়া, বাংলাদেশের স্বরন্দীপ ও তার আশেপাশেই আবির্ভূত হন। পৃথিবীর লক্ষকোটি বৎসরের আবর্তন, বিবর্তন ও কম্পনের ফলে যে দ্বীপ ধ্বসে গিয়ে বর্তমানে ক্ষুদ্রাকৃতি সন্দীপে পরিণত হয়েছে।

এদিক থেকে বিচার করলেও দেখা যায়, মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকে, পাক-ভারতের লোকেরা এবং বিশেষ করে বাংলাভাষীরা একত্রে বসবাস করে আসছে।

আদমের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে, পাক-ভারতে আবির্ভূত অসংখ্য নবীর শিক্ষানুযায়ী আদিযুগে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় হিন্দু ধর্ম ও একটি একেশ্বরবাদী এবং সাম্যবাদী ধর্ম ছিল। কিন্তু হিন্দু রাজা-মহারাজা ও সামন্তবর্গ তাদের সৃষ্ট কায়েমী স্বার্থকে রক্ষার জন্য হিন্দু ধর্মেও পৌত্তলিকতা ও হৃদয়বিদারী জাতিভেদ প্রথা ঢুকিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে তাহার ঐশ্বরিক ধর্মটিকে, পরধর্ম সংহারকারী একটি গোড়া ও রক্ষরণশীল ধর্মে পরিণত করে। যার ফলে পাক-ভারত থেকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রায় লোপ পায়। যার প্রভাবে এখানকার ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা রাতারাতি তাদের হিন্দু ভ্রাতৃবর্গের চিরশত্রুতে পরিণত হয়। কেবল ইসলাম ধম গ্রহণ করার অপরাধে হিন্দু আত্মীয়স্বজনদের সংগে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের লক্ষকোটি বৎসরের রক্তমাংসের সম্পর্ক এক নিমিষে ঘুচে যায়। কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী হিন্দুগণ, স্থানীয় ধর্মান্তরিত কোটি কোটি মুসলমানকেও বহিরাগত মুসলমানদের পর্যায়ে ফেলে, পাক-ভারতের সকল মুসলমানকেই খেজুর তলায় তাড়ানোর অথবা সমূলে ধবংস করে দেওয়ার প্রকাশ্য দাবী উঠতে থাকে। এই ভাবেই তাহারা বহিরাগত মুসলমানদের নিকট অতীতে পরাজিত হওয়ার গ্লানি মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর হয়।

ইংরেজদের হাতে পাক-ভারতের মুসলিম রাজশক্তির পতনের পর হিন্দু কায়েমী র্স্বাথবাদী গণের মুসলমান ধবংস করার সুযোগ আরো বৃদ্ধি পায়। তাহারা প্রাপ্ত সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে থাকে। হিন্দু-মুসলিম উদারপন্থী নেতা ও মনিষীদের, হিন্দু-মুসলমান মিলনের বাণীর প্রতি বর্ণিত কায়েমী স্বার্থবাদীগণ বৃদ্ধাংগুষ্ঠি প্রদর্শন করে। ইংরেজ বেনিয়াদের সংগে একজোট হয়ে হিন্দু কায়েমী র্স্বাথবাদীগণ পাক-ভারতের প্রায় সকল জমিদারী-জোতদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী-বাকুরী; তাহাদের নিজেদের কুক্ষিগত করে ফেলে। তাহারা পাক-ভারতের মুসলমান এবং বিশেষ করে বাংলার মুসলমানগণকে অচ্ছ্যুৎ চাষা-ভূষার জাতীতে পরিণত করে।

প্রতিবেশী হিন্দু কায়েমী র্স্বাথবাদীদের অত্যাচার, অবিচার, অবমাননাকর ব্যবহার ও নির্মম শোষণে জর্জরিত হতে হতে এখানকার মুসলমান অধিবাসীগণ মরিয়া হয়ে উঠে। তাহারা হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় অনুভব করতে থাকে পূর্বের সূর্য্য যেমন পশ্চিমে উদয় হওয়া সম্ভব নহে-পাক-ভারতের দু'টি জাতি, হিন্দু ও মুসলমানের মিলনও সেরুপ সম্ভব নহে। তদুপরি হিন্দু ও মুসলমানের চাল-চলন, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ভিন্নমুখী। তাই মুসলমানেরা নিজেদের অস্তিত্ব এবং বিশেষ করে, তাহাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় ধর্ম ইসলামকে রক্ষার জন্য পাক ভারতের মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি নিয়ে, পৃথক দুইটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার দাবী করেঃ পাক-ভারতের পূর্বাঞ্চল তথা বাংলা ও আসাম নিয়ে যাহার একটি হওয়ার কথা ছিল এবং বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যাহার আরেকটি হওয়ার কথা ছিল ইতিহাসে, ইহাই লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত।

এই লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করেই, পাক-ভারতের মুসলমানেরা এবং বিশেষ করে বাংলা ও আসামের মুসলমানেরা তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করে দেয়। অজস্র রক্ত ক্ষয় হয়। শেষ পর্যন্ত, ১৯৪৭ ইংরেজীর ১৪ই আগস্ট পাক-ভারতের বুক চিরে বর্তমান পাকিস্তান জন্মলাভ করে। আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃবর্গ, পাকিস্তানের চেয়ে প্রায় ৫ (পাঁচ) গুণ বৃহৎ হিন্দুস্থান, তাহাদের নিজেদের অংশে প্রাপ্ত হন।। সুতরাং আমাদের হিন্দু ভাইদেরও অসন্তুষ্ট থাকার কোন কারণ নাই। বরং লোক সংখ্যার অনুপাত হিসাবে মুসলমানদেরই অসন্তুষ্ট হওয়ার কথা।

লক্ষ লক্ষ মুসলমানের ক্ষতির রক্তে স্নাত হয়ে, পৃথিবীর বুকে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির জন্ম হলে কি হবে? জন্মের পরপরই ইহাতে নানা জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আমরা এখন এই জটিলতা সৃষ্টির কারণ নিয়ে আলোচনা করব।

২। জটিলতা কেন ?

দুঃখের বিষয় উমাইয়া সাম্রাজ্যবাদিগণ যেভাবে ইসলামের সাম্যবাদি নীতিগুলোকে এবং ইসলামি গণপ্রতিনিধিত্বকে (খেলাফতকে) আঁতুরঘরেই গলা টিপে মেরে ফেলেছিল; অবিকল সেইভাবে পশ্চিমাঞ্চলের কতিপয় তথাকথিত মুসলমান নেতা, পুঁজিপতি এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের নিয়ে গঠিত একটি সাম্রাজ্যবাদীচক্র পাক-ভারতের গঠিতব্য ইসলাম রাষ্ট্র দুটির রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ইসলামকে নির্বাসন দেয়ার পাকাপাকি ব্যবস্থা, রাষ্ট্রদয়ের জন্মের পূর্বেই করে রেখেছিল। বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদিদের পূর্ব-কল্পিত ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ, পুরাপুরি দুটি প্রদেশের পরিবর্তে বাংলার পূর্বাংশ এবং আসামের দক্ষিনাংশ তথা সিলেট জেলা নিয়ে বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়। তাহারা বাঙ্গালী পূর্ব মুসলমানদের ভাবাবেগের সুযোগ গ্রহণ করতঃ শোষণের সুবিধার্থে, পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে দুটি রাষ্ট্র গঠণ করার পরিবর্তে, উভয় অঞ্চলের সমবায়ে মাত্র একটি রাষ্ট্র গঠণ করে । কারণ, যেভাবেই হউক, পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বলগ্নে পাক-ভারতের মুসলমানদের নেতৃত্ব, তাহাদের মুঠোর মধ্যে ছিল। ফলে ইসলামের নামে অর্জিত রাষ্ট্রটির জন্মের পর থেকেই, তাহার রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ইসলাম উধাও হয়ে যায়ঃ অন্যায়-অনাচার, অত্যাচার-অবিচার, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রাষ্ট্রটির নিত্যকার ঘটনায় পর্যবেশিত হয়। মুসলমানদের ইসলাম সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠন করার দীর্ঘদিনের স্বপ্নটি অচিরেই ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়।

১৯৪০ ইংরেজির লাহোর প্রস্তাবের মর্ম অনুযায়ী দুটি পৃথক ইসলামী রাষ্ট্র গঠন না করতেই, পাকিস্তানের জন্মের পর নানা জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এখন আমরা তাহার উপরই আলোকপাত করব।

৩। পাকিস্তানের পরিস্থিতি

লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী দু'টি পৃথক ইসলাম রাষ্ট্র গঠন না করায়, পাকিস্তানের জন্মের পরে প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানে মোট দু'ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তাহার, একটি হলো (ক) পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর একচেটিয়া শাসন, শোষণ ও নির্যাতন। অপরটি হলো (খ) ইসলামের নাম ভাংগিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী তথাকথিত মুসলমান সাম্রাজ্যবাদীগণ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর অবিরাম পীড়নের ফল স্বরূপ এখানকার একশ্রেণীর মুসলমানের আদর্শিক মৃত্যু।

(ক) পশ্চিমাদের পীড়ন

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার জেরার সময় প্রকাশ পেয়েছে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বাংগালী সৈন্যের অনুপাত ৪% (শতকরা চারজন মাত্র): প্রতি ৬০ (ষাট) জন সামরিক অফিসারের মধ্যে বাংগালী মাত্র ১ জন। ১৯৬৮ পর্যন্ত কেন্দ্রের ২০ (বিশ) জন সেক্রেটারীর মধ্যে একজনও পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী ছিলেন না। পরিকল্পনা কমিশনের নিয়ন্ত্রণ আজ পর্যন্ত কোন বাংগালী অফিসার পাননি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সকল বিভাগের চূড়ায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের ও অনেক বিভাগের চূড়ায় অথবা গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে আছে নিশ্চয়ই কোন পশ্চিম পাকিস্তানী অথবা বাংগালী নামধারী কোন মোহাজের। পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতি করার ব্যাপারে সে সকল মোহাজেরদের প্রায় সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়েও একধাপ আগে চলে। বাজে এবং গুরুত্বহীন পদগুলোতে নিয়োজিত পূর্ব পাকিস্তানীগণকে মিলিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বেসামরিক চাকুরীতে গড়ে বাংগালীর অনুপাত ১১% (শতকরা এগারজন) মাত্র। এই এগারজনের মধ্যে বর্ণিত মোহাজেরগণকেও ধরা হয়েছে। এদিকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বাংগালী বেকার ঘুরছে। পশ্চিমাদের শয়তানীর জন্য চাকুরী পায় না। ইংরেজীর ১৯৬৫ সালে লাহোর যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংগালীরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। এতদসত্ত্বেও কোটি কোটি বাংগালীকে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি না করে, ঐ যুদ্ধের পর পরই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অগণিত লোক সামরিক বাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছে। চাকুরী এই বৈষম্যের

দরুন পশ্চিমারা শুধু আমাদের উপর কর্তৃত্বই করেছে না, বরং কেন্দ্রীয় বাজেটের চাকুরী খাতের ৯০ (নববই ভাগই) প্রতি বৎসর পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে।

উপরোক্ত সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের দরুন পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ নিরাপত্তা আইন, দেশরক্ষা আইন এবং সামরিক আইন জাতীয় বাংগালী-পীড়ন আইন কথায় কথায় জারি করে দেয়। হাজার হাজার সচেতন বাংগালীকে জেলে পুরে দেয়। প্রয়োজন দেখা দিলে, তাহারা আগরতলাষড়যন্ত্র মামলার মত মিথ্যা বাংগালীপীড়ন মামলা সাজাতেও পিছ পা হয় না। সাম্রাজ্যবাদীদের তর্জনীর সংকেত অনুযায়ী কাজ না হলে, তাহারা নিজেরাই নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দিয়ে কর্মরত মন্ত্রীসভাকে ভেংগে দেয়। ইচ্ছা হলে সামরিক শাসন জারী করে দেয়। দেশের বৈধ শাসনতন্ত্রকে পর্য্যন্ত আস্তাকুড়ে ফেলে দেয়।

ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদীগণ পূর্ব পাকিস্তানকে শুধু একচেটিয়াভাবে শাসন করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা গত ২৩ (তেইশ) বৎসর পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণেরও একশেষ করেছে। দ্বার রক্ষী বংশজ সাম্রাজ্যবাদীগণ বলতে গেলে পূর্ব পাকিস্তানের টাকা দিয়েই মরুভূমিসম পশ্চিম পাকিস্তানকে সুজলা-সুফলা শষ্যশ্যামলা উর্বর ভূমিতে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। আর এদিকে সুজলা-সুফলা শষ্যশ্যামলা সোনার বাংলাকে মহাশ্মশানে পরিণত করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত গম, পূর্ব পাকিস্তানে বিক্রী করার উদ্দেশ্যেই তাহারা পরিকল্পনা বহির্ভূত মাত্র ২০০০ (দু'হাজার) কোটি টাকা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাণান্তকারী বন্যা সমস্যার সমাধান করছে না, এবং পটুয়াখালীর রূপসা হতে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা পর্যন্ত ১০০ (একশ) মাইল দীর্ঘ প্রলয়ংকারী গরকীরোধকারী সামুদ্রিক বাঁধ (ব্রেকওয়াটার), মাত্র এক হাজার কোটি টাকা দিয়ে নির্মাণ করছে না কারণ বন্যা সমস্যার ও গরকী সমস্যার সমাধান হলে, পূর্ব পাকিস্তানও উদ্বৃত্ত এলাকায় পরিণত হবে। এলোপাতাড়ি কাজ দ্বারা যাতে বন্যা সমস্যা বৃদ্ধিপায়, তদ্দরুন বন্যা সমস্যা সমাধানের নাম নিয়ে তাহারা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ইদানিং বাৎসরিক মাত্র ত্রিশ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তাহাও ঠিকমত পৌঁছে কিনা তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সাদ্দাদের বেহেশতসম রাজধানী করাচী থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানীগণকে ভুখা-নাঙ্গা-বেকার রেখে, দুষ্ট সাম্রাজ্যবাদীগণ পরিকল্পনা বহির্ভূত অজস্র টাকা দিয়ে বিলাসবহুল ও অপ্রয়োজনীয় রাজধানী ইসলামাবাদের কাজ সাত তাড়াতাড়ি করে যাচ্ছে। ভাবখানা এই লুটের মাল পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে গেলে আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যাবে।

জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, সিন্ধু উপত্যাকার পুনরুদ্ধার ইত্যাদির জন্য আজ পর্যন্ত বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদীগণ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে, পরিকল্পনা তবে না হয় তওবা করে, আবার; বৃহত্তর শক্তিশালী এবং ধর্মনিরপেক্ষ অখন্ড ভারতই গঠন করা যাবে। কিন্তু মহামান্য নাগরিকদের কিলের ভয়ে, ধর্মনিরপেক্ষওয়ালারা আবার সে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না। একদল ধর্মনিরপেক্ষওয়ালা আবার পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের ইশারায় পাকিস্তানকে বর্তমান আকারে আলাদা রেখেই ইহাকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। আগেই বলা হয়েছে, তাতে পূর্ব পাকিস্তানকে নির্বিচারে শোষণ করতে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরাট সুবিধা হয়ঃ খাটি ইসলামী রাষ্ট্র হলে তাহারা আর পূর্ব পাকিস্তানকে যদিচ্ছা শোষণ করতে পারবে না। শোষণটা একটু রয়ে-সয়ে করতে হবে। এখন ইহা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে হলে পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা হওয়া উচিত।

পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানগণ আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত। অবস্থাদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে, কেবল পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণই নহে, তৎসহ আরও কয়েকটি পরস্পর বিরোধী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের আন্তর্জাতিক দাবার ঘুঁটিতে পরিণত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই এখানকার মুসলমানগণকে আজ অত্যন্ত হিসাব করে পা ফেলতে হবে। পা' একটুখানি ফসকালেই গভীর খাদে পতিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান। পাক-ভারতের হিন্দু কায়েমী স্বার্থবাদীরা অত্যাচার করত বলে আমরা মুসলমানেরা দুটি স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলাম। আমাদের সে স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ আমাদের উপর অত্যাচার করছে বলে, আমরা আবার হিন্দু-ভারতের দাসত্ব অথবা

ধর্মনিরপেক্ষ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব অথবা ধর্মবিরোধী কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্ব মেনে নিতে পারি না।

কেহ যদি বিধর্মীদের প্রতি উদার ব্যবহার বা গণতন্ত্র শিখতে চান, তবে তাহার সন্ধান মহান ইসলাম ধর্মের মধ্যেই পাবেন। এতদসত্ত্বেও বিধর্মীদের প্রতি উদার ব্যবহার শিক্ষা অথবা গণতন্ত্র শিক্ষার জন্য কেহ যদি ভারতের দিকে অথবা ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে ধাবিত হন, তাহলে বুঝতে হবে তাহার উদ্দেশ্যে উদারতা বা গণতন্ত্র শিক্ষা করা নহে। বরং ঐ সকল দেশের গোলামী তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে, কেহ যদি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চান, তবে তাহার ব্যবস্থাও ইসলামের মধ্যেই পাবেন। অজস্র সাম্যবাদী বিষয়সহ পবিত্র ইসলাম শিক্ষা দেয়- দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ আল্লারঃ মানুষ মানুষের প্রভু হতে পারে না; এক মানুষ অপর মানুষের পূজা পেতে পারে না; সে মাওসেতুংই হউন অথবা কোসিগিনই হউন অথবা নিকসনই হউন অথবা যে কোন শক্তিধরই হউক না কেন। পবিত্র কোরানের মর্ম মতে, সকল মানুষ সমান। এতদসত্ত্বেও কেহ যদি সাম্যবাদ শিক্ষার জন্য উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিকে ধাবিত হন, তাহলে বুঝতে হবে তাহার উদ্দেশ্যও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা নহে। বরং ঐ দিককার দেশগুলির দাসত্ব করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

তাই বলছি ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ আমাদের উপর অত্যাচার করছে বলে, আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ইসলাম ধর্মকে পরিত্যাগ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমরা পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানেরা এক হয়ে সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করে দিলেই সকল লেঠা চুকে যাবে। বাঁশও থাকবে না, বাঁশীও আর বাজবে না।

আদর্শিক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করতে গেলে, আর এক শ্রেণীর মুসলমান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাদের ধারণাঃ ইসলামাবাদ, মক্কা, কায়রো ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ জায়গার মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ। ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা। ইসলাম কোন বিশেষ জায়গায় অথবা কোন বিশেষ ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ নহে। বরং পবিত্র কোরান এবং হাদীছের মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ। পবিত্র কোরান-হা'দীছের অনেক রকমের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আজকাল পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজারে পাওয়া যায়।

এখন যারা না বুঝে, অনবরত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ইসলামবিরোধী প্রচার অথবা কাজ করে যাচ্ছেন, তাহাদের নিকট যাহারা ইসলাম সম্বন্ধে উদাসীন রয়েছেন তাহাদের নিকট এবং সকল ঈমানদার মুসলমানের নিকট আমাদের আকুল আবেদন- আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা করতঃ ইহাকে একটি শক্তিশালী ইসলামী সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করি। দুনিয়ার বুকে ইসলামের বিজয়কেতন উচিয়ে ধরি। আমাদের জন্মভূমিকে আদর্শিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করি। দুনিয়ার সর্বহারা মুসলামনগণকে তাদের নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করে একটি ইসলামী জাতিসংঘ গঠন করি। তৎপর দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মের সর্বহারাগণকেও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের নিজ নিজ মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করি।

৪। রাজনীতিকদের ভাঁওতাবাজী

একটু গভীর ভাবে চিন্তা করুন। দেখতে পাবেন পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই সরকারী, বিরোধী, ধর্মপক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিবাদী, দুগতিবাদী অর্থাৎ এক কথায় বড় বড় রাজনৈতিক দলের প্রায় সবকয়টিকেই পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রায় সব কয়টিই জেনে অথবা না জেনে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে এতদিন যাবৎ ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদীদেরই পায়রবী করে আসছে। তাই দেখা যায় নানান জাতের দফার ছড়াছড়ি। যেমন-২১-দফা, ১৪-দফা,১১-দফা, ৮-দফা, ৭-দফা,

৬-দফা ইত্যাদি। সকল নেতাই জানেন আলাদা হওয়া ব্যতীত মুক্তি নাই। তবুও উজির-নাজির হওয়ার আশায় এ সকল দফা দেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় যারাই এই সকল দফা দেন, রাজনৈতিক জীবনে দুরের কথা-ব্যক্তিগত জীবনেও তাদের প্রায় সকলেই এ সকল দফার পালনযোগ্য দফাগুলির একটিও পালন করেন না, বরং বিরোধিতা করেন। ছোট্ট একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। সকলেই জানেন বাংলা ভাষা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে, বাংলার বান্ধবরূপী তথাকথিত অনেক নেতাই, অন্যান্য দফাসহ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু করার ওয়াদা তথা দফা দিয়ে মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, পশ্চিম সাম্রাজ্যবাদীগণকে খুশী রাখার জন্যই মন্ত্রী হওয়ার পরে আর তাহারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু করেন নাই। যাহা করতে একটি পাই পয়সাও খরচ হতো না। বেইমান রাজনীতিকরা বলে বেড়ায়, বাংলা নাকি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু হয়ে গেছে। ইহা একটি ডাহা মিথ্যা কথা। অনেকেই জানেন না যে, ঢাকা হাইর্কোটে বাংলায় আরজি লিখার অপরাধে আজ প্রায় ৪. (সাড়ে চারি) বৎসর যাবৎ ঢাকা হাইকোর্টে আমার ওকালাত বন্ধ আছে। ইহার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে, বাংলায় লিখিত আরজি মারফৎ মামলা চলতে থাকার অপরাধে, সুপ্রীম কোর্টও আজ ৩. (সাড়ে তিন) বৎসর যাবৎ আমার ঐ মামলার শুনানী দিচ্ছে না। আ'মরি রাষ্ট্রভাষা। সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহনকারী, বেহায়া এবং ধোঁকাবাজ নেতাগুলো তাদের দলীয় কাজের অনেক কিছুই এখন পর্যন্তও ইংরেজীতেই করে। তাহার ২১শে ফেব্রুয়ারীর শহীদ দিবস পর্যন্ত ইংরেজীতে বিবৃতি দেওয়ার আস্পর্ধা রাখে। তাদের ছেলেপিলেগণকে ইংরেজী-মাধ্যম স্কুল- কলেজ পড়ায়। পশ্চিমা প্রভুদের সংগে দেখা হলেই, তথাকথিত নেতাগণ সুবোধ ক্রীতদাসের মত, গড় গড় করে ইংরেজী অথবা উর্দুতে কথা বলতে থাকে। বাংলায় কথা বলতে, তাদের শরমের উদ্রেক হয়!! নেতা আর কাকে বলে!!

আরেকটি উদাহরণ দিলেই সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পীবাহকে তথাকথিত নেতাগুলির মেকি খোলস ঝরে পড়বে। নেতাদের অনেকেই বলে, দেশের মালিকানা জনসাধারণের হাতে। তাহার দেশের মহামান্য নাগরিকগণেরই প্রতিনিধিত্ব করতে চায়। কিন্তু প্রশ্ন দাড়ায়, তাহারা যদি সত্যি সত্যি জনগণকেই দেশের মালিক হিসাবে মেনে নিয়ে থাকে, তবে তাহার ১৯৭০ ইংরেজীর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে সম্মত হল কিভাবে? ঐ নির্বাচনের পূর্বশর্ত ছিল, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিভূ, জনৈক অবাঞ্ছিত ও বেইমান গণকর্মচারী, ইয়াহিয়া খানের আংগুলি হেলনে নির্ধারিত গণপ্রতিনিধিগণকে উঠতে-বসতে হবে। এতদসত্ত্বেও তথাকথিত নেতাগুলো জনগণের সার্বভৌমত্বকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে, সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এতে বুঝা যায়; তথাকথিত রাজনৈতিক নেতারা পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণকেই, তাদের প্রভু বলে মেনে নিয়েছে। দেশের মহামান্য নাগরিকগণকে তাহারা দেশের মালিক (সভরীণ) বলে স্বীকার করে নাঃ কেবল ভোটদাতা ও বেতনের যোগানদাতা বলেই স্বীকার করে।

পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পীবাহক তথাকথিত নেতাগুলো তাদের প্রভুদের ইশারায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা আলাদা হওয়ার আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার জন্য বর্তমানে, স্বায়ত্তশাসন নামে একটি শ্লোগানের উপর খুব জোর দিয়েছে। তাহারা এই শ্লোগান দ্বারা জনগণকে নূতনভাবে ধোঁকা দিতে চায়। তাহারা বুঝাতে চায়, স্বায়ত্তশাসন আদায় হলে পূর্ব পাকিস্তানের আর কোন দুঃখ থাকবে না। আদতে কোন স্বাধীন দেশে স্বায়ত্তশাসন বলতে কোন জিনিস নাই। একটি স্বাধীন দেশে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে প্রশাসনিক বিষয়ে ভাগ বাটোয়ারা হয়, ইহাকে স্বায়ত্তশাসন বলা যায় না। যদি ইহাকেই কেহ স্বায়ত্তশাসন বলে, তা'হলেও দেখতে পাই প্রায় ১৩ (তের বৎসর) পূর্বে জনৈক বাংগালী-দরদী নেতা বলেছিলেন-৯৮% (শতকরা আটানববই ভাগ) প্রাদেশিক বিষয় তথা স্বায়ত্তশাসন আদায় হয়ে গেছে। ঐ উক্তির পরে রেলওয়ে, পি,আই,ডি,সি, উয়াপদা ইত্যাদি প্রদেশের হাতে এসে গেছে, সুতরাং বর্ণিত হিসাব অনুযায়ী অধিক কোন স্বায়ত্তশাসন তথা প্রাদেশিক বিষয়, কেন্দ্রের হাতে আর জমা নাই।

আজকাল দেখা যায় ৬-দফাই বাজার মাৎ করে ফেলেছে। কিন্তু ৬-দফা একটি স্ববিরোধী, জগাখিচুড়ি দফাসমষ্টি। ইহা যেভাবে রচিত তাহাতে একটি কনফেডারেশন হয়। ফেডারেশন হয় না। পরিতাপের বিষয় যারা এই দফাগুলির উদ্যোক্তা, তারা আবার কনফেডারেশন চায় না। ইহাকেই বলে কলির লীলা। যাহা হউক বর্তমানে ছয়-দফার উদ্যোক্তারা যে বিষয়ের উপর জোর দিচ্ছে, তাহা হলো পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্থ পাচার বন্ধকরণ সম্বন্ধে। আমরা জানিনা-আদমজি, দাউদ, ইস্পাহানী, ইউসুফ হারুন ইত্যাদি অবাংগালী পুঁজিপতিদের শিল্প-বাণিজ্য, আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স ইত্যাদি বিনা ক্ষতিপূরণে জাত্যায়ন না করলে কিভাবে পুঁজিবাজার বন্ধ হবে? অবাংগালী পুঁজিপতিদের সঞ্চিত লভ্যাংশ তথা বর্ধিত পুঁজি ঘুষ খেয়ে খেয়ে তথাকথিত বাংগালী নামধারী মন্ত্রী অথবা আমলারাই পূর্ব পাকিস্তানের বাহিরে পাচার করে দেবে। ঘুষ ছাড়াও ছয় দফার ৫(৪) নং দফা অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানী পণ্য পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে পুঁজি পাচার করা যাবেঃ যাহা পরে বিদেশে রপ্তানী করে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যাবে। ইহা ব্যতীত নিম্নমূল্যে চালান (আনডার ইনভয়েসিং) এবং আরো অন্য উপায়ে বাহিরে পুঁজি পাচার করা যায়। যাহা বুঝাতে গেলে আমাদের দেশের অনেক রাজনীতিকের মগজেই হাতুড়ি ঠুকতে হবে। ছয় দফার সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি হলো এই যে, ইহাতে উভয় অঞ্চলে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য, চাকুরীর বৈষম্য এবং বিশেষ করে সামরিক চাকরীর বৈষম্য দূর করা সম্বন্ধে কোন কর্মসূচী নাই। সকলেই জানেন সামরিক চাকুরীর বৈষম্যই হলো সকল অনাচারের মূল। ''দেশের সংহতির স্বার্থে সামরিক বাহিনীতে বাংগালীর অনুপাত ৫৬% (শতকরা ছাপ্পান্ন) ভাগ করার নিমিত্ত, শাসনতন্ত্র পাশ করার পরের দিন, সামরিক বাহিনীতে কর্মরত পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ও সৈন্যদের অর্ধেককে বাধ্যতামূলক বিদায় দেওয়া হবে এবং তদস্থলে খাটি পূর্ব পাকিস্তানীগণকে নিয়োগ করা হবে।''-বলে যদি শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের আওতা বহির্ভূক্ত একটি দফা যোগ করা না হয় তবে একশত বৎসর পরেও সামরিক চাকরীর বৈষম্য দূর হবে না। অন্যান্য চাকুরীর বৈষম্য দূর করার জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন। ন্যাশন্যাল গার্ড থেকে সামরিক বাহিনীতে নেওয়া প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) বাংগালীকে মাত্র একদিনের নোটিশে বিদায় করা হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সাবেক বাড়তি ব্যয় আদায় করা সম্বন্ধে' ছয় দফার নীরবতা রহস্যজনক। অধিকন্তু ইয়াহিয়া খানের আইন-কাঠামো মেনে নেওয়ার পর ছয় দফার জিগির অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

কোন কোন নেতা বলছেন, শাসনতন্ত্র পাশ হয়ে গেলে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সকল বৈষম্য, সকল অনাচার হুড়হুড় করে দূর হয়ে যাবে। এর আগেও দু'দুটা শাসনতন্ত্র ছিল। উভয় শাসনতন্ত্রেই আঞ্চলিক বৈষম্য ও চাকুরীর বৈষম্য দূর করার মিঠা বুলি ছিল। কিন্তু তাতে চিঁড়া ভিজেনি। বৈষম্য দূর হওয়ার পরিবর্তে বেড়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রয়োজনবোধে ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদীগণ রাইফেলের সহায়তায় দেশের শাসনতন্ত্রকেও আস্তাকুড়ে ফেলে দেয়। তাই ভবিষ্যতে যত বেশী করে শাসনতন্ত্র পাশ হবে এবং নির্বাচন হতে থাকবে, বৈষম্যেও পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়তে থাকবে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদীরা, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের প্রায় সকলকেই টাকা দিয়ে খরিদ করে ফেলে। যাতে জনপ্রতিনিধিগণ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে কাজ করে। দৈবক্রমে, গণপ্রতিনিধিগণ, সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে চাইলে পর, তাহারা যেকোন গন্ডগোল অথবা রায়ট লাগিয়ে সামরিক শাসন জারি করে দেয়। তথাকথিত রাজনীতিকরা মন্ত্রী হতে চায়। অর্থ চায়। প্রতিপত্তি চায়। দেশের মঙ্গল চায় না। তাই তথাকথিত রাজনীতিকদের উপর নির্ভর করে হাজার বৎসর নির্বাচন করলে ও এবং শত শত শাসনতন্ত্র পাশ করলেও উভয় অঞ্চলের বৈষম্য দূর হবে না। অধিকন্তু যে সকল রাজনীতিক পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের টাকা দিয়ে রাজনীতি করে, তাহারা পূর্ব পাকিস্তানের অমঙ্গল বৈ মঙ্গল করতে পারে না। কারণ, পেটে খেলে পিঠে সয়।

আমরা সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর যাবৎ নানা জাতের শাসনের লীলা-খেলা দেখেছি। পারিষদিক গণতন্ত্র দেখেছি। সামরিক শাসন দেখেছি। একনায়কত্ব দেখেছি। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র তথা মৌলিক গণতন্ত্রও দেখেছি। আমাদের

পোড়া কপাল। কোন জাতের শাসনেই পর্ব পাকিস্তানের উপর শোষণ হয় নাই। চাকরীর বৈশম্য দূর হয় নাই। অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়তেই থাকে। অফিস-আদালতে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা তথা বাংগালীর মর্যাদার প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

১৯৬৯ ইংরেজীর স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন মারফৎ ভোটাধিকার আদায় করা হয়। ঐ সময় অন্যান্য লোকজনসহ জনৈক্য তথাকথিত নেতাকেও ফাঁসির মঞ্চ হতে ছিনিয়ে আনা হয়। আশ্চর্যের বিষয়, ঐ অকৃতজ্ঞ নেতাই এখন দাবী করছেন যে, তিনিই নাকি হাজতে থেকে দৈববলে ভোটাধিকার আদায় করেছেন। তার দাবী যদি সত্য বলে ও ধরে নেওয়া যায় তা'হলে বলতে হয় কিছুদিন পর পর সাম্রাজ্যবাদী শয়তানগুলি বেয়নেটের খোঁচায় খোঁচায় ভোটাধিকার নষ্ট করে দিতে থাকলে, আমরা কি চিরটিকাল ধরে পৌনঃপুনিকভাবে ভোটাধিকার আদায়ের কাজেই ব্যাপৃত থাকব ?

উভয় অঞ্চলের বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে, ক্ষমতালিপসু রাজনীতিকদের কথা বাদ দিলে ও দেখা যায়, দু জাতের রাজনৈতিক তত্ত্ববাগিশ দু'ধরনের যুক্তি দিচ্ছে। কম্যুনিষ্ট তথা সমাজতন্ত্রীরা বলছে-সমাজতন্ত্র চালু হলেই, উভয় অঞ্চলের বৈশম্য দূর হয়ে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে দুধের নহর বইতে থাকবে। মোল্লারা বলেছে- উভয় অঞ্চল নিয়ে একটি মাত্র খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করলেই সকল বালা-মছিবত দূর হয়ে যাবে। উভয় তরফের যুক্তিই আংশিক সত্য বটে। উভয় নীতির যে কোন একটি প্রতিষ্ঠা হলে, পূর্ব পাকিস্তানে কিছুটা সাময়িক সমৃদ্ধি আসবে। কিন্তু তাতে বৈষম্য দূর হবে না। কারণ বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তান একটি শিল্পভিত্তিক দেশ এবং পূর্ব পাকিস্তান একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। তাই উভয় অঞ্চল এক সঙ্গে থাকলে পর, অর্থ-বিজ্ঞানের 'বাড়ন্ত এবং পড়ন্ত উৎপাদন' (ইনক্রিজিং এন্ড ডিমিনিশিং রির্টান) নীতি অনুযায়ী আঞ্চলিক বৈষম্য কমার পরিবর্তে অনন্তকাল পর্যন্ত বাড়তেই থাকবে। তদুপরি কথিত ইসলাম রাষ্ট্র অথবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যাহাই হউক না কেন, নেতৃত্বটা উভয় ব্যাবস্থাতেই ঘুরে ফিরে পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতেই থেকে যাচ্ছে। কারণ সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়োজিত লোকজনই বর্তমানে উভয় তরফের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

৫। একমাত্র প্রতিকার

উপরে বর্ণিত আলোচনায় ইহা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, অর্থবিজ্ঞানের নীতি অনুসারে, পশ্চিম পাকিস্তান চিরদিনই পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করবে। পূর্ব পাকিস্তানের দাবীর কথা উঠলেই পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ ছল-চাতুরী, গাড়ি মিসি ও টালবাহানা করে চিরদিনই ইহা ধামা চাপা দেবে। এবং 'এখন উপযুক্ত সময় নয়' জাতীয় কথার আশ্রয়ও চিরদিনই নেবে। অথবা এক দাবী মেটালে তার চেয়েও বেশী ঘায়েল অন্য দিক করবে। সুতরাং আমাদের পূর্ব পাকিস্তানীদের বাচার একমাত্র পথ হল- ছয়দফার প্রথম দফায় বর্ণিত লাহোড় প্রস্তাবের মর্ম হতে সকল দেনা-পাওনা পরিষ্কার করতঃপশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করে, ইহাকে নিয়ে একটি পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম ইসলামী সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠন করা। কোরান এবং সুন্নার উপর ভিত্তি করে যে রাষ্ট্রের আদর্শ, রসুলে করিমের সময় হতে আরম্ভ করে ওমর বিন খাত্তাব পর্যন্ত চালু, খেলাফতের আদর্শের অনুরূপ হবে। যে রাষ্ট্রের বড় বড় সকল সম্পত্তি তথা বড় বড় শিল্প, ব্যবসা, বানিজ্য, খানি, খামারা ইত্যাদি বিনা ক্ষতিপূরণে জাত্যায়ন করা হবে অর্থাৎ গণতহবিলে (বায়তুল মালে) নিয়ে আসা হবে। যেখানে কোন পরিবার গাড়ী-বাড়ী ইত্যাদি ব্যবহারের জিনিস একটার বেশী থাকবে না। যেখানে কেহ ব্যবহারের জিনিষ ভাড়া দিয়ে খেতে পারবে না। যেখানে কর্মচারীদের বেতনের তারতম্য অথবা নাগরিকদের আয়ের তারতম্য ১<৫-এর বেশী অর্থাৎ এক গুণ থেকে পাঁচগুণের বেশী হবে না এবং কোন নাগরিকের আয় পাঁচগুণের অধিক হলে যাহা গণতহবিলে (বায়তুল মালে) নিয়ে আসা হবে। যেখানে সংগতিহীন বেহাল নাগরিকগণকে কোন কাজ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বেকার ভাতা দেওয়া হবে। যেখানে কোন বিদেশী ইজমের প্রচার নিষিদ্ধ হবে।

যে রাষ্ট্রে কেবল মুসলমনদের সার্বজনীন ভোটে নিদির্ষ্ট মেয়াদ অন্তর নির্বচিত গণপ্রতিনিধি (খলিফা), কেবল লমুসলমানদের সার্বজনীন ভোটে নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তর নির্বাচিত গণপরিষদ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে রাষ্ট্রীয় শাসণ ক্ষমতার ভারসাম্য এমনভাবে রাখা হবে যাতে একটি আরেকটিকে ডিঙ্গাতে না পাড়ে। যেখানে কোন প্রার্থী নির্বাচনী প্রচার করতে পারবে না। রাষ্ট্র থেকে সকলের জন্য সমান প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রার্থীসংখ্যা কমানোর জন্য জামানোত বাজেয়াপ্ত বা অন্য কোন রকম ব্যাবস্থা থাকবে। পদের গুরুত্ব যত বেশী হবে, ব্যবস্থাও তত কড়া হবে। যে রাষ্ট্রে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত একটি পৃথক পরিষদ থাকবে। কেবল সংখ্যালঘুদের ধর্মসংক্রান্ত কোন আইন পাশ করতে হলে সরকার এই পরিষদের মতামত মেনে চলবে।

অমুসলিমদের ভোটাধিকার নাই দেখে অনেকে হয়তো আতকে উঠবেন। ইহাতে আতকে উঠার কোন কিছুই নাই। শুধু ইসলামী রাষ্ট্রই অমুসলিমদের ভোটাধিকার খর্ব করে না। আধুনিক কম্যুনিষ্ট ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রগুলিও অকম্যুনিষ্টদের ভোটাধিকার খর্ব করেছে। আদর্শবাদী রাষ্ট্রের নিয়মই তাই। কম্যুনিষ্ট ধর্ম গ্রহণ অথবা সমর্থন অথবা মান্য না করলে, তাদেরকে সোজাসুজি পরপারে যাবার ব্যবস্থাও করে। কম্যুনিষ্ট রাশিয়া এই কারণেই তাদের দেশের অন্যান্য জাতের অসংখ্য লোকের সঙ্গে লাখে লাখে মুসলমানকেও মেরে ফেলেছে। এই একই কারণে কম্যুনিষ্ট চীন, তাদের দেশের অন্যান্য জাতের অসংখ্য লোকের সঙ্গে ৬ কোটি মুসলমানের মধ্যে প্রায় ৫ (পাঁচ) কোটিকেই লাপাত্তা করে দিয়েছে। কম্যুনিষ্ট, তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে, অতীতের পুঁজিবাদী অথবা পুঁজিবাদের সমর্থকদের ভোটাধিকার নাই। সর্বহারাগণ ভোটাধিকার দিলেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা, সর্বহারাগণের হাতে দেওয়া হয় নাই। ভোটাধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জনের জন্য কোন সর্বহারা, নির্বাচন মারফৎ গণপ্রতিনিধি হ'তে চাইলে তাহা সে পারবে না, যদি না সে কম্যুনিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হয়। কিন্তু কম্যুনিষ্ট তথা সমাজতন্ত্রী নামধারী স্বার্থপর, ভন্ড ও ক্ষমতালোভী মূর্খগুলো জেনেও জানে না যে সর্বহারা সকল বিধানেই সর্বহারা। সে কম্যুনিষ্ট ধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করলে অথবা না করলে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বা মাওবাদ মানলে অথবা না মানলেও সর্বহারাই থেকে যায়। পুঁজিবাদ যেমন কোন বিশেষ ধর্ম গ্রহণ করা অথবা না করার উপর নির্ভর করে না- সেইভাবে সর্বহারা গরীবও কম্যুনিষ্ট ধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা অথবা না করার উপর নির্ভর করে না, বরং একটি লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এখন দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর কোন কম্যুনিষ্ট তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রের মোট লোকসংখ্যার শতকার ৪ (চার) অথবা ৫ (পাঁচ) ভাগের বেশী লোক কম্যুনিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে নাই অর্থাৎ মগজ ধোলাই করতঃ কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যভুক্ত হয় নাই। ফলে, আদর্শবাদী কম্যুনিষ্ট তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে শতকার চারি অথবা পাঁচভাগ কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী তথা খোদাবিরোধী ব্যতীত বাকী শতকরা ৯৫ (পচানববই অথবা ৯৬ ছিয়ানববই) ভাগ সর্বহারার ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য গণপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা তথা কার্য্যকরী ভোটাধিকার নাই। অনুরূপভাবে, আদর্শহীন পুঁজিবাদী দেশেও ৯৫% ভাগ দরিদ্র জনসাধারণের অর্থাভাব হেতু গণপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার ক্ষমতা তথা কার্য্যকরী ভোটাধিকার নাই।

আদর্শবাদী বা ধর্মবাদী রাষ্ট্রে ভিন্ন আদর্শের অনুসারীগণকেই কৌশলগত (টেকনিকেল) কারণেও ভোটাধিকার দেওয়া যায় না। কারণ ভিন্ন আদর্শের লোকজনকে ভোটাধিকার দিলে পর আদর্শবাদী রাষ্ট্রটির রাষ্ট্রীয় আদর্শের অস্তিত্বই থাকে নাঃ ধবংস হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে ইহার দু'বার পরীক্ষা হয়ে গেছে, তাহার একটি স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে, অপরটি যুক্তনির্বাচনের মাধ্যমে। স্বতন্ত্র নির্বাচনের সময় দেখা গেছে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে অমুসলিমদের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। তাহারা সংখ্যালঘু বিধায় সংখ্যাগুরু মুসলমানদের ভয়ে, তাদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য বজায় থাকে। তাই তাহারা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ, নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনের অধিকারী থাকায়; বিভক্ত, ক্ষমতালিপসু এবং নিজেদের আদর্শ সম্বন্ধে উদাসীন সংখ্যাগুরু মুসলমানগণকে কান ধরে ঘুরাতে থাকে। লোভী ও বিভক্ত মুসলমানগণ সংখ্যালঘু অমুসলিমদের ইচ্ছানুযায়ী অনেক কিছুই করতে বাধ্য হয়। যাহা অনেক সময় ইসলামী আদর্শেরও পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। এই জিনিষটা টের পেয়ে, দূরদর্শী মুসলমান রাজনীতিকগণ যুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। তাতে সাধারণতঃ মুসলমান সদস্যগণই

নির্বাচিত হয়। কিন্তু তার আদর্শিক ফলাফল উল্টো হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানগণ আদর্শিক মৃত্যুর পথে আর একধাপ এগিয়ে গেছে। পরিষদের সদস্যপ্রার্থী মুসলমানগণ নির্বাচনের সময়ে আর তাদের এলাকায় প্রাণখুলে ইসলামী আদর্শের কথা প্রচার করতে পারে না। ভয়, তাহলে সংখ্যালঘু অমুসলিমদের ভোট একটিও পাবে না। যে সকল ভোটের সংখ্যা নেহায়েৎ কম নহে। বরং অমুসলিম ভোটারগণের মনোরঞ্জনের জন্য, কে কত বেশী পরিমাণে ইসলামী আদর্শের জলাঞ্জলী দেবে এবং কে কত বেশী ধর্মনিরপেক্ষতা দেখাবে, তা নিয়ে মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। ফল স্বরূপ দেখা যায় যে, ইসলাম আদর্শের জন্য পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল, ধর্মনিরপেক্ষতার ঠেলায় সেই ইসলামী আদর্শই আজ ধ্বংসের মুখে।

পূর্বেই বলেছি, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি হলো সর্বভারতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি অথবা আমেরিকা এবং কতিপয় ইউরোপীয় দেশে প্রচলিত রাজনীতি। এই জাতের রাজনীতি হলো পুঁজিবাদীদের তথা আধুনিক সাম্রাজ্যবাদীদের বাহন। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ব্যতীত, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ অথবা হিন্দুস্তানী সম্প্রসারণবাদ অথবা পৃথিবীর অন্য যে কোন ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সংগে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেঃ যে ধরনের রাজনীতি অনায়াসেই করা যায়। মুসলমান নামের খোলসধারী পুঁজিপতিদের সুবিধার জন্য এইটুকু পাকিস্তান, আলাদা করে রাখার প্রয়োজন পড়ে না। অখন্ড ভারত হতে অনায়াসেই, সমর্থ মুসলমানগণ হজব্রত সম্পন্ন করতে পারতোঃ কিন্তু পাকিস্তান থেকে হজব্রত সম্পন্ন করতে হলে, বৎসরের পর বৎসর পারমিটের জন্য বসে থাকতে হয়। অখন্ড ভারতের মুসলমানগণ বিনা বাধায় ব্যক্তিগতভাবে বা জমাতের সংগে তাদের নামাজ-রোজা আদায় করতে পারতো। শুধু আদায়ই নহে-নামাজের সময় ঢাক-ঢোল-কর্তাল বাজালে, হিন্দুদের সংগে খুনাখুনি হয়ে যেত। বর্তমান হিন্দুস্তানে এখনও তাই হয়। পাকিস্তানের শহরগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমানদের মাইকের আওয়াজের ঠেলায় এবং রেডিও পাকিস্তানের প্রোগ্রামের ঠেলায় পাকিস্তান-তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্রের মুছল্লিগণ সমাজ পড়তে পর্যন্ত অসুবিধা ভোগ করে। হিন্দুস্তানে যাহা অচল-ইসলাম ধর্মে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ সেই মদের ব্যবসায় আজ পাকিস্তান সচল। নারী ব্যবসার দিক দিয়ে পাকিস্তান অন্য যে কোন ধর্মনিরপেক্ষ দেশের পিছনে পড়ে নাই। ঘুষ ও দুর্নীতির দিক দিয়ে পাকিস্তান সকলের শীর্ষস্থান দখল করছে। লাখে লাখে মুসলমানতো এই জাতের ইসলামী রাষ্ট্র অথবা অতীতের অখন্ড ভারতের অনুরূপ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করার জন্য তাদের নিজেদের জান-মাল-ইজ্জত-আবরু পর্যন্ত কুরবান দিয়েছিল। যাহা হউক অতীতে, পাক-ভারতের পূর্বাঞ্চল নিয়ে একটি ইসলামী সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠন করার পক্ষে অন্যান্যদের সংগে বাংলা ও আসামের মুসলমানগণও দ্ব্যর্থহীনভাবে রায় দিয়েছিল এবং প্রয়োজন হলে এখনও দেবে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন এখন অবান্তর।

এখন আমাদের পূর্ববর্তী রূপরেখা অনুযায়ী, রাষ্ট্র গঠন করার নিমিত্ত আলাদা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে সকল পূর্ব পাকিস্তানীর উচিত, পশ্চিম পাকিস্তানীদের তৈরী অথবা এখানকার অবাংগালাদীর তৈরী সকল প্রকার দ্রব্য বর্জন করা এবং পশ্চিমাদের ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বয়কট করা।

অধিকন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, চালচলন রীতিনীতি ইত্যাদি দু'রকমের এবং দুই অঞ্চলের মাঝখানে বাধাস্বরূপ প্রায় ১৫০০(পনরশত) মাইলজুড়ে একটি শত্রুভাবাপন্ন দেশ অবস্থিত। তাই অতিদূ'রের এই দু'টি সংলগ্ন অঞ্চল নিয়ে একটি দেশ কোন মতেই ভারসাম্য বজায় রেখে টিকে থাকতে পারে না। এর সুবিধাপ্রাপ্ত অংশ সবসময় অপর অংশকে দাবিয়ে রাখবে। আল্লাহর দুনিয়াতে এই আজগুবি ধরনের স্বাধীন দেশ আর একটিও নাই। এসব কথা চিন্তা করেই আমাদের মুরব্বীগণ ১৯৪০ ইংরেজীতে লাহোরে বসে ঠিক করেছিলেন, দুটি অঞ্চল নিয়ে পৃথক দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, কতিপয় পশ্চিমা নেতার চক্রান্তে তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই।

একটি দেশ বা পরিবার দু'ভাবে আলাদা হয়। তার একটি হল যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে। অপরটি হলো শান্তিপূর্ণভাবে। যুদ্ধবিগ্রহ একটি অদ্ভুত জিনিস। কোথায় কিভাবে সংঘটিত হয়, বলা যায় না। নেপোলিয়নের

আল্পস অতিক্রমের কথা কেউ কোনদিন কল্পনাও করেনি। ম্যাজিনো লাইনের পিছনে জার্মান ছত্রী বাহিনী নামার বিষয়ে ফরাসীরা স্বপ্নেও ভাবেনি। মিশরের রাডার ষ্টেশন চুরির কাহিনী, সমগ্র পৃথিবীর গাঁজাখোরগণকেও টেক্কা দিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানীরা যদি মনে করে থাকে আলাদা হওয়ার জন্য যুদ্ধ হলে তাহা পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকবে, তাদের গায়ে আচঁড় লাগবে না; তবে তাহা তাদের ভুল ধারণা। আলাদা হওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানেও যুদ্ধ হতে পারে। ওহাবী আন্দোলনের সময় দেখা গেছে, বাংগালী মুজাহিদগণ সীমান্তের দুর্গম এলাকায় পর্যন্ত গমন করে সেখানেও বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে।

ঐাহা হউক শান্তিপূর্ণভাবে আলাদা হওয়াই, আলাদা হওয়ার উত্তম পন্থা। ইহাতে কোন পক্ষই বাড়তি ক্ষতির সম্মুখীন হয় না। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই আলাদা হয়ে গেছে। এমনকি তিক্ততা কমিয়ে সদভাব রক্ষার জন্য সহোদর ভাইয়েরাও শান্তিপূর্ণভাবে আলাদা হয়। তাই ইসলামের বৃহত্তর সংহতির স্বার্থে, সকল দেনা পাওনা পরিশোধ করে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এখন আপোষে আলাদা হয়ে যাওয়াই মুক্তির ও শক্তি বৃদ্ধির একমাত্র পথ। কারণ কলহরত বৃহৎ পরিবারের চেয়ে সংহত ছোট্ট পরিবারই অধিক শক্তিশালী।

কেহ কেহ বলতে পারেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সাহায্য ব্যতীত আমরা টিকতে পারব না। ইহা ভুল। কারণ ১৯৬৫ ইংরেজীর লাহোর যুদ্ধের সময় দেখা গেছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানকে সাহায্য করবে কি, তাহারা তাহাদের নিজেদের দেশ পশ্চিম পাকিস্তানকেই রক্ষা করতে পারে না। বরং ঐ যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে বাংগালী বৈমানিক আলম ও অন্যান্য বাংগালী সৈন্যের অতুলনীয় সাহস, শৌর্য এবং বীর্য্য। ফলে, যুদ্ধের পর পর বাংগালীর বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরুপ, মুগ্ধ দু'জন পশ্চিম পাকিস্তানী দু'টি যশোগাথা রচনা করে। ঐ যুদ্ধের সময়ে হিন্দুস্তানী সৈন্যগণ, লাহোরের দিকে প্রায় দশ মাইল পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে যেখানে খুটা গেড়েছিল, তাদেরকে তাদের সেই অবস্থান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের বাহাদুর সৈন্যরা এক ইঞ্চিও পিছু হটাতে পারে নি। তাই বাধ্য হয়ে তাসখন্দ চুক্তি করে। এখন বুঝে দেখুন যাহারা নিজেদের দেশ রক্ষা করতে পারে না, তাহারা কিভাবে ১৫০০ (পনরশত) মাইল শত্রুদেশ ডিঙ্গিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করবে?

গত ১২/১১/৭০ইং তারিখের ঘূর্ণি ও গরকীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ১০ দশ লক্ষ লোক প্রাণ হারায় এবং আরো প্রায় ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ লোক অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সারা দুনিয়ার লোক দুর্গত বনি আদমের সাহায্যের জন্য পাগলের ন্যায় ছুটে আসে। ৬,০০০ (ছয় হাজার) মাইল দুর আমেরিকা তার হেলিকপ্টার পাঠায়। রাশিয়া, চীনা, জাপান, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশ কমবেশী অনুরুপ দূরুত্ব থেকে বেহিসাব সাহায্য এবং বিমান ও জাহাজাদি পাঠায়। পূর্ব পাকিস্তানের এই দুর্যোগকে ইরান তার জাতীয় বলে ঘোষণা করতঃ ইরানী বিমান দিয়ে ঢাকা ও ইরানের মধ্যে আকাশ সেতু রচনা করে। ছোটখাটো ঐ কেয়ামতের সময়ও দেখা গেছে, পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ, পূর্ব পাকিস্তানের টাকায় ক্রীত শত শত বিমান ও হেলিকপ্টার নিয়ে চুপটি মেরে পশ্চিম পাকিস্তানে বসে থাকে। বেহিসাব বিদেশী সাহায্য দ্রব্য যখন পূর্ব পাকিস্তানে স্তূপীকৃত হয়ে যায়, তখন তাহার ভাগ-বাটোয়ারার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ, তাহাদের প্রতিভূ ইয়াহিয়া খান ও অন্যান্য কতিপয় কেন্দ্রীয় কর্মচারীকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করে।

উপরোক্ত দু'টি ঘটনায় এখন ইহা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ, পূর্ব পাকিস্তানকে যুদ্ধের সময়ে সাহায্য করা দূরে থাক শান্তির সময়ে পূব পাকিস্তানের ধ্বংসরুপী প্রলয়ঙ্করী বিপদের দিনে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনা। নেমকহারামগুলো, কেন্দ্রে সঞ্চিত পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ এবং যানবাহনাদি দিয়ে পর্য্যন্ত পূর্ব পাকস্তানীকে সাহায্য করতে প'বাড়ায় না। বরং পূর্ব পাকিস্তানের বিপদকে অতিরঞ্জিত করছে বলে, তাহারা বিশ্ববাসীকে অপবাদ দেয়। নেমকহারাম কি আর গাছে ধরে? এই জাতের নেমকহারামদের থেকে যত শীঘ্র আলাদা হওয়া যায় ততই মঙ্গল। এখন সকল পূর্ব পাকিস্তানীর উচিৎ শান্তিপূর্ণভাবে আলাদা হওয়ার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করা। উক্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন যদি

মোগল বাদশাদের বাগানবাড়ীর অধিবাসী এবং তাহার আশেপাশের অধিবাসীরা সাড়া না দেয়, তবে আইন বিজ্ঞানের শেষ বিধান (সেংশন) অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই উভয় অঞ্চলের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবে। যাতে উভয় পক্ষেরই সমূহ ক্ষতি হবে।

একদল ভন্ড প্রগতিবাদী আছেন, যারা আফ্রো-এশিয়ার সর্বহারার সংগ্রাম নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বহারাদের কথা চিন্তা করার সময়ই পান না। তারা ধুয়া তুলবেন পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ তো আর কোন অপরাধ করে নাই। তবে আলাদা হব কেন? এক শ্রেণীর মোল্লারাও হয়ত এই জাতের প্রশ্ন উঠাবেন। তার একমাত্র উত্তর, একটা দেশের নেতৃত্ব নেতারাই দেয়ঃ জনসাধারণ নহে। ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে যে সকল আমেরিকান সৈন্য যুদ্ধ করছে, তারাও সর্বহারা। কিন্তু তারা নির্বিবাদে তাদের পুঁজিবাদী নেতাদের হুকুম মেনে, ভিয়েতনামী সর্বহারাগণকে কতল করে যাচ্ছে। সর্বহারাদের মঙ্গলকামী চীন ও রাশিয়া পরস্পর সুসংলগ্ন দুটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। তবুও উভয়ে,& কেটি রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পরিবর্তে, নিজ নিজ দেশের নেতাদের নেতৃত্বে দিবারাত্রি কলহ করে চলছে। একই ভাষা, একই জাতীয়তা, একই ধর্ম তথা একই আল্লা-রসুলের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও মধ্য-প্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলোর নিজ নিজ দেশের নেতাদের নেতৃত্বে অহরহ কলহ করে চলেছে্

অনেকে হয়তো বলবেন, আমাদের খনিজ দ্রব্য নেই। আমরা চলব কি করে? ইহাও ভুল ধারণা। একটা দেশের শক্তি তার খজিন দ্রব্যের উপর নির্ভর করে না। বরং তার অর্থনীতির উপর নির্ভর করে। জাপানেও খনিজ দ্রব্য নাই। কিন্তু জাপান একটি বিশ্বশক্তি। এদিক দিয়ে জাপান ও পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি একই ধরনের। অর্থাৎ খনিজদ্রব্য বিহীন অর্থনীতি। হাতে পয়সা থাকলে, খনিজ দ্রব্য কেন? এটম বোমা পর্যন্ত খরিদ করা যায়।

আশা করি সকলেই এখন ইহা বুঝতে পেরেছেন যে, সাকুল্য দেনা-পাওনা পরিস্কার করে, আপোষে আলাদা হয়ে যাওয়ার মধ্যেই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের সমৃদ্ধি, মুক্তি এবং ইসলামের বৃহত্তমম সংহতি নিহিত।

০ ০ ০ ০

আমরা আমাদের মুজাহিদ সংঘের তরফ থেকে গত ২০শে মাঘ, ১৩৭৫ বাংলা, মোতাবেক ৫ই ফেব্রয়ারী ১৯৬৯ ইংরেজী হতে দ্ব্যর্থহীনভাবে এই আলাদা হওয়ার আন্দোলন আরম্ভ করি। আন্দোলনের অংশ হিসাবে- 'আলাদা হওয়াই মুক্তির পথ' নামে একটি পুস্তিকা লিখা হয়। যাহা সরকার সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বায়েজাপ্ত করেছে এবং সরকারপক্ষ হেরে যাবে বরে, ঐ বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের শুনানী দিচ্ছে না। আমরা এই আন্দোলনের পরের ধাপে গত ২৪শে ফালগু, ১৩৭৬ বাংলা, মোতাবেক ৮ই মার্চ, ১৯৭০ইং তারিখে আমাদের সংঘের তরফ থেকে, ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্ক তথা বাহাদুর শাহ পার্কে একটি জনসভার আয়োজন করি। ঐ জনসভায়ও আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে আলাদা হওয়ার তথা স্বাধীন পুর্ব পাকিস্তান গঠন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করি। যার ফলে সংঘের আহবায়ককে সামরিক কর্তৃপক্ষ ওয়ারেন্ট মারফৎ ডেকে পাঠায়। সাক্ষাৎ হলে পরে আহবায়কের সংগে অভদ্র আচরণ করে। তাহাকে ভয় দেখায়। নানাভাবে ভয় দেখিয়ে ইংলিশ-উর্দুতে কথা বলানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। সংঘের আহবায়ককে ভীতসন্ত্রস্ত করতে অপরাগ হওয়ায় মুখ রক্ষার খাতিরে তাহাকে কেবল ওয়ার্নিং দিয়েই সামরিক কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দেয়। আশ্চর্যের বিষয় আহবায়কের নির্ভীক আচরণ দেখে, সামরিক কর্তৃপক্ষ আর স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান প্রসঙ্গ নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করার সাহস পায় নাই। বরং অন্যান্য বিষয় নিয়ে সারাক্ষণ আলোচনা করে।

যাহা হউক আমাদের জনসভার প্রায় ৮ (আট) মাস পরে ৪/১১/৭০ইং তারিখে ভাসানী ন্যাপ ও অন্যান্য কয়েকটি দল পল্টনের এক জনসভায় অনুরূপ প্রস্তাব পাশ করেছে। ভাসানী সাহেব আরো ঘোষণা করেছেন,

১৯৭১ ইংরেজীর জানুয়ারী মাসের ৯ তারিখে তিনি এই মর্মে একটি সর্বদলীয় পরিষদ গঠন করবেন। ঐ পরিপ্রেক্ষিতে সকলের নিকট আমাদের আবেদন-পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা তথ্য স্বাধীন করার পরে যদি ইহাকে, আমাদের রূপ-রেখা অনুযায়ী একটি ইসলামী সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবীর প্রতি ভাসানীর গঠিতব্য সর্বদলীয় পরিষদ সমর্থন জানায় তবে ঐ পরিষদের সহিত সকলের সহযোগিতা করা উচিৎ। অন্যথায় উহার সহিত সকল বাংগালী মুসলমানের বিরোধিতা করা উচিৎ। উপরন্ত, পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করতঃ ইহাকে একটি ইসলামী সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য যাহারা নিজেদের জানমাল পর্যন্ত কুরবান করতে প্রস্তুত আমরা তাদের সকলকে মুজাহিদ সংঘের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য সাদর আহবান জানাচ্ছি। তৎসহ আমাদের এই মহান সংগ্রামে আমরা পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা চাচ্ছি।

৪। উপসংহার

আমার এই আলাদা হওয়ার দাবী উঠানোর পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের দেশী এজেন্টরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা পঞ্চমুখে তাদের সাবেকি প্রচার আরম্ভ করেছে। তারা চলছেঃ এই দাবী উঠানোর সময় এখনো আসেনি। পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হলে টিকতে পারবে না। ৯৮% (শতকরা আটানববই) ভাগে না হলে কি হবে ১০০% (শতকরা একশত ভাগ) স্বায়ত্তশাসন আসলে পর পূর্ব পাকিস্তানে সোনা ফলবে। আলাদা হওয়ার প্রয়োজন পড়বে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি বলি, পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হলে, শুধু টিকেই থাকবে না বরং পৃথিবীর মধ্যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আমাদের লোকসংখ্যা ৭ (সাত) কোটি। দুনিয়াতে ত্রাস সঞ্চারকারী জার্মানদের সংখ্যাও মাত্র সাত কোটি। প্রায় সমগ্র পৃথিবীর এক সময়কার শাসক, ইংল্যান্ডবাসীদের সংখ্যা মাত্র ৫ (পাঁচ) কোটি। অধিকন্তু, ইংল্যান্ড তার খাদ্য-দ্রব্যের ৩৫% (শতরা পঁচিশ ভাগের) এর বেশী নিজের দেশে উৎপাদন করতে পারেন নাঃ বাকী ৭৫% (শতকরা পঁচাত্তর ভাগ) খাদ্যদ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানী করে সুখে স্বাচ্ছন্দে টিকে আছে। পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন ৫৪,৫০১ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় সাত কোটি। নেপালের আয়তন ৫৪,৩৬২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৯০ (নববই) লক্ষ। ভুটানের আয়তন ১৯,৩০৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা মাত্র সাত লক্ষ। তবুও নেপাল ও ভূটান দুই বিরাট প্রতিবেশী চীন এবং ভারতের মাঝখানে, সুউচ্চ আকাশের উচ্চতাকে ভেদ করে, গর্বভরে তাদের স্বাধীন পতাকা উড্ডীন রেখেছে। সিংহলের আয়তন ২৫,৩৩২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৯৪ (চুরানববই) লক্ষ। অর্থাৎ সিংহল, পূর্বপাকিস্তানের অর্ধেকের চেয়েও কম আয়তনের এবং পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যার প্রায় এক সপ্তমাংশ লোকের অধিকারী হয়ে, হিন্দুস্তানের চক্ষুশূল হিসাবে ভারত মহাসাগরের মধ্যমণি কলম্বোর উচ্চাকাশে তার স্বাধীন পতাকা গর্বভরে উচিয়ে রখেছে। মাত্র ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ অধিবাসী এবং ৮,০০০ (আট হাজার) বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট ইসরাইল রাষ্ট্র, তাহার চেয়ে ৫০ (পঞ্চাশ) গুণ শক্তিশালী ১২ (বার) কোটি আরবকে নাকানি চুবানী খাওয়াচ্ছে। এবং বিরাট সিনাই এলাকা জবর-দখল করে রেকেছে। মাত্র ২২৪ (দু'শত চবিবশ) বর্গমাইর আয়তন ও ষোল লক্ষ অধিবাসীর গর্ব হিসাবে, ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের সংগমস্থলে, সিঙ্গাপুরের স্বাধীন পতাকা উচ্চাকাশের উচ্চতাকে অবজ্ঞা করছে।

পিপীলিকাসম যে সকল দক্ষিণ ভিয়েতনামী পর্বত প্রমাণ আমেরিকানগুলিকে কলাগাছের মত কেটে যাচ্ছে তাদের দেশও আয়তনের দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে খুব বড় নহে এবং তা'দের লোকসংখ্যা মাত্র দেয় কোটি। দেশপ্রেমিক ভিয়েতনামীরা শুধু ৫ (পাঁচ) লক্ষ আমেরিকান সৈন্যের সঙ্গেড়ই লড়াই করছে না; তৎসঙ্গে তাদের নিজেদের দেশের আরও পাঁচ লক্ষ দালাল সৈন্যের সঙ্গেও বীরত্বের সহিত লড়াই করে যাচ্ছে।

এতদসত্ত্বেও পৃথিবীর আদি ও সবৃশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জাতি পূর্ব পাকিস্তানীরা, তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পারবে। আমি বলছি, আলাদা হলে অতি শীঘ্রই আমরা পৃথিবীর মধ্যে একটি শক্তিশালী জাতীর মর্যাদা পাবো। এবং অচিরেই আমরা সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা কুড়াবো।

অতএব সবে মিলে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুনঃ-

স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান-জিন্দাবাদ।
ইসলামী সাম্যবাদ-জিন্দাবাদ।
পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্রব্য-বর্জন করুন।
পশ্চিমা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-বয়কট করুন।
উর্দু-ইংলিশ-ধ্বংস হউক।
পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদ-ধ্বংস হউক।
বিশ্বের মুসলিম, সর্বহারা-এক হও, এক হও।

বিশ্বাস করুন। বাংলা পৃথিবরি সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা! বাংগালী মুসলমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা!! ইসলামী সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা !!!

স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত
জাতীয় সংগীত

স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন,
স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন,
স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন।
ভী-মেরও ভীতি ওহে ব্যাঘ্র-ভূমি-,
আ-কাশ যুদ্ধে অগ্রগামী-,
নৌ-সিংহ-দের তীর্থ ভূমি-,
তব তরে জা-ন মাল কুরবা-নঃ
স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন...।
শি-ক্ষক, শি-লপী জ্ঞান-জীবি সে-রা,
কৃ-ষক, শ্রমজীবী পৃথিবীর বা-ড়া,
হ'-কার, তাঁ-তী মিলি সবে মো-রা,
পুঁজিবা-দ ভেংগে করি খান খা-নঃ
স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন...।

সাম্য ও শানতির মোরা দিশারী-,
লা-শরীক আ্লার মোর পূজারী-,
তওহীদী ঝানডা হস্তে ধরি-,

বেইমা-ন দেখে দেখে মারি গরদা-নঃ
স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন...।

প্রকাশক- মো: খলিলুর রহমান, কাঁঠাল বাগান, ঢাকা।
[সামছ উদ্দিন, আহববায়ক : জাতীয় মুজাহিদ সংঘ। ১৬-ডি, ছোট কাটারা ঘাট রোড, ঢাকা -১১। ১৬-৯-৭৭। বাং মূল্য ৫০ টাকা।]

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রেসকোর্স ময়দানে গণপ্রতিনিধিদের শপথ	দেনিক ইত্তেফাক	৪ জানুয়ারী, ১৯৭১

গণপ্রতিনিধিদের শপথ

শোষণমুক্ত সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়ার সংকল্প

(স্টাফ রিপোর্টার)

মুক্ত শপথে দীপ্ত বীর বাঙ্গালীদের নির্বাচনোত্তর সাগ্রহ প্রতীক্ষার অবসান ঘটাইয়া বাঙ্গালী তথা পাকিস্তানের কোটি কোটি বঞ্চিত মানুষের কামনা-বাসনার পিলসুজে সম্ভাবনার অনির্বান শিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রাণ-প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দলীয় নব নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যরা প্রত্যয়দৃঢ়কণ্ঠে গতকাল (রবিবার) রমনা রেসকোর্স ময়দানের অবিস্মরণীয় ও অভূতপূর্ব গণ-মহাসাগরের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে বিরাজমান চরম রাজননিতক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের চির অবসান ঘটাইয়া শোষণমুক্ত সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়িবার ঈপ্সিত কঠিন শপথ গ্রহণ করেন।

“আমরা শপথ করিতেছি-

“আমরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় নব নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণ করিতেছি পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার নামে; আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি সেই সব বীর শহীদের ও সংগ্রামী মানুষের নামে, যাহারা আত্মহুতি দিয়া ও চরম নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করিয়া আজ আমাদের প্রাথমিক বিজয়ের সুচনা করিয়াছেন।

“আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি এই দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মেহনতী মানুষের-তথা সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের নামেঃ

- জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এই দেশের আপামর জনসাধারণ আওয়ামী লীগের কর্মসূচী ও নেতৃত্বের প্রতি যে বিপুল সমর্থন ও অকুণ্ঠ আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন, উহার মর্যাদা রক্ষাকল্পে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করিব;

- ছয়দফা ও এগারো দফা কর্মসূচীর উপর প্রদত্ত সুস্পষ্ট গণরায়ের প্রতি আমরা একনিষ্ঠরূপে বিশ্বস্ত থাকিব এবং শাসনতন্ত্রে ও বাস্তব প্রয়োগে ছয়-দফা কর্মসূচী ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন ও এগারো-দফা কর্মসূচরি প্রতিফলন ঘটাইতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিব;

- আওয়ামী লীগের নীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর প্রতি অবিচল আনুগত্য জ্ঞাপনপূর্বক আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে বিরাজমান চরম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের চির অবসান ঘটাইয়া শোষণমুক্ত এক সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়িবার এবং অন্যায়, অবিচার বিদূরিত করিয়া সত্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইব;

- জনগণ অনুমোদিত আমাদের কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াসী যে কোন মহল ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আমরা প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিব এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা কল্পে যে-কোনরূপ ত্রাগ স্বীকার কতরঃ আপোষহীন সংগ্রামের জন্য আমরা সর্বদা প্রস্ত্তত থাকিব। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান।”

গতকাল (রোববার) বিকালে রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ দলয়ি ১৫১ জন জাতীয় পরিষদ এবং ২৬৮ জন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ সদস্য ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়নের সংকল্প ঘোষণা করিয়া শপথ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সম্ভবতঃ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই ধরনের গণশপথ গ্রহণ এই প্রথম।

শেখ মুজিবের ডানপার্শ্বে জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ এবং বাম পার্শ্বে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ দাঁড়াইয়া শপথ গ্রহণ করেন। প্রত্যেকের বাম হাতে শপথনামা এবং ডান হাতে শপথের ভঙ্গীতে উদিত ছিল। নেতার সঙ্গে সঙ্গে সকল সদস্য শপথনামা পাঠ করেন। শপথ পাঠ করার পূর্বে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন জনপ্রতিনিধিগণ জনগণের সামনে জনসাধারণকে সাক্ষী শপথ গ্রহণ করিতেছেন। শপথ গ্রহণ সমাপ্ত হইলে বিশাল জনতা উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে।

"সহযোগিতা চাই, কিন্তু নীতির প্রশ্নে আপোস নাই"

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (রবিবার) রেসকোর্সের বিশাল গনসমাবেশে ভাষণ দানকালে বলেন যে, শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্নে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের গণপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা গ্রহণে আগ্রহী, কিন্তু নীতির প্রশ্নে কোন আপোস করা হইবে না। তিনি বলেন, শাসনতন্ত্র ছয়-দফার ভিত্তিতেই হইবে-কেউ ঠেকাইতে পারিবে না।

শেখ সাহেব বলেন, আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। শুধু বাংলারই নই, আমরা সারা পাকিস্তানেরই 'মেজরিটি'। আমরা যে শাসনতন্ত্র রচনা করিব, সেটাই জনগণ গ্রহণ করিবে এবং উহা বানচালের অধিকার কাহারও নাই। তিনি বলেন, মরহুম নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলিয়াছেন, শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই শেষ কথা, আর সে রায় আমরা পাইয়াছি। শেখ মুজিব বলেন, তবু সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়াই আমি একথা বলবো না যে, শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্নে আমরা সহযোগিতা চাই না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রিত্ব বা ক্ষমতার জন্য নয়, আওয়ামী লীগের সংগ্রাম বাংলার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের গরীব জনগণের দাবী আদায়ের জন্য। তাই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে আমি পশ্চিম পাকিস্তানের গণপ্রতিনিধিদেরও সহযোগিতা চাই।

"বাক্সবন্দী করিয়া রাখুন"

শেখ মুজিব সরকার প্রণীত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাক্সবন্দী করিয়া রাখার জন্য সরকারের নিকট আহবান জানাইয়াছেন।

সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে

দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক বিজয়কে সুসংহত করার স্বার্থে সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের দালালদের বাড়াবাড়ি দমনের জন্য দেশবাসীকে সদা প্রস্ততত থাকার আহবান জানান। তিনি বলেন, ইউনিয়নে ইউনিয়নে, মহল্লায় আওয়ামী লীগ গঠন করুন এবং রাতের অন্ধকারে যারা ছোরা মারে তাদের খতম করার জন্য প্রস্ততত হোন। রাতের অন্ধকারে যারা মানুষ হত্যা করে, সেই সব বিপ্লবীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, চোরের মত রাতের অন্ধকারে মানুষ হত্যা করিয়া বিপ্লব হয় না। বিপ্লব চোরের কাজ নয়।

সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাসবাদের দালালদের খতম করার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে বাঁশের এবং সুন্দরী কাঠের লাটি বানাইবার পরামর্শ দিয়া শেখ সাহেব বলেন, প্রত্যেকের হাতে আমি হয় বাঁশের নয় সুন্দরীকাঠের লাটি দেখিতে চাই। কিন্তু খবরদার আমার হুকুম ছাড়া সেগুলি ব্যবহার করবেন না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬-দফা ও ১১-দফার প্রশ্নে কোন আপোস হবে না কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা চাওয়া হবেঃ শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা	পাকিস্তান অবজারভার	৪ জানুয়ারী , ১৯৭১

WEST PAKISTAN LEADER' CO-OPERATION TO BE SOUGHT

CONSTITUTION BASED ON SIX AND ELEVEN-POINT WILL BE FRAMED

Mujib's confident statement in Dacca on January 3, 1971.

The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman said in Dacca on Sunday that the future constitution of the country would be framed on the basis of Six-point and Eleven-point Programmes.

Sheikh Mujib was addressing a mammoth public meeting at the Race Course on the occasion of oath-taking of the newly-elected MNAs and MPAs belonging to the Awami League.

The Awami League leader, however, said that he would seek co-operation of the people's representatives of West Pakistan in framing the constitution.

Sheikh Mujib said that after June 7, last year, it was his first appearance before the people at the Race Course. He said that the elections were over and the people of Bengal won in their first phase of struggle through the elections. He reminded the people not to think that the demands of the people were fulfilled in this election alone.

Co-operation

"For being the absolute majority party in the Assembly I would not like to say that we did not want co-operation from the representatives of West Pakistan in framing the constitution," he said. "Surely," he said, "We want co-operation and help of the West Pakistani representatives in framing the constitution. But there could be no compromise on fundamental matters of policies."

In this respect he pointed-out that the Six-point and Eleven-point programmes were no more his or his party's properties. Referendum was held on the Six-point and Eleven-point programmes. Awami League could not amend it now he mentioned. None would be able to stop us framing a constitution on the basis of Six-point programme, the Awami League Chief declared.

Giving an account of the treatment meted out of the people of Bangladesh in the past, the Sheikh said that the people here were considered to be second class citizens, and their

loyalty to the country was questioned. “We had suffered many an injustice. We know how it pinches. Therefore, we would do justice to the people of West Pakistan”.

Giving an account of the past sacrifices of Bangla Desh, he said that being the majority people “we allowed Karachi to be the capital of Pakistan and from the quota of this province six West Pakistan leaders were given Constituent Assembly seats”.

“Again”, he said, “We would frame a constitution for the country as we are the representatives of the majority of the people of the country. The people of Pakistan would accept that constitution. Those who want to put an obstacle on its way would be eliminated”.

CONSTITUTION BASED ON SIX-POINT
Conspiracies

In his 50-minute speech Sheikh Mujib referred to some of the incidents after the elections and said that the conspiracies for frustrating the election which were going on before the polls were going on still. He said that the killing of newly elected 26-year-old Awami League MPA Ahmed Rafiq in Pabna, murder of Mamtaz in Khulna and the death of Harun were some of the proofs of that conspiracy. He said that Ahmed Rafiq was killed in the darkness of night. He had received 13 knife injuries; Mamtaz was called out of his house and murdered and “my young brother Harun was knocked down by a jeep and killed”.

Calling upon the people to be ready for future struggle he said that it might so happen that “I may be eliminated while fighting for realizing the demands. In the case it would be your obligation to continue the struggle”.

Yahya thanked

Sheikh Mujib thanked President Yahya for fulfilling his (Yahya’s) commitment in holding the elections. However, he said that there was a section among his (Yahya's) subordinates who were still conspiring to undo the election results. Sheikh Mujib said that some of the conspirators came to Dacca recently and held a secret meeting. The Awami League Chief asked the Persidentity of Bangla Desh and those "conspirators", otherwise, he warned that people of Bengal would confront those elements with bamboo sticks.

Continuing he said, “We have emerged as the absolute majority party in the elections not only in Bangla Desh but also in the whole country. So, the right to rule the country is ours”. He said that he and his party would protect the rights of the poor people of the Punjab, Baluchistan, Frontier and Sind. There is no difference between the suffering humanity of Bangladesh and those of other provinces, he observed. However, the Awami League Chief emphatically said that there was no compromise with those who had exploited Bangla Desh for the last 23 years.

He further said that neither he nor his party men were in politics for simply being middle ministers or prime ministers. He said that he and his party were in politics for

serving the cause of common man, for establishment of the right of the masses. They did so as they tried to make sacrifice for the people.

Caution to officials

Sounding a note of caution to the high officials of the Government the Awami League Chief said that the officials should change the mentality they had grown in the last decade during Ayub Regime. He said that the high officials could not adjust with the common people; they remain as big bosses. “If you do not change your attitude towards the common man, we would only point out the people your residence, and tell them he is not a good man, throw him out. We are not going to take steps as taken by President Yahya against 303 high officials,” he said.

Move to combat Awami League

Referring to the role of different quarters at the time of elections, he said huge amount of money came to this province for the purpose of combating the Awami League. It was said that Islam was in danger. Was anybody stopped from offering his prayers and keeping fast after the elections, he asked. He said that those who involved the name of Islam unnecessarily in politics, deserved punishment prescribed in Islam-whipping.

Further he said that attempts were made in different ways to reduce the number of Awami League MNAs and MPAs in the elections. Once the move was made with the help of POP after the merger of four organizations and then in the name of Islamic Front. In the elections, however, all the weeds were cleared, he observed.

Speaking about his organisation, he called upon his party workers to make every village and mahalla a fort of the Awami League. He alleged that Awami League workers were stabbed in the darkness of night by terrorists and their agents. He called upon his workers to be prepared to fight such terrorists. He advised them to prepare bamboo sticks and sticks out of "sundari" to fight them. Sheikh Mujib said that revolution could not be made through dacoity.

To his workers, he said, "You keep your sticks ready but do not use those until I give order”. He reiterated, “I am a Muslim and not a Christian. If I am hit I will retaliate.” He asked his workers not to hit first.

The Sheikh told the cheering crowd to bury alive any member of his party including himself if any of them betrayed this oath.

Addressing the women audience in the meeting, he said that the women-folk would no more be treated as second class citizens. If required, he said, a special law would be framed to give equal rights to women with the men-folk.

Sheikh Mujibur Rahman demanded the release of all political prisoners and withdrawal of cases pending against political workers and students. "How long will you keep them in the jail? If you fail to release them immediately we shall do it very soon after going to power", Sheikh Mujib added.

Expressing his grave concern over the increasing criminal activities in the city Sheikh Mujibur Rahman said that it was impossible to move safely in the city. He asked the concerned authority to take measures to ensure safety of the people.

Tributes to martyrs

At the outset of his speech he paid glowing tributes to the martyrs who had sacrificed their lives in the movements especially, he mentioned those who were killed in the State Language, June 7 movements and in the mass upsurge of 1968 and 1969.

He said, "I along with the MNAs and MPAs promise today that the blood of the martyrs would not be allowed to go in vain".

He further said that the victory in the polls was not the ultimate victory. However he said that the victory in the polls was not the victory of his won or his party. It was the victory of the seven crore people of Bengal, nay the whole repressed people of Pakistan.

He said that the people of Bengal would never forget the martyrs who would be remembered in all ages.

Addressing the audience he said that there was no reason to be complacent on the basis of election results about the realization of the demands. He said that it might so happen that the debt of the martyrs would have to be repaid in blood. He called upon the seven crore people of Bengal to be prepared for the future struggle, if needed.

Speaking about the elections, the Awami League chief said that "We had no money, no car, no wealth, but we had Iman (faith) and the common man with us, and that was our wealth".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের আহবান জানিয়ে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন	পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন	৮ জানুয়ারী, ১৯৭১

জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, একটি স্ফুলিঙ্গকে দাবানলে রূপ দিন, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুন

৮ই জানুয়ারী ১৯১৭ সালে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে কমরেড সিরাজ সিকদার কর্তৃক পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, গেরিলা, সহানুভূতিশীল সমর্থক ও বিপ্লবী জনগণ এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আহবান

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারার সার্বজনীন সত্যকে পূর্ব বাংলার বিপ্লবের বিশেষ অনুশীলনে প্রয়োগের মূল্যবান অভিজ্ঞতা নিয়ে পূর্ব বাংলা ও বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত রেখে দৃঢ় পদক্ষেপে তার প্রতিষ্ঠার চতুর্থ বর্ষে পদার্পন করছে।

এই তিন বৎসর পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা আত্মবলিদান ও কঠোর সংগ্রাম দ্বারা আনন্দ ও বেদনার মহা উপাখ্যানের সৃষ্টি করেছে এবং পূর্ব বাংলার বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসে মহান গৌরবময় অধ্যায়ের সংযোজন করেছে।

সভাপতি মাওয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্বের সর্বহারা শ্রেনী ও বিপ্লবীদের সংশোদধনবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রভাবে পূর্ব বাংলার সর্বহারা বিপ্লবীরা ‘প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায়সঙ্গত’, এ পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অকৃত্রিম সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং পূর্ব বাংলার শ্রমিক শ্রেণীর সঠিক রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি সংগঠন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করে।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠার মুহুর্ত থেকেই পার্টির অব্যন্তরে ও বাইরে বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদ ও খুদে বুর্জোয়া মতাদর্শ ও তার প্রকাশের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম পরিচালনা করছে এবং বিপ্লবী অনুশীলনের প্রক্রিয়ার প্রণয়ন করেছে-সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির সঠিক রাজনৈতিক লাইন, দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের বর্তমান পর্যায়ে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ সূচনার সঠিক সামরিক লাইন এবং গোপনভাবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তোলার সঠিক সাংগঠনিক লাইন।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা অধ্যয়ন ও প্রয়োগ, কৃষক শ্রমিকের সাথে একীভূত হওয়া এবং বিপ্লবী ঝড় তরঙ্গে পোড় খেয়ে অধিকতর, পরিপক্ক হয়েছেন এবং অধিকতর দক্ষতার সাথে বিপ্লবীকার্য পরিচালনা করছেন।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী অনুশীলনের এই তিন বৎসর সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনা ও পরিচালনা করার আত্মগত প্রস্তুতির সৃষ্টি করেছেন। এর ফলশ্রুতি হিসেবে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের গেরিলারা সাফল্যজনকভাবে পাকিস্তান কাউন্সিল কেন্দ্র, অফিস ও মার্কিন তথ্য-কেন্দ্রে কমান্ডো হামলা পরিচালনা করে এবং পূর্ব বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে সশস্ত্র প্রতিরোধের সূচনা করে।

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সামরিক শাসকগোষ্ঠী 'একটি পাতা নড়ার শব্দেই আঁতকে উঠে' এবং পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য পাগলা কুকুরের মত হন্যে হয়ে উটে। তাদের এ জঘন্য প্রচেষ্টায় শামিল হয়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদী দালালরা এবং পূর্ব বাংলার দক্ষিণপন্থী ও আকৃতিগতভাবে বামপন্থী কিন্তু সারবস্তুগতভাবে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা।

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনে কর্যরত পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অনেককে গ্রেপ্তার করেছে, আরো অনেকের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছে গ্রেপ্তারী পুরস্কার।

পূর্ব বাংলার জনগণের রক্তের রক্ত, মাংসের মাংস পূর্ব বাংলার এ সকল শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা আজ কারর অন্তরালে অশেষ নির্যাতন ও কষ্টে ভুগছেন। তাদের কথা মনে পড়ে আমাদের হৃদয় বেদনায় ভরে উঠে, চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা বেদনাকে শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণায় এবং অশ্রুকে শত্রু ধ্বংসের বজ্রকঠিন সপথে রূপান্তরিত করে নিজেদের শক্তিকে সুসংবদ্ধ ও পুনর্গঠিত করে, বিপ্লবী কাজ দ্বিগুণভাবে জোরদার করে এবং সশস্ত্র সংগ্রামকে গ্রাম্য এলাকায় সম্পসারিত করে।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের গেরিলারা সাফল্যজনকভাবে পূর্ব বাংলার বুকে সর্বপ্রথম সূর্যসেনের দেশ চট্টলায় এবং সন্ন্যাস বিদ্রোহের দেশ ময়মনসিংহে জাতীয় শত্রুখতমের মাধ্যমে গেরিলাযুদ্ধের সূচনা করেছে এবং বিপ্লবী সংগ্রামেই ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

১৯৭০-এ পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন তার বিকাশের সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহাসিক স্তরে প্রবেশ করেছে।

পাকিস্তানী অবাঙ্গালী শাকগোষ্ঠীর সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের দ্বন্দ্ব প্রতিদিনই তীব্রতর হচ্ছে। স্মরণাতীতকালের প্রচন্ডতম ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তান্ডবলীলায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বলিদান প্রমাণ করেছে পূর্ব বাংলার পরাধীনতার চরিত্রকে। পাকিস্তানের উপনিবেশিক সামরিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণরে জাতীয় স্বাধীনতা, মুক্তি ও বিচ্ছিন্নতার সংগ্রামকে নিয়মতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের কানাগলিপথ পরিচালনার ষড়যন্ত্র করছে এবং এ উদ্দেশ্যে সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় এবং আইনগত কাঠামোর আওতায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছে।

আওয়ামী লীগ জনতাকে এর বিরুদ্ধে পরিচালিত না করে এ ষড়যন্ত্রে হাত মিলিয়েছে এবং পর্ব বাংলার উপরন্ত শোষণ নিপীড়ন সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সংস্কারবাদী পথ এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কথা বলছে।

পাকিস্তানের অবাঙ্গালী শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার প্রধান উপাদান হলো সামরিক বাহিনী। পূর্ব বাংলার জনগণের কোন উপকারই করা সম্ভব নয় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ভূমিকা গণবিরোধী এ সশস্ত্র বাহীকে পরাজিত ও ধ্বংস করা ব্যতীত। শান্তিপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক, সংস্কারবাদী সকল প্রচেষ্টার চূড়ান্ত পরিণতি হলো আপোষ ও আঁতাত এবং জনগণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কাজেই আওয়ামী লীগের সামনে সশস্ত্র সংগ্রাম ও আপোষের দুটো পথ খোলা রয়েছে। আওয়ামী লীগের শ্রেণীভিত্তি প্রমাণ করে ইহা শেষোক্ত পথ অনুসরণ করেছে যার পরিণতি হলো জনগণের স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।

আওয়ামী লীগ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চায়। সর্বহারার রাজনৈতিক পার্টি ও তার মাধ্যমে পরিচালিত সর্বহারার একনায়ত্ব ব্যতীত অন্য সকল প্রকার সমাজতন্ত্রের সারবস্তু হলো রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। ইহা জনগণের পরিবর্তে দুর্নীতি পরায়ণ আমলা-ম্যানেজার

প্রভৃতিদের স্বার্থ রক্ষা করে। এর পরিণতি হলো লোকশানের প্রতিষ্ঠান ই, পি, আর, টি, সি, বা ই, পি, আই, ডি, সি এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থা।

তথাকথিত মুক্ত পৃথিবীর প্রধান মোড়ল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের কমিউনিজম প্রতিহত করার ইহা একটি নতুন কৌশল। বার্মার নে-উইন, সিঙ্গাপুরের লি-কান-উয়ে, ভারতের ইন্দিরা গান্ধি নিজস্ব পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র গঠনের নামে পুরানো শোষণকে নতুন শোষণের রূপে তীব্রতর করছে এবং কমিউনিস্ট ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কমিউনিজম প্রতিহত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম প্রচন্ড রোষে ফেটে পড়ছে।

শেখ মুজিব সমাজতন্ত্র ও শোষণের অবসানের কথা বলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের লাঠিয়ালবাহিনী হিসেবে পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিক জনতা ও তাদের নেতৃত্বকে 'জ্যান্ত কবরস্থ' করা এবং পূর্ব বাংলার চিয়াংকাইশেক, নে-উইন, ইন্দিরা, লি-কান-উইয়ের ভূমিকা পালন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সামরিক শাসকগোষ্ঠী একারণেই তাদেরকে কিছুটা সুবিধা প্রদান কর পূর্ব বাংলার বিপ্লবীদের পরিচালিত পূর্ব বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রাম বাঙ্গালীদের দ্বারা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে।

ইতিহাস সকল ভীতি ভাঁড় ও ভাঁওতাবাজদের, আগে হোক পরে হোক চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করবেই। পূর্ব বাংলার বিপ্লবী জনতার পরিচালিত ইতিহাসের চাকা শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে উচ্চ শিখরে উত্তোলিত করেছে; ইহা নিজস্ব গতিপথে অনিবার্যভাবেই তাদেরকে গুঁড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করবে।

আমরা অবশ্যই এ সত্য প্রতিনিয়ত জনতার সামনে তুলে ধরবো এবং বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে উঠতি বুর্জোয়াদের মোহগ্রস্ত জনগণকে আমাদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা জোরদার করবো। এ উদ্দেশ্যে আমরা গ্রাম্য এলাকায় কৃষকদের জাতীয় শত্রুবিরোধী খতম অভিযান জোরদার করবো। এভাবে পূর্ব বাংলার ৮০ ভাগ জনতার নেতৃত্ব অর্জনের মাধ্যমে শহরে বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক শ্রেণী, ও জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব অর্জন করতে সক্ষম হবো।

বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থা বিপ্লবের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। মহাননেতা সভাপতি মাও যথাযথভাবে বর্তমান দুনিয়ার বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সার সংকলন করেছেন, 'বিপ্লব হলো বর্তমান বিশ্বের প্রধান প্রবণতা'। বিশ্বের বিপ্লবীরা দ্রুতগতিতে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, বার্মা, ভারত, প্যালেস্টাইন এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত দেশ ও জাতিসমূহের মুক্তি সংগ্রাম দাউ দাউ করে জ্বলছে।

খোদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মর্মস্থলে কালো অধিবাসীদের হিংসাত্মক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম জোরদার হচ্ছে।

সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সংশোদনবাদী দেশসমূহে গণঅসন্তোষ এবং নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে। তারাও নিজের খতমের দিন গুনছে।

পক্ষান্তরে সভাপতি মাওয়ের নেতৃত্বে গণচীন বিরাটকায় দাবনের মত দাঁড়িয়ে আছে পূর্ব দিগন্তে, ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আলোকস্তম্ভ আলবেনিয়া উজ্জ্বল কিরণ বিচ্ছুরিত করছে।

এ যুগ সম্পর্কে সভাপতি মাও দূরদর্শিতার সাথে যথার্থই উল্লেখ করেছেন, 'আজ থেকে আগামী ৫০ বৎসর থেকে ১০০ বৎসর অথবা তার পরের সময়টা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী সমাজ কাঠামো আমূল পরিবর্তনের মহান যুগ। পূর্ববর্তী যেকোনো ঐতিহাকি পর্যায় নজীরবিহীন একটি বিশ্ব কাঁপানো যুগ।''

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী, আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ১৯৭০-এ পূর্ব বাংলার জনগণের যে গণযুদ্ধ শুরু হয়েছে তা দাবানলের রূপ নেবে ১৯৭১-এ। পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে দাউ দাউ করে জ্বলবে গণযুদ্ধের দাবাগ্নি, আর তাতে পুড়ে মরবে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার শত্রুরা, তাদের দালাল, বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীরা এই প্রবল ঝড়-তরঙ্গে থর থর করে কাঁপবে পুরনো দুনিয়া, গড়ে উঠবে জনগণের গেলিবাহিনী, সমাপ্ত হবে পূর্ব বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি সংগঠন হিসেবে পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা, প্রতিষ্ঠিত হবে পূর্ব বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি।

টীকা

(1) বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীঃ মনি সিং-মোজাফফর সংশোধনবাদী, হক-তোয়াহা নয়া সংশোধনবাদী, দেবেন-মতিন ট্রটস্কী-চেবাদী, কাজী-রনো ষড়যন্ত্রকারী, অগ্নিপ্রভ মাইতি প্রভৃতিকে বুঝানো হয়েছে, যারা আকৃতিতে পৃথক কিন্তু সারবস্তুগতভাবে সংশোধনবাদী।

(2) পূর্ব বাংলার দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলঃ মুসলিম লীগের সকল অংশ, পিডিপি, জামাত ও অন্যান্য ধর্মভিত্তিক পার্টিসমূহ, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একটি অংশ।

(3) আকৃতিগতভাবে বামপন্থী কিন্তু সারবস্তুগতভাবে দক্ষিণপন্থীঃ প্রতিক্রিয়াশীল ন্যাপ উভয় অংশ, আওয়ামী লীগের নেতত্বের ব্যাপক অংশ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শহীদ আসাদ দিবস পালনোপলক্ষে স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের আহবান	পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	১৫ জানুয়ারী, ১৯৭১

২০ শে জানুয়ারী শহীদ আসাদ দিবস

সর্বত্র পূর্ণ হরতাল পালন করুন

সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরুন

আসাদের স্বপ্ন স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম করুন

শহীদ আসাদের রক্তমাখা ২০শে জানুয়ারী আমাদের মাঝে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ২০শে জানুয়ারী পূর্ব বাংলার কৃষক শ্রমিক জনতার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক গভীর বেদনাদায়ক ও সংগ্রাম দিন। এই দিন পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির জাতীয় নিপিড়ন ও শ্রেণী শোষনের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছিল। আমাদের সংগঠনের পূর্বসূরী ও প্রিয় সাথী আসাদ ছিলেন এই অভ্যুত্থানের একজন নির্ভীক সেনানী। ১৯৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারীর সকাল বেলায় শহীদ আসাদসহ জঙ্গী ছাত্রসমাজ যখন নিষ্ঠুর অত্যাচারী আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে দিয়া মিছিল করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তখন শাসকগোষ্ঠীর ভাড়াটিয়া কুকুরের দল রিভলবার দিয়া গুলি করিয়া হত্যা করে জনতার মুক্তি সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা আসাদকে। যাহারা প্রত্যক্ষদর্শী তাহারা জানেন, আসাদের হত্যাকান্ড কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণভাবে লড়াই করিতে করিতে আসাদ হাসিমুখে শাসকগোষ্ঠীর বুলেটকে বরণ করিয়া লইয়াছেন-আসাদ শহীদ হইয়াছেন। আসাদের হত্যা, জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের যে আগুন ধুমায়িত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাকে দাউ দাউ করিয়া জ্বালাইয়া দিল। শাসকগোষ্ঠী জেল-জুলুম-গুলী-বেয়োনেট-কারফিউকে অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহী জনতার কাফেলা আগাইয়া চলিল। শহরে শাসকগোষ্ঠীর প্রশাসনযন্ত্র অচল হইয়া গেল আর গ্রামাঞ্চল হইয়া পড়িল আধা-মুক্ত এলাকা। সৃষ্টি হইল পূর্ব বাংলার বুকে এক প্রচন্ড বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থান। জনতার সে কি বিপ্লবী মেজাজ! কি বিপ্লবী প্রাণবন্যা! জনতার এই বিপ্লবী শক্তি উৎখাত করিল জালেম আইয়ুব শাহীকে।

সংগ্রামী দেশবাসী !

যে আশা-আকাঙ্খা লইয়া কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষ এই বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করিয়াছিল, যে স্বপ্ন লইয়া শহীদ আসাদ মাত্র চবিবশ বছর বয়সে তাঁহার অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল, জনগণের সেই আশা-আকাঙ্খা কি বাস্তবায়িত হইয়াছে? শহীদ আসাদের সেই স্বপন্ন কি সার্থক হইয়াছে? তুই বছর পর ২০শে জানুয়ারী সে প্রশ্ন লইয়া আজ আবার আমাদের তুয়ারে হাজির হইয়াছে। আমাদের আজ সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। আসাদের প্রাণ বিসর্জন ও জনতার বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানের একটি মাত্র উদ্দেশ্যই ছিলঃ তেইশ বছর ধরিয়া পূর্ববাংলার জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজি এই তিন শত্রুর শোষন ও শাসনের যে পাহাড় চাপিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করা, পূর্ব বাংলার বুকে কৃষক-শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা সমগ্র জনতার একটি রাষ্ট্র কায়েম করা। মৃত্যুর পূর্ব দিন পর্যন্ত আসাদ এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করিবার জন্যই সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। শহীদ আসাদ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির শাসন ও শোষণমুক্ত এমন এক নতুন পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিতেন, যে রাষ্ট্রে পূর্ব বাংলার কৃষক জোতদারী মহাজনী শোষণ হইতে মুক্ত হইবে, গরীব ও ভূমিহীন কৃষক জমির মালিকানা পাইবে, শ্রমিক বাঁচার মত মজুরী পাইবে, তাহাদের উপর হইতে

শ্রমের দাসত্বের নিষ্ঠুর বোঝা লাঘব হইবে, ছাত্র-মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর বিকাশের রাস্তা রাহুমুক্ত হইবে, তাহারা বেকারত্বের দুঃসহ জ্বালা হইতে মুক্তি পাইবে। এক কথায়, পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগণের জীবনে অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা-চিকিৎসা, জীবন ও জীবিকার ন্যূনতম নিশ্চয়তা আসিবে। শহীদ আসাদ প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিতেন যে, শাসকগোষ্ঠীর সশস্ত্র শক্তির মোকাবিলা সশস্ত্র শক্তির মাধ্যমেই করিতে হইবে। শাসকগোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা দুর্বল ঘাঁটি গ্রামাঞ্চলে কৃষি বিপ্লবের সূচনা করিয়া সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটি এবং কৃষকের বিপ্লবী রাজত্ব প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহার পর মুক্ত গ্রাম এলাকা দিয়া শহর ঘেরাও করিয়া চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রশক্তি দখল করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করিবার জন্যই শহীদ আসাদ মনোহরদী-তাহিরদিয়া এলাকায় কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এই জন্যই আসাদ মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন পূর্বে হাতিরদিয়ার হাট হরতালকে সাফল্যমন্ডিত করিয়া তুলিতে যাইয়া আর একবার শাসকগোষ্ঠীর বুলেটের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

সংগ্রামী জনতা !

শহীদ আসাদের এই স্বপ্ন, জনতার বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানের লক্ষ্য আজও বাস্তবায়িত হয় নাই। কিন্তু কেন? কারণ ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের যখন সশস্ত্র বিপ্লবে পরিণত হইতে চলিয়াছিল, তখন শাসকগোষ্ঠী জনতার সংগ্রামকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য গোল টেবিলের মাধ্যমে আপোষের পতাকা তুলিয়া ধরিয়াছিল। গণ-অভ্যুত্থানের আপোসকামী নেতৃত্ব শাসকগোষ্ঠীর সহিত আপোসের চোরাগলিতে পা বাড়াইয়াছিল। ফলে শাকগোষ্ঠী তাহাদের শক্তিকে পুনরায় মজবুত করিয়া দেশের বুকে সামরিক শাসন জারী করে। শাসকগোষ্ঠী এইবার পুনরায় নির্বাচনের মধ্য দিয়া জনতার সশস্ত্র বিপ্লবকে প্রতিহত করিতে চাহিয়াছে। কারণ, শাসকগোষ্ঠী ইহা ভালোবাবেই জানে, নির্বাচনের মাধ্যমে মেম্বর মন্ত্রীর পরিবর্তন হইবে, কয়েকটি দফাও হয়তো কাগজে-কলমে দিতে হইতে পারে, কিন্তু শাসন ও শোষণের মুল চাবিকাঠি মিলিটারী, পুলিশ ও প্রশাসন যন্ত্রের কোন পরিবর্তন হইবে না। তাহা হইলে পূর্ব বাংলার গোটা বাঙ্গালী জাতিকে তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা এবং কৃষক শ্রমিক মেহনতি জনতাকে তাহাদের শ্রেণী শোষণ হইতে মুক্তির সংগ্রাম হইতে দূরে সরাইয়া রাখা যাইবে- সংসদীয় রাজনীতিতে মোহাচ্ছান্ন করা যাইবে।

তাই এইবারের শহীদ আসাদ দিবস আমাদের নিকট গভীর তাৎপর্য বহন করিয়া আনিয়াছে। আসুন, আজ আমরা শহীদ আসাদের রক্তাক্ত স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া শাসকগোষ্ঠী ও সুবিধাবাদ আপোষকামী রাজনীতিবিদদের সকল ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করিয়া বিপ্লবী রাজনীতির পতাকাকে তুলিয়া ধরি। সেই বিপ্লবী পথ হইল, কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে মুক্ত এলাকা গঠনের পথ। মুক্ত গ্রাম এলাকা দিয়া শহর ঘেরাও ও শহর দখল করিবার পথ। আর তাহার পাশাপাশি শহরে বিপ্লবী গণ- অভ্যুত্থানের ঝড় তুলিয়া শাসকগোষ্ঠীকে ঘায়েল করা যাহাতে তাহারা সর্বশক্তি লইয়া কৃষকের লড়াইয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে না পারে। এই বিপ্লবী পথেই খুলনার বাহিরদিয়া ও সিলেটের হাওর করাইয়ার সংগ্রামী কৃষক আগাইয়া চলিয়াছে। এই লক্ষ্য অভিমুখেই ১৯৬৮-৬৯ সালের বিপ্লবী গণ- অভ্যুত্থানের যাত্রা শুরু হইয়াছিল। আসুন, আগামী ২০শে জানুয়ারী পূর্ব বাংলার শহরে-বন্দরে, স্কুল-কলেজে, হাট-বাজার-গঞ্জে সর্বত্র হরতাল পালন করিয়া আসাদসহ শত শত দেশপ্রেমিক বীর সেনানীদের আত্মত্যাগকে নতুন করিয়া আমরা স্মরণ করি, তাহাদের অপূর্ণ আশা-আকাংখা ও অসমাপ্ত কাজকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য নতুন করিয়া শপথ গ্রহণ করি, শহীদ আসাদের স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলিবার পথে জোর কদমে আগাইয়া যাই।

পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী লীগের সাথে তিন দিনের আলোচনা শেষে ভুট্টোর বিবৃতি	পাকিস্তান টাইমস	৩১ জানুয়ারী , ১৯৭১

PAKISTAN PEOPLE'S PARTY WILL STRIVE FOR VIABLE CONSTITUTION

No Deadlock In Talks

Mr. Z. A. Bhutto's statement to Dacca oil January 30, 1971, at the conclusion of his three days talks with Sheikh Mujibur Rahman.

Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of the Pakistan People's Party, said here today the within national unity he and his party would go as far as possible to find a permanent formula for framing a viable and acceptable Constitution.

Mr. Bhutto, who yesterday concluded three-day, talks with Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman, told a Press Conference that he had come here to find the areas of agreement and search for common factors and try to rekindle the spirit of fraternity, understanding and co-operation.

Mr. Bhutto said: “We have genuine difficulties, and we need time at least up to the end of February to make a comment on it.”

He, however, said that he was neither satisfied with the talks with Shiekh Mujib nor were these talks a failure. "The dialogue should continue,“ he added. "There was no deadlock in our talks,” he said.

He said: “We understood each other's viewpoints and we would have to explain our viewpoint to our people and their representatives before we meet next time. The task was a challenging one and we will have to resolve many of our problems a legacy of the past 23 years.”

“How can you expect us to solve the problems of 23 years in three days?” he asked.

* * * * * * *

He could see a danger signal ahead for the nation, he said and added that he was in favor of dialogue and negotiation for overcoming what he described as "a national stake."

He said: “When necessary I will come to East Pakistan to continue such discussion with the leaders of the Awami League.”

Mr. Bhutto analyzed point by point the Six-point Programme of the Awami League and the 11- point programme of the student community of the province.

Constitution should be based on consensus

Taking both the programmes together, he announced his acceptance for 12 of these 17 points-excluding the five which dealt with provincial autonomy on the basis of the Lahore Resolution and a Constitution on the basis of Six-points.

He would not comment on them because “we have got genuine difficulty and we need time for consultation to see how far we can go for a consensus”.

But he described as ideal the point No. 1 of the Six-Points so far as it advocated a genuine federation in a true sense. He said he was a firm believer in one Pakistan and his entire political philosophy was based on it.

The four points of the Awami League on which Mr. Bhutto made no comments pertain to the transfer of Provincial and Central subjects, currencies, foreign trades, federating states and their accounts.

The second point of the students' demands relates to the Six-Point Programme.

National Assembly Session

About the convening of the Constituent Assembly on February 15 as suggested by Sheikh Mujib, the PPP Chief remained non-committal, but said there was nothing wrong "if we take time up to the end of February at least".

Asked if he intended to suggest delaying the session to the President, he replied in the negative.

“Some essential things will have to be accomplished before we come to attend the session” he said. “We must meet the leaders of all shades of opinion in West Pakistan, including those of defeated parties. The Constitution of a country should be a national one and not of one Province, and as such there should be consensus and equilibrium”.

He said, however, that he fully shared the anxiety of Sheikh Mujib for breaking the present transition which was giving rise to new problems every day. “But for the greater interest of the nation” he added “its solidarity, integrity and fraternity there is nothing wrong in asking this 15 days time to solve the difficult task we have here for a permanent and lasting solution of constitutional problem”.

Mr. Bhutto said that it was not necessary to enter into the Constituent Assembly with an agreement on different issues because negotiations could continue even when the House in Session.

Asked if, in his opinion, the Awami League with its present absolute majority in the House was competent to frame a Constitution, Mr. Bhutto said: “Legally speaking they can, but the question to be decided by the House is whether the Constitution will be adopted by a simple majority or by two-thirds majority. Since the question is of making a Constitution and our geographical position is peculiar, the majority adopting the Constitution should include a consensus.”

In this connection, he cited the example of One Unit which he said, could not survive because the idea lacked a consensus of all the four provinces of West Pakistan. Parity was another question which had to be done away with because East Pakistan did not like it, he added.

When a correspondent wanted to know of the 'genuine difficulties' Mr. Bhutto was often referring to during the Press Conference, the PPP Chief invited him to visit West Pakistan and to see for himself these difficulties. He said: "we have not got a mandate like the Six-Points of East Pakistan, but we have to tell the people in West Pakistan so many things at so many places to come out successful in the elections. So our position is quite different and it needs consultation."

The People's Party Chief renewed his warning to the vested interests who, he said, had been trying to "frustrate an early transfer of power to the elected representatives of people".

He said that since the two winning parties were committed to the people on nationalization, the industrialists had become active in this direction. Many of these anti-Socialists and exploiters, he added, were making frequent visits to both East and West Pakistan to achieve their goal.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হাইজ্যাককৃত বিমান ধ্বংসের প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা	পাকিস্তান অবজারভার	৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

MUJIB WARNS VESTED INTERESTS
Bhutto Explains Legal Position

Statement by Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Z. A. Bhutto on February 3, 1971, reacting to the blowing up of the hijacked Indian plane at Lahore.

Sheikh Mujibur Rahman, the Chief of the Awami League, has called upon the Government to hold an inquiry into the blowing up of the hijacked Indian plane at Lahore and "to take effective measures to prevent interested quarters from exploiting the situation for their nefarious end".

Sheikh Mujibur Rahman, in a statement issued in Dacca on Wednesday, said that he was surprised to hear that the hijacked Indian plane has been blown up adding that the incident must be deplored.

The Awami League Chief urged the people to be alert against the vested interests and to resist their attempts to exploit the incident to create abnormal conditions to sabotage the peaceful transfer of power to the people.

Sheikh Mujibur Rahman said "I was surprised to hear that the hijacked Indian plane at Lahore has been blown up. While the hijacking was a 'fait accompli', its subsequent blowing up must be deplored".

He said; "Prompt and effective steps by the authorities could have been taken to prevent its occurrence. It should have been realized that at this critical juncture in the Nation's life, the creation of abnormal conditions can only serve the interest of saboteurs and conspirators against the people."

The Awami League Chief said: 'The people should be fully alert to resist all attempts by the vested interests to exploit this occurrence in order to create abnormal conditions with the ulterior purpose of sabotaging the peaceful transfer of power to the people."

The Awami League Chief said: 'The people should be fully alert to resist all attempts by the vested interests to exploit this occurrence in order to create abnormal conditions with the ulterior purpose of sabotaging the peaceful transfer of power to the people."

He said: "I would urge the Government to hold an inquiry into this matter, and to take effective measures to prevent interested quarters from exploiting this situation for their nefarious ends."

Bhutto explains legal position

Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of the Pakistan People’s Party, said here on Wednesday that the people and Government of Pakistan were not responsible for the destruction of the Indian plane, hijacked by two young commandos on Saturday.

He was taking to PPI at the Lahore airport before flying to Karachi.

Mr. Bhutto said as for the legal aspect, the Indian plane was within the jurisdiction
and it would have been disastrous if Pakistan national had blown it.

But the plane was blown up by two young Kashmiri freedom fighters who were wagging a struggle against the Indian imperialism for the liberation of their home land and as such the people and the Government of Pakistan were not responsible for its destruction.

The Chairman of the Pakistan People's Party further said the question of granting asylum to the two Kashmiris simply did not arise because They were not Indian nationals.

They have a right to stay in Pakistan

"As Kashmiris they have a right to stay in Pakistan," he said and added, "We are happy that these two brave youngmen will be with us".

Mr. Bhutto disclosed that he had asked his party leaders in Lahore to establish contact with the Jammu and Kashmiri National liberation Front and "assist them in whatever manner they want."

When asked what sort of assistance did the PPP want to extend to the NLF, he said he had explained this to the party leaders of Lahore. When further asked did the assistance include helping the NLF in organizational matters, he said, "you can talk to the party men."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানের বিলম্বের সমালোচনায় শেখ মুজিবুর রহমান	দ্য ডন	১০ ফেব্রুয়ার, ১৯৭১

AWAMI LEAGUE IS DETERMINED TO FRAME CONSTITUTION ON SIX, ELEVEN POINT PLAN

MUJIB REGRETS DELAY IN CONVENING NATIONAL ASSEMBLY SESSION

Statement in Dacca on February 9, 1971

Sheikh Mjuibur Rahman, the Awami League Chief, regretted today the unnecessary delay in convening the National Assembly and said it seemed another conspiracy to deprive the people of their own Government.

* * * * * * * * *

Sheikh Mujibur Rahman reiterated that his party was determined to frame tit constitution on the basis of its six point programme.

He said: "We want to frame a constitution and we shall frame it on the basis of six- point programme. Those who would accept it, let them accept and those who wont' (accept) let them not accept it".

The Awami League Chief said that his party was in majority in Pakistan, and it could frame a constitution. But still it sought the co-operation of others. He said: "If anyone refuses to co-operate, it will be his responsibility."

Sheikh Mujibur Rahman said that people had reposed confidence in his party and "only the representatives of the people are competent to frame a constitution for the country." "No one else has that right to frame the constitution" he said.

Sheikh Mujibur Rahman referred to his party's victor)' in last December elections and their expectation to frame a constitution to help the induction of a people's Government to solve their problems and said "conspiracy is still going on."

He said, "Pakistan's politics is the politics of conspiracy and intrigue. Conspiracy has not yet stopped, it is still going on. But since the Bangalees have learnt to shed blood none can stop them anymore. We must frame the constitution on the basis of six points."

Sheikh Mujibur Rahman said, 'The Awami Leaguers are true to their promise and they don't go back on their promise," "If necessary, we will again suffer jail term, but we can't deviate from the principle." He said that he and his party men were not afraid of anyone except God. adding that if the ruling clique had thought they could frighten them, they were mistaken.

In this connection he referred to "jail-zoolum" of Ayub regime of him and other Awami Leaguers. He told the Awami Leaguers that the struggle had not ended, it had only started and asked them to remain prepared for sacrifice for the sake of posterity.

Sheikh Mujibur Rahman restating his party's stand on framing the constitution referred to the oath taken by his party MNAs and MPAs at Ramna Race Course for framing it on the basis of six-point and 11-point programmes.

He said that in the joint meeting of the Awami League Parliamentarians in the National and Provincial Assemblies and in the Party Working Committee Meeting during the middle of February "decisions would be taken on our future coarse action".

The Awami League Chief referred to the acute food shortage, price spiral in the province and recent cyclone devastation, and said "we can't allow our people to die and to be exploited." He listed various problems being faced by the people and said that his party wanted to take away the resources from the exploiters and distribute those among the people. He said that after elections they had hoped to frame a Constitution, and to take over the responsibility of administration and "to go all-out to solve the problems of the people."

Sheikh Mujibur Rahman said that the ruling clique and the exploiters had created such multifarious problems in different spheres of life that even if his party came to power it would be terribly difficult to solve those problems immediately. He said that Bengal I had been turned into a market and colony, and its food problem had been made so acute that the province was now having an annual deficit of 2,000,000 tons of food grains.

The Awami League Chief asked his party-men to remain prepared, adding: "If time come I will give a call to you. Power has to come to us and none can stop it. When power comes to us, we will go all out to solve the problems of our people."

He said he was hopeful of a bright and prosperous future of the Bengalees. "We will succeed because we are fighting for truth."

*   *   *   *   *   *

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশনঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণা	পাকিস্তান টাইমস	১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

NATIONAL ASSEMBLY MEETS ON MARCH 3
DACCA IS VENUE- Presidents Order

Official announcement, dated February 13, 1971, summoning the National Assembly to meet in Dacca on March 3.

The President, General A. M. Yahya Khan, has summoned the National Assembly to meet in Dacca on March 3 for framing a Constitution for the Country.

According to an official announcement, the 313-member Assembly for which country-wide general elections on the basis of adult franchise were held in December last will meet at 9 a.m. on March 3 in the Provincial Assembly building in Dacca.

The brief announcement said. 'The President, General A. M. Yahya Khan, has been pleased to summon the National Assembly of Pakistan to meet on Wednesday, March 3, 1971, at 9 a.m. in the Provincial Assembly Building, Dacca, for the purpose of framing a Constitution for Pakistan."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের রাজনৈতিক ঘোষণা	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল (প্রচারপত্র)	১৪, ফেব্রুয়ার, ১৯৭১

গণ-বিপ্লব দিবসে মেহনতী জনতার নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার কায়েমের শপথ নিন
শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের ডাক

ভাইসব,

আটষট্টির অক্টোবরে করাচীর ছাত্রদের স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে যে সংগ্রামের সূত্রপাত, উনসত্তরের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় ছাত্রদের সংগ্রামী জনতার বিপ্লবী ভূমিকায় সেই গণঅভ্যুত্থান ১৮ই ফ্রেব্রুয়ার পর্যবসিত হয় এক রক্তাক্ত গণবিপ্লবে।

আন্দোলন চলছে ছাত্রদের নেতৃত্বে, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সাহায্যপুষ্ট স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে। চলছে ধারপাকড়, গোলাগুলি। শহীদ হোল আদমজীর শ্রমিক মুজিবুল্লাহ, বরিশালের শ্রমিক মজিদ, ছাত্র আসাদ, মতিয়ুর এবং নাম না জানা আরো অনেকে। সংগ্রামের রূপ হোল আরো তীব্র, আগুন জ্বলে উঠল শহর থেকে বন্দরে, গ্রামথেকে গঞ্জে। নেমে এল 'কারফিউ'। এবার সংগ্রামে বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নিয়ে এগিয়ে এলো এক নতুন শক্তি, 'বিপ্লবী মেহনতী জনতা'। সে বৈপ্লবিক নেতৃত্বের সুবর্ণ সুচনা হলো কারফিউ ভঙ্গের রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী, কারফিউ ভঙ্গ করে মালিবাগের মেহনতী জনতা মশাল হাতে নেমে এল ঢাকার রাজপথে; যোগ দিল তেজগাঁও, নাখালপাড়া, আদমজী আর ডেমরার বিপ্লবী শ্রমিক, যোগ দিল খিলগাঁও কৃষক; নেমে এল ফার্মেগেট, গ্রীনরোড, হাতীরপুল, পুরানা পল্টন এবং মগবাজার এলাকার দিনমজুর আর খেটে খাওয়া মানুষের, সহদাগরী আর সরকারী অফিসের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী আর কেরানী; নেমে এল ছাত্র, শিক্ষক, ছোট ছোট দোকানদার আর রাস্তার পার্শ্বের ফেরিওয়ালারা, লাখো লাখো মানুষ, মেহনতী মানুষ, সংগ্রামী জনতা, লাঠি আর জলন্ত মশাল হাতে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী, সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ উপায়ে কারফিউ ভেঙ্গে রাইফেল আর বেয়নেটের পৈশাচিক হামলাকে তারা রাস্তায় পদদলিত করে লক্ষ লক্ষ মারমুখী মেহনতী জনতা সেদিন নেমে এসেছিল ঢাকার রাজপথে। রাস্তায় তুলেছিল বিপ্লবী ব্যারিকেড, হাতাহাতি লড়াই করেছে তারা, রক্তে রক্তে সয়লাব হয়েছে ঢাকার কালো পীচ ঢালা পথ। তবুও তারা স্তব্ধ হয়নি। আগুন লাগিয়ে তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে শ্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর অনুচরদের সাজানো প্রাসাদ। যে বিদ্রোহের আগুনের লেলিহান শিখায় খতম হয়েছে আইয়ুব সরকার, খর্ব হয়েছে রাষ্ট্রের উপর থেকে একচেটিয়া পুঁজিপতি, ভূ-স্বামী আর জায়গীরদারদের অপ্রতিদ্বন্ধী প্রভাব। উন্মুক্ত হয়েছে গণতন্ত্রের পথ। ১৮ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের গণআন্দোলনের ইতিহাসে লাল অক্ষরে লেখা একটি দিন' বিপ্লবী দিন। মেহনতী জনতার নেতৃত্বে ১৮ই ফেব্রুয়ারী কারফিউ ভঙ্গ এবং ঢাকা অবরোধ, বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী সমাজবাদী বিপ্লবের সুবর্ণ সূচনা।

সাবাস। ঢাকার বিপ্লবী মেহনতী জনতা!
অমর হোক গণবিপ্লবের দিন, রক্তাক্ত ১৮ই ফেব্রুয়ারী।

কিন্তু সুস্পষ্ট শ্লোগান, বর্তমান লক্ষ্য এবং সর্বহারাদের শ্রেণীভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অভাবে এই গণ-বিপ্লবের সম্পূর্ণ ফল লাভ করার এক হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে অনুন্নত অঞ্চলের পুঁজিপতি শ্রেণী। উদীয়মান পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে জানুয়ারীর গণঅভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্য ছিল বৃহৎ পুঁজিবাদ, জায়গীরদার জোতদারদের পৃষ্ঠপোষিত স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের উচ্ছেদ সাধন করে তথাকথিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন যখন মেহনতী জনতার নেতৃত্বে ফেব্রুয়ারী গণ-বিপ্লবে পরিণত হল, তখন এই গণ বিপ্লবের আপোসহীন আর রুদ্র রূপ দেখে এবং দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক সুদূরে প্রসারী পরিণতির আশংকায়, একদিকে বৃহৎ পুঁজিপতি, জোতদার-জায়গীরদাররা; অন্যদিকে স্বৈরাচারবিরোধী অনুন্নত অঞ্চলের উদীয়মান পুঁজিপতিরাও আন্দোলনের উপর থেকে তাদের নেতৃত্ব চলে যাওয়ার আশংকায় ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে আপোসরক্ষার মাধ্যমে এই বিপ্লবের মূল লক্ষ্যকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠলো। সর্বদলীয় গোলটেবিল ছিল ফেব্রুয়ারীর বিপ্লবকে বিপথে পরিচালনা করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এবং আন্দোলনের নেতৃত্বে তাদের হাতে ফিরিয়ে নেবার জন্যই উদীয়মান পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা এই গোলটেবিলে যোগ দিয়েছিলেন। দেশের সংবিধান রচনা এবং শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতা হস্তান্তরের উছিলায় ‘‘আইনগত কাঠামোর’’ জোয়ালে বিগত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সেই ষড়যন্ত্রেরই আরেক পর্যায়।

জাতীয়তাবাদী সম্মোহনী শ্লোগানের মায়াজালে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করে এই উদীয়মান পুঁজিপতিরা নিষ্ঠুর আর নির্মমভাবে ব্যবহার করেছে এদেশের শোষিত মানুষের সহজ সরল আবেগকে, তাদের শ্রেণীস্বার্থ আদায়ের খোরাক আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে। নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, দেশের সংবিধানের রূপ এবং কাঠামো যে কোন দফাভিত্তিক হোক না কেন, রাষ্ট্র পরিচালনার মূল শক্তি আজো যেমন জনতার শত্রু কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে বর্তমান, ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে-যদি না রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়। বিপ্লবী সমাজবাদীদের তাই আজকের ঐতিহাসিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে উদীয়মান পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে এই ভাঁওতাবাজী জাতীয়বাদী আন্দোলনকে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মৈত্রীত্বে ‘‘মেহনতী জনতার গণতান্ত্রিক বিপ্লবে’’ পর্যবসিত করা। দেশের বর্তমান যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, তাতে বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীর পরিবর্তে, উদীয়মান এবং বিক্ষুদ্ধ বুর্জোয়াদের হাতে শাসন ক্ষমতা এলেই সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের ভাগ্যের বা অবস্থার কোনই পরিবর্তন হোচ্ছে না। একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতী জনতার ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়েই এই পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা খতম হওয়া সম্ভব, অন্যথায় নয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারীর রক্তাক্ত গণ-বিপ্লবের মূল লক্ষ ছিল পাকিস্তানের বর্তমানে ধনবাদী শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতী জনতার গণতান্ত্রিক সরকার গঠন। যার চূড়ান্ত লক্ষ একটি শোষণহীন সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে পারে একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতী জনতার বিপ্লবী সরকার। তাই সমাজবাদী দলের আজকের শ্লোগানঃ মেহনতী জনতার বিপ্লবী সরকার কায়েম কর।

রক্তাক্ত ফেব্রুয়ারী বিপ্লব। তোমার কাছে আমাদের বিপ্লবী শপথঃ

সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব মেহনতী জনতার বিপ্লবী সরকার আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও কায়েম কোরবই।

রক্তাক্ত ফেব্রয়ারী বিপ্লব অমর হোক।

ঢাকার কর্মসূচী

১৮ই ফেব্রয়ারী সকালঃ প্রভাত-ফেরী।

১৫ই ও ১৬ই ফেব্রয়ারীঃ পথসভা, গণসঙ্গীত।

১৭ই ফেব্রয়ারী সন্ধ্যাঃ বায়তুল মোকাররম থেকে মশাল মিছিল।

১৮ই ফেব্রয়ারী

পল্টনে জনসভা

সন্ধ্যাঃ মশাল মিছিল ও বিপ্লবী শপথ গ্রহণ।

শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের পক্ষে হারুন-উর-রশিদ কর্তৃক ২৪৬ মধুবাজার, ঢাকা-৯ থেকে প্রচারিত ও প্রকাশিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান পিপলস পার্টির পরিষদে না যোগদানের আহবান	দ্য ডন	১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

PAKISTAN PEOPLE'S PARTY NOT TO ATTEND NATIONAL ASSEMBLY SESSION IF AWAMI LEAGUE NOT FLEXIBLE-WANTS ADJUSTMENTS IN SIX-POINTS, TWO-SUBJECT CENTRE NOT ACCEPTABLE

MR. Z.A. BHUTTO S DECLARATION IN PESHAWAR.
On February 15,1971.

Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of Pakistan People's Party, today declared that his party will not attend the National Assembly Session starting on March 3 at Dacca unless it was made clear to him and his party men that there would be some amount of reciprocity from the majority party, either publicly or privately.

Addressing a crowded Press Conference he did not term his decision as boycott of the Assembly but said: "We can't go there only to endorse the constitution already prepared by a party and to return humiliated. If we are not heard and even reasonable proposals put by us are not considered, I don't see the purpose to go there".

Mr. Bhutto said that his party had accepted the first and the last points of the Awami League's Six Points (they relate to the basis of representation and the existence of People's militia in the provinces), but he could neither accept a "two-subject Centre" nor the point relating to currency. "I am not without hope about foreign trade and taxation", he added. Mr. Bhutto said that his party had also accepted 10 out of the 11 points of the students. It could not accept the point which said that there should be a sub-federation in the West Wing.

He, however, said, "I think we can work out something which will satisfy both of us. There is hope for understanding. But if we are asked to go to Dacca only to endorse the constitution which has already been prepared by Awami League and which is not to be altered an inch here and an inch there, then you will not find us in Dacca on March 2 when elections for women seats are to be held".

Mr. Bhutto said his party was of the opinion that the constitution based on the six points could not provide a "viable future for the country". Nevertheless Pakistan People's Party has tried to come as close to the Awami League points of view as possible, even up to the edge of precipice, where after there is destruction.

He said he had taken the decision as a big responsibility in the interest of the nation. The country is passing through a very critical phase and we may go one way or the other.

Mr. Bhutto said: "If we have to go just for formality we are not prepared". Asked if other leaders go there to help Awami League, he said: "Let them go," adding "but they will have to come back also".

He, however, said: "I will not come in the way of a constitution made by the National Assembly. Let them frame it with those who go there. The onus and odium will not then fall on Pakistan People's Party," he added.

He accused the Awami League of applying double standards for constitution. He said for normal procedures of leading to constitution making the party had followed normal democratic principles but for the constitution itself, it did not accept the universal principle of a democratic consensus of all provinces. You can't apply double standard, he declared.

He said dictation or imposition of a constitution on West Pakistan will not be accepted. "We want East and West to live together in equality but that does not mean things should be thrust on us". Asked if an indication of a compromise was given to him by the Awami League in private and if it did not stand good, he said: "You can always come back".

Mr. Bhutto said that he had taken the decision after consultations with his party leaders and other political leaders of the West Wing.

*   *   *   *   *   *

He said that his party had the greatest respect and admiration for the people of East Pakistan, and had in its foundation papers, conceded that the people of East Pakistan had been badly exploited and had a cause to feel aggrieved. It had been even insisted for the removal of the "internal colonial structure," he added.

The PPP Chief emphasized that if the Awami League had received a mandate on Six Points, in the elections, they should accept the People's Party's position, that it success was based on economic programme and its stand on foreign policy. He stated that his party was convinced that the Six Point programme should be taken on a political basis and not on a "test tube" basis.

His party had abstained from taking any position on the Six Points, during the year- long election campaign, since it felt that a "dialogue" was necessary on them.

Mr. Bhutto also regretted over the failure of Sheikh Mujibur Rahman to come to West Pakistan, because of the existence of "vested interests" here, and said that he could personally guarantee "fullest honor and protection" to the Awami League leaders.

Mr. Z.A. Bhutto expressed his party's inability to attend the National Assembly session, beginning from March 3 in Dacca, in the absence of an understanding for "compromise or adjustment" on the six points.

Mr. Bhutto stated that his party had "gone as far as possible" on the issue of Six Points to ensure a viable constitution for the country. But, in the present circumstances, they would not be going to Dacca to frame a constitution but to "accept" a constitution.

"If I am given to understand that there is a room for compromise and adjustment I am prepared to go there even today", he added.

He added: "If there is a purpose to build up Pakistan, we are prepared to go to the Assembly even today".

Mr. Bhutto said that if there was a question of framing of the constitution, the consensus of federating units, was essential "but the position is that the constitution has already been framed" and the Awami League "wants us to endorse it" he said. The Awami League, the PPP Chief said, had adopted an attitude of "take it or leave it".

He added, we should have a guarantee that we would be heard and if our viewpoint was reasonable, it would be accepted. Participation in the National Assembly without such an understanding would further "vitiate" the situation.

Mr. Bhutto emphasized that if the things were to be taken on democratic basis, "you have to make scope for adjustment".

Mr. Bhutto also said that the participation in the present situation might lead to a "deadlock" which was against national interest. "I do not want to deteriorate the position" he said-adding that he was only "objective and reasonable".

* * * * * *

Mr. Bhutto said that it was for the nation to judge as to what had been the stand of the Peoples' Party in the past and "the nation always judges correctly", "We took no position on six points all through our election campaign" he said. On the other hand the six points had been criticized by many a leader in West Pakistan. The irony was that these very leaders were now praising the six points because the Awami League had registered a vast majority in the National Assembly.

* * * * * *

Mr. Bhutto said that there were many "misgivings" in West Pakistan about the six points. He reminded the Awami League leaders that when he had visited East Pakistan in October 1966 he had suggested an analytically critical dialogue on six points, as soon as possible. It created a stir in West Pakistan and the politicians demanded as to how he could hold a dialogue on six points.

* * * * * *

Bearing in mind the background of our 23 years history, the six points, as they stood today, could not be worked viably. He had assured the Awami League leader that the People's Party would try its best to come as close to the precipice as possible and not beyond to accommodate the six points.

Discussing the consultations he has had within his own party, Mr. Bhutto revealed that there was a "divided view", on the six-points. Some of his party men took "extreme"

position, -that the party should fight it out-, and a very small number took the position that the Awami League programme should be accepted. But the majority of the party leaders supported the view that there should be reasonable adjustments to bring about a compromise.

The PPP chief said he had now completed his discussions with other leaders of West Pakistan and that at his party men's meeting in Karachi on February 20 and 21, "we will take formal and final position".

*　　*　　*　　*　　*

Mr. Bhutto said that now the date of the Assembly session had been announced but he emphasized that before he and his party-men went to Dacca they would like to have an idea of the amount of "reciprocity" but this necessary pre-requisite was not yet known.

*　　*　　*　　*　　*

He had hoped that Sheikh Mujibur Rahman would come to West Pakistan and that he could have further talks with him. But now it seemed he (Sheikh Mujibur Rahman) was not prepared to do so, because the Awami League leader felt that the atmosphere was not "congenial" for him to visit West Pakistan. There was a good deal of talk about the dangers he faced from the vested interests.

*　　*　　*　　*　　*

Mr. Bhutto said that he did not know whether there was an element of "give and take" and of reciprocity in the Awami League position. If it was not proper for Sheikh Mujibur Rahman to come here, it was even harder for Mr. Bhutto to go to Dacca. With the present state of relations with India, and in the light of the gradually threatening posture of the Indian Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi against Pakistan and bearing in mind the PPP's well known and clear stand on the relations with India "have I not the responsibility to be with my people here", he asked.

Mr. Bhutto went on to say "I can put myself in jeopardy, but it is a question of 83 party leaders going to East Pakistan in the present state of affairs". He said that he could not put his party men in a position of double hostage because of Indian hostility and their non-acceptance of six points.

He added that his party comprised of working people, who have to do a job and naturally they would like to know how long would they be away from their homes.

In the beginning it was announced that there would be only a ceremonial session in Dacca. But the position was not clear today, whether his party members were to stay there for a long period or only for a few days.

*　　*　　*　　*　　*

Mr. Bhutto said that his party members were expected to go to Dacca in the present circumstances not to frame the constitution but to just "accept" it. "With this background we will not be there on March 3 in the Assembly".

He, however, added that if an assurance was given even privately that there would be give and take' and there would be a purpose for us to be there to construct something together, then we would go.

Other leaders of West Pakistan he said, may go if they so desired, but the PPP members would go only if there was room for adjustment, and not to sign a dictated constitution.

Mr. Bhutto said that on the one hand the Awami League claimed the right to frame the constitution on the democratic principle of simple majority, and on the other it wanted six point because of the geographic peculiarities of the country. He said, it could not have it both ways. If they wanted their six points on the basis of geographical peculiarities, why should this factor not come into play in the framing of the constitution and the principle of the consensus of the federating units applied instead of the principle of simple majority.

However, he said that if the Awami League insisted on the framing of the constitution on the basis of six points, then the onus and odium of that constitution would not fall on the Pakistan People's Party.

He said that he did not want to deteriorate the situation but was stating what was objective, scientific and reasonable.

He said that he took full responsibility for the position he had taken and he would be prepared to face the barrel of a gun, for he had done so often in the past. But he said, he must save the people from the firing line.

Asked if he was boycotting the Assembly, Mr. Bhutto emphatically disagreed with the suggestion.

Mr. Bhutto said that he did not want to aggravate the situation. He conceded that in the past some West Pakistani leaders had dictated to East Pakistan, but he had nothing to do with it. What had happened in the past should not mean that this dictation should now be repeated on West Pakistan. West Pakistan had thrown up a new leadership which wanted to end the system of exploitation, not only in West Pakistan but also in East Pakistan, he said. A constitution imposed as a vendetta against Pakistan would not be accepted, he added.

To another question, Mr. Bhutto said that he would accept in good faith an assurance from Sheikh Mujibur Rahman on the question of give and take in the framing of the constitution, even if such an assurance was given privately.

Replying to another question Mr. Bhutto said that he was "satisfied" with his talks with the leaders of the NWFP. Mr. Bhutto met Khan Abdul Qayyum Khan, President of the Pakistan Muslim League, Khan Abdul Wali Khan, President of National Awami Party and Maulana Mufti Mahmud, General Secretary, Jamaita-e-uI-Ulema-e-Islam, during his two-day stay here.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভুট্টোর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের বক্তব্য	দৈনিক ইত্তেফাক	১৬, ফেব্রুয়ার, ১৯৭১

আগুন লইয়া খেলিবেন না

গণতান্ত্রিক রায় নস্যাৎকামীদের প্রতি আওয়ামী লীগ প্রধানের হুশিয়ারী

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিসমূহের যৌথ অধিবেশনে এক নীতিনির্ধারণী ভাষণ দানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ফ্যাসিষ্ট পন্থা পরিহার করে গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে সংখ্যাগুরু শাসন মেনে নিয়ে দেশের ঐক্য ও সংগতি বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহবান জানান। জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থা বানচাল করার উদ্দেশ্যে তৎপর গণতান্ত্রিক রায় নস্যাৎকারীদের প্রতি আগুন লইয়া খেলা হইতে বিরত থাকার জন্য তিনি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্ছারণ করে বলেন, আমার ও ৬-দফার মোকাবিলার জন্য সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ করার চক্রান্ত চলছে। জনগণের দেয়া অধিকারের বলে ৬-দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র রচিত হবে। সাতকোটি বাঙ্গালীদের বুকের উপর মেশিনগান বসিয়েও কেহ ঠেকাতে পারবে না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় পরিষদে যোগদানের আহবান জানিয়ে নূরুল আমিনসহ উভয় অংশের নেতৃবৃন্দ	পাকিস্তান অবজারভার	১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

ATTEND NATIONAL ASSEMBLY: NURUL AM1N URGES ALL
Bhutto's Stand Deplored
Statements by Mr. Nurul Amin and other Political Leaders of the Two Wings on
February 10, 1971.

Mr. Nurul Amin, President of Pakistan Democratic Party on Tuesday appealed to the elected representatives of the two wings of the country to attend the session of the National Assembly to frame a constitution for Pakistan worthy of the nation founded by Quaid-e-Azam.

Giving his reaction to APP on Mr. Bhutto's Peshawar statement, Mr. Nurul Amin said: It is unfortunate that leaders of two majority parties namely Sheikh Mujib and Z. A. Bhutto', should have failed to arrive at an understanding on the broad principles of the constitution during the recent parleys in Dacca, although people had been under the impression from Press reports that the talks were progressing well.

Mr. Bhutto's decision not to attend the ensuing session of the National Assembly is not only hasty and unhelpful, but also tends to create misgivings amongst the people about the prospects of early transfer of power. His imaginary plea that his party men will be double hostages in East Pakistan is highly objectionable.

"This is an uncalled for aspersion on the people of this region. The PPP Chairman's altitude, to say the least, is deplorable".

A Lahore message adds: The Amir of Jamat-e-Islami Maulana Syed Abul Ala Maudoodi on Tuesday described as improper an attempt to seek solution of constitutional problems outside the National Assembly and refusal to attend the session and thus creating a constitutional deadlock of this juncture.

In a Press statement Maulana Maudoodi said the proper thing was that all those who have been elected by the people as their representative should take part in the session, giving up extreme attitude.

All big or small parties who were in minority should not present their own drafts of the constitution. Only the majority party should present its draft and all those parts of the draft which were in consonance with Islamic character of the state. Solidarity of the country, democratic principles, fundamental rights and equity to all regions and economic justice should be accepted and all other things which were in contravention of these principles should be opposed with strong and congent reasons.

And if the majority party still insisted on the basis of its numerical strength it should be made clear that even if such a constitution was passed, it would not be a success and the majority party would be fully responsible for the results.

He said the present critical situation was the result of successive mistakes committed from late 1968 to the polling day. Now any step not taken in the right direction might put the very existence of the country into jeopardy.

Ataur Rahman

The Chief of the Pakistan National League, Mr. Ataur Rahman Khan termed Mr. Bhutto's stand as a move to divide the country.

He said that Mr. Bhutto should have attended the National Assembly session and taken part in discussion on the constitution. In case he had failed in his efforts then only Mr. Bhutto could take such a decision, Mr. Ataur Rahman Khan said.

Salam Khan

Mr. Abdus Salam Khan, former President of East Pakistan PDP thought that Mr. Bhutto's decision not to come to attend the Assembly was inappropriate. He said that for the purpose of transfer of power to people's Government and for framing of a constitution, the participation of Mr. Bhutto and his party MNAs in the forthcoming National Assembly Session would be a wise decision.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের অনুমোদনের বিপক্ষে জনাব ভুট্টোর মন্তব্য	দ্য ডন	১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

NO ROOM LEFT FOR NEGOTIATION WITH AWAMI LEAGUE
Pakistan People's Party not going to endorse a 'Dictated' Constitution,
Mr. Z. A. Bhutto's statement in Karachi on February 17, 1971

Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of the Pakistan People's Party yesterday reiterated that if a "viable" constitution is to be framed for the country "all of us must have a hand in that".

He told a Press conference at the party's central office in Karachi that "under present circumstances" it was pointless for the People's Party to attend the ensuing National Assembly session beginning at Dacca from March 3.

He said that the PPP's MNA elect could not undertake the journey to Dacca merely to endorse a constitution in the making of which they did not have their say. He said that India's belligerent attitude towards Pakistan had created an abnormal situation in West Pakistan. There had been Indian troop’s movement on the Lahore border and in the adjoining areas and the Indian political parties were outbidding one another to take a "stronger position" against Pakistan. Such situations in the past Mr. Bhutto said had led to war between India and Pakistan. The situation was critical not only within but without also taking into account the situation in South-East Asia, particularly in Laos.

In the light of these circumstances, Mr. Bhutto said, the journey of the party's 85 MNAs-elect from West Pakistan to Dacca was not a simple matter, especially in view of the party's known views. It was the first duty of the party members to be with their people in this situation, he said.

Mr. Bhutto said that the basic position today was that the Awami League says that there could be no compromise on its six-point programme and that it was a "final word and last position". He said, in reality, the Pakistan People's Party had gone to the precipice beyond which there was a fall.

The party, he said, had accepted all the demands of the students. Ten out of 11 demands had been accepted. The eleventh point itself belongs to the six-point programme he added.

He said the People's Party had said it at the very outset that it would step aside if its views were not accommodated on the issue of Constitution.

*   *   *   *   *   *

Mr. Bhutto said that his party had tried its best to work out some agreed settlement and understanding with the Awami League. But, now, he added there is no room for further negotiations with the Awami League.

The PPP leader criticized those who objected to his party's decision not to attend the National Assembly session and maintained that the PPP members should discuss constitutional issue in the Assembly. He said that in normal circumstances such discussions took place in the Assemblies. The members went collectively together with a blank slate. But here the situation was entirely different. The Awami League leaders had been making speeches showing the rigidly of their stand on the six-point programme, taking oath on that and repeatedly expressing their determination to frame the Constitution only within the frame-work of the six-point programme of the party. They also made their intention to this effect clear during their talks with him.

Under the circumstances Mr. Bhutto said if the PPP members went to attend the Dacca session and did not endorse the Awami League's Constitution they might be asked by the Awami League as to why they had come to East Pakistan. "Did not they know Awami League's views and stand on the Constitution previously".

Under such circumstances, Mr. Bhutto said, the Assembly would have been a "slaughter house". He did not elaborate on this point.

* * * * * *

Of the Six-points of the Awami League, Mr. Bhutto said, the "most difficult" was the one pertaining to foreign trade and foreign aid.

* * * * * *

To a questioner, Mr. Bhutto said that he was not worried if his party's decision not to attend the Assembly session would make the party members liable to surrender their membership to the House. Let the 85 seats from West Pakistan be vacated and let there be bye-elections to these seats. "We will recapture them all," they said.

Asked if there was any similarity in his party's decision not to attend the round-table conference in 1969 during the Ayub regime and the recent one. Mr. Bhutto said there was some element of similarity. He however, said that the present situation was much different from the previous occasion. "In the round-table conference, a hand pick of the establishment were there but in the Assembly there were representatives elected by the people".

He denied that his party's decision not to attend the assembly had any blessing from the present regime. He said that there was no question of any agreement "behind the senses" between him (Mr. Bhutto) and anybody else. He, however, said that it was the Awami League which had hailed the summoning of the National Assembly session by President Yahya.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের মানুষের আন্দোলনকে কোন শক্তিই থামাতে পারবেন না বলে শেখ মুজিবের ঘোষণা	মর্নিং নিউজ	১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

NO POWER CAN ANY LONGER ENSLAVE BENGALEES
Sheikh Mujibur Rahman's Statement in Dacca on February 17, 1971.

The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman yesterday told a Shaheed Day function that the students, workers and people of Bangladesh "have now learnt to sacrifice their life and no power on earth could subjugate the Bengalees anymore."

Sheikh Mujibur Rahman was speaking at a function last evening at Engineers Institute organized by the Dacca City Awami League to pay its homage to the martyrs of Language Movement of 1952.

The Awami League Chief who was the Chief Guest at the function said that the blood of our Shaheeds have taught us to be united, self-reliant and conscious of our literature and culture. No nation could be successful unless it had learnt to sacrifice life.

Recalling the history of the Bengali language movement of 1952. Shiekh Mujib said that it was not merely a language movement. The question of realizing the cultural freedom of this country was also connected with this. He reiterated that the movement would continue till the Bengalis would be able to realize this cultural freedom. Nobody could stop it even with gun, he reminded.

Will Never Forget

Sheikh Mujibur Rahman in his brief speech said that the culture of Bengal will continue as long as the Bengalis will remain alive. "I will never forget the February 21".

The Awami League Chief urged the people to be conscious so that the blood of the martyrs does not go in vain.

The function was attended among others by A. H. M. Kamruzzaman, General Secretary of the All-Pakistan Awami League and Awami League MNAs and MPAs now present in Dacca.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন পূর্ববাংলা প্রতিষ্ঠার আহবানে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

একাত্তরে একুশের ডাক

সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরুন, স্বাধীন গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম করুন

বাংলা ভাষার উপর আক্রমণঃ

o পূর্ব বাংলার বাঙালী জাতির জাতিসত্তা বিকাশকে রুদ্ধ করিবার জন্য পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজির শোষণমূলক শাসন ব্যবস্থার জাতীয় নিপীড়ন নীতির নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।

ভাষা আন্দোলনঃ

- শোষক শ্রেণীর এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রথম সচেতন ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।
- বায়ান্ন-এর একুশ সেই প্রতিবাদের সক্রিয় ও সংগ্রামী রূপান্তর।
- এই দিনে জনতার সচেতন অংশ হিসাবে পুর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ শোষকশ্রেণীর দালালদের আত্মসমর্পন ও আপোষকামী নীতির বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া তুলিয়া ধরে সংগ্রামের পতাকা।
- নিজেদের নিয়োজিত করে শাসকগোষ্ঠী পরিচালিত সকল নির্যাতনের প্রত্যক্ষ মোকাবিলায়।
- হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করিয়া সৃষ্টি করে জনগণের স্বার্থে আত্মবলিদানের মহান ঐতিহ্য।

বায়ান্ন-এর একুশ পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী দিন কিন্তু একাত্তরে আজওঃ

o আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-আমলামুৎসুদ্দি পুঁজির স্বৈরাচারী এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার পূর্ব বাংলার উপর নিষ্ঠুর জাতিগত নিপীড়ন অব্যাহত।

o রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ‘‘কাগুজে’’ ‘‘লোকভোলানো’’ অধিকারের শ্রুতিমধুর প্রতিশ্রুতির সোচ্চার ঘোষণা করা হইলেও বাস্তবে উহা ‘‘একজাতিতত্ত্ব’’ ‘‘রাষ্ট্রীয় সংহতি ও অখন্ডতার’’ বস্তাপচা বুলির বেড়াজালে আবদ্ধ।

o বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি পরিপূর্ণ মর্যাদা পায় নাই। প্রতিমুহূর্তে তাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমণের সম্মুখীন।

o ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ১৫ লাখ বাঙালী নির্মম মৃত্যুবরণ করিয়াও পাইয়াছে নিষ্ঠুর উপেক্ষা ও অবমাননা।

- আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত তথা গোটা বাঙ্গালী জাতি পরিপূর্ণ ধ্বংসের মুখে।
- জেলাখানাগুলো রাজবন্দীতে ভরপুর। হুলিয়া মামলার বেড়াজালে অনেকে আবদ্ধ। জেল-গুলি-বেয়নেট আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী।
- আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্ত পূর্ব বাংলায় গভীরতর হইয়াছে।

আর অন্যদিকেঃ

- বিগত নির্বাচনে পূর্ব বাঙালী জাতির বিভিন্ন শ্রেণী তাহার শ্রেণীগত মুক্তি ও স্বাধীনতার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া যে ‘‘জয় বাংলা’’ ধ্বনির পিছনে সমবেত হইয়াছিল নির্বাচনোত্তর কালে বাঙালী ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা শ্রেণীগত দুর্বলতা ও আপোষমুখী মনোভাব লইয়া সেই ‘‘জয়বাংলা’’ শ্লোগানকে ‘‘জয় পাকিস্তান’’ শ্লোগানে পরিণত করিতে চাহিতেছে।
- পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির পতাকাবাহীদের ও সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার বিপ্লবী সংগ্রামকে দমননীতির যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট করিতে চাহিতেছে।

একাত্তরে একুশেতে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নবতর সমস্যার সম্মুখীন

কেন এই ব্যর্থতাঃ

- কারণ জনগণের সংগ্রামের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া শোষকশ্রেণীর রং-বেরং-এর দালালরা পুর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির মূল প্রশ্ন শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার উপর শ্রেণী শোষণ অবসানের প্রশ্নকে বারবার বাদ দিয়া গিয়াছে।
- ভাষা আন্দোলন হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন গণআন্দোলনকে ব্যবহার করিয়াছে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর লাভের ভান্ডার পূরণের জন্য ভোটের রাজনীতি, মন্ত্রীত্ব ও পার্লামেন্টের মাধ্যমে ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারার বাহন হিসাবে।
- আর তাই সত্যিকার দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ নয়, শ্রমিক-কৃষক মেহনতী জনতার শ্রেণী সংগ্রাম বিচ্যুত বিকৃত ধাপ্পা পূর্ণ ‘‘জাতীয়তাবাদী’’ শ্লোগানে করিয়াছে জনগণকে বিভ্রান্ত।
- শোষণব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের বিরুদ্ধতা করিয়া তথাকথিত শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম ও নিয়মতান্ত্রিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ রাখিয়াছে জনগণের বিপ্লবী চেতনা।

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম বারংবার মিথ্যা রাজনীতির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

একাত্তরে মহান একুশেতেঃ

- পূর্ব বাংলার মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইবে যে বাংলা ভাষার পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ তথা পূর্ব বাংলার উপর পরিচালিত নিষ্ঠুর শাসন ও শোষনের অবসান হইতে পারে একমাত্র জনগণের বৃহত্তর অংশ কৃষকের মুক্তির পতাকাকে দৃঢ়ভাবে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া।

o এই মুক্তি আসিতে পারে ভোটের রাজনীতি, মন্ত্রীত্বের লড়াই বা তথাকথিত আইন সভার ‘‘শাসনতন্ত্র’’ রচনা করিয়া নয়, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে।

- গ্রামাঞ্চলে কৃষকের শ্রেণীসংগ্রাম ও সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে সামন্তবাদী, জোতদারী, মহাজনী ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকের বিপ্লবী কর্তৃত্ব কায়েম করিয়া।
- উহার পাশাপাশি শহরাঞ্চলে বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করিয়া।
- মুক্ত গ্রামাঞ্চল দ্বারা শহর ঘেরাও ও অধিকার এবং সর্বোপরি সারা পুর্ব বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া।

আর এই লড়াই হইবে সশস্ত্র জনযুদ্ধের মহান বিপ্লবী পথে

এবার একুশে তাই শহীদদের স্মরণের সাথে সাথে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরি। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের শপথ গ্রহণ করি।

পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আহবানে বাংলা ছাত্রলীগ	বাংলা ছাত্রলীগ (প্রচারপত্র)	২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

‘স্বাধীন সার্বভৌম গণ-বাংলা’ কায়েম করো

মহান ৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী) উপলক্ষে

বাংলা ছাত্রলীগের ডাক

অতীতের সংগ্রামী প্রতিশ্রুতি নিয়ে মহান ৮ই ফাল্গুন আবার আমাদের দ্বারা সমাগত। ৮ই ফাল্গুন আমাদের জাতীয় জীবন ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ক্রান্তিলগ্ন। বরকত, সালাম, জববার, রফিক, সালাউদ্দিন এমনি একদল অমিততেজা দুঃসাহসী যুবক বুকের তাজা খুনের বদলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বীকৃতি ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করেছেন, আজ থেকে ১৯ বছর আগে এমনি এক রক্তক্ষরা ফাল্গুনে। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে এমনি আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আর নেই।

সেই সুমহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে বাংলার ছাত্রসমাজ প্রতি বছরই এক স্মরণীয় দিনটিতে সবাক হয়ে ওঠে। শপথ নেয় দুঃসাহসের। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে, আমরা বরকতের ভাই-আমরা সালামের ভাই।

কিন্তু মায়ের ভাষা বাংলাকে সেই ঈপ্সিত মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে পেরেছি কি আমরা? ৮ই ফাল্গুনের আনুষ্ঠানিকতার আতিশয্যের আড়ালে আমাদের অক্ষমতার, আমাদের ব্যর্থতার, আমাদের হীনমন্যতার যে কুৎসিৎ চিত্র মুখবাদান করছে, তাকে উপেক্ষা করে এই আত্মপ্রবঞ্চনা আর কতকাল আমরা চালিয়ে যাবো?

ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ের দুই দুইটি দশকেও আমরা আজো জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে পারিনি। এর চাইতে লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে?

কিন্তু তার চাইতেও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, ভাষা আন্দোলনকে আমরা যেন কেবল বাংলা হরফে ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। আমরা ভুলে গেছি যে, বাংলা ভাষার উপর কায়েমী স্বার্থের হামলা ছিল মূলতঃ বাংলার সংস্কৃতি ও বাংগালী জাতির স্বাধিকার বিলুপ্তির বৃহত্তর ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ।

’৬৯-এর গণআন্দোলন ও ’৭০-এর নির্বাচনের আলোকে আজ সমগ্র জগতের কাছে বাংগালী জাতির স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চিরন্তন আকুতি পরিষ্কার হয়ে পড়েছে। এই পটভূমিতে ৮ই ফাল্গুন আজ বাংগালীর সামগ্রিক অধিকার তথা ‘জাতীয়তাবাদী, স্বাধীন, সার্বভৌম গণ-বাংলা’ গঠনের নবতর সংগ্রামের ডাক দিচ্ছে।

বাংলা ছাত্রলীগ সেই সংগ্রামেরই দৃপ্ত সারথী। বাংলার প্রতিটি ছাত্রছাত্রী সেই সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক। তাই এবারকার ৮ই ফাল্গুনে আমাদের কণ্ঠের তূর্যে ধ্বনিত হোক সেই অভয় মন্ত্রঃ জয় স্বাধীন বাংলা।

বরকত, সালাম, রফিক, জববার, সালাউদ্দিনের আত্মাকে সাক্ষী রেখে আমাদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-

(১) অবিলম্বে সরকারী অফিস-আদালতে বাংলার মাধ্যমে কাযনির্বাহের ব্যবস্থা কর, অন্যথায় বিদেশী ভাষা সংরক্ষণের যাদুঘরে, সরকারী অফিস-আদালতগুলো আমরা নিশ্চিহ্ন করে দেবো।

(২) ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির নিকট আমাদের দাবী, কেবল সাইনবোর্ড পাল্টে দিলেই চলবে না, পরিপূর্ণভাবে বাংলার ব্যবহারে মন দিতে হবে; অন্যথায় তাদের এই মনোভাবকে আমরা বাংলার জনমতকে প্রতারণার প্রচেষ্টা হিসাবে ধরে নেবো।

(৩) শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সকল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, সার্টিফিকেট ইত্যাদি এ বছর থেকেই বাংলা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাও বাংলায় নিতে হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এ ব্যাপারে যে কোনো প্রকার শৈথিল্যের পরিণতি হবে ভয়াবহ।

(৪) আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অটুট রেখে বাংলার সহজাত সংস্কৃতির বিকাশে মন দিতে হবে, বিদেশী ও পশ্চিম পাকিস্তানী পর্ণগ্রাফিক পুস্তক ও সিনেমার আমদানী বন্ধ করতে হবে। বাংলার মানুষ এ ব্যাপারে আর কোন দ্বিতীয় চিন্তার সুযোগ দিতে রাজী নয়।

(৫) আমাদের সর্বশেষ, কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দাবী-

শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন মানের বিদ্যায়তনগুলোকে একই মানে আনতে হবে। অর্থাৎ কিন্ডারগার্টেন, মিশনারী, মন্টেশ্বরী, পাবলিক স্কুল, মডেল স্কুল ইত্যাদি সুবিধাভোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিলোপ ঘটিয়ে সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সমপর্যায়ে এনে শ্রেণীহীন, সার্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশেষ সুবিধাভোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যাপারে জাগ্রত ছাত্র সমাজকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করতে হবে।

আল মুজাহিদী	মোশাররফ হোসেন
সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক।

বাংলা ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ

এবারের ৮ই ফাল্গুন উপলক্ষে বাংলা ছাত্রলীগের কর্মসূচীঃ -

১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী):	:	বস্তী এলাকায় নিরক্ষর ছেলেমেয়েদের মধ্যে লেখা-পড়ার জন্য বই, খাতা, পেনসিল, শ্লেট বিতরণ।
২০শে মাঘ (৩রা ফেব্রুয়ারী):	:	দেয়াললিপি, পোষ্টার ও প্রচারপত্র বিলি।
২২শে মাঘ (৫ই ফেব্রুয়ারী):	:	নিরক্ষর নাগরিকদের মধ্যে ভ্রাম্যমান অবস্থায় অক্ষরজ্ঞান প্রদান।
২৬শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী):	:	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামফলক বাংলায় করার প্রচার অভিযান।
২৭শে মাঘ (১০ই ফেব্রুয়ারী):	:	এ বছর থেকেই শিক্ষার মাধ্যম বাংলায় করার জন্য শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তাদের কাছে স্মারকলিপি পেশ।
৩০শে মাঘ (১৩ই ফেব্রুয়ারী):	:	অফিস আদালতের নথিপত্র বাংলায় প্রবর্তন করার অভিযান।

১লা ফাল্গুন (১৪ই ফেব্রুয়ারী)	:	বিকেল ৪টায় রমনা পার্কে আলোচনা সভা ও গণমুখী সাহিত্যানুষ্ঠান ও গণসঙ্গীতের আসর।
৩রা ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী)	:	রাস্তার মোড়ে মোড়ে শিক্ষামূলক দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ।
৪ঠা ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী)	:	খন্ড মিছিল ও পথসভা।
৫ই ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী)	:	মধুর কেন্টিনে সঙ্গীত মিছিল।
৬ই ফাল্গুন (১৯ই ফেব্রুয়ারী)	:	সন্ধ্যায় সঙ্গীত মিছিল।
৭ই ফাল্গুন (২০শে ফেব্রুয়ারী)	:	বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে বিকাল ৩-৩০ মিনিটে ছাত্র গণজমায়েত।
৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী)	:	ভোর পাঁচটায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী ও বেসরকারী ভবন এবং সংগঠনের কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন, প্রভাতফেরী, ভোর ৬টায় শহীদানদের মাজার জিয়ারত এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও শপথ গ্রহণ। বিকাল তিনটায় ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে বিরাট ছাত্রজনসভা ও সন্ধ্যায় গণ-সংগীতের আসর।

মুদ্রণেঃ ভেনাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৫/৩, হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের ১৪-দফা দাবী	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দাবী

গণস্বার্থ ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েম করুন

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

রক্তক্ষয়ী গণ-সংগ্রামের ফলে পাকিস্তানে প্রথমবারের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই নির্বাচনের মধ্যদিয়া বর্তমানে প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে শাসনতন্ত্রের ইস্যু সামনে আসিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন জনগণের স্বার্থে একটি পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েমের জন্য সংগ্রাম করা বর্তমান মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দেশপ্রেমিক কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছে। শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দাবী ছাত্র জনতার মধ্যে জনপ্রিয় করা ও উহা ব্যাখ্যা করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট উহা উপস্থিত করা সকল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীর কর্তব্য বলিয়া এই কাউন্সিল ঘোষণা করিতেছে।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মনে করে যে, পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার স্থায়ী এবং গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞাপনসম্মত সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

তাই একটি বিজ্ঞানসম্মত, গণতান্ত্রিক ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ শাসনতন্ত্র কায়েমের দাবীতে ছাত্রসমজসহ সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য এই কাউন্সিল আহবান জানাইতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন শাসনতন্ত্র সুনির্দিষ্ট দাবী উত্থাপন করিতেছে্

এই কাউন্সিল গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েমের জন্য তীব্র গণসংগ্রাম গড়িয়া তোলার আহবান জানাইতেছে।

গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার পথ বাধাহীন করার জন্য এই কাউন্সিল LFO-র বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান জানাইতেছে।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে দাবী

১। পাকিস্তানে কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে ১৮ বৎসর বয়স্ক সকল নর-নারীর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার গঠন করিতে হইবে। প্রতি ৪ বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

পার্লামেন্ট হইবে সম্পূর্ণ সার্বভৌম। দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রাদেশকি গভর্নরগণ হইবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র।

২। পার্লামেন্টের উপর জনগণের প্রত্যক্ষ অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্য প্রয়োজন মত নির্বাচিত সদস্যদের ফিরাইয়া আনার অধিকার জনগণের হাতে দিতে হইবে।

৩। জাতি ধর্ম-বর্ণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের চোখে সকল নাগরিকের সমান অধিকার দিতে হইবে। সকল ধর্মের স্বাধীনতা ও নাগরিকদের নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। ধর্মের

ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চলিবে না, তবে যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা প্রচার বেআইনী করিতে হইবে। রাষ্ট্র হইবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

৪। ব্যক্তিস্বাধীনতা, নিজ বিবেক অনুযায়ী দল, সংঘ-সংগঠন গঠনের অধিকার, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক নাগরিক অধিকারের পূর্ণ গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। ছাত্র শিক্ষক প্রভৃতি সকলের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের অধিকার দিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সার্বভৌমত্বের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ না করার গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। মেহনতি কৃষক, মজুর, কর্মচারী প্রভৃতি জনগণের রুটি রুজির প্রভৃতি সংগ্রামে রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ রাখিতে হইবে এবং সরকার যাহাতে মেহনতি শোষিত মানুষের ন্যায্য দাবী আদায়ে ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য হয় উহার গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। শ্রমিক-কর্মচারীর বাঁচার মত মজুরী, চাকুরীর নিরাপত্তা, খোদ কৃষকের হাতে জমি, সকলের জন্য শিক্ষা, কর্মচ্যুত ও অন্যান্য বেকারদের ভাতা, ন্যূনতম চিকিৎসা পাইবার অধিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকারসমূহের গ্যারান্টি দেওয়া।

৫। পাকিস্তানে যে মূল পাঁচটি ভাষাভাষী জাতির অবস্থান উহাদের সকলকে পাকিস্তান ফেডরেশন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের অধিকার দিতে হইবে। জাতিসমূহের এইরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে জাতিসমূহের স্বেচ্ছাকৃতভাবে অর্পিত বা হস্তান্তরিত ক্ষমতা কার্যকরী করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ফেডারেশন সরকার গঠন করা চলিবে।

৬। উল্লিখিত নীতির ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের হাতে ঊর্ধ্বপক্ষে এগার দফা কর্মসূচী মোতাবেক দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি (বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যতীত) ও মুদ্রা (ছাপান) -এই তিনটি বিষয় ন্যস্ত থাকিতে পারে। অবশিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে এগার দফা মোতাবেক সকল জাতী-গোষ্ঠীর নিজস্ব সরকারের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা বা স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে হইবে।

৭। বৃহৎ অথবা শক্তিশালী জাতি যেন ক্ষুদ্র অথবা দুর্বল জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত তাহার উপর চাপাইতে না পারে উহার গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার যেন জাতীয় স্বায়ত্তশাসিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে-উহার গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি চালু করিতে হইবে এবং বাংলা ও উর্দু দুইটি রাষ্ট্রভাষাকে অবিলম্বে চালু করা ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি জাতির চারটি মাতৃভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হইবে। ছোট ছোট উপজাতিসমূহের উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ ঘোষণা করিতে হইবে।

৮। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা বা বিদেশী শোষক সমাজবাদী পুঁজি জাতীয়করণের পথে বাধা হইতে পারে এমন কোন আইন শাসনতন্ত্রে রাখা চলিবে না। কৃষকের স্বার্থে ভূমি সংস্কারের অন্তরায় সৃষ্টিকারী কোন আইন শাসনতন্ত্রে রাখা চলিবে না।

৯। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্র কাঠামো নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সরাসরি কর্মচারী বাছাই ও নিয়োগের ব্যবস্থা রহিত করিয়া প্রদেশ হইতে কর্মচারী গ্রহণের ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক আইন হিসাবে প্রণয়ন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় বিচারালয় বা সুপ্রীম কোর্টও অনুরূপভাবে গঠন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সুপ্রীম কোর্টে একজন মাত্র নির্ধারিত বিচারপতি না করিয়া পাঁচটি জাতির পাঁচজন বিচারপতি হইতে রোটেশন ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করিতে হইবে। এই সকল ক্ষেত্রে প্রাদেশিক পরিষদ হইবে নিয়োগকর্তা। রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন স্থায়ী পদসমূহের কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ও বিচারপতি প্রভৃতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। বিচার বিভাগ হইবে শাসন বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন।

১১। সরকার বিনাবিচারে আটকের কোন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন না এবং যে কোন সরকারী অর্ডিন্যান্স তিন মাসের বেশী সময় কার্যকরী থাকিতে পারিবে না।

১২। নারী সমাজের সম-অধিকার স্বীকার করা ও তাঁহাদের সরাসরি ভোটে আইন পরিষদে মহিলা প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা। মহিলাদের উপর সামাজিক নিপীড়নের অবসান ঘোষণা করিতে হইবে।

১৩। দেশরক্ষা বাহিনীর উপর পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং দেশরক্ষা বাহিনীর বড় বড় কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বরখাস্ত প্রভৃতি পার্লামেন্টের কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করিতে হইবে।

১৪। যুদ্ধ বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা প্রভৃতি প্রশ্নে এক মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে এই দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে।

মুদ্রণেঃ ইষ্ট পাকিস্তান প্রেস, ২৬৩, বংশাল রোড, ঢাকা। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষে প্রচার সম্পাদক এ কে এম জাহাঙ্গীর কর্তৃক ৩১/১, হোসেনী দালান হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
প্রাদেশিক গভর্নর ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষ বৈঠক	দৈনিক সংগ্রাম	২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

পিন্ডিতে বিশেষ বৈঠক

রাওয়ালপিন্ডি, ২২শে ফেব্রুয়ারী (পিপিআই),- প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ এম, ইয়াহিয়া খান আজ সন্ধ্যায় স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ভবনে সকল প্রদেশের গভর্ণর ও সামরিক আইন প্রশাসকদের এক বিশেষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সরকারী সূত্রে একথা জানানো হয়েছে।

এই বিশেষ সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে সহকারী প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আবদুল হামিদ খান এবং প্রেসিডেন্টের প্রধান স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জি, এম পীরজাদা উপস্থিত ছিলেন।

সরকারী ঘোষণায় আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু বলা না হলেও দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা অুনষ্ঠিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মন্ত্রী পরিষদ বাতিল

রাওয়ালপিন্ডি, ২২শে ফেব্রুয়ারী (এপিপি/পিপিআই)-দেশের বর্তমান পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আজ সোমবার সকাল থেকে মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করে দিয়েছেন বলে গতকাল সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট (কেবিনেট ডিভিশন) থেকে প্রচারিত এক ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়।

প্রতিক্রিয়া

পিপলস পার্টির মুখপাত্র এবং জাতীয় পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য জনাব আবদুল হাফিজ পীরজাদা গতরাতে বলেন, তাঁর দলের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করা হয়েছে।

পিপিআই পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ, বাতিল মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে রাজধানীতে কয়েকদিন অবস্থান করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সাবেক মন্ত্রীদের কেউ আজ অফিসে যাননি। তাঁরা নিজ বাসভবনে অবস্থান করেন এবং মালপত্র গোছানোর ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার উপর পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব	পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি	২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

রাজনৈতিক প্রস্তাব
নির্বাচনের গণরায় কার্যকরী করার প্রশ্নে আমাদের কর্তব্য

১। পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অবিলম্বে বসিবে ইহাই সকল জনগণ আশা করিয়াছেন। এবং জনগণ ইহাও আশা করিয়াছেন যে, ঐ অধিবেশনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচিত হইবে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং গণ-প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের হাতে দেশের শাসনভার হস্তান্তরিত হইবে। বিলম্বে হইলেও ৩রা মার্চ পরিষদের যে অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে তাহা অনুষ্ঠিত হউক ইহাও জনগণের আশা। এই অধিবেশনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ন্যূনতম ভাবে ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচিত হউক ইহাও আজ পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দাবী।

২। কিন্তু জনগণের ঐসব আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথে শাসকগোষ্ঠী ও দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলরা যাহারা পূর্বাপর গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে তাহারাই আজ কতকগুলি চক্রান্ত করিতেছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নয়া নেতা পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ভুট্টোর বর্তমান ভূমিকার মাধ্যমে এই চক্রান্ত প্রকাশ পাইতেছে। ভুট্টো নানা প্রকার গণতন্ত্রবিরোধী ও অযৌক্তিক কথা তুলিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতেছে। ক্ষমতাসীন শাসকচক্রের ভূমিকাও এক্ষেত্রে অনিশ্চিত থাকিয়া যাইতেছে।

৩। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিবে কি বসিবে না, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবে কি হইবে না, প্রণীত হইলে উহা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ করিবে কি করিবে না এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে কি হইবে না-এই সমস্ত বিষয়ে একটা গভীর অনিশ্চয়তা বিরাজ করিতেছে। অন্যদিকে কিছু উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী তথাকথিত স্বাধীন পূর্ব বাংলার নামে অবাঙ্গালীবিরোধী জিগির তুলিয়া এবং মওলানা ভাসানী স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের আওয়াজ তুলিয়া জনগণের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণবিরোধী মনোভাব গড়িয়া তুলিয়া অবস্থাকে আরও জটিল ও ঘোরালো করিয়া তুলিতেছে।

৪। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা দাবী করিতেছি যে, জনগণের উপরোক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন ও নির্বাচনে জনগণের রায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঘোষিত ৩রা মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিতেই হইবে এবং উহার কোরাম পূর্ণ হইলেই ঐ বৈঠককে আইনসিদ্ধ বলিয়া গন্য করিতে হইবে। জাতীয় পরিষদের এই বৈঠকে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হউক। এক্ষেত্রে আমরা দাবী করি যে, পাকিস্তানের জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি সম্বলিত গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হউক। এই পরিষদ যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে প্রেসিডেন্টকে তাহাই অনুমোদন করিতে হইবে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে।

৫। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে পরিষদের অধিবেশন যদি না বসে, যদি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে না দেওয়া হয়, যদি গৃহীত শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট সম্মতি প্রদান না করেন বা কোন না কোনভাবে গৃহীত শাসনতন্ত্র নস্যাৎ করা হয়, তথা যদি জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নির্বাচনে গণরায়কে বানচাল করা হয় তাহা হইলে

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জনগণকে সমগ্রভাবে ও নিজ নিজ এলাকায় নির্বাচনের রায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য তথা গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আহবান জানাইতে হইবে। সারা পাকিস্তানে এই সংগ্রামের ফলে পাকিস্তানের জন্য একটা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবী অর্জিত হইতে পারে-এরূপ সম্ভাবনা আছে।

বর্তামনে নির্বাচনের রায়কে কার্যকরী করিতে না দেওয়া হইলে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন এই অঞ্চলে একটা পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে যাইতে পারে। পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা জনগণের এই সংগ্রামকে অবাঙ্গালী জনগণবিরোধী খাতে প্রবাহিত করিতে প্রয়াসী হইতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলায় আমাদের কর্তৃব্য হইবে, বাঙ্গালীদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে জনগণের এই সংগ্রামে আমাদের শরীক থাকা এবং ঐ নীতির ভিত্তিতে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে ঐকব্যদ্ধ করিয়া এই সংগ্রামকে সঠিক গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করিতে প্রচেষ্টা করা। এই ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার জনগণকে বুঝাইতে হইবে যে, এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জনগণ ও অবাঙ্গালী জনগণের বিরুদ্ধে নয়। বরং ইহা পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সমশক্রসাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং এই সংগ্রাম সারা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অঙ্গ। এই সংগ্রামে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতা ও সমর্থন চাই এবং তাহাদের জাতীয় অধিকার ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম আমরা সমর্থন করি। এই সংগ্রামের সফলতার জন্য উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের অবাঙ্গালী জনগণ বিরোধী জিগির এবং মওলানা ভাসানীর পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ বিরোধী জিগিরের মুখোশও আমাদের খুলিয়া দিতে হইবে।

পরিশেষে আমাদের অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, এই সংগ্রাম জাতীয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া আমাদের প্রচেষ্টা হইবে এবং সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির তথা দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা।

৬। আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য জনসাধারণের সম্মুখে পূর্ণভাবে উপস্থিত করিতে হইবে। *

---

* এই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন শ্রী মণি সিংহ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬-দফা চাপিয়ে দেওয়া হবে নাঃ শেখ মুজিব	দ্য ডন	১ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB WILLING TO ACCEPT ANY GOOD WORD OR SUGGESTION
WEST WING MNAs INVITED TO JOIN IN CONSTITUTION MAKING TASK.
No imposition of Six-Points.

The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, emphasised today that all members of the National Assembly as the elected representatives of the people should attend the session and take part in the framing of a constitution. "We must sit and discuss and frame a constitution", he said while replying to an address of welcome presented by the Dacca Chamber of Commerce and Industry.

In an oblique reference to Mr. Bhutto's pre-condition for attending the Assembly session, the Awami League Chief said he had no power to give any assurance to anyone. "Who am I to give any assurance", he asked.

He said if an individual member of the Assembly said any reasonable thing, it would be accepted. He also reiterated his assurance that Six-Points would not be imposed on anyone.

The Awami League Chief said the Six-Point Programme had not been presented for the people of Bangla Desh only. "Whatever rights and autonomy we want for Bangla Desh we want the people of the Punjab, the NWFP, Sind and Baluchistan also to enjoy". He emphatically said the Six-Points were not his property any more- it belonged to the people and, therefore, he had not the right to amend it in any form whatsoever.

Referring to the talk of "dictatorship of the majority", Sheikh Mujib said those who had raised this bogey in fact wanted to establish the dictatorship of the minority.

Obviously referring to Mr. Bhuttos remarks, the Sheikh said those were not only objectionable but had also created apprehension about the future. He said if 16() members from East Pakistan, like Mr. Bhutto's 83, refused to attend the National Assembly session, he did not know what would happen.

The Sheikh said conspiracy was going on even after the election results, to foil the gains of the election. He warned if any attempt was made to create hindrance in the process of democracy he would not be responsible for the consequences.

Socialistic economy.

The Awami League Chief said he was determined to establish a Socialistic economic order in the country, not through revolution but through- evolution, the economy would be people oriented so that the ordinary people-the workers, cultivators and the like-got economic justice. He also said he would not allow monopoly and cartel in East Pakistan. There would be no 22 families in Bangla Desh, he said.

The Sheikh was the chicf guest at a reception held in his honour and in honour of the newly elected members of the National and East Pakistan Assemblies. Held on the lawns of the East Pakistan Assembly Building, the reception was attended by members of the diplomatic corps, officials and elite of the town.

The Awami League Chief referred to the continued conspiracies being made to foil the transfer of power to the people and said if obstructions continued, they would be responsible for its consequences.

"We will die but will never surrender" he emphatically declared.

Sheikh Mujib declared amidst cheers that Pakistan would continue to stay and so the Bangla Desh, the Punjab. Sind, NWFP and Baluchistan. What would cease to exist would be exploitation of man by man.

While discussing in detail the continued exploitation of the people of Bangla Desh during the last 23 years. Sheikh Mujib said that they believed in Socialism. He said that without Socialist pattern of economy, 70 million people cannot live in an area of 55,000 square miles.

Period of exploitation.

Sheikh Mujib said that the 23-year post-independence period was an era of exploitation, frustration and gloom for the people of Bangla Desh who had turned into utter destitute. He said that had the "Quaid-i-Azam, the founder of the State, would have been alive today, he must have said that he did not want such Pakistan."

People, he said, struggled and made tremendous sacrifices to achieve freedom in the hope of having a better life. But instead, they were exploited all these years so much that their very backbone had broken. Who were responsible for this continued exploitation? - He asked.

The Awami League Chief said that the Province was beet with all-round problems. Seventy lakh people are unemployed in the Bangla Desh and there was unending flight of rural populace to the urban areas in search of employment and food. He said that during 23 years, not even 15 per cent people are in Central Government services and Armed Forces from Bangla Desh. He said that representation of the people of Bangla Desh in Central Services would be made on population basis.

This however he said, could not be achieved overnight but within a stipulated period. He expressed his determination to solve unemployment problem. "We will not allow people to die of starvation", he added.

Sheikh Mujib said that although East Pakistan earn bulk of foreign exchange after independence 80 per cent of the foreign exchange was spent in West Pakistan. He said that it was through deliberate measures, the flourishing hand loom industry of Bangla Desh had to face extinction resulting in 20 lakh persons un-employment to ensure protected market for the finished goods of West Pakistani mills. In i/ic name of protection, the people of Bangla Desh had to purchase cloth at a price six times higher than that of the imported cloth from Japan and other countries.

He said that jute, the backbone of the economy of the Bangla Desh, had to loose export market through a deliberate defective policy.

Tea was no more exported from East Pakistan as it finds its way to Middle Eastern countries through backdoor. He said that tobacco, another cash crop of the Province was facing crisis. He added that by imposing duty on salt manufactures, thousands of people had been rendered jobless to the benefit of salt producers of West Pakistan.

Nationalisation.

Sheikh Mujib once again declared that banks and insurance companies would be nationalised for the good of the poor people. He said that 22 families had their firm grip and monopoly over their banks, opening letter of credit on telephone, whereas the middle class traders were denied of any such benefit from the banks. Those capitalists used to have their deposits in West Pakistan and draw overdraft in East Pakistan.

Turning to the capitalists, he said that they came to Bangla Desh with meager capital and turned into millionaires within this period. How they have amassed such fantastic assets, he asked and said that it was all through exploitation as the money had not fallen from the heaven.

Sheikh Mujib said that whenever poor workers raised their demands for pay increase, they were beaten in the name of maintenance of law and order.

Imbalance.

Speaking about the economic and other imbalance between the two Wing's the Awami League Chief said that there were only 600 beds in hospitals in East Pakistan having 56 per cent country's population whereas there were 26,000 beds in West Pakistan. Who is responsible for such state of affairs, he asked.

The Central Government, he said, should not have allowed such state of things to take place.

Sheikh Mujib said that people from Bangla Desh had been going to West Pakistan during all these 23 years. He said that one had to go to Karachi to obtain a permit for even simple matters relating to business and for jobs. The Awami League Chief said that he himself had to stay for three months in Karachi for Constituent Assembly.

Call to traders

Turning to the business community. Sheikh Mujib said they in the past had failed to rise to the occasion and did not side with these workers, peasants and students during struggle for the realisation of the legitimate rights of the people of Bangla Desh.

He hoped that they would not fail if in future the people of Bangla Desh plunged themselves into a struggle for establishment of their rights. Otherwise, he said, "you will cease to exist, or even if you exist you will live just like slaves."

He told the non-Bengali businessmen in Bangla Desh that it is wrong to say that his party will not allow them to trade in Bangla Desh after realisation of the Six-Point Programme. "You trade here and we never tell you to leave here. But please stop the flight of capital" he requested them.

Slogan explained.

Sheikh Mujib said that the "Joy-Bangla" (victory of Bengal) was not a political slogan. Sheikh Sahib said that the slogan was a slogan for autonomy, economic and social freedom of Bangla Desh. It was also a slogan for the right of living and freedom of culture he added.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত	মর্নিং নিউজ	২ মার্চ, ১৯৭১

YAHYA PUTS OFF NATIONAL ASSEMBLY SESSION
Text of President Yahya Khan's statement on March 1, 1971

The following is the text of President Yahya Khan's statement:

"Today, Pakistan faces her gravest political crisis. I, therefore, consider it necessary to apprise you of the situation and the action that I propose to take to resolve our present difficulties.

But before I do that let me recount to you the steps that I took from the day that the responsibility for the administration of this country devolved on me to transfer power to the elected representatives of the people.

In my very first address to the nation, I had indicated the need for the smooth transfer of power. Since then we have moved forward step by step towards the achievement of this aim.

In spite of there being Martial Law in the country I did not ban the political parties and in fact permitted full political activity with effect from the first of January 1970.

Later in March 1970 the Legal Framework Order under which elections were to be held, was duly notified. All other work, including delimitation of constituencies and preparat ion of electoral rolls, was completed with speed.

The election campaign which was long and arduous, ended up in, what we may all claim with pride one of the most peaceful and well-organized general elections on the basis of adult franchise.

As you know, the elections were finally completed on 17th January 1971.

Just prior to the elections in my address of the 3rd of December, 1970, I had suggested to the leaders of the political parties that it would be useful for them to employ the period between the elections and the first session of the National Assembly in meeting each other and arriving at a consensus on the main provisions of our future constitution.

I had, at the time, indicated that to be successful these meetings would call for spirit of give and take, trust in each other and realisation of the extreme importance of this particular juncture in our history. Appreciating the great significance of such exchanges of view between political leaders I tried to facilitate the process by giving them enough time to do so.

I, therefore, decided to fix the third of March as the date of the inaugural session of our National Assembly.

In the past few weeks certain meetings between our political leaders have indeed taken place. But I regret to say that instead of arriving at a consensus some of our leaders have taken hard attitudes. This is most unfortunate. The political confrontation between the leaders of East Pakistan and those of the West is a most regrettable situation. This has cast a shadow of gloom over the entire nation.

The position briefly is that the major party of West Pakistan, namely, the Pakistan People's Party, as well as certain other political parties, have declared their intention not to attend the National Assembly session on the third of March, 1971. In addition, the general situation of tension created by India has further complicated the whole position. I have, therefore, decided to postpone the summoning of the National Assembly to a later date.

I have repeatedly stated that a constitution is not an ordinary piece of legislation but it is an agreement to live together. For a healthy and viable constitution, therefore, it is necessary that both East and West Pakistan have an adequate sense of participation in the process of constitution making.

Needless to say I took this decision to postpone the date of the National Assembly with a heavy heart. One has, however, to look at the practical aspects of such problems. I realized that with so many representatives of the people of West Pakistan keeping away from the Assembly if we were to go ahead with the inaugural session on the 3rd of March the Assembly itself could have disintegrated and the entire effort made for the smooth transfer of power that has been outlined earlier would have been wasted.

It was, therefore, imperative to give more time to the political leaders to arrive at a reasonable understanding on the issue of Constitution-making. Having been given this time I have every hope that they will rise to the occasion and resolve this problem. I wish to make a solemn promise to the people of Pakistan that as soon as the environments enumerated earlier become, conducive to Constitution making I will have no hesitation in calling the Session of the Assembly immediately. As for myself. I would like to assure my countrymen that I shall do everything in my power to help the political leaders in. achieving our common goal with even handed justice which I have all along been doing.

"In the end, I pray to Almighty Allah to guide us all in acting according to the dictum of the Father of the Nation, namely, faith, unity and discipline. I appeal to the political leaders and all my countrymen to exercise the utmost restraint at this grave hour of our lives."

(a)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহবানসহ শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা	দি পিপল	২ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB'S CALL FOR EMANCIPATION OF BENGALEES

Talk with pressmen after the parliamentary party meeting at Hotel Purbani, on March 1, 1971.

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief, while talking to the pressmen immediately after the parliamentary party meeting at Hotel Purbani following the announcement of the postponement of the National Assembly session, said that he would make all sacrifices for the emancipation of the 70 million Bengalees.

He further said that a united fight has to be put for ending the colonial treatment to which Bangalees have been subjected for the last 23 years.

The Sheikh said: “Only for the sake of a minority party’s disagreement the democratic process of constitution making has been obstructed and the National Assembly session has been postponed sine die. This is most unfortunate as far as we are concerned. We are the representatives of the majority people and we cannot allow it to go unchallenged”.

Sheikh Mujibur Rahman announced a programme for the next 6 days which included observance of complete strike today in Dacca and a country-wide strike on the 3rd March the date earlier fixed for the National Assembly to meet. On the 7th March a public meeting will be held at the Race Course Maidan in which the Awami League Chief shall announce the final programme. The Sheikh uttered a note of warning: "You will see history made if the conspirators fail to come to their senses". In a determined voice, Sheikh Mujib declared:

We are ready for any consequence. I have mentioned many times the fact that a conspiracy is going on in this country. There was a General Election and the people have elected us to serve them and we have a responsibility towards them. But in spite of the clear verdict in our favour, the conspiracy has struck its root.

The majority of the elected representatives of the people are from Bangla Desh and in collaboration with the elected representatives from West Pakistan with the exception of Bhutto's and Qayyum's Parties we were quite capable of framing the Constitution. We cannot betray our people and we cannot betray the trust the people have placed on us. We shall continue our struggle until we achieve our goal. You know that there is Martial Law in the country. But the Chairman of the Pakistan People's Party has threatened the members of the National Assembly from West Pakistan who were willing to come to East Pakistan to attend the session that they would be liquidated if they come to East Pakistan to attend the National Assembly Session. Mr. Bhutto has taken the Law in his own hands. Is the Law and Order situation only meant for the poor Bengalees?"

Sheikh Mujib continued “We want co-operation and we have told them repeatedly that they should come to the National Assembly where we will be able to discuss the framing of the constitution for five days at a time and hold discussion for another five days. Democracy demands that the voice of the majority should be accepted. But in our case, the minority party has always had the upper hand. I suggested that 15th February be set for the opening of the National Assembly, but the Assembly was called for in the first week of March in accordance with the wishes of the minority party.

“This is nothing but a conspiracy which has been played for long 23 years in this country and is still going on only to exploit the 70 million people of Bengal. It is intended to keep Bengal as the colonial market and we are fighting for justice and fairplay and we shall continue Fighting until we achieve our goal”.

In reply to a question whether he would proclaim unilateral Independence, Sheikh Mujib said “You Wait”. When asked by correspondent whether he was consulted before the postponement of the National Assembly, he said. “No”.

To a question of another correspondent regarding the unarming of the Police force at Rajarbagh Police Lines Sheikh Mujibur Rahman expressed his ignorance about it and requested the Press to publish any information they may have in this respect.

When asked whether he apprehended arrest of his Party members, he said that they were ready, for any consequences. Many times they had courted arrest before. He added, “My people are with me and let us hope for the best and prepare for the worst”.

When asked whether he will oppose Censorship if imposed on the Press Sheikh Mujib replied, “I oppose everything that curbs the freedom of the people”.

He informed the press that members of the Awami League Parliamentary Party renewed their pledge to fight to the end and make any sacrifices to achieve the rights of the people. He categorically declared that any sacrifice was too small for the emancipation of the people of Bangla Desh. He also informed that he would discuss latest developments with Moulana Bhashani, Md. Nurul Amin, Mr. Ataur Rahman Khan. Professor Muzaffar Ahmed and other leaders, as soon as possible.

Replying to a question about the fate of non-Bengalees living in Bengal, the Awami League Chief said, “they are sons of the soil, they should think this soil as their own and they must join with the people here”.

To a question as to what West Pakistan should do Sheikh Mujib said, “they should also rise to the occasion and protest against this conspiracy.”

In course of his 'talk Sheikh Mujibur Rahman stated that Mr. Bhutto had always been acting in the most irresponsible manner. During the Round Table Conference called by Ayub Khan, he declined to attend. Bhutto had also refused to participate in the elections but subsequently agreed to participate. Now he has refused to attend the proceedings of the National Assembly and in all these instances he was given decided preference over the leader of the majority party. Sheikh Shahib stated, "So far as I am concerned, my people have given a verdict on the six-point programme and we shall form the constitution on the basis of Six points and Eleven Points".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবুর রহমানকে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন	পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন (প্রচারপত্র)	২ মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশে
পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের
খোলা চিঠি
পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত

তারিখঃ ২রা মার্চ, ১৯৭১

আপনার ও আপনার পার্টির ছয়-দফা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, ছয়-দফার অর্থনেতিক দাবীসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন করে।

আপনাকে ও আপনার পার্টিকে পূর্ব বাংলার সাত কোটি জনসাধারণ ভোট প্রদান করছে পূর্ব-বাংলার উপরস্থ পাকিস্তানের অবাংগালী শাসকগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান করে স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব-বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েমের জন্য।

পূর্ব-বাংলার জনগণের এ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন আপনার প্রতি ও আওয়ামী লীগের নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী পেশ করেছেঃ

(১) পূর্ব-বাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এবং সংখ্যাগুরু জাতীয় পরিষদের নেতা হিসেবে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করুন।

(২) পূর্ব-বাংলার কৃষক-শ্রমিক প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব-বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সম্বলিত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ভ-বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার কায়েম করুন।

প্রয়োজনবোধে এ সরকারের কেন্দ্রীয় দফতর নিরপেক্ষ দেশে স্থানান্তরিত করুন।

(৩) পূর্ব-বাংলাব্যাপী এ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের সূচনার আহবান জানান।

এ উদ্দেশ্যে পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তি বাহিনী গঠন এবং শহর ও গ্রামে জাতীয় শত্রুখতমেরও তাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহবান জানান।

(৪) পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিক-কৃষক এবং প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব-বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে "জাতীয় মুক্তি পরিষদ" বা "জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট" গঠন করুন।

(৫) প্রকাশ্যে ও গোপনে, শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র, সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী পদ্ধতিতে সংগ্রাম করার জন্য পূর্ব-বাংলার জনগণের প্রতি আহবান জানান।

(৬) পূর্ব-বাংলার প্রজাতন্ত্র নিম্নলিখিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করবেঃ

(ক) পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণভাবে উৎখাত করা এবং পূর্ববাংলাস্থ তাদের সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা। ঔপনিবেশিক সরকারের সকল প্রকাশ শোষণ ও অসম চুক্তির অবসান করা। এদের দালালদের সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা। এদের মধ্যে সনাতনদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(খ) পূর্ব-বাংলার জাতয়ি বিশ্বাসঘাতকদের সকল নাগরিক অধিকার বাতিল করা। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক-দেশপ্রেমিকদের জাতীয় সরকার গঠন করা।

(গ) গ্রাম্য এলাকায় উপনিবেশিক সরকারের ভূমি শোষণের অবসান করা। সরকারী খাসভূমি এবং বিশ্বাসঘাতক জমিদার-জোতদার ও অন্যান্য দেশদ্রোহীদের ভূ-সম্পত্তি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা। দেশপ্রেমিক জমিদার জোতদারদের পরিচালিত শোষণ হ্রাস করা।

(ঘ) শ্রমিকদের আট ঘণ্টা শ্রম সময়, ট্রেড ইউনিযন, অধিকার; ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সমর্থন করা।

(ঙ) গরুত্বপূর্ণ শিল্প, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করা।

(চ) ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া প্রতিষ্ঠা করা।

(ছ) ধর্মীয়, ভাষাগত ও উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের সকলক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা।

(জ) পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অসম উন্নতির সমতা বিধানের ব্যবস্থা করা।

(ঝ) বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, খরা ও পোকা এবং দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা ।

(ঞ) জাতীয় সংস্কৃতি, শিল্পকলা, শিক্ষা, গবেষণা, খেলাধুলা ও শরীর গঠনের ব্যবস্থা করা।

(ট) পঞ্চশিলার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্তানের পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করা।

(ঠ) বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক অগ্রগতির সংগ্রাম সমর্থন করা।

(ড) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পূর্ব-বাংলাস্থ তৎপরতার বিরুদ্ধে সজাগ থাকা।

ইয়াহিয়া-ইয়াকুবের বেয়নেট বুলেটের নিকট আত্মসমর্পন করে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ মেনে নেওয়া বা সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার দুটো পথ পূর্ব-বাংলার জনগণের সামনে খোলা রয়েছে।

পূর্ব-বাংলার জনগণ রক্তের বিনিময়ে প্রশাসন করেছে স্বাধীনতার চাইতে প্রিয় তাদের নিকট আর কিছুই নেই।

আপনি ও আপনার পার্টি অবশ্যই উপরোক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে জনতার এ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করবেন। অন্যথায় পূর্ব-বাংলার জনগণ কখনই আপনাকে ও আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করবে না।

পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতা-জিন্দাবাদ।

পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-জিন্দাবাদ।

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও তার দালালদের খতম করুন

গ্রামে-শহরে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করুন

সমস্ত দেশপ্রেমিকদের-ঐক্যবদ্ধ করুন।

পূর্ব-বাংলা শ্রমিক আন্দোলন কর্তৃক প্রচারিত।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	৩রা মার্চ, ১৯৭১

ছাত্রলীগ আয়োজিত পল্টনের জনসভার প্রস্তাবাবলী

সূত্রঃ প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ

১। এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ শক্তির লেলিয়ে দেওয়া সশস্ত্র সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালীদের উপর গুলিবর্ষণের ফলে নিহত বাঙালী ভাইদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে এবং পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ শক্তির সেনাবাহিনীর এই জঘন্য হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য আহবান জানাইতেছে।

২। এই সভা ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর বাঙ্গালী ভাইদেরকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য স্বাস্থ্যবান বাঙালী ভাইদেরকে ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত প্রদানের আহবান জানাইতেছে।

৩। এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ করিতেছে।

৪। এই সভা স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া তাঁহার সফল সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

৫। এই সভা দলমত নির্বিশেষে বাংলার প্রতিটি নরনারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহবান জানাইতেছে।

জয় বাংলা

ইশতেহার নং/এক

(স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচী)

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছেঃ

গত তেইশ বছরের শোষন, কুশাসন ও নির্যাতন এ’কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালীকে গোলামে পরিণত করার জন্য বিদেশী পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তা থেকে বাঙালীরা মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের গণরায়কে বানচাল করে শেষবারের মতো বিদেশী পশ্চিমা শোষকেরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে।

৫৪ হাজার ৫ শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্যে আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ' রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

(১) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক, শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।

(৩) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

(ক) বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন কতে হবে।

(খ) সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

(গ) শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করতে হবে।

(ঘ) হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালী-অবাঙালী সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

(ঙ) স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃংখলার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং লুটতরাজসহ সকল প্রকার সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা নিম্নরূপ হবেঃ

(অ) বর্তমান সরকারকে বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকার গণ্য করে বিদেশী সরকারের ঘোষিত সকল আইনকে বেআইনী বিবেচনা করতে হবে।

(খ) তথাকথিত পাকিস্তানের স্বার্থের তল্পীবাহী পশ্চিমা অবাঙ্গালী মিলিটারীকে বিদেশী ও হামলাকারী শত্রুসৈন্য হিসেবে গন্য করতে হবে এবং এ হামলাকারী শত্রুসৈন্যকে খতম করতে হবে।

(ই) বর্তমান বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা দেয়া বন্ধ করতে হবে।

(ঈ) স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণরত যে-কোন শক্তিকে প্রতিরোধ, প্রতিহত, পাল্টা আক্রমণ ও খতম করার জন্যে সকল প্রকার সশস্ত্র প্রস্তুতি নিতে হবে।

(উ) বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সকল প্রকার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

(ঊ) স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি.........' সংগীতটি ব্যবহৃত হবে।

(ঋ) শোষক রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানী দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(এ) উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বাঙলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে হবে।

(ঐ) স্বাধীনতা সংগ্রামে রত বীর সেনানীদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়কঃ

স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহৃত হবে-

* স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'-দীর্ঘজীবী হউক।

* স্বাধীন কর স্বাধীন কর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

* স্বাধীন বাংলার মহান নেতা-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

* গ্রামে গ্রামে দূর্গ গড়-মুক্তিবাহিনী গঠন কর।

* বীর বাংগালী অস্ত্র ধর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

* মুক্তি যদি পেতে চাও-বাংগালীরা এক হও।

বাংলা ও বাংগালীর জয় হোক

জয় বাংলা।

স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ।।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় গুলি চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের প্রেস বিজ্ঞপ্তি	দ্য পিপল	৩১ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB STRONGLY CONDEMNS FIRING-BANGLADESH CANNOT BE SUPPRESSED AS COLONY ANY MORE.
Press statement issued on March 2, 1971

Shiekh Mujibur Rahman in a Press statement issued last evening, strongly condemned the killing of unarmed persons at Farm Gate and urged the government to desist forthwith from this reckless course. He reminded that Bengalees could not be suppressed any more and they would no longer tolerate exploitation as a colony or as a market.

Sheikh in his statement said, "Unarmed boys have been Jired upon today. At least two have died, and several more are seriously injured. They have been shot at because they along with the rest of the people of Bangladesh had stood-up to protest against the gross insult inflicted upon Bangladesh by the powers that be. I strongly condemn such firing and urge the elements who are seeking to co-confront the people with force to desist forthwith from this reckless course. They should be reminded that firing upon unarmed masses amounts to genocide and is a crime against humanity. They should know that if Bangladesh is a Jire, as it will be, if such confrontation continues then they will nor be able to escape the flames.

"We, as the elected representatives of the seventy million people of Bangladesh, were ready to sit with the representatives from the Western Wing on the 3rd March for the purpose of constitution-making. Indeed some of the representatives from the Western Wing had already come to Dacca. But then a sudden and unwarranted intervention prevented this sitting from taking place.

"The intervention was prompted by an intransigent minority group, which as the protector of the vested interests of the western wing and their bureaucratic lackeys had declared that the sitting should not be held except on terms dictated by them. They had even gone to the length of nakedly threatening to "deal with" other west wing representatives who dared to defy such dictation. Such denial of the rights of the representatives of the majority of the people at the behest of an undemocratic minority is an intolerable insult to the people.

Since the people of Bangladesh would not submit to such dictation or intimidation they are now sought to be confronted by force. It is tragic that planes which might have carried elected representatives from the Western Wing should instead be engaged in lifting military personnel and arms. If these measures are intended to cow down seventy

million Bengalees, the spontaneous demonstrations of the will to resist displayed throughout Bangladesh since yesterday should prove to the world that Bengalees cannot be suppressed anymore and that they are determined to be the free citizens of a free country. They will no longer tolerate being exploited as a colony or a market.

"At this critical hour it is the sacred duty of each and every Bengalee in every walk of life, including government officials, not to co-operate with anti-people forces and indeed to do everything in their power to foil the conspiracy against Bangladesh.

"Now that representatives have been elected by the people are the only legitimate source of authority, all authorities are, therefore, expected to take note of this fact.

"In the circumstances, there is no justification for the continuation of Martial Law or military rule by a single day. I, therefore, urge the immediate withdrawal of Martial Law, an immediate end to the 'confrontation' and the removal of obstacles to the exercise by the people's representatives of the power, that is rightfully theirs.

"Our movement will continue till the above demands are met and till the people of Bangladesh realize their emancipation.

"I am announcing our programme of action till 7th March and am issuing the following directives to our people:

(a) Province-wide Hartal to be observed on each day from 3rd March 1971 to the 6th March, 1971 from 6 a.m. to 2 p.m. in all spheres including government offices, Secretarial, High Court and other courts, semi- government and autonomous corporation, PIA, Railways and other communication services, transport, private and public, all mills, factories, industrial and commercial establishments and market. Exemptions are to be extended to: Ambulances, press cars, hospitals, medicine shops, electric and water supply. All persons are urged to observe the Hartal in a peaceful and disciplined manner and to ensure that no untoward incident such as looting, burning, etc., takes place. In particular people should be alert against agent- provocateurs and should remember that everyone living in Bangladesh no matter where he originates from or the language he speaks is for us a Bengalee and their person, property and honor are our sacred trust and these must be protected.

(b) 3rd March which was to have been the day for the sitting of the National Assembly should be observed as a day of national mourning, on which occasion I will lead a procession from Paltan Maidan at 4 p.m. immediately after the conclusion of the meeting being held by Students League,

(c) In the event of radio, television or newspapers failing to cover our version of events or our statements, all Bengalees serving in these agencies should refuse to co-operate with such gagging of the voice of the seventy million people of Bangladesh.

(d) On 7th March 1971 at 2 p.m. 1 shall address a mass rally of our people at the Race Course Maidan, when further directives will be issued.

(e) I would urge our people to continue with our common struggle in a peaceful and disciplined manner. I would remind them that any breach of discipline would be against the interest of our movement and will serve the interest of agent provocateurs and the anti-people forces."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় জনসভায় ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানিয়ে শেখ মুজিব	দ্য ডন	৪ মার্চ, ১৯৭১

WITHDRAW FORCES AND TRANSFER POWER
Sheikh Mujibur Rahman's speech in a public meeting at Dacca
on March 3, 1971.

Dacca. March 3: Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman today urged the authorities to withdraw the forces from the city and hand over the power to the elected representatives of the people.

The authorities must realize that the people wanted self-rule and if they were resisted by force they would not hesitate to sacrifice their life, the Awami League Chief said while addressing a massive public meeting at Paltan Maidun here this afternoon.

He also issued directives to the people of Bangladesh not to pay any taxes until and unless power was transferred to the people's representatives.

The massive public meeting was organized by the Students' League as a part of the province-wide hartal call given by the Chief of the Awami League.

"By obstructing the constitutional method the authorities have virtually compelled the people to shed their innocent blood for realizing their legal rights. This is absolutely intolerable. I appeal to the authorities concerned to immediately stop this wrong course by withdrawing Martial Law and transferring power to the elected representatives."

The massive public meeting was presided over by the Students' League Chief, Mr. Nurc Alam Siddiqi. The meeting was also addressed, among others, by the General Secretary of Jatiya Sramik League Mr. Abdul Mannan, the General Secretary of the Students League, Mr. Shahjahan Siraj, and the General Secretary of the Dacca University Central Students. Union (DUCSU) Mr. Abdul Quddus Makhan.

In an emotion choaked voice the Sheikh in his 30-minute speech called upon the people to continue their struggle in a peaceful and organized manner.

He urged the people to be alert against agent-provocateurs and to maintain complete peace and discipline, otherwise the purpose of the movement would be spoiled.

He called upon the people from all walks of life to rise to the occasion and protect the life and property of everyone living in this part of the country, whether Hindu or Muslim. Bengali or non-Bengali.

Reminding the authorities that he as well as the people of Bangladesh were ready to die for the realization of people's legitimate rights, he declared in clear-cut terms that the people were ready to face all the eventualities.

He said that he would never betray the cause of the people of Bangladesh even facing death.

The Awami League Chief said that the authorities had taken action against those who had been asking for peaceful transfer of power.

Announcing his programme of action up to March 7 next, he said that he would seek help and co-operation from all shades of opinion for the success of the movement.

He said that the hartal would be observed throughout Bangladesh everyday from 6 a.m. to 2 p.m. After the hartal the vehicles should be allowed to move. He suggested and urged the people to pay a bit more to the rickshaw pullers to cover their day's earnings.

He will address a mass rally at the Race Course Maidan at 2 p.m. on Sunday. He said that hartal was to be observed in all organizations, including Government offices, Secretariat, High Court and other courts, semi-Government and autonomous corporations, PIA, Railway and other communication services, transports, all mills, factories, industrial and commercial establishments and markets.

He said that the forces were being maintained for protecting the country, and they could not be used against the common masses. Sheikh Sahib urged the authorities to pull back the forces to their barracks without further delay.

Sheikh Mujibur Rahman said that he had no language to condemn the incidents that took place in the city last night.

Sheikh Sahib made it clear that the present situation in the country was not the creation of his or any other people of Bangla Desh, but of the conspirators who had been trying to sabotage the peaceful transfer of power to the elected representatives of the people. The majority party had been even ignored while taking important national decisions, he said.

Sheikh Sahib advised each and every person of Bangla Desh to observe the hartal according to schedule in a peaceful and disciplined manner.

He, however, said that exemptions were to be extended only to ambulances, Press cars, hospitals, medicine shops, water and electricity supply.

Sheikh Sahib said that the speech at Paltan Maidan today might be his "last speech" and advised the people to continue their struggle in full swing even if he was absent. He said that there were a chain of leaders, among his companions, who would be able to continue the struggle without any trouble.

The Sheikh who was earlier scheduled to lead a huge procession after the meeting, announced that the procession would not be led. Instead he led a prayer for the salvation

of the departed souls of the martyrs who had, he maintained, died in the struggle for democracy.

Other speakers at the meeting called upon the people to maintain peace and harmony among the people and desist from looting and other anti-social activities.

They declared in unequivocal terms that the people of Bangla Desh could not be suppressed any more and they must achieve, their goal at any cost.

The meeting in a resolution condemned the firings in different parts of the city during the last two days and prayed for the salvation of the departed souls. It expressed its deep sympathy with the members of the bereaved families.

In another resolution, the meeting called upon the people from all walks of life to lake active part in the movement for the realization of the people's rights under the dynamic leadership of Sheikh Mujibur Rahman.

The meeting took a fresh vow for the establishment of a society in Bangla Desh, where there would be no exploitation and people would live in peace.

Sheikh Mujib gave call for "peaceful Satyagraha" movement for the realization of the rights of the people of Bangla Desh and appealed to the people to maintain peace for the success of the struggle.

Sheikh Mujib also appealed to the people to guard against looting and arson and to maintain peace at all costs. Any attempt to disrupt peaceful life must be resisted, because without strict discipline no mass movement could attain any success.

Sheikh Mujib appealed for communal peace and added the Biharis and non-Muslims "are our sacred trust".

He referred to the sacrifice of lives by Bengalis during the last 23 years and during yesterday's observance of hartal in the City.

He said "I do not know how many people died yesterday," adding that he himself heard the firing of machine-gun. He also led the prayer at the meeting for those who died. The dead bodies of a few persons, who died yesterday, were also brought to the public meeting.

Sheikh Mujib said he wanted to spell out the future course of action, and added if the attitude of the Government remained unchanged till March 7, he would give out his mind at the race course, where he is scheduled to address a public meeting. He said if he failed to turn up for any unforeseen reasons there would be others to announce the future course of action.

He said the maintenance of discipline was the prerequisite for the success of any mass movement. Without discipline no movement could achieve any tangible results "no matter how many lives we sacrifice." He particularly reminded the volunteers of their responsibilities in this connection.

Sheikh Mujib said "we are not responsible for the present state of affairs". He said they as the majority party in the country were in favor of the National Assembly session on February 15, but Mr. Z. A. Bhutto wanted it to be deferred to the first week of March, and when it was summoned to meet today he (Bhutto) oppose it again.

The Awami League Chief regretted the stand taken by the People's Party chief on the session of the National Assembly, which was to begin today, and added although they "were ready to attend the session the use of arms was" directed at the Bengalis. He also referred to threats of PPP chief to set a fire West Pakistan if the session was not postponed.

Sheikh Mujib, in an apparent reference to West Pakistan leaders, said "If you do not want to frame one constitution let us frame our own constitution and you frame your own. Then let us see if we can live together as brothers".

The Awami League Chief said the people of Bangla Desh freed him from jail at the cost of their lives and shed their blood in the last. "We are ready to make further sacrifices and give more blood." He added: "You cannot suppress the Bengalis by killing 70,000,000 Bengalis."

Sheikh Mujib said if he died his soul would be there to be happy to find the Bengalis free and that they have two square meals a day to survive.

Sheikh Mujib said they did not have any grudge against the poor people of West Pakistan. They had been trying to live together for the last 23 years but West Pakistan now wanted to secede because they knew it well by now that they could not perpetuate their exploitation on them.

The Awami League leader also called upon the Press not to obey any restriction on them, if any, and if they failed to resist it they should refuse to attend their offices. He told the Press that "it is a national struggle", and everyone's participation was essential.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভূট্টোর ভূমিকার নিন্দায় পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ	দ্য ডন	৪ ও ৫ মার্চ , ১৯৭১

PUNJAB PAKISTAN FRONT'S PLKA TO DISOWN BHUTTO

Report of PPF's meeting at Lahore on March 3. 1971

The organizing committee of the Punjab Pakistan Front, today expressed the view that the demand of Sheikh Mujibur Rahman for the immediate withdrawal of Martial Law and transfer of power to popular representative deserves the support and backing of all lovers of democracy and of Pakistan and urged the Punjab people to "disown Mr. Z. A. Bhutto's leadership to wrest back (he democratic initiative", at present lost on account of what the committee described as Mr. Bhutto's perverse politics.

The meeting of the organizing committee held at the residence of its convevener, Malik Ghulam Jilani, here today placed on record its deep concern and sense of dismay at the "unfortunate decision" to postpone indefinitely the first session of the National Assembly which had been called at Dacca this month.

The committee was of the opinion that the decision was "completely unwarranted, uncalled for and unjustifiable."

In the committee's opinion the decision had been forced on the country by the "reckless and insupportable ambition" of one single person who claimed to speak in the name of West Pakistan although he held a clear majority in barely one of the four provinces of West Pakistan.

That this one province should happen to be the Punjab, was a matter which the committee regarded as a "shame and slur on the fair name of the Punjab". The committee was convinced that when the people of the Punjab were lured into voting for the People's Party, the party was totally uncommitted, whether for or against any specific constitutional scheme.

"The People’s Party has completely abused the trust reposed in the party by the people of the Punjab, as also of such other parts of the country where the People's Party candidates were returned."

"Indeed by its current anti-democratic stand the People's Party has already betrayed the cause of the people and proved itself unworthy of their confidence" it said.

This committee considered it imperative that the people of the Punjab should disown Mr. Bhutto's "perverse politics" and "unmistakably fascistic trend which he has come to personify. "

"There is only one parallel to the manner in which Mr. Bhutto has slighted the National Assembly and frustrated what might have been Pakistan's last chance to acquire a democratic constitution-Hitler's putsch at the time of Weimar Republic and burning of the Reichstag" if remarked.

Aware of the extreme urgency and delicacy of the present crucial juncture in Pakistan's history the committee felt that the struggle for a democratic constitution in fact and in effect represented the struggle for the survival of Pakistan. It was inconceivable that a country which had nothing except an army to hold it together should endure indefinitely in the modern world. Keeping this in view, it said, to argue, as the leader of the People's Party has been doing, that a constitutional programme, which has the implicit as well as explicit support of by far the most populous province of the country, violates the integrity of the nation is to give away the game in advance and write off the very idea of national integrity. After all, who is the nation if the majority of the people composing it are already arrayed on the other side of its integrity."

The committee was of the opinion that the postponement decision had destroyed all avenues of democratic initiative and placed a veto on the national aspirations in the hands of one man who was obviously bugged by a pathological lust for power to the exclusion of all other considerations. This initiative must be wrested back for the people, the committee felt.

The committee, under these circumstances, said Sheikh Mujibur Rahman's demand for the immediate withdrawal of the Martial Law and transfer of power to popular representatives has become unexceptionable and deserves the support and backing of all lovers of democracy and of Pakistan."

(Karachi-March 4. 1971.)

TRANSFER OF POWER TO AWAMI LEAGUE NOW ONLY SOLUTION OF CRISIS

Report of the Press Conference at Karachi Press Club on March 4,1971 by Air Marshal (Retd.) Asghar Khan.

Air Marshal (Rctd.) Asghar Khan yesterday advocated "immediate transfer of power to the majority party in the country in order to retrieve the present "close-to-disaster" situation.

Addressing a hurriedly called Press Conference at the Karachi Press Club he said President Yahya Khan should invite Sheikh Mujibur Rahman and hand over power- "real

power" -to him in line with the democratic processes and in the interest of preserving national integrity and solidarity.

He told a correspondent that the constitution-making job could wait. What now took precedence was the transfer of power to where it belonged, namely the single largest party in the National Assembly.

Mr. Asghar Khan flew into Karachi yesterday from Rawalpindi on way to Dacca. He had an appointment with Mr. Z. A. Bhutto in the City but the meeting, according to the Air Marshal (Retd.) could not take place due to Mr. Bhutto's preoccupations. Mr. Asghar Khan will fly out to Dacca this (Friday) morning to meet Sheikh Mujibur Rahman.

He said a hysteria had been deliberately built on six points and he considered it his duty not as a leader of men or head of a political organisation but as a citizen, to defuse it. In his view, the hysteria needed radical, surgical treatment as it was a classical method of delaying the process of ushering in democracy.

He expressed his sense of shock at the happenings in East Pakistan and said: "Our heart bleeds for our brethren there just as it would if the same happened to the people in West Pakistan".

He again emphasized that Sheikh Mujibur Rahman should be immediately called upon to form the Government with all the requisite power and authority. "We cannot see our East Pakistani brethren being treated like this. Nor can we brook our dear country disintegrated", he declared.

The people in West Pakistan, he pointed out. must understand that their counterparts in the Eastern Wing had for long been smarting with a sense of deprivation and frustration. They must be allowed to enjoy and exercise power which after all is their right, he said.

Mr. Asghar Khan told a questioner that while Sheikh Mujib's position on constitution-making was fixed, that of Mr. Bhutto had been flexible in view of the 1 otter's own admission that the People's Party had fought the elections on the basis of foreign policy and economic programme. Therefore, while magnanimity as a majority leader was expected of Sheikh Mujibur Rahman. Mr. Bhutto on his part should have shown greater understanding and harmony, he observed.

The Air Marshal (Retd.) however, made it clear he was opposed to the philosophy behind the six points and thought that such a rigid stand by the Awami League was not necessary. Nevertheless, an understanding was still possible in the larger national interests.

Asked what he would talk to with Sheikh Mujib, Mr. Asghar Khan said he would try to read his (Sheikh's) mind in view of the latest critical situation and see what best could be done to tide over the crisis.

West Wing Concern.

During his slay in Dacca he would also convcy to the people in Hast Pakistan of the great concern of the people in West Pakistan over the latest developments and would impress upon the need for greater harmony, brotherly love and mutual forbearance.

Mr. Asghar Khan was highly critical of the way in which the political situation in the country was allowed to deteriorate progressively during the last three months.

In this, he noted, the responsibility lay on bureaucracy, vested interests, businessmen, and "some" politicians who all combined to thwart democracy in the country.

He said in reply to a question that it was in the global interest of the USA lo have Pakistan divided. An effort was being made whereby it is West Pakistan which is pushing East Pakistan to fall apart, and go in the lap of international conspirators.

Mr. Asghar Khan, however, made it clear that in that eventuality West Pakistan itself would not remain united and integrated, if one half of Pakistan was "finished".

He said he refused to believe there had been any threat of aggression from India. No grave emergency of this nature exists, he added.

Reiterating his plea for the transfer of power, the Air Marshal (Reid.) said that West Pakistan had ruled for 23 years and East Pakistan had immensely suffered. So if East Pakistan were now to rule Pakistan and exercise its democratic right, what if West Pakistan were to suffer a little.

However, lie believed that in the transfer of power lay the good of the entire nation both of East and West Pakistan.

While strongly opposing the action taken in the Eastern Wing against the movement for restoration of democracy, he said, "our hearts bleed when East Pakistani brethren arc being killed with bullets".

Air Marshal Asghar Khan said the people in the Western Wing were strongly against the killings in the Eastern Wing and he for himself would not hesitate to give any sacrifice for the restoration of democracy in the country.

The retired Air Marshal said "Things have gone too far" and if power was not transferred forthwith by the present regime he would launch a movement in support of the East Pakistani people who were really 'frustrated' and disillusioned. He clarified that this was not a threat but a statement of fact'.

He told newsmen that he was leaving for Dacca today to acquaint himself with the existing conditions and the sufferings of the people'.

The only way left to safeguard the integrity and solidarity of the country is to restore democracy in the country', he said emphatically, and demanded that the armed forces should go to the barracks.

He said lie had thought it fit to leave the national and constitutional problems to the elected representatives for solution, but "the events had moved so fast and so rapidly" that he could not keep aloof and considered it necessary at this stage to come forward and contribute his bit for the solidarity and integrity of the country.

Retired Air Marshal Asghar Khan said that he proposed to meet the leaders of the majority parties and discuss national problems and it was in this background that he was leaving for Dacca to meet the East Pakistani brethren there.

Regrettable Attitude.

He regretted the altitude of "certain leaders in West Pakistan" towards the problems of the East Pakistani people and deplored that some of them were saying openly that "the military regime was preferable to them than the power being transferred to East Pakistani leaders". He observed that this attitude was undemocratic and harmful.

He expressed himself against the postponement of the National Assembly session and said "it seems that he proposed Round Table Conference of the leaders of parliamentary groups called by President Yahya Khan is also not taking place".

Bhutto and Round Table Conference.

He pointed out (he similarity in the round table conference called by former President Ayub Khan and the proposed meeting called by President Yahya Khan and said like the previous RTC this meeting had also been called on March 10.

He remarked that the only difference between the then and the proposed RTC wax that Mr. Bhutto had refused to attend the previous RTC while the PPP chief was the first now to announce that he would attend the proposed RTC.

He expressed surprise at the handling of the national affairs and said Sheikh Mujibur Rahman was recently acknowledged as the "Prime Minister" of Pakistan and nothing wrong was seen in the Six-Point programme of the Awami League.

Asked if he agreed with the PPP chief Mr. Bhutto that there were three forces, i.e.. Awami League, PPP and military forces. Asghar Khan said "it is an unfortunate remark."

Stressing the need for maintaining the solidarity of the country, he said for the survival of West Pakistan itself, it was necessary to maintain the territorial integrity of the country.

(Karachi- March 5, 1971).

RTC: HAZARVI BACKS MUJIB'S DECISION-BHUTTO CRITICISED
Spccch by Maulana Hazarvi at Jabees Hotel on March 4, 1971.

Maulana Ghulam Ghaus Hazarvi, General Secretary, Jamiatul Ulema-i-Islam (West Pakistan) yesterday endorsed the decision of Sheikh Mujibur Rahman not to attend the proposed conference of the leaders of Parliamentary Parties in Dacca on March 10.

The better course, in his view, would have been to convene the inaugural session of the National Assembly and then postpone it for 10 days during which efforts at political and constitutional conciliation could have been initiated by President Yahya Khan.

Maulana Hazarvi, who was speaking at a reception held in his honour at Jabees Hotel, emphasised that constitution-making was a job done inside the Assembly and not in the public. It was wrong on the part of Mr. Bhutto or Sheikh Mujib to take an uncompromising stand on constitutional matters before-hand.

He criticised Mr. Bhutto of talking in the "language ojultimatum" and thus causing a crisis which could have been averted through mutual love, tolerance and understanding.

Sheikh Mujibur Rahman, he pointed out had shown a good deal of accommodation in his last statement. The same day Mr. Bhutto had talked in a rather provocative tone in Lahore. Had the Sheikh's spirit of accommodation and amity been reciprocated, a meeting of minds could have been possible in another round of Bhutto-Mujib meetings, he added.

Maulana Ghulam Ghaus said the people of West Pakistan had full sympathy for their brethren in East Pakistan during their present trying times. He hoped that even at this critical hour some way out would be found so that Pakistan's integrity and solidarity remained intact and Islamic bonds between East and West Pakistan strengthened.

* * * * *

Bhutto condemned.

Maulana Hazarvi regretted that Mr. Bhutto in his Lahore speech should have thought it fit to threaten the West Pakistan MNAs who went to Dacca to attend the National Assembly session (without his prior concurrence).

Mr. Bhutto, he pointed out, should not forget that the One Unit had been undone and every Province had its elected representatives. Mr. Bhutto could not. therefore, claim to be the spokesman of West Pakistan and, hence, he should not talk as authoritatively as he does on political and constitutional issues or threaten the MNAs-elect.

Maulana Ghulam Ghaus reiterated his warning that foreign powers and vested interests were hand in glove in their bid to disintegrate Pakistan. In this context he names an envoy of a Big Power moving all over the country and calling on the various political leaders.

The Government, he said, should take note of foreign influences at work and guard against the foreign agents who were trying to sabotage the country's' integrity and independence.

* * * * *

(Karachi-March 5. 1971)

'POSTPONEMENT UNDEMOCRATIC'- NAP HARTAL CALL

Meeting of Baluchistan Provincial National Awami Party (Wali Group) a Quetta
on March 4, 1971.

At an emergent meeting of the Baluchistan Provincial National Awami Party (Wali Group) held in the party's office in Quetta, under the chairmanship of Mr. Mohammad Hashim Khan Ghilzai, the postponement of scheduled National Assembly session at Dacca on March 3. for an indefinite period was termed as "deplorable and undemocratic."

At the party's resolution, today, the party demanded immediate summoning of the N.A. session to settle the constitutional matter.

The proper place for setting the constitutional matters was the National Assembly, any such matter discussed outside the house, away from the public eyes or in the drawing room, amounted to deceiving the people, added the NAP resolution.

The present postponement of NA session has created a feeling of unrest amongst the people and complete chaos all over the country.

The resolution demanded the announcement of a definite date of summoning the NA session so that the powers could be transferred to the chosen representatives of the people in a democratic manner, after framing the constitution.

Yet another resolution accused the vested interest and "a group of trouble makers" of indulging in sabotaging the plans for peaceful transfer of power and emergence of democratic Government.

The resolution accused the same elements of putting hurdles and hitches in the return of democratic rule in Pakistan.

Earlier the Baluchistan Provincial National Awami Party unanimously decided to a token hartal all over Baluchistan on March 12 to protest against the postponement of the NA scheduled session.

The hartal has been called from 3 p.m. to 5 p.m. on March 12 during which peaceful protest processions would also be taken out.

Prominent Baluchistan NAP leaders are also expected to address the processionists advantage points, it was further gathered.

(KARACHI-March 5, 1971.)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ব্যাংক ও সরকারী অফিসের প্রতি শেখ মুজিবের নির্দেশাবলী	দ্য ডন	৫ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB CONGRATULATES PEOPLE FOR STIRRING RESPONSE TO HIS CALL

DIRECTIVE TO BANKS, OFFICES TO DISBURSE SALARIES

Text of the statement on March 4, 1971 at Dacca

Sheikh Mujibur Rahman Chief of Awami League has asked the Government and non-Government offices where employees have not yet been paid their salaries, to function between 2-30 p.m. to 4-30 p.m. for the purposes of disbursing salaries during the next two days of Hartal.

In a statement issued tonight, he said that the banks should also function during these hours (2-30 p.m. to 4-30 p.m.) for the purpose of cash transaction within "Bangladesh" only including payment of salary cheques.

The Sheikh congratulated the heroic masses of "Bangladesh" for the stirring response to the call to protest against the conspiracy to perpetuate exploitation and colonial rule. He said people must remember that no people have attained freedom without extreme sacrifice and therefore asked them to remain prepared to continue their struggle for emancipation at any cost.

Sheikh Mujibur Rahman said :

"I congratulate our heroic masses for the stirring response made by every man. woman and child of Bangladesh to our call to protest against the conspiracy to perpetuate exploitation and colonial rule. The people of the world should know of the courage and determination with which the unarmed civilians of Bangladesh-workers, peasants and. students-have demonstrated against the denial of their rights-even in the face of bullets.

"I also congratulate our resolute people for having withstood the hardships and sacrifices which the continuing hartal imposes on them. They must, however, remember that no people have attained freedom without extreme sacrifice. The people therefore must remain prepared to continue their struggle for emancipation at any cost."

Exemptions

"While the hartal is to continue on the 5th and 6th March from 6 a.m. to 2 p.m. it is necessary to extend the following exemptions :

(1) Government and non-Government offices where employees have not as yet been paid their salaries should function between 2-30 p.m. to 4-30 p.m. for the purpose only of disbursing salaries.

Banks should function within these hours (2-30 to 4-30 p.m.) for the purpose of cash transactions within Bangladesh only in respect of salary cheques not exceeding Rs. 1.500.

No remittances should be effected outside Bangladesh through the State Bank or otherwise. The State Bank should take necessary action in this connection.

Ration shops and food suppliers should utilise this opportunity for their transactions.

(2) The following essential services are exempted:

(a) Hospitals and medicine shops, (b) Ambulance cars, (c) Doctors cars, (d) Press. (e) Press cars. (J) Water supply, (g) Gas supply, (h) Electric supply, (i) Local telephones and trunk telephones with other districts of Bangladesh, (j) Fire service, (k) Sweepers and scavenger trucks.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফেরৎঃ দেশব্যাপী আন্দোলন	দ্য ডন	৬ মার্চ, ১৯৭১

ARMY WITHDRAWN TO BARRACKS - EAST WING PROTEST CONTINUES - FIRING IN TONGI, RAJS11AHI.
Announcement by Martial Law Authorities on March 5, 1971

The Martial Law authorities have decided to withdraw the army to the barracks today. According to an announcement the action follows "No incident of lawlessness since the lifting of curfew on Thursday evening".

The announcement further said, "Following Sheikh Mujibur Rahman's appeal for peace, there has been considerable improvement in the general law and order situation during the past 24 hours".

It may be recalled that Sheikh Mujibur Rahman, in his speech at the public meeting at Paltan Maidan on Wednesday, had demanded immediate withdrawal of forces from the city and transfer of power to the people's representatives. Since then leaders of political parties and other organizations have been demanding the withdrawal of troops.

Meanwhile, complete hartal was observed here as well as other parts of the province today in response to the call of Sheikh Mujibur Rahman. Today was the fourth day of the hartal in the capital and its suburbs and the third day in the province. The Awami League Chief has already announced that the hartal will continue till tomorrow.

Today, however, banks and other offices functioned for two hours in the afternoon for the disbursement of salaries to employees. Sheikh Mujibur Rahman had directed yesterday that banks and offices could function today from 2-30 p.m. to 4-30 p.m. for this purpose. He had also exempted certain other institutions and certain types of vehicles from the operation of the hartal.

Tongi Firing

The known death toll of Tongi firing this morning rose with the death of two more persons in the Dacca Medical College Hospital later today.

Earlier, one dead and 15 injured were brought to Dacca Medical College Hospital after security forces allegedly opened fire on the demonstrating workers of Telephone Industries at Tongi. One injured died soon after admission and the second one succumbed to injuries after operation.

Kajshahi Firing

In Rajshahi one person was killed and four injured in firing during a procession here on Wednesday.

A spokesman of the district administration told PPI this afternoon that trouble took place twice in front of the telephone exchange office at Malopara and once in front of the Medical College on the day.

He said that alter the incident curfew was clamped in the town from seven in the evening for 11 hours on Wednesday by the local Martial Law authorities. With a break of three hours, he said, curfew was reimposed from ten in the morning of yesterday to seven in the morning of today.

According to reports reaching here today, complete and peaceful hartal is being observed here since March 3 in response to the call given by the Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman.

Curfew

A ten-hour curfew was imposed in Rangpur town from this evening. According to reports reaching here, the 21-hour curfew which was clamped there from 5 p.m. yesterday was earlier lifted at 11 a.m. this morning.

A ten-hour curfew was also clamped in Rajshahi beginning from 7 p.m. today.

Hartal

An eight-hour hartal was observed in the city and other parts of Bangladesh today in response to the call of Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman, protesting against the sudden postponement of the National Assembly session.

The hartal which was complete and peaceful in Dacca city was for the fourth consecutive day in the city and its suburbs, and for the third consecutive day in other parts of Bangladesh.

The eight-hour hartal beginning at 6 a.m. will continue till tomorrow. No untoward incident was reported from any parts of the city today but there was firing by the security forces at Tongi, ten miles off the city.

All Government and non-Government offices, autonomous organizations, mills and factories, banks, insurance companies, educational institutions, courts and other establishments remained completely closed during the hartal in the city. All means of transport except a few doctors cars. Press cars, peace committee cars and ambulances, remained off the roads. Train, steamer, launch and internal plane services also remained suspended during the hartal.

The Awami League Chief has directed the banks to make payments in respect of cheques drawn for the purpose of disbursement of salaries even if the amount exceeded Rs. 1,500 provided that the wage register showing the total amount to be drawn as salaries was produced along with the cheque.

According to a Press release of the party, the banks have also been allowed to pay
the bill if it was certified by the trade union of the organisation concern .

According to an earlier directive, the banks had been prohibited from making payment in respect of cheques drawing more than Rs. 1,500.

Food god owns have also been permitted to remain open beyond 4-30 p.m. if necessary to complete delivery.

The remarkable feature of today s hartal was that many medicine shops remained open during the hartal period and many Government and non-Government offices functioned for about two hours in the afternoon for disbursing salaries to the employees.

The State Bank and other scheduled banks here also worked for two hours in the afternoon for the purpose of drawing salaries and extending facilities to the ration shop dealers.

Banks work

Ration shops and other food suppliers utilized the banking hours between 2-30 p.m. and 4.30 p.m.

The relaxation after the eight-hour general hartal was made on the directive of Sheikh Mujibur Rahman for facilitating the people to draw their salaries and arrange regular food supply.

Unprecedented rush was witnessed in all scheduled banks here long before the opening at 2-30 p.m. People remained in queue for long time to get a chance to withdraw money, mainly salaries.

When a PPI correspondent visited the State Bank here at Motijheel at 4.30 p.m. (the closing time), several hundred people were there in queue for utilizing the banking hours. Ration shop dealers and food suppliers mainly crowded the counters at State Bank.

Mr. S. E. Kabir, Director of the Central Board of Directors, was found busy with other officials near the counters in supervising the transactions.

It may be mentioned here that the State Bank has created a new record by transacting cash in the afternoon.

Meetings

A large number of meetings were held and processions brought out in Dacca and also other cities in the province on the day.

After 2 p.m. life in the city returned to normal. A skeleton bus service pulled in the street. Some of the shops and business houses opened after the hartal period.

The Students' League and the Awami League brought out a bamboo procession from the Baitul Mokarram and paraded the city streets. They also held a meeting before the Baitul Mukarram.

The students of East Pakistan University of Engineering held a meeting at the University premises to protest against the postponement and "the killings of unarmed civilians". They also paraded the streets in processions.

The Students League, Students Union (Motia group) and Bangla Chhatra League have offered prayers for the salvation of the departed souls. They also endorsed the view for the continuation of the struggle for achieving the legitimate rights of the people.

Shops in some of the shopping centers including Jinnah Avenue, Baitul Mukarram, Stadium and New Market remain closed even after the hartal hours.

The Pakistan Writers Guild also held a meeting and expressed concern over the postponement of the National Assembly session. They also brought out a procession and paraded the city streets.

The Khilgaon Land Distribution Committee also organized a rally in the evening before Baitul Mukarram.

House wives, girl students and teachers of Narayanganj city also held a protest meeting and paraded the streets shouting the demand for immediate withdrawal of Martial Law from the country. They expressed solidarity with the movement lunched by the people in response to the call of Sheikh Mujibur Rahman.

The East Pakistan Government College Teachers' Association also expressed its strong resentment at the postponement of the Assembly session. In a meeting held here today, the Association said that this would hinder the peaceful transfer of power. They also condemned the killing of unarmed people of Bangladesh. The meeting also pledged support to the Awami League chief.

According to Jatiya Sramik League, quite a few factories and mills went into production following a decision of the League.

The members of East Pakistan Union of Journalists (EPUJ) will stage a demonstration tomorrow afternoon to demonstrate solidarity with the people's movement and in protest against recent restriction imposed on the Press.

The General Secretary of EPUJ, Mr. Kamal Lohani, today appealed to the members to assemble at the Press Club at 3 p.m. from where a procession will be taken out. The procession will be followed by a mass rally at Baitul Mukarram.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রদেশব্যাপী আন্দোলনের ওপর প্রতিবেদন	সাপ্তাহিক স্বরাজ	৬ মার্চ, ১৯৭১

ঢাকা বন্দ্ঃ কারফিউঃ বুলেটঃ হত্যা

(স্বরাজের নিজস্ব প্রতিনিধি)

হত্যা শুধু নরহত্যা ! রংপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোহর আর ঢাকায় গত ক'দিন ধরে এক বিভীষিকাময় অবস্থা বিরাজ করছে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার সাত কোটি আদম-সন্তান আক্রোশে ফেটে পড়েছে। শহর, বন্দর আর গ্রামে গ্রামে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ ও জনসভা। সমস্ত বাংলায় পুঞ্জীভূত আক্রোশের প্রচন্ড বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

হরতাল শুধু হরতাল ! পহেলা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সংগে সংগে রাজধানী ঢাকা নগরী ভয়াল ও ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করলো। প্রথমে শত শত পরে হাজার হাজার বঙ্গসন্তান ঢাকার পথে পথে বেরিয়ে পড়লো। অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজ, বাজার-হাট সব কিছুই বন্ধ হয়ে গেল। সংগে সংগে সশস্ত্র পুলিশের দল রাস্তায় টহল দিতে শুরু করলো।

শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন দুদিনব্যাপী হরতাল। সন্ধ্যায় ঢাকা নগরীতে সান্ধ্য আইন জারি করা হলো। রাতের অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো সংঘর্ষ। শত-সহস্র ঢাকাবাসী সান্ধ্য আইন ভংগ করে প্রকাশ্য রাজপথে বেরিয়ে এলো। ঢাকা নগরী রক্তাক্ত হলো। কিন্তু বুভুক্ষু মানুষের গগনবিদারী শ্লোগান কেউ দমাতে পারলো না।

বুলেট শুধু বুলেট !.

মানুষের বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেলো। কিন্তু অধিকার সচেতন বাংগালীকে নিশ্চুপ করা সম্ভব হলো না। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী হলো। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রক্তবীজের দল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ঝাপিয়ে পড়তে লাগলো। সশস্ত্র বাহিনীর ট্রাক আর এম্বুলেন্স গাড়ী ঘন ঘন রাস্তায় যাতায়াত করতে শুরু করলো। ফার্মগেট, রাজারবাগ, রামপুরা, গভর্ণর ভবনের সম্মুখে ; নবাবপুর, সদরঘাট, নিউমার্কেট প্রভৃতি এলাকায় হাজার হাজার বীর বাঙ্গালী বুলেটের মুখোমুখি হলো। ঢাকায় ২৬ জন নিহত হলো।

গভীর রাতে চট্টগ্রাম থেকে ভয়াবহ আর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের খবর এলো। একদিনের সংঘর্ষে এতো লোকের শাহাদাৎ বরণ ইতিহাসে বিরল। চট্টগ্রামের দেওয়ানহাট, রেলওয়ে কলোনী, টাইগারপাস মানুষের রক্তে পিচ্ছিল হয়ে উঠলো। একদিনে নিহতের সংখ্যা ৯৭-এ দাঁড়ালো। চট্টগ্রাম হাসপাতালের মর্গ লাশে ভরপুর হয়ে গেলো। গুলী, বুলেট, চাকু, বেয়োনেট, লাঠি আর এ্যাসিড বালবের যথেচ্ছ ব্যবহারে চট্টগ্রামে নাগরিক জীবন দারুণভাবে বিপর্যস্ত হলো। তবু নতুন শপথে বলীয়ান চট্টবাসী বার বার মৃত্যুর গহবরে হানা দিলো। নিহতের সংখ্যা ১২০-এ উপনীত হলো। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের চল্লিশ বছর পর চট্টগ্রামবাসী আবার নয়া ইতিহাস রচনা করলো।

এরপরেই খুলনা আর রংপুরের বীর সংগ্রামের সংবাদ এসে পৌঁছালো। খুলনায় প্রতিবাদ শোভাযাত্রার উপর বর্বরোচিত আক্রমণ হলো। ন'জন নিহত হলো।

পরদিন একটা শোক শোভাযাত্রার উপর একজন দুষ্কৃতকারী বোমা নিক্ষেপ করলে ক্রুদ্ধ জনতা তাকে ইট দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করলো। শুধু তাই-ই নয়, নিহতের লাশ বৈদ্যুতিক থামে ঝুলিয়ে রাখলো।

একই দিনে সশস্ত্র বাহিনী গুলীবর্ষণ করে যশোরে এক বৃদ্ধাকে হত্যা করলো। কিন্তু জনতার প্রতিবাদকে দমন করতে পারলো না।

উত্তরে রংপুর থেকে বিলম্বে খবর এলো সেখানে ন'জন শহীদের অমৃত-সুধা পান করেছে। বজ্র থেকে ধ্বনি কেড়ে নিয়ে সেখানকার নিরন্ন আর ভুখা মানুষ বুলন্দ কণ্ঠে আওয়াজ তুললোঃ ''আমরা মৃত্যুকে করেছি জয়।'

কারফিউ শুধু কারফিউ !

ঢাকা, সিলেট, খুলনা, রংপুর, খালিশপুরে শুধু কারফিউ আর কারফিউ। কিন্তু নতুন সূর্যের আলোকে পূর্ব বাংলার রাতে ঘন অন্ধকার উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। লাখ লাখ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়লো মৃত্যুর আস্তানায়। এঁরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলো, তবুও পিছালো না। এঁরা অমর, এঁদের মৃত্যু নেই। বরকত, সালাম, রফিক, শফিক, আসাদ, জহুরুল, জোহা, মতিয়র, ফারুক এঁদের পূর্বসূরী হয়ে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। জয় সর্বহারা জয়, জয় বিদ্রোহী বাংলার জয়। জয় নিপীড়িত মানুষের জয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সংহতিবিরোধী তৎপরতার উপর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানে বক্তৃতা	দ্য ডন	৭ মার্চ, ১৯৭১

TEXT OF PRESIDENT YAHYA KHAN'S BROADCAST
ON MARCH 6, 1971.
Following is the full text of the address to the nation by the President General A.M. Yahya Khan, broadcast over Radio Pakistan network today :

"My Dear Countrymen.

"Assalam-O-Alaikum,

In my statement of the 1st of March 1 had recounted to you the steps that I took to transfer power to the elected representatives of the people. In the same statement I had also said that I. on my part, would do everything possible to help our elected leaders in moving towards the attainment of our common goal which was and which continues to be, a smooth transition towards a democratic way of life.

"As you would recall, in this direction my latest step has been to call a conference of the leaders of all parliamentary groups to meet me at Dacca on the 10th of March. Unfortunately, however, in total disregard of my genuine and sincere efforts to bridge the gap between the various points of view, the response to my call has been rather discouraging particularly from the leader of our majority party who, before the announcement over the radio, had given me the impression that he would not be averse to the idea of such a conference. His outright rejection was therefore, both a surprise and a disappointment. As you are aware, Mr. Nurul Amin has also refused to participate. This in effect means that there would be no representative from East Pakistan in the proposed conference.

"You will thus see that from the time the elections were completed practically every step that I took in the process of transfer of power has in one way or another been obstructed by some of our leaders. I might also mention at this stage, that after the completion of elections on the 17th of January and after I had met the leaders of the two major panics and the leaders had met among themselves at Dacca I had invited them to come and discuss the situation with me on more than one occasion with a view to working out an acceptable method of moving forward. I regret to say that the President of Awami League did not think it fit to respond to my invitations and we thus lost the opportunity of avoiding misunderstandings and of working out an amicable solution.

"As the resulting environments were not conducive to constitution making in that a very large number of West Pakistani representatives refused to attend the Assembly session on the 3rd of March, I came to the conclusion that having the inaugural session of

the National Assembly on that date would be futile exercise and was likely to result in the dissolution of the Assembly itself. I, therefore, tried to save the situation by postponing the date of the session I had thereby hoped to achieve two purposes- firstly, to save the assembly and all the national effort that had gone into its birth, and secondly, allow time for passions to cool down and a fruitful dialogue to take place. But instead of accepting the decision in the spirit in which it was taken, our East Pakistan leadership reacted in a manner which resulted in destructive elements coming out in the streets and destroying life and property. Needless to say, no Government could have remained a silent spectator in such a situation. It was, therefore, my moral obligation to take the minimum essential measures for protecting the lives and property of the innocent and otherwise peaceful law-abiding citizens who in the absence of any such measures would have fallen victims to extremist elements. I am, however, sorry to say that lawlessness continues to be the order of the day in East Pakistan.

Misunderstand

"For some reason, the postponement of the date of the Assembly session has been completely misunderstood. Whether this is deliberate or otherwise I cannot say but one thing is certain this misunderstanding has become the rallying cry for the forces of disorder. When such forces become activated the main sufferers are the innocent citizens whose daily life is seriously disturbed and who are in constant danger of suffering bodily harm and even death. While realizing that an application of adequate force can effectively bring the situation under control I have deliberately ordered the authorities in East Pakistan to use the absolute minimum force required to stop the law-breakers from loot, arson and murder.

"It will be seen that only one of my purposes behind the postponement of the session of the Assembly-namely the preservation of the Assembly itself, has been achieved. The other and equally important purpose of having a fruitful dialogue has, however, not been achieved. In the meanwhile innocent lives are being lost for which the bereaved families have my fullest sympathies and which in a situation that is not of my creation is the least that I can offer.

"As explained earlier, my efforts to arrive at a date for the opening of the National Assembly session in consultation with political leaders have been frustrated.

"I, therefore, in my capacity as President and Chief Martial Law Administrator of this country, feel duty bound to resolve this unfortunate impasse by taking a decision myself. I cannot wait indefinitely. I have consequently decided that the inaugural session of the National Assembly will take place on 25th of March. It is my sincere hope that this decision will elicit a patriotic and constructive response from all our political leaders.

"Since my efforts to get the leaders to arrive at a broad consensus on the process of constitution making have not succeeded, to those political parties who may have doubts about viability of the future constitution of Pakistan, I would like to say that no better assurance than the provisions of the Legal Framework Order is needed.

"Finally let me make it absolutely clear that no matter what happens, as long as I am in command of the Pakistan Armed Forces and Head of the State. I will ensure complete

and absolute integrity of Pakistan. Let there be no doubt or mistake on this point. I have a duty towards millions of people of East and West Pakistan to' preserve this country. They expect this from me and I shall not fail them. I will not allow a handful of people to destroy the homeland of millions of innocent Pakistanis. It is the duty of the Pakistan Armed Forces to ensure the integrity, solidarity and security of Pakistan a duty in which they have never failed.

"Let us go forth with full confidence in ourselves and faith in Almighty Allah towards the goal we have set before us for achieving a democratic way of life and enable the elected representatives of the people to fulfill their duty which the nation expects of them.

"God bless you all."

"Pakistan Paindabad."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'আপোষের বাণী আগুনে জ্বালীয়ে দাও'- লেখক শিল্পীদের আহবান	'প্রতিরোধ'। দ্বিতীয় সংখ্যাঃ ৬ই মার্চ, ১৯৭১	৬ মার্চ, ১৯৭১

(স্বাধীন সার্বভৌম শোষণমুক্ত বাংলাদেশের জাগ্রত লেখক শিল্পীদের মুখপত্র)
আপোষের বাণী আগুণে জ্বালীয়ে দাও

বাংলার মাটি আরো একবার কুচক্রী শাসক মহলের নগ্ন, বর্বর হামলায় লাল হয়ে গেল। আরো একবার শত শত মা হারালো তার প্রাণপ্রিয় সন্তান। স্ত্রী হারালো তার স্বামী । ভাই হারালো তার দোসর। আর এই যেন বাংলার ভাগ্যলিপি। যেন বাঙ্গালী কেবল জন্ম গ্রহণ করেছে। তার বুকের রক্ত দিয়ে শাসক গোষ্ঠীর সুরম্য ইমারত গড়ে তুলতে। আর তারই সাক্ষ্য গত পয়লা মার্চের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণায় সুস্পষ্ট। তিনি তার ঘোষণায় একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদের সংখ্যালঘু নেতা আইয়ুবের পাচাটা দালাল জুলফিকার আলী ভূট্টোর অন্যায় আবদারকে গ্রহণ করলেন শ্রদ্ধার সাথে। আর সেই সাথে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতামত, যার সাথে এ দেশের সাত কোটি বাঙ্গালীর স্বার্থ জড়িত। সাথে সাথে আজ এ কথাও প্রমাণিত হয়ে গেছে। বাংলার স্বাধীনতা ব্যতিরেকে এ দেশের সাত কোটি জনতার ভাগ্য এমনিভাবেই চিরদিন লাঞ্ছিত হতে থাকবে। বাংলার সচেতন জনতা আজ বুঝে ফেলেছে স্বাধীনতাই একমাত্র মুক্তির পথ। তাই গত পয়লা মার্চ প্রেসিডেন্টের ঘোষণা শোনার সাথে সাথে কোটি কোটি বাঙ্গালী নেমে এসেছে খোলা রাজপথে। অফিস, আদালত, ঘর, বাড়ী ছেড়ে মুক্তিপাগল জনতা তার ভাগ্যের পরীক্ষা দিতে নেমেছে আর তাকেই রুখে দাঁড়াবার জন্যে ক্ষমতাগৃধনু রক্তপিপাসু পাঞ্জাবী শাসক গোষ্ঠী আরেকবার বাঙলার মাটিতে তার শেষ চাল চেলেছে গোল টেবিলের গোলক ধাঁধার ভেলকিবাজি দেখিয়ে। বৃহত্তর গণমতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে বর্তমান সামরিক সরকার ন্যক্কারজনকভাবে সামরিক বেয়নেটের্ আশ্রয় নিয়ে গণঅভ্যুত্থানকে দমিয়ে দিতে চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের জাগ্রত শিল্পী-সাহিত্যিকদের জাগ্রত বিবেক থেকে আজ এ ঘোষনাই করছি, বাঙালী আর মেঘাচ্ছন্ন থাকবে না। শোষণহীন, রোদনহীন, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েম করে বাঙালী আজ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবেই করবে। সাথে সাথে আমরা বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করছি যে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমরা আপনাদের রূপ দেখতে চাইনে। বাংলার স্বাধীনতার বিপক্ষ যে কোনরূপ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে জনগণের হাত থেকে আপনাদের নিস্তার থাকবে না। বাঙলার জয় হোক। স্বাধীন সার্বভৌম শোষনমুক্ত বাংলাদেশ-জিন্দাবাদ। জনগণের রায়-জিন্দাবাদ। শহীদের রক্ত-বৃথা যেতে দেব না।

শেষ শুদ্ধের প্রস্তুতি বাংলায়

আজ ৬ই মার্চ দুপুর একটা পাঁচ মিনিটের সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তথাকথিত পাকিস্তান জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণ প্রদান করেছেন। তিনি এই ভাষণে বাংলাদেশের সাত কোটি স্বাধীনতাকামী জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ন্যক্কারজনকভাবে দস্যুবৃত্তির সাথে তুলনা করে পাঞ্জাবী সাম্রাজ্যবাদী সামরিক দস্যুদের গ্লানি মোচনের হঠকরিতা করেছেন। আগামী পঁচিশে মার্চ তথাকথিত জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডেকে বাংলা ও বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম বানচালের নতুন টোপও ফেলেছেন তিনি। পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের মনোরঞ্জনের জন্য নতুন

করে ভয় দেখিয়েছেন আইনগত কাঠামোর নতুন নিশ্চয়তা প্রদান করে। আমরা সাত কোটি বাঙালীর জাগ্রত সংগ্রামের অকুতোভয় পতাকাবাহী হিসেবে শাসকগোষ্ঠি ও বাঙলার নেতৃবৃন্দের প্রতি এই হুঁশিয়ারীই করছি যে, শহীদের পূত রক্তরঞ্জিত বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রাম আমরা কিছুতেই ভেস্তে যেতে দেব না। মুখ ও মুখোশের প্রতিবাদে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলার সপক্ষে আমাদের রক্তসংগ্রাম চলবেই চলবে।

পরিষদ বৈঠক বর্জন কর

বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগ	মর্নিং নিউজ	৭ মার্চ, ১৯৭১

TIKKA KHAN, GOVERNOR OF EAST PAKISTAN
Announcement on March 6,1971 by Chief Martial Law Administrator.

The President and Chief Martial Law Administrator has appointed Lt. Gen. Tikka Khan as Governor of East Pakistan, it was officially announced here today.

A notification issued by the Cabinet Division said : "The President and Chief Martial Law Administrator has been pleased to appoint Lt. Gen. Tikka Khan, S.Pk., as Governor of East Pakistan in pursuance of the proclamation of the 25th day of March. 1969, read with the Provisional Constitution Order."

Another notification of the Cabinet division issued today said that Vice-Admiral S.M. Ahsan ceased to be Governor of East Pakistan province with effect from the forenoon of March 1. 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে গেরিলা যুদ্ধের আহবান	কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি	৭ মার্চ, ১৯৭১

আঘাত হানো
সশস্ত্র বিপ্লব শুরু কর
জনতার স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েম কর
কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি

পূর্ব বংলার মাটি আজ রক্ত চায়। পূর্ব বাংলার কোটি কোটি মানুষ আজ স্বাধীনতার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। গত তেইশ বছর ধরিয়া পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনতার রক্ত চুষিয়া খাইয়াছে। পূর্ব বাংলার জনতা আজ রিক্ত, নিঃস্ব, পথের ভিখারী। বার বার পূর্ব বাংলার মাটি শত শত শহীদের তাজা খুনে লাল হইয়াছে। পূর্ব বাংলার মানুষ যতবার তাহাদের মুক্তির জন্য সংগ্রামের ময়দানে নামিয়াছে, ততবারই শাসকগোষ্ঠী তাহাদের বর্বর পশু শক্তির মাধ্যমে তাহা দাবাইয়া দিয়াছে। সেনাবাহিনী হইল শাসকগোষ্ঠীর সকল ক্ষমতার উৎস। তাই আজ তাহারা সকল মুখোশ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাদের দেওয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশনও মূলতুবী করিয়া দিয়াছে। ইহা খুবই স্বাভাবিক। আমরা পূর্বেই বার বার বলিয়াছি যে, নির্বাচনের মাধ্যমে আপোসে বাংলার স্বাধীনতা আসিবে না- আসিবে না পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা সমগ্র জনতার মুক্তি। মুক্তি একমাত্র পথ সশস্ত্র বিপ্লব- ইতিহাস বার বার এই শিক্ষাই আমাদের দিয়াছে।

বিপ্লবী জনতা !

তাই আজ এক মুহূর্তেও দেরি করার সময় নাই। পূর্ব বাংলার মাটি আজ রক্ত চায়। তাই পূর্ব বাংলার কৃষক গ্রামে গেরিলা যুদ্ধ শুরু কর। শাসকগোষ্ঠীর হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লও। গ্রামে বাংলার স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দাও। মুক্ত এলাকা গঠন কর। পূর্ব বাংলার শ্রমিক, ছাত্র, তরুণ ও যুবকেরা হাতিয়ার তুলিয়া লও। শত শহীদের রক্ত ঋণ শোধ কর- রক্তের প্রতিশোধ লও। সেনাবাহিনীকে খতম কর। এককেন্দ্রিক স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর শোষণের হাতিয়ার রাষ্ট্র যন্ত্রকে আঘাতের পর আঘাত হানো- লোপাট করিয়া দাও। পূর্ব বাংলার জনতা আস, আমরা শপথ গ্রহণ করি, জাতীয় মুক্তির যে লড়াই আমরা আজ শুরু করিব, যতদিন পর্যন্ত পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা না আসিবে, যতদিন এই স্বাধীন পূর্ব বাংলার বুকে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী তথা সমগ্র জনতার রাষ্ট্র কায়েম না হইবে, ততদিন আমাদের এই লড়াইয়ে শ্রান্তি নাই, ক্ষান্তি নাই। আস, আমরা ঘোষণা করি, হুঁশিয়ার। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সাংগ্রামকে যাহারা বাধা প্রদান করিবে কিংবা যাহারা তাহাকে মাঝপথে থামাইয়া দিতে চাহিবে তাহাদের আমরা কিছুতেই ক্ষমা করিব না, বরদাশত করিব না।

জনতার সশস্ত্র বিপ্লব জিন্দাবাদ।
'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম কর।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের জন্য ১৭ দফা প্রস্তাব	ন্যাশনাল আওয়ামী (মোজাফফর)	পার্টি ৭ মার্চ, ১৯৭১

গনতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করুন : বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই

আজ দেশবাসীকে মনে রাখিতে হইবে যে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী খুশী হইয়া নির্বাচনে রাজী হয় নাই- আন্দোলনের চাপে পড়িয়াই নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইয়াছে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, জাতীয় পরিষদ ডাকা হইয়াছে। কিন্তু এখনও গনতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা ও জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করিবার জন্য শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছে। সম্প্রতি এই ষড়যন্ত্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বিভিন্নভাবে- জনাব ভূট্টো জাতীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে যোগদান করিবেন না বলিয়া বিবৃতি দিয়া ঐ ষড়যন্ত্রকে পাকাপোক্ত করিতেছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকে মাথাচাড়া দিয়া উঠতে সাহায্য করিতেছে। পাক-ভারত সম্পর্কের অবনতি ঘটাইয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা, বিভিন্ন জাতির অধিকার , কৃষক-শ্রমিক প্রভৃতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি জনতার অধিকার নস্যাৎ করিবার যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে উহাতে জনাব ভুট্টো অংশীদার হইয়াছেন। এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ থাকিবার এবং উহাকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি উদাত্ত আহবান জানাইতেছে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) মনে করে যে, পাকিস্তানে প্রথম সাধারন নির্বাচনের ভিতর দিয়া জনগণের যে রায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে মানিয়া নিয়া পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র নিম্নলিখিত নীতির ভিত্তিতে রচিত হওয়া উচিতঃ-

(1) পাকিস্তান রাষ্ট্রে ৫টি ভাষাভাষী জাতি- বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী ও বেলুচ বাস করে। পাকিস্তান দুইটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল লইয়া গঠিত। এই বাস্তব সত্য মানিয়া নিয়া শাসনতন্ত্র প্রত্যেকটি জাতির সমান অধিকার ও প্রত্যেকটি জাতির বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নীতিগতভাবে স্বীকৃত হইতে হইবে।

শাসনতন্ত্রে এই নীতি স্বীকৃত হইলে পাকিস্তানের প্রত্যেকটি জাতির অধিকারগুলি নিশ্চিত হইবে, বিভিন্ন জাতির ভিতর বিদ্বেষ, সংশয়, ভয়-নীতি ও ভূল বুঝাবুঝি দূর হইবে, তাহাদের ভিতর প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব গড়িয়া উঠিবে।

(2) শাসনতন্ত্রে এই নীতি স্বীকার করিয়া নিয়া বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে (১১ দফা কর্মসূচীর ২ ও ৩নং ধারা বা ন্যাপের কর্মসূচী মোতাবেক) দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র (রাজনৈতিক) ও মুদ্রা-এই তিনটি বিষয় ন্যস্ত হইবে। বাদবাকী সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসহ) পাঁচটি অঞ্চলের পাঁচটি জাতির নির্বাচিত সরকারের হাতে ন্যস্ত হইবে।

(3) কেন্দ্রীয় আইনসভা হইবে এক কক্ষবিশিষ্ট। আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের সুযোগে বিশেষ একটি প্রদেশের উপর ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাহাতে কোন কিছু চাপাইয়া না দেওয়া হয়, তাহার জন্য শাসনতন্ত্রে একটি বিশেষ রক্ষা ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(4) রাষ্ট্র পরিচালনার সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিমূলক আইনসভার হাতে ন্যাস্ত রাখিতে হইবে। রাষ্ট্রপ্রধানকে সব সময় মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ মতে করিতে হইবে।

(5) যুক্ত নির্বাচন, প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ও এক লোক এক ভোট নীতির ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন চালু থাকিবে।

(6) নগর, শহর ও গ্রামের স্থানীয় বিষয় ও কাজসমূহ পরিচালনার জন্য জনগণের নির্বাচিত স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান থাকিবে।

(7) শাসনতন্ত্রে জনগণের মৌলিক অধিকারসহ সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে- ব্যক্তিস্বাধীনতা রাজনৈতিক দল ও সংঘ গঠনের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা পরিচালনা ও ধর্মঘট পালনের পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করিতে হইবে। শ্রমিক-কৃষক ও ছাত্রজনতা যাহাতে এই সকল অধিকার ভোগ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা থাকিবে। বিদেশে যাতায়াতের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের পাসপোর্ট পাইবার অধিকার থাকিবে।

(8) সকল প্রকার দমনমূলক আইন রহিত করিতে হইবে, বিনা বিচারে কাহাকেও আটক রাখা চলিবে না।

(9) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করিতে হইবে।

(10) রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও উর্দু ছাড়া নিম্নলিখিত ভাষাসমূহকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হইবে- যেমন, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, বেলুচ ও পশতু।

(11) প্রদেশগুলির নাম হইবে বাংলা, পাঞ্জাব, পাখতুনিস্তান এবং বেলুচিস্তান।

(12) আইন পরিষদের কোন দলের পক্ষ হইতে নির্বাচিত কোন সদস্য দল পরিবর্তন করিলে তাহাকে পরিষদের আসন হইতে পদত্যাগ করিতে হইবে এবং পুনরায় নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে হইবে।

(13) কোন সদস্য তাহার নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকার নির্বাচকমন্ডলীর আদেশ (ম্যান্ডেট) ভঙ্গ করিলে তাহার সদস্যপদ বাতিল করিবার অধিকার উক্ত নির্বাচকমন্ডলীর থাকিবে।

(14) জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও স্ত্রী-পূরুষ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিক রাষ্ট্রের চোখে সমান বলিয়া বিবেচিত হইবে। ধর্মবিশ্বাস ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল নাগরিক যাহাতে অবাধে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও নিয়মকানুন পালন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য কোন নাগরিকের প্রতি কোন ক্ষেত্রেই কোন প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করা চলিবে না। দেশ শাসনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করিতে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার থাকিবে।

(15) পাকিস্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ (সেকুলার) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

(16) শিল্প, ব্যাংক, বীমা বা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি জাতীয়করণের পথে বাধা হইতে পারে এমন কোন বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে না।

(17) পাকিস্তানকে একটি পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম ও জানকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে।

উপরোল্লিখিত ঐরূপ একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার পথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশ হইল এক বিরাট বাধা। অতএব, আমরা উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক

শাসনতন্ত্র রচনার দাবীর সঙ্গে সঙ্গে আইনগত কাঠামো আদেশের অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ প্রত্যাহার ও শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষেত্রে জাতীয় পরিষদের সার্বভৌমত্বের দাবী করিতেছি।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ

সভাপতি

সৈয়দ আলতাফ হোসেন

সাধারণ সম্পাদক

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)

---

* পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্ট্রি প্রচার সম্পাদক বজলুর রহমান কর্তৃক

১০/২১, ধানমন্ডি হকার্স মার্কেট হইতে প্রকাশিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ	'জয় বাংলা' (বিশেষ সংখ্যা)	৭ মার্চ, ১৯৭১

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের (১৯৭১) ঐতিহাসিক ভাষণ
(টেপ রেকর্ড থেকে লিপিবদ্ধ)

আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানূষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলদেশের করুণ ইতিহাস বাংলার মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ মার্শাল-ল জারী কর ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৪ সালে ৬-দফা আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন- আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল. নির্বাচন হলো। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করেছিলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিতে । তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভূট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসে প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো- এমনকি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশী হলেও একজনের মতেও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেবো।

ভূট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম- আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো- সবাই আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বর যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যে যাবে তাদের মেরে ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে. এসেমব্লি চলবে। আর হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হোল।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভূট্টো বললেন, যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হোল, দোষ দেওয়া হোল বাংলার মানুষের, দোষ দেওয়া হোল আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোল। আমি বললাম, আমার জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃ শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব-দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে- তার বুকের উপর হচ্ছে গুলী। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু- আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকবো।

আমি বলেছি, কিসের এসেমব্লি বসবে; কার সঙ্গে কথা বলবো? আপনারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবো? পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের উপর, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। দায়ী আমরা!

২৫তারিখে এসেমব্লি ডেকেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে, এসেমব্লি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল-ল withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে আমরা বসতে পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিস্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশের কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুরগাড়ী, রেল চলবে- শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি ১টি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়। তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবণের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু কলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য কিছু টাকা-পয়সা পৌছে দেবেন। আর ৭দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হোল কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন শত্রুপিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই, বাঙালী, অ-বাঙালী

তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও ষ্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারবে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।

এই দেশের মানুষকে খতম করবার চেষ্টা চলছে-বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন। এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি আরো রক্ত দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে তুলবো ইনশাআল্লা। এবারেরা সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুজিব কর্তৃক দশ দফার ঘোষণা	দ্য ডন	৮ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB GIVES 10 POINT PROGRAMME

Statement by Sheikh Muijbur Rahman on March 7, 1971

Sheikh Mujibur Rahman. Chief of the Awami League, today announced a week-long programme from tomorrow.

In a statement, the Awami League Chief said the non-violent and non-co-operation movement would continue till the objectives- the immediate termination of Martial Law and transfer of power to the elected representatives- were achieved. He said our struggle must continue.

The programme would be:

1. No-tax campaign to continue.
2. The Secretariat, Government and semi-Government offices, High Courts and other courts throughout Bangladesh Should observes hartals. Appropriate exemption shall be announced from time to time.
3. Railway and ports may function, but railway workers and port workers should not co-operate if railways or ports are used for mobilization of forces for the purpose of carrying out repression against the people.
4. Radio, Television and newspapers shall give complete versions of our statements and shall not suppress news about the people's movement, otherwise Bangladesh working in these establishments shall not co-operate.
5. Only local and inter-district trunk telephone communication shall function.
6. All educational institutions shall remain closed.
7. Banks shall not effect remittances to the Western Wing either through the State Bank or otherwise.
8. Black flags shall be hoisted on all building every day.
9. Hartal is withdrawn in all other spheres but complete or partial hartal may be declared at any moment depending upon the situation.
10. A Sangram Parishad (Council of Action) should be organized in each union, mahallah, thana, subdivision and district under the leadership of the local Awami League units.

Announcing the programme of action, Sheikh Mujib said the transport service would be allowed to function. In this connection he referred to railway, rickshaw and transports.

He said the banks could remain open for two hours for cash transactions for disbursing salaries, but 'not a single farthing can be transferred to West Pakistan.' The factory owners must pay off the salaries of their workers.

Sheikh Mujib asked the Radio, Television and newspaper to faithfully report the events and the movements. 'If our news are not reported, Bengalis should not attend to their duties.'

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আহবানে ফরওয়ার্ড ষ্টুডেন্টস ব্লক	ফরওয়ার্ড ষ্টুডেন্টস ব্লকের প্রচারপত্র	৮ মার্চ, ১৯৭১

জয় স্বাধীন বাংলা
ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের ডাক
আপোসের চোরাবালিতে বাংলার এ স্বাধীনতার উদিত সূর্য যেন মেঘাচ্ছন্ন না হয়

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে-ঘরে ঘরে আজ উড়ছে স্বাধীন বাঙলার পতাকা। দুই যুগ ধরে যারা বাঙলার রাজনৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক ঐতিহ্যের চিহ্নটুকু নিশ্চিহ্ন করার জন্য স্বৈরাচারের নির্মম, হিংস্র নখরের ধাবা এ বাঙলার মাটিতে চালিয়েছিল-জাগ্রত বীর বাঙালীর রুদ্ররোষের মুখে আর কালের অবধারিত বিচারে বাঙলার মাটি থেকে উৎখাত হয়ে আজ তারা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবার পথে।

সংগ্রামী সাথী ভাইবোনেরা,

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার এ দুর্জয় সংগ্রামকে খতম করার নিমিত্তে শোষক চক্রের কারসাজির জাল বিস্তার সবিশেষ লক্ষণীয়। মুক্তিপাগল বাঙালীরা শোষকদের দু-একটি কারসাজির মুখোশ ইতিমধ্যেই আঁচ করতে সক্ষম হয়েছে।

বাঙলার জনপদ আজ বাঙলার বীর মুক্তিফৌজদের রক্তে রঞ্জিত। বিদেশী সেনাদের পদচারণা বাঙলার মাটি আজও অপবিত্র ও কলঙ্কিত।

এরই পটভূমিতে সে রক্তশোষকদের রুদ্ররোষের দাবানলের বহ্নিশিখা সাময়িক ক্ষীণতর হয়ে এ বাঙলার মানুষের নজ্য কুম্ভীরাশ্রু করা আরম্ভ করেছে।

মুক্তিকামী জাগ্রত ভাইবোনেরা,

ইয়াহিয়া-ভুট্টো-কাইয়ুম চক্র আজ আপোসের চোরাবালি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। প্রাসাদচক্রের এ বিস্তারিত জালের পতন অবশ্যম্ভাবী কিন্তু আজ আমাদের সর্বাগ্রে আপোসের সেই জালে পদচারণা থেকে বিরত থাকার শপথ নিতে হবে।

সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী নিপীড়িত বাঙালী যদি পশ্চিমাদের সে আপোসের চোরাবালিতে পদচারণা করে তাহলে যুগের নির্ধারিত স্থানে আর ইতিহাসের অবধারিত কলঙ্কিত অধ্যায়েই বাঙালীদের স্থান হবে। আজকের এ স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়কদের এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত হবে, নচেৎ তাদেরকেও পলাশীর বিশ্বাসঘাতকদের দলেই ইতিহাসের রূঢ় বাস্তব চিহ্নিত করে রাখবে।

পরিশেষে বাংলার সাড়ে সাত কোটি জাগ্রত স্বাধীনতাকামী ভাইবোনদের নিকট আমাদের আকুল আবেদন, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বাঙলার ঘরে ঘরে মাতৃভূমি বাঙালাকে স্বাধীন করার যে দুর্জয় প্রতিজ্ঞা গর্জে উঠেছে তাকে যে কোন মূল্যে বাঁচিয়ে রেখে "স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাঙলা দেশ" গঠন করতে হবেই। এরই প্রেক্ষিতে সর্বস্তরে 'বাঙলা মুক্তিফ্রন্ট' (Bengal Liberation Front) গঠন করুন, গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে, মুক্তি ফৌজ গড়ে তুলুন আর স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঠিক গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলুন। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

জয় স্বাধীন বাঙলাঃ

বিনীত-

মোঃ লুৎফর রহমান
সভাপতি।

সৈয়দ ওয়াজেদুল করিম
সাধারণ সম্পাদক

ফরোয়ার্ড ষ্টুডেন্টস ব্লকের সাংগঠনিক সম্পাদক মো: এহসানুল হক সেলিম কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
গেরিলা যুদ্ধ করার নিয়ম সংক্রান্ত একিট বেনামী লিফলেট	------------	৮ মার্চ, ১৯৭১

INTRODUCTION UNCONVENTIONAL WARFARE IN RELATION TO CONVENTIONAL WARFARE

* By using all possible means enemy is to throw out within quickest possible time.
* Important elements to fight:

  People must feel that Independence in needed.
* Conventional warfare is fought between countries and guerrillas adopt- both violent and non-violent means. (Armed and unarmed).
* A guerrilla uses all the possible means to achieve the goal.

  Enemy should not know about the guerrilla. Guerrilla should attack the enemy surprisingly through slow process by using brain and weapons.
* A guerrilla must have in his mind the interest of the common people. They must have a strong and new character in order to achieve the confidence of the people.
* All resources arc used by the guerrilla prefers destroying the key resources of the enemy. Mostly is a psychological warfare.

Determination of Man:

It is the man who fights.

We are to be prepared to give the last ounce of determination for achieving the goal and then we will win the way. We are to demoralize the enemy by acting as furtom.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের আহবান	ছাত্রলীগ	৮ মার্চ, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ
কেন্দ্রীয় সংসদ
প্রস্তাবাবলী

৪২, বলাকা ভবন
ঢাকা-২
তারিখ ৮ ই মার্চ, ১৯৭১

অদ্যকার এই সভা আগামী কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'ছাত্রলীগ' নাম ব্যবহৃত হইবে।

প্রত্যেক জেলা শহর হতে প্রাথমিক শাখা পর্যন্ত শাখার সভাপতিকে আহবায়ক, সাধারণ সম্পাদককে সম্পাদক করিয়া এবং ৯ জন সদস্য সর্বমোট ১১ জনকে নিয়া ''স্বাধীন বাঙলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'' গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে। সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ব্যাপারে কলেজ ছাত্র সংসদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

প্রত্যেকটি শাখাকে তাহার আওতাভুক্ত এলাকায় আঞ্চলিক সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

বটতলা ও পল্টনের জনসভার প্রস্তাবাবলী এক নম্বর ইস্তাহার এই সভার প্রস্তাব হিসেবে গ্রহণ করা হইল।

প্রত্যেক জেলা শাখাকে জরুরী কাউন্সিল সভা আহবান করিয়া ছাত্রলীগের এই কেন্দ্রীয় সংসদকে অনির্দিষ্টকালের জন্য দায়িত্ব পালনের অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

যে সকল জেলায় জেলা শাখা নাই, সেখানে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সরাসরিভাবে সেই সকল জেলায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার দায়িত্বভার অর্পণ করিতেছে।

দেশের সকল প্রেক্ষাগৃহে পাকিস্তানী পতাকা প্রদর্শন, পাকিস্তানী সংগীত বাজানো এবং উর্দু বই প্রদর্শন বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে এবং বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত সিনেমা করও প্রদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহবান	পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি	৯ মার্চ, ১৯৭১

শত্রুবাহিনীকে মোকাবেলায় প্রস্তুত হউন
গণস্বার্থে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন

ভাইসব,

বাংলাদেশের জনগণ আজ গণতন্ত্র ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে একটা পৃথক ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ও এই জন্য এক গৌরবময় সংগ্রাম চালাইতেছেন। এই সংগ্রামে জনগণ সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে অসম সাহসিকতার সহিত মোকাবেলা করিতেছেন এবং নিজেদের আশা-আকাঙ্খা পূরণের জন্য বুকের রক্ত ঢালিতেও দ্বিধা করিতেছেন না। কমিউনিষ্ট পার্টি পূর্ব বাংলার সংগ্রামী বীর জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছে। পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্টরা দীর্ঘকাল হইততেই বাঙালীসহ পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতির বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার তথা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দাবী করিয়া আসিতেছে। পূর্ব বাংলার জনগণ আজ অনেক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া পূর্ব বাংলায় একটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা উহাকে ন্যায্য মনে করি, তাই পূর্ব বাংলার জনগণের বর্তমান সংগ্রামে আমরাও সর্বশক্তি লইয়া শরিক হইয়াছি।

জনগণের দুশমন কাহারা?

বাংলাদেশে পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের এই সংগ্রামে জনগণের দুশমন হইল পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও বর্তমান সামরিক সরকার। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বড় বড় জোতদার-জায়গিরদার-মহাজন ও একচেটিয়া পুঁজির মালিক ২২টি পরিবারের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য গত ২৩ বৎসর বাংলাদেশের শ্রমিক-কৃষক, মধ্যবিত্ত-ছাত্র প্রভৃতি জনগণকে শোষণ এবং নিপীড়ন করিয়াছেন সাম্রাজ্যবাদ, সমাজবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগণকে জাতীয় অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে আগাগোড়া বঞ্চিত করিয়াছে। আজও উহাদের স্বার্থেই ইয়াহিয়া সরকার প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীসমূহের নয়া নেতা ভুট্টোর সহিত ষড়যন্ত্রের লিপ্ত হইয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন নস্যাৎ করে ও গণতন্ত্র, জাতীয় অধিকার এবং শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছে এবং সেনাবাহিনীকে জনগণের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছে। সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় ইতিমধ্যেই গণহত্যা ঘটাইয়াছে ও রক্তের বন্যায় পূর্ব বাংলায় জনতার সংগ্রামকে স্তব্ধ করিবার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

তাই বাংলাদেশের দুশমন হইল সাম্রাজ্যবাদ-সমান্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারী সরকার ও উহাদের সেনাবাহিনী। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠান, বেলুচ, সিন্ধি, পাঞ্জাবী জাতিসমুহের মেহনতি জনতা পূর্ব বাংলার জনগণের শত্রু নয়। বরং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের গণতন্ত্র ও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর জাতীয় অধিকারকেও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীই নস্যাৎ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব বাংলার অবাঙালী উর্দু ভাষাভাষী মেহনতি জনগণকেও ঐ শাসকগোষ্ঠী শোষণ ও নিপীড়নে করিতেছে। তাই ঐ দুশমনদের পরাজিত

করিয়া বাংলাদেশের জনগণের দাবী কায়েম করার জন্য আজ এখানে গড়িয়া তুলিতে হইবে বাঙালী-অবাঙালী, হিন্দু-মুসলমান জনগণের দুর্ভেদ্য একতা। ঐ দুশমনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণকে বেলুচ-পাঠান-সিন্ধি-পাঞ্জাবী মেহনতি জনগণকে মিত্র বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং পূর্ব বাংলার সংগ্রামে তাহাদের সাহায্য পাইতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতে হইবে। এই সংগ্রামে এখানকার জনগণের সুদৃঢ় ঐক্য ও বেলুচ-পাঠান প্রভৃতির সমর্থন যত বেশী গড়িয়া উঠিবে গণদুশমনদের পরাজয়ও ততই নিশ্চিত হইবে।

প্রকৃত মুক্তির লক্ষ্যে অবিচল থাকুন

ঐক্যবদ্ধ গণশক্তি ও জনতার সংগ্রামের জোরে গণদুশমনদের ও উহাদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া এখানে জনগণের দাবী মতে 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অগ্রসর করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু স্বাধীন বাংলা যাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের ডলারের শৃংখলে বাঁধা না পড়ে, স্বাধীন বাংলার কৃষক সমাজের উপর যাহাতে জোরদার মহাজনদের শোষণ না থাকে, স্বাধীন বাংলায় যাহাতে শ্রমিক ও জনসাধারণকে পুনরায় পুঁজিপতিদের শোষণ ও নিপীড়নের ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিতে না হয়, সেজন্যও সংগ্রামকে দৃঢ়ভাবে আগাইয়া লওয়ার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র মধ্যভিত্ত জনতাকে তাহাদের সংগ্রাম আগাইয়া লওয়ার আহবান জানাইতেছে।

কমিউনিষ্ট পার্টি বাংলাদেশে এমন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আহবান জানাইতেছে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ উৎখাত করিয়া ও পুঁজিবাদী বিকাশের পথ পরিহান করিয়া জরনগণের স্বার্থে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করাও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইবার বিপ্লবী পথ উন্মুক্ত হইতে পারে।

ভিভ্রান্ত হইবেন না

কতকগুলি তথাকথিত ' কমিউনিষ্ট পার্টি' জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য 'ধর্মঘট, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতির প্রয়োজন নাই', 'গ্রামে গ্রামে কৃষি বিপ্লব শুরু কর', 'জোতদারদের গলা কাট' প্রভৃতি আওয়াজ তুলিতেছে। কোন কোন নেতা 'স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে' বলিয়া ধ্বনি তুলিয়া আজিকার গণসংগ্রামের উদ্দীপনা সংকল্প ও প্রস্তুতিতে ভাটা আনিয়া দিতে চাহিতেছেন। মার্কিনী এজেন্টরা এই সংগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া সংগ্রামকে বিপথগামী করার প্রচেষ্টা করিতে পারে। শাসকগোষ্ঠীর ও প্রতিক্রিয়াশীলদের উস্কানিতে সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারীরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুটতরাজ প্রভৃতি বাধাইয়া সংগ্রামকে বিনষ্ট করিতে তৎপর হইতে পারে। এই সকল বিষয়ে হুঁশিয়ার ও সজাগ থাকার জন্য আমরা জনগণের প্রতি আহবান জানাইতেছি।

দৃঢ়সংকল্প বজায় রাখুন

বাংলাদেশের জনগণ আজ অভূতপূর্ব দৃঢ়তার ও একতার সাথে অফিস-আদালতে হরতাল, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ প্রভৃতির যে সংগ্রাম চালাইতেছেন, সে সংগ্রাম ইতিমধ্যেই ইহিতাসে এক নূতন নজির স্থাপন করিয়াছেন। সামরিক সরকারের হুমকি, দমননীতি, অভাব-অনটন প্রভৃতির মধ্যেও সে সংগ্রাম শিথিল বা দমিত হইবে না এবং শত্রুর নিকট আমরা কখনও নতি স্বীকার করিব না-এই বজ্র দৃঢ় সংকল্প আজ বাংলার ঘরে জাগিয়া উঠুক।

ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করুন

নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, সামরিক শাসন প্রত্যাহার প্রভৃতি যে দাবীগুলি আওয়ামী লীগ প্রধান উত্থাপন করিয়াছেন, সেগুলি আদায় করিতে পারিলে স্বাধীন বাংলা কায়েমের সংগ্রামের অগ্রগতির সুবিধা হইবে-ইহা উপলদ্ধি করিয়া ঐ দাবীগুলির পিছনে কোটি কোটি জনগণকে সমবেত করা এবং ঐ দাবীগুলি পুরণে ইয়াহিয়া সরকারকে বাধ্য করা-ইহা হইল এই মূহুর্তে জরুরী কর্তব্য।

সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করুন

বস্ত্ততঃ হরতাল, লক্ষ লক্ষ জনতার সমাবেশ, মিছিল, সরকারী অফিস-আদালত ও সামরিক বাহিনীর সহিত অসহযোগ প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ পন্থায় বর্তমান পর্যায়ে জনগণের আকাংক্ষিত স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাইতে হইবে।

কিন্তু জনগণকে আজ সংগ্রাম করিতে হইতেছে প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। তাই শান্তিপূর্ণ পন্থায় শেষ পর্যন্ত জনগণের সংগ্রাম বিজয়ী হইবে এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর আজ্ঞাবাহী সেনাবাহিনী জনগণের উপর সশস্ত্র হামলা শুরু করিতে পারে। তাই আত্মসন্তুষ্টির কোন কারণ নাই। সংগ্রাম যে কোন সময়ে সুতীব্র রূপ ধারণ করিতে পারে। এই অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নির্ভর না করিয়া সুশৃংখলভাবে সংগ্রামের সর্বাত্মক প্রস্ত্ততি গ্রহণ করা দরকার। সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবেলা, উহা প্রতিরোধ করার জন্য শহর-গ্রাম সবৃত্র জনগণকে সংগঠিতভাবে প্রস্ত্তত হইবার জন্য আমরা জনগণের প্রতি আহবান জানইতেছি।

এই জন্য পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে কল-কারখানায় সর্বত্র দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শক্তি নিয়া গড়িয়া তুলুন স্থানীয় সংগ্রাম কমিটি ও গণবাহিনী। সেনাবাহিনী আক্রমণ করিলে উহা প্রতিরোধের জন্য ব্যারিকেড গঠন করুন, যাহা আছে উহা দিয়াই শত্রুকে প্রতিহত করুন।

শ্রমিক-কৃষক ভাইরা এগিয়ে আসুন

আজিকার সংগ্রাম জনগণের ন্যায্য সংগ্রাম। পশুশক্তির বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে বিজয়ের বজ্রকঠিন শপথ ও সংকল্প নিয়া আগুয়ান হওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি আজ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বাংলাদেশের সমস্ত জনগণকে বিশেষতঃ শ্রমিক, শহরে গরীব বস্তিবাসী, কৃষক ও ছাত্রসমাজের প্রতি আহবান জানাইতেছে। সাহসের সহিত শত্রুর বিরুদ্ধে সঠিকভাবে সংগ্রাম চালাইতে পারিলে আমাদের জনগণের বিজয় সুনিশ্চিত।

ঢাকা,
তাং ৯-৩-১৯৭১।

কেন্দ্রীয় কমিটি,
পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহবানে মওলানা ভাসানী	মওলানা ভাসানী (প্রচার পত্র)	৯ মার্চ, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত জনসাধারণের প্রতি মওলানা ভাসানীর আহবান
পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে
ঝাঁপাইয়া পড়ুন

প্রিয় দেশবাসী,

আজ আমি সাত কোটি পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এই জরুরী আহবান জানাইতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনারা দল, মত, ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ একত্রে এবং একযোগে একটি সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করুন, যার মূল লক্ষ্য হবে, ২৩ বৎসরের অমানুষিক এবং শোষণকারী শাসকগোষ্ঠীর করাল কবল থেকে পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম করা।

১৯৪৭ সালের তথাকথিত স্বাধীনতা হস্তান্তরের ইতিবৃত্ত ও নির্গলিতার্থ এবং তার পরবর্তী অধ্যায়ে নবরূপে শোষণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে শতকরা ৯৮ জন দেশবাসী অবহিত আছেন। এবং সে জন্যই আজ আমি আহবান জানাচ্ছি যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট স্বাধীন-সুখী দেশ প্রতিষ্ঠা করার নামে সমঝোতার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর দেশী শোষকদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে স্বাধীনতার যে প্রহসন সৃষ্টি করা হয়েছিল, আসুন আজ আমরা একত্রিত হয়ে সেই কপট স্বাধীনতাকে সত্যিকারের স্বাধীনতায় রূপান্তরিত করি।

আসুন, আজ আমরা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করি যে, পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের হাতে গণতান্ত্রিক পূর্ণ ক্ষমতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরণ সংগ্রাম করে যাব।

আসুন, আমরা ঘোষণা করি যে, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। এর চেয়ে কম কিছু নয়। কারণ অন্য কোনও উপায়ে শোষিত কোটি কোটি পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা আসতে পারে না।

আসুন, এই আন্দোলনকে আমরা সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ের মরণপথ সংগ্রামে পরিণত করি। সত্যিকারের জাতীয় মুক্তির আর কোনও পথ নেই।

আসুন, আমরা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করি যে, ‘জয় বাংলা’ রব তুলে নিপীড়িত কোটি কোটি বাঙালীর ভোট তথা সমর্থন নিয়ে সেই শক্তির বিনিময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক ও সামরিক শাসকদের সাথে হাত মিলিয়ে যেনতেন প্রকারের একটা আপোস ও সমঝোতার সরকার গঠনপূর্বক শোষিত বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দ্বিধাহীন ও দুর্বার আকাংখাকে পুনর্বার বানচাল করার যে চক্রান্ত মুষ্টিমেয় বাঙালী শোষক ও তাদের হোতারা করে চলেছে, সেই হীন ষড়যন্ত্রকে আমরা শতকরা ৯৫ জন শোষিত, নিপীড়িত বাঙালী একযোগে অঙ্কুরেই প্রতিহত ও বিনষ্ট

করব। আসুন, আমরা শেষ ও চূড়ান্ত বারের মত পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনে একত্রিত হই এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদী ও মুষ্টিমেয় বাঙালী শোষকের শত বাধা-বিপত্তি ও আক্রমণকে প্রতিহত করে জয়যাত্রা শরু করি।

‘ঘরে ঘরে ডাক পাঠাই তৈরী হও জোট বাঁধো-
মাঠে কিষান, কলে মজুর, নওজোয়ান জোট বাঁধো।
এই মিছিল সর্বহারার সব পাওয়ার এই মিছিল,
হও সামিল, হও সামিল, হও সামিল

মার্চ ৯, ১৯৭১। **মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী**

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরই সংকট মুক্তির একমাত্র পথ- একটি সম্পাদকীয় অভিমত	দৈনিক পাকিস্তান	৯ মার্চ, ১৯৭১

সম্পাদকীয়ঃ সংকট মুক্তির একমাত্র পথ

বাংলাদেশের সংগ্রাম জনসাধারণ একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাঙালীকে আর শোষিত ও অবদমিত রাখা যাইবে না। গত রবিবার রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়াছেন, তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে মুক্তিপাগল প্রতিটি বাঙ্গালীর মনোভাব। পূর্ব বাংলার মাটি হইতে এখনো শহীদের রক্তের দাগ মুছিয়া যায় নাই, এখনো এদেশের বহু ঘরে শোনা যাইতেছে স্বজন-হারানোর আর্তনাদ। তাই শেখ মুজিবুর রহমান প্রদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি শহীদের রক্ত মাড়াইয়া পরিষদে যোগ দিতে পারেন না। তবে তিনি পরিষদে যোগদানের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়ায়া দেন নাই। অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হইলে, সেনাবিহনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নিলে, গণহত্যার তদন্ত করা হইলে এবং দেশের শাসনভার জনপ্রতিনিধিদের হাতে হস্তান্তর করিলেই তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন পরিষদে যোগদানে করিবেন কি করিবেন না। ইহার আগে পরিষদে যোগদান করার কোনো প্রশ্নই উঠে না বলিয়া তিনি জানান।

শেখ মুজিবুর রহমান পরিষদে যোগদানের প্রশ্নটি বিবেচনা করিয়া দেখার জন্য যে চারিটি শর্ত আরোপ করিয়াছেন সেগুলি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। এই শর্তাবলী মানিয়া লওয়া হইলেই শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁহার পার্টি সদস্যদের পরিষদে যোগদান করার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে, ইহার আগে নয়। বেয়নেটের ছায়ায় কখনো পরিষদের কাজ মুক্ত ও সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। এই জন্যই অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা এক অপিরহার্য প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। খোদ প্রেসিডেন্টই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো রকম বিলম্ব ঘটানোর কোনো নৈতিক অধিকার বর্তমান সরকারের নাই। একথা প্রেসিডেন্টের বোঝা উচিত যে, জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পথে অন্তরায় শুরু হইতেছে বলিয়াই পূর্ব বাংলা আজ বিক্ষুব্ধ। যদি একটি সংখ্যালঘু দলের অন্যায় আবদার রক্ষা করিতে গিয়া জাতীয় পরিষদের আঁধবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হইত, তবে বাংলাদেশ ফাটিয়া পড়িত না বিক্ষোভে, শহীদের রক্তে রঞ্জিত হইত না বাংলার মাটি। বাংলাদেশের বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ২৫ শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আরম্ভের কথা ঘোষণা করিতে গিয়া তিনি গত শনিবার যে বেতার ভাষণটি দান করিয়ারেছন তাহা খুবই দুঃখজনক, সন্দেহ নাই। তাঁহার সেই ভাষণ সাত কোটি বাঙগালীর মনে দুঃখ ও ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। তিনি যে সুরে কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক ঠেকিয়াছে। গণপ্রতিবাদমুখর বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির জন্য তিনি বাংলাদেশের জনসাধারণ ও বাঙালী নেতৃত্বকেই দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু একটি সংখ্যালঘু দলের যে নেতাটি ইহার জন্য দায়ী, যাঁহার অনমনীয় মনোভাবের জন্যই বাংলার মাটি আবার রঞ্জিত হইল রক্তে, বুলেটের শিকার হইল এখানকার নিরস্ত্র মানুষ তাঁহার দোষর প্রেসিডেন্টের লক্ষ্যগোচরই হইল না। ইহা কি একদেশদর্শিতার পরিচায়ক নয়? সে যাহাই হউক, সংকট এড়াইতে হইলে অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা একান্ত জরুরী। এয়ার মার্শাল নুর খান তো স্পষ্টতই বলিয়াছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ শাসন করার আইনগত অধিকার রহিয়াছে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের সব রকম প্রতিবন্ধকতা অবিলম্বে দুর করা উচিত। এয়ার মার্শাল আসগর খানও শেখ মুজিবুর রহমানের শর্তবলীকে অত্যন্ত যুক্তযুক্ত বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ ইহাই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দেশ রক্ষা করার একমাত্র পথ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অসহযোগ আন্দোল ত্যাগ করে গেরিলা লড়াইয়ে আহবান জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)	পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাগী-লেনিনবাদী)	৯ মার্চ, ১৯৭১

নল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে-মাও সেতুং
পূর্ব বাঙলার মুক্তির জন্য শান্তিপূর্ণ অসহযোগ
আন্দোলন নয়, হরতাল ধর্মঘট নয়

অস্ত্র হাতে লড়াই করুন
শত শত মানুষের হত্যার বদলা নিন
গ্রামে কৃষকদের গেরিলা লড়াই-এ সংগঠিত করুন

পূর্ব বাংলার মেহনতি গরীব ভাইসব,

গত কয়েক দিনে শাসকগোষ্ঠীর পুশিল-মিলিটারী পূর্ব বাংলার শত শত মেহনতি মানুষকে হত্যা করেছে। আরো হত্যা করার নতুন হুমকি দিয়েছে। অথচ, হত্যাকারীদের একটি চুলও খসেনি। অতীতেও তারা জনতার উপর হত্যালীলা চালিয়েছে। মরেছে, মার খেয়েছে শুধু গরীব জনসাধারণই। কিন্তু গরীব লোকের উপর শোষণ কমেনি, অত্যাচার কমেনি বরং বেড়েই চলেছে। শাসকগোষ্ঠীর হত্যালীলা ও শোষণের বিরুদ্ধে আজ যখন সারা পূর্ব বাঙলায় বিক্ষোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, পূর্ব বাঙলার পূর্ণ মুক্তির জন্য মেহনতি মানুষ পাগল হয়ে উঠেছে, তখন তথাকথিত বাঙলার দরদি নেতারা অস্ত্রহাতে লড়াই শুরু করার আহবান না দিয়ে বিপ্লবী জনগণকে এত হত্যালীলার পরও শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশ দিচ্ছে। এই ধোঁকাবাজ নেতারা গরীব জনতাকে আন্দোলনে নামিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে। মন্ত্রী হয়েছে, ধনী হয়েছে। যখনি জনতা অস্ত্র হাতে নিয়ে শোষক শ্রেণীকে খতম করার চেষ্টা করেছে, তখনি তারা শান্তির কথা বলে জনতাকে লড়াই থেকে সরিয়ে নিয়েছে। তারপর নিজেরা ক্ষমতার হালুয়া-রুটির ভাগাভাগি করেছে। ফলে, গরীব জনতা জান দিয়েছে, কিন্তু পায়নি কিছুই।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এবং পূর্ব বাংলার তথাকথিত দরদি বিশ্বাসঘাতক নেতাদের পরামর্শদাতা হলো কুখ্যাত নরপশু মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড। এই নরঘাতক শুয়োরের বাচ্চাটি চকান্ত করে ইন্দোনেশিয়ার লক্ষ লক্ষ নিরীহ গরীব মানুষকে হত্যা করেছে। গত কিছুদিন যাবৎ ঘন ঘন পূর্ব বাংলায় এসে এখানেও ব্যাপক হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। বিশ্বের মেহনতি মানুষের বড় দুশমন এই হিংস্র জানোয়ারদের সাথে যেসব তথাকথিত বাংলার দরদি নেতারা বৈঠক করে, ষড়যন্ত্র করে এবং লাঞ্ছিত-শোষিত মেহনতি মানুষকে শান্ত থাকতে উপদেশ দেয়, তারা গরীব কৃষক-শ্রমিকদের বন্ধু হতে পারে না। তারা শোষকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদের পা চাটা কুকুর। এই দালালদের চিনে নিন। এই শয়তানদের শান্তির আবেদনে ঝাঁটা মেরে হত্যার বদলা নেয়া শুরু করুন। অস্ত্র হাতে নিয়ে ছোট দলে (৪/৫ জন) বিভক্ত হয়ে অতর্কিতে দেশী-বিদেশী সকল শোষকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন। শহরের বস্তিতে বস্তিতে, পাড়ায় পাড়ায়, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গেরিলা লড়াই (গোপন যুদ্ধ) চালিয়ে অত্যাচারী জোতদারী মহাজন ও দালালদের খতম করুন। গণবাহিনী গড়ে তুলুন। গ্রামে গ্রামে গরীবের রাজত্ব কায়েম করুন।

পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর জাতীয় পরিষদ পূর্ব বাঙলার জনগণের স্বার্থবিরোধী। পূর্ব বাঙলার জাতীয় পরিষদ সদস্যরা এই কুখ্যাত পরিষদ থেকে পদত্যাগ করুন। পূর্ব বাঙলার মুক্তি সশস্ত্র সংগ্রামে শরীক হউন। জাতীয় পরিষদের যোগদানকারী সকলেই পূর্ব বাঙলার মানুষের কাছে জঘন্য বিশ্বাসঘাতক বলেই প্রমাণিত হবে।

শোষিত নির্যাতিত ভাইসব,- পূর্ব বাঙলাকে মুক্ত করতেই হবে। পূর্ব বাঙলার শ্রমিক-কৃষক রাজত্ব কায়েম করতেই হবে, এর জন্য গ্রামকে লড়াইয়ের ঘাঁটি করুন। জনগণের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলুন। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র ডাকে ও নেতৃত্বে ১৯৭০ সালের ৪ঠা অক্টোবর থেকে গ্রামে কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অত্যাচারী জোতদারী মহাজন ও দালাল খতমের মাধ্যমে এই গেরিলা লড়াই ৭টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই লড়াইকে সারা পূর্ব বাঙলায় ছড়িয়ে দিন। শোষকদের খতম করুন। শত্রুর হাতে থেকে অস্ত্র কেড়ে নিন। শাসকগোষ্ঠীর পুলিশ -মিলিটারী খতম করুন। পূর্ব বাঙলা মুক্ত করুন। জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাঙলা কায়েম করুন।

শোষক গোষ্ঠীর জাতীয় পরিষদ-ধ্বংস হউক
পূর্ব বাঙলার মুক্তি সংগ্রাম-জিন্দাবাদ
পুর্ব বাঙলার কৃষকদের সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ-জিন্দাবাদ
মার্কিনী দালালদের-খতম করুন
জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাঙলা-জিন্দাবাদ

ঢাকা জেলা শাখা
৯-৩-১৯৭১ইং

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি
(মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসাবে লেঃ জেঃ টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত খবর	দৈনিক ইত্তেফাক	১০ মার্চ, ১৯৭১

পরিচালক পদে লেঃ জেঃ টিক্কা খান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (মঙ্গলবার) গভীর রাত্রে পি,পি,আই এবং এনা পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, চীফ মার্শাল এডমিনিস্ট্রেটর সংশ্লিষ্ট বিধি পরিবর্তন করিয়া রেঃ জেঃ টিক্কা খান এস,পি-কে-কে 'খ' অঞ্চলের মার্শাল লঃ এডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার এই নিয়োগ গত ৭ই মার্চ হইতে কার্যকরী হইবে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চীফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর লেঃ জেনারেল টিক্কা খান এস,পি-কে-কে গত ৬ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন এবং নূতন দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য ৭ই মার্চ তিনি ঢাকা পৌঁছেন।

গতকাল বি,বি,সি-র এক খবরে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ অনুযায়ী ঢাকা হাইকোর্টে হরতালের দরুন কোন বিচারপতি পূর্ব পাকিস্তানের নবনিযুক্ত সামরিক গভর্নরের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করিতে সম্মত হইতেছেন না। ফলে নয়া গভর্নরের কার্যভার গ্রহণ বিলম্বিত হইতেছে।*

---

* তকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বচারপতি বি, এ, সিদ্দিকী ১৯৭১ সালের ৯ই মার্চ গভর্নও হিসাবে জেনারেল টিক্কা খানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠন পরিচালনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘শেখ মুজবের সঙ্গে এক হয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম করবোঃ পল্টনের জনসভায় মওলানা ভাসানী	দৈনিক পাকিস্তান	১০ মার্চ, ১৯৭১

মুজিব-ভাসানী এক হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল মঙ্গলবার পল্টনের এক জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, সাত কোটি বাঙালীর মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার আপোসও সম্ভব নয়। তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে এই দাবীর মর্যাদা রক্ষা করে অবিলম্বে ৭ কোটি বাঙালীকে স্বাধীনতা দানের আহবান জানান। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন, আগামী ২৫শে মার্চের মধ্যে এই দাবী মেনে না নিলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে এক হয়ে বাঙালীর স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করবেন।

বর্তমান সংগ্রামের উল্লেখ করে তিনি বলেন, কেউ কেউ বলছে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা এলে শেখ মুজিবুর রহমান তার সাথে আপোস করবে। তিনি বলেন, এই সন্দেহ অমূলক। শেখ মুজিব বা মওলানা ভাসানী বা যে কোন নেতা যদি এ ব্যাপারে আপোস করতে যায় জনতা তাকে আস্ত রাখবে না। আপোসের সময় চলে গেছে। এখন আপোসের আর কোন পথ খোলা নেই। মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আস্থা রাখার জন্য আহবান জানিয়ে বলেন, তাকে আপনার অবিশ্বাস করবেন না।

শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেয়ে বাংলার সংগ্রাম বীর হওয়ার আহবান জানান।

তিতি বলেন, ১৩ বছর আগে কাগমারী সম্মেলনে আমি আসসালামু-আলাইকুম বলেছিলাম। মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও সেদিন আমার কথা অনুধাবন করতে পারেননি। কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, দুই অংশ যদি একত্রে থাকে তাহলে কালব্যাধি যক্ষার জীবাণু যেমন দেহের হৃৎপিণ্ডের দু অংশকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনি পাকিস্তানের দু অংশই বিনষ্ট হবে। তাই বলেছিলাম যে, তোমরা তোমাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কর এবং আমরা আমাদের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করি। ‘লাকুম দীনুকুম ওলিয়াদীন’, শেখ মুজিবুর রহমান আজ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।

তিনি বলেন, আমি ৭ কোটি বাঙালীকে আজ মোবারকবাদ জানাই এ জন্য যে, তারা এই বৃদ্ধের ১৩ বছর আগের কথা এতদিন পরে অনুধাবন করতে পেরেছে।

বাংলাদেশের নিরস্ত্র নিঃসহায় মানুষের ওপর বেপরোয়া গুলীবর্ষণের নিন্দা করে তিনি ইয়াহিয়াকে ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, অত্যাচারী শাসক ও জালিম কখনও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। তার পতন অনিবার্য। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, মুসলিম লীগ সরকার ও আইয়ুব খানের পতনের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন, এরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছিল।

তিনি বলেন, বৃটিশ জাতি বুদ্ধিমান ছিল। তাই তারা এদেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হওয়ার মত পর্যায়ে পৌঁছার আগেই স্বাধীনতা দিয়ে যায়। তেমনিভাবে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বাংলার ৭ কোটি মানুষকেও তিনি অবিলম্বে স্বাধীনতা প্রদানের দাবী জানান।

তিনি এ ব্যাপারে ইয়াহিয়াকে জনাব দেওলতানা, জনাব ভুট্টো ও জনাব খুরোসহ বিভিন্ন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন।

অহিংস আন্দোলন প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী বলেন, আমি কোনদিন অহিংসায় বিশ্বাস করি না। রসুল (দঃ) অহিংসায় বিশ্বাস করতে বলেননি। জুলুমের প্রতিশোধ নিতে বলেছেন। জালিমের অত্যাচার যে সহ্য করে এবং যে অত্যাচার করে তারা উভয়ই মহাপাপী। তিনি বলেন, অহিংসা পন্থা অবাস্তব।

দেশে আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য তিনি প্রেসিডেন্টকে দায়ী করেন। পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের যুক্তি একজন নিরক্ষর নাগরিকের নিকটও গ্রহণযোগ্য নয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার নামে প্রেসিডেন্টের ভূমিকার নিন্দা করে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতি কোন মর্যাদা না দিয়ে তার আইনগত কাঠামোর কথা জোর গলায় প্রচার করছেন। তিনি আইনগত কাঠামো আদেশেরবলে সবকিছু করবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন। এটা কোন ধরনের গণতন্ত্র? গণতন্ত্রে এরূপ আদেশের কোন নজির কোন দেশে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি এলএফও'র কঠোর নিন্দা করেন।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টের গণতন্ত্র শুধুই মুখের কথা। কোন দেশে পার্লামেন্টকে কেউ বাধা দেয় না। এটা গণতন্ত্রের নিয়ম বহির্ভূত।

জনাব ভুট্টোর পরিষদ বর্জনের হুমকি প্রসঙ্গে ন্যাপ প্রধান বলেন, এটাও নজিরবিহীন ঘটনা। আজাদীপূর্বকালে ভারতীয় পার্লামেন্টে মুসলমানরা সংখ্যাগলঘিষ্ঠ হওয়া সত্বেও পার্লামেন্টে যোগ দেব না এরূপ কথা বলেনি। আইন পাসের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংখ্যালঘিষ্ঠ দল পরিষদে বাধা দান করেছে, যুক্তিতর্ক, ন্যায়বিচার ও ইনসাফের দোহাই দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত ওয়াকআউট করেছে। ভুট্টোর উচিত ছিল সেই গণতন্ত্রসম্মত পথ অনুসরণ করা। পশ্চিম পাকিস্তানী গরীব জনগণের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি কোন আইন পাস করত বা তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার চেষ্ঠা করত এবং একথা যদি ভুট্টোর দল প্রমাণ করতে পারত, তাহলে জনমত তার দলের পক্ষে যেত।

তিনি ইন্দোনিশিয়ার মার্কিন ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করে বলেন, সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এই হত্যার প্রতিশোধ ইন্দোনেশিয়ার জনগণ নেবেই।

নিরস্ত্র অসহায় মানুষকে গুলি করে হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের মা-বোনদের আজ গুলি করে মারা হচ্ছে। গত পরশু আমি চলে গিয়েছিলাম। এক মহিলা কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর ছেলে রাজশাহীতে পড়ত, তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সেই মহিলা চিৎকার করে কাঁদছে। বাংলা মা'র কোল এমনি করেই খালি করে বাংলাকে ক্রন্দসী বাংলা করছে।

তিনি বলেন, সন্তানের জন্য মায়ের যে বদনা তা ইয়াহিয়া বুঝবেন না। সন্তানহারা মায়ের অভিশাপ বিফলে যাবে না। বিভিন্ন দ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি গ্রামে গ্রামে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠনের আহবান জানান। তিনি বলেন, সিমেন্টের দাম ইতিমধ্যেই প্রতি বস্তা এগার টাকা হতে পনের টাকা ও ঢেউটিন প্রতি বান একাশি টাকা হতে দুশো ৪২ টাকা উঠেছে।

তিনি বলেন, পূর্ব বাংলা স্বাধীন হবেই। এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এখন হতে প্রস্ততি নিতে হবে। এ ব্যাপারে বাঙালীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। চরিত্র গঠন গরতে হবে। বাংলাদেশ হতে একটি কানাকড়িও যেন বাইরে পাচার না হয় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি আহবান জানান।

মওলানা ভাসানী বাঙালী, অবাঙালী, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইত্যাদি ভেদাভেদ ভুলে সকলকে মিলেমিশে থাকার আহবান জানান।

তিনি বলেন, বিহারীদের আমি বড় ভালবাসি। ওরা অত্যাচারিত হয়ে এদেশে এসেচে। ওরা পশ্চিম পাকিস্তানী নয়, হিন্দুস্তানের অধিবাসী ছিল। তাদের ওপর বহু নির্যাতন হয়েছে।

তিনি বলেন, এদের সকলের সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। কারণ এগুলো আমাদের দেশের সম্পদ।

সভার শুরুতেই গণআন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের জন্য মওলানা ভাসানীর ইমামতীতে গায়েবী জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

আতাউর রহমান

পল্টন ময়দানের জনসভায় বক্তৃতাকালে জাতীয় লীগ প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান বিলম্ব না করে বাংলায় জাতীয় সরকার ঘোষণা করার জন্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহবান জানান।

জনাব আতাউর রহমান খান বলেন, আজ আর আমাদের মধ্যে কোন কোন্দল নেই। বাংলার কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বাঙালী জজ, সিএসপি ও সরকারী কর্মচারীরাও আজ জনগণের সার্থে ঐক্যবদ্ধ। তাঁরা রক্ত দিচ্ছেন এবং প্রয়োজন হলে আরো রক্ত দেবেন। 'তাই এই মুহুর্তে শেখ মুজিব জাতীয় সরকার গঠন করলে সবাই তাঁর হুকুম মেনে নেবে। আজকের এই মুহূর্ত আর বারবার ফিরে আসবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জাতীয় লীগ নেতা বলেন, বাংলার আজ মহা দুর্দিন। বাঙালী জাতির সামনে আজ চরম পরীক্ষা। বাঙালী এখন জীবনমৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীনতার যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা পূরণ করা হয়নি।

বাঙালীদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা শোসকদের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে জনাব আতাউর রহমান খান বলেন, তাঁরা বাঙালীদের শাসন ক্ষমতায় অংশিদারিত্ব করতে চায় না। শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীকেও তারা বিশ্বাস করেনি। আজও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁরা ক্ষমতা দিতে চাচ্ছে না। তাই একবার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকে আবার তা বন্ধ করে দেয় এবং পরে আবার তারিখ ঘোষণা করে। শেখ মুজিবের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, ভানুমতির খেলা শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল ফেলা হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের জাল ভেদ করতে হবে। কাজেই আপনি পরিষদের কথা ভুলে যান এবং জাতীয় সরকার ঘোষণা করুন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, বাঙালী জাতি আজ মৃত্যুকে উপেক্ষা করছে। বাংলাদেশের ৭ কোটি মুক্তিপাগল মানুষকে দাবিয়ে রাখা যাবে না।

ইতিপূর্বে জনসভার প্রস্তাব পাঠকালে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ন্যাপ সম্পাদক জনাব মশিহুর রহমান বলেন, আজ রাজনৈতিক কোন্দলের দিন নয়। ন্যাপ কোন্দলে বিশ্বাস করে না। তাই আজ আমরা ঐকবদ্ধ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মওলানা ভাসানীর ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা	দৈনিক পাকিস্তান	১০ মার্চ, ১৯৭১

মওলানা ভাসানীর ১৪ দফা কর্মসূচী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল মঙ্গলবার পল্টন ময়দানের অনুষ্ঠিত ন্যাপের জনসভায় সংগ্রামের বর্তমান পর্যায় ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। প্রয়োজন মত এই কর্মসূচীর সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হবে বলেও ঘোষণা করা হয়।

বিগত ৯ই জানুয়ারী সন্তোষ সম্মেলনে এবং ১০ই জানুয়ারী পল্টন ময়দানের জনসভায় ঘোষিত মুক্ত পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবীর প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন;

উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ ও সুষম বন্টন এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম এবং ধর্ম বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা;

পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত পণ্যের বিকল্প সকল বিদেশী পণ্য বর্জন;

পূর্ব বাংলার সর্বস্তরে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন;

শেখ মুজিবুর হরমান খাজনা, ট্যাক্স বন্ধের যে আহবান জানিয়েছেন তা যাতে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয় তজ্জন্য সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে লবণ শুল্ক, নগর শুল্ক, হাট-বাজারের তোলা, খাজনা, ইনকাম ট্যাক্স, কৃষি ট্যাক্সসহ সমুদয় ট্যাক্স প্রদান সুসংগঠিতভাবে বন্ধ রাখা;

নিরস্ত্র নিরপরাধ জনগণকে গুলি করে হত্যা করার অপরাধের সাথে সংশিলষ্ট সকল সামরিক সৈন্য, কর্মচারী ও সরকারী কর্মচারীদের নিকট নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি বন্ধ রাখা;

পূর্ব বাংলার বর্তমান খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে যাতে কোন দ্রব্যসামগ্রী সীমান্তের অপর পারে চোরাচালান না হতে পারে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা;

ত্রিশ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পতিত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা;

পূর্ব বাংলায় অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাংকসমূহ কোন টাকা জমা না রাখা;

দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখার জন্য কালোবাজারী ও আড়তদাররা যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মওজুত করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেয়া; বাঙালী-অবাঙালী, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধিয়ে গণসংযোগকে বিপথে পরিচালিত করার সড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করা;

বাঙালী জাতীর মুক্তির আন্দোলনের নামে টাউট ও প্রবঞ্চকরা যাতে চাঁদা তুলতে না পারে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা;

বিদেশী সৈন্য যাতে পূর্ব বাংলার মাটিতে অবতরণ করতে না পারে তজ্জন্য চট্টগ্রাম ও খুলনার সামুদ্রিক বন্দরগুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা;

গণবিরোধী শাসকচক্রের তমঘা, খেতাবসহ বিভিন্ন উপঢৌকন বর্জন করা।

এ ছাড়া সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে নিরীহ নিরস্ত্র স্বাধীনতাকামী বাঙালীর উপর গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং নিহত ও আহত স্বাধীনতার সৈনিকদের প্রতি গভীর সংগ্রামী সমবেদনা জানানো হয়। প্রস্তাবে দেশের সর্বত্র গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠানের জন্যে জনসাধারণের প্রতি আহবান জানানো হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সরকারী ও আধা-সরাকরী সংস্থাসমূহের প্রতি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাজউদ্দিনের নির্দেশাবলী	দ্য ডন	১০ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB'S DIRECTIVE - EXEMPTIONS AND CLARIFICATIONS
Announcement by Mr. Tajuddin Ahmad.
General Secretary of the East Pakistan Awami League on March 9,1971.

The following exemptions and clarifications were issued pursuant of Sheikh Mujibur Rahman's directive according to Mr. Tajuddin Ahmad. General Secretary of the East Pakistan Awami League :

(1)Banks : shall remain open for banking operations from 9 a. m. to 12-30 p.m. and for administrative purposes up to 3 p. m. Banks shall only open for deposits, inter-bank clearance within Bangladesh and cash transaction for the following purposes :

(a) Payment of wages and salaries as in previous week.

(b) Bonafide personal drawings of up to Rs. 1,000.

(c) For purchase of industrial raw materials necessary for running mills and factories, including sugarcane for sugar mills. Jute for jute mills, etc.

(2) No remittances shall be effected outside Bangladesh either through State Bank or otherwise.

(3) State Bank : Shall only remain open for the purpose of enabling above banking operations to be carried out and not for any other purpose.

(4) EPWAPDA : only such section shall remain open as are necessary for supply of electricity.

(5) EPADC : remain open only for the purpose of ensuring supply of fertilizer and diesel to power pumps.

(6) Coal supplies should be affected for brickfields, and jute seeds and rice seeds distribution should be effected.

(7) Movement of food supplies should be maintained.

(8) Treasury and A.G. office shall remain open to pass challans only for any of the purposes mentioned above.

(9) Relief and rehabilitation work in the cyclone-affected areas should continue.

(10)Post and Telegraph offices : only for the purpose of letters, telegrams and money orders within Bangladesh, but Press telegrams may be sent outside Bangladesh. Post Office Saving Bank shall remain open.

(11)HPRTO : shall function throughout Bangladesh.

(12)Supply of water and gas shall be maintained.

(13)Health and sanitation services shall be maintained.

(14) Police shall carry out the duty of maintenance of law and order assisted, if necessary, by Awami League volunteers.

(15)Semi-Government bodies other than those exempted shall continue to observe *hartal.*

(16)All exemptions granted in the previous week shall remain in force.

--------------------শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানিয়ে একটি সম্পাদকীয়	দৈনিক পাকিস্তান	১০ মার্চ, ১৯৭১

সম্পাদকীয়ঃ আর দেরী নয়

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছে, জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে বহুগুণে, স্বচ্ছতা আসিয়াছে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। গত ১লা মার্চ হইতে ৭ই মার্চের মধ্যে আন্দোলনের মধ্য দিয়া পূর্ব বাংলার জনগণ যে চেতনার অধিকারী হইয়াছে সে চেতনাকে মুছিয়া ফেলা সম্ভব নয়। জনসাধারণের দাবী-দাওয়া পূরণের মাধ্যমেই কেবল বর্তমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করা সম্ভব।

গত এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব বাংলার বুকে প্রচন্ড গণআন্দোলনের মধ্যে দিয়া যেসব শিক্ষা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে সেগুলি হইলঃ (এক) বল প্রয়োগ করিয়া জনগণকে দমান যাইবে না, (দুই) জনপ্রতিনিধিদের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে, (তিন) ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সরকারকে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে, এবং (চার) জনসমর্থিত ছয় ও এগার দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পথ বাধামুক্ত করিতে হইবে।

গত ৭ই মার্চ তারিখে রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদে যোগদানের প্রশ্ন বিবেচনার জন্য যে চারটি শর্ত উল্লেখ করিয়াছেন, আইনগত দিক হইতেও সেগুলি পুরণ করা সম্ভব বলিয়া বিশেষজ্ঞ মহল অভিমত দিয়াছেন। কাজেই আমরা আশা করি যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং তাহার সরকার কালবিলম্ব না করিয়া বর্তমান সংকট দূর করার জন্য কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন করিবেন এবং পূর্ব বাংলার জনগণের দাবী পুরণের ব্যবস্থা করিবেন।

লঘিষ্ঠ দলের নেতা ভুট্টো সাহেবের জেদাজেদিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার ফলে পরিস্থিতি কতদূর গড়াইয়াছে সে সম্পর্কে সরকার নিশ্চয়ই অবহিত। সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতেই প্রকাশ, সারা পূর্ব বাংলায় সপ্তাহব্যাবী গোলযোগ ১৭২ ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছেন, আহত হইয়াছেন ৩৫৮ জন। যথাসময়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইলে এতগুলি অমূল্য প্রাণ অকালে বিনষ্ট হইত না।

কাজেই আমরা আশা করিব, সরকার স্পষ্ট এবং পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নিয়া জনপ্রতিনিধিদের নিকট অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করিবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভুট্টোর ভূমিকার সমালোচনায় ঢাকার সংবাদপত্র	দি পিপল	১০ মার্চ, ১৯৭১

Bhutto Responsible for Spilling Bengalese' s Blood

Events following the unanimous verdict of 75 million people of Bangladesh to mould their life on the basis of the Six-Point Programme of the Awami League, given at the general election in December, 1970, have clearly shown 'which way the wind is blowing in Larkana and Islamabad. That the same old conspiracy for sucking the blood of Bengalees and Bengal's resources, if necessary, at gun-point, has been active with pro- Ayub bureaucrats hovering round Bhutto, is as clear as day-light. Indeed, President's pilgrimage to Larkana shortly after the elections, and the feudal lord of Larkana hosting him, did create distinct hopes in many and genuine suspicion in others regarding his mission. The hope was that President Yahya would be able to soften the " Spoilt child" of dictator Ayub and make him accept the situation as it obtained in the country after the election which apparently, upset west Pakistan's strategy, in the matter of the Six-Point formula. It will be honest to admit that the elections was fought by the Pakistan People's Party, led by Bhutto and other Political Parties, both in East and West Pakistan, with full knowledge that Shiekh had declared it a referendum on Six-Points. There was no protest from any quarters at the time, and elections were held smoothly all over the country, which was a rare example in Indo-Pak Sub-Continent. But, we find that after the elections not only a hue and cry has been raised against the Six Points in West Pakistan by PPP only, but the People in Bangladesh were put to severest test also, and the province was bleed. What a shame! What a betrayal!

All this happened because the President had suddenly decided to cancel the announced date for the National Assembly Session of March 3, obviously, on the advice of blood-sucker vested interests. Thus the solemn promises, the reassuring pledges given to the people by the head of State since 1969 were found to be lacking in sanctity. This was, evidently, due to President's anxiety to satisfy the minority groups CLIQUE spear- headed by the opportunist of Larkana. Indeed, according to Bhutto's own admission, he can be Anglo-Saxon when he wants to a revolutionist, when he finds a good opportunity for it, and certainly the history of Ayub's rule has proved that he can play the stooge of the dictator when it suits him. That a person with such a background can change color the way a Chameleon does, is nothing surprising. He is essentially a feudal lord but going about in Socialists' grab.

The cancellation of the earlier announced date of the National Assembly Session without taking into confidence the majority Party leader, is the worst type of .dictatorship, enforced from a distance of 1200 miles sitting safely behind the barracks. A soldier, if he is brave and true to his salt, does not sit in the fence. He faces the reality with honesty of purpose. Bangladesh,, if must be admitted, has been set on fire by what appeared to be master stroke of canceling the National Assembly Session on March 3, and the

President should have come to Bangladesh and had seen what killing the innocent, freedom-loving, unarmed but resolute people suffered. Now that blood has been spilled, and future appears to be darken still, there is no turning back for the people; there can be no compromise on the verdict of the people, Bhutto or no Bhutto !

In view of the latest offer of Sheikh Mujib, however, a solution of the unfortunate crisis may be possible, if this is considered with an unbiased mind.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে সচল রাখার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী	দ্য ডন	১১ মার্চ, ১৯৭১

KEEP ECONOMY IN FULL GEAR IN THE NAME OF BANGLADESH: TAJUDDIN

Statement issued on March 11, 1971

Mr. Tajuddin Ahmed, General-Secretary of the East Pakistan Awami League, in a statement last night said the "people's movement has attained unprecedented heights."

This, he said, had been possible "because every person in his own sphere has taken it as his sacred duty to implement, in spirit and in substance all the directives of Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman issued in the name of the people of Bangladesh. "

Mr. Tajuddin added: "The high sense of responsibility displayed by people in all walks of life is a source of inspiration to all. While the struggle must continue, we have to exert all our energies to maximize production and to keep our economy in full gear."

"We are determined to foil the conspiracy of the vested interests and the anti-people forces to destroy our economy and to inflict suffering on our hungry masses. In order to do so, our people must be prepared to give of their best in all spheres of production."

"They must at the same time be prepared to practice a high degree of austerity. All these engaged in economic activities must subject themselves to rigorous discipline in every respect for the victory of the people's cause".

More Exemptions

He said keeping the above objectives in view of the following further exemptions and clarifications are being issued:

Banks: In suppression of all previous exemptions and clarifications relating to banks it is provided as follows:

(1) Banks shall remain open for banking operations from 9 a.m. to 12 noon and for administrative purposes till 4 p.m. (with the usual recess period). But on Fridays and Saturdays banks shall remain open for banking operations from 9 a.m. to 11 a.m. and for administrative purposes till 12-30 p.m. Balancing of books and all usual working practices shall be observed in respect of permitted transactions.

(2) Banks shall carry on their operations including receiving deposits of any amount, inter-bank clearances without any limit within Bangladesh and inter-bank transfers within Bangladesh and drawings by T. T. or mail transfers within East Pakistan subject to the following restrictions:

(i) Payments of wages and salaries provided all pay bills duly certified by a representative of the workers organisation concerned or the wage register is presented along with the cheque.

(ii) Bonafide personal drawings of put Rs. 1,000 in a week.

(iii) Payment for purchases of industrial raw materials including sugarcane for sugar mills, jute for jute mills, etc.

The statement said payment up to a limit of Rs. 10,000 in a week for a bona fide commercial purpose, including purchase of all commodities was required by consumers in Bangladesh. This amount may be drawn in cash or by cash draft. But before making payments the bank shall satisfy itself from past records that the drawer is a bona fide industrial or commercial organisation or trader and the amount being drawn is not in excess of his normal average drawings in a week during the past one year.

(3) The crossed cheques and crossed demand drafts may be issued and deposited in any account within Bangladesh.

(4) Teleprinter service operated by the banking system within Bangladesh shall resume operation.

(5) The National Bank of Pakistan shall continue its entire discounting function throughout Bangladesh in order to enable other banks to meet their demands.

(6) Foreign travelers cheques may be encashed by any authorized dealer.

(7) Diplomats may freely operate their accounts and foreign nationals may operate their foreign exchange accounts.

(8) There shall be no operation of lockers.

(9) No remittances shall be effected outside Bangladesh either through the State Bank or otherwise.

He said the State Bank shall observe the same banking and office hours as, other banks and shall remain open for the purpose of taking all necessary steps for the smooth functioning of the banking system in Bangladesh within the framework of the restrictions defined above.

Farm Activities

(1) "P" Forms may be sanctioned.

Agricultural activities : Procurement, movement and distribution of paddy and jute seeds, fertilizers and pesticide shall continue and agricultural farms and the rice research institute and all its projects shall function.

(2) Movement, distribution, fielding and operation of power pumps and other mechanized implements and equipments along with the necessary supply of oil, fuel, tools and plants shall continue.

(3) Sinking and operation of tube-well and their irrigation systems including canal operation shall continue.

(4) Operation of agricultural credit by the East Pakistan Co-operative Bank. Central Co-operative Banks and their affiliated agencies and the Thana Central Cooperative Association shall continue.

(5) Distribution of interest free loan in the cyclone-affected areas and other essential items to farmers by the Agricultural Development Bank of Pakistan and other banks shall be effected.

Food control and town protection: The execution of flood control, town protection and water development works of EPWAPDA and other agencies including operation and repair of dredgers and mechanical equipment and movement of materials and connected urgent works may be carried on.

Ports including inland ports, authorities in all respects including pilotage: Only such sections of office of the port authorities shall as are necessary for smooth handling of incoming and outgoing ships except that no co-operation shall be extended for mobilization of forces or for materials which may be utilized for repression against the people.

EPIDC *Functions:* All EPIDC factories shall function and shall endeavor to maximize production, sections of EPIDC required for financing and purchases necessary for running the factories shall function.

Relief and rehabilitation shall function, day laborers engaged in development works shall continue to receive payments due to them for work done.

Payment of wages: Employees and some of Government and semi-Government institutions who are paid on a daily, weekly or fortnightly basis shall be paid their wages and salaries as and when it becomes due. Flood relief advances already sanctioned and arrear of salaries shall be paid to all Government, semi-Government employees. Necessary sections in the Government or semi-Government offices concerned shall function for the purpose of disbursing salaries.

Primary school teachers shall be given timely payment of their salaries and necessary sections of offices shall have a skeleton staff for clearance of pay bills and for the purpose of the transactions authorized by the directives issued today and previously. Jailers, jail warders and jail office shall function. Ansars shall continue to discharge their duties. Electricity and water supply section necessary for repair and maintenance shall function. All insurance companies shall function.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের সংগ্রামের আহবান	ছাত্র ইউনিয়ন	১১ মার্চ, ১৯৭১

শোষণমুক্ত স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের সংগ্রাম আরও দুর্বার করিয়া তুলুন

প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও উহাদের ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর যে-কোন রূপ হামলা, আক্রমণ প্রতিরোধে আজ ছাত্র-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত জনতাকে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। চরম গণ-বিরোধী শাসকগোষ্ঠী উহাদের সেনাবাহিনীকে লেলাইয়া দিয়া পূর্ব বাংলার জনগণের মহান সংগ্রামকে রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া মারিবার যে ঘৃণ্য চক্রান্ত আঁটিয়াছে উহাকে উপযুক্তভাবে মোকাবেলা করিতেই হইবে। এইজন্য আমরা জনগণের প্রতি জানাইতেছি সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান।

পূর্ববাংলার জনগণ আশা করিয়াছিল যে নির্বাচনের পরে যথানিয়মে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিবে, শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু ইয়াহিয়া খানের মার্শাল ল' বার বার গণদুশমন দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে শেষ পর্যন্ত ভুট্টোর সহিত ষড়যন্ত্রের পথ গ্রহণ করিয়া পূর্ববাংলার জনগণের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে লেলাইয়া দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। শাসনতন্ত্র ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্ন দূরে চলিয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘকাল জাতিগত নিপীড়নে নির্যাতিত পূর্ব বাংলার জনগণ নিরঙ্কুশ ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠে আওয়াজ তুলিয়াছেন- ‘‘পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর। পৃথক রাষ্ট্র গঠন কর’’। শাসকগোষ্ঠী জনগণের এই দাবীকে অস্ত্রের দ্বারা মোকাবেলা করিতে চাহিতেছে। ইয়াহিয়া খান পূর্ববাংলার জনগণকে শাসাইতেছে।

অনেক ঘটনার ঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া বাংলাদেশের সাত কোটি জনতা আজ পূর্ববাংলায় তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার কায়েম করিতে চাহিতেছেন, চাহিতেছেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করিতে। এই জন্য জনগণ আজ অকুতোভয়ে জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন। শত শত শহীদের রক্তে পূর্ববাংলার শ্যামল মাটি রক্তলাল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা জনগণের এই মহান বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে সঠিক নীতিতে অগ্রসর করিয়া লইয়া এমন একটি ‘স্বাধীন পূর্ববাংলা’ রাষ্ট্র গঠনের আহবান জানাইতেছি যে রাষ্ট্রে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি জনগণের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ উন্মুক্ত হইবে। আমাদের দেশমাতৃকার উপর হইতে বৃটিশ, আমেরিকা প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের যে কোন শোষণ ও প্রভাব লুপ্ত হইবে, কৃষকদের উপর হইতে জোতদার মহাজনদের সামন্তবাদী শোষণ উচ্ছেদ হইবে, দেশের জনগণকে পুনরায় পুঁজিবাদী শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হইতে হইবে না। সকল প্রকার শোষনমুক্ত বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় গণতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলা কায়েমের লক্ষ্য সামনে রাখিয়া বর্তমান সংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া লইবার আহবান আমরা জানাইতেছি।

কিন্তু এই সংগ্রাম খুব সহজ সংগ্রাম নয়। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী এই সংগ্রাম দমনের জন্য নানা প্রচেষ্টা করিবে। অন্যদিকে, তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা এই সংগ্রামকে ভুলপথে ঠেলিয়া দেওয়ারও প্রচেষ্টা করিতেছে। ইহারা ‘‘স্বাধীন পূর্ব বাংলায়’’ তাহাদের শ্রেণীস্বার্থ হাসিলের লক্ষ্য হইতে বাঙ্গালী জনতাকে বুঝাইতে চায় যে এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে এবং এমনকি তাহারা আরও বুঝাইতে চায় যে এই সংগ্রামে পূর্ব

বাংলার অবাঙ্গালী মেহনতী জনগণও আমাদের জনতার দুশমন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে শাসকগোষ্ঠী আমাদের সংগ্রামকে দমন করিতে চাহিতেছে উহারাই পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকেও শোষণ করিতেছে। তাই এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নয়, পূর্ববাংলার অবাঙ্গালীদের বিরুদ্ধেও নয়। এই সংগ্রাম পরিচালিত করিতে হইবে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও উহাদের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে। মনে রাখিতে হইবে যে অন্যজাতির সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ববাংলার জনগণের স্বার্থে 'স্বাধীন পূর্ববাংলা' কায়েম করা যাইবে না। তাই আমরা ছাত্র-জনতার প্রতি আবেদন জানাইতেছি যে গণস্বার্থে সঠিক নীতিতে 'স্বাধীন পূর্ববাংলা' কায়েমের সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন।

বর্তমান গণসংগ্রামের পটভূমিতে ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক আহূত জাতীয় পরিষদে অংশগ্রহণের প্রশ্ন বিবেচনার পূর্বশর্ত হিসাবে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বর্তমানে ৪টি দাবী উত্থাপন করিতেছেন। এই দাবী হইল সামরিক শাসন প্রত্যাহার কর, শাসন ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে অর্পন কর, সেনাবাহিনী ব্যারাকে লও, গণহত্যার তদন্ত চাই। বর্তমান গণঅভ্যুত্থানকে অগ্রসর করিয়া লওয়ার স্বার্থে ২৫শে মার্চের মধ্যে এই সকল দাবী পুরণের জন্য গণসংগ্রাম অব্যাহত রাখুন, সরকারের প্রতি অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখুন, ইয়াহিয়া সরকারকে দাবী মানিতে বাধ্য করুন।

কিন্তু শাসকগোষ্ঠী যদি পুনরায় সেনাবাহিনী লেলাইয়া দিয়া জনগণের সংগ্রামকে দমন করিতে চায়, তবে 'যার যাহা আছে' উহা লইয়া সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করুন। পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে আজ দুর্গ গঠন করুন, আরও বৃহত্তর আত্মত্যাগী সংগ্রামের জন্য সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকুন। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।

বর্তমানে করণীয়সমূহঃ

- রাজনৈতিক প্রচার অব্যাহত রাখুন। গ্রাম অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে ইহা ছড়াইয়া দিন।
- সর্বত্র 'সংগ্রাম কমিটি' ও 'গণবাহিনী' গড়িয়া তুলুন।
- শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকুন।
- যে কোন রূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা-উস্কানি প্রতিরোধ করুন।
- শান্তি-শৃঙ্খলা নিজ উদ্যোগে বজায় রাখুন।
- এই সংগ্রামের সফলতার জন্য সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রাম শক্তির একতা গঠনের জোর আওয়াজ তুলুন।

১১-৩-৭১

ছাত্র ইউনিয়ন

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী লীগের প্রতি জাতীয় পরিষদের সংখ্যালঘিষ্ট দলগুলির সমর্থন	দ্য ডন	১৪ মার্চ, ১৯৭১

NATIONAL ASSEMBLY MINORITY GROUPS BACK AWAMI LEAGUE S FOUR-POINT DEMAND-PLEA FOR INTERIM GOVERNMENTS AT CENTRE AND PROVINCES

REPORT OF THE MEETING HELD ON MARCH 13, 1971 AT LAHORE BY MINORITY GROUPS IN THE NATIONAL ASSEMBLY

Delegation to see President Yahya and Sheikh Mujib

The minority groups in the National Assembly at a meeting held here today accepted in principle, the four-point demand of Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman, and demanded that interim governments should be set up at the Centre and in the Provinces before the commencement of the Assembly Session on March 25.

The meeting which was convened and presided over by Maulana Mufti Mahmud. leader of the Jamiatul Ulema-i-Islam Parliamentary Paity, was attended among others by Council League leaders, Mian Mumtaz Daultana and Sardar Shaukat Hayat Khan, Maulana Shah Ahmad Noorani of Jamiatul Ulema-i-Pakistan, Prof. Abdul Ghafoor of Jamaat-i-Islami, Mr. Jamal Mohammad Koreja of the Convention League and Independent MNAs, Maulana Zafar Ahmad Ansari and Sardar Maula Bux Soomro.

The Wali Khan NAP was not represented at the meeting but the Convener, Maulana Mufti Mahmud claimed that the decisions of the conference enjoyed their backing. Qayyum Muslim League was the only minority party, which was conspicuous by its absence.

Delegation to see Yahya

The meeting decided that a delegation, headed by Mufti Mahmud, should in the earliest possible time call on President Yahya to discuss the mechanics of transfer of power.

The delegation would also meet Sheikh Mujib in the same connection.

The meeting felt that the two demands of Sheikh Mujib, namely withdrawal of military to their barracks and judicial enquiry into the firings in East Pakistan should be accepted without any delay. As regards the demands for the immediate lifting of Martial Law and transfer of power to the elected representatives, "it is a unanimous demand of the entire nation and has been the consistent effort, as it should be crowning achievement of the President of Pakistan".

But in the altered circumstances and in view of the gravity of the developments, a speedier process of bringing this about, as suggested by Sheikh Mujibur Rahman, must be effectively considered, the meeting felt.

May see Bhutto also

Asked if the meeting itself discussed some mechanics for the withdrawal of Martial Law and transfer of power. Mufti Mahmud said a number of proposals were considered at the meeting but he would announce only that which would be agreed upon by the President and Sheikh Mujibur Rahman.

Replying to a question. Mufti Mahmud said the delegation would also meet the People's Party Chairman, Mr. Zulfiqar Ali Bhutto if needed. In fact, he added, the question of the withdrawal of Martial Law and transfer of power was to be decided by the Government and the majority party.

Written statement

Mufti Mahmud also gave a written statement to the Press which said: "In the present crisis which threatens the very being of Pakistan, the single and sole concern of every patriot must be to preserve and guarantee the existence and solidarity of Pakistan.

"There can be no Pakistan, nor can the concept of Pakistan have an ideological validity or practical credibility without the unity of the people of East and West Pakistan. The only basis, source and assurance of this unity is the free will to live together based on a sense of identity, comradeship, mutual justice and brotherhood. While the aspirations and interests of each pail, as in fact, of every section of the people of Pakistan, are to be preserved."

Request to President

"So that we can effectively convey the solidarity of the people of West Pakistan with their brothers and fellow-citizens in East Pakistan, as well as express our deepest concern about the urgency of immediately resolving the present crisis and discuss our views with respect to the ways and means of doing so, we request the President of Pakistan to grant an immediate interview to a delegation of the parties and MNAs represented in this meeting. For the same purpose we propose that a similar delegation should, proceed to Dacca and meet Sheikh Mujibur Rahman.

"We call upon the people of West Pakistan to express, by a democratic means, their commitment to the integral solidarity of Pakistan and their consecrated sense of comradeship and identity with their blood brothers in faith and destiny, namely the people of East Pakistan.

"At the same time, we know that the leaders of East Pakistan will continue to inculcate, as they have done already, a spirit of restraint and moderation and show as Sheikh Mujibur Rahman has done in his statements, their attachment to the indivisible unity and solidarity of Pakistan."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেবার আহবান জানিয়ে ভূট্টো	দৈনিক পাকিস্তান	১৫ মার্চ, ১৯৭১

করাচীর জনসভায় ভূট্টোঃ

দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেবার আহবান

করাচী, ১৪ই মার্চ (পিপিআই):- পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জেড, এ, ভূট্টো আজ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুই দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরমর্শ দিয়েছেন। তার দল সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ার এবং জনগণের কল্যাণের জন্যই জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর কামনা করে। তিনি বিকালে এখানে এক জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন।

ভূট্টো স্পষ্ট ভাষায় বলেন, তার দল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের এক পাকিস্তানে বিশ্বাসী। তিনি বলেন, এখনো আওয়ামী লীগের সাথে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে নিস্পত্তি হওয়া সম্ভব। তিনি বলেন আওয়ামী লীগ প্রধানের কাছে তার তারবার্তাটি পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের পক্ষ থেকে একটি আবেদন। দেশের দুইটি সংখ্যাগুরু দল জাতীয় স্বার্থে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ সেটাই কামনা করে। ভূট্টো বলেন, আওয়ামী লীগ প্রধানের সাথে আলোচনা করার জন্য তিনি এখনো পূর্ব পাকিস্তান যেতে রাজী আছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু দল বলেই তিনি তার দলের সাথে কথা বলার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। বর্তমান সংকট সমাধানের জন্য তাদের একসাথে চলার সময় এখনো রয়েছে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর তিনটি দফা গ্রহণ করেছেন। বাকী তিনটি দফার বেলাতেও আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় পৌছানো সম্ভব, একথা তিনি বহুবার বলেছেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টির জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। বর্তমান সংকট সমাধানের জন্য তাদের একসাথে চলার সময় এখনো রয়েছে।

তিনি বলেন, কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নির্বাচনে জনগণের বিজয়কে নস্যাৎ করার জন্যে পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক আন্দোলনের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা	দৈনিক পূর্বদেশ	১৫ মার্চ, ১৯৭১

আন্দোলন চলবেঃ হরতাল অব্যহত থাকবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

"জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। মুক্তিকামী মানুষ বিশ্বের সবখানে যারা প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছেন মুক্তির জন্য, আমাদের সংগ্রামকে তাঁদের নিজেদের বলে গণ্য করা উচিত। শক্তির সাহয্যে যারা শাসনের চক্রান্ত কর তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প ও সংঘবদ্ধ জনশক্তি কেমন করে মুক্তির দুর্জয় দুর্গ গড়ে তোলে, আমাদের জনগণ তা প্রমাণ করেছে।।"

আজ বাংলাদেশের প্রতিটি নারী-পুরুষ এমনকি শিশু পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহসে বলীয়ান। নগ্নভাবে শক্তিপ্রয়োগ করে মানুষকে দলিত করার চিন্তা করেছিলেন যারা, তারা নিশ্চিতই পরাভূত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের মানুষ-সরকারী কর্মচারী, অফিস আর কলকারখানার শ্রমিক, কৃষক আর ছাত্র সবাই দৃপ্তদম্ভে ঘোষণা করেছে- তারা আত্মসমর্পণের চেয়ে মরণ বরণ করতেই বদ্ধপরিকর।

গতকাল (রবিবার) শেখ মুজিবুর রহমান সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেছেন, এ বড় দুঃখজনক যে, এমন পর্যায়েও কিছু অবিবেচক মানুষ সামরিক আইন বলে নির্দেশ জারি করে বেসামরিক কর্মচারীদের একাংশকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। কিন্তু আজ এদেশের মানুষ সামরিক আইনের কাছে মাতা নত না করার দৃঢ়তায় একাট্টা। আমি তাই, সর্বশেষ নির্দেশ যাদের প্রতি জারি করা হয়েছে, তাঁদেরকে হুমকির কাছে মাথা নত না করার আবেদন জানাই। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের পেছনে রয়েছে। তাঁদের ত্রাসিত করার উদ্দেশ্যে এই যে চেষ্টা তা বাংলাদেশের মানুষকে রক্তচক্ষু দেখাবার অন্যান্য সাম্প্রতিক চেষ্টার মত নস্যাৎ হতে বাধ্য।

"বাংলাদেশের মুক্তির স্পৃহাকে স্তব্ধ করা যাবে না। আমাদের কেউ পরাভূত করতে পারবে না, কারণ প্রয়োজনে আমাদের প্রত্যেকে মরণ বরণ করতে প্রস্ত্তত। জীবনের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীন দেশের মুক্ত মানুষ হিসেবে স্বাধীনভাবে আর আত্মমর্যাদার সাথে বাস করার নিশ্চয়তা দিয়ে যেতে চাই। মুক্তির লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রামে নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে। আমি জনগণকে যে কোন ত্যাগের জন্য এবং সম্ভাব্য সবকিছু নিয়ে যে কোন শক্তির মোকাবেলায় প্রস্ত্তত থাকতে আবেদন জানাই।"

অপর এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বলেছেন, জনগণের যে আন্দোলন গৌরবোজ্জ্বল দ্বিতীয় সপ্তাহ সমাপ্ত করেছে তা অব্যাহত থাকবে। গত দু'সপ্তাহের মত হরতাল অব্যাহত থাকবে। সেক্রেটারিয়েট, সমস্ত সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান এবং সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ থেকে যে নয়া কর্মসূচী শুরু হবে নির্দেশাবলীর আকারে তা বিশদভাবে নীচে উল্লেখ করা হলো। নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী কার্যকরী হওয়ার সংগে সংগে পূর্ব ঘোষিত সকল নির্দেশ, অব্যাহতি ও ব্যাখ্যাসমূহ বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

আগামী কর্মসূচী ঘোষণা

১নং নির্দেশ

সরকরী সংস্থাসমূহ

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটরসমূহ, সরকারী ও বেসরকারী অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশস্থ সকল কোর্টে হরতাল পালন করবেন এবং নিম্নে বর্ণিত বিশেষ নির্দেশাবলী এবং বিভিন্ন সময়ে যেসব ছাড় ব্যাখ্যা দেয়া হবে তা মেনে চলবেন।

২নং নির্দেশ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

সমগ্র বাংলদেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

৩নং নির্দেশ

আইন ও শৃংখলা রক্ষা

(ক) ডেপুটি কমিশনার ও মহকুমা অফিসারগণ তাঁদের কোন দফতর না খুলে সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং উন্নয়ন কাজ ও প্রয়োজন হলে এই সকল নির্দেশ কার্যকরী বা প্রয়োগ করার দায়িত্ব পালন করবেন। ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাঁদের এই সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সংগে ঘণিষ্ঠ যোগাযোগ ও নিবিড় সহযোগিতা বজায় রাখবেন।

(খ) পুলিশ আইন ও শৃংখলার রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজন বোধে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাথে যোগ দেবেন।

(গ) জেলের দফতরে কাজ চলবে এবং ওয়ার্ডারগণ তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে যাবেন।

(ঘ) আনসার বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

৪নং নির্দেশ

বন্দর (আভ্যন্তরীণ বন্দরসহ)

বন্দর কর্তৃপক্ষ পাইলটেজসহ সকল কাজ করে যাবেন। বন্দর কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র সেই সব অফিস খোলা থাকবে যেগুলি বন্দরে জাহাজসমূহের সহজ ও সুষ্ঠ আসা-যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু সৈন্য চলাচলে কিংবা সমরাস্ত্র আনানোর ও বাংলাদেশের মানুষকে নির্যাতনের জন্যে সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনা-নেয়ার কাজে কোনভাবেই সহযোগিতা বা সাহায্য করা যাবে না। জাহাজসমূহের বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জন্যে খাদ্যবাহী জাহাজসমূহের মাল ত্বরান্বিত করার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক (পোর্ট ডিউজ) ও মাল খালাসের কর বা শুল্ক আদায় করবেন। আভ্যান্তরীণ বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক ও অন্যান্য শুল্ক আদায় করবেন।

৫নং নির্দেশ

আমদানি

আমদানিকৃত মাল দ্রুত খালাস করতে হবে। শুল্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ কাজ করে যাবেন এবং ধার্যকৃত শুল্ক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের পর মাল খালাসের অনুমতি দেবেন। এই কাজ সমাধানের জন্যে ইষ্টার্ণ

ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেডে ও ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডে বিশেষ একাউন্ট খোলা হবে। কাস্টমস কালেক্টরগণ এই বিশেষ একাউন্ট পরিচালনা করবেন। আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে যেসব নির্দেশ ইস্যু করবেন কাস্টমস কালেক্টরগণ তদানুযায়ী একাউন্ট পরিচালনা করবেন। যে শুল্ক আদায় করা হবে তা কোন মতেই কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা হবে না।

৬নং নির্দেশ

রেলওয়ে

রেলওয়ে চালু থাকবে। তবে রেল কর্তৃপক্ষের কেবলমাত্র সেই সব অফিসই খোলা থাকবে যে গুলি রেল চলাচলের জন্যে প্রয়োজনীয়। কিন্তু বংলাদেশের মানুষের উপর নির্যাতন চালানোর জন্যে সৈন্যদের আনা-নেয়া বা সমরাস্ত্র পরিবহনের কোন কাজে কোনভাবেই সাহায্য বা সহযোগিতা করা যাবে না। বন্দর থেকে দেশের আভ্যান্তরীণ খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্যে রেলওয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রেল ওয়াগনের ব্যবস্থা করবেন।

৭নং নির্দেশ

সড়ক পরিবহন

সারা বাংলাদেশে ইপিআরসিটি চালু থাকবে।

৮নং নির্দেশ

আভ্যন্তরীণ নদী বন্দরগুলো কাজ চালূ রাখার জন্য ই,পি,এস,সি, আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও আই, ডাব্লিউ,টি,এ-র প্রয়োজনীয় কিছুসংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবেন। গণ-নির্যাতনের জন্য সৈন্য বা রণসম্ভার আনা-নেওয়ার ব্যাপারে এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা কোন সহযোগিতা করতে পারবেন না।

৯নং নির্দেশ

বাংলাদেশের মধ্যে শুধু চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মনি অর্ডার পৌঁছানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগ কাজ করে যাবে। সরাসরি বিদেশে চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরণ করা যাবে । ব্যাংকের বিভিন্ন নির্দেশ নেয়ার ও দেয়ার জন্য সোম, মংগল, বুধ ও বৃহস্পতিবার শুধু অপরাহ্ন তিনটা থেকে ৪টা পর্যন্ত এই এক ঘন্টা আন্তঃঅঞ্চল টেলিপ্রিন্টের যোগাযোগ চালু থাকবে। ২৫নং নির্দেশে এই অনুমতি দেয়া হয়েছে। আন্তঃঅঞ্চল প্রেস টেলিগ্রাম চালু থাকবে। পোষ্টাল সেভিংস ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী কার্যরত থাকবে।

১০নং নির্দেশ

বাংলাদেশের মধ্যে কেবলমাত্র স্থানীয় ও আন্তঃজেলা ট্রাংক টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। টেলিফোন মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োনীয় বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

১১নং নির্দেশ

বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলি কাজ চালিয়ে যাবেন। তারা গণ-আন্দোলন সম্পর্কিত সকল বক্তব্য, বিবৃতি, সংবাদ ইত্যাদি প্রচার করবেন। যদি না করেন তবে এই সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করবেন না।

১২নং নির্দেশ

জেলা হাসপাতাল, টিবি ক্লিনিক, কলেরা রিচার্স ইনষ্টিউটসহ সকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য সেনিটেশন সার্ভিসগুলো যথরীতি কাজ করে যাবে। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল ষ্টোর্স কাজ করে যাবে এবং সকল হাসপাতাল ও হেলথ সেন্টারে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করবে।

<u>১৩নং নির্দেশ</u>

বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজের সাথে ও এই কাজের সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের সাথে জড়িত ইপিওয়াপদার বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

<u>১৪নং নির্দেশ</u>

গ্যাস ও পানি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। এইসবের সংরক্ষণ ও মেরামতের কাজও চালু থাকবে।

<u>১৫নং নির্দেশ</u>

ব্রিকফিল্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

<u>১৬নং নির্দেশ</u>

আমদানী, বন্টন, গুদামজাতকরণ ও খাদ্যশস্যের চলাচল জরুরী ভিত্তিতে কার্যকরী থাকবে। এই সবের প্রয়োজনে ওয়াগন, বার্জ ও ট্রাক ও অন্যান্য সকল প্রকার পরিবহন ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিতে চালু থাকবে।

<u>১৭নং নির্দেশ</u>

(ক) ধান ও পাটবীজ, সার ও কীটপতঙ্গ নাশক ঔষধ ক্রয়, চলাচল ও বন্টন অব্যাহত থাকবে। কৃষি খামার ও চাল গবেষণা ইনিষ্টিটিউট ও এর প্রকল্পগুলি যথারীতি করবে।

(খ) পাওয়ার পাম্প ও অন্যান্য কারিগরি যন্ত্রপাতি চলাচল, বন্টন, মাঠে চালু রাখা ইত্যাদি অব্যাহত থাকবে। তা ছাড়া, তেল, জ্বালানী, যন্ত্রপাতি ও এই সবের সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগ খোলা থাকবে।

(গ) নলকূপ খনন, খাল খনন, ও এই জাতীয় পানি সেচ সম্পর্কিত সকল কাজ চালু থাকবে।

(ঘ) পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও তার অঙ্গ সংস্থাগুলো থানা সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সংস্থাগুলো থেকে কৃষি ঋণ দেয়া অব্যাহত থাকবে।

(ঙ) যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হল তা কার্য সুচারুপে পরিচালনার জন্য পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন সংস্থার প্রয়োজনীয় শাখাগুলো খোলা থাকবে।

(চ)কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলো থেকে ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্য সুদবিহীন ঋণ ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় শাখাগুলো খোলা থাকবে।

(ছ) আলু কিনে গুদামজাত করার জন্য কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের তহবিল মওজুদ রাখতে হবে।

<u>১৮নং নির্দেশ</u>

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণ

বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ, শহর সংরক্ষণ এবং নদী খনন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ ওয়াপদার পানি উন্নয়ন কাজ, মালপত্র খালাস ও আনা-নেয়া এবং এই ধরনের অন্যান্য জরুরী কাজ সুচারুপে চালিয়ে যাওয়া হবে। সরকারী এজেন্সী কিংবা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কন্ট্রাক্টরদের পাওনা মিটিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

১৯নং নির্দেশ

উন্নয়ন ও নির্মান কার্য

বৈদেশিক সাহয্যে তৈরী রাস্তা ও পুল প্রকল্পগুলোসহ সকল প্রকার সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারী এজেন্সী ও সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা থেকে ঠিকাদারদের পাওনা যথারীতি মিটিয়ে দেয়া হবে। উক্ত সংস্থাগুলো থেকে যদি মালমসলা সরবরাহের চুক্তি থাকে তাহলে সেই চুক্তি মোতাবেক যথারীতি সরবরাহ করা হবে।

২০নং নির্দেশ

সাহায্য ও পুনর্বাসন

ঘূর্ণিদুর্গত এলাকার বাঁধ তৈরী ও উন্নয়নমূলক কাজসহ সকল প্রকার সাহায্য, পুনর্বাসন ও পূনঃনির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারী এজেন্সী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো ঠিকাদারদের পাওনা মিটিয়ে দিবে।

২১নং নির্দেশ

ইপিআইডিসি ও ইপসিকের সকল কারখানায় কাজ চলবে এবং যতদূর সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এই সকল কারখানা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের ব্যাপারে ইপিআইডিসি ও চালিয়ে যেতে হবে।

২২নং নির্দেশ

বেতন দান

সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থার কর্মচারী ও প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতন- যাদের রোজ, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কিংবা মাসিক হিসাবে দেয়া হয়ে থাকবে, তাদের সেইভাবে দিতে হবে। যাদের বন্যা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বাকী বেতন দেয়ার কথা তা দিয়ে দিতে হবে। বেতন বিল তৈরীর জন্য সরকারী, আধা-সরকারী বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো খোলা রাখতে হবে।

২৩নং নির্দেশ

পেনশন

সামরিক বিভাগের অবসারপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনসন নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করতে হবে।

২৪নং নির্দেশ

এ, জি (ইপি) ও ট্রেজারী

এই নির্দেশে যে সকল সংস্থাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে তাদের টাকা-পয়সা দেয়া- নেয়া ও সরকারী কর্মচারীদের বিল তৈরীর জন্য সামান্য সংখ্যক কর্মচারী দ্বারা এজি (ইপি) অফিসের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

২৫নং নির্দেশ

ব্যাংক

(ক) ব্যাঙ্কিং কার্য পরিচালনার জন্য সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে ৪টা পর্যন্ত সকল ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে (অবশ্য মাঝে টিফিনের ছুটি থাকবে)। কিন্তু শুক্রবারে ও শনিবারে ব্যাঙ্কিং কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে ১১-৩০ মিঃ পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য ১২-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকবে। অনুমোদিত লেনদেনের ক্ষেত্রে বুক ব্যালান্স অন্যান্য কার্যাবলী নিয়মিতভাবে চলবে।

(খ) কয়েকটি বিধি-নিষেধ ছাড়া ব্যাঙ্কগুলো যে কোন পরিমান জমা গ্রহণ, বাংলাদেশের ভিতর যে কোন পরিমান আন্তঃব্যাঙ্ক ক্লিয়ারেন্স, বাংলাদেশের ভিতর আন্তঃব্যাঙ্ক ট্রান্সফার এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে টিটি বা মেইল ট্রান্সফার ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ ড্র করাসহ তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাবে। যেসব বিধিনিষেধ মানতে হবে সেগুলো হচ্ছেঃ

(১) যদি চেকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধির বা বেতন রেজিষ্টারের সার্টিফিকেট থাকে তাহলে বেতন ও মঞ্জুরী পরিশোধ করা।

(২) সপ্তাহে এক হাজার টাকা পর্যন্ত বোনাফাইড ব্যক্তিগত ড্রইংস।

(৩) চিনিকলের জন্যে আখ এবং পাটকলের জন্যে পাটসহ শিল্পের জন্যে কাঁচামাল কেনার জন্যে অর্থ দান।

(৪) বাংলাদেশের ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়সহ যে কোন বাণিজ্যিক খাতে সপ্তাহে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট। ঐ অঙ্ক ক্যাশ অথবা ক্যাশড্রাফট মারফত উঠানো যাবে। কিন্তু উপরে উল্লিখিত (৩) ও (৪) নম্বর শর্তে কোন অর্থ দেয়ার পূর্বে অতীত রেকর্ড দেখে ব্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, অর্থ গ্রহণকারী একজন বোনাফাইড শিল্প অথবা বাণিজ্যিক সংস্থা অথবা ব্যবসায়ী এবং সে যে অর্থ উঠাচ্ছে তা তার গত এক বছরে সাপ্তাহিক গড় অর্থ উঠানোর চাইতে বেশী না হয়।

(৫) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিযুক্ত তালিকাভুক্ত কন্ট্রাক্টরদের অর্থদান। তবে যে কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে তার কাছ থেকে চেকে একটি সার্টিফিকেট আনতে হবে যে, যে টাকাটা উঠাতে চাওয়া হচ্ছে তা উল্লিখিত কাজের জন্য প্রয়োজনীয়।

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরের যে কোন একাউন্টে ক্রস চেক ও ডিম্যাণ্ড ড্রাফট প্রদান করা ও জমা নেয়া যাবে।

(ঘ) স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ঢাকা থেকে অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে টি,টি, পাঠানো যাবে। যে সমস্ত ব্যাঙ্কগুলোর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত সেগুলো ঢাকাস্থ স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পাওনা করতে পারবে।

(ঙ) অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য সোমবার, মংগলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এক ঘন্টা আন্তঃশাখা টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস চালু থাকবে।

(১) প্রত্যেকটি বাণিজ্যিল ব্যাঙ্ককে সোমবার ও বুধবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি খবর পাঠাতে পারে।

(২) প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক অর্থ পাঠানোর ব্যাপারে মংগলবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে একটি খবর পেতে পারে।

(চ) বাংলাদেশের আভ্যান্তরীন ব্যাঙ্ক পদ্ধতির জন্য টেলিপ্রিন্টার সার্ভিসের কাজ অব্যাহত থাকবে।

(ছ) বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন বিল সংগ্রহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ক্রস চেক বা ক্রস গ্রান্টের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে হবে।

(জ) অনুমোদিত ডিলরের সাহায্যে ফরেন ট্র্যাভেলার্স চেক ভাংগানো যাবে।

(ঝ) কূটনীতিকগণ অবাধে তাদের এ্যাকাউন্টের কাজ পরিচালনা করতে পারবেন এবং বিদেশী নাগরিকগণ বৈদেশীক মুদ্রা এ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পারবেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করতে পারবেন।

(ঞ) লাকর্স পরিচালনার কাজ বন্ধ থাকবে।

(ট) স্টেট ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না।

(ঠ) বিদেশী রাষ্ট্র থেকে লাইসেন্সের মাধ্যমে দ্রব্যাদি আমদানীর জন্য লেটার অব ক্রেডিট খোলা যাবে।

(ড) পণ্য বিনিময়ের চুক্তি (যে সমস্ত দ্রব্যাদি ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে) মোতাবেক প্রেরিত দ্রব্যাদি ছাড় করতে হবে।

(ঢ) ইষ্টার্ন মারকেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড ও ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিমিটেড -এর মারফত বকেয়া রপ্তানী বিল সংগ্রহ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলোর প্রতি নির্দেশে মোতবেক কাজ পরিচালিত হবে।

২৬নং নির্দেশ

স্টেট ব্যাঙ্কও অন্যান্য ব্যাঙ্কের মত কাজ করবে এবং সে একই অফিস সময়ে চলবে এবং বাংলাদেশের ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি কাজ করার জন্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরূপভাবে খোলা থাকবে। উল্লিখিত কাঠমো ও বিধিনিষেধ এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। 'পি' ফর্ম বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং বিদেশে অবস্থানরত ছাত্র ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রাপকের জন্যে বিদেশে প্রেরণের টাকাও গৃহীত হতে পারবে।

২৭নং নির্দেশ

বাংলাদেশের জন্য আমদানী লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও আমদানিকৃত দ্রব্যাদি বিধি ব্যাবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমদানি-রপ্তানী কন্ট্রোলারের অফিস নিয়মিতভাবে চলবে।

২৮নং নির্দেশ

সকল ট্রাভেল এজেন্ট অফিস ও বিদেশী বিমান পরিবহন অফিস চালু হতে পারে। কিন্তু তাদের বিক্রয়লদ্ধ অর্থ বাংলাদেশের ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে।

২৯নং নির্দেশ

বাংলাদেশে সকল অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩০নং নির্দেশ

পৌরসভার ময়লাবাহী ট্রাক, রাস্তায় বাতি জ্বালানো, সুইপার সার্ভিস এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় অন্যান্য ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩১নং নির্দেশ

কোন খাজনা কর আদায় করা যাবে না। (ক) পুনঃনির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত, (১) সকল ভুমি-রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে, (২) বাংলাদেশের কোথাও কোন লবণ কর আদায় করা যাবে না, (৩) বাংলাদেশে কোথাও তামাক কর আদায় হবে না, (৪) তঁতীরা আবগারী শুল্ক দান ব্যতিরেকেই বাংলার সুতা কিনবেন। মিল মালিক ও ডিলারেরা তাদের কাছ থেকে কোন আবগারী শুল্ক আদায় করতে পারবেন না।

(খ) এ ছাড়া সকল প্রাদেশিক সরকারের কর-যেমন প্রমোদ কর, হাট, বাজার, পুল ও পুকুরের উপর ধার্যকৃত কর আদায় করা যাবে এবং বাংলাদেশের সরকারের একাউন্টে জমা দিতে হবে।

(গ) অবট্রয় সহ সকল স্থানীয় কর আদায় করা যাবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল পরোক্ষ কর-যেমন আবগারী শুল্ক কর, বিক্রয় কর এখন থেকে আদায়কারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা আদায় হবে, তবে তা কেন্দ্রীয় খাতে জমা করা যাবে না অথবা কেন্দ্রীয় সরকারে হাতে হস্তান্তর করা যাবে না। এসব আদায়কৃত কর ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক অথবা ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে 'বিশেষ একাউন্ট' খুলে জমা রাখতে হবে এবং ব্যাঙ্ক দুটিও তাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী এগুলো গ্রহণ করবে। সকল আদায়কারী প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশ ও বিভিন্ন সময়ে তাদের প্রতি যে নির্দেশ দেয়া হবে, তা মানতে হবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রত্যক্ষ কর যেমন- আয়কর আদায় ইত্যাদি পরবর্তী নির্দেশ জারি হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

৩২নং নির্দেশ

পাকিস্তান বীমা কর্পোরেশন চালূ থাকবে এবং পোষ্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স সকল বীমা কোম্পানী কাজ করবেন।

৩৩নং নির্দেশ

সকল ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট নিয়মিতভাবে চলবে।

৩৪নং নির্দেশ

সকল বাড়ীর শীর্ষে পতাকা উত্তোলিত হবে।

৩৫নং নির্দেশ

সংগ্রাম পরিষদগুলো সর্বস্তরে তাদের কাজ চালু রাখবে এবং সকল নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সংখ্যাগরিষ্ঠ ভিত্তিক সরকার, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভূট্টোর ঘোষণা	দ্য ডন	১৬ মার্চ, ১৯৭১

RULE OF MAJORITY DOES NOT APPLY TO PAKISTAN
PPP CANNOT BE IGNORED IN COUNTRY'S GOVERNANCE
Report of a Press Conference by Mr. Z. A. BHUTTO on March 15,1971

Mr. Zulfiqar Ali Bhutto, Chairman of the Pakistan People's Party, said here (Karachi) yesterday that the present deadlock on constitution making could not be resolved "by ignoring the wishes of the people of West Pakistan as represented by the majority party in West Wing".

He told a Press Conference here that he was not "unhopeful" of resolving the present "inherent crisis" which had now come to surface.

Mr. Bhutto said that he supported the demand for lifting of Martial Law and transfer of power to the People's elected representatives. "The sooner the Martial Law is withdrawn the better ", he said and added that the mechanism was yet to be worked out for this purpose. He said he did not think that there could be any difficulty resolving the present crisis.

He told a questioner that the present crisis was not new. It was there for all the times in the past but it emerged on the surface now. He said that the word "secession" was not being used after this crisis or that the new foreign policy outlooks were not coming to the light after this crisis. They all existed before the current crisis, he said and added that it was now for the "two majority parties" to face this crisis and frame a lasting constitution.

Mr. Bhutto said that his party wanted that while transferring power at the Central level it should be transferred to the "two majority parties" of East and West Pakistan. "Our position is that the majority party in East Pakistan together with the majority party in West Pakistan could democratically represent the country".

Mr. Bhutto said this proposition did not in any way imply "two Pakistans and two Prime Ministers", one for each Wing. He said that he wanted a united Pakistan. He said that the common man very well understood what he meant by this contention and regretted that a section of the Press was "mischievously" distorting his standpoint. It was misconstrued by vested interests whose ultimate aim is to disintegrate Pakistan. They now stand exposed in the eyes of the people."

Mr. Bhutto said that leaders of other political parties were giving a different meaning to his contention. The PPP enjoyed an "axiomatic position" in this behalf, he said.

Asked how he would react if the leader of the majority party in East Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman gave representation at the Central level to the leaders of minority

Parties in West Pakistan, Mr. Bhutto said that his party "represented the will of the majority of the people of West Pakistan. if this party is excluded it will imply the will of the majority of people of this Wing has been ignored."

Geographical Distance

Mr. Bhutto reiterated that in the situation faced by Pakistan, having a geographical distance between the two parts, "the rule of majority did not apply". The majority party "must take into account in the Governance of the country, the wishes of the majority Party of this Wing", he added.

Mr. Bhutto said that in the event of transfer of power to the majority party of this Wing, the PPP would "certainly give representation to the North West Frontier Province and Baluchistan".

The PPP leader denied accusation against him that in his talks with Sheikh Mujibur Rahman in Dacca in January last, he discussed with him the sharing of power. He said that it was a lie circulated by certain individuals who had been "most unkind" to him.

He said that if this was the position, he would have agreed to the six-point programme straight away and Sheikh Mujibur Rahman "would have been happy to accommodate him in the Government."

Mr. Bhutto said that there was no question of the PPP and its leader wanting power. "The people want us to come into power and fulfill our promises for bettering their lot".

Mr. Bhutto said that power in the Central should be transferred to the majority parties of both the Wings and in the provinces to the majority parties in the provinces.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সংখ্যালঘিষ্ঠ দলসমূহ কর্তৃক ভূট্টোর ভূমিকার সমালোচনা	পাকিস্তান টাইমস	১৬ মার্চ, ১৯৭১

MINORITY PARTIES LEADERS CRITICIZE BHUTTO S SPEECH

Press Report on March 16, 1971

Nawabzada Sher Ali Khan when contacted by PPI to comment on Chairman Bhutto's Karachi speech, said he had not read it in detail so he could not make a comprehensive comment.

Nevertheless, he said he was not ready to accept that any sensible and patriotic Muslim could present a proposal envisaging the break-up of Pakistan into two countries as was evidently implied by this move to transfer of power to the majority parties in the two Wings.

He said if the proposal had been correctly reported, he could say that its consequences would be far more catastrophic for the Muslims of the Sub-Continent than the tragedies that befell them at the battles of Plassey and Seringapatum. Such a proposal could only fulfill the hopes of those who were opposed to the establishment and continued existence of Pakistan. "It would please our enemies who forced a war on us in 1965", he said.

"I hope and pray he has been incorrectly reported", Nawabzada Sher Ali Khan said. He was confident that the Muslims of East as well as West Pakistan would never allow to succeed a conspiracy to tear the country to pieces.

Mian Tufail

Mian Tufail Mohammad, acting "Amir" of the 'Jama'at-i-Islami said in Lahore on Sunday that the setting up of two separate governments in the two wings of the country would be a negation of the Legal Framework Order.

Commenting on the proposal of Mr. Z.A. Bhutto, chairman of the Pakistan People's Party that power in West Pakistan must be transferred to the People's Party, if it was to be transferred to the Awami League in East Pakistan, Mian Tufail Mohammad said that a division of this sort contradicted the Legal Framework Order which was promulgated only to safeguard the integrity of the country.

He said Mr. Z.A. Bhutto, by making this suggestion had clearly stated his purpose of becoming the sole ruler in West Pakistan. He said it was strange that Mr. Bhutto had now started talking about West Pakistan as a single unit. He said that the conditions prevalent in East Pakistan today were a result of the attitude adopted by Mr. Bhutto.

Hainid Sarfraz

Malik Hamid Sarfraz, General Secretary, Punjab Awami League said in Lahore on Sunday that it was shocking to learn that Mr. Z.A. Bhutto, in the course of his speech at

the Karachi public meeting, has demanded that power in East and West Pakistan should be transferred to the respective majority parties- the Awami League and the People's Party.

He said: "I am dumfounded to hear that Mr. Bhutto, the erstwhile sole protagonist of the solidarity of Pakistan in his craze for power has thus virtually demanded secession of the two Wings of the country".

"I hope now the people of Pakistan shall be better equipped to comprehend the conspiracy of secession and its real author, Mr. Bhutto," he said. "I certainly believe that his move shall b e forthwith rejected by the patriotic people of Pakistan" he added.

Ali Asghar Shah

In Rawalpindi, Syed Ali Asghar Shah a former MNA, and President, Muslim League (Convention), Rawalpindi, said last night that the demand made by Mr. Z.A. Bhutto, that power should be transferred to his party in West Pakistan and to the_ Awami League in East Pakistan, clearly proved that the PPP Chairman was only interested in capturing power. He said today the basic issue was how to save Pakistan. All other matters were of secondary importance. But it seems, he added, that Mr. Bhutto, "could not live without being in power". He suggested that Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Bhutto, should settle their differences through negotiations.

Mian Nizamuddin Hyder

In Karachi Mian Nizamuddin Hyder MNA-elect and the leader of the Bahawalpur United Front has strongly condemned Sunday's statement by Mr. Z.A. Bhutto, and said the PPP Chief was now advocating "a two nation theory" for Pakistan.

Mian Hyder said the existing national crisis had taken a "serious" turn "because of the irresponsible statements of the PPP Chairman".

In a statement issued on Monday, the Bahawalpur leader pointed out that Mr. Bhutto had been endeavoring from the very beginning to share power. He observed that the latest demand of the PPP amounted to the division of the country and no Pakistan would tolerate such irresponsible statements from any quarter whatever.

In fact, he pointed out the demand of Mr. Bhutto for "division of power between the two wings amounts to the division of the country." The PPP Chief wanted "two constitutions, two governments and two countries", he remarked.

Mahmood Manto

Khawaja Mahmood Ahmad Manto, President, Council Muslim League, Rawalpindi, has bitterly criticized Mr. Bhutto's suggestion for the transfer of power chaos and confusion in the country.

In a press statement issued in Rawalpindi, yesterday, he said Mr. Bhutto wanted to grab the power even at the cost of national integrity.

Mr. Manto pointed out that the elections to the National Assembly were held for the whole country, and the Awami League had emerged as the single largest party in the whole country. Therefore, the Awami League majority could not he reduced only for East Pakistan, he added.

He said that with the suggestion made by Mr. Bhutto on Sunday in Karachi, the People's Party stood fully exposed. The people should now fully realize the dangerous designs of the P.P.P which was out to disintegrate the country, He said that the people had voted for the PPP not for the dismemberment of Pakistan. "The patriotic people will not allow the People's Party to endanger the solidarity of the country," he said.

Mohammad Mahmood

Mr. Mohammad Mahmood, former General Secretary of the All-Pakistan Awami League, commenting on the speech of Mr. Z.A. Bhutto, said that it was for the people of the Punjab to decide whether they want one Pakistan or two Pakistan as had been advocated by the Chairman of the People's Party. The people of the Punjab had given him support and it was for them to withdraw that support if they wanted one Pakistan.

In a statement, he said Mr. Bhutto stood fully exposed and so Mr. Abdul Qayyum Khan, both were a great obstacle in the way of transfer of power to the people both of them wanted commitments about their share in the Government before they lent support for the Constitution-making.

Mahmudul Haquc Usmani

Mr. Mahmudul Haque Usmani, Secretary-General, National Awami Party (Wali group on Monday evening said it was most 'imperative' that 'a caretaker' government should be formed at the centre.

Addressing the party workers, he said it should be the discretion of the majority party leader to select any member of the National Assembly for inclusion in the care-taker ministry for running the administration and immediate solution of various problems confronting the nation.

Kazi Faiz Mohammad

Kazi Faiz Mohammad, senior Vice-President of the Pakistan Awami League said in Karachi on Monday that the speech delivered by PPP Chief, Mr. Z. A Bhutto in Karachi yesterday was replete with contradictions based on a combination of'truths and untruths'.

Prof. Ghafoor Ahmed, MNA-elect and leader of the Jama'at-i-Islami Parliamentary Party on Monday evening said that Pakistan People's Party Chief Mr. Z. A. Bhutto wanted to divide the country into two pails to capture power in the Western Wing.

East Wing

Mr. Bhutto's suggestion of transferring power to both the majority parties simultaneously evoked a sharp reaction in East Pakistan and political circle in East Pakistan said such a suggestion proved that Mr. Bhutto believed in two Pakistans.

These circles maintained that in a democracy majority party alone, had the right to form the government.

There could not be two majority at a time in a house, they said and commented that the demand for lifting of the Martial Law and transfer of power to the majority party was perfectly democratic and also the best solution to the present crisis.

Khwaja ""Mohammad Safdar, General Secretary of the Punjab Zonal Council Muslim League, on Monday criticized the proposal made by Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of Pakistan People's Party that the power be transferred to the two major parties in two Wings of the country.

He charged Mr. Bhutto for creating the prevalent political crisis and bringing the country on the brink of disaster.

Political Parties Leaders

A joint meeting of Karachi leaders of various political parties and members-elect of the National and Provincial Assemblies on Monday asked President Yahya Khan to take immediate steps to transfer power to the elected representatives of the people.

A resolution passed at the meeting described as "mischievous" the proposal made by the Pakistan People's Party Chairman, Mr. Z. A. Bhutto at his public meeting in Karachi on Sunday.

Syed Khalil Ahmad Tirmizi, Organizing Secretary, Pakistan Awami League and Sheikh Manzurul Haq, President, City Awami league warned the nation in Karachi on Monday of the plans of Mr. Z. A. Bhutto which, they claimed, aimed at splitting the Country into two.

*   *   *   *   *   *

Nasrullah

Nawabzada Nasrullah, President of the Pakistan Democratic Party, West Wing said in Lahore on Monday, that Mr. Bhutto's proposal for the transfer of power to the respective majority parties of the East and West Wing was absolutely contrary to democratic norms.

In a Press statement he said it was quite natural for the patriotic circles to get disturbed at Mr. Bhutto's recent suggestion.

Shamsud Doha

Mr. R. Shamsud Doha, General Secretary, Rawalpindi Division Awami League has said Awami League will resist all attempts endangering the integrity of the country..

Commenting on the statement of Mr. Z. A. Bhutto. Chairman, PPP at Karachi in which he has said that power should be transferred to the majority party in East Pakistan and to the majority party in West Pakistan Mr. A. R. Shamsud Doha said that Pakistan Awami League stands for the integrity and solidarity of the country at all costs.

Fateh Mohammad

Maulana Fateh Mohammad Ameer Jama'at-i-Islami Rawalpindi division has said that Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of Peoples Party is a bundle of contradictions. He was commenting on Mr. Bhutto's yesterday speech delivered in Karachi.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের ওপর ঢাকার সংবাদ পত্রের প্রতিবেদন	দি পিপলস	১৭ মার্চ, ১৯৭১

Mujib-Yahya meeting to decide whether Pakistan to stay or go: Independence of Bangladesh a "Fair Accompli".

Sheikh Mujibur Rahman yesterday had a two and half hours meeting with the President of Pakistan, General A.M.Yahya Khan at the President Bhavan, Dacca. After the meeting, Sheikh Mujibur while coming out of the President Bhavan stopped his car outside the gate and met the waiting newsmen.

Sheikh Mujibur Rahman said we have discussed the political situation in the country and again we will be meeting tomorrow at 10 a.m.

While replying to a question asked by a foreign correspondent as to whether the discussion was friendly, Sheikh Mujib said, "Kindly do not ask any more questions. It is not a matter of 2 or 3 minutes discussion. I have said that the discussion will continue and we will be meeting again tomorrow at 10 a.m.

The much-awaited talk between Sheikh Mujibur Rahman and President Yahya started at 11 a.m. and continued till 1-30 p.m. At about 1-30 p.m. Sheikh Mujib came out of the President Bhavan and met the journalists.

A host of local and foreign correspondents, Press Photographers and TV Cameramen was waiting for the Sheikh to come out of the President Bhavan since the meeting began.

The crucial talk between the leader of the people and the President and Chief Martial Law Administrator was held without any aide- it was learnt.

Strict security measures were taken at the President Bhavan and the three roads leading to the house were heavily guarded.

Before the talk started when Sheikh Mujibur Rahman arrived at the President Bhavan the journalists broke through cordon put up by the Police and security forces and went up to the gate of the Bhavan.

They waited outside the gate till the talk ended and Sheikh Mujibur Rahman came out of the Bhavan.

As Sheikh Mujib's car was seen proceeding towards the gate, the waiting journalists stepped forward and surrounded the car as soon as it came out. . Sheikh Mujib got down and talked to the journalists for a few minutes.

This talk will go down in the history of the country for its unequal importance and significance.

Never in the history of Pakistan so much depended on the outcome of any meeting ever held between the head of State and an Elected Leader,

It may be recalled that on Sunday last Sheikh Mujibur Rahman had said that he was prepared to meet. President Yahya if the latter comes to Bangladesh.

The visit of President Yahya was necessitated due to many factors. Since he had adjourned the session of the National Assembly on March 1 which was scheduled to meet on March 3 at Dacca, things moved faster than anyone could visualize.

According to the Official figure 172 persons were killed by the Army in various places of Bangladesh and many more injured only for the fault of raising their voices in protest against the postponement of the Assembly.

The frustrated people finally raised the demand of sovereign and independent Bangladesh. They are no more prepared to be subjected to the undemocratic and repressive measures of a Government sitting 1,300 miles away.

Sober politicians like Air Marshalls Asghar Khan and Nur. Khan and many others of both the wings of the country have observed that the President should go to the East wing and discuss with Sheikh Mujibur Rahman who is not only the leader of the Majority Party but also the "last link" between the two wings moving fast to opposite directions.

In his turn Sheikh Mujibur Rahman has proved himself to be not only the Majority Leader of the National Assembly which is yet to meet but also as a great statesman who has always followed the path of Constitutional and Democratic means to solve the problems of the country.

In his historic address delivered at Race Course Maidan on March 7, the Sheikh demanded the acceptance of "four points" before considering the question of meeting in the National. Assembly in order to frame a future Constitution of the country.

The demands of the Sheikh which have by this time been able to master supports from almost all political parties and leaders of the country are lifting of Martial Law. withdrawal of Forces to the barracks, transfer of Power to the Elected Representatives and holding Enquiry into the recent Mass killing by the Army.

In this hour of trial of the nation, the people expect from the President a realistic and rational approach. General Yahya may emerge as the savior of Pakistan if he accepts the demands of Sheikh Mujibur Rahman and allows the N.A. to sit for framing one Constitution for Pakistan. Otherwise, Pakistan stands disintegrated. The Bengalees are resolute to achieve Independence, which, under their dedicated leader, Sheikh Mujibur Rahman, has already been accepted as almost a fait accompli.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইয়াহিয়া-মুজিবের আপোষের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না বলে মওলানা ভাষানীর ঘোষণা	দৈনিক পূর্বদেশ	১৮ মার্চ, ১৯৭১

(পূর্বদেশ প্রতিনিধি)

চট্টগ্রাম, ১৭ই মার্চ- ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আজ এখানে বলেনে যে, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের ঘোষণা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে কোনরূপ মতনৈক্য থাকতে পারে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ন্যাপ প্রধান বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবের মধ্যে আপোসের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর (মওলানার) এবং শেখ মুজিবের মধ্যে পরিস্কার কোন বোঝাপড়া রয়েছে কিনা এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সব কিছুই সাংবাদিকদের কাছে বলা যায় না। অনেক কিছু রাজনীতিকদের নিজেদের কাছে গোপন থাকে।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এখন সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন। এখন সব ক্ষমতা জনসাধারণ ও তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে।

মাওলানা বলেন, ইয়াহিয়া এখন যা করতে পারেন তা হলো একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা। তার কাজ হবে দু'অংশের মধ্যে সম্পদ ও দায়ের হিসেব করা এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে তা দু'অংশের মধ্যে বন্টন করে দেয়া।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান বলেন যে, দেশের দুই অংশের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত জনাব ভূট্টোর সুপারিশ তাঁকে (ভূট্টো) আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

আজ সকালে এখানে সাংবাদিকদের সাথে আলাপ প্রসংগে মওলানা ভাসানী বলেন, তাঁর জীবনের ৮৯ বছর যাবৎ তিনি বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন কিন্তু একটি সার্বজনীন দাবীতে জনগণের মধ্যে বর্তমান সময়ের মত একতা এবং সহযোগিতা কোনদিন দেখেননি।

মওলানা ভাসানী বলেন প্রথমে প্রধান ইস্যু সম্পর্কে মীমাংসা করতে হবে। পরে যদি দেখা যায় যে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি তখন তিনি আবার সংগ্রাম শুরু করবেন।

ন্যাপ প্রধান বলেন, ''আমি সাম্যবাদ, লেনিনবাদ এবং মাওবাদ সম্পর্কে কিছু বুঝি না। মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' বইও আমি পড়িনি তবে আমি একথা ভাল করে বুঝি যে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক না খেয়ে রয়েছে।''

মওলানা ভাসানী বলেন, দেশ ত্যাগ হওয়ার পরেও যারা এখানে এসেছেন তাদের এখানে থাকার অধিকার রয়েছে, কারণ এদেশের জন্য তারা সংগ্রাম এবং অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

রিলিফের টাকা ঠিকমত এবং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিলি হয় কিনা সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখার জন্যে তিনি শেখ মুজিবের প্রতি আহবান জানান। আওয়ামী লীগ রিলিফ তহবিলে অকাতরে দান করার জন্যেও তিনি জনগণের প্রতি আহবান জানান।

পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা ভুট্টোকে দিন

পিপিআই পরিবেশিত অপর এক খবরে বলা হয়েছে যে, ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জেড, এ, ভুট্টোর হাতে অর্পণের জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

মওলানা ভাসানী গতকাল চট্টগ্রামে সাম্প্রতিক গোলযোগে বিধ্বস্ত এলাকাগুলো সফর করেন। তাঁর সংগে ছিলেন ন্যাপনেতা বজলুস সাত্তার, ক্যাপ্টেন ইসলাম ও আরও অনেকে। তিনি শেখ মুজিবকে অবিলম্বে এই সব এলাকা সফরের জন্যে টেলিগ্রাম করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অসহযোগ আন্দোলনের ১৬ দিন	দৈনিক পূর্বদেশ	১৮ মার্চ, ১৯৭১

অসহযোগ আন্দোলনের ষোল দিন গেলঃ শ্লোগানে আজও বাংলা মুখরিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের আহূত অসহযোগ আন্দোলনের গতকাল মঙ্গল বার ষোল দিন অতিবাহিত হয়েছে। এই আন্দোলনের ঢেউ শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। সভা-সমিতি আর শ্লোগানে গ্রাম-বাংলা আজ মুখরিত।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সার্ভিসেস ফেডারেশন

ফেডারেশন গতকাল এক সভায় জনগণের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং জননেতা শেখ মুজিবের নির্দেশানুযায়ী অফিসে অনুপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী

উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর উদ্যোগে গত পরশু সদরঘাট টার্মিনাল, হাজারীবাগ, মগবাজার ও শান্তিনগর এলাকায় গণসংগীত, গণনাট্য অনুষ্ঠান ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রতচারী আন্দোলন

গতকাল সকাল ৯টায় বাংলা একাডেমী প্রাংগণে ব্রতচারী আন্দোলনের স্থায়ী অনুশীলন কর্মসূচী গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামীকাল থেকে এ আন্দোলনের যাত্রা শুরু হবে।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ

পরিষদ বাঙলার স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দান করেছেন। ১৫ জন সদস্য নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছে।

দেশরক্ষা খাতে বেতনভূক্ত বেসামরিক কর্মচারীদের সভা

গতকাল সকাল দশটায় দেশরক্ষা খাতে বেতনভুক্ত বেসামরিক কর্মচারীদের এক সভায় একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভায় সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণ-হত্যার নিন্দা করা হয়। ১১৫ নং সামরিক নির্দেশ প্রত্যাহার করার জন্যে সভায় দাবী জানান হয়।

ঢাকা জিলা সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড

বাংলাদেশের বর্তমান স্বাধীকার আন্দোলনের প্রতি ইউনিয়ন পূর্ণ সমর্থন দান করেছেন। স্বাধীকার আন্দোলনকে আরও জোরদার করার জন্যে ইউনিয়ন তাঁতে তৈরী বস্ত্র ব্যবহার করার জন্য সাড়ে সাত কোটি বংগালীর প্রতি আবেদন করেছেন

নোয়াখালী এসোসিয়েশন

ঢাকাস্থ নোয়াখালী মুসলিম সমিতি পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে অবিলম্বে গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট জোর দাবী জানান

চামড়া ব্যবসায়ী সমিতি

পূর্ব বাংলা তাঁত শিল্প উন্নয়ন সমিতির নারায়নগঞ্জ শাখা শেখ মুজিবুর রহমানের চার-দফা দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন।

মগবাজার সংগ্রাম পরিষদ

নয়াটোলা ও মগবাজার এলাকার জনগণের উদ্যোগে গত পরশু সর্বদলীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পরিষদে ৬০ জন সদস্য রয়েছেন।

গণআন্দোলনে নিহত রতনের পিতা

গত ২রা মার্চ গুলীবর্ষণে নিহত আহসানউল্লাহের (রতন) পিতা মোঃ আবদুল হাকিম গতকাল এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের সার্বিক স্বাধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আহবান জানান।

দেশরক্ষা বিভাগে নিযুক্ত বেসামরিক কর্মচারী সমিতি

দেশরক্ষ বিভাগে নিযুক্ত বেসামরিক কর্মচারী সমিতি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্দোলন চলবেঃ ইয়াহিয়ার সাথে প্রথম দিনের আলোচনার পর শেখ মুজিবের ঘোষণা	দৈনিক পূর্বদেশ	১৮ মার্চ, ১৯৭১

ইয়াহিয়া-মুজিব দ্বিতীয় দফা আলোচনা সমাপ্ত

আন্দোলন চলবেঃ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান এবং আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে দ্বিতীয় দফা আলোচনা গতকাল বুধবার শেষ হয়েছে। আজ (বৃহস্পতিবার) অপরাহ্নে তৃতীয় দফা মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা হতে পারে।

আলোচনা অগ্রগতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে কোন তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। শেখ সাহেব বলেছেন আলোচনা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং আমাদের মধ্যে আরও আলোচনা হতে পারে। তবে সময় নির্ধারিত হয়নি।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁর ধানমন্ডি বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘‘আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে এবং লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।’’ তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, ‘‘আমি কি আন্দোলন প্রত্যাহার করেছি?’’

নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল কালো পতাকা সজ্জিত একটি সাদা টয়োটা গাড়ীতে করে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করেন এবং এক ঘন্টা পর বেরিয়ে আসেন। প্রেসিডেন্ট ভবন ফটকে বিপুল সংখ্যাক দেশী ও বিদেশী সাংবাদিক তাঁকে ঘিরে ধরে আলোচনার অগ্রগতি এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্নবাণ ছুড়তে থাকেন। উত্তরে শেখ সাহেব বিমর্ষচিত্তে বলেন, ‘‘আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, আমার কিছু বলার নেই।।’’

শেখ মুজিব অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তাঁরা উভয়ে কারো সাহায্য ছাড়াই এক ঘন্টা আলোচনা করেন।

প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে নিজের বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করে শেখ মুজিব তাঁর দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন।

প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে এক ঘন্টা অসমাপ্ত আলোচনার পর সগৃহে প্রত্যাবর্তন করে এক সময়ে শেখ মুজিব দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের ঘরোয়াভাবে সাক্ষাৎদান করেন।

আলোচনা ভেংগে গেছে কিনা শেখ সাহেবকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘‘না, আলোচানা অব্যাহত থাকবে।’’

প্রশ্নঃ আপনি কি আপনার চার-দফা দাবী নিয়ে আলোচনা করেছেন?

উত্তরঃ যখন আমি প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়েছি তখন অবশ্যই রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমার দাবী নিয়ে আলোচনা করেছি।

প্রশ্নঃ মঙ্গলবার আলোচনার সময় নির্ধারিত হয়েছিল, আজ তা কেন হয়নি?

উত্তরঃ এটা আমাদের উপর ছেড়ে দিন।

প্রশ্নঃ আপনাদের মধ্যকার আলোচনা কি সফল হয়েছেঃ

উত্তরঃ সফল হয়েছে কি বিফল হয়েছে তা আমি বলতে পারবো না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, সংলাপ অব্যাহত রয়েছে।

প্রশ্নঃ পরবর্তী আলোচনা কবে হবে?

উত্তরঃ আজ রাতে (বুধবার) অথবা বৃহস্পতিবার পরবর্তী আলোচনার কর্মসূচী ধার্য হতে পারে।

প্রশ্নঃ পরবর্তী আলোচনায় আপনি কি আপনার দলীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দকেও নিয়ে যাবেন ?

উত্তরঃ আমি এখন তা বলতে পারছি না।

সাংবাদিকদের সাথে শেষ পর্যায়ে শেখ সাহেবকে খুব প্রফুল্ল দেখা যায়। এ সময়ে জনৈক বিদেশী সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন যে, এ হাসি থেকে কি আমরা কোন কিছু ধরে নিতে পারি? শেখ সাহেব তখন সহাস্যে বলেন, ‘‘আমি সব সময়েই হাসতে পারি এবং এমনকি জাহান্নামেও হাসতে পারি।’’

জন্মদিন

বিদেশী সাংবাদিকরা এ পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ৫২ তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালে তিনি বলেন, ‘‘১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ আমার জন্মদিন। আমি জীবনে কখনও আমার জন্মদিন পালন করিনি। আপনারা আমার দেশের মানুষের অবস্থা জানেন, তাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। যখন কেউ ভাবতেও পারে না মরার কথা তখনও তারা মরে। যখন কেউ ইচ্ছে করে তখনও তাদের মরতে হয়।’’

গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শেখ মুজিব আরও বলেন, ‘‘আমার জন্মদিন কি, মৃত্যু দিবসই বা কি? আমার জীবনই বা কি? মৃত্যুদিন আর জন্মদিবস অতি গৌণভাবে এখানে অতিবাহিত হয়। আমার জনগণই আমার জীবন।’’

প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ-আলোচনার ধারায় তাঁর (শেখ মুজিব) মন ভার হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ মুজিব উপরোক্ত জবাব দেন। তিনি বলেন, আমার মন ভার হতেই পারে না। জনসাধারণের কারও মন ভার হয়নি। তারা লক্ষ্য অর্জনের জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

গতকাল প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনার সময়ের স্বল্পতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শেখ মুজিব বলেন, ‘‘এক ঘন্টা খুব অল্প সময় নয়।’’

সব বাড়ীই আমার

আলাপ-আলোচনার জন্যে মুজিবের বাড়ীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আগামনের সম্ভবনা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে, আওয়ামী লীগ প্রধান উল্টা প্রশ্ন করেন, প্রেসিডেন্ট ভবন কি ঢাকায় অবস্থি নয়? তারপর তিনি বলেন যে বাংলাদেশের সব বাড়ীই আমার বাড়ী।

বিদেশী সাহায্য

পরিস্থিতি সম্পর্কে বিদেশী মিশনদের সাথে যোগাযোগ করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ মুজিব নেতিবাচক (না) জবাব দেন। এবং বলেন যে, তারা এখানেই আছেন এবং সমস্ত ঘটনা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছেন।

বিদেশী সাহায্য চেয়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘‘আমার প্রয়োজন নেই।’’

এই পর্যায়ে শেখ মুজিব বলেন, পাট, চা ইত্যাদিসহ আমাদের যা প্রয়োজন বাংলাদেশেই তা আছে।

কি নাই, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ মুজিব বলেন, ‘‘স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার শুধু বাংগালীদের নেই।’’

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিব কর্তৃক সেনাবহিনীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখান	দ্য ডন	১৯ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB DECLINES TO ACCEPT PROBE BODY

No useful purpose could be served : limited.

Text of the statement by Sheikh Mujibur Rahman oil March 18, 1971 at Dacca.

The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman today rejected the commission of enquire set up by the Martial Law Administrator, Zone B "to go into the circumstances which led to the calling of the Army in aid of civil power in various parts of East Pakistan between March 2 and March 9".

In a statement issued here today the Awami League Chief declared the people of Bangla Desh shall not co-operate with such a commission in any respect. He also said no one should nominate any member to this 'Commission' nor serve as its members.

According to the Martial Law Administrator's Order the commission will be headed by a Judge of the High Court of East Pakistan who is to be nominated by the Chief Justice.

* * * * * *

Following is the full text of the statement:

"I regret that the Commission of Inquire" which has been announced, on the face of it cannot satisfy the demand voiced by me on behalf of the people of Bangla Desh. It’s very institution by a Martial Law Order and the provision for submission of its report to the Martial Law authority are highly objectionable. The terms of reference themselves betray the intention of pre-judging the most fundamental issue and to shut out inquiry into the real issues.

The only terms of reference is :

"To go into the circumstances which led to the calling of the Army in aid of civil power in various parts of East Pakistan between March 2 and March 9". The fundamental issue is thus pre-judged, since what has to be inquired into is whether the deployment and use of force was in aid of ulterior political purposes and not at all in aid of civil power. The 'commission' is further shut out from inquiring into the actual atrocities, which have been reported from various parts of Bangladesh, involving thousands of casualties. Thus, even the number of casualties and the circumstances in which unarmed civilians were shot down cannot be enquired into.

"Such a 'commission' can serve no useful purpose. Indeed such an inquiry would not at all the genuine inquiry aimed at arriving at the truth, but would be a more device to mislead the people.

"We cannot, therefore, accept such a 'commission'. The people of Bangla Desh shall not co-operate with such 'commission', nor serve as its members".

"On behalf of the people we had made four-point demand on the 7th of March. 1971, one of those demands was that for fair, impartial and public inquiry with proper terms of reference. The nominal and piecemeal acceptance of one of those points and that too in the manner described above, cannot contribute to the solution of the grave crisis that faces us".

Mujibs Probe

Meanwhile, Sheikh Mujib has sent Capt. Mansur Ali, leader of Parliamentary party in the East Pakistan Assembly, Khandaker Mushtaque Ahmed, Vice-President, East Pakistan Awami League and Mr. Abidur Rez.a Khan, MNA-elect to Chittagong to make an on the spot enquiry into the recent firings and other incident there.

They will assess the situation and report accordingly. It may be mentioned that Maulana Bhashani had also sent him a telegram to this effect.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুজিব ইয়হিয়া আলোচনার ওপর সংবাদপত্রের প্রতিবেদন	দৈনিক পূর্বদেশ	২০ মার্চ, ১৯৭১

আজ উপদেষ্টাসহ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল শুক্রবার সকালে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের সাথে ৯০মিনিট ব্যাপী দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সম্পর্কে তৃতীয় দফা আলোচনা করেছেন। তাঁরা আজ শনিবার সকাল দশটায় উপদেষ্টাসহ আলোচনায় মিলিত হচ্ছেন।

গতকাল রাতে আওয়ামী লীগ প্রধানের তিনজন উপদেষ্টা এবং প্রেসিডেন্টের তিনজন সহকারীর মধ্যে দু'ঘন্টা আলোচনা হয়েছে। আলোচনার অগ্রগতি এবং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সরকার এবং আওয়ামী লীগ উভয় পক্ষ থেকেই কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করা হচ্ছে।

ভয়েস অব আমেরিকা গতকাল শুক্রবার রাতে খবর দিয়েছে যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবের মধ্যে আলোচনা চলছে। বেতার আরও সংবাদ দিয়েছে যে, ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার আগেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে উভয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সাথে ৯০ মিনিট আলোচনার পর শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের বলেন যে, আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন যে, এ আলোচনা সাধারণ ব্যাপার নয়। এ জন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন।

শেখ মুজিব আজ শনিবার সকাল ১০টায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে তাঁর দলের বিশিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে চতুর্থ দফা আলোচনা বৈঠকে মিলিত হবেন। শেখ সাহেবের সাথে থাকবেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান, জনাব মনসুর আলী, খোন্দকার মোস্তাক আহমদ এবং ডঃ কামাল হোসেন। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসেবে মিঃ কর্নেলিয়াস, জনাব এ, কে, ব্রোহী এবং জনাব শরীফুদ্দীন পীরজাদার আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত থাকার সম্ভবনা রয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমান তিনজন উপদেষ্টার সাথে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্টের তিনজন উপদেষ্টার দু'ঘন্টা বৈঠকে মিলিত হবেন। শেখ সাহেবের উপদেষ্টা ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং ডঃ কামাল হোসেন। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ছিলেন সাবেক আইনমন্ত্রী মিঃ এ, আর, কর্ণেলিয়াস, প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার লেঃ জেনারেল পীরজাদা এবং সামরিক বাহিনীর জজ এডভোকেট জেনারেল কর্নেল হাসান। দু'দলের 'উপদেষ্টারা' কি ফর্মুলার ভিত্তিতে আলোচনা চলবে সে সম্পর্কে মতের বিনিময় করেন বলিয়ে জানা গেছে।

শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা সম্পর্কে তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের বলেন, আমি সব সময়েই ভাল আশা করি তবে খারাপের জন্যও তৈরী থাকি। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনায় সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা।

২৫শে মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে তাঁর দলের যোগদান সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব বলেন, ''আমার ভূমিকা সম্পূর্ণ পরিস্কার। এ অঞ্চলের মানুষ কেন জীবন বিসর্জন করেছে, কেনই বা নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে, কেনই বা সংগ্রাম করছে তা সারা পৃথিবী জানে।''

কোন দলিলের ভিত্তিতে আলোচনা হয়েছে কিনা প্রশ্নের উত্তরে শেখ সাহেব 'না' জবাব দেন।

উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আলোচনার অগ্রগতি বোঝায় কিনা, প্রশ্ন করা হলে শেখ মুজিব বলেন, ''আপনারা যা খুশী ধারণা করতে পারেন।''

শনিবার তাঁদের মধ্যে চূড়ান্ত আলোচনা হবে কিনা, প্রশ্নের উত্তরে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তিনি এ ব্যাপারে এখনও কিছু বলতে পারেন না।

জনৈক বিদেশী সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, কবে পর্যন্ত আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁরা জানতে পারবেন। শেখ সাহেব হেসে বলেন, ''অপেক্ষা করুন। দয়া করে আমার সুন্দর দেশ এবং ভাগ্যাহত মানুষদের দেখুন।''

প্রশ্নঃ স্যার আপনি আমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না। কবে আপনি শেষবারের মত হাসবেন?

উত্তরঃ এ বড় কঠিন প্রশ্ন। আপনি নিজেই আঁচ করুন।

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সাথে শেখ সাহেব দেখা করতে রাজী আছেন কিনা, জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তাঁর গৃহের দুয়ার সবার জন্যই উন্মুক্ত। দলীয় নেতা অথবা ব্যক্তি যে কোন সময়ে আমার সাথে দেখা করতে পারেন।

শেখ মুজিবকে গতকাল প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে আসার পর খুবই হর্ষোৎফুল্ল দেখায়। প্রেসিডেন্ট ভবনের সামেন উৎসাহী জনতার প্রচন্ড ভীড় হয়। জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সেনাবাহিনী এবং ই,পি,আরকে হিমশিম খেতে হয়, উৎসাহী জনতা 'জয় বাংলা' শ্লোগান দেন এবং শেখ সাহেবও তাঁদের সাথে শ্লোগান দেন।

উপদেষ্টাদের বৈঠক

শেখ মুজিব এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের মধ্যে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ভবনে দু'ঘণ্টা আলোচনা হয়। উপদেষ্টাদের বৈঠক শেষে জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বলেন যে, শেখ মুজিব এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যে আগে যে আলোচনা হয়েছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে উভয় পক্ষের উপদেষ্টাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

জনাব তাজউদ্দিন আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। তিনি বলেন, ''অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।'' অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি কোন কিছু প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন।

তিনি বলেন যে, সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরা জয়দেবপুরে গুলিবর্ষণের নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জয়দেবপুরে ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার প্রতিরোধের সংবাদ	সাপ্তাহিক ‘‘স্বরাজ’’	২০ মার্চ, ১৯৭১

সিপাহী বিদ্রোহ

(স্বরাজ রিপোর্টার)

ইসলামাবাদ থেকে আগত ‘অতিথি’ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে শেখ মুজিবুর রহমান যখন ঢাকায় বসে অধিকার আদায়ের প্রশ্নে বৈঠক করে চলেছেন, ঠিক তেমনি এ মুহূর্তে মুক্তি সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ে ইতিহাসের নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে।

রাজধানী শহর ঢাকা থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে জয়দেবপুরের রাজবাড়ীতে অবস্থানরত ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ব্যাটালিয়ন তাদের হাতিয়ার ছিনিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদের অস্ত্র ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিল কিন্তু সৈনিকরা তা অগ্রাহ্য করেছে। বারুদের মূখে দাঁড়িয়ে বিষেশ ট্রেনিং গ্রহণরত সৈনিকরা ওপরওয়ালার নির্দেশকে প্রতিরোধ করেছে।

এ সংবাদ দাবানলের মত আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। এলাকার মানুষ শুনতে পেয়েছে রাজবাড়ীর ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানদের হাতের অস্ত্র ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ এসেছিল। সৈনিকেরা তা প্রত্যাখান করেছেন। মূল ছাউনিতে ফিরে যাবার হুকুম হয়েছিল, তা তামিল করেনি কেউ। কেড়ে নিতে এসেছিল, তারা প্রতিরোধ করেছে।

গ্রামের পর গ্রাম থেকে মানুষ এসেছে গত দুদিন ধরে। টঙ্গী-জয়দেবপুর রোড়ের মোড়ে জমায়েত হয়েছে। একটার পর একটা ব্যারিকেড গড়ে তুলেছে।

নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব শামসুল হকের নেতৃত্বে বিদ্রোহী ব্যাটালিয়নকে রক্ষা করতে ওরা সমবেত হয়েছিল। সভা করেছে বিকেল পাঁচটায়, তারপর মিছিল গেছে জয়দেবপুর। গত বৃহস্পতিবার আট থেকে দশ হাজার জঙ্গী মানুষ বিরুদ্ধবাদী কোন শক্তিকে প্রতিহত করার জন্যে টাঙ্গাইল রোডের চৌমাথায় এসে জমায়েত হয়।

বিক্ষুব্ধ এই জনতা অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। ঢাকার দিক থেকে যেন কোন বিরুদ্ধ শক্তি এসে এদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে যেতে না পারে তার জন্যে সারাদিন ধরে ব্যারিকেড তৈরী করে-একদিকে জয়দেবপুর রাজবাড়ী পর্যন্ত অন্যদিকে টঙ্গীর শহরের কাছে।

ঢাকার দিক থেকে ময়মনসিংহগামী কোন গাড়ী অপরাহ্ণ থেকে আর যেতে পারেনি। জয়দেবপুরের কাছ থেকে যে রাস্তাটা অস্ত্র নির্মাণ কারখানার দিকে এগিয়ে গেছে, সেখানেও বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিহত করার জন্য ব্যারিকেড তৈরী করে।

তাছাড়া জয়দেবপুরের রেল লাইনে বাধার সৃষ্টি করে গাড়ী চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে। এই অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার সারাদিন ও অধিক রাত পর্যন্ত বিরোধী শক্তির পথ রোধ করে রাখা হয়।

গতকালও উক্ত এলাকায় উত্তেজনা অব্যাহত থাকে এবং এই খবর লেখা পর্যন্ত বিরোধী শক্তিকে প্রতিরোধকারী ব্যাটেলিয়নের অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে দুঃসাহস করতে সুযোগ পায়নি।

কেউ কেউ আশঙ্কা করেছেন, বিরোধী শক্তি এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যে 'পোড়ামাটি নীতি' অবলম্বন করতে পারে।

সার্বভৌম বাংলাদেশ হতে চলছে

(স্বরাজ রিপোর্ট)

সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, সেনাপতি ইয়াহিয়া বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের মুখে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। সব কিছু হারাবার পরিবর্তে শেষ পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পপতিদের বাণিজ্যিক-উপনিবেশ রক্ষার শেষ চেষ্টা করেছেন।

প্রকাশ, মূল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা হতে চলেছে। আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে বৈদেশিক ঋণের দায়-পরিশোধের বাটোয়ারা নিয়ে প্রচন্ড দর কষাকষি চলছে। শেখ ঋণ পরিশোধে নারাজ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক সংকট নিরসনের পথে এগুচ্ছে	দৈনিক পাকিস্তান	২১ মার্চ, ১৯৭১

মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক সংকট নিরসনের পথে এগুচ্ছে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রাষ্ট্রীয় নীতির বর্তমান সংকট নিরসনের পথে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনায় গতকাল শনিবার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সংগ্রামী বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক শেখ মুজিবুর রহমান্ গতকাল তার দলের শীর্ষস্থানীয় অপর ৬ জন সহকর্মীকে নিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে ১৩০ মিনিট আলোচনা শেষে তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ সহাস্যবদনে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে আসেন। পরে তার বাসভবনে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। শেখ সাহেব বলেন, রাজনৈতিক সংকট সমাধানের পথে তারা এগুচ্ছেন।

তিনি আরো বলেন, উভয় দলের উপদেষ্টাদের বৈঠক চলবে এবং তিনি ইয়াহিয়া খানের সাথে আগামীকাল সোমবার সকালে পুনরায় আলোচনায় মিলিত হবেন।

তিনি বলে, আমাদের আলোচনা চালু রয়েছে এবং আমরা অগ্রসর হচ্ছি।

এই আলোচনায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেন প্রেসিডেন্ট পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে পৃথকভাবে এই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করবেন। তিনি আরো বলেন, প্রয়োজনবোধে আমরাও যৌথভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি।

গতকালের বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন : সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জবান তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, জনাব মনসুর আলী, জনাব, এ এইচ, এম, কামরুজ্জামান ও ডক্টর কামাল হোসেন। অপরপক্ষে প্রেসিডেন্টের সাথে ছিলেন বিচারপতি মিঃ এ, আর, কর্নেলিয়াস, লেঃ জেনারেল পীরজাদা ও জজ-এটর্নী জেনারেল (আর্মি) কর্নেল হাসান।

তাঁরা একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ মুজিব বলেন, তাঁরা দেশের রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা, এই প্রশ্নের জওয়াবে তিনি জানান, ‘‘আমি যখন বলি আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে, তার থেকেই আপনারা বুঝতে পারেন।’’

বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁদের এই আলোচনা আর কতদিন অব্যাহত থাকবে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, অবশ্যই অনির্দিষ্টকালের জন্য আলোচনা চলতে পারে না। তিনি বলেন যে, তাঁরা রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন এবং এর বেশী কিছু তিনি এখন বলবেন না।

জয়দেবপুরের ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছিলেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে জানান, যে, তিনি উল্লেখ করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট এই বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

শেখ সাহেব বলেন যে, তাঁর উপদেষ্টারা প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সঙ্গে পুনরায় পরিস্থিতি ও সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এই তিনজন উপদেষ্টা হচ্ছেনঃ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও ডক্টর কামাল হোসেন। এরা তিনজন গত শুক্রবার সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টাব্যাপী প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা করেন।

উপদেষ্টা পর্যায়ে পরবর্তী বৈঠক কখন অনুষ্ঠিত হবে, জনাব তাজউদ্দিনের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, কয়েকটি খুঁটিনাটি বিষয় জানার অপেক্ষায় তাঁরা রয়েছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
''সব ঠিক হয়ে যাবে''-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনার পর ভুট্টোর মন্তব্য	দৈনিক 'সংগ্রাম'	২২ মার্চ, ১৯৭১

প্রেসিডেন্টের সাথে ভুট্টোর আলোচনাঃ
''সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে''

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের সাথে নতুন করে আলোচনার উদ্দেশ্যে গতকাল রোববার ঢাকা আগমন করেন। তার সাথে তার ১২ জন উপদেষ্টাও রয়েছেন।

বিমানবন্দর থেকে জনাব ভুট্টোকে সামরিক বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থাধীনে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিয়ে আসা হয়।

পিপিপি প্রধান জনাব ভুট্টো বিমানবন্দর অথবা হোটেলে সাংবাদিকদের কোন সাক্ষাৎকার দেননি। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জনাব ভুট্টোর জন্য কয়েক ঘন্টা ধরে অপেক্ষমাণ প্রায় একশত জন দেশী-বিদেশী সাংবাদিক চেষ্টা করেও গতকাল তার কাছে যেতে পারেননি।

জনাব ভুট্টো কড়া সামরিক প্রহরায় হোটেলে পৌঁছলে কয়েকশো বিক্ষোভকারী হোটেলের বাইরে থেকে ভুট্টো-বিরোধী শ্লোগান প্রদান করে। এ সময় জনাব ভুট্টোকে বিচলিত দেখাচ্ছিল।

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে দীর্ঘ দু'ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায় মিলিত হন।

আলোচনা শেষে হোটেলে প্রত্যাবর্তন করে জনাব ভুট্টো পিপিআই-এর একজন প্রতিনিধিকে বলেন যে, ''সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। আপনার কাছে এখন শুধু এটুকুই বলতে পারি।''

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রতিরোধ দিবস পালন	দৈনিক ‘পূর্বদেশ’	২৩ মার্চ ১৯৭১

আজ প্রতিরোধ দিবস

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

‘‘স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’’ আজ ২৩শে মার্চ বাংলাদেশ ‘প্রতিরোধ দিবস’ হিসাবে পালনের আহবান জানিয়েছেন।

এছাড়াও অন্যান্য সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন নামে এই দিবসের পৃথক কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

‘‘স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’’ আজ মঙ্গলবার ভোর ছ’টায় সরকারী-বেসরকারী এলাকার ও প্রতিটি বাসভবনে স্বাধীন্ বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, সাড়ে ছ’টায় প্রভাতফেরীসহ শহীদদের মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, সকাল নয়টায় পল্টন ময়দানে্ জয়বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজ এবং ১১টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ছাত্র জনসভার আয়োজন করেছেন।

ছাত্র ইউনিয়ন

ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) উদ্যোগে আজ সকাল দশটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলা জাতীয় লীগ

বাংলা জাতীয় লীগের উদ্যোগে ‘স্বাধীন বাংলা দিবস’ উপলক্ষে আজ সকাল সাতটায় শেরে বাংলার মাজার জেয়ারত, দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন এবং সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররম থেকে মশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

বিক্ষুদ্ধ শিল্পী সমাজ

বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের পঞ্চম অনুষ্ঠান আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টায় বাহাদুর শাহ পার্কে অনুষ্ঠিত হবে।

সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ

সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ আজ মঙ্গলবার ছড়া পাঠের আসর এবং বিকেল পাঁচটায় পল্টন ময়দানে গণ-সঙ্গীত ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন।

বিমূর্ত

বিমূর্ত সঙ্গীত একাডেমী আজ ভোর ছ’টায় নিজস্ব ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, সকাল সাতটায় শহীদ মিনারে শপথ গ্রহণ এবং বিকেল পাঁচটায় বিমূর্তের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গণ-সঙ্গীতের ব্যবস্থা করেছেন।

ইনষ্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স

পূর্ব পাকিস্তান ইনষ্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ১১, হলিক্রস রোডে 'ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ও আমরা' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন।

কৃষক শ্রমিক পার্টি

কৃষক শ্রমিক পার্টির উদ্যোগে আজ সকাল নয়টায় লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক ও রচয়িতা মরহুম এ, কে ফজলুল হকের মাজারে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হবে।

উত্তর বাংলা প্রদেশ সংগ্রাম পরিষদ

সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী আজ মঙ্গলবার সকাল আটটায় মালিবাগ চৌরাস্তায় (শহীদ ফারুকের মাজারে), বেলা দশটায় ঢাকা রেল ষ্টেশনের্ সামনে, বিকেল চারটায় মতিঝিল। পুরানো পি, আই, এ, বুকিং অফিসের সামনে, সন্ধ্যে ছয়টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ও রাত আটটায় সদরঘাট টার্মিনালে একটি পোষ্টার নাটক অভিনয় ও গণ-সঙ্গীতের আসর অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলা ছাত্রলীগ

বাংলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে আজ ভোর পাঁচটায় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন, সকাল সোয়া পাঁচটায় সকল মসজিদ ও মন্দিরে মোনাজাত, সকাল সাড়ে পাঁচটায় প্রভাত ফেরী ও পুষ্পমাল্য অর্পণ ও সন্ধ্যা ছয়টায় বাহাদুর শাহ পার্কে ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হবে।

বিমান শ্রমিক ইউনিয়ন

বাংলা বিমান শ্রমিক ইউনিয়ন সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আজ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মিছিল, সভা, সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ

স্বাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার 'প্রতিরোধ দিবস' উপলক্ষে সকালে প্রত্যেকটি কল-কারখানায় ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন ও বিকেল পাঁচটায় বায়তুল মোকাররমে শ্রমিক ও গণ-জমায়েত ও সন্ধ্যায় মশাল মিছিল বের করা হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫শে মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবার স্থগিতঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণা	পাকিস্তান টাইমস	২৩ মার্চ ১৯৭১

NATIONAL ASSEMBLY SESSION PUT OFF AGAIN
Announcement by President Yahya Khan in Dacca.

President Yahya has postponed the National Assembly session scheduled to begin on March 25, according to an announcement made from the President's House. Dacca this afternoon.

The brief announcement said : "In consultation with the leaders of both the wings of Pakistan and with a view to facilitating the process of enlarging areas of agreement among the political parties, the President has decided to postpone the meeting of the National Assembly called on March 25". The announcement added that the President "will address the nation shortly".

No date was given for the President's address to the nation, nor did the announcement set a fresh date for the National Assembly session.

The Pakistan Times, Lahore-March 23, 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুজিব ও ভুট্টোর সাথে ইয়াহিয়ার বৈঠক	দৈনিক ‘পূর্বদেশ’	২৩ মার্চ ১৯৭১

মুজিব ও ভুট্টোর সাথে ইয়াহিয়ার বৈঠকঃ
পরিষদ অধিবেশন আবার স্থগিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান্ আগামী ২৫শে মার্চে আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষনা করেছেন।

গতকাল সোমবার ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে মুজিব-ভুট্টো-ইয়াহিয়া বৈঠক চলাকালে প্রেসিডেন্টের জনসংযোগ অফিসার বাইরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের কাছে প্রেসিডেন্টর উপরোক্ত ঘোষণা প্রকাশ করেন।

ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, দেশের উভয় অংশের নেতাদের সাথে পরাপমর্শ করে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মঙ্গে সমঝোতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুবিধার জন্যে প্রেসিডেন্ট আগামী ২৫শে মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট অল্পদিনের মধ্যে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দান করবেন।

ঘোষণায় জাতীয় পরিষদের বৈঠকের পরবর্তী তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়নি।

উল্লেখযোগ্য যে, এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মত নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হলো। ইতিপূর্বে গত ১লা মার্চ ও ৩রা মার্চ আহূত অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছিল।

যুক্ত বৈঠক

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া গতকাল সোমবার প্রায় সোয়া এক ঘণ্টার বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

এই আলাপ-আলোচনার পর শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে ফিরে এসে সাংবাদিকদের বলেন যে, তাঁর সাথে প্রেসিডেন্টের যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে, তা তিনি (প্রেসিডেন্ট) জনাব ভুট্টোকে জানিয়েছেন এবং জনাব ভুট্টোর সাথে আলাপ-আলোচনা করেছেন।

শেখ মুজিব আলোচনার উপর এর বেশী কিছু বলতে অস্বীকার করেন।

আলাপ-আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে এক প্রশ্নের জনাবে শেখ মুজিব বলেন, “যদি কোন অগ্রগতি না হোত, তাহলে আমি কেন আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।”

সাংবাদিকদের কাছে শেখ মুজিব বলেন যে, তার সাথে আজ (সোমবার) প্রেসিডেন্টের আলাপ-আলোচনা হবার কথা ছিল। তাঁর সাথে আমি দেখা করতে গিয়ে দেখি যে, জনাব ভুট্টোও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, আমি অনেক আগেই দাবী করেছি যে, আমাদের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা পরিষদের অধিবেশনে বসবো না। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট পরি্ষদের অধিবেশণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, আজ (মংগলবার) অথবা আগামীকাল প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাগণ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হবেন।

শেখ মুজিব অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, ইতিমধ্যে বাংলাদেশের গুরুতর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। জনগণের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

বেলা প্রায় ১১টার সময় সেনাবাহিনীর অভূতপূর্ব প্রহরার মধ্যে জনাব ভুট্টো তাঁর হোটেল থেকে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করেন। এর প্রায় পাঁচ মিনিট পরে শেখ মুজিব তাঁর নির্ধারিত বৈঠকে যোগদানের জন্যে প্রেসিডেন্ট ভবনে উপস্থিত হন।

প্রেসিডেন্ট ভবনের সামনে উপস্থিত জনতা জনাব ভুট্টোর প্রতি বিদ্রূপ ধ্বনি করেন এবং শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানান। পরে তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে ভুট্টো-বিরোধী তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকনে।

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো গতকাল সকাল ১০-৫০ মিনিটে তিনটি ট্রাক ও জীপ ভর্তি সৈন্যদের পাহারায় সামরিক বাহিনীর একটি কালো রং-এর শেভ্রোলেট ইম্পালা কারে করে প্রেসিডেন্ট বভনে যান। হোটেলে ফিরে আসেন একটা পনের মিনিটে। বেলা একটা পর্যন্ত হোটেলের সামনে তুমুল বিক্ষোব চলতে থাকায় পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারী ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র জনতার দিকে তাক করে রাখে। প্রেসিডেন্ট ভবনের সামনে থেকে জনতাকে অপসারণের জন্য সেনাবাহিনী ভুট্টো-বিরোধী ধ্বনি উচ্চারণরত জনতার কাছাকাছি গিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে।

জনাব ভুট্টো বেলা একটা পনের মিনিটে আর্টিলারির জনৈক লেঃ কর্নেলের পরিচালনায় সেনাবাহিনীর প্রহরায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রবেশ করেন। ইউনিফর্মধারী সেনাবাহিনী ছাড়াও সাদা পোশাকে ষ্টেনগানধারী তিন ‘ব্যক্তি’ তাঁর প্রহরায় ছিল।

হোটেলে ইন্টারকন্টিনেন্টালের কর্মচারীরা গতকালও বাংলাদেশের নতুন পতাকা এবং কালো ব্যাজ লাগিয়ে হোটেলে কাজ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ক্ষমতা হস্তান্তরে কোন আইনগত বাধা নাই বলে এ, কে, ব্রোহীর অভিমত	দি পিপল	২৩ মার্চ ১৯৭১

NO LEGAL IMPEDIMENTS
IN POWER TRANSFER
-Brohi

Mr. A.M. Brohi has given his written opinion to the question whether there are legal impediments in the way of lifting Martial Law and transfer of power to the people despite the fact that at present the Constitution to be framed by the elected representatives of the people is not in existence.

The following is the statement given by Mr. Brohi on the above question:

"I have been asked to answer the question, viz, whether there are any legal impediments in the way of lifting Martial Law and transferring power to the people despite the fact that at present the Constitution to be framed by the elected representatives of the people is not in existence. The answer to this question purely from juristic point of view is that there are no legal impediments whatever. President Yahya who represents the Sovereign power in terms of which existing Constitutional dispensation is providing for the administration of public affairs in the Country is qualified to declare that he shall no longer exercise that will.

There is for us that historic precedent available in the Indian Independence Act. It will be recalled that before the Independence Act, British Power was responsible for providing Constitutional arrangements for the administration of public affairs in the country. On the eve of independence the departing British power enacted the Indian Independence Act thereby transferring powers to the two Dominions, namely Dominion of India and Pakistan and in the Indian Independence Act were contained the provisions in terms of which future governance of the country was to be carried on by the two Governors-General and the Dominion legislatures.

Provision was also made for the Continuance of existing laws till such time as new constitution in the two dominious was enacted. If we look at that Act and substitute "British Power" for Martial Law Power we would have a complete analogy for understanding the situation which has arisen in the Country. If a political decision to transfer power is taken then Martial Law can be brought to an end by enacting a sort of a self-efficacious decree to be signed by President Yahya whereby power can be transferred to the elected representatives of the people……….. "

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লেখক সংগ্রাম শিবিরের কবিতা পাঠের আসর	দৈনিক পাকিস্তান	২৩ মার্চ ১৯৭১

অসহযোগ আন্দোলন সংগ্রামের বজ্র শপথঃ

বিপ্লবী কবিতা পাঠের আসর

লেখক সংগ্রাম শিবিরের উদ্যোগে গতকাল বিকেলে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে কবিতা পাঠের আসর বসে। এতে আহসান হাবীব, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ফজল শাহাবুদ্দিন, আলাউদ্দীন আল আজাদ, হুমায়ূন কবির, শাহনূর খান, আখতার হোসেন, রফিক নওশাদ, মাহবুব সাদিক, সালেহ আহম্মদ, দাউদ হায়দার, মাকিদ হায়দার, মেহেরুন্নেসা প্রমুখ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতা পাঠের আসরের পর উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে পনের মিনিটের একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করা হয়। সভায় ডক্টর আহমদ শরীফ সভাপতিত্ব করেন। জয়দেবপুরে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণজনিত ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং শহীদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা সব জায়গায় উড়তে দেখার উপর সংবাদপত্রের রিপোর্ট	দি পিপল	২৩ মার্চ ১৯৭১

A NEW FLAG IS BORN

A new flag is born today-a flag with a golden map of Bangladesh implanted 011 a red circle placed in the middle of deep green rectangle base. This is the latest flag added to the total list of the flags representing various States and Nations of the contemporary world. This is the flag for "Independent Bangladesh". This is the flag that symbolizes the emancipation of 75 million Bengalees.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘বাংলার পতাকা জনতা সবখানেই উড়িয়ে দিয়েছে’’	দৈনিক পাকিস্তান	২৪ মার্চ ১৯৭১

বাঙলার পতাকা জনতা সবখানেই উড়িয়ে দিয়েছে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সারা বাংলাদেশে গতকাল মঙ্গলবার তেইশে মার্চ পাকিস্তানী পতাকা ওড়েনি। শুধু সামরিক ছাউনিতে উড্ডীন ছিল ঐ পতাকা। আর সর্বত্র উড়েছে বাংলাদেশের পতাকা ও কালো পতাকা।

স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানক্রমে ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশন ও সোভিয়েট কনস্যুলেটে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

পাকিস্তান সরকারের ২৩মে মার্চের পাকিস্তান দিবসের কর্মসূচী অনুযায়ী ঢাকাস্থ চীনা, ইরানী, ইন্দোনেশিয়া ও নেপালী দূতাবাসে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। পরে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও জনতা এসব দূতাবাসে গিয়ে পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে দেয়।

মার্কিন দূতাবাস এদিন বিতর্ক এড়াবার নামে কোন পতাকাই উত্তোলন করেনি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আলোচনায় অগ্রগতি হচ্ছে বলে ভূট্টোর ঘোষণা	দ্য ডন	২৫মার্চ ১৯৭১

WE ARE MAKING SOME PROGRESS
Mr. Z.A. Bhutto's talk with newsmen on March 24, 1971 at Dacca

The People's Party Chairman Mr. Z.A. Bhutto said here today he had always been sincere to East Bengal's cause and himself admitted that this province had been exploited.

He said he had his national responsibilities also, "I am passionately devoted to one Pakistan".

Talking to newsmen on return to the hotel after a brief talk at President's House today, Mr. Bhutto said progress was being made at the talks. He said discussions were continuing and "we are making some progress".

An APP report said, replying to a question, Mr. Bhutto said a joint session of the Advisers of the President, Awami League and his party would have expedited the arrangement. But at the moment it was not possible, he said.

Seeking the co-operation of the Press, the PPP Chief said the situation in East Pakistan was "tragic and unfortunate".

The People's Party Chairman said some of his partymen had left Dacca this afternoon. Those who were not necessary in the Current talks had gone away, he said.

Yesterday Mr. Bhutto told newsmen that he would stay here as long as it was necessary.

Talking to PPI immediately before leaving his hotel for the President's House in the morning, the PPP Chief said that he had not yet decided as to when he was going to West Pakistan to meet other members of the PP C Central Committee.

"I shall have to discuss things here," he added.

Asked as to when he was expected to go, he replied, "I shall stay here as long as it is necessary".

Mr. Bhutto held a night long session on Monday with his partymen examining the "terms" of the broad agreement and understanding reached between President Yahya Khan and Sheikh Mujibur Rahman to end the present political crisis in the country.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারী	দ্য ডন	২৫মার্চ ১৯৭১

MUJIB WARNS AGAINST BID TO IMPOSE DECISION
Report of public address on March 24,1971 at Dacca

Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the Awami League, today warned against any attempt to impose a decision on the people of "Bangladesh" and said that "we would not tolerate it".

"Our demands are just and clear and they have to be accepted", he said.

Addressing a huge gathering which assembled in front of his house, Sheikh Mujib declared that the people were awake and were united like one man.

No power on earth could suppress their demands, he said. If anyone showed his "red eyes" to suppress the people's rights we would not tolerate them, he said.

Sheikh Mujib said: "We want a peaceful settlement but if anyone did not want it (peaceful settlement) you would not be able to suppress us. I hope nobody will try that", he added.

Sheikh Mujib said the movement would continue till the goal was achieved. Until the people of "Bangladesh" are emancipated and their rights achieved the struggle would continue, be said.

Communal Riot Warning

He, however, urged the people to maintain discipline in their struggle. He warned that a section of people were trying to sabotage the movement by starting communal riots. They have many things. They want to start violence on the hope of sabotaging the movement to get a share of the cake as divided by the monkeys, he said. He regretted to say that such an attempt was made at Saidpur.

He warned these people that such efforts would fail because the people of "Bangladesh" were united today. "Whatever conspiracy you indulge in you will not succeed in suppressing the demands of the people," he said.

Sheikh Mujib said, "We would not bow our heads to any force. We will free the people of Bangladesh". He declared that nobody could "purchase my head" "Others might betray the blood of the martyrs but I cannot", he said and added that the people would not allow the blood of martyrs to go waste.

He, therefore, urged the people to keep up the movement while they remain prepared for any eventuality, "I do not know whether 1 shall live to give the order for the intensified struggle. You must continue your struggle to realize your rights", he said.

He told the people not to tolerate the force and oppression and urged them to resist them.

No less than two scores of procession of men, women and children converged at the house of Sheikh Mujib to express their solidarity in the people's movement and confidence in the leadership of the Sheikh.

Amidst thunderous applause he declared that he was ever ready to face bullets but he would never allow the 75 million Bengalees to remain slaves.

Numerous souls were lost in cyclones, tidal bores and other natural calamities. We want to put to an end these senseless deaths of the Bengalees, he added.

Sheikh Sahib recounted the exploitation of East Pakistan by the vested interests and asserted that "Bengalees were no more ready to tolerate any injustice." "Either we shall live like men or we shall go out of existence fighting for our cause," he emphasized.

He made an impassionate appeal to the people to remain prepared for the eventual struggle and said, "In case I cannot give you orders, carry on the struggle with greater determination to gave the 75 million Bengalees from being slaves".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সারাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর উস্কানিমূলক আচরণের উপর সংবাদপত্রের রিপোর্ট	দ্য পিপলস	২৫মার্চ ১৯৭১

15 KILLED IN SAIDPUR
Lower rank Army Officers out to Foil settlement move.:
Provocation continues at various places.
A PEOPLE'S REPORT

Closely on the heels of genocide by alien Army in Dacca, Chittagong, Rajshahi, Jessore and Joydevpur, fresh brutalities have been perpetrated by the mercenaries in Saidpur. In indiscriminate Army firing, 15 unarmed Bengalee villagers were reportedly killed yesterday.

This barbarous genocide has been committed by lower ranks adventurists in the Army in a calculated manner to foil the President's efforts for thrashing out political settlement with the Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman.

It is reported that on the plea of disturbances between the locals and non-locals, the Army took up positions at various localities of Saidpur and resorted to unprovoked and indiscriminate firing killing 15 persons and injuring 50 others.

On receipt of this news, the Deputy Commissioner of Rangpur rushed to the scene and requested the Commander of the Army men deployed there to withdraw in the interest of peace and tranquility. But the Army men refused to oblige him.

Under the cover of West Pakistan Army protection, the non-locals set fire to the houses of the locals which resulted in commotion. Saidpur is predominantly inhabited by settlers from outside who have been used by the lower ranks adventurists of the Army in a bid to aggravate the present political crisis further.

In another trouble spot, also predominantly inhabited by non locals, Mirpur, tension prevailed throughout the day yesterday following the incidents that took place the night before. The Punjab Regiment moved into the areas yesterday morning. A reign of terror had been let loose in the area from 12 noon to 2-30 p.m. Police and E.P.R. reached the disturbed area after 2-30 p.m.

Guns, bombs and various other weapons were freely used by the miscreant while attacking the houses where the new flag of Bangladesh were hoisted in the day. Two live bombs were still lying in front of the Quarter No. 12 and 16 at Lane No.9, Block B, Section 13, at the time of writing this report. A Private Car No. Dacca Ga- 7117 was seen moving in the area carrying the Army of Punjab Regiment.

It was learnt that on the night of Tuesday-Wednesday last, the houses of Bengalees in the area were attacked by miscreants for hoisting the new flag of Bangladesh. The Headmaster of the Mirpur Bengali Medium School at Section No. 10 was assaulted and stabbed as a flag of Bangladesh was hoisted atop the School building. The flag itself was later burnt.

Attempt was also made to bum down the Awami League office at Sec. 10. The flag of this office was burnt.

The house of a Bengalee in front of the Bus stop was completely gutted. Many people were stabbed at section No.6.

These fresh provocations by the alien Army have followed excesses and massacre in Joydevpur early this week.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাবার জন্য শেখ মুজিবের আহবান	দ্য ডন	২৬ মার্চ ১৯৭১

MUJIB ORDERS RESUMPTION OF JUTE TRADE
Telecom links to function via Manila
Report of the directives released to the Press on March 25, 1971

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief, directed tonight that export of jute and jute goods from Bangladesh should be resumed forthwith.

In a fresh list of directives released to the Press tonight, the Sheikh asked the shipping companies not to refuse cargo from Bangladesh. He also assured foreign shipping companies that they will be allowed to remit their freight charges in foreign exchange according to normal procedures.

He also announced telecommunication links with foreign countries will function via Manila and London.

The following new directives and clarifications were issued by him :

Directive No. 36 (exports) : Export of jute and jute goods should be resumed forthwith and export documents should be negotiated through the Eastern Banking Corporation and Eastern Mercantile Bank Ltd., according to the procedure already laid down for pending export bills in directive No. 25(n).

Relevant sections of the Jute Board, the State Bank and Customs shall operate to approve and register export forms and to process sipping documents. Overseas mail and cable services shall be available for export and banking transactions. Shipping companies should not refuse to accept cargo. Foreign shipping companies are assured that they will be allowed to remit their freight in foreign exchange according to the normal procedure.

Directive No.5 (Imports) : (a) No amendment to letters of credit shall be permissible with regard to the destination of the cargo imported under such letter of credit.

(b) The necessary sections of PIA may function for delivery of the parcels and documents lying with them since 1st March 1971.

Directive No.9 (Post and Telegraphs): All telecommunication to foreign countries shall function via Manila and London. All production unit such as Telephone Industries Corporation, Cable Industries Corporation and the Telegraph Workshop shall function normally with immediate effect.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিব কর্তৃক ২৭ তারিখে বাংলাদেশের হরতালের আহবান	পাকিস্তান টাইমস	২৬ মার্চ ১৯৭১

MUJIB CALLS FOR STRIKE ON 27TH:
PROTEST AGAINST ARMY OPERATIONS
Statement on March 25, 1971 at Dacca

Sheikh Mujibur Rahman today gave a call for a general strike throughout "Bangladesh" on March 27^{th} as a mark of protest against "heavy firing upon the civilian population" in Saidpur, Rangpur and Joydevpur.

In a statement he declared that such "atrocities and killing of unarmed people would not go unchallenged"

He said, "I am shocked to hear of the military action in Saidpur, Rangpur and Joydevpur. There are reports of heavy firing upon the civilian population and of atrocities being committed on them. The police are being totally by-passed while a reign of terror is being unleashed. From Chittagong, reports are pouring in of heavy firing".

He said all this had happened while the President is at Dacca for the declared purpose of resolving politically the grave crisis facing the country. "I urge him to order immediate cessation of such military operations", he said.

It should be known that such atrocities and killing of unarmed people shall not go unchallenged. I am confident that the brave sons of "Bangladesh" are ready to face all eventualities in order to attain their goal, that is, the emancipation of the people of the "Bangladesh", he added.

The following exemptions shall be allowed during the strike:

Hospitals, ambulances, doctors, cars, medicine shops, press and press cars, water, gas and electric supply.

According to another message. Sheikh Mujib today called upon the people to remain prepared for supreme sacrifices "to realize your right".

Addressing a huge procession from Rayerbazaar area, the Sheikh said: "If some of us have to die again for our rights, this will be the last time".

He said there must not be any relaxation in the movement in which the people of East Pakistan had demonstrated their unity.

The Sheikh said that the Bangalees were dying every year in floods and cyclones. “ It seems they are born to die in these calamities” he added.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকার গণহত্যার উপর সায়মন ড্রিং-এর প্রতিবেদন	ডেইলি টেলিগ্রাফ	৩০ মার্চ ১৯৭১

GENOCIDE IN BANGLADESH
SOME EYE-WITNESS ACCOUNTS
"HOW DACCA PAID FOR A UNITED' PAKISTAN"
Report by Simon Dring of Daily Telegraph, London.

Sheikh Mujibur Rahman, East Pakistan's popular political leader was seen being taken away by the army, and nearly all the top members of his Awami League Party have also been arrested.

Leading political activities have been arrested, others are dead, and the offices of two papers which supported Mujibur's movement have been destroyed.

But the first target as the tanks rolled into Dacca on the night of Thursday, March 25, seems to have been the students.

An estimated three battalions of troops were used in the attack on Dacca- one of armored, one of artillery and one of infantry. They started leaving their barracks shortly before 10 p.m. By 11, firing had broken out and the people who had started to erect makeshift barricades- overturned cars, three stumps, furniture, concrete piping- became early casualties.

Sheikh Mujibur was warned by telephone that something was happening, but he refused to leave his house. "If I go into hiding they will burn the whole of Dacca to find me," he told an aide who escaped arrest.

The students were also warned, but those who were still around later said that most of them thought they would only be arrested. Led by American supplied M-24 World War II tanks, one column of troops sped to Dacca University shortly after midnight. Troops took over the British Council Library and used it as a fire base from which to shell nearby dormitory areas.

Caught completely by surprise, some 200 students were killed in Iqbal Hall, headquarters of the militantly anti-government student's union, I was told. Two days later, bodies were still smoldering in burnt-out rooms, others were scattered outside, more floated in a nearby lake, an art student lay sprawled across his easel.

The military removed many of the bodies, but the 30 bodies till there could never have accounted for all the blood in the corridors of Iqbal Hall.

At another hall, reportedly, soldiers buried the dead in a hastily dug mass grave which was then bull-dozed over by tanks. People living near the university were caught

in the fire too. and 200 yards of shanty houses running alongside a railway line were destroyed.

Army patrols also razed nearby market area. Two days later, when it was possible to get out and see all this, some of the market's stall-owners were still lying as though asleep, their blankets pulled up over their shoulders. In the same district, the Dacca Medical College received direct bazooka fire and a mosque was badly damaged.

As the university came under attack other columns of troops moved in on the Rajarbag headquarters of the East Pakistan Police, on the other side of the city. Tanks opened fire first, witness said: then the troops moved in and leveled the men's sleeping quarters, firing incendiary rounds into the buildings. People living opposite did not know how many died there, but out of the 1,100 police based there not many are believed to have escaped.

Mujib's arrest

As this was going on. other units had surrounded the Sheikh's house. When contacted shortly before 1 a.m. he said that he was expected an attack any minute and had sent everyone except his servants and bodyguard away to safety.

A neighbor said that at 1-10 a.m., one tank, an armored car, and trucks loaded with troops drove down the street firing over the house. "Sheikh you should come down", an officer called out in English as they stopped outside. Mujibur stepped out onto his balcony and said. "Yes. I am ready, but there is no need to fire. All you need to have done is call me on the telephone and I would have come".

The officer then walked into the yard and told Mujibur: "You are arrested".

He was taken away along with three servants, an aide and his bodyguard, who was badly beaten up when he started to insult the officer. One man was killed- a night watchman hiding behind the fence of the house next door.

As the Sheikh was driven off- presumably to army headquarters- the soldiers moved into the house, took away all documents, smashed everything in sight locked the garden gate, shot down the green, red and yellow "Bangladesh" flag and drove away.

By 2 O'clock Friday

Fires were burning all over the city, and troops had occupied the university and surrounding areas. There was still heavy shelling in some areas, but the fighting was beginning to slacken noticeably. Opposite the Intercontinental Hotel Platoon of troops stored the empty office of "The People" newspaper, burning it down along with most houses in the area and killing the night watchman.

City lies silent

Shortly before dawn most firing had stopped, and as the sun came up an eerie silence settled over the city, deserted and completely dead except for noise of the crows and the occasional convoy of troops or two or three tanks rumbling by mopping up.

At noon, again without warning, columns of troops poured into the old section of the city where more than 1 million people lived in a sprawling maze of narrow winding streets.

For the next 11 hours, they devastated large areas of the "old town", as it is called, where Sheikh Mujibur had some of his strongest support in Dacca English Road, French Road, Naya Bazar, City Bazar were burned to the ground.

"They suddenly appeared at the end of the street", said one old man living in French Naya Bazar area. "Then they drove down it, firing into all the houses".

The lead unit was followed by soldiers carrying cans of gasoline. Those who tried to escape were shot. Those who stayed were burnt alive. About 700 men. women and children died there that day between noon and 2 p.m. I was told.

The pattern was repeated in at least three other areas of up to a half square mile or more. Police stations in the old town were also attacked.

Constables killed

"I am looking for my constables", a police inspector said on Saturday morning as he wandered through the ruins of one of the bazars. "I have 240 in my district, and so far I have only found 30 of them- all dead.

In the Hindu area of the old town, the soldiers reportedly made the people come out of their houses and shot them in- groups. This area too was eventually razed.

The troops stayed on in force in the old city until about 11 p.m. on the night of Friday, March 26, driving around with local Bengali informers. The soldiers would fire a flare and the informer would point out the houses of Awami League supporters. The house would then be destroyed- cither with direct fire from tanks or recoilless rifles or with a can of gasoline, witness said.

Meanwhile troops of the East Bengal Regiment in the suburbs started moving out towards the industrial areas about 10 miles from the Sheikh's centers of support.

Filing continued in these areas until early Sunday morning, but the main part of the operation in the city was completed by Friday night- almost exactly 24 hours after it began.

One of the last targets was the daily Bengali language paper "Ittefaq". More than 400 people reportedly had taken shelter in its offices when the fighting started. At 4 o'clock Friday afternoon, four tanks appeared in the road outside. By 4-30 the building was an inferno, witnesses said. By Saturday morning only the charred remains of a lot of corpses huddled in back rooms were left.

Curfew lifted

As quickly as they had appeared, the troops disappeared from' the streets. On Saturday morning the radio announced that the curfew would be lifted from 7 a.m. until 4 p.m. It then repeated the Martial Law Regulations banning all political activity.

announced press censorship and ordering all government employees to report back to work. All privately owned weapons were ordered to be turned into the authorities.

Magically, the city returned to life, and panic set in. By 10 a.m. with palls of black smoke still hanging over large areas of the old town and out in the distance toward the industrial areas, the streets were packed with people leaving town. By car and in rickshaws, but mostly on foot, carrying their possessions with them, the people of Dacca were fleeing. By noon the refugees numbered in the tens of thousands.

"Please give me lift, I am old man"-"In the name of Allah., help me"-"Take my children with you5',

Silent and unsmiling they passed and saw what the army has done. They looked the other way and kept on walking. Down near one of the markets a shot was heard. Within seconds, 2,000 people were running; but it had only been someone going to join the lines already forming to turn in weapons.

Government offices remained almost empty. Most employees were leaving for their villages ignoring the call to go back to work. Those who were not fleeing wandered aimlessly around, the smoking debris, lifting blackened and twisted sheets of corrugated iron (used in most shanty areas for roofing) to savage from the ashes what they could.

Nearly every other car was cither taking people out into the countryside or flying a red cross and conveying dead and wounded to the hospitals.

In the middle of it all occasional convoys of troops would appear, the soldiers peering- equally unsmiling- down the muzzles of their guns at the silent crowds. On Friday night as they pulled back to their barracks they shouted "Narai Takbir". an old Persian war cry meaning "We have won the war". On Saturday when they spoke it was to shout "Pakistan Zindabad- Long live Pakistan".

Fast-selling Flags

Most people took the hint. Before the curfew was reimposed the two hottest-selling items on the market were gasoline and the national flag of Pakistan. As if to protect their property in their absence, the last thing a family would do before they locked up their house would be to raise the flag.

At 4 o'clock Saturday afternoon, the streets emptied again. The troops reappeared and silence fell once more over Dacca. But firing broke out again almost immediately. "Anybody out after four will be shot", the radio had announced earlier in the day.

A small boy running across the street outside the Intercontinental Hotel two minutes after the curfew fell was stopped, slapped four times in the face by an officer and taken away in a jeep.

The night watchman at the Dacca Club, a bar left over from the colonial days, was shot when he went to shut the gale of the club. A group of Hindu Pakistanis living around

a temple in the middle of the race course were all killed apparently because they were out in the open. '

Refugees who came back into the city, after finding that roads leading out of it were blocked by army, told how many had been killed as they tried to walk across country to avoid the troops.

Beyond these roadblocks was more or less no-man's land, where the clearing operations were still going on. What is happening out there now is anybody's guess, except the army's.

Many people took; to the river to escape the crowds on the roads, but they ran the risk of being stranded waiting for a boat when curfew fell. Where one such group was sitting on Saturday afternoon there were only bloodstains the next morning.

Hardly anywhere was there evidence of organized resistance. Even the West Pakistani officer scoffed at the idea of anybody putting a fight.

"These bugger men", said one Punjabi lieutenant "could not kill us if they tried."

"Things are much better now", said another officer. "Nobody can speak out or come out. If they do we will kill them-they have spoken enough-they are traitors, and we are not. We are fighting in the name of God and a united Pakistan."

(Despatch by Simon Dring of Daily Telegraph.
London, in Washington Post,
March 30, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী লীগ সংবিধান কমিটি কর্তৃক ৬ দফার ভিত্তিতে প্রণীত পাকিস্তানের খসড়া সাশনতন্ত্র (অংশ)	ডঃ কামাল হোসেন	.. ১৯৭০

DRAFT CONSTITUTION OF THE FEDERAL REPUBLIC OF PAKISTAN
PREAMBLE

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, We, the peoples of the autonomous States of Bangladesh, the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan,

Having by our common struggle against colonial rule attained the right of self determination,

In order to secure for ourselves and for our posterity the right to live in freedom and with dignity and to establish a real, living democracy, wherein equality and justice, political, economic and social, would prevail.

Having had to struggle, since independence, against successive usurpers of the power, which rightfully belonged to the people.

Having now attained victory, as a result of the heroic sacrifices of the martyrs who laid down their lives in order to end exploitation of man by man, and region by region.

Resolving that the high ideals for which they laid down their lives shall be fundamental principles of the Constitution.

Further resolving that guarantees shall be embodied in this Constitution to enable the peoples of Pakistan, Muslims, Hindus, Buddhists, Christians, Persians and of other religions to profess and practice their religion and to enjoy all rights, privileges and protection due to them as citizens of Pakistan, and in pursuance of this object to enable the Muslims of Pakistan, individually and collectively, to order their lives in accordance with the teachings of Islam as set out in the Holy Quoran and the Sunnah.

Affirming that the Constitution shall effectively guarantee supremacy of civil power, exercised through elected representatives of the people, over the armed forces and all military authorities;

Solemnly pledging that it is our sacred duty to abide by and to safeguard, protect and defend this Constitution and to maintain its supremacy, as the embodiment of the will of the people and the basis, freely determined by them, for living together in a federal State and striving together so that we may prosper and obtain our rightful place amongst the

nations of the world and make our full contribution towards international peace and the progress and happiness of humanity.

IN THIS ASSEMBLY, this the…………………............day of……………………..

One thousand nine-hundred and seventy-one, corresponding to the …………………...

day of ……………..1391 A.H. and the………………. day of………………………...

1377 B.S., WE DO HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

PART I—THE FEDERAL REPUBLIC AND ITS TERRITORIES

The Republic and its territories

1(1) Pakistan shall be a Federal Republic under the name of Federal Republic of Pakistan, and shall be composed of the autonomous States of Bangladesh, Punjab, Sind. Pakhtunistan and Baluchistan, and such other territories as may become included in Pakistan, whether by accession or otherwise.

(2) The territories of each of the States as are included in Pakistan are specified in the First Schedule.

Alteration of territories of States

2. No Bill providing for altering the limits of a State or increasing or diminishing the area of any State shall be introduced in the Federal Parliament, unless it has earlier been approved by the Assembly of the State concerned by the votes of not less than two-thirds of the total members of that Assembly.

*   *   *   *   *   *

PART III—DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

1. ISLAM

(1)No law shall be repugnant to the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quoran and Sunnah.

(2)Facilities shall be provided for the teaching of the Holy Quoran and Islamiat to the Muslims of Pakistan.

(3)Observance of Islamic moral standards should be promoted amongst the Muslims of Pakistan.

II. RIGHTS OF MEMBERS OF OTHER RELIGIOUS DENOMINATIONS

Members of all other religious denominations shall enjoy full rights of citizenship and in addition to the constitutional protection of their fundamental rights, their legitimate rights and interests shall be duly safeguarded in all spheres.

III. ESTABLISHMENT OF A SOCIALIST ECONOMIC SYSTEM WITH A VIEW TO ACHIEVING A SOCIETY FREE FROM EXPLOITATION.

With a view to achieving a just and egalitarian society, free from exploitation of man by man and of region by region, a socialist economic system shall be established.

IV. STATES RESPONSIBILITY TO ENSURE BASIC NECESSITIES OF LIFE. EMPLOYMENT. IMPROVEMENT IN THE STANDARD OF LIVING, AND SOCIAL SECURITY.

It shall be fundamental responsibility of the planned economic growths development:

(i) the provision to all citizens of the basic necessities of life, including food, clothing, shelter, education and medical care;

(ii) the right to work, that is, the right to guaranteed employment at a reasonable wage, having regard to the quantity and quality of work;

(iii)the right to reasonable rest, recreation and leisure;

(iv)the steady and sustained improvement in the standard of living, material and cultural, of the people;

(v) the provision of social security, through, inter alia, the extensive development of compulsory social insurance of industrial, office and professional workers; (vi) the right to maintenance in old age.

V. RIGHTS OF WORKERS AND PEASANTS

It shall be a fundamental responsibility of the Slate to safeguard and promote the rights and interests of workers and peasants.

VI. EMANCIPATION OF THE RURAL MASSES FROM EXPLOITATION AND IMPROVEMENT IN THEIR QUALITY OF LIFE.

The rural masses shall be emancipated from exploitation by, among other measures, the total abolition of the Jagirdari, Zamindari and Sardari systems and the re-orientation of the land system in the interests of the actual tillers of land.

*   *   *   *   *   *

XVIII. ECONOMIC BENEFITS OF FEDERAL EXPENDITURE

Every effort shall be made to ensure that the economic benefits of federal expenditure shall be equitably distributed among all the States in the Federation.

XIX.REPRESENTATION IN FEDERAL GOVERNMENT

Steps shall be taken immediately to ensure that all the States in the Federation are represented, on the basis of the population of each State, in all spheres of the Federal Government.

XX.REPRESENTATION IN THE DEFENCE SERVICES

Every effort shall be made to ensure that, within the shortest possible time persons from all the States are represented, on the basis of population of each State in all branches of the Defense Services of the Federation and extraordinary measures, if necessary, shall be adopted to implement this Principle.

XXI. REGIONAL SELF-SUFFICIENCY IN DEFENCE

Having regard to the extraordinary geo-political situation of Pakistan, each of its two regions shall be made self-sufficient in man, materials, training and logistic facilities, in order to defend itself.

XXII. DEVELOPMENT OF LANGUAGES AND CULTURES

Immediate measures shall be taken to ensure that Bengali, Urdu and the languages in use in a State, where appropriate, shall replace English in all walks of life. Every effort shall be made to encourage the development of the language, literature and culture of every area in Pakistan.

XXIII. PROTECTION OF ANCIENT MONUMENTS

It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or objects of artistic or historic interest, declared by law to be of historic significance from spoliation, disfigurement, destruction, or removal, dispose or export, as the case may be.

XXIV. PROMOTION OF INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY

The State shall endeavor to—

(a) promote international peace and security;

(b) maintain just and honorable relations between nations.

(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and

(d) encourage peaceful settlement of international disputes.

XXV. STRUGGLE AGAINST IMPERIALISM, COLONIALISM AND APARTHEID

Pakistan shall support the struggle of the oppressed people of the world against imperialism, colonialism and apartheid.

PART VI—THE FEDERAL CAPITAL TERRITORIES

96. (1) The Federal Republic shall have two capitals situated respectively at Dacca in the State of Bangladesh and at Islamabad in the State of the Punjab.

(2) The area of the federal capital territory at Dacca (in this Constitution referred to as "the Dacca Federal Capital Territory") and the area of the federal capital territory at Islamabad (in this Constitution referred to as, the Islamabad Federal Capital Territory") shall be determined by the Federal Parliament.

(3) The principal seat of the Federal Parliament shall be located in the Dacca Federal Capital Territory and the principal seat of the Federal Court shall be located in the Islamabad Federal Capital Territory.

Provided, however, that a another seat of the Federal Parliament shall be located at Islamabad and a second scat of the Federal Court, including a permanent Division consisting of not less than three Judges shall be located at Dacca and the Federal Parliament and Federal Court shall function for not less than four months at the place where its second seat is located.

(4)The executive organs of the Federal Government shall maintain parallel establishments of equivalent strength in the Dacca Federal Capital Territory and the Islamabad Federal Capital Territory.

(5) The Federal Government shall function during winter with its headquarters in the Dacca Federal Capital Territory -and during summer with its headquarters in the Islamabad Federal Capital Territory.

(6) The Federal Parliament, by law, shall make provision for the government and administration of the Federal Capital Territories.

PART VII—RELATIONS BETWEEN THE FEDERATION AND THE STATES

CHAPTER I- LEGISLATIVE POWERS.

Federal and State Law Making Powers

97. (I) Subject to the provisions of the Constitution the Federal Parliament shall have exclusive power to make laws for the whole or any part of Pakistan with respect to any matter enumerated in the Fifth Schedule and each State Assembly shall have exclusive power to make laws for the whole or part of that State in respect of any matter not enumerated in the Fifth Schedule including in particular those matters which are set out in the Sixth Schedule.

(2) The Federal Parliament may make laws for the whole or any part of Pakistan in respect of matters not enumerated in the Fifth Schedule for the purpose of implementing any treaty, convention or agreement between Pakistan and any other country or of any arrangement with or decision of an international organisation of which Pakistan is a member :

Provided that any provision of law enacted in pursuance of this clause shall not come into operation in a State unless the State Government has, by Order, signified its consent to such law having effect within the State.

(3)No law made by the Federal Parliament or a State Assembly shall be invalid or otherwise inoperative only on the ground that it would have extra territorial operation.

(4)Subject to the provisions of the Constitution, the Federal Parliament have power (but not exclusive power) to make laws for the Dacca Federal Capital territory and the Islamabad Capital territory with respect to any matter not enumerated in the Fifth Schedule in the event of any inconsistency between a Federal law or a State law applicable to Federal Capital territories, the Federal law shall prevail.

(5)If the State Assembly of two or more States propose that an Act of Parliament should be enacted to give effect to any agreement or scheme between the States concerned and if resolutions to that effect are passed by the State

Assemblies concerned, it shall be lawful for the Federal Parliament to pass such an Act even if it relates to a matter not enumerated in the Fifth Schedule.

(6)For avoidance of doubt, it is declared that Federal Parliament shall only have such powers to make laws as have been expressly conferred upon it by this Constitution and all other legislative powers, including the powers of residing legislation, shall vest in each Sate Assembly.

98. Any enactment made by a legislature in respect of a matter which is not within its law-making power shall be void.

CHAPTER 11—ADM INISTR ATIVE RELATIONS BETWEEN THE FEDERATION AND THE STATES

Extent or Executive Authority of the Federation

99. The executive authority of the Federation extends to all matters with respect to which the Federal Legislature has exclusive power to make laws.

Extent of Executive Authority of the states

100.The executive authority of a State extends to all matters with respect to which its Legislative has power to make laws.

Federal Regulatory Board for International and inter-regional communication

101.(1) There shall be a Federal Regulatory Board for International and Inter-Regional Communications charged with the duty of regulating, subject to clause (4) of this Article, the functioning of the agencies, both under private or public ownership, engaged in the international or inter-regional communications, more particularly

enumerated in the Seventh Schedule, for the purpose of coordination and rendering of uniform services to every State.

(2) The composition, powers, duties, administration and management of the Board referred to in Clause (1) shall............................ be regulated by an Act of Parliament.

(3) The different agencies engaged in the field of international and interregional communications owned till the commencement day of the Central Government shall cease to be owned by the Federal Government and the assets and liabilities of such agencies shall be apportioned between the respective States or if the States of the western region are so desirous between the States of Bangladesh of the One Part and the four Slates of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan of the Other Part, but any two or more State may by agreement establish agencies fop joint ownership, administration and management in respect of matters previously dealt with or owned by the Central Government.

(4) The regulatory functions of the Board referred to in Clause (1) of this Article shall be confined—

(a) In the case of International and inter-regional air communication and inter-regional shipping, to ensuring the maintenance of regular services, fixing uniform fares and freight rates, providing safety measures and ensuring compliance with the relevant international conventions to which Pakistan is a party;

(b) In the case of international and interregional postal, telegraph and telephone communications, to ensuring adequate services, determination of uniform rates and charges, and ensuring compliance with relevant international conventions to which Pakistan is a party;

(c) In the case of wireless, broadcasting and television, to the allocation of wave lengths for transmission and ensuring compliance with the relevant international conventions to which Pakistan is a party.

Settlement of Disputes

102. Any disputes between States inter se may be referred by agreement to arbitration.

CHAPTER III-FLNANCIAL PROVISIONS

Federal levy

103. (1) A "federal levy" shall be payable to the Federal Government by each State Government being the proportion stipulated in clause (2) of this Article of the total sum,

comprising both local and foreign currency, required to meet the expenditures charged upon the Federal Consolidated Fund and other expenditures in respect of which demands for grants having been submitted to the Federal Parliament have been assented to by the Federal Parliament.

(2) The proportions referred to in Clause (1) shall be:

(a) Bangladesh	...	...	...	27%
(b) Punjab	...	... '	...	43%
(c) Sind	...	...	...	21%
(d) Pakhtunistan	...	...	...	7.4%
(e) Baluchistan	...	...	...	1.6%

(3) Each State shall be under a fundamental constitutional obligation to pay to the Federal Government the federal levy which shall be the first charge upon the State Consolidated Fund of each State.

Federal Finance Commission

104. (1) There shall be a Federal Finance Commission which shall be constituted byan Act of Parliament which shall, subject to the provisions of the Constitution, define the powers and functions of the Commission.

(2) The Federal Finance Commission shall once in Five years, and for the first time at the expiry of five years from the commencement day, review the proportions stipulated by Clause (2) of Article 103 by way of "federal evy" payable to the Federal Government by the Stale Governments and, upon such review, maintain or alter proportions having regard to the principles of federal equity and, in particular having regard to the ability to pay by each State, the participation of persons of each State in the different spheres of the Federal Government and the pattern of location of the Federal expenditure.

Borrowing by the Federal Government

105. (1) The executive authority of the Federal Government shall extend to borrowing on the security of the Federal Consolidated Fund within the limits imposed by this Constitution and within such further limits, if any, as may be determined by Act of Parliament, and to giving of guarantees within such limits.

(2) The borrowing of the Federal Government shall be limited to borrowing from the public except in the case of ways and means advances within a financial year which advances may be obtained from the Reserve Banks of the States.

(3) The Federal Government securities issued for any borrowing under this Article shall not be eligible as reserves of the commercial banking system.

(4) All liabilities incurred by the Federal Government in respect of foreign loans during the relevant period shall be dealt with in the following manner:

(a) Foreign loans incurred for central expenditure which are not allocable between
the eastern region and the western region shall be charged to the Federal Consolidated Fund.

(b) The liability to service foreign loans which have been utilized in the eastern region during the relevant period shall be borne by the State of Bangladesh:

Provided that such liability shall be reduced by an amount equivalent to the amount transferred during the relevant period to the eastern region out of the total foreign exchange earned by the State of Bangladesh.

Explanation: The amount of foreign exchange deemed to be transferred during the relevant period from the State of Bangla Desh to the western region shall be the amount by which the foreign exchange earned by the State of Bangla Desh but utilized during the relevant period in the western region exceeds the deficit of the State of Bangla Desh in the inter regional trade during the relevant period.

(c) The liability to service foreign loan which remains after the assumption by the State of Bangladesh of such part of the total liability as is referred to in sub-clause (b) of this Clause shall be borne by the States of the western region, namely, the States of Punjab, Sind, Paktunistan and Baluchistan, and further apportionment, if. so desired by the States of western region, between the States of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan shall be affected (in such manner and on such basis as shall be provided after consultation with the representatives of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan).

Loans to and borrowing by state.

106.(1) The executive authority of a State Government shall extend to borrowing, including borrowing upon the security of the State Consolidated Fund within such limits, if any, as may be determined by an Act of the State Assembly, and to giving a guarantee within such limits, if any, as may be so determined.

(2) All domestic debt obligations outstanding on the commencement date from the State government to the Federal Government shall be written off.

Federal Reserve System.

107.(1) The State Bank of Pakistan shall be replaced by a Federal Reserve System, so that a Reserve Bank is established for the State of Bangladesh and one or more

Reserve Banks are established for the States of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan (whether there is to be one or more Reserve Bank in the western region is to be determined in consultation with the representatives of the States concerned).

(2) The Regional Reserve Bank for Bangladesh shall be incorporated under and regulated by the law of the State of Bangladesh and the other Region Reserve Bank or Banks shall be incorporated and regulated by the law (of such legislative organ as shall be determined in consultation with the representatives of the States concerned), and shall, subject to the powers vested in the Federal Reserve Board under clause 3 hereunder, exercise all the powers, functions and duties in respect of the area within its jurisdiction as are now exercised by the State Bank of Pakistan in respect of the whole of Pakistan, including in particular the following powers and functions:

(a) Acting as Bankers' Bank and Banker to the State Government;

(b) Custody of the foreign exchange earnings and reserves and gold reserves of the State;
(c) Formulation and implementation of monetary policy;
(d) Implementation of measures to prevent flight of capital from one State to another.

(3) The Federal Reserve Board shall have the powers enumerated hereunder and such other powers as the Reserve Banks may be agreement confer upon the Board:

(a) To recommend the external exchange rate of the rupee to the Federal Government;

(b) To issue currency notes and mint coins at the request of the Reserve Bank against assets as provided by the Reserve Bank concerned for circulation in the area within the jurisdiction of that Reserve Bank;

(b) To maintain and regulate mints and security presses;

(c) To perform in relation to international financial institutions such functions as were upon the commencement day being performed by the State Bank of Pakistan, which functions shall be performed in accordance with the directions of the Reserve Banks, in respect of matters affecting such Reserve Banks and the area falling within jurisdiction;

(4) The constitution, powers, functions and duties of the Federal Reserve Board, subject to the provisions of this, Constitution, shall be determined by an Act of Parliament, and until such time as an Act of Parliament is enacted by the Federal Government by Order.

Inter State Trade

108. (1) Subject to clause (2) of this Article an Assembly of a State shall not have power to make any law prohibiting or restricting:

(1) the entry from another State into the State of indigenous goods of any class or
description;

(ii) the export from the State to any other State of indigenous goods of class, or description.

(2) No State Law which imposes any reasonable restrictions in the interest of public health, public order or morality or for the purpose of protecting animals or plants from disease or preventing or alleviating any serious shortage in the State of any essential commodity, of developing within the State of industries producing any shall be invalid by reason of this Article.

109.(1) There shall be a Regional Co-ordination Board, consisting of the representatives of the Governments of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan for the purpose of joint administration, management, co-ordination or co-operation in respect of matters of common concern. (The composition of the Board shall be determined after consultation with the representatives of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan).

(2) The matters which in the first instance are deemed to be matters of common concern for the purpose of clause (1) of this Article are enumerated in the Eighth Schedule, (the items to be included in the Eighth Schedule shall be enumerated after consultation with the representatives of the States concerned); additional items may be added to the Eighth Schedule by Act of Parliament if the State Governments concerned make a joint proposal in that behalf to the Federal Parliament, supported by resolutions of the State Assemblies concerned.

(3) The powers, duties, functions, administration and management of the Board referred to in clause (I) shall be regulated (by such legislative organ as shall be determined after consultation with the representatives of the States concerned.)
Ownerless Property

110. Any ownerless property that has no rightful owner shall vest in the State in which it is located.

* * * * * *

THE SIXTH SCHEDULE
[Article 97(4)]

Matters in respect of which a State Assembly has exclusive power to make laws :

All powers, save and except those set out in the Fifth Schedule and including in particular the following:-

1. Economic Planning and economic resources.
2. Foreign Trade.
3. Taxation including in particular:-

   Duties of custom (including export duties).

   Duties of exercise.

   Taxes on sales and purchases.

   Taxes on income including agricultural income.

   Corporation taxes.

   Estate and succession duties.

   Taxes on capital value of assets.

   Terminal taxes on goods and passengers carried

   by land, sea and air;

   Taxes on their fares and freights.

   Taxes on mineral oil and natural gas.

   Taxes on consumption.

   Stamp duty.

   Taxes on land and buildings.

   All other taxes.
4. Reserve Bank of the State, its composition and functions.
5. Trade and commerce in all its aspects (including foreign trade).
6. Foreign aid.
7. Foreign exchange.
8. Stock exchange and-futures market.
9. Banking.
10. Insurance.
11. Corporations, that is to say, incorporation, regulation and winding-up of corporations.

12. Public Debt of the State including :-

(a) borrowing of money-on the security of the State Consolidated Fund.

(b) foreign loans.

13. Railways.

14. Maritime shipping and navigation.

15. Ports.

16. Electricity.

17. Natural gas.

18. Port quarantine and hospitals connected with port quarantine.

19. Fishing and fisheries including fishing beyond territorial waters.

20. Subject to the Provisions of Article 101, aircraft and air navigation; the provision of aerodromes; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes.

21. Post and post offices (subject to the Provision of Article 101).

22. Wireless, broadcasting and television (subject to the Provision of Article 101).

23. Nuclear energy including

(a) natural resources necessary for the generation of nuclear energy.

(b) the production of nuclear fuels and the generation and use of nuclear energy;

(c) ionizing radiations.

24. Meteorology-and meteorological observations. -

25. Lighthouse, including lightships, beacons and other provision for the safety of shipping and aircraft.

26. Carriage of passengers and goods by land, water Or by air within a State, that is,
intrastate transport and communications.

27. Import and export across customs frontiers

28. Copyright, inventions, designs, trade-marks and merchandise marks.

29. Petroleum and other liquids and substances.

30. Regulation of mines and oilfields and mineral development.

31. Regulation of labor and safety in mines and oilfields.

32. Criminal law, including criminal procedure; actionable wrongs.

33. Civil Procedure, including the law of limitation.

34. Evidence and oaths.

35. Transfer of property including agricultural land.
36. Trust and trustees.
37. Contracts, including partnership, agency, contracts of carriage and other special forms of contract, including contracts relating to agricultural land.
38. Arbitration, bankruptcy and insolvency; administrators-general and official trustees
39. Legal, medical and other professions.
40. Newspapers, books and printing presses.
41. Mechanically propelled vehicles.
42. Factories.
43. Welfare of labor; conditions of labor; provident funds; employers liability and workmen's compensation; health insurance; including invalidity pensions; old age pensions.
44. Trade unions; industrial and labor disputes.
45. Shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels, and the rule of the road on such waterways; carriage of passengers and goods on inland waterways.
46. The sanctioning of cinematograph films for exhibition.
47. Public order including the use of paramilitary forces and state militia.
48. Administration of justice; constitution and organisation of all courts except the Federal Court; procedure in Rent and Revenue courts, fees taken in all courts, except the Federal Court.
49. Police, including Armed Police, Railway and Village Police.
50. Para-military forces and state militia (in all its aspects including raising, maintaining and controlling thereof)-
51. Ansars.
52. Prisons, reformatories. Borstal institutions and other institutions of a like nature, and persons detained therein; arrangements with other state for the use of prisons and other institutions.
53. Removal from one state to another state of prisoners; vagrancy; criminal and nomadic tribes.
54. Land, that is to say, rights in or over land; land tenures, including the relation of landlord and tenant, and the collection of rents; transfer, alienation and devolution of agricultural land, and improvement and agricultural loans; colonization.
55. Court of Wards.

56. Works, lands and buildings vested in or in the possession of the State.
57. Compulsory acquisition or requisitioning of property.
58. Agriculture, including agricultural education and research protection against pests and prevention of plant diseases.
59. Local government, that is to say, the constitution and powers of municipal corporations, improvement trusts, district boards, mining settlement authorities and other local authorities for the purpose of local self-government or village administration.
60. Preservation, protection and improvement of stock, and prevention of animal diseases; veterinary training and practice.
61. Pounds and the prevention of cattle trespass.
62. Water, including water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power; flood control.
63. Education, including universities, technical education, and professional training.
64. Libraries and museums, and ancient and historical monuments.
65. Botanical, zoological and anthropological surveys.
66. Co-ordination and determination of standards in institutions for higher, education or research and scientific and technical institutions.
67. Public health and sanitation; hospitals and dispensaries.
68. Registration of births and deaths.
69. Gymnasia and other recreational facilities.
70. Burials and. burial grounds: cremations and cremation grounds.
71. Relief of the disabled and unemployed.
72. Industries.
73. Production, manufacture, supply and distribution of goods.
74. Markets and fairs.
75. .Spoils.
76. Manufacture, supply and distribution of salts.
77. Cultural institution.
78. Forests.
79. Protection of wild animals and birds.
80. Prevention of cruelty to animals.
81. Adulteration of food-stuffs and other goods.
82. Scientific and industrial research.
83. Social research.

84. Treasure trove.

85. Professions.

86. Inns and inn-keepers.

87. State Public Services; State Public Service Commission.

88. State pensions.

89. Administrator General.

90. Zakat.

91. Charities and charitable institutions; Charitable and religious endowments.

92. Tourism.

93. Salaries and allowances of members, the Speaker and the Deputy Speaker of the State Assembly; salaries and allowances of Ministers of the State Government, and the Advocate General.

94. Powers, privileges and immunities of the State Assembly and of the members and the committees thereof; enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before committees of the provincial Assembly.

95. Waqfs and mosques.

96. Orphanages and. poorhouses.

97. Offences against law with respect to any of the matters in this List.

98. Jurisdiction and powers of all courts, except the Federal Court with respect to any of the matters in this List.

99. Fees in respect of any of the matters in this List, but not including fees taken in this List.

100. Inquiries and statistics for .the purpose of any of the matters in this List.

THE SEVENTH SCHEDULE
(Article 101)

MATTERS IN RESPECT OF WHICH REGULATORY POWERS SHALL BE EXERCISED BY THE FEDERAL REGULATORY BOARD FOR INTERNATIONAL AND INTER REGIONAL TRADE.

(1) International and inter-regional telephones post and telegraphs.

(2) „ „ „ air communications.
(3) „ „ „ wireless, broadcasting and television
(4) Inter-regional shipping.

* * * * * *

সংযোজন-২

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন কর্তৃক মোসাফির ছদ্মনামে লিখিত রাজনৈতিক মঞ্চ শীর্ষক একটি উপ-সম্পাদকীয়	দৈনিক ইত্তেফাক	৪ অক্টোবর, ১৯৬৪

রাজনৈতিক মঞ্চ

মোসাফির

মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী অভিযান শুরু হইতে না হইতেই ক্ষমতাসীন মহল-এমনকি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পর্যন্ত বেসামাল হইয়া পড়িয়াছেন। ইতিপূর্বে কনভেনশন লীগের সেক্রেটারী জেনারেল কাম কেন্দ্রীয় প্রচার সচিব মিঃ ওয়াহিদ খান নির্বাচনী প্রচারকালে কাহারো প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ না চালাইবার যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহা তাদের দলই ভঙ্গ করিলেন। মেসার্স ওয়াহিদুজ্জামান, হাসিমুদ্দিন প্রমুখ ইতিমধ্যেই মিস জিন্নাহর বিরুদ্ধে আবোল-তাবোল মন্তব্য করিয়াছেন। অবশেষে গত পরশু লাহোরে সাংবাদিক সম্মেলনে স্বয়ং আইয়ুব সাহেব মিস ফাতেমা জিন্নাহ এবং প্রতিটি বিরোধী দলের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। ফিল্ড মার্শাল আয়ুবের পক্ষে রাজনীতিকদের গালিগালাজ করা, তাদের দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষ করা নূতন কিছু নয়। সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর উঠিতে বসিতে রাজনীতিকদের আদ্যশ্রাদ্ধ করাই ছিল শাসকমন্ডলীর প্রধান কাজ। ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির হয়রানীমূলক মামলা মোকদ্দমা রুজু করা হয়; শত শত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখা হয়; খামখেয়ালী ‘এবডো’ প্রয়োগ করিয়া পাঁচ সহস্রাধিক রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাকে রাজনীতি এবং নির্বাচনী পদের অযোগ্য করিয়া রাখা হয়। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে পাকিস্তানের সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়াদীকে গ্রেফতার করিয়া বিনা বিচারে সেলে আটক রাখা হয় এবং তার বিরুদ্ধে বৈদেশিক রাষ্ট্র হইতে অর্থ গ্রহণের মিথ্যা, নোংরা অভিযোগও করা হয়। তারপর ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব যখন কনভেনশন লীগের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন এক বক্তৃতায় তিনি বিরোধীদলীয় রাজনীতিকদের কেরায়া-কা টাটটু (ভাড়াটিয়া খচ্চর) বলিয়া গালাগালাজ করেন। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও দেশবাসী ধারণা করিতে পারে নাই যে, তিনি কায়েদের ভগ্নী মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহর দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষ করিতে পিছুপাও হইবেন না। লাহোরে তিনি তাহাই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কায়েদ আজমের ভগ্নী হইলেও মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহকে পাকিস্তানকে ধ্বস করিতে দেওয়া হইবে না। এক্ষণে পরিস্থিতি এই দাঁড়াইয়াছে যে, তিনি এবং তার সঙ্গীসাথী কতিপয় মুখচেনা লোক ছাড়া সকলেই যেন পাকিস্তান ধ্বংস করিতে উদ্যত। মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহসহ সকল রাজনৈতিক দলই পাকিস্তান ধ্বংস করিতে চায়; তিনি একাই পাকিস্তান-দরদী, তিনি একাই পাকিস্তানের রক্ষক-তাঁর বক্তব্যের নির্গলিত অর্থ এই দাঁড়ায় না কি? বিরোধীদলীয় রাজনীতিকদের কথা বাদ দিলাম। মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহও পাকিস্তানকে ধ্বংস করিতে চান এবং ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবই পাকিস্তানের একমাত্র রক্ষক-ইহা বিশ্বাস করা না করার ভার দেশবাসীর উপরই ন্যস্ত করা হইল।

ইহা বেসামাল মনের অভিব্যক্তি। আর ক্ষমতাসীন মহলের বেসামাল হইবার কারণও দেশবাসীর অবিদিত নাই। ২৯শে সেপ্টেম্বর ‘জুলুম প্রতিরোধ দিবস’ পালনের মধ্য দিয়া দেশবাসী ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে যে সুনির্দিষ্ট

রায় প্রদান করিয়াছে, তাতে তাদের বিচলিত বোধ না করিয়া উপায় নাই। বিরোধীদল সংগঠিত হইবার পরে- বিশেষতঃ মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহর মত দল-নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ সর্বজনমান্য নেত্রীর প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অবতীর্ণ হইবার পরে জনমতের যে প্লাবন সৃষ্টি হইয়াছে, তারই অভিব্যক্তি হিসাবে ২৯শে তারিখের সর্বত্র অভূতপূর্ব হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। মনকে অন্যভাবে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করা হইলেও জনমতের এই গতিধারা লক্ষ্য করিয়া ক্ষমতাসীন মহল ত্রাসিত ও হতোদ্যম। এই মুহূর্তে তাদের মানসিক ভারসাম্য হারান অস্বাভাবিক কিছু নয়। অতীতেও দেখা গিয়াছে যে কোন স্বার্থসর্বস্ব ক্ষমতাসীন দলের পতনের পূর্বাহ্নে তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যা' খুশি বলেন, যা' খুশি করেন। তাই, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক রাজনৈতিক দলগুলকে গালিগালাজ করা, তাদেরকে বন্য বিড়াল আখ্যায়িত করা- সর্বোপরি মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহর দেশপ্রেমের উপরও কটাক্ষা করা ভবিষ্যতের পরাজয়েরই লক্ষণ।

ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাকে সহজেই পরাজিত করিবার দম্ভোক্তি করিয়াছেন। জনমতের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে এই মুহূর্তে তার এই দাবী অশোভন ও অসময়োচিত। তিনি যদি নিজের জয় সম্পর্কে এতদূর স্থিরনিশ্চিত হন, তাহা হইলে মৌলিক গণতন্ত্রীদের মারপ্যাঁচ বাদ দিয়া তাঁকে প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে মিস জিন্নাহকে এই চ্যালেঞ্জ দিলেই তার দম্ভোক্তির সার্তকতা থাকিবে। অন্যথায়, গোটা দেশ যেখানে আজ একদিকে, সেখানে এই ধরনের দম্ভোক্তির অর্থ কি? ইহা কি মৌলিক গণতন্ত্রীদের উপর অবাঞ্ছিত সম্পর্কে এবং সর্বশেষ জামাতে ইসলামী বিরোধী দলে থাকিবে না এবং মিস জিন্নাহকে সমর্থন দিবে না বলিয়া অলীক প্রচার করিয়া নিরাশ হইয়াছেন, সেইরূপ আজিকার একটানা জনমতের প্রেক্ষিতে মৌলিক গণতন্ত্রীর উপর প্রভাব বিস্তারের স্বপ্নও অলীকে প্রমাণিত হইবে।

রাজনৈতিক দলের সমালোচনা অবাঞ্ছিত কিছু নয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক বিরোধীদলসমূহের আদর্শ ও কর্মপন্থার ভুল ব্যাখ্যা প্রদান-বিশেষতঃ তাদের দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষা করা জনসাধারণ কোন কালেই সমর্থন করে নাই। বরং এই ধরনের সমালোচনা ও গালাগালিতে যারা লিপ্ত হইয়াছে, জনমত তাদের বিরুদ্ধে গিয়াছে এবং তাদের ভরাডুবি হইয়াছে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দল উঠিতে বসিতে তাদের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবকে তাহা না জানা থাকিলেও দেশবাসীর তাহা জানা আছে। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে যে ভাষায় গালাগালি করিয়াছেন, তাহা পরিতাপজনক। দেশব্যাপী বিরোধী দলকে যেমন চেনেন, তার দলকে তেমনি চেনেন।

আওয়ামীলীগ সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন, তার হেতু কি তা' আমরা কিছুটা আঁচ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন যে, আওয়ামী লীগ 'জাতীয়তাবাদে' বিশ্বাস করে, পাকিস্তান শক্তিশালী হউক এমনি ব্যবস্থাদিতে তাদের আস্থা নাই। তাঁর এই ধারণার মূলে কি রহিয়াছে, তা' ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছু কিছু জানা আছে। আমি আওয়ামী লীগ বা কোন দলের মুখপাত্র হিসাবে নয়, একজন সাংবাদিক এবং এই প্রদেশের একজন অধিবাসী হিসাবে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া নিয়া শুধু 'ইত্তেফাকে' এবং 'ঢাকা টাইমসে' লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধেই নয়, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সহিতও সরাসরি একাধিকবার খোলাখুলি আলোচনা করিয়াছি। ১৯৬১ সালের ১৬ই আগস্ট ঢাকাতে সম্পাদকদের এক সভায় আমরা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারবিহীন, প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমরা পার্লামেন্টারী ধরনের শাসনতন্ত্র চাই, যাতে পূর্ব ও পশ্চিম পকিস্তান দেশের রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থার সমান অংশ ও সমমর্যাদা ভোগ করিতে পারে। আর যদি প্রেসিডেন্সিয়াল ধরনের শাসন-ব্যবস্থাই তার (প্রেসিডেন্টের) একান্ত কাম্য হয়, তবে

সেখানে এর সংখ্যাসাম্যের প্রশ্ন থাকিবে না এবং প্রেসিডেন্টকে সরাসরি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা আরো উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই পর্যন্ত যে অবস্থা চলিয়া আসিতেছে, তাতে পদে পদে প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য নীতি অনুসৃত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলিয়াছিলাম যে, কেন্দ্রীয় চাকুরী-বাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের হিস্যা শতকরা ১ ভাগেরও কম; আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় দপ্তরে একজন পূর্ব পাকিস্তানী সেক্রেটারী নাই; যেখানে দেশরক্ষা বিভাগে কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ৬৫/৭০ ভাগ ব্যয়িত হয়, সেখানেও পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা উল্লেখেরও অযোগ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্প এক অংশর মুষ্টিমেয় লোকের একচেটিয়া প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের পুঁজির শতকরা ১০ভাগও পূর্ব পাকিস্তানে গঠিত হয় নাই। তা'ছাড়া বৈদেশিক লোনেরও সিংহভাগ ব্যয়িত হইয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানে। ইহার পর আবার করাচী হইতে ফেডারেল রাজধানী অপসারণ করিবার কালে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের কথা বিবেচনা না করিয়াই পিন্ডি ও ইসলামাবাদে ফেডারের রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া জাতীয় সম্পদ হইতে তথায় শত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হইতেছে। এমতাবস্থায় পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানীদের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্ততঃ তাঁদের সমান অধিকার রহিয়াছে এবং এই অধিকার প্রয়োগ করিয়া কালক্রমে তারাসকল বৈষম্য ও অবিচারের অবসান ঘটাইতে পারিবে। কিন্তু 'স্থিতিশীলতার' নাম করিয়া দেশে যদি এমনি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, যাতে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও এক ব্যক্তির হস্তে এই একই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়, তবে পূর্ব পাকিস্তানীদের সেই সান্ত্বনার পথটুকুও রুদ্ধ হইবে।

আর অথনৈতিক বৈষম্য দূর কার জন্য আমরা প্রস্তাব দিয়াছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি ক্ষেত্রে-বিশেষতঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে স্বয়ংসম্পুর্ণ করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য অতঃপর পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রাসহ তাদের নিজস্ব সম্পদকে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন কার্যে নিয়োজিত করিবার সুযোগ দেওয়া হউক। বৈদেশিক কর্জ সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাব ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ বৈদেশিক লোন করিবে, সে তাহা সুদে-আসলে পরিশোধ করিবে। আমরা তখন মনে করিয়াছি যে, পূর্ব পাকিস্তানকে বৈষম্যের অভিশাপ হইতে সত্যিকারভাবে মুক্ত করিতে হইলে ইহাই ন্যুনতম কার্যকরী ব্যবস্থা। ইহার দ্বারা পাকিস্তানের অখন্ডত্ব বিপন্ন হইবার প্রশ্ন নাই; ইহার দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর হামলা করিবার প্রশ্ন নাই। বরং ইহা একটি উদার প্রস্তাব। কিন্তু যে মুষ্টিমেয় লোক দেশের গোটা সম্পদের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন, যারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মঙ্গলামঙ্গল উপেক্ষা করিয়া নিজেদের কর্তৃত্ব ও ভোগ-বিলাসকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন, যারা পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের মিল-কলে উৎপাদিত পণ্যের বাজার হিসাবে গণ্য করিতে চান, তারা এই প্রস্তাবকে বিকৃত করিবার চেষ্টা করিবেন জানি, কিন্তু আমাদের মনে কোন দুরভিসন্ধি নাই; বরং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহাও ভুলিয়া গিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন বিধান করিয়া পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলকে একইভাবে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করাই আমাদের লক্ষ্য।

সহজভাবে চিন্তা করিলে 'বাঙালী জাতিত্ব বোধ' অপরাধের কিছু নাই। বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বেলুচ মিলিয়াই পাকিস্তান। বাঙালী নিজেকে পাঠান বলিয়া জাহির করিলে কিংবা পাঞ্জাবী মুখে বাঙালী বলিলে তদ্বারা জাতীয় সংহতি গড়িয়া উঠে না; বরং উহা মোনাফিকেরই নামান্তর। পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অংশবিশেষ। কিন্তু যে মাটি আমাদের ধারণ করিয়াছে, যে জলবায়ু সেবন করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি সেই মাটি, সেই দেশ, সেই মানুষকে ভুলিয়া কিংবা তার তরককীর প্রশ্ন বাদ দিয়া আমরা ভুয়া দেশপ্রেমিক সাজিতে চাই না। বাঙগালীর পাকিস্তান সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। বন্দুক-কামান বা কোন ব্যক্তিবিশেষের 'শক্তিশালী' নেতৃত্বে পাকিস্তান অর্জিত হয় নাই। মানুষ নিয়া দেশ। আর পাকিস্তানের শতকরা ৬৫ ভাগ অধিবাসী বাস করে এই পূর্ব বাংলায়। তাঁদের প্রতি সুবিচার এবং তাদের ন্যায্য অংশ দাবী করিলে যদি বিকৃত অর্থ

ইহাকে বাঙালী জাতিত্ব বলা হয়, তবে সেখানে আমরা নাচার। পাকিস্তানের সংহতির নামে মুষ্টিমেয় লোক তাদের ভাগ্য গড়িয়া তুলিবে, ইসলামাবাদের জৌলুস বৃদ্ধি পাইবে, আর আমরা তাকে গোটা পাকিস্তানের জৌলুস বলিয়া মানিয়া নিব, তাহা হইতে পারে না। আমরা দুনিয়াবাসীকে দেখাইয়াছি যে, পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও জাতীয় সংহতি এবং পাকিস্তানের তরককীর জন্য সংখ্যাসাম্য মানিয়া নিয়াছিল। যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে 'বাঙালী জাতীয়তাবাদী'' ভাবধারার এবং পাকিস্তানকে শক্তিশালী না করিবার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের অবগতির জন্য উল্লেখ করা দরাকর যে, তারাই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্য সংখ্যাসাম্য নীতি সর্বাগ্রে মানিয়া নিয়াছিলেন। এবারেও আসন্ন নির্বাচনে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানীরা মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহর উপর অর্পন করিয়াছেন। ইহার পরও আমাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে দুর্বল করিবার অভিযোগ আনয়ন করিলে তাকে উদ্দেশ্যমূলক ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে। মেষশাবককে ভক্ষণ করিতে হইলে অজুহাতের অন্ত কি! কিন্তু এই পথে কাহারও হালে পানি পাইবার উপায় নাই।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইত্তেফাক পত্রিকার 'মিঠো-কড়া' শীর্ষক আরও একটি উপ-সম্পাদকীয়	দৈনিক 'ইত্তেফাক'	২০ এপ্রিল, ১৯৬৫

মিঠে-কড়া

ভিমরুল*

মূলধন গঠন, সরকারী উন্নয়ন ব্যয়, বৈদেশিক সাহায্য বণ্টন, বৈদেশিক মুদ্রা বন্টন, দেশরক্ষা ও প্রশাসনিক বিভাগে চাকুরী, সরকারী রাজস্ব বণ্টন, শিক্ষা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সরকারী আনুকূল্য ও সুযোগ-সুবিধা তথা জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান অবিরাম কিভাবে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, তাহা অধুনা বহুল আলোচনার বিষয়বস্তু। অতীতে প্রথম যখন এসব বৈষম্য বঞ্চনার কথা তোলা হয়, তখন অপরাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্রগণ সরাসরি ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া 'প্রাদেশিকতা', 'আঞ্চলিকতা, 'দেশানুগত্যহীনতা' ইত্যাদি তিরস্কারের দ্বারা সমস্যাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনকে যেমন ছাই-চাপা দিয়া রাখা যায় না, তেমনি দুই অঞ্চলের গুরুতর বৈষম্যের বাস্তব সত্যকেও শেষ পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ক্ষমতাসীন মহলের রক্তচক্ষু এবং রাজনৈতিক নির্যাতনের তাপ সহ্য করিয়াও জনগণ বিষয়টি তুলিয়া ধরিয়াছে। অবশেষে প্রধানতঃ কয়েকজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদের সত্যানুসন্ধিৎসা ও বলিষ্ঠতার গুণেই সমস্যাটির প্রকৃত স্বরূপ পরিস্কারভাবে অনুধাবনযোগ্য হইয়া উঠে। আজ অবশ্য সরকারীভাবে সমস্যাটি স্বীকৃত এবং দায়িত্বশীল সরকারী মুখপাত্রগণও এ সমস্যার প্রতিবিধানকল্পে রীতিমতো মুখর।

কিন্তু ইত্যবসরে এ ব্যাপারে নূতনতর একটি কথা চালু করার চেষ্টা চলিতেছে। বলা হইতেছে যে, সরকার যখন সমস্যাটির কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং উহার প্রতিকারের সংকল্প প্রকাশ করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও লেখালেখি বন্ধ হওয়া উচিত। কারণ, বিষয়টি অধিক আলোচনা নাকি দুই প্রদেশের মধ্যে তিক্ততা বাড়াইয়া তুলিবে এবং তার ফলে জাতীয় সংহতি ও ঐক্য বাধাগ্রস্ত হইবে। বলা বাহুল্য, অতীতে দুই প্রদেশের বৈষম্যের কথা উঠিলে যে মহলটি উহাকে 'প্রাদেশিকতা' ও 'আঞ্চলিকতা' বলিয়া চিৎকার জুড়িয়া দিত, সেই বিশেষ মহলটিই উপরোক্ত যুক্তিটির উদ্ভাবক। এই যুক্তি যে প্রকৃতপক্ষে সমস্যাটি হইতে দৃষ্টি সরাইয়া নিবার একটি কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয় তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, দুই প্রদেশের মধ্যে তিক্ততা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উহা বৃদ্ধি পাইবে বৈষম্যের বাস্তব সমস্যাটিরই জন্য-তৎসংক্রান্ত আলোচনার জন্য নয়। সমস্যাটির প্রতিবিধান হইলে তিক্ততা বৃদ্ধির আশংকা বিদূরিত হইতে পারে। সমস্যাটি অক্ষত রাখিয়া তৎসংক্রান্ত আলোচনা বন্ধ করিয়া দিলে তিক্ততা কিভাবে দূর হইবে আমরা বুঝি না; বরং তদবস্থায় সন্দেহ সংশয় আরো বৃদ্ধিই পাইবে। তাই বারবার আমরা এ কথাই বলিয়া আসিয়াছি যে, তিক্ততার আসল কারণকে দূর করিতে হইবে, লক্ষণগুলিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা অর্থহীন।

দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কে সরকারী মহলের প্রতিশ্রুতির মাত্রা অধুনা বৃদ্ধি পাইলেও সত্যিকার কাজ ঠিক সেভাবে হইতেছে কিনা, বলা কঠিন। আগামী কুড়ি বৎসরের মধ্যে দুই অঞ্চলের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া যে সব আশ্বাসবাণী উচ্চারিত হইতেছে, তৎসম্পর্কে সজ্ঞান মহলে আদৌ কোন আস্থার ভাব সৃষ্টি হইতেছে না।

* আহমেদুর রহমান (ভিমরুল)।

বরং প্লান-পরিকল্পনার অর্থ বরাদ্দ, শিল্প বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি এবং দেশরক্ষা ও প্রশাসনিক বিভাগসমূহে লোক নিয়োগের বিশিষ্ট ধারার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের মনে এরূপ আশংকাই দেখা দিয়াছে যে, আগামী কুড়ি বৎসরে বৈষম্যের মাত্রা সংকুচিত হওয়ার পরিবর্তে প্রসারিতই হইবে। যাই হোক, এ সম্পর্কে আপাতত বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়া সম্প্রতি প্রকাশিত একটি খবরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করিব।

বিদেশে অবস্থিত পাকিস্তানী দূতাবাস ও বাণিজ্য মিশণগুলিতে কর্মরত চাকুরীয়াদের ব্যাপারে একটি তুলনামূলক তথ্য উক্ত খবরে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকাশ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত পাকিস্তানী দুতাবাদ, কূটনৈতিক মিশন ও বাণিজ্য মিশনসমূহে কর্মচারীর সংখ্যা আঠার হাজারের কম নয়। এই আঠার হাজার কর্মচারীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীর সংখ্যা মাত্র তিনশত দশজন; অর্থাৎ শতকরা দুই জনেরও কম। উপরন্তু উক্ত কর্মাচরীর মধ্যেও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অফিসারের সংখ্যা নগণ্য, অধিকাংশ কেরানী, টাইপিষ্ট, রিসেপশনিষ্ট, বয়-বাবুর্চি ইত্যাদি।

পাকিস্তানের বৈদেশিক মিশনে পূর্ব পাকিস্তানীরা এই নিদারুন সংখ্যাল্পতা শুধু তথ্য হিসেবেই চমকপ্রদ নয়, ইহার তাৎপর্যও নানা দিক হইতে বিচার্য। পাকিস্তানের সরকারী রাজস্বের সিংহভাগ ব্যয়িত হয় দেশরক্ষা খাতে। দেশরক্ষার পরেই যে খাতে অধিক রাজস্ব ব্যয়িত হয় সেটা হইতেছে প্রশাসনিক বিভাগ। দেশরক্ষা বিভাগে পূর্ব পাকিস্তানীরা সংখ্যা কত তার সঠিক তথ্য জানা না থাকিলেও উহা যে তিন চার পার্সেন্টের বেশী নয় তাহা কোন কোন ভূতপূর্ব জাতীয় পরিষদ সদস্যের বক্তৃতাদি হইতে জানা গিয়াছে। প্রশাসনিক বিভাগেও পূর্ব পাকিস্তানীর সংখ্যা অন্য অঞ্চলের চাইতে অনেক কম। ১৯৬৪-৬৫ সালে পাকিস্তান সরকারের প্রশাসিনিক বিভাগে আটষট্টি কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্ধ হয়। তার মধ্যে বত্রিশ কোটি টাকাই ব্যয়িত হয় পাকিস্তানের বৈদেশিক মিশনগুলির জন্য। শতকরা হিসেবে উহা দাঁড়ায় প্রশাসনিক বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অর্থের শতকরা সাতচল্লিশ ভাগ। অতএব দেখা যাইতেছে, সরকারের যে দুইটি বিভাগে সর্বাধিক রাজস্ব ব্যয়িত হয়, সে দুই বিভাগে পূর্ব পাকিস্তানীর নিদারুন সংখ্যাল্পতার দরুন প্রায় সমুদয় অর্থই এক অঞ্চলে থাকিয়া যায়। জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুই বিভাগের খরচের যে প্রভাব, পূর্ব পাকিস্তানীরা তাহা হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানীদের আর্থিক জীবনের পক্ষে যে ইহা খুব ক্ষতিকর তাহা বলার প্রয়োজন করে না।

কিন্তু এই দিকটি ছাড়াও আরো একটি গুরুত্বসম্পন্ন দিক আছে। পূর্ব পাকিস্তান দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর আবাসস্থল। বহির্বিশ্বে পাকিস্তান, সম্পর্কে কোন ধারণা সৃষ্টি করিতে হইলে পূর্ব পাকিস্তানকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বৈদেশিক মিশনগুলি যেভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে অনিবার্যভাবেই দেশের পশ্চিমাঞ্চল পূর্বাঞ্চল অপেক্ষা বেশী প্রাধান্য পাইতেছে। পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে অনেক বিদেশী রাষ্ট্রে যে ব্যাপক অজ্ঞতা বিদ্যমান, তার কারণ ইহাই। ফলে পাকিস্তান বলিতে বিদেশে মোটামুটি পশ্চিম পাকিস্তানকেই বোঝাইয়া থাকে। একটি জাতি সম্পর্কে এরূপ খন্ডিত ধারণা যে সে জাতির জন্য কতটা ক্ষতিকর, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলার দরকার পড়ে? এই কারণেই অতীতে আমরা বহুবার বলিয়াছি যে, পাকিস্তানের, বৈদেশিক মিশনগুলি পুনর্গঠন করিয়া উহাতে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সংগত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপে সেরূপ কোন উদ্যোগই পরিলক্ষিত হইতেছে না। পূর্ব পাকিস্তান অথনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্য নীতির শিকার, বৈদেশিক মিশনের চাকুরী বৈষম্য সেই বৃহত্তর বঞ্চনারই অঙ্গ। এই বাস্তব সমস্যার সমাধান না হইলে এ সম্পর্কে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিয়া কিভাবে দুই প্রদেশের তিক্ততা দূর করা যাইবে, আমরা অন্তত তাহা বুঝিতে পারি না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান সম্বলিত ঢাকার বিভিন্ন দৈনিক 'আর সময় নাই' শিরোনামে প্রকাশিত যৌথ সম্পাদকীয়	ইত্তেফাক ও পাকিস্তান অবজার্ভার	১৪ মার্চ, ১৯৭১

আর সময় নাই

ইত্তেফাক, ১৪ মার্চ ১৯৭১

আমরা ঢাকার সংবাদপত্রসমূহ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন আসিয়াছে এবং এই মুহূর্তে একবাক্যে একসুরে কয়েকটি কথা বলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তেইশ বৎসরের ইতিহাসে জাতি আজ চরমতম সংকটে নিপতিত। দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক জীবনপদ্ধতি কায়েমের আশায় সমগ্র দেশ জীবনের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচনে শরিক হওয়ার পর দেশের আজ এই অবস্থা জনগণই দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; দেশের প্রশাসনিক কাঠামো কি হইবে, কি ধরনের সরকারইবা কায়েম হইবে তা নির্ধারণের ক্ষমতার অধিকারী কেবল তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই। গণতন্ত্রে যদি বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে দেশের আইন-কানুন প্রণয়ন বা রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে জনগণের প্রতিনিধিদের এই অধিকার কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এটা একটি মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিপাদ্য বটে। ক্ষমতায় যাহারা আজ সমাসীন আর ক্ষমতাসীনদের সহিত কানাকানি করার সুযোগ যাহাদের আছে তাঁহাদের ব্যর্থতাই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবণতির কারণ। বহিরাক্রমণ হইতে দেশের সীমান্ত রক্ষাই হইল সামরিক বাহিনীর কাজ। রাজনৈতিক বিতর্কে হস্তক্ষেপ বা পক্ষ গ্রহণ করা তাহাদের কোন দায়িত্বের আওতায় আসে না।

জনগণের সংগ্রাম যাতে অহিংসা পথেই পরিচালিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁহাদের হস্ত শক্তিশালী করাই আজ প্রয়োজন।

দেশের দুই অংশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি হইবে, তা নির্ধারণের দায়িত্ব দেশবাসী জনসাধারণ ও তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের।

আমরা মনে করি আজ সময় আসিয়াছে যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে রাজনৈতিক জীবনের এই বাস্তব সত্যগুলি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের বিচারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উচিত দেশের বুক হইতে সামরিক আইন তুলিয়া লইয়া অবিলম্বে দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাহার ফলশ্রুতিতে জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়।

TIME IS RUNNING OUT

THE PAKISTAN OBSERVER, March 14, 1971

We the daily newspapers of Dacca firmly believe that this is the time for decision and it is our bounded duty to speak with a common voice at this hour.

We are in the midst of the greatest crisis in our twenty-three years history. And this after the first over general elections in which the whole country participated in expectation of the fulfillment of its desire and demand for mitigation of a democratic system. The people are sovereign and their representatives have the system of government. One must recognize, if one is a believer in democracy, this right of the peoples representatives to make the laws and govern the country. This is a fundamental political question. The situation has become abnormal owing to the failure on the part of those in power and those who have access to the ears of power.

The armed forces are for defending the borders of the country against external aggressing. It is not their function to interfere in political controversy or take sides. Sheikh Mujibur Rahman and his party are pledged to see that the peoples struggle remain on the non violent plane and their hands have to be strengthened.

It is for the people and their representatives to decide what will be the future relationship between the two wings of the country.

We believe the time has come for President Yahya Khan lift Martial Law and reach a settlement immediately with Sheikh Mujibur Rahman, the leader of the majority party, so that power is transferred to the representatives of the people.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের অসহযোগ আন্দোলনের চিত্র	ইত্তেফাক, সংবাদ, পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ, Monring News	১-২৫ মার্চ, ১৯৭১

ইত্তেফাক

বিক্ষুব্ধ নগরীর ভয়াল গর্জন-আমি শেখ মুজিব বলছি	মার্চ ৩, ১৯৭১
দিনের ঢাকায় হরতালঃ রাত্রির রাজধানীতেঃ ৬ই পর্যন্ত সারা প্রদেশে কারফিউ ভঙ্গ হরতাল।	মার্চ ৩, ১৯৭১
রাজধানীতে পোস্তগোলার শ্রমিকদের বিরাট মিছিল	মার্চ ৩, ১৯৭১
বেতার-টেলিভিশন বর্জনের সিদ্ধান্তঃ প্রদেশের বিশজন বিশিষ্ট শিল্পীর যুক্ত বিবৃতি	মার্চ ৫, ১৯৭১
টঙ্গীতে গুলিবর্ষণে ৪ জন নিহত, ২৫ জন আহত	মার্চ ৬, ১৯৭১
চট্টগ্রামে ১৩৮ জন নিহতঃ ছাত্রলীদের শোক মিছিল	”
ছাত্রলীগের শোক মিছিল	”
ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরী সভায় “স্বাধীন বাংলাদেশ” ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন	মার্চ ১০, ১৯৭১
স্বাধিকার সংগ্রাম ও দায়িত্ব (সম্পাদকীয়)	মার্চ ১১, ১৯৭১
মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিক সমাজের দায়িত্ব। জাতীয় শ্রমিক লীগের জরুরী সভায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন।	মার্চ ১১, ১৯৭১
আগাম২২৩শে মার্চ ‘প্রতিরোধ দিবস’ পালনের আহবানঃ স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক কর্মসূচী ঘোষণা	মার্চ ১৮, ১৯৭১
জয়দেবপুরে বিরামহীন সান্ধ্য আইন অব্যাহত	মার্চ ১৯, ১৯৭১
স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ	মার্চ ১৯, ১৯৭১
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আহূত প্রতিরোধ দিবসের কর্মসূচী	মার্চ ২২, ১৯৭১
‘আজ থেকে আমরা আর প্রাক্তন নই-’ নেতা ও জনতার সহিত একাত্মতা ঘোষণা প্রসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিক	মার্চ ২২, ১৯৭১
এবারের ২৩শে মার্চ (সম্পাদকীয়)	মার্চ ২৩, ১৯৭১
’৭১-এর ২৩শে মার্চের সুরঃ আমরা শুনেছি ঐ, মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ (স্টাফ রিপোর্টার	মার্চ ২৪, ১৯৭১
টেলিভিশনে ধর্মঘটঃ অবিলম্বে সামিরক প্রহরীদের প্রত্যাহার দাবী	মার্চ ২৫, ১৯৭১

সংবাদ

অধিবেশন স্থগিতঃ নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদ	মার্চ ২, ১৯৭১
আজ জাতীয় শোক দিবস (শেখ মুজিবের আহ্বান)	মার্চ ৩, ১৯৭১

ন্যাপের ডাকে পল্টনে বিশাল জনসভা-দৃঢ় প্রত্যয় ও শৃংখলাসহ গণ-সংগ্রামকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিন।	মার্চ ৩, ১৯৭১
বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিরাট সমাবেশ	মার্চ ৩, ১৯৭১
নিহতের সংখ্যা ২৫-এ উন্নীত, আহত ১৩৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি	মার্চ ৪, ১৯৭১
শহীদ মিনারে ছাত্র ইউনিয়নের সভাঃ যুক্তফ্রন্ট গঠন করিয়া সংগ্রাম পরিচালনার ডাক	মার্চ ৪, ১৯৭১
শহীদ মিনারে ছাত্র ইউয়িনের জনসভাঃ রক্তপাত ঘটাইয়া বাংলার মানুষের মুক্তি সংগ্রাম স্তব্ধ করা যাইবে না	মার্চ ৬, ১৯৭১
মুক্তিসংগ্রামে যে কোনদলের সহিত শরিক হইতে প্রস্তুতঃ ভাসানী	মার্চ ৬, ১৯৭১
গুলিতে ৭ জন নিহতঃ ৩০ জন আহতঃ কেন্দ্রীয় কারাগার ভাঙ্গিয়া ৩২৫ জন কয়েদীর পলায়ন	মার্চ ৭, ১৯৭১
ন্যাপের জনসভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদঃ মুক্তির জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।	মার্চ ৭, ১৯৭১
বীর জনগণের প্রতি অভিনন্দন (সম্পাদকীয়)	মার্চ ৭, ১৯৭১
পল্টনে জাতীয় লীগের জনসভাঃ সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহবান	মার্চ ৭, ১৯৭১
কৃষক সমিতির প্রতি ১৮ জন কৃষক নেতাঃ গ্রামে গ্রামে গণসংগ্রাম কমিটি গঠনের নির্দেশ	মার্চ ৭, ১৯৭১
ছাত্রলীগের মশাল মিছিল	মার্চ ৭, ১৯৭১
উদীচীর গণসমাবেশ	মার্চ ৭, ১৯৭১
কর্মচারীদের কাজ বর্জনঃ ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র বন্ধ	মার্চ ৮, ১৯৭১
২৫ তারিখের মধ্যে না দিলে মুজিবের সঙ্গে একযোগে আন্দোলন করিবঃ ভাসানী (পলটনে অনুষ্ঠিত জনসভা)	মার্চ ৮, ১৯৭১
পুলিশের সহিত গুলি বিনিময়ে ২৯ জন আহতঃ ১ জন নিহতঃ নারায়ণগঞ্জে জেল ভাঙ্গিয়া ৪০ জন কয়েদী পলায়ন	মার্চ ১১, ১৯৭১
স্বাধিকার আদায় সংগ্রামে ছাত্র ইউনিয়নে পথসভা ও গণসঙ্গীত স্কোয়াড	মার্চ ১১, ১৯৭১
বিশ্ববাসীর প্রতি আহবানঃ বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন করুন (বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে শিক্ষক সমিতির সভা)	মার্চ ১২, ১৯৭১
বগুড়ায় ৮ জন হতাহতঃ ২৭ জনের পলায়নঃ কয়েদীর জেল ভাঙ্গার হিড়িকের অন্তরালে কি?	মার্চ ১৩, ১৯৭১
কোকাপেপের বিক্ষোভ মিছিলঃ সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা। (সরকার, আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্মচারী)	মার্চ ১৪, ১৯৭১
মুজিবের দাবীর সহিত সম্পূর্ণ একমতঃ ওয়ালী -আজ শেখ মুজিবের সহিত বৈঠক	মার্চ ১৪, ১৯৭১
বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন-শ্লোগানের প্রয়োজন নেইঃ ভাসানী	মার্চ ১৪, ১৯৭১
ছাত্র ইউনিয়নের মশাল মিছিলঃ শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা কায়েম কর	মার্চ ১৫, ১৯৭১
বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদঃ জনতার সংগ্রাম চলবে-	মার্চ ১৬, ১৯৭১

আওয়ামী লীগ সাহায্য তহবিলে বিভিন্ন সংস্থার চাঁদা মার্চ ১৬, ১৯৭১
মহিলাদের কুচকাওয়াজ মার্চ ১৭, ১৯৭১
বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজঃ শহীদ মিনারে গণনাট্য পরিবেশন মার্চ ১৭, ১৯৭১
মওলানা ভাসানী কর্তৃক স্বাধীন পূর্ব বাংলা দিবস পালনের আহবান মার্চ ১৮, ১৯৭১
অগ্রসর ! সংগ্রামী জনগণ !! (সম্পাদকীয়) মার্চ ২১, ১৯৭১
গ্রামবাংলাকে সংগঠিত করা দরকার (উপ-সম্পাদকীয়) মার্চ ২১, ১৯৭১
ভুট্টো বিরোধী বিক্ষোভ মার্চ ২৩, ১৯৭১
২৩শে মার্চ-আত্মজিজ্ঞাসার দিন (সম্পাদকীয়) মার্চ ২৩, ১৯৭১
ছাত্র ইউনিয়নের ডাকে বিরাট জনসভাঃ বাংলার মানুষ কোন আপোস মানিবে না (ঢাকার শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে)
অসহনীয় নিশ্চয়তা (সম্পাদকীয়) মার্চ ২৪, ১৯৭১
প্রতিরোধ দিবস পালনের জন্য জনগণের প্রতি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অভিনন্দন মার্চ ২৫, ১৯৭১
অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করা চলবে নাঃ তাজউদ্দীন আহমেদ মার্চ ২৫, ১৯৭১
মার্চ ২৫, ১৯৭১

পূর্বদেশ

শহীদ মিনারে ওয়ালী ন্যাপের জনসভাঃ পূর্ব বাংলার দাবী প্রতিষ্ঠিত না হলে জনগণ নিজস্ব পথ বেছে নেবে মার্চ ১, ১৯৭১
অধিবেশন অনির্দিষ্ট কাল স্থগিতঃ হরতাল, বিক্ষোভ মার্চ ২, ১৯৭১
ঢাকায় ৬৮ জন আহত মার্চ ২, ১৯৭১
দিনে রাতে মিছিল আর মিছিল মার্চ ৩, ১৯৭১
বিক্ষুব্ধ পূর্ব বাংলা মার্চ ৩, ১৯৭১
ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১১৩ জন নিহত, বহু আহত মার্চ ৪, ১৯৭১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৮ জন শিক্ষকের অভিযোগঃ দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য শোষক শ্রেণীই দায়ী মার্চ ৪, ১৯৭১
সাংবাদিক ইউনিয়নের দাবীঃ অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করুন মার্চ ৫, ১৯৭১
শোষক শ্রেণীই দায়ী মার্চ ৬, ১৯৭১
সাংবাদিক ইউনিয়নের দাবীঃ অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করুন মার্চ ৬, ১৯৭১
হরতালের ৪র্থ দিনঃ টঙ্গীতে গুলিবর্ষণ মার্চ ৯, ১৯৭১
স্বাধিকারের দাবীতে শিল্পী, সাংবাদিক ও মা-বোনেরা মার্চ ৯, ১৯৭১
কালো পতাকার শহর মার্চ ১০, ১৯৭১
শিল্পীদের কর্মসূচী ঘোষণা মার্চ ১২, ১৯৭১
চিকিৎসকদের সমর্থন
শহীদ রিলিফ তহবিলে সাহায্য আসছে

স্বাধিকার সংগ্রামের প্রতি সিএসপি/ইপসিএস-দের সমর্থন মার্চ ১৩, ১৯৭১
মহিলাদের পথসভাঃ দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের আহবান মার্চ ১৭, ১৯৭১
সামরিক আইন প্রত্যাহার করে ক্ষমতা হস্তানরে কোন আইনগত বাধা নেই (ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবগিণের অভিমত) মার্চ ১৭, ১৯৭১
শিল্পীর তুলি বন্দুকের চেয়েও তীক্ষ্ণ (চারু ও কারু শিল্প সংগ্রাম পরিষদের সভা) মার্চ ১৭, ১৯৭১
মেকিক্যাল কর্মচারীদের জঙ্গী মিছিল মার্চ ১৮, ১৯৭১
ছাত্র ইউনিযন প্রথম সভা ও মিছিল মার্চ ২০, ১৯৭১
ছাত্র ইউনিযন প্রথম শিক্ষা শিবির সমাপ্ত মার্চ ২১, ১৯৭১
প্রাক্তন সৈনিকরা একাত্নতা ঘোসণা করেছেন মার্চ ২৩, ১৯৭১
প্রতিরোধ দিবসে ছাত্র ও শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ মার্চ ২৫, ১৯৭১
চট্টগ্রাম বন্দর জনতা ঘিরে রেখেছে মার্চ ২৫, ১৯৭১
স্বাধীনতা আন্দোলনে কচিকাঁচার মেলাও এগিয়ে এসেছে মার্চ ২৫, ১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান

পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদ মার্চ ২, ১৯৭১
বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ মার্চ ২, ১৯৭১
অধিবেশন স্থগিত (সম্পাদকীয়) মার্চ ২, ১৯৭১
উত্তেজনাপূর্ণ সমাপ্তির মুখে তীব্র বিক্ষোভের ফলে খেলা বন্ধ মার্চ ২, ১৯৭১
এপসু'র সবাঃ এ সংগ্রাম কেউ রুখতে পারবে না মার্চ ৪, ১৯৭১
লাশের সারি-কান্নার মিছিল (মেডিকেল কলেজ রিপোর্টার) মার্চ ৪, ১৯৭১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বিবৃতি মার্চ ৪, ১৯৭১
আহতদের বাঁচান (সম্পাদকীয়) মার্চ ৫, ১৯৭১
আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার ডাক মার্চ ৫, ১৯৭১
বাংলা ছাড়ো (কবিতাঃ সিকানদার আবু জাফর) মার্চ ৭, ১৯৭১
আর দেরী নয় (সম্পাদকীয়) মার্চ ১০, ১৯৭১
লেখক, পটুয়া ও শিল্পীদের কর্মসূচী মার্চ ১৩, ১৯৭১
আর সময় নেই (যৌথ সম্পাদকীয়) মার্চ ১৪, ১৯৭১
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ মার্চ ১৫, ১৯৭১
আমেরিকা, চীন, রাশিয়া ও ইরানের প্রতি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মার্চ ১৯, ১৯৭১
ইপিইউজে'র নির্দেশঃ জবরদস্তির মুখেও সাংবাদিকরা বাহুর ব্যাজ খুলবে না মার্চ২৫, ১৯৭১

আজাদ

কর্তৃপক্ষের প্রতি আতাউর রহমান-হত্যা ও গুলিবর্ষণ বন্ধের আবেদন	মার্চ ৭, ১৯৭১
এয়ারওয়েজ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত	মার্চ ৮, ১৯৭১
জাতীয় সরকার গঠনের আহ্বানঃ আতাউর রহমান	মার্চ ১০, ১৯৭১
শেখ মুজিবের দাবী ন্যায়সংগত ও ন্যূনতম -আসগর খান	মার্চ ১০, ১৯৭১
ইউনিয়ন পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ	মার্চ ১৩, ১৯৭১
আওয়ামী লীগ তহবিলে চাঁদা দাতাদের তালিকা	মার্চ ১৪, ১৯৭১
স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পীদের তুলিও আজ হাতিয়ার	মার্চ ১৮, ১৯৭১
তদন্ত কমিশন প্রত্যাখ্যান	মার্চ ১৯, ১৯৭১
শীতলক্ষ্যার বুকে জাহাজ মিছিল	মার্চ ২২, ১৯৭১
মুকুল মেলার সাহিত্য সভা	মার্চ ২২, ১৯৭১
স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন	মার্চ ২৫, ১৯৭১
মুক্তিসংগ্রামে একাত্মতাঃ ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক কর্মচারীদের মিছিল	মার্চ ২৪, ১৯৭১
সংবাদপত্র হকারদের গণসামবেশঃ বাঙালীরা যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করিবে	মার্চ ২৫, ১৯৭১

Morning News

Slogans break calm of night	March 4, 1971
Mujib visits injured in Hospital	March 4.
A.L. Peace Committees formed	March 5.
Challenge of times (Editorial)	March 5.
Fundamental Issues	March 4.
Official version: 172 Killed, 358 hurt	March 8.
Medical Centre opened at D.M.C.H.	March 8.
Call for United Movement (S.L. DUCSU)	March 9.
Resolution : NAP (Bhashani)	March 10.
Conditions	March 10.
Press workers pledge solidarity with current movement	March 14.
Zainul Abedin renounces Tamgha	March 17.
Shilpee Sangram Parishad meets	March 16.
Parade form today	March 17.
Bikahubdha Shilpee Samaj	March 17.
Chru-O-Karu Shilpee Sangram Parishad	March 17.
Mujib's 53rd birthday observed	March 18.

I will shed last drop of blood for people-Says Mujib	March 18.
Ex-Servicemen to hold rally tomorrow	March 21.
Doctor's plea to maintain harmony	March 21.
Teachers demand transfer of power	March 21.
UK. USSR mission hoist Bangladesh Flag	March 24.
Dacca turns into a city of processions	March 25.
(Full support) Girl Guides' Association	March 25.
SBKCSP hails people for active response	March 25.
Bangladesh Flag hoisted on Govt. House	March 25.

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
ঢাকায় বিভিন্ন দল ও সংগঠনের অসহযোগ আন্দোলনকালীন কর্মসূচী	‘দৈনিক পাকিস্তান’ ‘সংবাদ’ ও ‘আজাদ’	২-১৫ মার্চ, ১৯৭১

আজকের কর্মসূচী মার্চ ২, ১৯৭১ দৈনিক পাকিস্তান

(স্টাফ রিপোর্টার)

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতবী ঘোষণার প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার ঢাকা শহরে হরতাল পালিত হচ্ছে। এই হরতাল উপলক্ষে বিভিন্ন সংস্থা যে কর্মসূচী নিয়েছে তা নীচে উল্লেখ করা হলোঃ

- সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ছাত্র সমাবেশ ও পরে মিছিল।
- বিকেল সাড়ে তিনটায় পল্টন ময়দানে ওয়ালী ন্যাপের জনসভা।
- বিকেল সাড়ে তিনটায় বায়তুল মোকাররমে জাতীয় লীগের জনসমাবেশ। জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব শাহ আজিজুর রহমান, মিসেস আমিনা বেগম প্রমুখ বক্তৃতা করবেন।
- বিকেল ৫টায় বায়তুল মোকাররমে ইসলামী ছাত্রসংঘের গণজমায়েত।

আজকের কর্মসূচী মার্চ ৩, ১৯৭১ দৈনিক পাকিস্তান

(স্টাফ রিপোর্টার)

আজ ৩রা মার্চ বুধবার। আজ নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরুর যে কথা ছিল তা স্থগিত রাখা হয়েছে। এবং এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর আহবানে আজ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হচ্ছে। ভোর ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত এই হরতাল।

আজ বিভিন্ন সংস্থা যে কর্মসূচী নিয়েছে তা নীচে দেয়া হলোঃ

- আজ জাতীয় শোক দিবস।
- সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল।
- সকাল ১১টায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে জনসভা।
- বেলা ৪টায় পল্টন ময়দান থেকে মিছিল বেরুবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে এই মিছিলের নেতৃত্ব করবেন।

আজকের কর্মসূচী মার্চ ৪, ১৯৭১ দৈনিক পাকিস্তান

(স্টাফ রিপোর্টার)

আজ ৪ঠা মার্চ। বৃহস্পতিবার। আজ বঙ্গবন্ধুর আহবানে সারা বাংলায় ভোর ৬টা থেকে দুপুর দুটা পর্যন্ত হরতাল পালিত হচ্ছে।

আজ বিভিন্ন সংস্থা যে কর্মসূচী নিয়েছে তা নীচে দেয়া হলোঃ

- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বেলা ১১টায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের জনসভা।

- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বেলা ১০টায় বাংলা ছাত্রলীগের ছাত্রসভা।
- সমাজবাদী ছাত্র জোটের উদ্যোগে বেলা ১১ টায় বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ছাত্রসভা।
- বেলা চারটায় বায়তুল মোকাররম থেকে মজদুর ফেডারেশনের মিছিল।

<u>আজকের কর্মসূচী</u>   <u>মার্চ ৫, ১৯৭১</u>   <u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আজ ৫ই মার্চ। শুক্রবার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আহূত হরতালের চতুর্থ দিন। আজকের দিনের জন্য বিভিন্ন সংস্থা যে কর্মসূচী নিয়েছে তা নীচে দেয়া হলোঃ

- সকাল ১১টায় ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে শহীদ মিনারে গণসমাবেশ।
- সকাল ১০টায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রতিবাদ সভা ও মিছিল।
- সকাল ৯টায় তাজ জুট বেলিং শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে মিল সংলগ্ন মাঠে গায়েবানা জানাজা।
- সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় বাংলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে ছাত্র জনসভা ও পরে মিছিল।
- দুপুরে মজজিদে মন্দিরে বাঙালীর মুক্তির জন্য বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা এবং বেলা ২টায় বায়তুল মোকাররম থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের লাঠিমিছিল। জাতীয় শ্রমিক লীগও এই কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।
- বিকেল ৪টায় লেখক সংঘের আলোচনা সভা ও সভা শেষে লেখকদের বিক্ষোভ মিছিল।
- বিকেল ৩টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে খিলগাঁও জমি বন্টন সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে জনসভা।

<u>আজকের কর্মসূচী</u>   <u>মার্চ ৬ই, ১৯৭১</u>   <u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আজ ৬ই মার্চ। শনিবার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আহূত হরতালের আজ ৫ম দিন। আজ ভোর ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত সারা দেশে হরতাল পালিত হবে।

এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থা আজ যেসব কর্মসূচী নিয়েছে তা নীচে দেয়া হলোঃ

- সকাল ১০ টায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালী) প্রতিবাদ সভা নিউমার্কেটের সামনে।
- সকাল ১০ টায় উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর সামবেশ ও মিছিল বায়তুল মোকাররম থেকে
- দশটায় নিউমার্কেটের মোড়ে ঢাকা মোটরকার ড্রাইভার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে জনসভা।
- বেলা এগারটায় বাংলা ছাত্রীলীগের উদ্যোগে জনসমাবেশ। বায়তুল মোকাররমে।
- বেলা ২টায় এয়ারপোর্ট রোড থেকে বাংলাদেশের বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের মিছিল।
- বেলা আড়াইটায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বেতার, টিভি, চলচ্চিত্র শিল্পী ও বাংলার পটুয়াদের সভা।
- বিকেল তিনটায় প্রেসক্লাব থেকে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের মিছিল ও বায়তুল মোকাররমে সভা।

- বিকেল তিনটায় পল্টন ময়দানে বাংলা জাতীয় লীগের উদ্যোগে জনসভা।
- বিকেল তিনটায় আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার উদ্যোগে মহিলা সমাবেশ। বায়তুল মোকাররমে।
- বিকেল ৪টায় পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে শিক্ষক-শিক্ষিকার শপথ গ্রহণ। শহীদ মিনারে।
- বিকেল ৫টায় আওয়ামী লীগে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠকদের সভা। আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে।
- সন্ধ্যে ৬টায় বায়তুল মোকাররম থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের মশাল মিছিল।

<u>আজ রেসকোর্সে শেখ মুজিবের ভাষণ</u> <u>৭ই মার্চ, ১৯৭১</u> <u>সংবাদ</u>

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আজ বেলা ২ ঘটিকায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। জনসভায় শেখ সাহেব গতকল্যকার প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

<u>আজকের কর্মসূচী</u> <u>৯ই মার্চ, ১৯৭১</u> <u>সংবাদ</u>

আজ মওলানা ভাসানীর জনসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলার মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আজ মঙ্গলবার বেলা তিনটার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে সংগ্রামী জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করিবেন।

‘স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে আহূত এই জনসভায় বক্তৃতা করিবেন জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব মশিউর রহমান ও শাহ আজিজুর রহমান।

<u>আজকের কর্মসূচী</u> <u>১০ই মার্চ, ১৯৭১</u> <u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

(স্টাফ রিপোর্টার)

- পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বিকের ৪টায় শহীদ মিনার থেকে পথসভা শুরু হবে।
- বিকেলা ৫টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ফরোয়ার্ড ষ্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে ছাত্র জনসভা।
- লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল। বিকেল চারটায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ থেকে শুরু এবং শহীদ মিনারে গিয়ে মিছিল শেষ। এরপর শহীদ মিনারে সভা, কবিতা পাঠ ও গণ সঙ্গীতের আসর।
- বিকেল পাঁচটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিচার্স ক্লাবে ফেডারেশন অব দি সার্ভিসেস এসোসিয়েশন এন্ড প্রফেশনাল বডিজ-এর স্টিয়ারিং কমিটির জরুরী সভা।

<u>আজকের কর্মসূচী</u> <u>১১ই মার্চ, ১৯৭১</u> <u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

(স্টাফ রিপোর্টার)

- পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বিকাল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হতে পথসভা ও খন্ড মিছিল।
- বিকেল ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভা।

- ওয়ালী ন্যাপের উদ্যোগে বিকেল ৫টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ থেকে পথসভা শুরু।
- বিকেল ৪টায় ঢাকা নিউজ পেপার হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সভা। ইউনিয়নের অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হবে।

অদ্যকার কর্মসূচী ১২ই মার্চ, ১৯৭১ সংবাদ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক ঘোষিত অদ্যকার (শুক্রবার) কর্মসূচীঃ

ন্যাপ

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির উদ্যোগে বিকাল ৫টায় সদরঘাট টার্মিনাল হইতে পথসভা।

ছাত্র ইউনিয়ন

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বিকাল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হইতে খন্ড মিছিল ও পথসভা।

কোকাপেপ

"কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল অব এসোসিয়েশন/ইউনিয়ন অব দি রিপাবলিক এমপ্লইজ অব পাকিস্তান" (কোকাপেপ) এর উদ্যোগে বিকাল ৩টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে গণসমাবেশ।

ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক

ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে বিকাল ৫টায় মগবাজার মোড়ে গণজমায়েত।

উদীচী

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান উদীচী আয়োজিত বিকাল ৫টায় জিন্না এভিনিউ হইতে গণসঙ্গীতের স্কোয়াড।

আজকের কর্মসূচী ১৩ই মার্চ, ১৯৭১ দৈনিক পাকিস্তান

- পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে মশাল মিছিল। সন্ধ্যা ছয়টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হবে।
- বেলা ১২টায় নারায়ণগঞ্জ মাতলা ষ্টিমারঘাট থেকে বিভিন্ন নৌ-পরিবহন শ্রমিক সংস্থার উদ্যোগে এক নৌমিছিল। মিছিলটি নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ হয়ে আদমজী ডেমরা পর্যন্ত যাবে।
- সন্ধ্যা সাতটায় কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ অফিসে কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের জরুরী সভা।

আজকের কর্মসূচী ১৪ই মার্চ, ১৯৭১ দৈনিক পাকিস্তান

- ইষ্ট পাকিস্তান নিউজ পেপার প্রেস ওয়ার্কাস ফেডারেশনের উদ্যোগে মিছিল সকাল ১০টায় বায়তুল মোকাররম থেকে মিছিল শুরু।
- বিকেলা ৪টায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে জনসভা।
- বিকেল ৫টায় সদরঘাট টারমিনালে ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে ছাত্র গণজমায়েত।
- বিকেল ৫টায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে লেখন সংগ্রাম শিবিরের সভা।

- শুকতারা শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে ট্রাকে করে পথসভা ও গণসঙ্গীত পরিবেশন। বিকেল ৩টায় কমলাপুর বৌদ্ধ মন্দিরের কাছ থেকে যাত্রা শুরু।
- বিকেল ৩-৩০ মিনিটে ৩২৩, এলিফ্যান্ট রোডে কে, এম, জি, স্কুলে হাইকোর্ট আইনজীবীদের সভা।
- লেখক শিল্পী সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে 'কথা শিল্পী সম্প্রদায়'-এর উদ্যোগে পল্টন ময়দানে কবিতা পাঠের আসর, সঙ্গীত ও নাট্যানুষ্ঠান।
- সকাল ১০টায় ডি, আই, টি, প্রাঙ্গণে টেলিভিশন নাট্যশিল্পীদের সভা।
- বিকেল ৪টায় জহুরুল হক হল / (ইকবাল হল) প্রাঙ্গণে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঢাকা শহর আঞ্চলিক শাখাসমূহের সভা।

<u>আজকের কর্মসূচী</u>　　<u>১৫ই মার্চ, ১৯৭১</u>　　<u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

- উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে শহরের পাঁচটি এলাকায় পথিপার্শ্বে গণসংগীতের আসর, সভা ও নাট্যানুষ্ঠান। নাটক মঞ্চস্থ হবে খোলা ট্রাকের উপর। ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে বেলা ৪টায় অনুষ্ঠান শুরু। এরপর বেচারাম দেউড়ী, হাজারীবাগ, মগবাজার ও মালীবাগে অনুষ্ঠান। নাটকের নাম শপথ নিলাম।
- সন্ধ্যা ৭টায় বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ-এর উদ্যোগে শহী মিনারে গণসংগীতের অনুষ্ঠান।
- পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের উদ্যোগে বিকেল ৪টায় ১২ নম্বর তোপখানা রোডে মহিলাদের সাধারণ সভা।
- বিকের ৫টায় ঢাকা জেলার বিভিন্ন মহকুমার আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ও সহকারী প্রধানদের জরুরী সভা। স্থান-ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্য্যালয়।
- বিকেল ৫টায় ৪১২ নম্বর নাখাল পাড়ায় জাতীয় শ্রমিক লীগ তেজগাঁও আঞ্চলিক শাখার অন্তর্ভুক্ত ৮৬টি ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকদের জরুরী সভা।
- ১১৫ নম্বর সামরিক আদেশের বিরুদ্ধে বিকেল চারটায় স্বাধীন বাংলা দেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল। সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক জনতাকে উক্ত সভা ও বিক্ষোভ মিছিলে যোগদানের আহবান জানানো হয়েছে।

<u>আজকের কর্মসূচী</u>　　<u>১৬ই মার্চ, ১৯৭১</u>　　<u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

- সকাল ৯টায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ব্রতচারী কর্মসূচী প্রণয়ন সম্পর্কে আলোচনা সভা।
- বিকেল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে চারু ও কারু শিল্পীদের শোভাযাত্রা্
- বিকেল ৪টায় ১০/সি, সেগুনবাগানে মহিলা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীতে ভর্তি, শরীর চর্চা এবং কুচকাওয়াজ-পরে গুলিস্তানে পথসভা।
- বিকেল সাড়ে ৪টায় শহীদ মিনারে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের কবিতা পাঠের আসর ও নাটক পরিবেশন।
- বিকেল ৫টায় বাফার ধানমন্ডি শাখায় গণসঙ্গীতের মহড়া।
- বিকের ৬টায় ৮০ নয় নয়পল্টনে ভাসানী ন্যাপের ঢাকা শহর শাখার কর্মীসভা।

- সন্ধ্যায় নজরুল একাডেমীর গণসঙ্গীতের আসর। শহীদ ফারুক ইকবালের মাজারের নিকট।
- ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে বিকেল ৫টায় মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় ছাত্রসভা।

আজকের কর্মসূচী	১৭ই মার্চ, ১৯৭১	দৈনিক পাকিস্তান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অদ্যকার (বুধবার) কর্মসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সভা

আজ (বুধবার) বিকাল ৪টায় জেলা বার সমিতির মিলনায়তনে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

ওয়াপদা এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের সভা

আজ (বুধবার) বেলা ৪টায় ওয়াপদা ভবনে ই,পি, ওয়াপদা এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের কার্যকরী সংসদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

ছাত্র ইউনিয়নের কুচকাওয়াজ

আজ (বুধবার) সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনয়নের নিয়মিত কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হইবে।

মহিলা পরিষদের কুচকাওয়াজ ও পথসভা

আজ (বুধবার) বিকারে ১০/সি, সেগুন বাগানে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের উদ্যোগে নিয়মিত কুচকাওয়াজ ও প্রাথমিক চিকিৎসা ট্রেনিং অনুষ্ঠিত ও পরে নিউমার্কেট এলাকায় পথসভা অনুষ্ঠিত হইবে।

ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক

আজ (বুধবার) সকাল ৫টায় শহীদ আনোয়ারা উদ্যোনে ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে।

আজকের কর্মসূচী	১৮ই মার্চ, ১৯৭১	দৈনিক পাকিস্তান

(স্টাফ রিপোর্টার)

স্বাধীনতা এবং বিদ্রোহী বাংলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের সপ্তদশ দিবসে গৃহীত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যসূচী।

- আজ বৃহস্পতিবার সকাল নয়টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঢাকা নার্সিং স্কুল ছাত্রী সংসদের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
- বিকের ৫টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
- পাকিস্তান মৃত্তিকা বিজ্ঞান সংস্থার এক জরুরী সভা আজ বিকেল সাড়ে তিনটায় ২০/জি, বিশ্ববিদ্যালয় বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইবে।

- আওয়ামী লীগ সাহায্য তহবিলে সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে কল্যাণপুর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে মীরপুর বিউটি সিনেমা হলে এক 'ম্যাজিক শো' আয়োজন করা হইয়াছে।

আজকের কর্মসূচী	১৮ই মার্চ, ১৯৭১	দৈনিক পাকিস্তান

(স্টাফ রিপোর্টার)

বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক ঘোষিত আজকের (বৃহস্পতিবার) কর্মসূচীঃ -

ছাত্র ইউনিয়ন

বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে সকাল ৯টায় ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী বাহিনরি কুচকাওয়াজ।

নার্সিং স্কুল

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সকাল ৯টায় নার্সিং স্কুল ছাত্রী সংসদের আলোচনা সভা।

কৃষি উন্নয়ন কর্মচারী ইউনিয়ন

সকাল ১০-৩০ মিঃ ৩, ডি, আই, টি এভিনিউতে কৃষি উন্নয়ন সংস্থার কর্মচারী ইউনিয়নের সভা।

যশোর ন্যাপের জনসভা

আজ (বৃহস্পতিবার) যশোর ন্যাপের উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাদেশিক ন্যাপ সম্পাদক জনাব সৈয়দ আলতাফ হোসেন উক্ত জনসভায় বতৃতা করিবেন।

আজকের কর্মসূচী	১৯ই মার্চ, ১৯৭১	দৈনিক পাকিস্তান

- সাকল ৮টায় বাংলা কলেজ প্রাঙ্গণে মীরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সমাপনী কুচকাওয়াজ।
- বেলা ৩-৩০মিঃ বায়তুল মোকাররমে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন কর্মচারীদের উদ্যোগে সভা ও মিছিল।
- বিকেল সাড়ে ৪টায় বেইলী রোড চটতলায় শহীদ স্মৃতি সৌধ উদ্বোধন।
- বিকের ৪টায় বায়তুল মোকাররমে পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে গণসমাবেশ।
- বিকেল ৫টায় কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে গণজমায়েত ও মিছিল।
- বিকেল ৫টায় পূর্ব বাংলা বাস্তুহারা সমিতির উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমে গণসমাবেশ সন্ধ্যা ৬টায় মশাল মিছিল।
- বিকের ৪টায় বাংলা শিক্ষক সমিতির অফিসে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা সভা ও কর্মসূচী গ্রহণ।
- বেলা ১০টায় স্টার সিনেমা হলের সম্মুখ হতে চলচ্চিত্র শিল্প শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মিছিল ও মধুমিতা সিনেমা হলের সম্মুখে সমাবেশ।
- বিকেল ৫টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন ভবনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীসভা।
- বেলা ৩টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের ইউনিয়ন অফিসে সাধারণ সভা।

- বিকেল ৪টায় ৩৬৭নং এ্যালিফেন্ট রোডে খিলাফতে রাববানী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা।
- সন্ধ্যে ৬টায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় শ্রমিক লীগ সংগ্রাম পরিষদ সভা।

আজকের কর্মসূচী　　　　২০শে মার্চ, ১৯৭১　　　　দৈনিক পাকিস্তান

- সকাল নয়টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্যারেড ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শনী। পরে তাদের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ।
- সকাল আটটায় শহীদ মিনারে সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের কর্মচারী সংসেদর সাধারণ সভা ও পরে মিছিল করে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে গমন।
- সকাল এগারোটায় মতিঝিল প্রধান কার্যালয় থেকে ন্যাশনাল ব্যাংক কর্মচারীদের মিছিল ও শহীদ মিনারে গিয়ে শপথ গ্রহণ। সেখান থেকে মিছিল করে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে গমন।
- বেলা একটায় বায়তুল মোকাররমে ইস্টার্ণ ব্যাংকিং করপোরেশনের কর্মচারীদের সমাবেশ ও সেখান থেকে মিছিল করে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবসে গমন।
- বিকেল তিনটায় শহীদ মিনারে ঔষধ শিল্প কর্মচারীদের সভা ও পরে মিছিল।
- বিকেল তিনটায় ৩ নম্বর শান্তিনগরে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারক ও হোমিওপ্যাথিক সংগ্রাম কমিটির যুক্ত অধিবেশন।
- বিকেল পাঁচটায় ৩৭ নম্বরে তোপখানা রোডে লেখক সংগ্রাম শিবিরের সভা।
- বিকেল সাড়ে তিনটায় শহীদ মিনারে নৌ-বাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকদের সভা।
- সকাল এগারোটায় ৮০ নম্বর মতিঝিলের তিনতলায় বাংলাদেশের চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্টদের সভা।
- বিকেল সাড়ে চারটায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিউটিউটে প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদদের সভা।
- সন্ধ্যে সাতটায় মোহাম্মদপুর শহীদ পার্কে মোহাম্মদপুর শিল্পীগোষ্ঠীর গণসঙ্গীতের আসর।
- সন্ধ্যে সাতটায় তেজগাঁও পূর্ব ইউনিয়ন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে পলিটেকনিক্যাল পোষ্ট অফিস থেকে মশাল মিছিল।
- ২৩শে মার্চ স্বাধীন পূর্ব বাংলা দিবস পালনের প্রস্তুতি হিসেবে আজ শনিবার বিকেল চারটায় মগবাজার, ফার্মগেট, নিউমার্কেট ও খিলগাঁও রাস্তায় ভাসানী ন্যাপের পথসভা।

<u>আজকের কর্মসূচী</u>　　　　<u>২১ শে মার্চ, ১৯৭১</u>　　　　<u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

- সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শহীদ মিনারে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের তৃতীয় গণমুখী অনুষ্ঠান।
- সকাল ১০টায় বায়তুল মোকারমে পূর্ব বাংলা জীবন বীমা কর্মী সমিতির সভা ও মিছিল।
- বেলা ২টায় ফার্মগেট হতে মাধ্যমিক নৈশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিল।
- বিকের ৪টায় বায়তুল মোকাররম থেকে সকল শিক্ষকদের সম্মিলিত শোভাযাত্রা।
- বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঢাকাসহ সকল আঞ্চলিক শাখার সোহরাওয়ার্দী হলে উপস্থিতি।

- বেলা ৪টায় নিখিল পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক কমিটির সভা।
- বেলা ৪টায় আজিমপুর মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আজিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে মহিলা সমাবেশ।
- বিকেল ৫টায় বাংলা একাডেমীতে লেখক সংগ্রাম শিবিরের বিপ্লবী কবিতা পাঠের আসর।
- সন্ধ্যা ৬টায় ওয়ালী ন্যাপ অফিসে কর্মীসভা।
- বেলা ৩টায় বায়তুল মোকাররম থেকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের মিছিল।
- বিকেল চারটায় প্রেস কর্মচারী ইউনিয়ন কাযালয়ে ইউনিয়নের জরুরী সভা
- বিকেল চারটায় বাংলাদেশ বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের সভা। ইউনিয়নের কার্যালয়ে।
- বিকেল চারটায় সদরঘাট, বাহাদুর শাহ পার্ক, মৌলভী বাজার ও চকবাজারে ভাসানী ন্যাপের পথসভা।

<u>আজকের কর্মসূচী</u> <u>২২শে মার্চ, ১৯৭১</u> <u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

- সকাল ৯-৩০ মিনিটে রমনা উদ্যোগে বাংলাদেশ সি এ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্রসভা ও গণসংগীতের আসর। সভাশেষে শোভাযাত্রা।
- সকাল ১০টায় এজিইপি অফিস প্রাঙ্গণে এস, এ, এস, সুপারিনটেন্ডেন্ট সমিতিসমূহের যৌথ উদ্যোগে জরুরী সভা।
- সকাল ১১টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ওয়ার্কাস ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত। সভাশেষে বিক্ষোভ মিছিল।
- বেলা ১১টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রয়ি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সহযোগিতার এস,এস,সি পরীক্ষার্থীদের সভা।
- বেলা ২টায় ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক কর্মচারী সমিতির বিক্ষোভ মিছিল।
- বেলা ২টায় ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় সমাবেশ। সভাশেষে মিছিল।
- বেলা ৩টায় বাযতুল মোকাররমে প্রাক্তন সৈনিক, নাবিক, বৈমানিকদের সভা।
- বিকেল ৩টায় কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে গণজমায়েত।
- বিকেল ৩-৩০ মিনিটে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ঢাকা কচিকাঁচার মেলাসমূহের বিভিন্ন শাখার সমাবেশ। এরপর মিছিল ও শহীদ মিনারে দেশাত্ববোধক সঙ্গীত আসর।
- বিকেল ৩-৩০মিনিটে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের জনসভা।
- বিকেল ৪টায় ঢাকা দোকান কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গণসমাবেশ। সভাশেষে বিক্ষোভ মিছিল।
- বিকেল ৪টায় কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের কর্মচারীদের বিক্ষোভ মিছিল।
- বিকের ৪-৩০ মিনিটে বিজয়নগরে বাংলা জাতীয় লীগের কর্মী জমায়েত।

- বিকেল ৫টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে জাতীয় কৃষক শ্রমিক দলের উদ্যোগে গণজমায়েত। বিকেল ৫টায় বিউটি সিনেমার সামনে থেকে মীরপুরের সংগ্রামী জনতার উদ্যোগে ট্রাক মিছিল।
- বিকেল ৫-৩০ মিনিটে শহীদ মিনারে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ও সংগীত একাডেমীর ছাত্রছাত্রীদের গণ সংগীতের আসর।
- সন্ধা ৭টায় ফার্মগেট আনোয়ার উদ্যানে তেজগাঁও কলেজ ছাত্রদের উদ্যোগে গণনাট্য 'মুক্তির নেশা' মঞ্চায়ন।
- সকাল আটটায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে নাহার শিশু মেলায় সমাবেশ ও পরে শহীদ মিনার পর্যন্ত মিছিল এবং দেশাত্মবোধক গানের আসর।
- বেলা ২টায় বাংলাদেশ খৃষ্টিয় সংসদের মিছিল।
- বিকেল ৩টায় ফুলবাড়িয়া পুরানা রেলগেট হকার্স মার্কেট সমিতির উদ্যোগে মার্কেটস্থ মসজিদ প্রাঙ্গণে হকার্স সভা।
- বিকাল ৩টায় ফুলবাড়িয়া পুরানা রেলগেট হকার্স মার্কেট সমিতির উদ্যোগে মার্কেটস্থ মসজিদ প্রাঙ্গণে হকার্স সভা।
- বিকের ৪টায় ভাসানীপন্থী রাজারবাগ আঞ্চলিক ন্যাপ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর লাঠিধারী লালটুপি মিছিল। মালিবাগ মোড় থেকে যাত্রা শুরু।
- বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ জিমখানা মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

<u>আজকের কর্মসূচী</u>   <u>২৩শে মার্চ, ১৯৭১</u>   <u>সংবাদ</u>

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বিভিন্ন সংস্থা ঘোষিত অদ্যকার (মঙ্গলবার) কমূসূচীঃ

- সকাল ১০টায় শহীদ মিনারে ছাত্র ইউনিয়নের জনসভা।
- সকাল ৭টায় শহীদ মিনারে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের পক্ষে ছায়ানটের গণসঙ্গীতের আসর।
- সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে সকাল ৮টায় শহীদ ফারুকের মাজারের সম্মুখে, ১০টায় কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে, বিকের ৪টায় মতিঝিল, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বায়তুল মোকাররমে এবং রাত্রি ৮টায় সদরঘাট টার্মিনালে নাট্যানুষ্ঠান, কবিতা পাঠ ও গণসঙ্গীতের আসর।
- সকাল ৭টায় শেরে বাংলার মাজার জিয়ারত, সন্ধ্যা ৬টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে বাংলা জাতীয় লীগের গণজমায়েত ও মশাল মিছিল।

প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মসূচীঃ

- সকাল ৬টায় ইউনিযনের আওলাদ হোসেন মার্কেটসহ অস্থায়ী দফতরে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন।
- সকাল সাড়ে ৬টায় মতিঝিলস্থ বাঙলা সদর দফতরে (পুরাতন পি,আই,এ,অফিস) পতাকা উত্তোলন এবং পি,আই,এ, নামাঙ্কিত পুরাতন সাইনবোর্ড পাল্টাইয়া বাংলা জাতীয় বিমান পরিবহন সংস্থা (বাংলা বিমান) নামাঙ্কিত নতুন সাইনবোর্ড স্থাপন।
- বেলা ২টায় অস্থায়ী অফিস হইতে বিমান শ্রমিকদের মিছিল।

- মিছিল শেষে মতিঝিল অফিসে সভা।
- বিকেল ৪টায় সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠীর সৌজন্যে মতিঝিল সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠান।
- বিকেল ৪টায় পল্টন ময়দানে ভাসানীপন্থী ন্যাপের জনসভা।
- সন্ধ্যা ৭টায় বাহাদুর শাহ পার্কে বিক্ষুদ্ধ শিল্পী সমাজের ৫ম গণসঙ্গীতের আসর।

<u>আজকের কর্মসূচী</u>   <u>২৪শে মার্চ, ১৯৭১</u>   <u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

- লেখক সংগ্রাম শিবিরের 'ভবিষ্যৎ বাংলা' শীর্ষক আলোচনা সভা। সময় বিকেল সাড়ে চারটা। স্থান -বাংলা একাডেমী। সভাপতিত্ব করবেন ডাঃ এ,বি, এম, হাবিবুল্লাহ। প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনায় অংশ নেবেনঃ ডঃ আহমদ শরীফ , ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার, জনাব, বদরুদ্দিন ওমর, জনাব, হুমায়ুন কবির, জনাব আহমদ ছফা, জনাব, ফরহাদ মাজহার , জনাব, শাহনুর খান ও জনাব বোরউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর।
- সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ভাটা মসজিদ মহল্লায় লালবাগ ইউনিয়ন ওয়ালী ন্যাপের উদ্যোগে জনসভা। বক্তা- অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, জনাব, মহিউদ্দিন আহমেদ ও বেগম মতিয়া চৌধুরী।
- বিকেল চারটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মুকুল মেলার সাহিত্য পাঠের আসর।
- বিকেল তিনটায় বায়তুল মোকারমে হাবিব ব্যাংক ইলেকট্রিক ক্যাসিয়ার সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে জনসভা।
- বিকেল পাঁচটায় পরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে বায়তুলর মোকাররমে জনসভা। সভা শেষে মশাল মিছিল।
- বিকেল পাঁচটায় মতিঝিল টি-এন্ড-টি কলোনী ময়দানে সর্বশ্রেণীর টেলিগ্রাফ-টেলিফোন কর্মচারীদের সাধারণ সভা।
- সকাল দশটায় ১৫/ক, পুরানা পল্টনে ওয়াপদা বিদ্যুৎ এবং পানি ও বন্যা শাখার কর্মচারী ও শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনিবাহক পরিষদের জরুরী সভা।

<u>আজকের কর্মসূচী</u>   <u>২৫শে মার্চ, ১৯৭১</u>   <u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

- বেলা ১২টায় আদমজী হেড অফিসে কর্মচারীদের মতিঝিল অফিসে প্রাঙ্গণে সভা ও মিছিল।
- বেলা ১১টায় হাসনা-ভিলা, ৩৮, সিদ্ধেশ্বরীতে ভাসানী ন্যাপ আঞ্চলিক শাখার আহবায়ক ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়কদের জরুরী সভা।
- বেলা ৩টায় বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে পল্টনে জনসভা।

সংযোজন-৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্চ '৭১-এর অনুষ্ঠিত ইয়াহিয়া মুজিব বৈঠক সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন	সাউথ এশিয়ান রিভিউ	জুলাই ১৯৭১

NEGOTIATING FOR BANGLADESH : A PA RTI CI PA NT A NT' S VIEW

Rehnian Sobhan

A central question in any analysis of the events leading to the present crisis in Pakistan is: did the political will needed for a settlement between East and West Pakistan ever really exist? One of Sheikh Mujibur Rahman's economic advisers, recounting the sequence of the negotiations, argues here that one of the principal difficulties encountered by the Awami League was that neither the President and his representatives nor Mr. Bhutto's PPP could be persuaded to specify their negotiating positions. Yet by March 23 it appeared to Sheikh Mujib's advisers that the major legal, political and economic issues had been resolved; they were waiting to be called for a fined session, and then the President and his negotiators left Dacca. The generals and Mr. Bhutto appeared to have been buying time to build a West Pakistan coalition. From February 15 to March 25, discussion of the Awami League proposals was "an elaborate charade".

Conflicting Explanations

The course of events within Pakistan, and Bangla Desh in particular, is in great measure going to be determined by the intentions and decisions of those military leaders who rule Pakistan today. In assessing their possible course of action it is instructive to look back on the events within Pakistan which culminated in the occurrences of March 25 and their elemental aftermath.

It was widely believed outside Pakistan that the decision by President Yahya to crack down on Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League Party was due to a breakdown in their political negotiations in Dacca prior to March 25. This has been given some currency by President Yahya's broadcast of March 26. But a subsequent press release of the Government of Pakistan dated May 6 staled that the military action was designed as a pre-emptive strike against a secession move by Mujib planned for March 26 and aided by a mutiny of Bengali troops and by Indian support. This subsequent explanation was at no stage touched upon by the President in his March 26 broadcast, and seems to have been a belated afterthought; no disinterested observer has come forward to lend credibility to this story.

What really happened? It is easy to piece together facts based on personal knowledge, but motives are harder to interpret. The emphasis will therefore be on putting the record straight, though some element of speculation remains unavoidable.

South Asian Review, volume 4. Number 4, July 1971

The First Round of Talks

The first round of talks on the constitution took place between President Yahya and Sheik Mujib around the middle of January in Dacca. It was hoped that the President would at this stage spell out his own interpretation of the "unity and integrity of Pakistan", and would indicate what aspects of the Awami League Six Point Programme, if any, aroused misgivings within the ruling group. It was hoped that the "military interest" would be declared and that the terms on which the President was willing to transfer power would be put forward clearly. The President's Legal Framework Order, which was cited in parliamentary debates in Britain, was a remarkably unspecific document which could mean all things to all men. By suggesting that the President would not accept a constitution which prejudiced the unity and integrity of Pakistan it begged the whole issue of the election which was being fought, not on the existence of Pakistan, but on whose interpretation of the terms of nationhood had the widest acceptance. The LFO was relevant merely because it indicated that the President reserved the right to veto any constitution presented to him. Since his LFO was unspecific on what would invoke such a veto it was expected that he would spell out what seems to have been deliberately left unsaid in his LFO.

Contrary to all expectation, in these initial talks with Mujib, Yahya had no positive views to state. Along with his aide, Lieutenant-General Peerzada, he gave a careful hearing to the Awami League team on the implication of the Six Points. He seems to have been probing to see if the Awami League had done its homework, and found that the team was well briefed by its advisers on the legal and economic background. As he might have been aware, the Awami League advisers had infact begun preparation a year before of a constitutional draft based on the Six Points and had worked out in detail the various negotiating options open to the party, and their implications.

At the end of this session the President appeared satisfied that the Six Points did not mean the disintegration of Pakistan, but suggested that agreement be reached with Mr. Bhutto so that an early transfer of power could take place. On his departure from Dacca he referred to Mujib as the future prime minister of Pakistan.

The President Consults Mr. Bhutto

The Awami League believed that the reference to Mr. Bhutto implied that the President would elucidate his unarticulated views through Bhutto. From Dacca Yahya had gone to Bhutto's home in Larkana, where they had had long talks; Bhutto's impending visit to Dacca was seen as an occasion for serious discussion at which the real "West Pakistan interest" would be spelt out.

I had paid a visit to West Pakistan several weeks earlier to meet various PPP leaders who were involved in the task of drawing up the PPP version of the constitution. All were lawyers. Economists were conspicuously absent from the team. The talks were useful inasmuch as they presented a medley of PPP misgivings about the Six Points. But they confirmed that the PPP had done no homework on any alternative set of proposals and

that, in fact, different members of the team did not even have identical views on what aspect of the Six Points they objected to, and for what reasons. It was suggested that by the time the PPP team came to Dacca for talks they would have an alternative draft which would form the basis of their own negotiating position.

Probing the Positions

Mr. Bhutto came to Dacca in the last week of January. He had direct sessions with Mujib, and then his "constitutional team" met their Awami League counterparts. As the talks proceeded it became clear that the PPP had as yet not prepared their draft, and were merely probing the Six Points as Yahya had done before them. This made formal negotiation impossible, since negotiations imply alternative sets of positions and an attempt to bridge the gap between them.

The explanatory character of the talks and the need for a more substantive second round were blurred by Bhutto in his parting remarks to the press in Dacca on January 30. He said that there was no deadlock, and that "you cannot solve the problems of 23 years in three days". He added that he planned to hold consultations in West Pakistan, and then continue his search for consensus and resume his negotiations and dialogue with the Awami League and that for this reason the National Assembly session should not be held before the end of February. It was not, he said, necessary to attend the Assembly with an agreement already reached on different issues, because negotiations could continue even when the house was in session.

Mr. Bhutto's Boycott

On January 31 at Dacca Airport he said that the talks had been useful, and he was not unhopeful of compromise. He reiterated that the dialogue between the leaders should continue during the Assembly session, and referred to the parliamentary committee system as an established practice. It is, I think, misleading to infer from these remarks, as does M.B. Naqvi[4], that the fate of the- talks was sealed in advance because of earlier acrimonious exchanges. The Awami League did not take Bhutto's public postures that seriously. When, therefore, on February 15, following a meeting with Yahya three days before, Bhutto announced his boycott of the Assembly, the move was seen by the Awami League as bearing no relation to their earlier talks but as part of a conspiracy with either Yahya or some of his generals to frustrate the democratic process.

The Attitude of the Generals

It was known that at least two generals, Major-Gencral Umer, Chairman of the National Security Council and Major-General Akbar, Chief of Inter-Services Intelligence, had serious misgivings about a return to democratic processes, particularly if Bengalis were to be in the ascendant. Whether Yahya or his aide Peerzada was merely the other side of a planned duet, or was put under pressure to line up with the "hawks ", is still being debated. Umer and Akbar had played a conspicuously partisan role, along with Mr. Rizvi, Chief of Central Intelligence, and Nawab Qizalbash, a Panjabi minister in Yahya's cabinet, in support of Qayyum Khan's Muslim League. Once their objective of blocking

both Mujib and Bhutto was foiled by the election results- which had been wrongly forecast by Akbar's services to the very end- they switched support to Bhutto as West Pakistan's rallying point against Mujib. Concrete evidence of their partisan role was provided by Ghaus Khan Bizenjo, a member of the National Assembly from Baluchistan, Wali Khan, MNA from the North West Frontier Province and president of the National Awami Party, Mian Mumtaz Daultana, MNA from Punjab and president of Council. Muslim League, and Sardar Shaukat Hayat, MNA from Punjab and president of the council of the Punjab Muslim League; they all reported visitations from Umer asking them to support Bhutto's boycott of the Assembly. One of them said that Umer claimed to be acting in the name of President Yahya, who wanted a joint West Pakistani front against Mujib if in fact the boycott was to serve any purpose.

It is as yet unclear what objective was served by the boycott. Some suggest that the idea was to buy time to rally West Pakistani support behind Bhutto. In his round of talks with the Pathans Wali Khan claims to have told Bhutto that his party at least would back Mujib in the Assembly, and it is likely that a similar message was getting through to Bhutto from his other contacts with west wing leaders. A two-thirds majority for Mujib's constitutional draft was coming to seem more and more likely as anti-PPP parties bargained their support for a share in a coalition at the centre. The possibility of being excluded from central power threatened to split Bhutto's own party, where a group of opportunistic landlords from Sind who had been taking a ride on his bandwagon said they would break ranks if power was denied them. When Bhutto referred to the Assembly as a "slaughterhouse" he may well have articulated the fear of the generals who saw that if Yahya should be confronted with a constitution commanding enough support in the west to give it a two-thirds majority it would be difficult to use his veto under the LFO. For his reason time was needed to consolidate a joint front in the west behind Bhutto, who had now emerged as the spokesman of West Pakistani interests against Mujib.

But such a confrontation could only serve the purpose of frustrating the return to democracy, unless Mujib modified his Six Points. This was difficult, not only because Mujib bad fought his entire campaign on this single issue, but also because neither Yahya nor Bhutto had as yet come up with a coherent and viable alternative. Had there been some intention to seek concessions from Mujib the discussions could have been used as a basis for serious bargaining with all cards on the table. Instead Bhutto was encouraged to provoke a public crisis which no Bengali leader could conceivably countenance without seriously compromising his position in the east wing. This implies that the very idea of a return to democracy had become repugnant to the hawks, that on February 15 Bhutto was merely taking the first step on the path which ended in the holocaust of March 25, and that everything in between was an elaborate charade.

Sheikh Mujib's Response

Yahya's decision on March 1 to save Bhutto's crumbling position in the west by postponing the Assembly session sine die brought to the surface the fear that had lain dormant in Bengal since the successful completion of the elections that the generals never really intended to transfer power. To postpone the Assembly was to postpone the

prospect of Bengal's assuming the share of power in the polity which they believed their 55 per cent share of population ought to give them. For people who felt that they had been denied their rightful role for 23 years through a series of plots and conspiracies hatched in the west, this was the last straw. The public upsurge of support for Mujib's call for non-cooperation had 23 years of a accumulated emotion behind it, which explains its unprecedented dimensions. When the police and civil servants joined the judges in pledging support for Mujib a de facto transfer of power had taken place inside Bangladesh, and it had happened within a week of Yahya's decision.

During the next three weeks Mujib's house became in effect the secretariat of Bangladesh as Bengali secretaries, today still serving in Islamabad or Dacca, voluntarily offered their services to Mujib. Faced with such a vacuum, the Awami League was forced by events to move from non-cooperation to a selective exercise of administrative authority in order to prevent social anarchy and a breakdown of the economy. In this phase police officers subordinated themselves to Awami League volunteers. District commissioners cooperated with Awami League sangram parishads (resistance committees) to administer the province. Business men queued up to pledge their support to Mujib and seek solutions to their diverse problems. That this was not an urban phenomenon became plain when villagers cut the roads to the cantonment and besieged trucks, attempting to ferry provisions to the Punjabi jawans. To any observer it was evident that short of a full-scale war of recon quest Yahya's writ could never run again within Bangladesh. The widespread and indiscriminate killings by the army today reflect the experience of these 25 days, when it became evident that every Bengali was a potential enemy and that the loyalty of all traditional instruments of Islamabad's rule was suspect.

Pressures on the Awami League

The force of public reaction appears to have taken Mujib as much as Yahya by surprise. Mujib realised that a mere return to the pre-March 1 position asking for the Assembly to be convened would be out of touch with the current mood. His demand for an end to Martial Law and a transfer of power to the people in the province merely gave expression to the reality on the ground. After two days of ineffective attempts to preserve Yahya's authority the army had been withdrawn to barracks by Lieutenant-General Yakub, the Corps Commander and supreme authority in the province since March 1. Admiral Ahsan, the former governor, had asked to be relieved following the rejection of his plea against postponement of the Assembly session.

Yakub who was no dove himself, had some kind of historical perspective; a scholar among generals, he had in three months mastered enough Bengali to discuss the writings of Bankim Chandra in the language. He saw that repression would not work. His reports were unheeded and he was replaced by Lieutenant General Tikka Khan, whose reputation as a man of action dated from his command of the Sialkot front in the 1965 war and during the Rann of Kutch operations. A "ranker", he had also been evolved in the pacification of Baluch tribal uprising during Ayub's days, and his appointment was seen as evidence of the triumph of the hard line. Yakub is since reported to have resigned his

commission in protest, and the army is faced with the embarrassment of deciding whether to court martial one of its most distinguished generals.

Yakub's replacement was backed up by a continuous inflow of reinforcements for the garrisons. Yahya in a speech on March 5 had given further provocation by blaming Mujib for the crisis and not even alluding to Bhutto. His offer to reconvene the Assembly on March 25 was seen as belated and inadequate and as having been put in a context in which it was rendered virtually irrelevant. For this reason it was believed by many that Mujib would use his public meeting of March 7 to proclaim independence, since Yahya had shown no willingness to come to terms with the consequences of his earlier decision. The army itself was put on full alert to go into action on March 7 in the event of such a declaration.

Mujib realized that any such proclamation would invoke massive carnage on Bengalis, and was reluctant to assume such a responsibility. His decision to preserve with non-cooperation while leaving the door open for a negotiated settlement within Pakistan was a compromise between the counter-pressures of the street and the army. There is no doubt that between March 1 and 7 he was under intense pressure to proclaim independence, and this became greater still after Yahya's broadcast on March 6. But by the afternoon of March 7 the had successfully contained these pressures and committed his party to negotiations within the framework of Pakistan. .Subsequent suggestions that he lost control to extremist elements in his party bear no relation to the facts, and overlook the point that the crucial issue had been resolved before March 7, after which Mujib's authority on ail substantive issues was unchallenged within the party. When, for instance, student leaders decided unilaterally to impose a customs check on West Pakistanis leaving Dacca it took Mujib precisely four hours to get this withdrawn. It was largely the unchallenged nature of his authority which enabled him to use his volunteers to preserve law and order throughout the province during this period. Given the changed atmosphere this was no mean achievement. It can be confirmed by a host of foreign journalists who had congregated in Dacca hoping to witness a major convulsion.

The- President Comes to Negotiate

Denied the provocation of a UDI, or even the breakdown of law and order, Yahya seems to have opted for negotiations. He arrived in Dacca on March 15 with Generals Peerzada and Umer in his entourage. It has since been learnt that several other members of the junta had arrived less conspicuously and were staying out of sight in the cantonment.

Yahya began talks with Mujib within a day of his arrival. Mujib had table his four demands, which were :

1 Withdrawal of Martial Law.

2. Transfer of power to the elected representatives.

3. Withdrawal of troops to the cantonment and cessation of reinforcements.

4 An inquiry into army firing on March 2 and 3.

Yahya conceded 4. The remaining three merely demanded judicial recognition of (he *de facto* situation in Bangla Desh. The troops were in barracks, power was with the elected representatives, and Martial Law orders were not being enforced.

Yahya in fact conceded all demands in principle at an early stage. It was the knowledge of Yahya's concession which provoked Mr. Bhutto to demand a separate transfer of power in East and West Pakistan; and in so doing he articulated the concept of two nations by denying Mujib the right to speak for Pakistan. As the dominant force in the west he insisted on a paramount position in that region. This was strongly opposed by the Pathans and Baluchis, who argued that since West Pakistan had ceased to exist as one unit Bhutto could speak only for Punjab and Sind.

Faced with these contrary demands, Mujib was confronted by the prospect of coalition at the centre. While a coalition was acceptable to him in principle he was not willing to concede parity where his party held 167 seats to the PPP's 87. Deadlock was avoided by consensus on the idea that power be transferred in the provinces to the majority party, with Yahya, in the interim phase, staying on in the centre. There was some suggestion that the parties nominate advisers to assist Yahya.

Legal Technicalities

On the question of lifting Martial Law, Justice Cornelius, who had been called in to advise on the legal aspects, first raised the suggestion that Martial Law must remain as the legal cover for the agreement or there would be a constitutional vacuum. This was seen by Mujjb as mere legalism, and he pointed out to Cornelius that since Yahya and he had come to a prior political decision to withdraw Martial Law it was not for Cornelius to impose legal obstacles, but to provide the legal mechanism to give effect to the political decision. The escape clause was in fact provided by Mr. A. K. Brohi, Pakistan's leading lawyer, who had invited himself to Dacca and produced his own ex gratia solution to the problem after, presumably, discussing it with both parties. He suggested use of the precedent of the Indian Independence Act under which power was transferred by the Crown to the two sovereign states of India and Pakistan by an Act of Proclamation. This proclamation provided legal cover to all legislative Acts until each state had framed its own constitution. Brohi argued that in the same way, Yahya could transfer power by proclamation and this would provide the cover till the Constituent Assembly had framed a constitution.

This point was accepted by Yahya and Cornelius, and it disappeared from the dialogues at an early stage. Since then it has emerged that Daultana of the Muslim League, and Mahmud Ali Qasuri of the People's Party, again raised the question of a legal vacuum and suggested that the Assembly would have to meet to give legal effect to the proclamation and assume sovereignty from Martial Law. When Daultana posed this to Mujib it was dismissed first because the issue had already been resolved and secondly because any move to put the proclamation to the Assembly would merely prolong Martial Law. At a time when tension was mounting daily the time taken to assemble members and then debate the proclamation was seen as more than the nation could at that stage bear.

It is thus surprising that Yahya used the issue of the legal cover as the final evidence of the mala fide nature of Mujib's intentions, since his own team had already settled this matter and passed on to more substantive issues. The matter was obviously a mere piece of formalism, of relevance only to lawyers, and it was absurd to suggest that nations might break merely because of differences over a legal technicality.

Awami League Concessions

Mujib's terms applied only to the interim phase between the lifting of Martial Law and the passing of the new constitution by the Assembly. It was not certain how long this phase would last, but there was, no question but that the long term basis for nationhood must be decided by parliament, who would assume sovereignty through the instruments provided by the constitution. At that stage it was generally agreed by both parties that the Six Points would at least have to provide the basis for this document.

Yahya had argued that while the Six Points had been worked out for defining Bengal's relation to the centre, its application to the west wing provinces would create more difficulties. This had always been conceded by the Awami League, whose Six Points were based on the existence, because of the peculiarities of the country's geography, of two economies within one polity. Yahya's demand for a separate deal for the west was readily conceded by Mujib, since he himself had no power base of his own to defend, having failed to win a single seat there.

Yahya suggested that West Pakistan might need more time to work out inter-provincial relations in the west in a post-One Unit region, since no work had been done on this by any of the parties there. He suggested separate sessions of the Assembly for either wing so that this task in the west could be done without any interference by the east wing. The whole proposal was designed to accommodate Bhutto, who was obsessed by the fear that Mujib would enter into collusion with the smaller parties and regoing to neutralize him. He wanted a free hand in the west, and Yahya secured this for him from Mujib. But in accepting the proposal Mujib alienated his potential support in the west, which had increased considerably following Bhutto's boycott decision, and as a result, when Yahya initiated his military operations, Mujib found himself friendless in the west. To suggest that the idea of two assemblies was basically Mujib's was to do violence to logic, since the Awami League not only had a clear majority of its own, but by then could command more than two thirds of the votes in the house behind any position it choose to take.

From Politics to Economics

Once the format for the political and legal basis for the transfer of power had been determined there remained the more substantive question of the distribution of powers between the province and the centre in the interim phase. It was agreed by both parties as a guiding principle that the basis should not deviate too much from the final version of the constitution which was expected to be based on the Six Points. Since economics was the key issue here, M. M. Ahmed, chief Economic Advise to the President, was brought in.

The Awami League team again argued that at least the *de facto* situation must be recognized. By then export earnings and revenue collections were being paid to a Bangladesh account. M. M. Ahmed found no difficulty in conceding that these powers be formalized. He also conceded to the province the right to make its own trade policy and to have its own reserve bank to determine monetary policy for the region. As an amendment, delivered to the Awami League team at their last meeting on March 23, he proposed:

(1) that since it would take time for the chatters and the new reserve banks to emerge, the State Bank at Dacca assume this role for Bangla Desh; in case of conflict in regional monetary policies the State Bank of Pakistan would have powers to intervene;
(2) that for financing the centre in revenue and foreign exchange existing arrangements continue;
(3) that for foreign aid a joint delegation go to the consortium; it could by agreement
be dominated by Bengalis and could be divided on a prearranged formula; once aid had been pledged at the consortium the provinces could negotiate individual agreements on their own.

These represent the sense of his proposals. His amendments were worded loosely, and in discussing them the Awami League advisers tightened up the wording to lend them clarity; other his amendments were accepted. There was nothing to prevent formulation of a joint draft of the proclamation for transfer of power any lime from March 25 onwards.

It is worth noting that in the interim phase all inter-provincial matters for the west wing were to rest with the centre, as had been provided for once the One Unit had been dissolved. This as well as other proposals were intended only for the interim phase. Once the west worked out their problems in separate sittings, the two houses would come together for a joint session to frame the constitution.

The Negotiations Halted

It is evident then that there was no breakdown in the negotiations, and in fact agreement on all substantive points had been reached. M.M. Ahmed claims that this was his view and that accordingly he left for Karachi on March 25. The Awami League now sees his departure as evidence that the army were at that point bent on action, since Ahmed was a key negotiator who should at least have stayed to see the response to his own proposals.

In fact the sessions of March 23 were the last to be held, and all calls to Peerzada for the holding of the final session went un-answered. Yahya had still not put any firm proposal of his own on the table, or even stated what his final terms were for a settlement. As always the debate took place on the Awami League draft of the interim constitution, and they were as before left with their cards exposed while the world remained ignorant of the real intentions of the President and his junta.

Bhutto had arrived in Dacca with his own team, and was having separate sessions with the President's team. This was because the Awami League felt that any substantive settlement lay in Yahya's hands, and Bhutto's role, to judge by past experience, was derivative. Since the President had so ably carried. Bhutto's brief no fear was felt that Bhutto would in fact oppose the settlement.

As it happened, while the two teams were in session in President's House, Dacca, Yahya himself was in the Dacca cantonment talking to his generals. During this time the army had escalated the situation in Chittagong by suddenly, deciding to unload ammunitions ship which had been immobilized for 17 days by the non-cooperation movement.

At 11 p.m. on March 25 troop movements into Dacca began. Yahya had flown off to Karachi a few hours earlier. Negotiations had been overtaken by war. Only this time they had not broken down. An agreed settlement, which even at that date might have kept Pakistan together, was available to the generals, and was ignored

---

Footnotes

1 *See Dawn. March 27. 1971.*
3 See Dawn. May 7. 1971.
3 *Sec speech by Sir Frederic. Bennett. Hansard. May 14. 1971.*
4 *See Naqvi. M.D., "West Pakistan's Struggle for Power", South Asian Review. Volume 4. Number 3. April 1971.*
5 *Sec Forum. March 1J and 2 1971 ,for an account of this proce.*

The Author

Relvnan Sobhan, one of Sheik Mujib's principal advisers, was in East Pakistan until early April. He was a reader in Economics at the University of Dacca, and a member of the government's panel of economists on the Fourth Five- Year Plan. He advised Sheik Mujib on constitutional and economic policy. He was also the Editor of Forum.

নির্ঘন্ট

অ
অক্টোবর বিপ্লব (১৯৫৮),২৩২
অর্থনৈতিক শোষণ, ২৫৭-৬০,২৬৫,৩৮৬, ৪০৪, ৪০৫
অদৃশ্য ভূ-স্বামী,২৫৮
অসহযোগআন্দোলন ৬৭০, ৭৫৮-৫৯
আ
আইউব গেট, ৪৩২
আইউব নগর ৪৩২
আই, এল,ও ২৬৬
আইউব সরকার, ৩০১-৩০২
আইন, ৯২(ক) ধারা জারি, ২৩৮
আইনগত কাঠামো, ৫৪৯, ৬৩৪, ৭০১, ৭০২
আইন সভা, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৮, ২৪২
আইয়ুব শাহী, ২৪৬, ২৪৭
আওয়াল, আবদুল, ৩৭৬
আওরঙ্গজেব, ৫৯৮
আওয়ামী লীগ ৩৩, ১৮৯, ২৬৮,২৭৭,২৭৮, ৩০৫,৩০৭,৩৬৪-৩৬৮,৩৮০,৩৮৭,৪০৪,৪১৭,৪৩৯,৪৫৯,৫৮৭-৮৯,৫৯৭,৬১২-১৩, ৬১৯,৬২০,৬২১,৬২৪,৬৪১,৬৬৫-৬৭,৭০৩,৭০৪,৭০৫,৭১৪,৭২০,৭২৬,৭৩১,৭৩৮,৭৫৭,৭৫৮,৭৬০,৭৬২,৭৬৫,৭৭৫,৭৭৬
আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কমিটি, ৩০৭,৫২৪
আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নির্বাচনী দফতর, ৫৮৯
আওয়ামী লীগ র্পালামেন্টারী পার্টি, ৬৪১
আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা, ২৩৪,২৭২
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৩০৪-৩৬৮,৪৪৫,৪৩৩,৪৩৭-৪৩৯, ৪৮৮, ৫০৪, ৫৮৯, ৬০১
আচাকযাই, আবদুস সামাদ খান, ২৬৫
আজম, গোলাপ, ২৯৫,৫৭৭
আজাদ (দৈনিক পত্রিকা), ২২৮
আজাদ আবুল কালাম, ২১৮-১৯
আজিজ, ৩৩৬
আট (৮) দফা কর্মসূচী, ২৯১-৯৯,৬০৩
আতিকুল্লাহ, সাইয়িদ,৩৭৬
আদমজী,২৩৬
আদমজী মিলে দাঙ্গা, ২৩৮-৩৯
আনোয়ার জাহিদ, ৩৭৬
আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য, ১৭৫-৭৬, ১৯২-৯৫, ২৮-৩১, ২৬৩-২৬৭, ২৭৩-৭৬, ২৮০, ২৯৭,৩০১
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন , ২৩২,২৬৪, ২৭৮-৮২, ২৯১-৯৯, ৩০২-৩০৩, ৩৬৫, ৩৬৭, ৪০৮,৪১০-১২, ৪২৯, ৪৪০, ৪৬৬, ৪৬৭,৪৬৮, ৪৭১, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯৫, ৫৯১,৫২৫, ৫২৬, ৫৩২, ৫৪৮, ৫৭২-৭৬, ৫৮৮,৬০৩, ৬১০, ৬১২, ৬৫৭, ৭০১
আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল ওলামা, ২৫৩
আন্তঃ প্রাদেশিক বৈষম্য, ৫৬৮-৭১
আনিস, মোহাম্মদ, ২১৮-১৯
আনিসুজ্জামান,২৮৮,৩৬৯
আনোয়ার, এম, ২৯৫
আনোয়ার, (শহীদ),৫৮৯
আফলাতুন, ৩৭৬
আবদুল্লাহ, এ, এম, এম ৪২০
আবেদীন, জয়নুল ২৮৮, ৪০৭
আমীন নূরুল ২৮৩, ২৯৫
আমীন, নূরুল (এন, ডি, এফ প্রেসিডেন্ট) ৪০৪
আযমী, মাওলানা নূর মোহাম্মদ, ২৪৯, ২৫৩
আরবী, ২৯০
আরা, সৈয়দ শমসে, ২১৮-১৯
আল আজাদ , আলাউদ্দিন ৭৭৮
আলম, খুরশীদ, ৩০৫
আলম, নাজমুল, ৫৩১
আলাদা হওয়াই মুক্তির পথ (পুস্তিকা), ৬০৯
আলম, এ, এম সওগাতুল, ২১৮-১৯
আলী, ৩৭০
আলী আকসাদ. ৩৭৬
আলী আছাদ,৩৩,৩৪
আলী আশরাফ,৩৯৭
আলী, ইনসাফ,৩০৫
আলী, ইন্নাস,৪২০
আলী, খালেদ মোহাম্মদ৪০৩
আলী, জমীর, ৪১৭
আলী তফাজ্জল,২৯৫
আলী, নাসিম,৪৩১
আলী, মওলানা আতাহার ২৪৯,২৫২-৫৩
আলী, মাহমুদ,২৯৫

আলী, মুহম্মদ,২৯৫
আলী, মোহাম্মদ খালেদ,৪১২,৪২৩
আলী, মোহাম্মদ (বগুড়া),২৩৪,২৩৯
আলী, মোহাম্মদ মাহমুদ,৩০৫
আলী, শওকত,৩৭৬
আলী, শাহেদ,২৩৪
আলী, সৈয়দ মুর্তাজা,৩৭৬
আলী হায়দার,২১৮-১৯
আসাদ(শহীদ),৫৮৯,৬২২-২৩,৬৩৩,৬৯২
আসাদুজ্জামান৪১৯-২০,৪২৬
আহমদ, আখতার উদ্দিন,২২৭
আহমদ, এম,৩০৬
আহমদ, ওলি,৪২৮
আহমদ, কাজী জাফর,৪৩১,৪৫১,৪৯৫,৪৯৭,৪৯৮,৫৩০,৬২১
আহমদ, কামাল উদ্দিন,৩০৫,৪৯১
আহমদ, তোফায়েল, ৪০৩,৪২১,৪১৩,৪১৯,৪২৩,৪২৪,৪৩৯,৪৬৯,৪৯১,৫৪৭
আহম্মদ, নাসিরউদ্দিন,২১৮-১৯
আহমদ,. নূরে আলম,৩৭৬
আহমদ, ফরিদ,২৯৫,৪২৭
আহমদ ফয়েজ,৩৭৬
আহমদ মাওলানা সিদ্দিক,২২৭,৫৭৭
আহমদ, মফিজ উদ্দিন, ২২৭, ২৬৬,২৮২
আহমদ, মুজাফফর ,২৮২,৪২৪,৪২৭,৪৬৫-৬৭,৫২৪,৫৭৭,৬২১,৭০০-৭০২
আহমদ, শরীফ,২৮৮,৪০৭,৪৩৫,৪৯৬
আহমদ সুলতান উদ্দিন,৩০৫,৪৩৯,৫০৪
আহম্মদ, সালেহ,৭৭৮
আহম্মদ আমিনুদ্দিন,৩৩৬
আহমেদ, সাইফুদ্দিন,৪১২,৪২৩
আহমদ, কামাল উদ্দিন,৩৬৭
আহাম্মদ, খোন্দকার মুষতাক,৩৬৬,৭৭৫,৭৬৯
আহাম্মদ, তাজুদ্দীন,৩৩৬,৩৬৭,৪৭০-৭৭,৭২৬,৭৩৯,৭৬৫,৭৬৯,৭৭০
আহাম্মদ, সুলতান,৩৬৩৬
আহাম্মদ, সুলতান উদ্দিন ৩৬৭
আয়ুব চিলড্রেনস পার্ক, ৪৩২
আয়ুব শাহী,৬২২,৬৩৩

ই
ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন(প্রতিবেদন)৪৮-৬১, ২৪২ ইউনিয়ন বোর্ড,২৪২
ইউসুফ, এ,বি এম,৩০৫
ইউসুফ, মনিরুদ্দিন,৩৭০
আকবাল, আল্লামা, ৩৬৯,৩৭০
ইকবাল দিবস,৩৬৯,৩৭০
ইকবাল হল ২১৮-১৯, ৪১৬,৪২০,৪২৩
ইজারা প্রথা, ২৪৪
ইডেন কলেজ,২১৮-১৯,
ইত্তেফাক (দৈনিক পত্রিকা) ২২৫,২৭৭,৩৬৬,৪২৪,৪৩৩-৪৩৬,৪৪৯,৪৫০,৫২৪, ৬১২,৬৪১
ইয়াহিয়া-ভুট্রো-কাইয়ুম চক্র৭০৮
ইদ্রিস,৩৩৬
ইদ্রিস, এস, এম ৪১৪
ইদ্রিস, কাজী মুহম্মদ,৩৭৬
ইনস্টিটিউব অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স,৭৭৩
ইসলাম, আতিকুল ৩৭০
ইসলা,(ক্যাপ্টেন),৭৫৭
ইসলাম, তাজুল ৩০৫,৫০৪
ইসলাম, নজরুল, ৩৬৯,৩৭০,৩৭১
ইসলাম, নজরুল, ৩৬৯,৩৭০,৩৭১
ইসলাম, নজরুল (সহ-সভাপতি, ছাত্রলীগ)৫৪৮
ইসলাম, নূরুল, ২৮২,৩৬৫,৪৬৯,৪৯১,৫২৯,৫৪৭
ইসলাম, ফকরুল ৫৪৭
ইসলাম, মওলানা তাজুল, ২৪৯,২৫৩-৫৪
ইসলাম, রফিকুল ২৮৮,৩৭০
ইসলাম, শেখ শহীদুল ৩৩৬
ইসলাম, সৈয়দ নজরুল ,৪০৪,৭৬৫,৭৬৯,৭৭০
ইসলাম ছাত্রসংঘ,৪৬৮,৪৬৯
ইয়াকুব৬৬৭
উ
উডস, জর্জ,৪৭৯
উর্দূ ভাষা২৯০,৩৮৬
উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী ৭৫৮,৭৭৮
উনিশ (১৯) দফা,৩০৩
এ
এক ইউনিট,২৬৫,২৮১,৪২৯,৪৩৯,৪৬৫,৪৬৭,৪৬৮, ৪৮৮,৪৯০,৪৯২
এক (১) দফা ৫০৫

একুশ (২১) দফা কর্মসূচী ,২৩৮,২৬৮,২৬৯,২৭২,২৭৩,৩০২,৬০৩
একুশে (২১শে) ফেব্রুয়ারী ৬৬,২১৭-১৯,৪৩৫,৬০৩,৬৪৬-৪৮,৬৪৯-৫১
এগারো (১১) দফা, ৪০৯-১৪, ৪১৮,৪২২,৪২৪,৪২৯,৪৩০,৪৩১,৪৩২,৪৩৪,৪৩৯,৪৪১,৪৪২,৪৬৬,৪৬৮,৪৮৮,৪৮৯,৪৯১,৪৯৩-৯৫,৫২৫,২৬,৫২৭,৫২৮,৫২৯, ৫৪৮,৫৮৭,৫৮৮,৫৮৯,৫৯৪,৬০৩,৬১২,৬১৩,৬১৪,৬৫৬,৭২৮
এন,এস, এফ ৪১৩-১৪,৪১৭
এন, ডি, এফ,৪০৪,৪২৮
এফ, এইচ,হল ৪১৮
এবডো,২২,২৩১
ঐ
ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ও আমরা; ৭৭৩
ও
ওকিতা, সবুরো,৪৯৭
ওঝা, পি, এন, ৩০৪-০৬
ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া ২৪৯-৫৪
ওসমান, শওকত২৯০
ওয়ার্কস প্রোগ্রাম ২৩৬,২৪২
ওয়াজিউল্লাহ (শহীদ)২২৪,৫৪৬,৫৪৮
ওয়াদুদ, এম, এ ২৮২
ক
কনভেনশন (মুসলিম)লীগ ২৩০,২৩৭
কবির,এ কে এম,৩৭৪
কবির হুমায়ুন,৭৭৮
কমিউনিষ্ট,৪৫১-৬৪
কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি, ৪৫১,৬৯৯
করিম, প্রিন্স২৬৫
করিম, ওয়াজেদুল,৭১০
কাউন্সিল মোসলেম লীগ ২২৯,৪০৪
কাদরী, শহীদ ৩৭৬
কাদির, আবদুর৩৭০,৩৭১
কানুনগো, সুনেন্দু ৪৩১
কর্নেলিয়াস (মিঃ) ৭৬৫,৭৬৯
কার্জন হল, ২১৮-১৯,২৭৭
কালাহান,২৩৮
কালো খোকা,৩৩
কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র পরিষদ ২১৮-১৯
কাশ্মীর বিরোধ,৩০৪,৩০৭
কাসেম, আবুল ৩৭৩
কায়েদে আজম,২২৯,২৩৩,২৬৮
কায়েদে আজম কলেজ২১৮-১৯
কায়সার, আবু,৩৭৬
কায়সার, শহীদুল্লাহ ২৮৮,৩৭৬,৩৯৭,৪০৭
কুটির শিল্প ২৪৫
কুদরত-ই- খোদা,২৮৮
কুদ্দুস, রুহুল ৩০৪,৩০৫,৩৬৭
কৃষক ২৩৬, ২৪৩-৪৫,২৪৭,২৫৯,২৬৬,২৭৮,২৮২,২৯৯,৩০০-০২,৩৮৩,৩৮৫, ৩৮৭,৪০৪,৪০৮,৪১১,৪২২,৪২৪,৪২৫,৪২৯,৪৩০,৪৩১,৪৩২,৪৪২,,৪৫১,৪৫২,৪৫৬,৪৫৭,৪৬৮,৪৬৯,৪৭৪-৪৭৬,৪৮৮, ৪৯১,৪৯৩,৪৯৪,৫২৬,৫২৮,৫৩০,৫৩১,৫৫০,৫৫৩-৫৫৫,৫৮৭,৬১১,৬২০,৬২২,৬২৩,৬৩৩,৬৩৪,৬৪৭,৬৪৮,৬৫৩,৬৬৬-৬৯,৬৯৯,৭০০,৭১২-১৪,৭১৮,৭২৩,৭৩৪,৭৩৯
কৃষক -শ্রমিক পার্টি,৫৭৭,৫৯১,৭৭৩
কৃষ্ণ দিবস,৪২৪-২৫
কৃষি বিপ্লব,৪৮১
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৪২২,৪৩৯
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার,৫৪৩
ক্যাপিটাল৭৫৬
ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান,২৬৮,৬৬৯,৬৭০
ক্যাম্পোস, রবার্টো দ্যা আলিভিয়া, ৪৭৯
ক্রুগ মিশন,২৪৪
কংগ্রেস, ২৬৯,২৭০,৩৮৩
খ
খলিল, ইব্রাহিম ৪১৪,৪২০,৪২৩,৪৯১,৫৪৭
খসরু, ৫২৬,৫৪৮
খয়েরুদ্দিন, খাজা,৫৭৭
খাঁ, ইব্রাহিম ৩৭৩
খান, আইয়ুব৭২১
খান, আজগর (এয়ার মার্শাল),৩৮০
খান, আজম,১৪৭-৪৯,১৫০-৫৬
খান, আতাউর রহমান, ২৯৫,৪৩৬,৫৭৭,৫৯১,৭২৩
খান, আতিকুজ্জামান,৪১৬
খান, আবদুল গফফার,২৩২
খান, আবদুল মোমেন,৩৬৭,৩৯৯,৪৩২
খান, আবদুল হামিদ ৬৫৫

খান, আবদুস ছালাম ২৯৫,৩৬৭
খান, আসগর (এয়ার মার্শাল) ৪০১
খান, আসাদুজ্জামান, ৪৩৬
খান, এ, এম, ইয়াহিয়া, ৪৫০,৪৬৫,৪৬৮,৪৮৩-৮৭,৪৮৮-৯০,৪৯৮,৫০৩,৫০৫-২৩,৫২৪-৫২৮,৫৭৭,৫৮১-৮৩,৬০৩,৬৩১-৩২,৬৫৫,৬৬২,৬৬৭,৬৯৩-৯৫,৬৯৬-৯৭,৭০৩-০৪,৭০৮,৭১২,৭১৪,৭২১-২৩,৭২৮,৭৩৫,৭৫৫-৭৫৮,৭৬০,৭৬২,৭৬৫-৭৬৬,৭৬৭,৭৬৮,৭৬৯-৭০,৭৭১,৭৭৪,৭৭৫
খান, এ, সবুর, ২৪২,২৮৯,৫৭৭
খান, এম, আর ২৯৫
খান, খান আবদুল ওয়ালী ৪০৪,৪০৫,৪২৪,৪৩১
খান টিককা, ৬৯৮, ৭২০
খান, নওয়াবজাদা, নসরুল্লাহ ২২৮,২৯৫,৪০৪
খান, নূর (এয়ার মার্শাল)৭১৭
খান, ফেরদৌস,৩৭২
খান, মোহাম্মদ আইউব,১,৩৩,৩৪,১৪২,১৪৭-১৪৯,১৫০-৫৭,২২৮,২৩০-৩৭,২৩৯,২৪১-৪৩,২৪৬,২৪৭,২৫১,২৫৬,২৮৬-৮৭,৩৬৪,৩৬৫,৩৮০,৩৯৮-৯৯,৪২৯,৪৩৬,৪৪৯,৪৫০,৪৬৮,৫২৫,৫৪৬,৬৯৬,৭০৩
খান. রোকুজ্জামান,৩৭৬
খান শামসুর রহমান,৩০৬
খান, শাহনূর,৭৭৮
খাঁ, সরদার বাহাদুর ২৩৪
খান, সিরাজুল হোসেন ৪৯৭,৫৩১
খান,হাতেম আলী ২৮২
খান, হাবিবুল্লাহ,২১৮-২১৯
খাতুন, মাজেদা,২১৮-১৯
খালেদ (প্রফেসর),৪৩৬
খায়রুদ্দিন, সাইয়েদ খাজা, ২৯৫
খায়ের, আবুল,৪২০
খুরো (জনাব),৭২২
খুরশীদ, এ,বি,এম ৪৩৯,৫০৪
খুরশিদুদ্দিন (ক্যাপ্টেন),৩০৫
খৃষ্টান,৪৯৩
খেলাফত,৫৯৯
গ
গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি, ৪০৪-৪০৫
গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ, ৩২৮
গণ-পরিষদ,২৩১
গণ-বাহিনী,৭১৪,৭১৯,৭৩৫
গণ-বিপ্লব দিবস,৬৩৩-৩৬
গনি, মোহাম্মদ ওসমান, ২৮২,৩৭২,৩৭৩
গাজী, তোহা ৫৪৮
গাদ্দার নেতা,২৩৯
গাদ্দারের মন্ত্রিসভা,২৩৮
গান্ধারা,২৩৬
গান্ধারা ইন্ডাষ্ট্রিজ,২৩৬
গান্ধী, ইন্দিরা ৬২০
গালিব দিবস ৩৬৯
গুথ, উইলফ্রেড৪৭৯
গোলটেবিল বৈঠক, ৪২৪,৪২৯,৪৩১-৩২,৪৩৪,৪৩৭,৪৪৩-৪৮,৪৪৯,৪৬৬,৬০৮,৬৯৬
গোলাম মোহাম্মদ, ২৩১,২৩৪,২৩৬,২৩৮-৪০
গোয়েবলসীয়,২৪২
গ্রীণ রেভোলিউশন,৪৮০
ঘ
ঘোষ, শ্যামাপ্রাসাদ,২১৮-১৯
ঘোষ, শুকদেব,৫২৮
চ
চক্রবর্তী,জ্ঞান,৪৩১,
চট্রগ্রাম মুসলিম চেম্বারস অব কর্মাস,৩৬৬
চাখারী, ইসহাক,৩৭৬
চামড়া ব্যবসায়ী সমিতি ৭৫৯
চার দফা দাবী,৭৫৯,৭৬১
চাষী, ২৫৮-৫৯,২৭২,২৯৯,৪৪০
চিয়াং কাইশেক,৬২০
চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভা২৩৪
চৌদ্দ (১৪) দফা,২৫৭-৬৬,৩০২, ৩০৩,৪২৯,৬০৩,৬৫২-৫৪
চৌধুরী, আবদুল গফফার,৩৭৬
চৌধুরী, আমির হোসেন,২২৫
চৌধুরী, এ,কে,এম ওয়াহেদ, ২১৮-১৯
চৌধুরী, এহতেশাম, ৩৭৬
চৌধুরী, খালেদ ৩৭৬
চৌধুরী, জহুর আহম্মদ ৩৬৫, ৩৬৮
চৌধুরী, জহুর হোসেন, ৩৭৬
চৌধুরী, নাজিম কামরান, ৪০৩,৪১২,৪১৩,৪২৩
চৌধুরী, নূরুল ইসলাম ৩৬৬
চৌধুরী, ভূপতি ভূষণ,৩০৫
চৌধুরী, মতিয়া,২১৮-১৯
চৌধুরী, মানিক, ৩০৫,৩৬৭,৩৬৮
চৌধুরী,মাসুদ আরা,৩০৫

চৌধুরী, মিজানুর রহমান,৩৩৬,৩৮০-৮১,৪১৭
চৌধুরী, মুনীর, ২৮৮,৩৭৩,৪৩৫
চৌধুরী, মোজাফফর আহমেদ, ৫৭২-৭৬
চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার,২৮৮
চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী,২২৮,২৩৪,৪০৪
চৌধুরী, শাহাবুদ্দীন,৩৬৬
চৌধুরী, শফি সামিহ,২১৮-১৯
চৌধুরী, সাইফুল্লাহ,৪১৭
চৌধুরী, সাবিবর আহমদ, ৪১৪
চৌধুরী, হামিদুল হক,২৯৫
চৌধুরী, হারুনুর রশিদ,৪৩১
ছ.
ছয় দফা কর্মসূচী ২৬৭-৭৬,২৯৬,৩৯৯-৪০০,৩০৭,৩৬৫,৩৬৭,৩৬৮,৩৮০-৩৮১,৩৮৭,৪০৪,৪১৭,৪৩৯,৪৪০,৪৭১,৫২৫-২৭,৫৪৮,৫৮৭-৮৯,৬০৩,৬০৪,৬১২-১৪,৬৪১,৬৪৩,৬৫৬,৬৫৮,৬৬৬,৭০৩,৭২৮,ছাত্র,৬৬,১২৮-২৯,১৩৪,১৩৫-৩৭,২৪৪,২৪৬-৪৮,২৫৯-৬০,২৬৭,২৭৮,৩৭৭,৩৮০,৪০৩,৪০৪,৪০৯-২৯,৪৩৬,৪৩৭,৪৪০,৪৪২,৪৫১,৪৬৮-৬৯,৪৮৮-৯১,৪৯৩-৯৫,৪৯৭,৫০৪,৫২৫-৫২৬,৫২৭-২৯,৫৩০-৩১,৫৪৩,৫৪৬-৪৭,৫৪৮-৫০,৫৫৩-৫৫,৬২২-২৩,৬৩৩-৩৬,৬৪৬-৪৮,৬৪৯-৫১,৬৫২-৫৪,৬৬৮-৭০,৭০১,৭১২-১৪,৭১৮,৭৩৪,৭৩৯
ছাত্রলীগ,৩৩,৭১১
ছাত্র ইউনিয়ন,৭৩৪-৭৪
ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ)৭২২
ছিদ্দিক, মওলানা মোহাম্মদ ২৪৯,২৫৪
জ
জগন্নাথ কলেজ,২১৮-১৯,৪৪০
জগন্নাথ হল, ২১৮-১৯
জববার,২১৭
জববার, আবদুল, ৪৩১
জমিয়তে উলেমা ৫৭৭
জমিয়তে উলেমায়ে ইসলাম ৪০৪,৫৯১
জলিল, আবদুল (সার্জেন্ট),৫০৪
জলোচ্ছ্বাস, ৫৭৭-৭৮, ৫৮৪-৮৬
জসিমউদ্দিন, (কবি), ৩৭৬
জহূর (শহীদ), ৫৮৯,৬৯২
জয় বাংলা (পত্রিকা),৭০৩
জাকারিয়া, মোহাম্মদ, ২১৮-১৯
জাতীয় কনভেনশন,৪৬৫,৪৬৬
জাতীয় কর্মপরিষদ, ২৯৪-৯৫
জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট,২৯১,২৯৫,২৯৯
জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন,৪৯১,৫৪৭
জাতীয় পরিষদ,২২৬,২৫৮,২৮৩,২৯৪,৩৬৪,৩৯৯,৪২৮,৪৪২,৪৪৯,৪৮৯,৪৯০,৫২৭,৫২৮,৫৯২,৫৯৫,৬১২-১৩,৬২৯-৩০,৬৩৬-৩৭,৬৪২,৬৫৫-৫৭, ৬৬২, ৬৬৪, ৬৭০,৭০০,৭০৩
জাতীয় পুনর্গঠন বুরো (বিএআর)১৪৬,৪০৭
জাতীয় মুক্তি পরিষদ,৬৬৬
জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট,৬৬৬
জাতীয় মুজাহিদ সংঘ,৬০৪-৬১১
জাতীয় লীগ,৭২৩
জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট,৫৪৬
জাতীয় সংগীত,৬৭০
জাফর সিকান্দার আবু,৩৭০,৩৭৬
জামাত-ই- ইসলাম, ১৮৯,২২৭,২২৯,৪০৩,৪৬৮,৫৭৭,৬২১
জামাল, আঃ,৩৩
জামেয়া কোরআনীয়া,২৫৩
জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান,৩৭০
জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়,৫৪৯
জাহিদ, আনোয়ার,৫৩০
জিন্নাহ, ফাতেমা,২২৮-২৯,২৪২-৪৪,২৪৬-৪৮,২৫১,২৫২,২৫৬,৩৬৪
জিন্নাহ হল,৪১৩,৪১৬
জিলানী, নাইয়েদ ছিদ্দিকুর হাসান,২৯৫
জৈন ধর্ম,৫৯৯
জোহা (শহীদ) ৫৮৯,৬৯২
ট
টঙ্গী শ্রমিক ফেডারেশন, ৪৯৭
টাঙ্গাইল মহকুমা সম্মিলিত বিরোধী দল,২৪২
টেক্সট বুক বোর্ড,৩৭৫
ট্যালেন্ট মন্ত্রিসভা, ২৩১
ট্রটস্কী -চে-বাদী, ৬২১
ড
ডাক, ৪১৯,৪৩৪
ডাকুস, ৪১২-১৩,২৪
ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলস (ধারা ৩২) ৩৬৬
ডিফেন্স কাউন্সিল,২৯৭
ডিলন,সি, ডগলাস,৪৯৭
ডেমোক্র্যাটিক এ্যাকশন কমিটি,৪০৪-০৫

ঢাকা কলেজ,২১৮-১৯
ঢাকা ফরিদাবাদ এমদাদুল উলুম মাদ্রাসা, ২৫৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,২৮৮,২৭৪,৩৭৫-৭৯,৪১০,৪১৩-১৪,৪১৫-২০,৪২১,৪২৪,৪৩৪,৫২৮,৫৪৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন,২১৮-১৯,৪০৩,৪৬৮
ঢাকা জিলা সমবায় ইউনিয়ন লিঃ ৭৫৮
ঢাকা সেনানিবাস,৩৬৭
ঢাকা হল, ২১৮-১৯
ঢাকা হাইকোর্ট বার, ৪২৭
ত
তর্কবাগীশ, মাওলানা আবদুর রশিদ, ২২৭
তাজউদ্দিন,৪৩১
তোফায়েল, মুহম্মদ,২৯৫
তোয়াহা, মোহাম্মদ, ৪২৪,৪৩১,৬২১
থ
থানভী, মওলানা আশরাফআলী ২৪৯-৫০,
দ
দও, দীপা, ৪১২
দলিলুদ্দিন,৩০৫
দশ (১০) দফা ৭০৫-০৭
দস্তিদার, সুখেন্দু,৪৩১
দাউস,২৩৫
দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি (পূর্ব পাকিস্তান),২২৫
দানী, হাজী মোহাম্মদ, ২৫৪
(দানেশ) দানিশ, হাজী মোহাম্মদ, ২৩০-৪১, ২৮২
দাবী দিবস,৫১৫-২৬
দাশগুপ্ত, রণেশ ৪০৭
দাস, আনন্দমোহন,২১৮-১৯
দাস, বিমল ৫৪৮
দীন মোহাম্মদ, কাজী ৩৭২,৩৭৩
দুই ইউনিট, ২৬২
দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য, ১৭৫-৭৬, ১৯২-৯৫, ২৩৬-৩৮,২৬৩,২৬৭, ২৭৩-৭৬, ২৮০,২৯৭,৩০১
দুলন, মাহবুব আলী,২৮২,
দেশরক্ষা বিধি, ৩৯৭, ৪২৫,৪৩১,৬০১
দৈনিক আজাদ, ২৫০,২৫৪,২৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩৯৭,৭২০
দৈনিক জঙ্গ,২৫০
দৈনিক পাকিস্তান,.
২৮৯,২৯০,৩০৪,৩০৭,৩৬৯,৩৭০,৩৭২,৩৭৫,৩৮০,৩৯৯,৪০১,
৪০৪,৪১৩,৪১৫,৪১৯,৪২৪,৪২৬,৪৩০,৪৩৮,৪৩৯,৪৪২,৫২৪,৭১৭,৭২১,৭২৪,৭২৮,৭৩৮,৭৬৯,৭৭৮,৭৮০
দৈনিক
পূর্বদেশ,৪৭৮,৪৯২,৪৯৬,৪৯৭,৫০৪,৫৭৭,৭৩৯,৭৫৬,৭৫৮,৭৬০,৭৬৫,৭৭২,৭৭৫
দৈনিক সংগ্রাম, ৬৫৫,৭৭১
দৈনিক সংবাদ, ২৮৩,২৮৮,৩৯৭,৪২১,৪২৯,
দৌলতানা,৪০৪,৭২২
দ্য ডন ৪৮৩,৫৩২,৫৯২,৬২৯,৬৩৬-৩৭,৬৪৩,৬৫৮,৬৭১,৬৭৪,৬৭৮,৬৮৫,৬৮৭,৬৯৩,৭০৬,৭২৬,৭৩১,৭৪৭,৭৬৩,৭৮০-৮২,৬৯৩,৭০৬,৭২৬,৭৩১,৭৪৭,৭৬৩,৭৮০-৮২
দ্য পিপল,৫৫৬,৬৬৪,৭৫৪,৭৭৭,৭৭৯,৭৮৪
ধ
ধর্মঘট,৩৬৬,৪১৩,৪১৫,৪১৬-১৭,৪২১,৪২৫,৪২৮,৪৮৮,৫৪৬
ন
নওশাদ, রফিক,৭৭৮
নকশাল বাড়ী ,৪৫১
নজরুল দিবস, ৩৬৯
নদভী, মাওলানা সৈয়দ সোলেমান,২৪৯,২৫০
নাজিমুদ্দীন, খওয়াজা (খাজা),২২৮-৩০,২৩৪
নাসির হাসান,২৩২
নাসির উদ্দিন, মোহাম্মদ,৩৭৬
নিউইর্য়ক টাইমস ২৩৮
নির্মল, ৫২৮
নিরাপত্তা আইন, ১৩২,৪৩১,৪৪২,৬০১
নীলিমা ইব্রাহিম ২৮৮
নূন মন্ত্রিসভা ২৩৪
নূরী, সানাউল্লাহ,৩৭৬
নে-উইন,৬২০
নেওয়াজ, গরীর,৫৭৭
নেজামে ইসলাম,১৮৯,৫৭৭
নেফা,২৬৩
নেয়াখালী এসোসিয়েশন,৭৫৯
নোয়াখালী মুসলিম সমিতি,৭৫৯
নৌকা মার্কা ,৫৮৮,৫৮৯
ন্যাপ (ওয়ালী) ৫৭৭
ন্যাপ (ভাসানীপন্থী),৪২৯,৫১৯,৫৩১,৭২১,৭২২,৭৫৬
ন্যাপের ১৪ দফা ২৫৭-৬৬
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি , ১৮৯,২২৭,২২৯,২৩০,২৫৭-৬৬,২৭৮-৮২,২৮৯,৩০০-৩০৩,৩৮০,৩৮১,৪০৪

ন্যাশনাল আওয়ামীপার্টি (মোজাফফর),৬৫৬-৬৭,৫২৪,৭০০-০২
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট,১৮৯
ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট ৫৩১
ন্যাশনাল লীগ,৫৯১
প
পররাষ্ট্রনীতি,২৬৩,২৮২,২৯২,৪৫৪-৫৫,৪৯৪, পল্টন, ৪৩০,৪৩৪,৪৯৫, ৪৯৭,৫৩০,৫৯০, ৬৩৫-৩৬, ৬৫১,৬৬৮
পল্লী উন্নয়নত, ২৫৪
প্রতিবাদ, ৫২৭-২৯
প্রতিরোধ (লেখক -শিল্পীদের মুখপত্র),৬৯৬
পাক-ভারত যুদ্ধ (১৯৬৫),২৫৭-৫৮, ২৬০-৬২,২৮০,৪১৭
পাক-মার্কিন চুক্তি,২৩৮,২৩৯,৪১২
পাকিস্তান অবজারভার,৩,২৮,৩০,১৩০,১৩২,১৩৪,১৫৭,১৭৩,১৮৭,১৮৮,১৯০,১৯২,২২০,২২১,২৮৪,৩৯৮,৫৯৭,৬১৪,২২৭
পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ,২৯১,২৯৫,২৯৯
পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন,২৯১-৯৯
পাকিস্তান ছাত্রশক্তি,২৪৮
পাকিস্তান জমিয়াতে তোলাবায়ে আরাবীয়া,৪১৪
পাকিস্তান জামায়াতেন ইসলামী,২৯১,২৯৫,২৯৯
পাকিস্তান টাইমস,৫৯৫,২২৪,২৩১-৩২,৭৪৯,৭৭৪
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পি,ডি,এম)২৯১-৯৯
পাকিস্তান-দেশ ও কৃষি ৫৪৩,৫৪৯
পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টি,২৯১,২৯৫,২৯৯
পাকিস্তান পিপলস পার্টি,৫৯৫,৬৩৬-৩৯,৭৩৮,৭৫৭,৭৭১,৭৭৫
পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন, ৩০৭
পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন,৩৯৭
পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)২৯১,২৯৫,২৯৯
পাকিস্তান রক্ষা বিধি,৩৬৬
পাকিস্তান লেখক সংঘ,৩৬৯-৭১
পাঁচ (৫) দফা,২৯৬,৫৫০
পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র,২৮৭,৬৫৬
পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র, ২৮৭,৬৫৬
পার্লামেন্টারী শাসন,২৩২-৩৬, ২৩৯-৪০,২৬৮,২৮১,৪০৫,৪৪৯,৪৮৮,৪৯১
প্রাদেশিক পরিষদ,২২৬,২৪২,২৮৩,৩৬২,৩৯৯,৪৪২,৪৯০,৫৯২, ৬১২-১৩
প্রাদেশিক মুসলিম লীগ,৩৯৯
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ২৪৬,২৮৬-৮৭
পি, এল,৪৮৩,২৩৬
পি,ডি,এম,৩৮০,৪০৪
পি,ডি,পি,৫৭৭,৬২১
পিপলস পার্টি,৪২৭,৫৭৭,৫৯৫,৬৫৫,৬৫৬
পিয়ার্সন এল, বি , ৪৭৮-৮২
পিয়ার্সন কমিশন রিপোর্ট৪৭৮-৮২
পীরজাদা, আবদুল হাফিজ,৬৫৫
পীরজাদা জি, এম, ৬৫৫
পীরজাদা, শরীফুদ্দিন৭৬৫,৭৬৯
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ১৭৫-৭৬,১৯২-৯৫,২৩৬-৩৮,২৬৩,২৬৭,২৭৩-৭৬,২৮০,২৯৭,৩০১,৩৬৫,৪০৪,৪৭৮-৮২,৫৮৮,৬০০-৬১০
পুর্ব পাক আঞ্চলিক কর্মপরিষদ,২৯৫
পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ,২২৭,২২৯,২৩৪,২৬৭-৭৬,৩৬৬,৩৬৭,৩৬৮,৩৮০,৪৩৯,৪৭০-৭৭,৫২৪
পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি,৩২৭৮,৩৯৪,৬৫৬-৫৭,৭১২-১৪
পুর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-৩৯৪
পুর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-লেনিনবাদী,৭১৮-১৯
পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি, ২৪৩-৪৫, ২৮১-৫৯০
পূর্ব পকিস্তান কৃষক সমিতি,২৪৩-৪৫,২৮১,৫৯০
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ২৪৮,৪০৩,৪১২,৪৬৯,৪৯১,৫২৫-২৬,৫৪৭,৫৪৮-৫০,৬৬৮-৭০,৭১১
পুর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ)৫২৭-২৯
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ,২৪৮,৪০৩,৪১২,৪৬৯,৪৯১,৫২৫-২৬,৫৪৭,৫৪৮-৫০,৬৬৮-৭০,৭১১
পুর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স,৩৬৪
পুর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি,১২৩,২২৯
পুর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ৪০৮,৪২৭,৪৬৭,৫৭৭,৫৯০-৯১,৬১২
পুর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল),৫৭৭
পুর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন, ৪৯৭,৫৩০,৫৩১
পুর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন,৪৯৭,৫৩০,৫৩১
পুর্ব পাকিস্তান সমন্বয় কমিটি,৪২৭
পুর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্র সমাজ,২২৪,২৪৬-৪৮

পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ৫৫৩-৫৫,৬২২-২৩,৬৪৬-৪৮
পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, ৫৫৩-৫৫,৬২২-২৩,৬৪৬-৪৮
পুর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট,৩৩-৩৪
পুর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট ৩৩-৩৪
পুর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ,৩৮২-৯৬,৬৬৬-৬৭
পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন,৩৮২
পুর্ব বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন,৩৮২
পুর্ব বাংলা তাঁত শিল্প উন্নয়ন সমিতি,৭৫৯
প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স (১৯৬০)২২০,৩৯৭,৪০৬-০৭,৪৪২,৪৯৬,৫৩১
প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন, ২৩৫,২৩৬,২৫৭-৫৮,২৬৮
প্রতিরোধ দিবস, ৭৭২-৭৩
ফ
ফজলুল হক হল, ২১৮-১৯
ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক,৭০৮,৭০৯
ফরহাদ মোহাম্মদ,৪২৪
ফয়েজউদ্দিন,৪১৩
ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচনী কমিটি,২৪৮
ফারুক (শহীদ),৬৯২
ফারল্যান্ড(মার্কিন রাষ্ট্রদূত),৭১৮
ফেডারেল শাসন ব্যবস্থা, ২৮১.২৯২,৪৪৯
ফোরাম (সাপ্তাহিক),৫৫১ ৫৬৮-৬৯,৫৭২
ফ্রাস্কো,২৩৫
ফ্রান্সাইজ কমিশন রির্পোট,১৯১-২১৬
ব
বটতলা, ৫২৯
বদরুদ্দোজ, ২১৮-১৯
বন্দীমুক্তি ও দাবী দিবস, ৫৩০-৩১
বণিক, হিমাংশু,.৫২৮
বরকত, ২১৭,৬৫০,৬৯২
বর্মণ, ধীরেন্দ্রনাথ,২১৮-১৯
বাবুল,২২৪
বাবুল (শহীদ),৫৪৫,৫৪৮
বারি, এম, এ, ২৮৮
বার্না, মিনহাজ, ৩৯৭
বাহাদুর শাহ পার্ক,২৭৭,৭৭২
বাংলা একাডেমী৩৭৩,৪০৭,৭৭৮
বাংলা ছাত্রলীগ,৬৪৯-৫১,৭৭৩
বাংলা জাতীয় লীগ,৭৭২
বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার ৩৭৩-৭৯
বাংলা বিমান শ্রমিক ইউনিয়ন,৭৭৯
বাংলা (ভাষা),৬৬,২১৭,২৮৮-৯০,৩৬৯-,৭৯,৪০৯,৪৩৫,৪৭৭,৬৮৯-৫০,৬৫১,৭০১
বাংলা ভাষা আন্দোলন,৩৩
বাংলা মুক্তি ফ্রন্ট,৭০৯
বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন,৬৬৮-৭০
বায়তুল মোকাররম,৪৯৭,৬৩৫-৩৬,৬৫১
বিধান,৫২৮
বিমূর্ত সংগীত একাডেমী,৭৭৩
বিলকিস,হয়রত,২৪৯
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি,৪১৮
বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন,৪২৮
বিক্ষুদ্ধ শিল্পী সমাজ,৭৭২
বিহারী,৪৪১
বুদ্ধিজীবি,২৮৮,৩৭৫-৭৯,৪০৬-০৭, ৪৬৯, ৪৯৩,৪৯৬,৫৪৯,৬২০
বুনিয়াদী গণতন্ত্র ,২৩১
বেগম জাহানারা,২১৮-১৯
বেগম নূরজাহান,৩৭৬
বেগম সুফিয়া কামাল,২৮৮, ৩৭৬,৪০৭
ব্রোহী,এ, কে ৭৬৫,৭৭৭
বোর্ড অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন,৪
বৌদ্ধ,৪৯৩,৫৯৯
ব্রতচারী আন্দোলন,৭৫৮
ভ
ভয়েস অব আমেরিকা,৭৬৫
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,৩৮২,৩৮৪
ভাষা আন্দোল,৩৮৬
ভাসানী,মওলানা আবদুল হামিদ খান,৩৩,২২৭,২২৮,২৩২,২৪৩-৪৫,২৪১,৩০০-০৩,৩৮০-৮১,৩৯৮,৪০৮,৪২৯,৪৩৪,৪৯৫,৫২৪,৫৩০-৩১,৫৫৩,৫৭৭,৫৮৪-৮৬,৫৯০-৯১,৬৫৬,৬৫৭,৭১৫-১৬,৭১২-২৩,৭২৪-২৫,৭৫৬-৫৭,
ভাসানীর চৌদ্দ দফা কর্মসূচী, ৭২৪-২৫
ভুট্টো, জুলফিকার আলী, ৪০৫,৪২৪,৪৩১,৫৯৩,৫৯৫,৫৯৭,৬২৪,৬৪১,৬৪৩,৬৫৬,৬৭৮,৬৯৬,৭০০,৭০৩,৭০৮,৭১২,৭২২,৭২৮,৭২৯,৭৩৮,৭৪৭-৪৮,৭৪৯,৭৫৫,৭৫৭,৭৭১,৭৭৫,৭৭৬
ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন, ২৩২
ভৌগোলিকাবস্থান ২৫৭-৫৮
মিয়া, বশির আহমদ, ২৫৬
মিয়া ফোরকান, ২১৮-১৯

ম
মইনুদ্দীন, জি,২৫৬
মওদুদী, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলঅ, ২৪৯-৫২
মগবাজার সংগ্রাম পরিষদ,৭৫৯
মজিদ (শহীদ), ৬৩৩
মতিন, ৬২১
মতিয়ুব (শহীদ),৫৮৯,৬৩৩,৬৯২
মধুর ক্যান্টিন ৪৯৭,৫৪৭,৬৫১
মঞ্জুর , আনোয়ার হোসেন,৪১৮
মন্টু,৫২৬,৫৪৮
মনসুরউদ্দিন, মোহাম্মদ,২৮৮,৩৭০,৭৭৮
মতুর্জা, গোলাম,২৮২
মর্নিং নিউজ, ৪২৬,৪৯৮,৫৮১,৬৪৫,৬৬২,৬৯৮
মহসিন হল, ৪২০
মহিলা হল, ২১৮-১৯
ময়মনসিংহ কারাগার,৩৩
মাইকেল মধুসূধন দত্ত দিবস,৩৬৯
মাইতি, ৬২১
মাওবাদ,৭৫৬
মাও সে-
তুঙ,৩৮৪,৩৮৮,৩৮৯,৩৯৩,৩৯৪,৩৯৫,৩৯৬,৪৫১,৬১৮,৬
২০,৬২১
মাতৃভূমি (পত্রিকা),৫৯০
মাদারে মিল্লাত,২৪২,২৪৫৪
মান্নান, কাজী আবদুল,৩৬৬,৪২০,৪৩৬
মানিক সাইফুদ্দিন আহমদ ৪০৩
মার্কস, কার্ল,৭৫৬
মার্কসবাদ৩৮৪,৩৯৩,৩৯৪,৩৯৫,৩৯৬,৬১৮,৪৯৭,৫৩০
মারজোলী, রবাট ই,৪৭৯
মালেক, আবদুল, ৫৩০
মালেক, আবদুল(ছাত্র), ৪৬৮
মার্শাল ল,৪৮৯,৫৯৪,৭০৪
মাসুম, কাজী,৩৭৬
মাহফুজুল্লাহ, মোহাম্মদ,৩৬৭,৩৭০
মাহবুব উল্লাহ,৪২৩,৪৬৯,৪৯৫,৪৯৭,৫২৮,৫৩০,৫৪৭
মাহমুদ, কামাল, ৩৭৬
মাহমুদ মুফতি,৪০৪
মিয়া, খুরশীদ,৩০৫
মিয়া, মনু (শহীদ), ৫৮৯
মিয়া, মানিক ৩৬৬
মিয়া,. রাঙ্গু, ৪১৬
মিশ্র (লেফটেন্যান্ট কর্ণেল)৩০৪
মীর্জা, এম, রমিজ,৩০৫
মীরজুমলার কামান, ৪১৬
মুক্তিবাহিনী,৬৬৯
মুখার্জি, অনিল,৪৩১
মুজিবুল্লাহ (শহীদ),৬৩৩
মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক,৭৭৫-৭৬
মুসলমান,২২৫৪৪১,৪৭২,৪৯৩,৫৯৮-
৬০১,৬০৭,৬১১,৬৬৯,৭০৪
মুসলিম লীগ,১৮৯,২৩৪,২৩৭,২৩৮,২৬৮-
৭০,৩৬৪,৩৮৩,৩৯৯,৪২৮
মুসলিম লীগ,(কাইয়ুম গ্রুপ),৫৭৭
মুসলিম লীগ সরকার,৭২১
মুসলিম হল,৪১৮
মুসা এ,বি,এম,৩৯৭
মুসা হাফিজ মোহাম্মদ ৩৬৬
মুর্শেদ এস, এম,৩৮০
মেঙ্গল, আতাউল্লাহ খান,২৬৫
মেডিক্যাল কলেজ ২১৮-১৯,৪১৪
মেনন গ্রুপ,৪৯৫,৪৯৭
মেনন (মেজর),৩০৪
মেহেরুন্নেসা,৭৭৮
মোল্লা(কাজিমউদ্দিন),৪৩৬
মোল্লা জালাম উদ্দিন,৩৭৬
মোল্লা জালাল উদ্দিন,৩৬৬
মোমতাজ দৌলতনা,২৯৫
মোমেন,৩৩৬
মোমেন নূরুল ,৩৭৩
মোশারফ, রশীদ, ৩৬৬
মোস্তফা,২২৪
মোস্তফা, কে,জি,৩৭৬,৪০৭
মোস্তফা, গোলাম,৩৭০
মোস্তফা (শহীদ),৫৪৬,৫৪৮
মোসলেহ উদ্দিন, সৈয়দ,২২৭
মোসলেনউদ্দিন, পীর,৫৭৭,৫৯১
মোহাম্মদ , এম,এম, নূর, ৫৫০৪

মোহাম্মদ, তোফায়েল, ৪০৪
মোহাম্মদুল্লাহ, ৩৬৬
মেনন, রাশেদ খান, ৪৩১, ৪৫১, ৪৯৫, ৪৯৭, ৫৩০
মৌলিক অধিকার, ২৩৫, ২৬৫, ৩৯৭, ৭০১
মৌলিক গণতন্ত্র, ৩০-৩২, ৪৮, ২৩৩, ২৪২, ২৪৪
ম্যাকনগী, ২৬৩
য
যুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবী, ২৬৭, ৬০৭
যুক্তফ্রন্ট, ২৩৭-৪০
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা, ২৩৪, ২৩৮, ২৩৯, ৪৩৫
র
রউফ, আবদুর, ৪০৩, ৪১২, ৪২৩
রনো, হায়দার আকবর খান, ৪৫১, ৬২১
রফিক, ২১৭, ৬৫০, ৬৯২
রব, আ, স, ম,আবদুর, ৪৬৯, ৪৯১, ৫৪৭
রবীন্দ্রনাথ, ২৮৮-৮৯, ৪০০
রবীন্দ্র দিবস, ৩৫৯
রবীন্দ্র সংগীত, ২৮৮-৮৯, ৪৪০
রবীন্দ্র সাহিত্য, ৩৬৯, ৩৭০
রমনা পার্ক, ৬৫১
রমনা রেসকোর্স, ৭১৭
রশীদ, এম, এ, ৫৫০
রশীদ, হারুনুর, ৩৬৬
রহমান, আহমমদ ফজলুর, ৩০৫
রহমান, এনায়েতুর, ২১৮-১৯
রহমান, ওবায়েদুর, ২১৮-১৯, ৩৬৬
রহমান, কাজী আফজালুর, ২১৮-১৯
রহমান, কে, এম, এস, ৪৩৯
রহমান, খলিলুর, ৬১১
রহমান, খান মোহাম্মদ শামসুর, ৩৬৭
রহমান, গোলাম, ৩৭৬
রহমান, পীর হাবিবুর, ২৮২
রহমান, ফজলুর, ৩০৪, ৩৬৭
রহমান, বজলুর (ন্যাপ), ৭০৩
রহমান, মতিয়র, ৩০৫
রহমান, মশিয়ুর, ৫৯১, ৭২৩
রহমান মুজিবর (প্রাক্তন সহ-সভাপতি আওয়ামী লীগ), ৩৬৬
রহমান, মুজিবর, (স্টুয়াট), ৩৬৭, ৪৩৯, ৫০৪
রহমান মুজিবর, ৩০৫
রহমান, মোঃ লুৎফর, ৭০৯
রহমান, শফিকুর, ৪১৪
রহমান, শহিদুর, ৩৭৬
রহমান, শাহ আজিজুর, ৪৩৬
রহমান, শাহ আতিয়ার, ২১৮-১৯
রহমান, শেখ মুজিবর, ৩৩, ৩৪, ২২৭, ২২৮, ২৪২, ২৭৬, ৩০৭, ৩৬৪-৬৮, ৪০৪, ৪০৫, ৪২৪, ৪৩১, ৫৮৭-৮৯, ৫৯০, ৫৯৩, ৬১২-৬৫৮, ৬৬৪, ৬৬৬-৬৮, ৬৭০, ৬৭১-৭৩, ৬৭৪-৭৭, ৬৮৫-৮৬, ৬৯১, ৭০৩-০৫, ৭০৬-০৭, ৭১৭, ৭২০, ৭২১, ৭২৩-২৪, ৭২৮, ৭৩৫, ৭৩৮, ৭৩৯-৪৬, ৭৫৬-৬৩, ৭৬৫-৬৬, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৬৯-৭০, ৭৭৫, ৭৭৬
রহমান, সাঈদুর, ৩০৫, ৩৬৭, ৩৬৮
রহমান, সিদ্দিকুর, ২১৮-১৯
রহমান, হাবিবুর, ৫২৮
রহমান, হামিদুর, ২৯০
রহমান, হাসান হাফিজুর, ২৮৮, ৩৭৬, ৩৭৮-৭৯, ৭৭৮
রহীম, মওলানা, মুহম্মদ আবদুর, ২৪৯, ২৫৪
রহীম, মুহম্মদ আবদুর, ২৯৫
রাউ- টেবিল কনফারেন্স, ৭০৪
রাজ্জাক, আবদুর, ৩০৫, ৪৩১
রাজ্জাক, আবদুর (ফ্লাইট সার্জেন্ট), ৫০৪
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৪২৭, ৪৩৬
রাজা, এম, আলী, ৩০৫
রাষ্ট্রভাষা, ৪৬২, ৭০১
রাহমান, শামসুর, ২৮৮, ৩৭৫, ৭৭৮
রায়, খোকা, ৫৩১
রায়, বরুণ, ৪৩১
রায়হান, জহির, ৩৭৬
রিসালদার, শামসুলহক, ৫০৪
রুস্তম (শহীদ), ৫৮৯
রেজা আলী, ৪৩৯
রেসকোর্স ময়দান, ৪৩৯, ৪৪২, ৬১২, ৬১৩, ৭০৩
রেহমান, সোবহান, ১৩০-৩১, ৫৬৮-৭১
রোমান (ভাষা), ৬৬
ল
লতিফ, আবদুল, ৪২০
লাখাম হাউস, ২২৮
লাহোর প্রস্তাব, ২৬৮, ৩০২, ৫০৪, ৫৯৯, ৬০০, ৬০৫, ৭৬৮, ৭৭৩
লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) বাস্তবায়ন কমিটি, ৫০৪, ৫২৪

লি-কান-উয়ে, ৬২০
লীগ মন্ত্রিসভা, ১৩৬
লুই ডব্লিউ, আর্থার, ৪৭৯
লুন্দখোর, গোলাম মুহাম্মদ খান, ২৯৫
লেখক-শিল্পী, ৬৯৬-৯৭
লেখক সংগ্রাম শিবির, ৭৭৮
লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি, ৪০৬-০৭, ৪৯৬
লেজিসলেটিভ পাওয়ারস অর্ডার, ১৩৩-৩৪
লেনিনবাদ, ৩৮৪, ৩৯৩-৯৬, ৬১৮, ৭৫৬
শ
শফিক (শহীদ), ৬৯২
শফী, মওলানা মুফতী মোহাম্মদ, ২৪১, ২৪৯, ২৫০
শরীফ, আহমদ (ডঃ), ৭৭৮
শহীদ আসাদ দিবস, ৬২২-২৩
শহীদ আসাদুজ্জামান গেট, ৪৩২
শহীদ দিবস, ৬২-৭১, ২১৭-১৯, ৪৩২, ৪৩৫, ৬০৩
শহীদ, মতিউর রহমান পার্ক, ৪৩২
শহীদ মিনার, ৭৭২, ৭৭৩
শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, ৩৭২-৭৩
শ্রমিক, ২৩৬, ৩৪৭, ২৫৯, ২৭৮, ২৮২,
২৯৯-৩০০, ৩০২, ৩৮২-৯৬, ৪০৪, ৪১১-১২, ৪২২, ৪২৪,
৪২৬, ৪২৯-৩২, ৪৪০,
৪৪২, ৪৫১-৫২, ৪৫৯-৬০, ৪৬৮-৬৯, ৪৮৮, ৪৯১, ৪৯৩-৯৪,
৪৯৭,
৫০৪, ৫২৬, ৫২৮, ৫৩০-৩১, ৪৪৮-৫০, ৫৫৩-৫৫, ৫৮৭, ৬১১,
৬২০-২৩, ৬৩৩, ৬৪৭-৪৮, ৬৫৩, ৬৬৬-৬৯, ৬৭১, ৭০০,
৭০৪, ৭১২-১৪, ৭১৮, ৭২৪, ৭৩৪, ৭৩৯
শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল, ৬৩৩-৩৬
শামসুজ্জোহা, ৪৩৬
শামসুদ্দিন (সার্জেন্ট), ৩০৫
শাসনতন্ত্র (১৯৫৬), ২৯২, ২৯৪-৯৭, ৪৮৮, ৫৯৩
শাসনতন্ত্র (১৯৬২), ৫৯৩
শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি, ২২৬-২৭,

২৩০-৪১, ৪৩৯-৪১, ৪৪৯, ৪৬৫-৬৭, ৪৭০-৭৭, ৪৮৮-৯১,
৫২৪-২৯, ৫৯৩-৯৪, ৬৫২-৫৪, ৬৫৬-৫৭, ৭০০-০২
শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো, ৫২৪-২৯
শাসনতান্ত্রিক মিলশন রিপোর্ট, ৭৭-৯৬
শাহ, আমীর হোসেন, ৪০৪
শাহাবুদ্দিন, ফজল, ২৮৮, ৩৭৬, ৭৭৮
শিকদার, আসমত আলী, ২১৮-১৯

শিল্প, ২৬০, ২৬৫, ৪৫৮-৫৯
শিক্ষা, ২২৪, ২৫৯-৬২, ৪৭৬-৭৭
শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৮৩-৮৬
শিক্ষা নীতি, ৪৬৮-৬৯, ৫২৬, ৫৩০, ৫৪৩, ৫৪৬-৪৭
শিক্ষা দিবস, ২২৪, ৫৪৬-৪৭
শোয়েব, (কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী), ২৮০
শ্রমিক ধর্মঘট, ২৭৭
স
সংখ্যালঘু, ২৪৫, ৪৫৪, ৬০৭-০৮
সতের দফা প্রস্তাব, ৭০০-০২
সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি, ৭২৩
সর্বদলীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ, ৭৫৯
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ৬১৯
সবুজ বিপ্লব, ৪৮০
সমকাল, ৪৯৬
সর্দার, রশিদ, ৫৪৮
সর্দারী প্রথা, ২৬৬
সর্বদলীয় ছাত্রসভা, ৪১৩
সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, ৪২২, ৪২৪
সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৪২৬, ৪৩০-৩২, ৪৩১
সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলনী, ৩৬৫
সর্বভারতীয় কংগ্রেস, ৬০৭

সংখ্যালঘু অর্ডিন্যান্স, ৪৩১

সংগ্রাম সমিতি, ৪৪১
সংগ্রামী ছাত্র সমাজ, ৪০৩
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব, ৪০৩, ৪২৫, ৪৩১
সংযুক্ত বিরোধী দল, ২৪৯
সংস্কৃতি সংসদ, ৩৭৮
সম্মিলিত বিরোধী দল, ২৩৯-৪১, ২৫৪, ২৯৭-৯৮
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ২১৮-১৯
স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৫৪৩
স্বতন্ত্র নির্বাচন, ৬০৭
স্বরাজ (সাপ্তাহিক পত্রিকা), ৬৯১
সাঈদ, আর এম, ৩৪
সাত (৭) দফা, ২৯৬, ৬০৩
সাত্তার, আবদুস, ৪৩১
সাত্তার, বজলুস, ৭৫৭
সাদিক, মাহবুব, ৭৭৮
সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ, ৭৭২
সাপ্তাহিক স্বরাজ, ৭৬৭
সান্ধ্য আইন, ৪২৬-২৭, ৪৩৬-৩৭, ৪৪১, ৬৯১
সার্বজনীন ভোটাধিকার, ২২৬-২৭, ২৬২, ২৬৪, ২৬৮

সালাউদ্দিন, ৬৫০
সালাম, ২১৭
সামরিক শাসন, ২৩১-৩২, ২৩৪, ২৪০-২৪১, ৩০০-০১, ৩০৪, ৪৩১, ৪৮৮-৯০, ৫২৫-২৬, ৫৪৯, ৫৫৪, ৬০১, ৬২৩, ৭০৪
সামরিক আইন ও শাসন (১৯৫৮), ১, ১৩-১৫, ৩৩, ১৫৭
সামসুজ্জোহা, ৪৩৬-৩৭
সামাদ, আতাউস, ৩৭৬, ৩৯৭
সামাদ, এ, বি, এম, আবদুস (কর্পোরাল), ৫০৪
সামাদ, লায়লা, ৩৭৬
সার্ভিস, সিভিল ইন্টরন্যাশনাল (সুইজারল্যা-), ৩০৫
সারওয়ার, মুস্তফা, ৩৬৬

সালাজার, ২৩৫
সালেহ উদ্দিন, মোহাম্মদ, ৩৭৬
সামসুদ্দোহা, ৪০৩, ৪১২, ৪১৯, ৪২৩, ৪৬৯, ৪৯১, ৫২৯, ৫৪৭
সাহাবুদ্দিন (তথ্যমন্ত্রী), ২৮৯
সায়গল, ২৩৬
স্টাডি গ্রম্নপ, ৪
স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা, ৪৫১
স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের রূপরেখা, ৫৯৮-৬১১
স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা, ৭১৩
স্বাধীন পূর্ব বাংলা, ৭৩৩
স্বাধীন বাংলা, ৭১৪
স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৭৭২, ৭৮০
স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ, ৭১১
স্বাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ, ৭৭৩
স্বাধীন বাংলা দিবস, ৭৭২
স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক মুক্তিফ্রন্ট, ৭০৯
স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা, ৪৫১
স্বায়ত্তশাসন দাবী, ২৩২, ২৭৫, ২৭৮-৮২

স্থানীয় সংগ্রাম কমিটি, ৭১৪, ৭৩৫
সিকান্দার, দেবেন, ৫২৮, ৫৩০, ৬২১
সিকদার, সিরাজ, ৩৮২
সিকান্দার, আবু জাফর, ২৮৮, ৩৭৬, ৪০৭
সিদ্দিকী, আবদুর রহমান, ৩৪, ৩৬৬
সিদ্দিকী, বি, এ, ৭২০
সিপাহী বিদ্রোহ, ৭৬৭
সিংহ, মনি, ৪৩১, ৪৮৮, ৫২৮, ৫৩০, ৬২১, ৬৫৭
সীরাতে আয়েশা, ২৫০
সুলতান, মোহাম্মদ, ৫৩১
সূর্যসেন, ৬১১
সেন নবীন চন্দ্র, ৩৭১

সেন, বিধান কৃষ্ণ, ৩০৫
সেন, মনিকৃষ্ণ, ২৬৫
সেন্টো, ২৩৭, ২৬৫, ৩৮৫, ৪১২
সেনাবাহিনী, ৬৮৭-৯০, ৬৯৯
সেলিম, ৫২৬, ৫৪৮
সোলায়মান, হোসেন শহীদ, ৫৭৭, ৫৯১
সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ, ৩৩, ১৩২-৩৪, ১৩৭-৪১, ২৮৯-৯০, ২৩১, ২৩৪, ২৪০, ২৭৫-৭৬, ৩৬৪, ৪৭০-৭১, ৫৮৮
সজনী লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী, ৭৭৩
স্টেট ব্যাংক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ, ৭৫৮
হ
হক, আবদুল, ৪২৪, ৪৩১
হক, এ, এম, এফ, ৩০৫
হক, এ, কে, ফজলুল, ২৩৮, ২৪০, ২৭৫, ৭৭৩
হক, এ, টি, এম, জহুরুল, ৪২০
হক, এনামুল, ৩৭০, ৩৭২
হক, মোঃ এহসানুল (সেলিম), ৭০১
হক, ওয়াহিদুল, ৩৭৬
হক, জহিরুল (সার্জেন্ট), ৩০৮, ৪৩৩
হক, ফজলুল (ফ্লাইট সার্জেন্ট), ৪৩৩
হক, মাওলানা শামসুল, ২৪৯, ২৫৩
হক, লুৎফুর, ৫৩০
হক, শামসুল, ৩৬৬, ৭৬৭
হক, শেখ ফজলুল, ৩৬৬
হক, সৈয়দ শামসুল, ৭৭৮
হরতাল, ২২৬-২৭, ২৭৭-৭৮, ৩৬৬, ৪০১-০২, ৪০৮, ৪২৬-২৭, ৪৪২, ৫৩০-৩১, ৬২৩, ৬৯১, ৭০৪
হাই, মুহম্মদ আবদুল, ২৮৮, ৩৭২, ৩৭৪, ৪৪৩
হাকিম, আবদুল, ৩৬৬
হাজারী, আবদুল গণি, ৩৭৬
হাতিয়ার (পত্রিকা), ৫৯৩
হান্নান, আবদুল, ৪১৬
হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট, ২৬৬, ৪১০
হাবিব, আহসান, ৭৭৮
হারুন-উর-রশিদ, ৬৩৫-৩৬
হালিম, আবদুল, ২৬৫
হাশিম, আবদুল, ৩৬৯, ৩৭৬
হাশিম, আবুল, ৩৬৯, ৩৭৬
হাশিম, খালেদ, ৪২০
হাসান (কর্নেল), ৭৬৫, ৭৬৯

হাসনাইন, ৩৬৬
হাসান, নাসীম, ২৯৫
হাসান, ফিদা, ৪২৭
হায়দার, মাকিদ, ৭৭৮
হায়দার, মোস্তফা জামাল, ৪০৩, ৪১২, ৪২৩, ৪৬৯, ৪৯৫, ৪৯৭, ৫৩০, ৫৪৭
হায়দার, দাউদ, ৭৭৮
হিন্দু, ২২৫, ৪৪১, ৪৭২, ৪৯৩, ৫৯৯, ৬০১, ৬০৬-৬০৮, ৬৬৯, ৭০৪
হিলড্রেথ, (মার্কিন রাষ্ট্রদূত), ২৩৪, ২৩৮
হুদা, এম, এন, ১৯২-৯৫
হুমায়ূন, আহমেদ, ৩৭৬
হুসেন, আনোয়ার, ২১৮-১৯, ৩০৫
হোসেন, কামাল (ডঃ), ৭৬৫, ৭৬৯-৭০
হোসেন, আখতার, ৭৭৮
হোসেন, আমজাদ (এ্যাডভোকেট), ৩৬৬
হোসেন, আমীর, ৩০৫, ৩৬৭
হোসেন, এ, কে, এম, ফজলে, ২১৮-১৯
হোসেন, কাজী মোতাহার, ২৮৮, ৩৭৬
হোসেন, কামরুদ্দিন, ৪২০
হোসেন, টি, ৩৭৩
হোসেন, তোফাজ্জল, ৩৬৬, ৩৯৭
হোসেন, মীর্জা মোজাম্মেল, ২১৮-১৯
হোসেন, মোখতার (কর্নেল), ৪০১
হোসেন, মোজাম্মেল (লেঃ), ৩৬৭
হোসেন, মোশাররফ, ৪১৩, ৪২০, ৬৫০
হোসেন, মোয়াজ্জেম, ৩০৫
হোসেন, মোয়াজ্জেম (লেঃ কঃ), ৩৬৭, ৫০৪
হোসেন, শাহ মোয়াজ্জেম, ৩৬৬
হোসেন, সৈয়দ আলতাফ, ২৮২, ৩৮০, ৭০০-৭০২
হোসেন, সৈয়দ সাজ্জাদ, ৩৭২

INDEX

A

Abdur Rahman Khan Hall, 65
Abedin, Zaynul, 352
Abedin, Zainul,330-32
Absolute autonomy,35
Abyssinian Crisis (1935), 161
Act XLV of 1860, 20-21
Act V of 1898, 20-21
Act V of 1908,19
Bengal Village Self-Government Act (1919.) 48,49
East Pakistan Anti-Corruption Act. 3
Election Rules Act (1957), 48
India Act (1935) 77, 86, 98, 123, 162
Pakistan Safety Act, 3
public and Representative Officers (Disqualification) Act (1947), 18
Sefet Act. 14
Security of Pakistan Act. (1942), 2. 18
Adamjee riots (1947), 136
Advisory Council, 32
Afizuddin, 337
Afridi, A.A. Khan, 348
Aftab Uddin, Muhammad, 335, 340
Afzal, Syed Md. 143
Agricultural Bank of Pakistan, 74
Agricultural Census, 74
Agricultural Development Bank of Pakistan, 74
Agricultural Development Finance Corporation, 74
Agricultural University, 146
Agriculturists, 55, 56, 60
Ambedker, 124
Ahmad, Adiluddin, 144
Ahmed, A.M.S., 83, 142
Ahmed, Daliiuddin, 354
Ahmed, Ghafoor, 751
Ahmad, Fariduddin, 144
Ahmad. Kamruddin, 143
Ahmad, Khawaja Mahmood (Mantoo), 750-51
Ahmad. Khurshiduddin, 328, 329. 339
Ahmad, Masiuddin, 143
Ahmad, Maudud, 67
Ahmad, M, 146
Ahmad, Paniruddin, 143
Ahmad, Say id Sarfaraz, 145
Ahmad, Abrar, 346
Ahmed (Ahmad), Abdul Mansoor (Mansur), 3, 139
Ahmed, Afsaruddin, 355
Ahmed, Ali, 342
Ahmed, Ashrafuddin, 343

Ahmed, Basir. 131
Ahmed, Dabiruddin, 24
Ahmed, Deldar, 26
Ahmed, Farid, 347
Ahmed, Hameeduddin, (Joint Secretary To The Govt. Of Pak.) 2
Ahmed, Iftikhar, 342
Ahmed. Imamuddin, 336
Ahmed. Jakir, 332, 333, 342
Ahmed. Jalaluddin (Ex-Subedar) 326, 327, 329, 330, 341
Ahmed. Jamaluddin,. 315,327, 332-35, 341
Ahmad. Kamal-ud-Din, 310, 340
Ahmed, Khondakar Mushtaque, 764
Ahmed. K.G.. 313, 316, 340
Ahmed. Kajiruddin, 350
Ahmed, Mofizuddin, 351
Ahmad, Mohammad Ghulam, 326, 335, 341
Ahmed. Muhammad Wali. 348
Ahmed, Makhfaruddin, 346
Ahmed. Masud. 215-16
Ahmed, Mofizuddin, 352
Ahmed, Moniruddin (S.I.), 353
Ahmed. M. Abu, 339
Ahmed. M. Daliluddin, 339
Ahmed, M. Shamsuddin, 336
Ahmed. Maulvi. Tamizuddin. 341
Ahmed. Mofizuddin, 344
Ahmed. Moniruddin, 345
Ahmed, Mustaque. 344
Ahmed, Muhammad Noor, 347
Ahmed, Muhammad Saleh. 345
Ahmed, Mustaque, 344
Ahmed, Muhammad Noor, 347
Ahmed, Muhammad Saleh, 345
Ahmed, Mukhtar, 347
Ahmed,, Muzaffar (Professor), 24,665
Ahmed, M. Zahur Ali, 339
Ahmed, M.D. 346
Ahmed, Nazir,.347
Ahmed. Nooruddin, 23
Ahmed, Nur, 353
Ahmed, Nuruddin, 3
Ahmed, Pir Mohsenuddin, 163, 187.579
Ahmed Rafiq, 615
(Killed after Election)
Ahmed, Raisuddin, 337
Ahmed, Sayeed, 342
Ahmed. Shaiahanuddin, 354
Ahmed, Shamsuddin. 314. 327. 328, 332, 335, 340
Ahmed, Sheikh Jalaluddin, 340
Ahmed, Sultan-ud-Din, 310, 312-14, 316,319-23, 328, 334. 336, 358
Ahmed, Syed Montazuddin, 346
Ahmed, S., 346
Ahmed, S.M. Muktar, 356
Ahmed. Tajuddin, 597,726-27, 731-33
Ahmed. T., 350
Ahmed, Yousufuddin, 346
Ahsan. Saiyid ali, 68
Ahsan. Saiyid Qamrul, 145
Ahsan, S.M. (Vice-Admiral), 698
Ahsanullah, A.K.M., 356
Akhand, Akbar Hossain, 24
Akhond, Tamizzuddin, 336
Akanda, Najunauddin, 342
Aklar, Imam (Mss.). 146
Akhtar, Jahan Ara, 65.67,68
Akhtar, S.M., 130
Alam, Khurshid, 340
Alam, Mahbubul, 76
Alam. Shamsul, 321, 322, 323. 338
Alam, Siddique Ahmed Shamsul. 347
Alam. Tariqul, 143
Alauddin Hussain Shah, 76
Aleem, Abdul, 26
Ali, Abbas, 348
Ali, Ahmad, 144
Ali, Almas, 24
Ali, Amjad, 346
Ali, B.K.S. Reasat, 350
Ali, Emrat, 352
Ali, Hachan, 353
Ali, Haji Sadiq, 338
Ali, Hasan, 214-16
Ali, Hassan, 215-16
Ali, Himmat, 352
Ali, Iskandar, 144
Ali, Korban, 23
Ali, L. Hasan,344

Ali,M. Anwer, 41
Ali, Mahmud, 68, 173, 187
Ali, Mansoor, 23
Ali, Mansur (Capt.) 764
Ali, Maulvi, Mofazzal, 336
Ali, Mokabbar, 339
Ali, Muammad Hushmat, 344
Ali, Munshi, Askar, 338
Ali, Munshi, Mubarik, 338
Ali. Munshi Muhammad, 341
Ali, Pashia, 350
Ali, Qurban, 3
Ali, Reza, 362, 363
Ali, Torab, 145
Ali, Wazed, 346, 348
Alim, Abdul, 70-71
All-Pakistan Awami League, 532, 645, 751-53
All-Pakistan Muslim League, 206
All-Pakistan Muslim League (Qaiyum), 592
All-Pakistan Women Association (A.P.W.A.), 75
ALO (Code name of Muazzam Hussain), 334, 358
Amin, Kurul, 146, 173, 187, 642, 665, 693
Amin, Rohul, 353
Amin Uddin, 335
Aminuddin, Muhammad, 355
Aminuddin, Munshi, 341
ansari, A.Q.,21, 27, 64
ansari, Maulana Zafar Ahmed, 736
Ansari, Zahid B a shir, 351
Anisuzzaman, 68
The Approach to Self-Government, 86
Arefin, Shamsul, 68
Armed Forces Day, 13-14
Ait Council, 75
Askari, Khawaja Hasan, (Provincial Minister) 184
Aswini Kumar Hall, 14
Aszad, 144
Autonomous Unit, 105
Awami League, 37,42,53, 54, 68, 89, 132, 136, 138-40, 189, 191,284,443, 444. 532, 556-57, 579, 77, 284, 592, 595, 597, 614-17, 624, 625,627-30, 636-37,637-38, 638, 639,640, 643-45. 658-61, 664-65, 674-77. 679, 680, 682, 685, 687-90, 706, 729,736,749-52, 763, 781.782, 784
Awami League Parliamentary Party, 664-65
Awami League Volunteers, 727
Ayub Hall, 14
Ayub regime, 596, 615, 630, 644
Azad (Daily Newspaper), 74, 221
Azad, Alauddin Al, 68
Azimpur graveyard, 66
Aziz, Abdul, 145, 348
Aziz, A., 144
Aziz, Munshi Abdul, 335
Azizuddin, Sk., 351
B
Badaruddin, A.B. 346
Bagge Award, 49
Baitul Mokarram, 689, 690
Baksh, Kader, 353
Baksh. Rahim, 342
Baksh, Z.B.M., 438
Baksh, S. Aliah, 350
Baldwin (MR.), 161
Balfour, Lord, 161
Ballot Battle, 556
Baluch Regiment, 321
Baluchistan Provincial National Awami Pary (Wali Group), 683-84
Baluchistan United Front, 592
Bangla Chhatra League, 689
Bangladesh, 321, 359, 615, 658-61, 664, 675-77, 706
Banu, Razia, 24
Banu, Selima, 24
Bar Association, 38
Bari Mahfoozul, 321, 326, 328,331,338
Barkat, 66,67

Barori, D.N., 124
Barua, Hariday Roy, 347
Barua, Khokhan, 347
Bashan. Mahammad, 343
Bashar, Muhammad Abdul, 346
Bashan, Muhammad Abdul, 344
Bashiruddin, 341
Basic Democracies, 30, 31,46-61, 117, 120-22, 135, 138, 139, 142, 153, 169-72, 201, 202
Basic Democracies Campaign, 51
Basic Democracies Order (1949). 30-32, 48, 50, 53
Basic Democracies Scheme, 58, 101
Basir Uddin, 335
Battle of Plassye, 45,749
Battle of Seringapatum, 749
Baz, Sher Ali, 354
Beg, Zahur Elahi, 350
Begum, Khurshida, 354
Begum, Raushan Ara, 68
Begum, Sulaiman, 132
Belayet, Muhammad, 344
Bengalee (Bangalee), 36, 66, 645, 664-65, 671-73, 676, 677, 706, 707
Bengali (Language),. 46,64-69, 72, 76, 136
Bengali Academy. 68. 69, 72
Bengal Liberation Front. 709
Betar Bani, 359
Bhashani, Abdul Hamid Khan, 2-3, 38, 45,46, 398, 579, 665, 764
Bhuiyan, Anwarullah, 342
Bhuiyan, a. Nuzomuddin, 341
Bhuiyan, Denat Ullah, 344
Bhuiyan, Muhammad Abdul Alim. 321-23, 335, 341
Bhuiyan, Nizam Uddin, 335
Bhutto, Z.A., 157, 398, 595-96, 597, 624-28,636-39, 642-44,658, 664, 665, 676, 678, 679, 680, 682, 683, 729-30, 737,747-53, 781
Bhuyan. Kudrat Ullah, 349
Bibi, Azizan, 76
Bihasis, 676
Biswas, Abdul Latif, 23
Biswas, Darika Nath, 354
Biswas, Sukhamoy, 353
Board of National Reconstruction, Report, 4-12, 24-25
British Cabinet System, 77, 89
British Constitution, 78, 86, 159-62
Brohi, A.K. 777
Bryc, Lord, 89, 94, 110
Buddhist, 49
Bulbul Academy, 9, 75
Bureau of National Reconstruction (Dacca), 40, 56, 58, 62-63, 75-76, 406
Bureau of National Reconstruction (Karachi), 56, 130, 158, 201
Bruke, 81
Burki, W.A., 150, 151, 153, 157
C
Cantonment Boards, 30, 31
Central Board of Directors (Bank), 689
Central Shahid Minar, 65,67-71
Chakma. Lai Behari, 145
Chakraborty, Trailakhya, 24
Chatushkone, 67
Chaudhuri, Ali Ahmed, 145
Chaudhuri, Bulbul, 9
Chaudhuri, Mahbubur Rahman, 145
Chaudhuri, Mofazzal Haider, 68
Chaudhuri, Mohammad Ali, 189
Chaudhuri, Rejaul Karim, 145
Chaudhuri, S.A., 22, 27
Chaudhury, A.M.A.M. 339
Chaudhury, A. Q., 355
Chaudhury, Bhupati Bhushan, 314, 337
Chaudhury, Dhirendra Lai, 337
Chaudhury, Hafizur Rahman, 145
Chaudhury, H.M., 350
Chaudhury, Khitish, 345
Chaudhury, Manik, 314, 315, 318-22, 324,325, 329-31,337, 362
Chaudhury, Matiur Rahman. 143
Chaudhury, Muhammad Abdus Sattar, 356
Chaudhury. Muhammad Mahbubu-uddin, 327. 328, 330-33, 339

Chaudhury. Muazzam Hussain, 332, 333,342
Chaudhury, Munir, 68
Chaudhury, Nomanuddin 348
Chaudhury, Saeedur Rahman. 315, 319, 320, 322, 324,330, 331, 335, 340
Choudhury, Salahuddin, 215-16
Choudhury. Sanjib, 37-42
Chaudhury, Taimur Reza, 146
Chaukidar, Rehmat Ali, 342
Chief Martial Law Administrator, 483. 505. 694
Chittagong Development authority, 320
Choudhury, Abdur Rahman, 345
Choudhury, Aftab, 332
Chaudhury, Ahmadur Rahman, 345
Choudhury, Azmal Ali, 145
Choudhury, Aminul Islam, 3
Choudhury, Farid Ahmed, 143
Choudhury, Golam Mustafa, 345
Choudhury, Golam Mehdi 346
Choudhury, Hafizuddin (Dinajpur), 146
Choudhury, Hussain Ian, 345
Choudhury, Kafiluddin, 23
Choudhury, L.A., 316
Choudhury, Mohammadan-Nabi, 23
Choudhury, Mufizuddin, 144
Choudhury. Muzaffar 144
Chowdhury, Muzaffar Ahmed, 572-76
Choudhury, Rezzaqul Haider, 146
Choudhury, Tahar Ahmed, 144
Choudhury, Yusuf Ali, 22, 173, 187
Chowdhury, abdul Hamid, 3, 23
Chowdhury, Abul Khair, 335, 340
Chowdhury, Akbar Hossain Khan, 24
Chowdhury, G.W., 123
Chowdhury, Hamidul Huq, 3, 173
Chowdhury, Muzaffar Hossain, 342
Chawkidar, Abdul Wahab, 347
Chawkidari Circles, 49
Christian. 616
Churchill, Winston, 81
Code of Civil Procedure (1908), 19-21
Code of Criminal Procedure (1898), 20-21
Communism, 47
Communists, 38.40, 53. 54. 63. 119. 125, 135, 136
Communist Party (East Pakistan). (C.P.) 64, 68, 69
Communist Parties of Pakistan, 42
Companies Act (1913)
Act VII of 1913, 507
Congress (East Bengal Congress). 36, 54, 124, 144
Conservative Party (U.K.), 89
Constitution Act (Act of 1935) 77, 78. 80. 572
Constitution of 1956, 28, 162, 173, 176, 484,572, 574
Constitution of (1962), 158, 505, 572, 574
Constitution Commission, 197, 198
Constitution Commission Report. 77-96. 163, 165-67, 169, 170, 172
Constitutional Coup, 80
Constitutional developments, 64, 73,77-127, 158-72, 173-82, 196-216, 443-45, 483-87, 498, 503, 595-96, 502, 614-17, 624-32, 636-40, 642-44, 658-61
Constitutional Development in Pakistan, 123
Constitutent Assembly of Pakistan, 36, 77, 79-81
Constitutional Assembly of Pakistan, 36, 77, 79, 80, 81, 83, 87, 123, 124, 146, 163, 164-65, 582, 625,660
Cornelius (MR.), 157
Council for Protection of the Rights of Minorities, 42
Council of Action, 706
Council Muslim League, 750
Criminal Law Amendment (Special Tribunal) ordinance, 308, 309
Criminal Procedure Code, 335
Curzon Hall, 65, 68, 69, 75, 134, 184
D
Dacca Central Jail, 3, 557
Dacca Chamber of Commerce and Industry, 658

Dacca College, 184
Dacca Hall, 65, 67, 68, 146
Dacca Hall Union, 67
Dacca High Court, 125, 134
Dacca Gazette, 181
Dacca Medical College 141, 185
Dacca Medical College Lecture Gallery,
Dacca Medical College Union, 67-69, 69

Dacca Radio Station, 50
Dacca Times 284
Dacca University, 11-12, 40, 65, 67, 68, 123, 130, 134, 137, 139, 141, 146, 183-84, 186
Dacca University Central Students Union (DUCSU). 65, 67, 68, 69, 674
Daily ittefaque, 359
Dalil-ud-din (Havildar), 312, 326, 327, 329, 330, 337
Das, Basanta Kumar, 24, 124
Das, Shambu, 355
Das, Shyam Charan, 351
Dasgupta, Ranesh, 69
Dasgupta, Suresh Chandra, 23
Datta, Aswini Kumar, 14
Datta, Bankim Ch., 354
Datta, Mukul Chandra 352
Datta, Pares Chandra, 354
Datta, Rabindra Prashad, 352
Daulatana, Main Mumtaz, 132, 189, 736
Dawn (Newspaper), 73
'D' Day, 309,317, 327
Defence of Pakistan Rules, 284-85, 309, 319-20
Democrats (U.S.A.), 89, 118
Democratic Action Committee, 444
Dev. B.P., 345
Dev. G.C. 68, 146
Dewan Mohiuddin 23
Dhali, Abdul Ghafur, 144
Dhar, D.C. 355
Dhar, Micheal, 355
Diecy, 91
Directive Principles of Static Policy, 162
Disparity between two wings, 175-76, 192-95, 445-48, 502, 551-52, 568-71, 574-76, 659-61
District Council, 31
Divisional Council, 31
District Court Bar Association. 190
Dogras, 87
Doha, H.N.S., 145
Dudu Mia, 187
Dutta, Bhupendra Kumar, 23
Dutta, Dhirendra Nath, 23
Dyarchy of (1919) 86
E
East Bengal Liberation Party, 42
East Bengal Police Committee, (report of 1953), 82
East India Company, 95-96, 98, 159
East Pakistan Awami League. 597, 726-27, 731-33, 764
East Pakistan Government College Teachers Association 690
East Pakistan Bureau of Anti-Corruption, 3,22-25, 26-27
East Pakistan Inland Water Transport Authority, 324
East Pakistan Liberation Parly, 37-38
East Pakistan Rifles, 185, 187, 321
East Pakistan Sramik Federation, 398
East Pakistan Students Union (EPSU). 65, 67, 68, 128
East Pakistan Union of Journalist 221. 284, 690
East Pakistan Union of Journalists Committee of Action, 221-23
East Pakistan Youth League, 64, 68
Ebadullah, 347
Economic condition. 9-12, 45-47,73-74, 99-102, 443-48
Eden Anthoy, 161
Education, 9-12
Education Commission, 43
Education Commission Report, 183
Election (Rules), 199-216
Election (1954). 79-82, 87, 119-20, 122-27, 198, 532, 580

Election (1970), 532-45, 579-83, 592
Eection Commission, 203-05, 207, 211-12,214,485-86
Election Commission Report, 201
Elective Bodies Disqualification Order, 1954 (EBDO), 16-25, 26-27, 32, 53, 133, 139, 180
Eleven (11) Point Programme, 443, 444,446,614,624, 630, 665
Engineering University, 146
Evacue property, 99
F
Faikuzzaman, 144
Farakka, 541
Faruquc, 152
Faruque, L. Mahammad, 343
Fazlul Abul, 76
Fazlul Huq Muslim Hall, 68, 146
Fazlul Huq Muslim Hall Union, 67
Fateh Mohammad (Maulana), 753
Federal form of Government, 97-109, 175
Federal ligislature, 444-45
Finance Allocation Committee, 138
Franchise Committee, 126-27
Franchise Commission Report, 196-216
Flag for Independent Bangladesh, 779
Four points, 755, 764
G
Gafur, Abdul, 344
Gandhi, Mahatma, 86
Gandhi, Indira, 639
Ganges Water Dispute, 541
Gentlemen's Agreement, 285, 324
Geography, 748
Geographical Situation, 7,40, 97-98, 168, 194-95,445,447,639-40
Ghafoor, Abdul (Prof.), 736
Ghafur, M.A., 143
Ghani, M.O., 146
Ghaus, Maulana Ghulam, 683
Ghilzai. Mohammad Hasim Khan, 683
Ghosh. Abhi Mannay, 354
Ghose, Makhan Lai, 354
Government of India Act (1935), 572
Governor's Conference, 35-41
Green View Petrol Pump. 316-60
Gramer Maya, 51
Guha, Ajit, 68
Guramia, Hajee, 353
Gyasuddin, 144
H
Hafizuddin, 338
Hafizuddin, A.K.M., 24-25, 27
Hai, A.K.M.A., 326, 329, 339
Haider, S.M., 353
Hakeem, Abdul, 351
Hakim. Abdul, 23, 143
Haldar, Dhirendra Nath, 68
Haleem, M. Abdul, 332, 333,335, 342
Hamid, Abdul, 145, 182
Hanif, Mohammad, 344, 352
Haq, Asadul, 143
Ilaq Azizul (Havilder). 321,338
Haq, A.K.M. Shamsul, 362
Haq, Kazi Mujibul, 338
Ilaq, Mahmudul. 144
Haq, Muhammad Fazlul (F high Sgt) 314, 321,332, 333, 337
Haq, Muhammad Shaheedul, 315, 340
Haq, Rezwanul 144
Haq, Serajul. 338
Haq, Shahidul, 146
Haq, Shaikeu Manzurul, 752
Haq. Shamsul, 321, 324, 327, 332, 338, 362
Haq (Sgt.), Shamsul, 330
Haq, Zahurul (Sgt), 308, 316, 321, 330-32,338
Haque, Azharul, 340
Haque, A.K.M. Fazlul, 143
Haque, A.K. Wazedul, 349
Haque, K.A., 24-25, 27
Haque, Manirul, 353
Haque, Shamsul, 24
Haque, Syed Azizul, 23
Haris, Ata, 353

Haris, Ismail, 353
Hartal. 183-86, 672-73, 675, 683, 685, 687-89, 706
Harun, 615
Hasan. Saeed, 192
Hashim, A., 343
Hasrat, A., 346
Hazarvi, Maulana, 682-83
High Court Bar Association, 190
Hindu Community, .9, 14, 35, 39,40, 44,45,-54,79, 87, 98, 123-27, 674
Hindu Mahasavha, 54
Hindustan Standard, 37
Hitler, 678
Hoare, Samuel, 161
Hosain, Munir, S., 35
Hossain, Tofazzal, 284-85
Hossain, Faizuddin, 143
Hossain, Moulana Altaf, 24
Hossain, Mozammel, 143
Hossain, Sirajuddin, 222
Hossain. Suharab. 146
Hossain, Syed Altaf. 24
Hossain, Syed Moazzamuddin, 143
Hossain, Tofazzal, 222
House of the People, 112-16, 126-27
Howladar, Abdul Jabbar, 349
Howladar, Munshi Mohammad Ali. 335
Howladar, Sabaruddin, 349
Huda, Khairul, 349
Huda, M.N., 146, 192-95
Huda, N., 349
Huda, Shams Lutful, 325, 326, 341
Huq. Abdul. 398
Huq, Badrul. 67
Huq, Fazlul, 36, 45
Huq, Kazi Zahirul, 68
Huq, M., 69, 146
Huq, Syed Azizul, 173, 187
Husain, Kazi Motahar, 68,69
Hussain. M. (V.C. D.U), 146
Husain. Sajjad, 146
Husain, Zakir, 157
Husain, A., 345, 349
Hussain, Altaf, 347
Hussain, Anwar, 329, 330, 342
Hussain, Latif, 24
Hussain, M., 353
Hussain, Mokarram, 345
Hussain, Muhammad Adul, 350
Hussain, Musarraf, 345
Hussain, Muazzam, 310-34, 336, 337, 358, 361
Hussain. Muzzammil, 310, 311. 334, 335, 340
Husain. Rajab, 332
Hussainuddin, 351
Hussainuddin, M., 354
Hussain, Wazir, 351
Hussain, 2^kir, 13, 73
Hyder, Mian Nazimuddin, 750
I
Ibrahim (Justice), 221
lmamuddin, Muhammad, 350
Indian Constitution, 104-09, 164-65
Indian Franchise Committee. 198
Indian High Commission. 38
Indian Independence Act, 777
Indian National Congress, 86- 88
Indo-Pak War, 313
Industrilization in East Bengal, 99-100
International Press Institute, 75
Illias, K.M., 68
Intelligence Co-ordination Committee, 128
Intelligenlia. 39-40, 101
Iqbal Hall. 65, 146
Iqbal, Jafar 62, 63
Ishaque, Muhammad, 354
Islam, 395, 396,616
Islam, Aminul, 68
Islam. Anwarul, 343
Islam, A.K.M. Tajul, 328, 339
Islam K.S., 344
Islam, Mohammad Azharul 343
Islam, Mohammad Nazarul, 344
Islam, Mohammad Noorul. 344, 346
Islam, Mohammad Nurul, 351, 352
Islam, Musirul, 350

Islam, Nazrul (Poet), 76
Islam, Sirajul, 321, 324,325, 327. 328, 330-33,335, 341,356
Islam, S.M. anwarul, 351
Islam, S.M. Syedul, 351
Islam. Tajul. 347
Islam in Modern History, 123
Islamic Academy (Dacca), 75
Islamic Republic of Pakistan, 501, 505
Islamic ideology, 47, 122, 158
Ismail, Haji Mohammad 336
Ismail, Khan Bahadur 146
Ismail. Mohammad (Watcher F.C.) 357
Israil, Muhammad 356
Ittef'aq (Daily Newspaper) 65, 74, 138. 222, 284-85
J
Jabbar. Abdul 335, 338
Jabbar, Maulvi Abdul 341
Jabbar, M.A. 3
Jagannath College 65, 67, 68, 141, 184
Jagannath Hall 68, 69, 146
Jagannath Hall Union 68
Jagirdars 595
Jago Art Centre 75
Jalaluddin (S.I.) 345
Jalil (Sgt.) 326, 327, 331.339
Jamaat-e-Islami 189. 592, 642, 736, 749, 753
Jamaat-i-lslami Parliamentary Party 751
Jamiat-ul-Ulema-i-Islam (Hazarvi Group)60
Jamiat-ul-Ulema-i-lslam (Noorani Group) 592. 640, 682
Jamial-ul Ulema-i-Pakistan 736
Jama lucid in 350
Jana Sanga 42, 43
Jasimuddin, Khan Bahadur 145
Jatiya Sramik League 674, 690
Jayagi, Rash id Ahmad 144
Jennings, Ivor 86- 88, 90
J hong (Newspaper) 73
Jilani, Malik Ghulam 678
Jinnah. Mohammad Ali 87, 98, 501
J in n all Muslim League 89
Joint Electorate 122-27. 532
Journalists Strike 221-23
K
Kabir. A.M.A. 24-27. 66. 129
Kabir. E. 3
Kabir, S.E. 689
Kader. Abdul 344, 355
Kadir, M. Abdul 339
Kadri, G.M. 355
Kadri, W.B 180
Kazi, Faiz Mohammad 751
Kagmari Conference 45.46
KAMAL (Codename of Sultan-ud-Din Ahmad) 334
Kamruzzaman. A.H.M. 645
Kana Miyan 146
Karachi Conference 26-27
Karim, Abdul 344
Karim, Alhaj Fazlul 347
Karim, A. 68
Karim, Fazlul 23
Karim, M.A. 340, 343
Karim, Riazul 348
Kasem, Abul 68
Kashmir and Canal Water Disputes 6
Kashmir Dispute 541
Kashmiri National Liberation Front 628
Kazi, Mesbahuddin 352
Kirmani, Mokin U. 351
khan, Abdul Qaiyum 751
Khan, Abidur Rcza 764
Khan, Asgar 755
Khan. Ayub 729
Khan. Nawabzada Sher Ali 749
Khan, Noor 755
Khan, Sardar Shaukat Hyat 736
Khan, Wali 736
Khan, Yahya, 729, 752, 754-55, 774. 777. 781
Khaleque, Mohammad Abdul 3
Keith, A.B. 77, 89
Khaddar, Abdul Jabbar 139
Khairuddin, Khwaja 145, 557

K ha Icq ue, Abdul (Sylhel) 145
Khalequc. A. (2). 356
K ha Icq ue (Or) 319
Khaleque, K.A. 349
Khalid, Jahangir 68
Khaliq. Abdul 347
Khalique, A.B.M. Abdul 349
Khan, Abdul Wahab 26
Khan. Abdus Salam 642
Khan, Aga Mohammad Yahya 483-87, 498-503, 505-23, 544-45, 581-83, 615, 616, 631-32, 662-63, 679, 682, 693-95
Khan, Alam 355
Khan. Ali Reza 352
Khan, Amzad Ali 341
Khan, Asghar (Air Marshal) 682
Khan, Ashraf Ali 315-17, 320, 321, 341
Khan, Ataur Rahman 22, 68, 139, 140, 173, 187
Khan, Azam 147, 149, 150-56
Khan. A.A. Enayetullah 68
Khan, Daulat 352
Khan. Ejza Muhammad 355
Khan. Emteazuddin 338
Khan, F.M. 157
Khan, Mabibur Rahman 348
Khan, Hayat 43
Khan. Ibrahim (Principal) 145
Khan, Joban Ali 144
Khan. Kala 346, 350
Khan, Khan Abdul Qayyam 640, 664
Khan, Khan Abdul Wali 398, 640
Khan. Lai 355
Khan, Liaqat Ali 87
Khan, L.A. Rahim 343
Khan, Mahtabuddin 145
Khan. Maulana Muhammad Akram 221-22
Khan, Mohammad Ayub 20-21, 147-49, 150-57, 173, 176, 182,595, 665
Khan, Mohammad Yar 24
Khan. Motahar Ali 346
Khan. M.R. 215-16
Khan, M. Siddique 353
Khan. Mohammad Fouzder 34.7
Khan. Mujibur Rahman (Joint Secretary) 20-21
Khan, Muniruddin 352
Khan, Oli Mohammad 353
Khan. Omar Fateh 343
Khan, Saddat Ali 349
Khan, Sarwar 352
Khan, Shahbar 145
Khan, Sharafat Ali 2
Khan, Tamizuddin 146
Khan, Tikka (Lt. Gen.) 698
Khaiun, Begum Anwara 24
Khilafat 85^
Khilgaon Land Distribution Committee 690
Khondkar, Azizur Rahman 24
Khondkar, Muazzam Hussain 339
Khurshid. Muhammad 319-21, 338
Khundkar, Nazmul-Huda 321-23, 339
Krishak Sramik Party (K.S.P.) 54
Kudrallah 362
Koreja, Jamal Mohammad 736
L
Labour Party (U. K.) 89
Lahiri. Provas Chandra 23
Lahore distrubances 164-65
Lahore High Court 77
Lahore Resolution 104, 625
Lai Dighi Maidan 315
Language movement (1952) 645, 652
Laski 161
Lai if, A. A. 339. 343, 346, 347
Latif, Munshi Abdul 336
Law College 137
Leaflet Campaign 35-41, 42-47
Legal Framework Order (1970) 500-503, 505-23, 582, 652,662,749
Legislative Powers Order (1959) 28-29
Li neon, Abraham 158
Lodi, Zeaul Haque Khan 356
Lohani, Kamal 690
Lokman, Muhammad 346
Lok Sabha 88
Mabub, M.A. 346

Maclean, Joan Coyne 93
Madison 165-66
Magna Carta 158
Mahfizullah (Flight Sgt.) 31 L 314, 321, 324-28, 330-31, 336
Mahmood. Mohammad 751
Mahmud, Maulana Mufti 640, 736, 737
Majecd, A. 215-16
Majeed, S. M. A. 145
Majid, A. 144, 356
Makhan, Abdul Quddus 674
Malik 333
Malik, Ali Ashraf 344
Malik. H. R. 356
Mallick. Abdul Latif 68
Mamiatul Ulema-i-Islam Parliamcntaty Parry 737
Mannan, Abdul 350, 676
Mannan, A. 350
Mannaf. M. A. 343
Manik Miyan 140
Maniruddin 24
Maqbul, Ashrafuddin 68
Matir Prithibi 76
Markazi-Aho-e-Hadis 592
Markazi-Jamiat-ul-Ulema-i-Islam (Thanvi group) 592
Martial Law 14-15, 35, 36, 39,41-43, 46, 135, 136, 138. 140. 155, 157, 159, 173. 176, 206, 323, 486, 579. 582, 583. 662, 664, 672-73, 678, 679,687,688, 690, 706
Martial Law Regulation 43, 487
Mass Movement 398
Matbar. Gagan Ali 354
Matin, Abdul 23
Maudoodi, Maulana Syed Abul Ala 642
Maulana, Ghulam 144
McDonald (Mr.) 161
Mcleod Road 551
Mcah, Abdul Majid 342
Medical College 68
Medical College Gate 67
Medical College Mortuary 135
Meher, Mohammad 350
Menon, Golam Nabi 220
Menhajuddin, Maulvi 340
Mia, A. F. 316
Mia, Abul Hussain 24
Mia, Badsha 347
Mia, Mohammad Amir Hussain 311-20, 334, 335, 340, 358-60, 363
Mia, Selamat ullah 344
Miah. Ahmed Hussain 345
Miah, Babu 345
Miah, Hafizuddin 351
Miah, Muhammad Shafiuddin 349
Miah, Rashed 345
Miah, Sultan 346
Mian. Abdul Majib 342
Mian, Abdur Rahman 344
Mian Ashfaq 332. 333. 342
Mian, Lai 340
Main, Mofizuddin 350
Mian, Muhammad Sawkat Ali 321-23, 325, 329, 332, 338
Mian, Tufail Mohammad 749
Mian, Muhammad Yasin 342
Mid Plan Review 446
Mir Za far 532
Mirza, Iskander 231
Mirza, S. M. Ali (Pilot officer) 330, 331
Mistri, Jamshed 342
Mitford 185
Mitra, J. P. 42
Mohan Mia 173, 187
Mohsin. Muhammad 315. 316. 324. 341
Molla, Aghar Ali 144
Molla. Moslem Ali 23
Molla, M. Sulaiman 339
Mollah, Mouli Fazil 335, 340
Momazzad, M. A. K. 338
Momen, Nurul 68
Momener Jabanban 76
Momin, Abdul 449
Momtazuddin 347
Moining News (Daily Newspaper) 73
Morrison, Herbart 92, 111, 120
Moslehuddin, A. K. M. 348
Mridha. Enta Ali 337

Mughal Rule 87
Mujib-Yahya meeting 754-55
Muslim League (Convention) 592. 750
Muhammad, Noor 310, 311-13, 317, 321,334, 336
Mukhtear. Abdur Rahim 144
Muktear, Abdus Salam 23, 144
muktear, Ataur Rahman 24
Mumtaz 615
Munir, Mohammad 157
Munshi. Abdul Aziz 342
Munshi./Aftab Hussain 344
Munshi, Rahim Baksh 352
Munshi, Samiruddin 352
Murad, Muhammad 347
Muslim 35, 39, 40, 45, 54, 83, 87, 97, 98. 100, 101. 122. 126-27, 158,487, 502.511.512.541,616,674
Muslim League 39. 45. 54, 55, 79-83, 87, 88, 89, 104, 118, 119, 124, 143, 164-65. 189, 198,206 *
Muslim League (Council) 592
Muslim League Parliamentary Party 164-65
Muslim League Government 119
Muslim League Ministry 118
Muslim Leaguers 138-40
Mutalib. Muhammad Abdul 321, 338
Muttahida Mahaz 592
Myan, Moulvi Menhajuddin 335
N
Nadiruzzaman 143
Naha, Iswar Chandra 348
Naha, Someshor 348
Naharuddin 145
Naoroz Shahitya Mazlis 75
Nasrullah, Nawabzada 752
National Assembly 123, 178-82, 196, 199, 204, 205, 207. 209, 211-16, 220, 48-85,492-503, 505-23, 544-45, 556, 581, 592, 595, 625-26. 629-32, 636-37, 637-39. 642, 644, 645,658-65,672-73, 676-79, 682-84, 688, 690, 693
National Awami Party (NAP) 42-43, 53-54,64,68,70-71, 136, 139, 189,398. 640
National Awami Party (Pro-Pecking) 398
National Awami Party (Wali) 592, 736. 751
National Democratic Front 190-91, 288
National Medical Institute Hospitals 185
National Student's Federation (NSF) 65, 68
Nawaz, M. A. 316
Nazimuddin. Khawaja 146
Nazimuddin 352
Nehru, Jawaherlal 36, 86. 87
Nepal-Nag-East Pakistan Communist 37
Nizam-e-Islam 55, 189,592
Non-Vilolent and Non-Co-operation Movement 706-07
Nooruddin 347
Noormani, Maulana Shah Ahmed 736
Nuruzzaman, A. N. M. 322, 339
O
October Revolution 79. 85, 101, 136, 152, 154
Ojha, P. N. 319, 321-22-25, 329, 330
One Unit 81. 90,97, 102, 104, 115-16, 190, 444. 484-85, 500, 502, 626, 683
Osmani, Iqbal 351
Osmani, M. A. G. 323, 324. 333
Ordinance (LXXII of 1958) 3
p
Padakkhep 67
Pakhloon Khawa (NAP) 592
Pakistan Acadciny for Village Development (Comilla) 76
Pakistan Day (23rd March) 75
Pakistan Democratic Parly (PDP) 592, 616.642,752
Pakistan Federal Union of Journalist 285
Pakistan Gazette 179, 181
Pakistan Legal Centre 191
Pakistan Muslim League 640

Pakistan National League 642
Pakistan Observer (Daily Newspaper) 3, 65, 73, 222
Pakistan Penal Code 20-21, 308
Pakistan People's Party 592. 595, 624-28. 636-40, 642-44. 663, 677-80. 682. 737. 749-52, 781
Pakistan Writers Guild 690
Pakistan Student Front (P.S.F.) 67
Pakistan Times 152, 774
Paltan Maidan 674, 675, 687
PAR ASH (Code name of Sheikh Mujibur Rahman) 315, 334
Parliamentary Democracy 443, 448
Parliamentary form of Government 42, 64, 77-96, 158-68, 171, 175,448,484
Pathans 36
Peaceful Satyagraha 676
Persian (Language) 87
A Pledge Redeemed 158
Police Firing in (1951), 66
Political Parties 173-77, 178-82,206-07
Political Parties Act (1962) 178-82, 206
Political Organisation Ordinance 180
Poster Campaign 35-41, 42-47
President and Congress : The Conflict of Powers 93
Presidential form of Government 85-96, 165-68, 175
Press and Publication Ordinance (1960) 220-23
Press club (Dacca) 221
Probhat Pheri 65, 66
Provincial Advisory Bodies 73
Provincial Advisory Council 145
Provincial Assembly 180, 196, 199,204, 209-14, 220. 500. 506-07, 512-13, 581. 592, 595.630, 631-32
Provincial Autonomy (1937) 36, 98, 198. 572-76
Provisional Constitutional Order 505, 699
Provincial Development Advisory Council 30, 32
Privincialism 5,41,83, 101
Prue. Maung Shoe 145
Psyche 320
Public and Representative Officers Disqualification Act 82
Pundit, Abdul Jabbar 349
Punic war 39
Punjab Assembly 80, 595
Punjab Awami League 749
Punjab Distrubances 79-80
Punjabis 36
Punjab Pakistan Front 678
Punjab Zonal Council Muslim League 752
Purbani (Bengali Cinema Magazine) 284
Q
Qayyum 68
Qayyum Muslim League 78
Qader, Monzoor 137. 141, 157
Qadir, Abdul 157
Quaid-i-Azam 36, 77, 78, 87-88, 98. 501,502, 642, 659
Quid-e-Millat 88
Quraishi, Abdul Majid 355
Quddus, Abdul 353
Quddus. Ruhul 312, 316, 317, 318. 325, 332.334, 337
Qureshi, Barkat Ali 130
Quyum 348
R
Rab, Syed Fazal 356
Rabbani, M. R. 362
Rabbani, Reza 351,354
Race Course Maidan 664, 672-73. 675
Radio Pakistan 693
Rafiquddin 145
Rahman. Mujibur (S.I.) 343
Rahim, Abdur 143
Rahim, Abdur (kushtia) 145
Rahman. Abdur 68
Rahman Ataur 642, 665
Rahman. Fazlur 26, 143, 356
Rahman, F. 146

Rahman, K.M. Shamsur 320, 323-26. 329, 338, 361
Rahman, Lutfar 143
Rahman, Mashiur 23. 398
Rahman, Mallubar 145
Rahman. Maulvi Abdul 339
Rahman, Mizanur 68
Rahman, Muhammad Mokhlesur 348
Rahman. M.M.M. 327, 328, 330-32, 339
Rahman, Muhammad Safiqur 353
Rahman, Mujibur 144
Rahman, Mujibur (Clerk) 315, 316,337
Rahman, Reazur 144
Rahman. Saidur 143
Rahman, Shah Azizur 68. 187
Rahman, Sheikh Lutfur 336
Rahman, Sheikh Mujibur 3, 38, 132, 139, 140. 173. 187, 309-23, 334, 336, 443-48. 556-57, 579-80. 583, 595, 614 17, 624, 625, 627-28, 629-30. 337-38. 639-40, 642, 645, 658-61. 664-65. 671-73, 674-77, 678, 679, 680,682, 683, 685-86. 687-90, 706, 707, 726, 729, 730, 731,736. 737, 748, 754-55, 763-64, 781-84
Rahman. Siddiqur 144, 326. 332
Rahman, Ziaur 346
Raja Miyan 143
Rajarbagh Policelines 665
Rajs ha hi Firing 687-88
Rajshahi University 146
Rakta Akhar 67
Rameez Mirza Mohammad 320-26, 328, 330, 332, 335, 341, 359, 361, 362
Rashid, Abdul 68, 344
Rashid, Abdur 350
Rashid. M.A. 146
Rauf. Abdur 331-33, 339
Ray, Amulya kumar 68
Ray, A.K. 351
Ray, Jamini Mahan 351
Ray, Nalinakhya 146
Ray, Tridip Kumar 146
Raza, Hashim, S. 142
Razvi, M. 348
Razzaq. Abdur 314. 321,337
Razzaq, Muhammad Abdur 315. 316. 321,324, 332,333, 338
Rawalpindi Division Awami League 752
Reforms of 1909. 20-21
Reforms of 1919. 200
Refugee 5, 73. 151, 153
Regional Autonomy 42, 63, 64. 130, 444,445, 485. 580. 661
Rehman. Abdur 337, 346
Rehman. Ahmed Fazlur 310. 311, 313, 316.317.318. 325. 334,336
Rehman, M. Siddiqur 350
Rehman, Mujibur (Steward) 310-14, 316-26, 328-31, 334, 336, 358, 360-62
Rehman, Sobhan 130-31, 568-71
Rehman, Zillur 345
Reichstag 678
Report of the Electoral Reforms Commission (1955), 200
Republican Party 81, 83, 89, 118
Resistance Day 64
Risaldar, Shamsul Huq 321, 328
Revolution in Cuba 330
Reza, M. Ali 328-32, 339. 360
Rizvi, S. Rashid Ali 347
Rob. Abdur 145
Roman (Language) 66, 69. 72
Roosevelt, Franklin D. 93, 120
Roshanuddin 348
Round Table Conference 443-48, 595, 665,682
Rountree, William (American Ambassador) 132
Roy, Bijoy Chandra 23
S
SABUZ (Code name of Noor Muhammad) 334
Safdar, Khwaja Mohammad 54
Safi (Servant) 317
Sarfraz, Malik Hamid 749
Sahabuddin, A.K.M. 347
Saha, Raghu Nandan 344

Saifullah (Dr.) 146
Salarn 66
Salam, Abdus 222, 344, 353
Salimullah Muslim Hall 65,68,69
Salimullah Muslim Hall Union 67
Samed, A. 146
Samad. Abdul 338
Samad, Abul Bashar Mohammed Abdus 311. 313, 315, 316, 320, 324. 326, 327, 329, 337, 359
Sangbad (Daily Newspaper) 65,69
Sangram Pari shad 706
Sarkar, Abu Hussain 22, 173, 187
Sarkar, Silu 337
Sawkat 321, 322
Sayed, A. B. 355
Scheduled Caste 122-24, 126-27
Security Council (U.N.) 73
Security of Pakistan Act 132, 133
Sen. Bidhan Krishna 314, 337
Sen, Rajendra Narayan 337
Separate Electorate 122-27
Seraj. M. M. 335
Shaft (Sgt,) 321
Shah, Asghar Ali 3, 750
Shahabuddin, L. 343
Shaheed Day 62-71, 72, 645
Shaheed Minar 64- 67, 140
Shahid Singh 68
Shahidullah. Md. 68
Shamsud Doha, A.R. 752,753
Shamsuzzoha 145, 338
Shanko 51
Sheikh, K. M. 13, 157
Sheikh, K. M., (Lt. Gen.) 13, 157
Sheikh, Musharaf N. 314, 321, 340
SHEKHAR (Code name of Ruhul Quddus) 334
Shura 158
Siddiq, Abdul Fatir 355
Siddique, Golam Mohammad 354
Siddique, Muhammad 354
Siddique, Muhammad Jabir 351
Siddiqu, Nure Alam 674
Siddiqui, Ashraf 68
Siddiqui, Muhammad Jan 356
Sikdar, Abul Mutalib 341
Sikder, Bisweshar 345
Sikder, Montazuddin 343
Sikdar, Nikunja Bihari 345
Sikha 67
Sikhs 45, 87
Simon Commission 198
Sind-Karachi-Panjabi-Pathan 592
Siraj.M. M. 341
Si raj, Shahjahan 674
Six (6) Point Programme 443-47, 532, 579-80, 582,614, 615,624,625, 629, 630, 636-38, 639. 643, 644, 658-61, 665,669. 729
Sixteen (16) Point demand 42
Smith, Cantwell 123
Sobhan, Abdus 352
Soomro, Sardar Mandla Bux 736
State Language 72, 616
Statesman (Newspaper) 88
Student Front (SF) 65
Students' league 674, 689
Students' Union 689
Study Group 4, 7, 9-12
Suhrawardy, H. S. 26. 36.46, 132-34, 137, 138-41, 148, 153, 154, 187, 189, 190-91,444
Suhrawardy, M. 354
Sulaiman, Muhammad 347
Supreme Court of India 37
Sur, Nagendra Kumar 144
Syed, M. M. 344, 354
T
Tagore (Rabindranath) 212
Taher, Ghulam 146
Taheruddin 351

Tahid, A. 348
Tahir. S. M. A. 349
Taj-ud-Din 317
Talukdar. Abdus Samat 356
Talukdar. Monoranjan 354
Talukdar. M. Syed Ali 337
Task before Faruque 152
Ten (10) Point Programme 706-07
Thakur, Taheruddin 67
The Third Battle of Panipath 76
Third French Republic 161
Tirmizi, Syed Khali I Ahmed 752
Toaha, Mohammad 24, 398
Tongi. Firing 687
Town Committee (B.D.) 26, 31. 32.48. 49
Tribal Chiefs 199
Tribal Maliks 211-12
Tribal People 211-12
TUHIN (Code name of Mozammil Hussain) 334
TUSAR (Code name of A.F. Rahman) 318. 334
Twenty-First (21*) Rebruary 62-71, 72
Twenty-two (22) Families 659
Two Economics 130
Two-Party System 89, 160-61
ULKA (Code name of Muhammad Amir Hussain Mian) 334, 358
Undivided Bengal 36, 37, 38,99, 201
Unemployment Assistance Regulation (1934) 151
Union Boards 55, 56.95-96, 121
Union Committees (B.D.) 30-32, 48,49, 55, 59, 170
Union Council 30-32,48. 53. 54, 57-59, 73, 170, 202
Unitary form of Government 97-109, 175
United Front 81, 82, 557
University of Karachi 76
Urdu 51, 76
Usmani, Mahmudul Haque 751
Village Aid 13
Village Police Force 30-31
W
Waheed, A. 354
Wahiduzzaman 23
Wall Ullah, Muhammad 344. 353
Weimar Republic 678
World Congress 37
World Congress for World Federation
42
Y
Yousaf. A.B.M. 315, 316, 321. 335. 342
Yousuf, muhammad 359
Yunus. Muhammad Yousuf 346
Yusuff, A.R. 68
Z
Zahid, Anwar 68
Zahii. Mohammad 343
Zahiruddin 146
Zahiruddin, L. 344
Zakat 108-09
Zaman, Hasan 68
Zamindars 551-52,595
Zeauddin, A.K.M. 67-68

<u>সংযোজন</u>

অ

অসহযোগ আন্দোলন (সংবাদপত্রে), ৮১৭-২২
আওয়ামী লীগ, ৮১০, ৮১৯, ৮২৫, ৮২৪, ৮২৯
আওয়ামী লীগ (মহিলা শাখা), ৮২১, ৮২৪, ৮৩২
আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, ৮২৪, ৮২৮, ৮৩১
আজাদ (দৈনিক পত্রিকা), ৮২১-২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৯
আঞ্চলিকতা, ৮১৩
আমিনা বেগম (মিসেস), ৮২৩

আহমেদ, তাজউদ্দিন, ৮২০
আহমেদ, মহীউদ্দিন, ৮৩৩
আহমদ, মোফাফফর (অধ্যাপক), ৮১৮, ৮৩৩
ই
ইকবাল, ফারুক (শহীদ), ৮২৮, ৮৩৩
ইত্তেফঅক (দৈনিক পত্রিকা), ৮০৯, ৮১০, ৮১৩, ৮১৫, ৮১৭-১৮
ই, পি, ইউ, জে, ৮২১
ই, পি, ওয়াপদা এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, ৮২৯
ইষ্ট পাকিস্তান নিউজপেপার প্রেস ওয়াকার্স ফেডারেশন, ৮২৭
ইষ্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (এপসু), ৮২১
ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক কর্মচারী সমিতি, ৮৩২
ইসলামী ছাত্র সংঘ, ৮২৩
ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক, ৮৩৪-৪৩
উ
উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, ৮১৯, ৮২৪, ৮২৬, ৮২৭
উমর, বদরুদ্দীন, ৮৩৩
এ

এবড়ো, ৮০৯
এয়ারওয়েজ এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, ৮২১
ও
ওয়াকার্স ফেডারেশন, ৮৩২
ওয়াহিদুজ্জামান, ৮০৯
ক
কচিকাঁচার মেলা, ৮২১, ৮৩২
কথাশিল্পী সম্প্রদায়, ৮২৭
কনভেনশন লীগ, ৮০৯
কবির, হুমায়ুন, ৮৩৩
কল্যাণপুর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৮২৯
কৃষক সমিতি, ৮১১
কৃষি উন্নয়ন কর্মচারী ইউনিয়ন, ৮৩০
কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ, ৮৩২
কৃষি উন্নয়ন কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ, ৮৩২
খ
খান, আইয়ুব, ৮০৯, ৮১০, ৮১২
খান, আসগর, ৮২১
খান, ইয়াহিয়া, ৮১৫
খান, ওয়াহিদ, ৮০৯
খান, শাহনূর, ৮৩৩

খিলগাঁও জমি বন্টন সংগ্রাম কমিটি, ৮২৪
খিলাফতে রববানী পার্টি, ৮৩১
চ
চলচিত্র শিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন, ৮৩১
চারু ও কারু শিল্প সংগ্রাম পরিষদ, ৮২১, ৮২৮
চৌধুরী, মতিয়া (বেগম), ৮৩৩
চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (ডঃ), ৮৩৩
ছ
ছফা, আহমদ, ৮৩৩
ছয় দফা, ৭৯৩
ছাত্র ইউনিয়ন, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩৩
ছাত্র ও শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ, ৮২১
ছাত্রলীগ, ৮১৭, ৮১৯, ৮২৪
জ
জাতীয় কৃষক শ্রমিক দল, ৮৩২
জাতীয় লীগ, ৮১৯, ৮২৩
জাতীয় শ্রমিক লীগ, ৮১৭, ৮২৮, ৮৩১
জামাতে ইসলামী, ৮১০
জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান, ৮৩৩
জিন্নাহ, ফাতেমা (মিস), ৮০৯, ৮১০, ৮১২
জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী, ৮০৯
জুলুম প্রতিরোধ দিবস, ৮০৯
ঢ
ঢাকা জেলা আইনজীবি সমিতির সভা, ৮২৮
ঢাকা নার্সিং স্কুল ছাত্রী সংসদ, ৮২৯, ৮৩০
ঢাকা নিউজ পেপারস হকার্স ইউনিয়ন, ৮২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮২১, ৮৩১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ৮২৫

ঢাকা মোটরকার ড্রাইভারস ইউনিয়ন, ৮২৪

ত
তরফদার, মমতাজুর রহমান (ডঃ), ৮৩৪
তাজ জুট বেলিং শ্রমিক ইউনিয়ন, ৮২৪
দ
দৈনিক পাকিস্তান, ৮২১, ৮২৩-৮৩৩
দোকান কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ, ৮৩২
ন
নজরুল একাডেমী, ৮২৮
নাহা শিশু মেলা, ৮৩৩
ন্যাপ (ভাসানী) স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, ৮৩৩
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), ৮১৮, ৮২৬, ৮৩০

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ওয়ালী), ৮২০, ৮২৩, ৮২৪, ৮৩২, ৮৩৩
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), ৮২৮, ৮৩২, ৮৩৩
নৌ পরিবহন শ্রমিক সংস্থা, ৮২৬

প
পাকিস্তান অবজারভার, ৮১৫
পাকিস্তান মৃত্তিকা বিজ্ঞান সংস্থা, ৮২৯
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, ৮১০-১২, ৮১৩-২১
পূর্বদেশ, ৮২০-২১
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩৩
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ, ৮২৪
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৮৩২
পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ, ৮২৭, ৮২৯
পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতি, ৮২৪
পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন, ৮৩০
পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন, ৮২৪
পূর্ব বাংলা জীবন বীমা কর্মী সমিতি, ৮৩২
পূর্ব বাংলা বাস্তুহারা সমিতি, ৮৩০
প্রতিরোধ দিবস, ৮১৭, ৮২১
প্রাদেশিকতা, ৮১৩

ফ
ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস বব্লক, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৯৩০, ৮৩৩
লেখক-শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ, ৮২৭

ফেডারেশন অব দি সার্ভিসেস এসোসিয়েশন এ-প্রফেশনাল বডিজ, ৮২৫
ব
বাঙালী জাতীয়তাবাদ, ৮১১-১২
বাংলা ছাত্র লীগ, ৮২৪
বাংলা জাতীয় লীগ, ৮২৪, ৮৩২, ৮৩৩
বাংলাদেশ খৃষ্টীয় সংসদ, ৮৩৩
বাংলাদেশ বিমান শ্রমিক ইউনিয়ন, ৮২৪, ৮৩২, ৮৩৩
বাংলাদেশ সি, এ, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৮৩২
বাংলা শিক্ষক সমিতি, ৮৩০
বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, ৮৩৩
বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, ৮৩৩
বিক্ষুদ্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ, ৮২০, ৮২৭, ৮২৮, ৮৩২, ৮৩৩
ব্রতচারী আন্দোলন, ৮২৮

ভ
ভাসানী, মওলানা আবদুল হামিদ খান, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২৫
ভুট্টো, জুলফিকার আলী, ৮২০
ম
মহম্মদপুর শিল্পী গোষ্ঠী, ৮৩২
মজদুর ফেডারেশন, ৮২৪

মজহার, ফরহাদ, ৮৩৩
মাধ্যমিক নৈশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৮৩২

মুকুল মেলা, ৮৩৩
মুক্তির নেশা (গণনাট্য), ৮৩২
য
যুক্তফ্রন্ট, ৮২০
র
রহমান, আতাউর, ৮২১, ৮২৩, ৮২৫
রহমান, আহমেদুর, ৮১৩-১৪
রহমান, মশিউর, ৮২৫
রহমান, শাহ আজিজুর, ৮২৩, ৮২৫
রহমান, শেখ মুজিবর, ৮১৫, ৮১৮, ৮১৯, ৮২১, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৯, ৮৩১
ল
লেখক-শিল্পী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ, ৮২৫

লেখক, সংগ্রাম শিবির, ৮২৭, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩
লেখক সংঘ, ৮২৪
শ
শপথ নিলাম (গণনাট্য), ৮২৭
শরীফ আহমদ (ডঃ), ৮৩৩
শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি, ৭৯৩-৮০৮
শুকতারা শিল্পী গোষ্ঠী, ৮২৭
স
সংবাদ (দৈনিক পত্রিকা), ৮১৮-২০, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৬, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩৩
সমাজবাদী ছাত্র জোট, ৮২৪
সাউথ এশিয়ান রিভিউ, ৮৩৪
সিকান্দার আবু জাফর, ৮২১
সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী, ৮৩৩
সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ, ৮০৯
স্বাধীন পূর্ব বাংলা দিবস, ৮২০
স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটি, ৮২৫
স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৮১৮, ৮২০, ৮২১, ৮২৭, ৮২৮, ৮৩২
হ
হাবিব ব্যাংক ইলেকট্রিক সংগ্রাম পরিষদ, ৮৩৩
হাবিবুল্লাহ, এ, বি, এম, ৮৩৩
হাসিমুদ্দিন, ৮০৯
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্ততকারক ও হোমিওপ্যাথিক সংগ্রাম কমিটি, ৮৩১
হোসেন, কামাল (ডঃ), ৭৯৩-৮০৮
হোসেন, তফাজ্জল, ৮০৯-১৩
হোসেন, সৈয়দ আলতাফ, ৮৩০

A
Abedin, Zainul, 822
Act of Proclamation, 840
Ahmed, M.M., 841,842
Ahsan, (Admiral), 838
Akbar (Maj-Gen),836
Awami League, 834,835,836,838, 840,841,842
Awami League, Sangram Parisad, 838
Awami League, Volunteers 838
B
Benett, Frederic,843
Bhashani, Hamid Khan,822
Bhutto, Z.A., 826,835,836,837,838, 839,841,842
Bikshubdha Shilpee Shanaj,822
Brohi A.K.,840
C
Charu-o-Karu Shilpee Sangram Parishad,822
Chattopadhaya, Bankim Chandra (Bengali Novelist), 838
Constitutional Development 793-808
Corenelius,840
Council Muslim League,836
D
Dacca University Central Student Union 822
Daulatana, Mian Mumtaz 836,840
Dawn, The,842
F
Forum The 842
Girl Guides Association 822
I
Indian Independence Act 840
Khan, Ayub,838
Khan Ghaus (Bizenjo), 836
Khan Qayyum,836
Khan Sardar Shaukat Hayat, 836
Khan, Tikka, 838
Khan, Wali 836,837
Khan, Yahya, 834-843
L
Legal Framework Order (LFO)835,837
M
Martial Law 838,839,840
Morning News, The,817
Mujib-Yahya Talks, 834-843
Muslim League 840

Muslim League (Qayyum) 836
N
Naqvi M. B,, 836, 843
National Awarni Party (NAP- Bhashani) 822
National Awami Parly (Wali) 836
National Security Council, 836
P
Pakistan Observer, The 816
Pakistan People's Party, 834, 835
Punjab Muslim League, 837
Peerzada (Lt. Gen.) 835, 836, 839
Q
Qasuri. Mahmud Ali, 840
Qizalbash (Nawab). 836
R
Rahman. Shekh Mujibur, 822, 834-843
Rehman, Sobhan, 834-843
Rizvi, 836
S
SBKCSP, 822
Shilpee Sangram Parishad, 822
Six (6) Point Programme, 835. 837. 840. 841
South Asian Review, 834-843
U
Umer (Major-Gen), 836. 837. 839
University of Dacca. 843.